আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণী

ফস্টার রে ডালেস্

অনুবাদক

অধ্যাপক রাখাল দত্ত

পরিচয় পাবলিশার্স

প্রথম প্রকাশ :
৭ই সেপ্টেম্বর, '৬৫ ইং

প্রকাশক :
পরিচয় পাবলিশার্স
৩/১, নফর কোলে রোড,
কলিকাতা-১৫

মুদ্রাকর :
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
নিরুপমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩/১, নফর কোলে রোড,
কলিকাতা-১৫

LABOR IN AMERICA, A HISTORY
by Foster Rhea Dulles.

ভূমিকা

আমেরিকার সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় আজ সংখ্যায় প্রায় দেড় কোটি। জাতির ভবিষ্যৎ আর্থিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনে এই শ্রমিক সম্প্রদায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য। মার্কিন জাতি তাদের গণতান্ত্রিক জীবনযাপন পদ্ধতি বজায় রাখার পক্ষে স্বাধীন শ্রমিক-সংস্থার গুরুত্ব সাধারণভাবে মেনে নিলেও, এসব সংস্থার ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে অভিনব এবং দুরূহ বহু সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে শ্রমিক আন্দোলনের ভূমিকা যাই হোক না কেন, মাত্র সাম্প্রতিক কালেই এই আন্দোলন এতটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পেরেছে। স্বীকৃতি এবং জনসাধারণের সমর্থনলাভের জন্য শ্রমিক সংস্থাগুলির সংগ্রাম দীর্ঘকালব্যাপী, তীব্র এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্তাক্ত রূপ নিয়েছিল। এই সুদীর্ঘ সংগ্রামের পটভূমিকা না জেনে আমেরিকার শ্রমিকদের বর্তমান মনোভাব বোঝা প্রায় অসম্ভব।

ঔপনিবেশিক যুগের অস্পষ্ট সূচনা থেকে শুরু করে নয়া বন্দোবস্ত (নিউ ডীল) ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলির মধ্য দিয়ে আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের বিবরণ সাধারণ পাঠকের কাছে তুলে ধরাই এ বইয়ের উদ্দেশ্য। 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন', 'নাইট্স অব্ লেবার', 'এ এফ অব্ এল্' এবং 'সি আই ও' প্রমুখ জাতীয় সংগঠনের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। একটি বইয়ের মধ্যে শ্রমিকদের কার্যকলাপের প্রতিটি দিক আলোচনা করা অসম্ভব। তাই বিশেষ বিশেষ শ্রমিক সংস্থার ইতিহাস, শ্রমিক সংগঠনে নারীদের ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভূমিকা, শ্রমিকদের শিক্ষার প্রসার, শ্রমিক সমিতির সমাজ-কল্যাণমূলক কাজ এবং আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে অন্যান্য দেশের অনুরূপ আন্দোলনের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়কে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক বিবরণের তুলনায় কম প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আমাদের জাতীয় উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকদের এই কাহিনী

বর্ণনা করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এসব অপরিহার্য অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বর্তমান পরিস্থিতি প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করার পক্ষে যে পটভূমিকা প্রয়োজন, সেই ভিত্তিভূমির উপরই সমসাময়িক কালের দৃশ্যগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে। আমেরিকার শ্রমিকদের নিয়ে পূর্ববর্তী বহু আলোচনার উপর লেখক বহুলাংশে নির্ভর করেছেন। এ সম্বন্ধে উল্লেখ সংশ্লিষ্ট পুস্তক-টীকায় পাওয়া যাবে। কিন্তু যেখানেই বিষয়বস্তু আরো গভীর গবেষণার প্রয়োজন নির্দেশ করেছে, সেখানেই লেখক মূল উৎস ব্যবহার করেছেন। কয়েকজন অধ্যাপক-সহকর্মী পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পড়েছেন এবং লেখক এই ব্যাপারে অধ্যাপক আল্মা হার্ব্‌স্ট, অধ্যাপক হেন্‌রি আর স্পেন্‌সার ও রবার্ট ই ম্যাথিউজ এবং ডেভিড্‌ ও রুথ এস্‌ স্পিট্‌জের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চান। এই পুস্তক যে গ্রন্থ-পর্যায়ের অংশ তার প্রকাশক রবার্ট এল্‌ ক্রোওয়েল্‌ এবং সম্পাদক আর্থার বি. টুরটেলটের নিকট লেখক বিভিন্ন প্রস্তাব ও পরামর্শের জন্য ঋণী। প্রায় অবোধ্য পাণ্ডুলিপি টাইপ ও পুনরায় টাইপ করার জন্য এডিথ স্নেয়ার ও স্যালী ডালেস্‌কে লেখক সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাতে চান। তাঁর অন্য প্রত্যেকটি বইয়ের মত এ ক্ষেত্রেও লেখক পাণ্ডুলিপি রচনার প্রতিটি স্তরে বুদ্ধিদীপ্ত, সযত্ন ও গঠনমূলক সমালোচনার জন্য ম্যারিয়ন ডালেসের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।

ফস্টার রে ডালেস্‌

পরিবর্তিত সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার দশ বছরেরও বেশী পরে কিছু লিখতে গিয়ে, ১৯৪৯ সালের ভূমিকায় সাধারণভাবে এবং বইটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলেছিলাম, তার সঙ্গে আমার বিশেষ নতুন কিছু যোগ করার নেই। ১৯৬০ সালের দৃষ্টিভংগী থেকে নিশ্চয়ই এ কথার পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে যে, শ্রমিকদেব দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সন্দেহ পোষণ করলেও আমেরিকাবাসীরা শ্রমিক সমিতিগুলিকে গণতান্ত্রিক জীবনযাপন পদ্ধতির দৃঢ় অভিব্যক্তি বলে মেনে নিয়েছে। এই একই সঙ্গে এ সব শক্তিশালী সংস্থা এমন সব দুরূহ সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে, যেগুলি শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের সব দিকই প্রভাবিত করছে। এই সমস্যাগুলি কোনো চূড়ান্ত ফয়সলার অর্থে সমাধানযোগ্য নয়। মার্কিন সমাজে সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের স্থান এবং শ্রমিকদের নিজেদের স্থান—দুই-ই সততপ্রসারশীল জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত প্রতিটি পরিবর্তন ও উন্নতি সাপেক্ষ।

'এ এফ অব্ এল্' এবং 'সি আই ও'র মিলন গত দশকের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলেও তা শ্রমিক ও পরিচালকদের সম্পর্কে কোনো আমূল পরিবর্তন আনতে পারে নি। ১৯৫৯ সালে গৃহীত ল্যাণ্ড্রাম্-গ্রিফিন্ আইনও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তা'হলেও শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নির্ণয়ে সরকারের ভূমিকার বিবর্তনেব ইতিহাসে ওয়াগ্নার আইন বা ট্যাফ্ট-হার্টলি আইনের সঙ্গে এটি কোনোক্রমেই তুলনীয় নয়। নয়া বন্দোবস্ত ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শ্রমিক সম্প্রদায় যে সব সুবিধা লাভ করেছিল, গত দশকে সেগুলিই আরো বেশি তাদের আয়ত্তে এসেছে। 'এ এফ অব্ এল্' এবং 'সি আই ও'র মিলনের প্রতিশ্রুতির সুফল পূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়িত না হলেও এবং শ্রমিক সমিতিগুলির ভবিষ্যৎ কিছুটা অস্পষ্ট করে তুলেছে—এমন কয়েকটা পরাজয় সম্প্রতিকালে তাদের মেনে নিতে হলেও, জাতীয় আর্থিক নীতির গতিপথ পথ-নির্দেশে শ্রমিকদের ভূমিকা এখনও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

'আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায়-'এর এই নতুন সংস্করণ রচনার সময় আমি প্রয়োজন মত নতুন তথ্য সংযোগ করেছি, শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক রচনাবলী উল্লেখ করার জন্য পুস্তকাদি বিষয়ে টীকার পরিসর বাড়িয়েছি এবং সপ্তম দশকের সূচনা পর্যন্ত ঐতিহাসিক ধারা-বিবরণীটি টেনে এনেছি। ঘটনাগুলির সাম্প্রতিক সময়-কাল ও নৈকট্যের পক্ষে যতটা বাস্তব দৃষ্টিভংগী অনুসরণ সম্ভব, তারই সাহায্যে আমি বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছি।

ফস্টার রে ডালেস্

মে, ১৯৬০

সূচীপত্র

ঔপনিবেশিক আমেরিকা

ঔপনিবেশিক আমেরিকায় শ্রমিক সরবরাহের প্রধান উৎস ছিল চুক্তিবদ্ধ ভৃত্য ও ক্রীতদাস। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে স্বাধীন শ্রমিকেরা ছিল ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ। কিন্তু অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে বিক্ষিপ্ত ছোট শহরগুলো ধীরে ধীরে বড ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার সঙ্গে ইউরোপ থেকে সরাসরি আগত অথবা স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবন গডে তোলায় ইচ্ছুক চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের মধ্য থেকে উদ্ভূত কারিগর ও দক্ষ শ্রমিকদের গুরুত্ব ক্রমেই বেড়ে যায়। এদের ভেতর ছিল ছুতোর ও রাজ-মিস্ত্রি, জাহাজনির্মাতা ও পালপ্রস্তুতকারী, চর্মশিল্পী ও তন্তুবায়, মুচি ও দর্জি, কামার, পিপে ও খাঁচানির্মাতা, কাচশিল্পী, মুদ্রাকর।

এ সব শ্রমিকদের মধ্যে দক্ষ কারিগরেরা প্রথম প্রথম স্বাধীনভাবে তাদের পেশা চালাতে লাগলো। কিন্তু জনসংখ্যার কেন্দ্রগুলো বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে নিপুণ কারিগরেরা ছোট ছোট কারখানা বসালো এবং মজুরির বিনিময়ে তাদের হয়ে কাজ করার জন্য ঠিকা মজুর ও শিক্ষানবিশ নিযুক্ত করতে শুরু করলো। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এ ধরনের ঠিকা মজুরদের স্থানীয় বাণিজ্য সমিতি সংগঠনে প্রয়াস পেতে দেখা যায়। এ সব সমিতি থেকেই প্রথম দিকের শ্রমিক সংস্থা এবং পরবর্তীকালের সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের উদ্ভব।

সুদূর অতীতের সহজ সরল আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে বিংশ শতকের জটিল শিল্প-প্রধান পরিবেশের তুলনা করার পক্ষে উপযুক্ত কোনো মাপকাঠি নেই। মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বাধীন কারিগর ও মিস্ত্রির অবস্থার সঙ্গে আমাদের এই আধুনিক সমাজের বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত অসংখ্য শ্রমিকের যুক্তিগ্রাহ্য কোনো সম্পর্কই নেই। কয়লা উত্তোলন, ইস্পাত তৈরী ও মোটরগাডী নির্মাণের উপর আমাদের এই সুসংবদ্ধ আর্থিক ব্যবস্থা আজ সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। ঔপনিবেশিক যুগে শ্রমিকদের সাময়িক ও বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদের কয়েকটি দৃষ্টান্তের সহিত এ সব শিল্পে উৎপাদন স্থগিত রাখতে সক্ষম সাম্প্রতিক কালের দেশব্যাপী ধর্মঘটগুলির অনেক পার্থক্য। তা'হলেও ঔপনিবেশিক যুগের অন্তর্নিহিত কয়েকটি সক্রিয় বৈশিষ্ট্য আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের বিবর্তন গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

সর্বদাই শ্রমিকদের অভাব থাকায় মজুরির স্তর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের তুলনায় অনেকটা উপরে রাখা গিয়েছিল। নতুন মহাদেশে জীবনে উন্নতি করার বহুবিধ সুযোগ প্রাচীন পৃথিবীর সামন্ততান্ত্রিক উত্তরাধিকার, অনমনীয় শ্রেণীবৈষম্য অনেকটা দূর করেছিল এবং আমেরিকার সীমান্ত সাধারণভাবে এক ধরনের মজবুত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। শিল্পবিপ্লব পুরোনো আর্থিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বদলে ফেললেও মার্কিনজাতির জীবনযাত্রা পদ্ধতির এ সব মূল উপাদান শুধু শ্রমিকদের নয়, সমাজের অন্যান্য অংশের উপরও সক্রিয় প্রভাব হিসাবে থেকে গেল। তারা গণতান্ত্রিক অগ্রগতির প্রশস্ত প্রবাহে শ্রমিকদের টেনে আনতে সাহায্য করেছিল। এই প্রবাহ আমাদের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য এবং আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের নিজস্ব চরিত্রগঠনে তার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রথমদিকের ঔপনিবেশিকরা ভার্জিনিয়া ও ম্যাসাচুসেট্‌সে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন আমেরিকার নির্জন অরণ্যভূমিতে শ্রমিকদের আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। জেম্‌সটাউনে প্রথম সমুদ্রযাত্রা এবং পরবর্তী তিনটি অভিযানে ভার্জিনিয়া কোম্পানী নতুন মহাদেশে ভাগ্যান্বেষী, সৈনিক ও ভদ্রলোকদের একটি মিশ্রিত দল পাঠিয়েছিল। এ ধরনের নিকৃষ্ট উপাদান থেকে একটি স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে ক্রমেই হতাশ হয়ে ক্যাপ্টেন জন স্মিথ্‌ শেষ পর্যন্ত তীব্র প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হন। তিনি ইংল্যাণ্ডে জোর দিয়ে লিখে পাঠালেন, "আপনারা যখন নতুন লোক পাঠাইবেন, তখন দয়া করিয়া যাহারা এখানে রহিয়াছে তাহাদের মত এক হাজার লোক না পাঠাইয়া যেন মাত্র ত্রিশ জন উপযুক্ত ছুতোর, কৃষক, মালী, জেলে, রাজমিস্ত্রি এবং গাছের শিকড় খননকারী পাঠান।"

প্লিমাউথে অবশ্য অবস্থা এর চেয়ে ভালো ছিল। 'তীর্থযাত্রীদের' ছোট দলটি শিল্পী, কারিগর এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নিয়ে সংগঠিত হয়েছিল। লণ্ডনের বিশপ তাদের নেতাদের সম্বন্ধে অশিষ্ট মন্তব্য করেন, "মুচি, দর্জি, টুপি প্রস্তুতকারক ও এ ধরনের লক্কড় লোকদের তারাই উপযুক্ত পথ প্রদর্শক"। ১৬৩০ সালে ম্যাসাচুসেট্‌স বে নামক জায়গায় যে সব পিউরিটান আগন্তুক উপনিবেশ স্থাপন করলেন, তাঁদের ভেতর কারিগর ও চাষীরাই ছিলেন সংখ্যায় অধিক। কিন্তু এই সুবিধা সত্বেও নিউ ইংল্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠাতারাও অল্পদিনের ভেতরই ভার্জিনিয়ার প্রতিষ্ঠাতাদেরই মতো সমাজের অপেক্ষাকৃত ছোট কাজগুলি খুশী মনে করবে, এমন লোকদের অভাব বোধ করতে লাগলেন। ম্যাসাচুসেট্‌সের গভর্নর উইন্‌থ্‌রপ

হতাশ হয়ে ১৬৪০ সালে মজুরদের তাদের কাজে লাগিয়ে রাখা যে কতটা কষ্টসাধ্য, তা' লিখে গেছেন। শ্রমিকেরা সর্বদাই সীমান্তের বসতিগুলিতে মজুরি বেশি বলে সেখানে চলে যেত অথবা জমি নিয়ে স্বাধীনভাবে চাষ আবাদ শুরু করত। কটন্ ম্যাথার নামে এক ব্যক্তি "ঈশ্বরের নিকট বিশেষ প্রার্থনা জানাইতেন, যেন তিনি একটি বাধ্য ভৃত্য প্রেরণ করেন।"

কৃষক ও গাছের শিকড় খননকারীদের প্রয়োজন বসতি স্থাপনের প্রথম দিকে সবচেয়ে বেশি থাকলেও দক্ষ শ্রমিকদের চাহিদা দ্রুত বেড়ে চললো। তাদের অতীত যাই হোক না কেন, ঔপনিবেশিকরা বাধ্য হয়ে ছুতোর ও রাজমিস্ত্রি, তাঁতি ও মুচির কাজ করতে শুরু করল। কিন্তু দক্ষিণ দিকের বাগিচাগুলিতে এবং নিউ ইংল্যাণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত কারিগর ও যন্ত্রবিদ্‌দের সব সময়ই দরকার ছিল।

আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শ্রমিক সমস্যা সমাধানের উপায়ে অনেকটা প্রভেদ দেখা গিয়েছিল। প্রথম বসতি স্থাপন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য নিউ ইংল্যাণ্ড প্রধানতঃ স্বাধীন শ্রমিকদের উপর নির্ভর করত। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ অঞ্চল প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিগ্রো ক্রীতদাসদের উপর নির্ভর করতে শুরু করল। সপ্তদশ শতকে অধিকাংশ উপনিবেশগুলিতে এবং অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মাঝখানের উপনিবেশসমূহে চুক্তিবদ্ধ ভৃত্যদের মধ্য থেকেই অধিকাংশ শ্রমিক নিযুক্ত করা হত। বস্তুতঃ হিসাব করে দেখা গেছে যে, নতুন মহাদেশে যে সব ঔপনিবেশিক এসেছিল তাদের অন্ততঃ অর্ধেক, হয় তো আরো বেশি, কোনো না কোনো ধরনের চুক্তিবদ্ধ ভৃত্য হয়েই এসেছিল এবং তারা চুক্তির সর্তানুযায়ী মেয়াদ শেষ করার পরই সম্পূর্ণ স্বাধীন নাগরিকে পরিণত হয়।

এ ধরনের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের তিনটি মূল উৎস ছিল। এক, যে সব পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু পুরোনো মহাদেশ ত্যাগ করার আগেই চুক্তির সর্তে সই করেছিল। দুই, তথাকথিত স্বেচ্ছাভৃত্যগণ, যারা উপনিবেশগুলিতে পৌঁছে পরিশ্রমের বিনিময়ে জাহাজের ভাড়া পরিশোধ করতে সম্মতি জানিয়েছিল; এবং তিন, আমেরিকায় দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীবৃন্দ। উপনিবেশগুলিতে পৌঁছে এ সব বিভিন্ন দল চুক্তিবদ্ধ ভৃত্যদের সাধারণ সম্প্রদায়ে মিশে যেত ও বিনা মজুরীতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে তাদের প্রভুদের অধীনে কাজ করতে বাধ্য হত।

শ্রমিকদের চাহিদা এতই বেশি ছিল যে, শ্রমিক নিয়োগ ব্যাপারে বেশ তেজী ব্যবসা গড়ে উঠল। ঔপনিবেশিক যুগের আবাদী জমির মালিক ও ব্রিটিশ বণিকদের দালালেরা ইংল্যাণ্ডের গ্রাম ও শহরাঞ্চল চষে ফেলল ও কিছুকাল পরে ইউরোপের

অন্যান্য দেশেও, বিশেষ করে যুদ্ধবিধ্বস্ত রাইনল্যাণ্ডে যেতে শুরু করল। আমেরিকায় বসতি স্থাপনের সুবিধা ঘোষণা করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন মেলায় তারা ইস্তাহার বিলি করত। এ সব ইস্তাহারে নতুন মহাদেশের নানা আশ্চর্য খবর রং চড়িয়ে বর্ণনা করা হত। বলা হত, সেখানকার ভাগ্যবান অধিবাসীদের মুখে আপনা থেকেই খাদ্য এসে পড়ে এবং সেখানে প্রত্যেক মানুষেরই নিজের জমির মালিক হবার সুযোগ রয়েছে। তাদের প্রতিশ্রুতি প্রায়ই এতটা উজ্জ্বল ও উৎসাহজনক হত যে, অজ্ঞ এবং সরল বিশ্বাসী লোকেরা নতুন জীবনের সম্ভাব্য দুঃখ দুর্দশা ভালোভাবে না বুঝেই সানন্দে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিত। ইংল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে এ ব্যাপারে নিযুক্ত আড়কাঠি এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে ভ্রামামান তথাকথিত "নব-বসতি স্থাপকেরা" (নিউল্যাণ্ডারস্) জালিয়াতি ও প্রতারণা করতেও পেছপা হত না।

এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ড থেকে হাজার হাজার লোক 'ভুতুড়েভাবে' অদৃশ্য হয়ে যেত এবং এ-সব বন্ধ করা তো দূরের কথা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রায়ই তাতে উৎসাহ যোগাতেন। ইংল্যাণ্ডে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি জনসংখ্যা রয়েছে এই সাধারণ বিশ্বাস থাকায় তাঁরা নিঃস্ব ভবঘুরে এবং সাধারণভাবে নিরুপায় লোকদের দ্বীপান্তর মনেপ্রাণে সমর্থন করতেন। দেশে থাকলে এ-সব লোকেরা সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে তাঁরা মনে করতেন। বস্তুতঃ হাকিমরা কখনও কখনও এ সব লোককে ধরে আনতেন এবং আমেরিকায় বসতি স্থাপনের জন্য দেশত্যাগ বা কয়েদ—এই দুইয়ের এক বেছে নিতে বলতেন। অনাথ ও অন্যান্য অপ্রাপ্তবয়স্ক সব মানুষ—যাদের ভরণপোষণের কোনও উপায় ছিল না, তাঁদের সমস্যা সমাধানের সহজ উপায়ও এই ব্যবস্থায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। উপনিবেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই কঠোর পদ্ধতিতেই 'ছেলেধরা' শব্দটির সূত্রপাত।

১৬১৯ সালে লণ্ডনের কমন কাউন্সিল "নির্দিষ্ট কালের জন্য শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজ করিতে বাধ্য করার জন্য ঐ স্থানের শিশুদের ঝাঁক হইতে এক শত শিশু নির্বাচিত করিলেন।" প্রিভি কাউন্সিল (ইংল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ আদালত) এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করেন এবং "এতগুলি হতভাগ্যকে দুর্দশা ও ধ্বংস হইতে মুক্তি দিবার জন্য" কর্তৃপক্ষের প্রশংসা করার পর ভার্জিনিয়া কোম্পানীকে "এই সব শিশুদের অবাধ্যতার অপরাধে প্রয়োজন অনুসারে কয়েদ, শাস্তি ও অন্যভাবে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের সুবিধামত যত সত্বর সম্ভব জাহাজে ভার্জিনিয়ায় পাঠিয়ে দেবার" অধিকার প্রদান করেন।

প্রায় চল্লিশ বছর পরে প্রিভি কাউন্সিল ভার্জিনিয়া কোম্পানী কর্তৃক এই অধিকারের অপব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন ব'লে মনে হয়। গ্রেভ্‌স্‌এণ্ড বন্দরের অদূরে দুটি জাহাজে বহু শিশু ও অন্যান্য ভৃত্যের সন্ধান পাওয়া গেল। এদের "প্রতারণা করিয়া ফুসলাইয়া লওয়া হইয়াছিল এবং ইহারা ক্রীতদাসত্ব হইতে মুক্তি লাভের জন্য ক্রন্দন ও অনুশোচনা করিতেছিল।" যাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রাখা হয়েছিল, তাদের তৎক্ষণাৎ মুক্তির আদেশ দেওয়া হল। এ কথাই বলা হ'ল, এ ধরনের আচরণ "এতটা বর্ব্বরজনোচিত ও অমানুষিক যে, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীগণ তো দূরের কথা, প্রকৃতিও উহা ঘৃণা করিতে বাধ্য"।

এ অবস্থায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও বাধ্যতামূলক দ্বীপান্তরের মধ্যে—বিশেষ ক'রে অজ্ঞ, দরিদ্র ও অল্প বয়স্কদের বেলায়, সীমারেখা টানা বাস্তবিকই খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল। উপনিবেশগুলিতে নিঃসন্দেহে অনেক চুক্তিবদ্ধ দাসদাসী ছিল, যারা ১৭০৮ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত 'সট্-উইড্ ফ্যাক্টর' অথবা 'মেরিল্যাণ্ড যাত্রা' নামে পুস্তিকায় বর্ণিত জনৈক যুবতীর করুণ বিলাপের পুনরুক্তি করতে পারত :

> "এ দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে আমায় ফুসলিয়ে নিয়ে আসার আগে, হয়তো আমায় এখানকার যে-কোনো অভিজাত ব্যক্তির মতই মনে হত।
> আমি তখনও চার বছরের জন্য ক্রীতদাসীতে পরিণত হইনি ; আমার জামা-কাপড় ছিল ফ্যাশানদুরস্ত, আর আমার অন্তর্বাসও নীল লিনেনের তৈরী ছিল না।
> কিন্তু সবই বদলে গেছে। আজ আমি প্রত্যহ নিড়ানি নিয়ে কাজ করি আর খালি পায়ে ঘুরে বেড়াই, ক্ষেতের আগাছা ওপড়াতে আর শুয়োরগুলিকে খাওয়াতেই আমার দুঃখের দিন কাটে। ঘৃণিত বিবাহিত জীবন থেকে মুক্তি পেতে আমি বোকার মত ফাঁদে পা দিয়ে এখানে আসি, আর এখন দেখছি, যে সব খারাপ জিনিস আমি ফেলে এসেছি, আমার ভাগ্যে তাদের চেয়েও খারাপ পরিবেশ জুটেছে।"

যত সময় যেতে লাগল, তত বেশি সংখ্যায় জেলখানাগুলি অভিবাসীদের পাঠাতে শুরু করল। এরা 'মহামহিম রাজার সপ্তদশ বর্ষের যাত্রীহিসাবে' অ্যাটলাণ্টিক অতিক্রম করত। প্রথমে তারা 'সংশোধনের অনুপযুক্ত' 'শয়তান, ভবঘুরে ও জোয়ান ভিখারীদের' নিয়ে গঠিত হত। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে আরো

গুরুতর অপরাধের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হতে লাগল। মেরিল্যাণ্ডের একটা জেলায় বিপ্লবের আগে আগন্তুকদের একটা হিসাবে ৬৫৫ জন লোকের নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে আবার ১১১ জন ছিল স্ত্রীলোক। এ সব লোকেরা নানাধরনের অপরাধে অপরাধী ছিল: খুন, বলাৎকার, বড়রাস্তায় ডাকাতি, ঘোড়া চুরি এবং বড় রকমের চুরি ছিল এ সব অপরাধের অন্তর্গত। স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেককেই তৎকালীন বিবরণে সংক্ষেপে 'ভ্রষ্টা' বলে উল্লেখ করা হত।

ইংল্যাণ্ডের জেলখানাগুলির পরিত্যক্ত এ ধরনের লোকদের আগমনের বিরুদ্ধে উপনিবেশগুলি তিক্তভাবে আপত্তি করতে আরম্ভ করল। "ইহাদের আধিক্য সর্বনাশের কারণ…এবং পূর্বে যে সব ভৃত্য খুবই ভাল ছিল, তাহাদের ইহারা নষ্ট করিতেছে।" উপনিবেশগুলির পক্ষে এদের শাসন করা ক্রমেই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। কিন্তু তাদের প্রতিবাদ সত্বেও এ ব্যবস্থা চলতে লাগল এবং প্রধানতঃ মধ্যাঞ্চলের উপনিবেশগুলিতে সর্বসাকুল্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার অপরাধী দ্বীপান্তরিত হয়েছিল। এই আবর্জনা ফেলার পক্ষে যেন মেরিল্যাণ্ডকেই উপযোগী বলে মনে করা হ'ত এবং সারা অষ্টাদশ শতক জুড়ে এখানে চুক্তিবদ্ধ ভৃত্যদের অধিকাংশই ছিল দণ্ডিত অপরাধী।

'পেনসিলভেনিয়া গেজেটে' ১৭৫১ সালে জনৈক পত্রপ্রেরক লেখেন "মাতা মেরী জানেন আমাদের পক্ষে কী ভাল আর কী মন্দ। সামান্য সিঁদ কাটিয়া চুরি, দোকান হইতে চুরি বা বড়রাস্তায় ডাকাতিতে কী ক্ষতি? একজন পুত্রসন্তান বিপথ-গামী হইয়া ফাঁসিমঞ্চে ঝুলিল, কন্যা সতীত্ব হারাইল বা যৌনরোগে আক্রান্ত হইল, স্ত্রী ছুরিকাহত হইল, স্বামীর গলা কাটা গেল বা কুঠার দিয়া শিশুর মগজ বাহির করিয়া দেওয়া হইল তো ক্ষতি কী? উপনিবেশগুলির উন্নতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি তো হইতেছে।" বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন তিক্তভাবে লিখলেন, 'আমাদের উপনিবেশে ইংরাজদের জেলখানার কয়েদীদের মুক্ত করা একজাতি কর্তৃক অপর জাতির প্রতি নিষ্ঠুরতম অপমান ও অবজ্ঞার পরিচায়ক।' মার্কিনদেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে ডাঃ স্যামুয়েল জনসনের বিখ্যাত মন্তব্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভংগী থেকে এই অবস্থার পরিণতি প্রতিফলিত দেখা যায়: "মহাশয়, উহারা অপরাধীদের জাতি এবং ফাঁসি ভিন্ন আমরা উহাদের যাহাই দিই না কেন, তাহাতেই উহাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।"

দণ্ডিত অপরাধী, ভবঘুরে, গ্রামাঞ্চল থেকে 'হাওয়া' হয়ে যাওয়া শিশু অথবা মুক্তিপ্রার্থী—যাই হোক না কেন, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দেশত্যাগীরা অ্যাটলাণ্টিক অতিক্রম করার সময় জাহাজে যে দুঃখদুর্দশা ভোগ করেছিল, তা কুখ্যাত মধ্যম পথে

নিগ্রো ক্রীতদাসদের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহারের সাথে তুলনীয়। "সাদাচামড়ার লোকদের জন্য জাহাজগুলিতে" স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে তাদের বোঝাই করা হ'ত। প্রায়ই তিনশ'রও বেশি যাত্রীকে দু'শ' টনের মত ছোট ছোট জাহাজে চাপানো হত। আবার এই জাহাজগুলিতে ছিল অতিরিক্ত ভিড়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং অপ্রচুর খাদ্যদ্রব্য। টাইফাস (সংক্রামক জ্বর) ও অন্যান্য রোগে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বহু লোক মারা যেত। মৃত্যুর হার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছিল শতকরা ৫০ ভাগ এবং সাত থেকে বারো সপ্তাহব্যাপী এই সমুদ্রযাত্রা থেকে বেঁচে ওঠা শিশুদের পক্ষে প্রায়ই সম্ভব হত না। জার্মান প্যালাটিনেট থেকে আগত একদল মুক্তিপ্রার্থীর অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় যে, "সমুদ্রযাত্রার সময় জাহাজে ভয়ানক দুর্দশা, দুর্গন্ধ, ধোঁয়া, আতঙ্ক, বমি, নানাবিধ সমুদ্রপীড়া, জ্বর, আমাশয়, মাথাব্যথা, গরম, কোষ্ঠকাঠিন্য, ফোড়া, স্কার্ভি ও কর্কটরোগ, মুখে ঘা ও এ ধরনের অন্যান্য রোগ দেখা যাইত। এই সব রোগ বাসি ও অত্যন্ত লবণাক্ত খাদ্য ও মাংস, খারাপ ও নোংরা জল থেকে হইত। ফলে অনেকেই চরম দুর্দশায় মারা যাইত।...... খাদ্যাভাব, ক্ষুধার তাড়না, তৃষ্ণা, তুষারপাত, গরম, আদ্রতা, দুশ্চিন্তা, অভাব, রোগ, অনুশোচনা অন্যান্য বিপদের সঙ্গে দেখা দিত। এত বেশি উকুন দেখা যাইত, বিশেষ করিয়া অসুস্থ লোকদের দেহে যে, তাহাদের শরীর হইতে উকুন চাঁছিয়া ফেলা যাইত। দুই তিন রাত্রি ধরিয়া যখন ঝড় উঠিত এবং যখন সবাই মনে করিত সমস্ত ব্যক্তিদের লইয়া জাহাজ এইবার ডুবিবে, তখনই দুর্দশা চরমে পৌঁছাইত। এই সময় যাত্রীরা অত্যন্ত করুণভাবে ক্রন্দন এবং প্রার্থনা করিত।"

বন্দরে শেষ পর্যন্ত পৌঁছেই যে অভিবাসীদের (দেশত্যাগীদের) দুর্দশার শেষ হত তা নয়, যাদের চুক্তিপত্র তৈরী থাকত, তাদের অপরিচিত প্রভুদের হাতে তুলে দেওয়া হত। মুক্তিপ্রার্থীরা তৎক্ষণাৎ কাজ জোগাড় করতে না পারলে যাত্রার খরচের জন্য যে সব জাহাজের কাপ্তেন বা বণিক্‌দের কাছে তারা ঋণী থাকত, তারাই তাদের বিক্রির ব্যবস্থা করত। এই অবস্থায় প্রায়ই পারিবারিক বিচ্ছেদ ঘটত এবং সবচেয়ে বেশি টাকায় স্ত্রী ও সন্তানরা নিলাম হয়ে যেত। বয়স অনুসারে দাসত্বকাল স্থির হত এবং তা' এক বছর থেকে সাত বছর হতে পারত। সাধারণভাবে বিশ বছরের বেশি বয়সের যে-সব লোকের কোনও নির্দিষ্ট চুক্তি ছিল না, তারা 'দেশের প্রথামত' চার বছরের জন্য দাস হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হত।

উপনিবেশগুলির সংবাদপত্রে প্রায়ই এ ধরনের বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হত।

১৭৭১ সালের ২৮শে মার্চ ভার্জিনিয়া গেজেটে নিম্নের ঘোষণাটি প্রকাশ করা হয়েছিল :

> "জাস্টিশিয়া নামক জাহাজটি একশত সুস্থদেহ ভৃত্যসহ এইমাত্র লীডস্‌-টাউনে আসিয়াছে। পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালক লইয়া সংগঠিত এই দলে বহু কারিগর রহিয়াছে : বহু কামার, চর্মকার, দর্জি, ছুতোর ও ঘরামি, একজন খাঁচাপ্রস্তুতকারী, কয়েকজন রৌপ্যশিল্পী ও তাঁতি ; একজন জহুরী ও অন্যান্য অনেক লোক। মঙ্গলবার, ২রা এপ্রিল বিক্রয় শুরু হইবে। বিক্রয় স্থান রাপাহানোক নদীর ধারে লীডস্‌টাউন। টমাস হজের নিকট উপযুক্ত জামিনসহ সম্পত্তি বন্ধক রাখিলে ন্যায়সংগত কর্জ দেওয়া হইবে।"

বন্দরে বিক্রি সমাপ্ত না হলে মুক্তিপ্রার্থীদের দলগুলিকে দেশের ভেতর নিয়ে যাওয়া হত। "অত্যাচারী চালকরা" "স্মিথফিল্ড বাজারে গরু তাড়িয়ে নেওয়ার" মত এদের তাড়িয়ে নিয়ে যেত এবং সাধারণ মেলায় তাদের বিক্রির জন্য নিলামের ব্যবস্থা করত।

ভৃত্য আমদানি ছিল খুবই লাভজনক। কয়েকটি উপনিবেশে আবাদী জমির মালিককে প্রতি আগন্তুক পিছু পঞ্চাশ একর জমির স্বত্ব দেওয়া হত এবং চুক্তিনামা বিক্রি করার ব্যবস্থা সব সময়ই থাকত। শক্ত সমর্থ কৃষি-শ্রমিক এবং বিশেষ দক্ষ কারিগরদের ক্ষেত্রে খুবই চড়া দাম পাওয়া যেত। ১৭৩৯ সালে রটারডামে তার প্রতিনিধিকে উইলিয়াম বার্ড জানায় যে, জাহাজভর্তি ভৃত্য নিয়ে কারবার করতে সে সক্ষম। "প্যালাটিন হইতে যে সব লোক ফিলাডেলফিয়া আসিতে রাহা খরচ দিতে পারে না, তাহারা ঐ স্থানে কী দরে বিক্রীত হয়, তাহা আমি জানি না। কিন্তু এখানে তাহারা চার বছরের জন্য দাসত্বশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয় এবং ৬ থেকে ৯ পাউণ্ড এবং সম্ভবতঃ ভালো ব্যবসায়ীর হাতে ১০ পাউণ্ড পর্যন্ত দর উঠে। এই রকম দর বজায় থাকিলে আমি যে প্রতি বছর দুই জাহাজ লোকের ব্যবস্থা করিতে পারিব, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।"

চুক্তিবদ্ধ ভৃত্যদের প্রতি ব্যবহারে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যেত। জন হ্যামণ্ডের সপ্তদশ শতকের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, "লিয়া ও র‍্যাচেল অথবা উর্বর ভার্জিনিয়া ও মেরিল্যাণ্ড রাজ্যে তাহাদের খাটুনি ইংল্যাণ্ডের কৃষক বা কারিগরদের মত কষ্টসাধ্য বা দীর্ঘ সময়ব্যাপী ছিল না।" জানা যায়, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত ছিল কাজের সময়। তবে গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় গরমের সময় পাঁচঘণ্টা ছুটি থাকত,

শনিবার আধা ছুটি থাকত এবং রোববার ধর্মীয় অনুশীলনে কাটত। জর্জ অ্যাল্সপ্ নামে একজন চুক্তিবদ্ধ ভৃত্য ১৬৫৯ সালে মেরিল্যাণ্ডের জীবন সম্বন্ধে দেশে আবেগ-পূর্ণ চিঠি লিখে পাঠায়, "এই প্রদেশের ভৃত্যগণ, ইংল্যাণ্ডের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যাহাদের ক্রীতদাস বলে, লণ্ডনের অধিকাংশ শিক্ষানবিশ মিস্ত্রি অপেক্ষা অনেক বেশি স্বাধীন এবং অত্যাবশ্যক বা উপযোগী কোনও দ্রব্যের অভাবই তাহাদের নাই।"

অন্যান্য বর্ণনায় কিন্তু সাধারণ অবস্থার কঠোরতর চিত্র ফুটে উঠেছে। ঔপনিবেশিক আইন ভৃত্যদের পর্যাপ্ত খাদ্য, আশ্রয় ও বস্ত্র দেবার জন্য প্রভুদের বললেও বহু ক্ষেত্রেই কাজ ছিল যতটা ক্লান্তিজনক, আহার্য ছিল সেই পরিমাণে কম। আবার ভৃত্যরা তাদের কর্মস্থলের কাছাকাছি সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য ছিল। মদের দোকানের মালিকরা তাদের মদ বিক্রী করতে পারত না বা অন্য কোনো-ভাবে সেবা করতে পারত না। বহু ছোটখাট অপরাধে তাদের কার্যকাল বাড়িয়ে দেওয়া যেত এবং অবাধ্যতা বা কুড়েমির জন্য তাদের প্রভুরা বেত্রাঘাত ও অন্যান্য কায়িক শাস্তি দিতে পারত। যুবতী দাসীরা অবৈধ সন্তানের জন্ম দিলে তাদের দাসত্বকাল বাড়িয়ে দেওয়া হত এবং বহুক্ষেত্রে তাদের প্রভুরাই এই মতলবে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেত। একটি বিবরণীতে পাওয়া যায়, "ইদানীং দেখা যাইতেছে, কোনও কোনও চরিত্রহীন প্রভু তাহাদের দাসীদের গর্ভবতী করে, আবার এই সুযোগে দাসীদের শ্রমলাভের সুবিধাও দাবি করে।"

চুক্তিবদ্ধ ভৃত্যদের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী বলে স্বীকার করা হত এবং তাদের আদালতে যাবার অধিকার ছিল। অন্ততঃ এদিক থেকে দেখলে তাদের অবস্থা নিগ্রো ক্রীতদাসদের চেয়ে অনেক ভিন্ন ছিল। কিন্তু তাদের প্রভুদের প্রায়-মালিকানা স্বত্ব থাকায় স্বভাবতঃই তাদের পক্ষে ক্ষতি বা অপমানের প্রতিকার লাভ খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোমলহৃদয় প্রভুরা নিঃসন্দেহে তাদের দাসদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেও এই বিবরণ বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না যে, তাদের প্রায়ই "নিউগেটের (ইংল্যাণ্ডের কুখ্যাত জেলখানা) জঘন্যতম অপরাধীর বেলায় প্রযোজ্য কষ্টসাধ্য ও ক্রীতদাসসুলভ কাজ করিতে হইত।"

আদালতের দলিলে ইচ্ছাকৃত অত্যাচারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এবং এগুলি প্রতিটি ক্ষেত্রে না দেখা গেলেও অনেক কিছু উদ্ঘাটিত করে। জনৈকা শ্রীমতী ওয়ার্ড তার দাসীর পিঠে এমন বেত মেরেছিল এবং আরো মজা দেখবার জন্য পিঠের ঘায়ে এমনভাবে নুন লাগিয়েছিল যে, মেয়েটি অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। জুরিরা রায় দিল, এই কাজ "অন্যায় ও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীর পক্ষে অনুচিত" হয়েছে। শ্রীমতী

ওয়ার্ডকে ৩০০ পাউণ্ড তামাক জরিমানা করা হয়। আর একটি মামলায় শ্রীমতী মোর্নিং ব্রে অবজ্ঞার সঙ্গে আদালতকে জানায় যে, কোনো মতেই সে তার দাসদাসীদের "খেলা করতে বা অলস হয়ে থাকতে" দিতে রাজী নয়। এক্ষেত্রে হতভাগ্য বাঁদীর জামাকাপড় খুলে নিয়ে শ্রীমতী ব্রে তাকে ত্রিশ বার চাবুক মেরেছিল। অপর একটি দাসীর ক্ষেত্রে তৃতীয় একটি মামলার ফল অপেক্ষাকৃত অনুকূল হয়েছিল। তার প্রভু তাকে প্রায়ই মারপিট করত। এক রোববার সকালে সে বই পড়ছিল দেখে প্রভুমশাই তাকে একটা তেপায়া টুল দিয়ে মাথায় মারতে ব্যাপারটা চরমে ওঠে। আদালত এরকম প্রভুর হাত থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিল। আদালতের দলিলে পাওয়া যায় যে, প্রভুটি চীৎকার করে উঠেছিল, "রে ভণ্ড পাপিষ্ঠা, হাতে বই নিয়ে তুই কী করছিস্?"

একজন নির্যাতিত ভৃত্য নিজেই প্রতিশোধ নিয়েছিল। তার নিজেরই বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সে "একজন দজ্জাল মনিবানীর নিকট কাজ করিত। মহিলাটি যে আমাকে গৃহের মধ্যেই তিরস্কার করিত বা অভিশাপ দিত, আমি ঘরে ঢুকিলেই যে আমাকে তীব্র অপমান ও বিদ্রূপ করিত, শুধু তাহাই নহে, আমি যখন শান্তভাবে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিতাম, তখনও জীবন্ত ভূতের মত নির্লজ্জভাবে আমার পিছে পিছে ঘুরিত।" ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে সে একদিন একটা কুড়ুল দিয়ে শুধু তার দজ্জাল প্রভুপত্নীই নয়, তার প্রভু ও একজন দাসীকেও মেরে ফেলে।

পলাতক ভৃত্যদের সম্বন্ধে প্রায়ই ঔপনিবেশিক কাগজগুলিতে বিজ্ঞাপন দেখা যেত। এমন একটা বিজ্ঞাপনে একজন ইংরেজ দাসের কথা বলা হয়েছিল, "মুখমণ্ডল বেশ দীর্ঘ ও হালকা রঙের এবং চুল পাতলা শণের মত; নিম্নের দাঁতগুলির উপরে তাহার উপরের পাটির দাঁত বেশ লক্ষণীয়।" অপর একটি বিজ্ঞাপনে জনৈক চর্মকার ও বংশীবাদকের উল্লেখ পাওয়া যায়—"আমোদ-প্রমোদস্থলে এবং শুঁড়িখানায় থাকিতে ভালবাসে এবং অতিরিক্ত মদ্যপান করিলে হঠাৎ খিচুনিরোগে আক্রান্ত হয়।" অন্যান্য বিজ্ঞাপনে পলাতক রাজমিস্ত্রি, দর্জি, ছুতোর এমন কি স্কুলশিক্ষকদের জন্য বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করা হত। মাঝে মাঝে তাদের জামাকাপড়ের যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে নানা রঙের ফতুয়া এবং নীল, সবুজ ও হলদে কোটের উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন পলাতকের পরনে "সাদা ধাতুময় বোতামসমন্বিত ঢোলা বুকখোলা ওভারকোট এবং নীলাভ বর্ণের একটি পুরাতন কোট, ভাল জুতো ও বড় বড় সাদা বকল্‌স ও চুরিকরা লম্বা মোজা" ছিল বলে জানতে পারা যায়।

১৭৪৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর মেরিল্যাণ্ড গেজেটে একটি খুব মজার বিজ্ঞাপন বেরোয়। জন পাওয়েল জানাচ্ছে, যাকে পলাতক বলে আগে ঘোষণা করা হয়েছিল আসলে সেই ভৃত্যটি শুধু "আপেলের রস থেকে প্রস্তুত মদ্য পান করিবার জন্য গ্রামের মধ্যে গিয়াছিল।" সে তার প্রভুর কাছে ফিরে এসেছে, কাজেই ভদ্রলোকরা এখন ছোট বা বড় ঘড়ি মেরামতের প্রয়োজন মনে করলে "ন্যায্য মূল্যে উত্তমরূপে তাহা করাইয়া লইতে পারেন।"

যে সব ভৃত্য তাদের চুক্তিপত্রে নির্দিষ্ট সময় বিশ্বস্তভাবে পালন করত তাদের যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হত। ভূমিদান খুব সাধারণ ঘটনা না হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিশ্রমী ভৃত্যদের 'উপযুক্ত জমি' দেওয়া হত এবং সব সময়ই 'স্বাধীনতার বিনিময় মূল্য' হিসাবে কিছু দেওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। যেমন, ম্যাসাচুসেট্সের আইনে পরিষ্কার লেখা ছিল যে, যারা অধ্যবসায়ের সঙ্গে ও বিশ্বস্তভাবে নিজেদের কার্যকালের সাত বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছে, তাদের খালি হাতে চলে যেতে দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য এই দয়ার অর্থ শুধু যে ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশেই পৃথক ছিল তা নয়, চুক্তিনামা বিশেষেও এই আইনের ভিন্ন অর্থ দেখা যেত। "স্বাধীনতার বিনিময় মূল্যের" মধ্যে সাধারণতঃ অন্ততঃ জামাকাপড়, কিছু কিছু যন্ত্রপাতি এবং সম্ভবতঃ দু'একটি গৃহপালিত জীব থাকত—যাতে ভৃত্যটি নিজেই চাষ আবাদ আরম্ভ করতে পারে। প্রায়ই চুক্তিনামায় লেখা থাকত যে "প্রত্যেক বৎসরান্তে একটি শূকরছানা" এবং "মেয়াদ ফুরাইলে দুই প্রস্থ পোযাক" দাসকে দিতে হবে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের পুরোপুরিই স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে চুক্তিবদ্ধ দাসরা এভাবে জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারত। হিউ জোন্স ১৭২৪ সালে লেখেন যে, একবার স্বাধীনতা পেলে তারা "দিন মজুরের কাজ পাইতে পারে অথবা সামান্য খরচ করিলেই ছোট খামারের মালিক হইতে পারে; অথবা, দক্ষ, যত্নশীল ও পরিশ্রমী হইলে পরিদর্শকের কাজও পাইতে পারে। আবার বিশেষতঃ কামার, ছুতোর, দর্জি. করাতী. খাঁচাপ্রস্তুতকারী বা রাজমিস্ত্রিরা নিজেদের পেশাও অবলম্বন করিতে পারে।"

এদের মধ্যে অনেকেই এ সব সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করত এবং তাদের আগের পরিচয় মুছে ফেলে স্বাধীন চাষী বা শ্রমিকে পরিণত হত। অন্যেরা নিরুপায় ও নিরুৎসাহ হয়ে দেশের গভীরতর অঞ্চলে সরে যেত এবং এভাবেই দক্ষিণ অঞ্চলের উপনিবেশগুলিতে একটি শ্বেতাঙ্গ হতভাগ্য শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্য যাই হোক না কেন, দেশ সমৃদ্ধ ও বড় হয়ে উঠার সঙ্গে

ঔপনিবেশিক আমেরিকা গড়ে তোলায় চুক্তিবদ্ধ দাসদের ভূমিকা খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ ছিল।

উপনিবেশগুলিতে স্বাধীন শ্রমিকরা আসত—যে সব নবাগত কারিগর ও মিস্ত্রি সমুদ্রযাত্রার খরচ নিজেরা দিতে পেরেছে তাদের মধ্য থেকে, আর আসতো চুক্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পালন করার পর চুক্তিবদ্ধ দাসদের ভিতর থেকে। তা'হলেও এ ধরনেব শ্রমিকদের জোগান খুবই সীমাবদ্ধ ছিল এবং অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলস্থ শহরগুলিতে সব সময়ই শ্রমিকদের অভাব লেগে থাকত। এমন কি, এতদিন আগেও উঁচু মজুরি এবং অপেক্ষাকৃত অনুকূল পবিবেশ পশ্চিমের উদ্দেশ্যে লোকজনের দেশত্যাগ বন্ধ করতে পারে নি। সহজলভ্য জমির লোভ দেখিয়ে সীমান্ত উপকূলেব মানুষকে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

১৭৬৭ সালে জনৈক উপনিবেশ-অফিসাব ইংল্যাণ্ডে বাণিজ্য পর্ষদকে লেখেন, "যে দেশে প্রত্যেকেই চাষ করিবার পক্ষে যথেষ্ট জমি লাভ করিতে পারে, সেখানে মানুষের প্রতিভা স্বভাবতঃই কৃষির প্রতি ঝোঁকে এবং ফলে অন্যান্য বৃত্তি অপেক্ষা কৃষিই প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। ইউরোপ হইতে আমদানি বিভিন্ন পেশার ভৃত্যদের বেলায় এই সত্যেব সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাদেব চুক্তি পত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওযা মাত্র তাহাবা প্রভুদেব ত্যাগ ক'বে, ক্ষুদ্র এক খণ্ড জমির মালিক হয এবং এই জমি আবাদযোগ্য করিতে প্রথম তিন চারি বৎসব অত্যন্ত দুর্দশায় ও দৈন্যের মধ্যে জীবন কাটায। কিন্তু এই সব দুঃখ কষ্ট ধৈর্যেব সহিত ও সানন্দে সে সহ্য করে। জমিব মালিক হইবার আনন্দ অন্যান্য সকল অসুবিধা ছাপাইয়া ওঠে এবং এই জন্যই তাহারা নিজেবা যে বৃত্তিতে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিলে নিজেদের ও পরিবাবেব সদস্যদের জীবনে আরামের বেশি সম্ভাবনা সত্ত্বেও এই জীবিকাই পছন্দ করে।"

নিউ ইংল্যাণ্ডে চুক্তিবদ্ধ দাসদের সংখ্যা তুলনায় কম ছিল ব'লে অবস্থা সেখানেই সবচেয়ে সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মজুরিব হার এত বেড়ে যায় এবং দক্ষ ও অদক্ষ উভয় প্রকার শ্রমিকদের এমন একটা স্বাধীন বেপরোয়া মনোভাব তৈরী হয় যে, ঐ উপনিবেশের কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। স্বাধীন শ্রমিকদের ব্যাপারে আমেরিকার প্রথম শ্রমিক আইন এই অবস্থার পরিণতি। আইনের দ্বারা সর্বোচ্চ মজুরি নির্দিষ্ট করা হয়, বৃত্তি পরিবর্তন নিষিদ্ধ করা হয় এবং নিম্নতর শ্রেণীদের সমাজে গৌণ ভূমিকায় সীমাবদ্ধ রাখার জন্য শ্রেণী অনুসারে পোষাক ও আচার ব্যবহারে পার্থক্যের ব্যবস্থা করা হয়।

ম্যাসাচুসেট্‌সের সাধারণ পরিষদ (জেনারেল কোর্ট) ১৬৩০ সালেই কাঠের মিস্ত্রি, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, করাতী, ঘরামি ও অন্যান্য কারিগরদের বেলায় সর্বোচ্চ দু' শিলিং মজুরি এবং অন্যান্য দিনমজুরের বেলায় সর্বোচ্চ দেড় শিলিং পারিশ্রমিক চালু করতে প্রয়াস পায়। এই পরিষদ আরো ঠিক করে যে, "সব শ্রমিকই সারাদিন ধরিয়া কাজ করিবে, তবে আহার ও বিশ্রামের জন্য আবশ্যক মত সময় তাহারা পাইবে"। এই পরিষদ তখনকার একটি প্রচলিত প্রথা, মদ্য ক্রয়ের ভাতার সাহায্যে মজুরি বাড়ানোর চেষ্টা (দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, এই ভাতা বিনা অনেকেই কাজ করিতে রাজী হয় না) প্রতিরোধ করার জন্য নির্দেশ দেয় যে, কোনো মজুরকে প্রয়োজন ছাড়া মদ বা উগ্র সুরা দিলে প্রতিটি ক্ষেত্রে সে ব্যক্তিকে বিশ শিলিং জরিমানা দিতে হবে।

চল্লিশ বছর পরে আর একটি আইন সাধারণভাবে এই মজুরির হার পুনরায় সমর্থন করে। তাতে আরো পরিষ্কার করে বলা হয় যে, "আহারের সময় বাদ দিয়া কার্যকালের মেয়াদ হইবে প্রতি দিবসে ১০ ঘণ্টা" এবং অন্যান্য কারিগরদের বেলায়ও এই আইন প্রযোজ্য হয়। ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, স্থপতি, খাঁচানির্মাতা ও দর্জিরা প্রত্যহ দু' শিলিং ক'রে পাবে এবং চর্মকার, খাঁচানির্মাতা ও কামারদের কাজ অনুসারে বিশেষ মজুরি নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। নতুন আইনে এ-কথা ঘোষণা করা হয়, "দেখা যাইতেছে যে, দস্তানানির্মাতা, জিন্‌প্রস্তুতকারক, টুপি-নির্মাতা এবং আরো কয়েক ধরনের কারিগর বর্তমানে ন্যায্য মজুরি অপেক্ষা অনেক বেশি পারিশ্রমিক লইতেছে। অন্যদের প্রতি প্রযোজ্য আইন অনুসারে তাহাদের মজুরি কমাইতে বলা হইতেছে।"

মজুরির সর্বোচ্চ হারের খেসারত, কতকগুলি প্রধান দ্রব্যের মূল্যনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জীবনযাত্রার ব্যয় কম রেখে আংশিকভাবে দেবার চেষ্টা করা হলেও সাধারণ আদালতের পরিষ্কার উদ্দেশ্য ছিল মালিকদের সাহায্য করা এবং সরকারী নীতি হিসাবে শ্রমিকদের নিজেদের অবস্থায় সীমাবদ্ধ রাখা। নিউ ইংল্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠাতাদের পিউরিটানিক দৃষ্টিভংগীতে "কারিগর, শ্রমিক ও ভৃত্যদের অতিরিক্ত দুর্মূল্যতার" ফল ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁরা কঠোরভাবে ঘোষণা করলেন যে, "অনেকেই উপার্জিত অর্থ জমকালো পোষাকের উপর এমনভাবে ব্যয় করে যাহা মোটেই তাহাদের অবস্থা ও শ্রেণীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে। অনেকে অলসভাবে কালাতিপাত করে। বহু শ্রমিকের উপার্জিত অর্থের বৃহৎ অংশ শুঁড়িখানা ও মদের দোকানে ও অন্যান্য পাপকার্যে ব্যয়িত হয় যাহা ঈশ্বরের প্রতি

অসম্মান-প্রদর্শক, ধর্মের কলঙ্কের কারণ এবং আমাদের মধ্যে সংযমী ও ধর্মভীরু ব্যক্তিদের ক্রোধ ও দুঃখের হেতু।"

আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে অর্থবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র অভিন্নভাবে দেখা দিয়েছিল। স্বল্প মজুরি ও দীর্ঘ কার্যকালের উচ্চ আদর্শ শ্রমিকদের পক্ষে কল্যাণ-জনক—এই ধারণার একটি ব্যবহারিক দিক ছিল এবং তা' পরবর্তী যুগগুলিতেও সমান প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিংশ শতকে না হলেও উনবিংশ শতকে আমরা দেখতে পাই যে, একই পিউরিটানপন্থী মূল্যবোধ থেকে আলস্য দূরীকরণে এবং অন্যথায় নানাবিধ প্রলোভন বিপজ্জনকভাবে শ্রমিকদের আকর্ষণ করবে বলে দীর্ঘ কার্যকাল আবশ্যক মনে করা হয়েছিল। কিছুদিন পরে মালিকরা কারখানার "স্বাস্থ্যকর শৃঙ্খলাবোধ" সমর্থন করতে লাগল। উপনিবেশযুগের সরাইখানার জায়গায় যে-সব শুঁড়িখানা ও বিয়ার পানশালা দেখা দিচ্ছিল তাদের হাতছানি থেকে এই শৃঙ্খলাবোধই শ্রমিকদের রক্ষা করতে পারবে বলে বিশ্বাস করা হত।

অন্য একটি আইনে শ্রমিকদের লোক দেখানো ভোগব্যয় থেকে প্রত্যক্ষভাবে নিবৃত্ত করার চেষ্টা দেখা যায়। এই আইন তারা কী ধরনের পোষাক পরবে তা' নির্ধারিত করে দেয়। এই অনুশাসন বলছে, "সামান্য অবস্থার স্ত্রী ও পুরুষগণ যে ভদ্র মহোদয়দের পোষাক পরিধান করিবে, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে ঘৃণা ও অপছন্দ করি"। পোষাকাদি ব্যাপারে নিষেধে "স্বর্ণ বা রৌপ্যখচিত জরির কাজ অথবা বোতাম ব্যবহার, অথবা আজানু তীক্ষ্ণ প্রান্তবিশিষ্ট পোষাক পরিধান বা বুটজুতা পরিয়া হাঁটা" অন্তর্গত ছিল। "একই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে রেশমী বা টিফ্যানি প্রস্তুত গাত্রাবরণ ব্যবহার" নিষিদ্ধ ছিল। "অপেক্ষাকৃত উচ্চ অবস্থার অথবা অপেক্ষাকৃত উদার শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হইলেও আমরা নীচ শ্রেণীর লোকদের ক্ষেত্রে ঐ সব পোষাক অসহ্য ভিন্ন অন্য কিছু ভাবিতে পারি না।"

এই সব আইন কার্যে পরিণত করা যায় নি। কর্তৃপক্ষ উচ্চতর মজুরির দাবির সঙ্গে অতিরিক্ত মদ্যপান, রোববারে খেলাধূলা, জুয়াখেলা এবং স্ত্রী-পুরুষের একত্র নাচ প্রভৃতি "মানুষের স্বভাবের মন্দ দিকের" সংযোগ রয়েছে মনে করতে থাকলেও অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি। সাধারণ পরিষদ শেষ পর্যন্ত শহরের স্থানীয় কর্তৃপক্ষকেই এ-সব কাজের ভার দেয়। কিন্তু তা'হলেও শ্রমিকদের সংখ্যাল্পতা, তাদের মজুরির হার ও সামাজিক আচরণ নির্ধারণে খামখেয়ালী আইনের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী প্রভাব হিসাবে কাজ করেছিল।

নবাগতদের অধিকাংশই নিজেদের জমি চাষ ও ঘরে জামা কাপড়, আসবাবপত্র এবং দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজে লাগে এমন সব যন্ত্রপাতি ও বাসন তৈরী করে নিজেদের প্রায় সব প্রত্যক্ষ প্রয়োজন মেটালেও অষ্টাদশ শতকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী ও কারিগরদের আর্থিক ভূমিকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল ভ্রাম্যমান শিল্পী বা কারিগর। তারা এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরে বেড়াত এবং যে কোনো কাজ পেলেই তা করত অথবা খামার-পরিবারগুলির ফরমাস মাফিক বিভিন্ন জিনিস তৈরী করে দিত। কখনও কখনও একই লোকের একাধিক পেশা থাকত। কামার একই সঙ্গে যন্ত্র তৈরী করত, চর্মকার তৈরী করত জুতো এবং সাবান প্রস্তুত কারক ছিল একই সঙ্গে মোমবাতি নির্মাতা। ১৭৭৫ সালের জুন মাসে নিউ ইয়র্ক গেজেটে একটা বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, একজন কারিগর নিজের কাজ কতদূর প্রসারিত করতে প্রস্তুত ছিল। জন জুলিয়াস সর্জ এই বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করে যে, সে কৃত্রিম ফল তৈরী করতে পারে, কালো জাপানী বার্নিশ করতে পারে, ঘর সাফাইয়ের জন্য তরল পদার্থ তৈরী করতে পারে, প্রসাধনী সুগন্ধ, সাবান, মোমবাতি, কীটনাশক ওষুধ ও মদ বানাতে পারে এবং মহিলাদের কপাল ও হাত থেকে কেশ তুলে ফেলতে পারে।

ঔপনিবেশিক শহরগুলি আরো বড হয়ে উঠার সঙ্গে কারিগরের চাহিদাও বেড়ে গেল। যে সব ছোট ছোট কারখানায় দক্ষ কারিগরেরা ঠিকা মজুর নিযুক্ত করে কাজ চালাত, সেগুলির সংখ্যা বাড়ল। ঠিকা মজুর বলতে বোঝাত—সেই সব কারিগর ও মিস্ত্রি যারা দিন মজুরির বদলে কাজ করত। বিভিন্ন বৃত্তিতে শিক্ষানবিশি সমাপ্ত করেছে এমন সব দক্ষ বালকরাও ছিল তাদের মধ্যে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের ভেতর ছিল ছাপাখানা, পোষাক ও জুতো তৈরীর দোকান, টুপির দোকান, আসবাব তৈরীর দোকান এবং রুটির কারখানা। সাধারণতঃ ফরমাস অনুসারে কাজ হত—তথাকথিত 'ফরমাসি কাজ'—এবং প্রায় ক্ষেত্রেই কারখানাই ছিল মালিকের বাসস্থান। ঠিকা মজুব ও শিক্ষানবিশরা সেখানে কাজ করত এবং বাস করতেও পারত। গৃহনির্মাণশিল্পের প্রসার একই সঙ্গে দক্ষ ছুতোর ও রাজমিস্ত্রিদের ঠিকা মজুর নিয়োগ করতে ও শিক্ষানবিশদের শিক্ষা দিতে উৎসাহিত করে।

নিউ ইংল্যাণ্ড ও মধ্যাঞ্চলের উপনিবেশগুলিতে সব রকমের কলও ছিল। এ-সব কলে আবশ্যক হত দক্ষ ও অদক্ষ উভয় প্রকারের শ্রমিক। তা'ছাড়া ছিল জাহাজ নির্মাণের স্থান, দড়ির কারখানা, মদ চোলাইয়ের এবং কাগজ ও বারুদের

কারখানা। দক্ষিণাঞ্চলের বড় বড় আবাদী বাগানগুলিতে কুটির-শিল্প দক্ষ শ্রমিকদের চাহিদার সৃষ্টি করে। রবার্ট কার্টারের বাগানে একটা কামারশালা, ধোপার ভাঁটি, শস্য ভাঙ্গাবার কল, লবণ তৈরীর কারখানা এবং সূতো কাটা ও কাপড় বোনার প্রতিষ্ঠান ছিল। এ-সব কল-কারখানায় কার্টার শ্বেতাঙ্গ স্বাধীন শ্রমিক এবং নিগ্রো ক্রীতদাস—দু'ই-ই নিযুক্ত করেছিল।

অন্ততঃ ব্যাপকতর হারে নির্মাণ শিল্পের সূচনা হয় এ সময়ে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পেন্‌সিলভ্যানিয়া, মেরিল্যাণ্ড ও নিউ জার্সিতে লোহার কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। এ-সব কারখানায় বেশ কিছু শ্রমিক কাজ করত। উপনিবেশ-যুগের সবচেয়ে সুপরিচিত লৌহশিল্পী পিটার হ্যাসেন ক্লেভারের কারখানায় ছ'টা লোহা গলাবার চুল্লী, সাতটা কামারশালা এবং একটা ঢালাইয়ের জায়গা ছিল। বলা হত, এগুলি চালাবার জন্য সে জার্মানী থেকে পাঁচ শ' শ্রমিক নিয়ে এসেছিল। পেন্‌সিলভ্যানিয়ার ম্যান্‌হাইমে হেন্‌রি ষ্টেইগেলের কাচের কারখানায়ও নিশ্চয় অনেক শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। সেখানে এত বড একটা কল ছিল যে, "চারিটি ঘোড়াদ্বারা চালিত একটি গাড়ী কাঁচ গলাইবার ইষ্টক নির্মিত গোলাকৃতি ঘরটির মধ্যে স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করিতে পারিত।" চৌদ্দটি তাঁতসমন্বিত লিনেন কাপড তৈরীর কারখানা কাপড়ের কলে শ্রমিকদের বহুল নিয়োগের পূর্বাভাস দিয়েছিল। ১৭৬৯ সালে বষ্টনের একটি 'কারখানায়' চার শ' চরখা ছিল এবং ছ'বছর পর ফিলাডেলফিয়ার ইউনাইটেড কোম্পানী ফর্ প্রোমোটিং অ্যামেরিকান ম্যানুফ্যাকৃচার্ কার্পাস বস্ত্রের উৎপাদনে চার শ' নারীশ্রমিক নিয়োগ করেছিল। পরের দিকের এই সব উদ্যোক্তাদের কয়েকটি দুঃস্থ এবং অনাথদের বিনা মজুরিতে কাজ দিয়ে সমাজসেবা করত।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিক সম্প্রদায় ছাড়াও অন্যান্য ধরনের শ্রমিকদলের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়তে লাগল। তাদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল নাবিক ও জেলেরা। আবার প্রতিটি শহরেই বেশ কিছু দিন-মজুর দেখা যেতে লাগল। সমাজের অধিকতর সম্পন্ন লোকেদের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট গৃহভৃত্য কখনই পাওয়া যেত না। "ঝি-চাকরের বডই অভাব এবং পাওয়াও দুষ্কর। জোগাড হইলেও তাহাদের খুশি করা বড়ই কঠিন।" এই মর্মে ঔপনিবেশিক সমাজে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যেত।

বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা যাবার সঙ্গে মজুরদের সুযোগ বেড়ে যাওয়ায় এবং সামরিক বাহিনীতে অনেকেই নিযুক্ত হওয়ায় তাদের সরবরাহ কমে যেতে থাকায়

মজুরি বেড়ে গেল। ফলে মজুরির সর্বোচ্চ হার ও জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণের আগের যে প্রয়াস, তা নতুন করে শুরু করা হল। মহাদেশীয় মহাসভার (The Continental Congress) ঘোষণাপত্রে এ ধরনের নিয়মকানুনের উপর জোর দেওয়া হয় এবং কয়েকটি নতুন রাজ্য সরকার সেগুলি কাজে পরিণত করার প্রয়াস পায়। ম্যাসাচুসেট্‌স, নিউ হ্যামশায়ার, রোড আইল্যাণ্ড ও কনেটিকাটের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৭৭৬ সালে প্রভিডেন্স শহরে অনুষ্ঠিত এক সভায় মূল্য ও মজুরি নিয়ন্ত্রণের একটি সাধারণ কার্যক্রম অনুমোদিত হয়। ঠিক হয়, কৃষিকাজে নিযুক্ত মজুরদের দিনে তিন শিলিং চার পেন্সের বেশি দেওয়া চলবে না (এক শ' বছর আগের মজুরির প্রায় তিন গুণ) এবং কারিগর ও মিস্ত্রিদের মজুরি এই নতুন কৃষি মজুরির হারের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রেখে নির্ধারিত করতে হবে। পূর্বোক্ত রাজ্যগুলি তৎপরতার সঙ্গে এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করেছিল। আন্তঃরাজ্য সহযোগিতার প্রথম দিকের একটা দৃষ্টান্ত এখানে পাওয়া যায়। মহাদেশীয় মহাসভার কাছে যখন বিষয়টি উপস্থাপিত হয়, তখন ঐ মহাসভা অবশিষ্ট রাজ্যগুলিকে “অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের ঔচিত্য” সম্বন্ধে সচেতন হতে বলে।

দ্রব্যমূল্য ও মজুরির হারের ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠায় প্রভিডেন্সের সভা যতটা সফল হয়েছিল, অন্যান্য সম্মেলন অবশ্য তা হয় নি। দক্ষিণাঞ্চল এবং ভেতর উত্তরের রাজ্যগুলি যে মান স্থাপন করেছিল, তা মেনে নিতে আপত্তি জানাচ্ছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞতা পরস্পরবিরোধী ও বিভ্রান্তিজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্থানীয়ভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে আরো কাজ করা হলে মহাদেশীয় মহাসভা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করে যে, এই কার্যক্রম যে শুধু অবাস্তব তাই নয়, “জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিসাধক ও কুফলজনক এবং ব্যক্তিদের দিক হইতে ভয়ানক অত্যাচারের সম্ভাবনাপূর্ণও বটে”। মহাসভা রাজ্যগুলিকে এ সম্পর্কে চালু আইন বাতিল করে দিতে পরামর্শ দেয়। নিয়ন্ত্রিত আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে এই প্রথম প্রচেষ্টা আর বেশি অগ্রসর হতে পারে নি।

পুরোনো পৃথিবীর যে কোনো জায়গার চেয়ে ঔপনিবেশিক জীবনের পরিবেশ আমেরিকায় সামাজিক ও আর্থিক সাম্য বেশি করে সম্ভব করলেও শ্রমিক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। সম্পত্তির মালিকদের মধ্যেই ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ ছিল এবং দক্ষ কারিগর ও মিস্ত্রিরা নিজেদের অধিকার দাবি করার ব্যাপারে দিন মজুরদের মতই অসহায় ছিল। অষ্টাদশ শতকের নবম দশক নাগাদ কিন্তু উপকূলের শহরগুলিতে আরো বেশি সুযোগ সুবিধার জন্য

২

শ্রমিকদের দাবি জোরদার হতে থাকে। যে আন্দোলনের ফলে আমেরিকা স্বাধীন হয়, তা সমর্থন ক'রে তারা সুদূরবর্তী ইংল্যাণ্ডের অত্যাচারের বিরুদ্ধেই শুধু প্রতিবাদ জানাচ্ছিল না, দেশের মধ্যে শাসক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধেও তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছিল।

বিপ্লবের সমর্থনে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কারিগর ও মিস্ত্রিদের ভূমিকা, বিশেষ করে ম্যাসাচুসেট্‌সে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বারে বারে যখন বণিক ও কৃষকদের উৎসাহ কমে আসছিল, তখন "দেশপ্রেমের উন্মাদনা" তাদেরই উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়েছে, যারা টোরিদের বিদ্রূপের ভাষায় ছিল 'ভবঘুরে' বা 'জঞ্জাল' স্যামুয়েল অ্যাডাম্‌সের বিচক্ষণ নেতৃত্বে পরিচালিত বস্টনের জনপ্রিয় দলটি বহুলাংশে নৌকা ও ঘাটের মালিক, জাহাজনির্মাতা, রাজমিস্ত্রি, তাঁতি ও চর্মকারদের দিয়ে গঠিত হয়েছিল এবং এদের ব্রিটিশ কর্মচারীদের ও ঔপনিবেশিক অভিজাত সম্প্রদায়ের শাসনের বিরুদ্ধে সমান আপত্তি ছিল। "স্বাধীনতার সন্তান" বলে অভিহিত দলটি এবং পরে স্থানীয় করেসপণ্ডেন্স সমিতিব সদস্যগণ বন্দর, জাহাজ নির্মাণ কারখানা এবং দড়ির কারখানার শ্রমিকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হত। বিখ্যাত "নয় জন অনুগত" 'লয়াল নাইন' যারা জনতা ক্ষেপিযে বস্টন হত্যাকাণ্ড ও বস্টন চায়ের আসর ('বস্টন টি পার্টি') ঘটিয়েছিল, তাদের ভেতর দু' জন ছিল মদ চোলাই-কারক, দু' জন পেতলের কারিগর, একজন মুদ্রাকর, একজন জহুরী, একজন চিত্রকর ও একজন জাহাজের কাপ্তেন।

উপনিবেশগুলিতেও এই ধরনের শক্তি-সমাবেশ দেখা গিয়েছিল। বাল্টি-মোরের 'এন্‌সিয়েণ্ট এ্যাণ্ড অনারেবল্‌ মেকানিকাল কোম্পানী,' চার্লসটনের 'ফায়ারমেন্‌স অ্যাসোসিয়েশন', ফিলাডেলফিয়ার 'হার্ট-এ্যাণ্ড-হ্যাণ্ড ফায়ার কোম্পানী' ঐ সব শহরে 'স্বাধীনতার সন্তান' দলের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের নামের তালিকা থেকে দেখা যায় যে, এই দলের সদস্যরা প্রধানতঃ ছোট ব্যবসায়ী ও কারিগরদের মধ্যে থেকেই আসত।

ঔপনিবেশিক সমাজের অন্যান্য অংশ বিপ্লব আন্দোলনে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করে নি এ-কথা এখানে বলা হচ্ছে না। ব্রিটিশ করনীতির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ প্রধানতঃ বণিকশ্রেণী থেকেই আসে এবং তারাই 'স্বাধীনতার সন্তানদলের' সংগঠনে প্রথম দিকের নেতৃত্ব জোগান দেয়। কিন্তু মিস্ত্রি, কারিগর ও ছোট দোকানদারেরা উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার সপক্ষে অপেক্ষাকৃত চরম মত প্রকাশ করে এবং বণিকরা আপোষ করতে রাজী হলেও তাদের আন্দোলন জীইয়ে রাখে। বস্তুতঃ

প্রথম দলের লোকেদের প্রবল উৎসাহপূর্ণ কার্যকলাপ প্রায়ই রক্ষণশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দিত যে, বিপ্লব আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এক সময়ে গভর্নর মরিস উত্তেজিত হয়ে লিখলেন, "সাধারণ লোকের মতামত অভিজাত সম্প্রদায়ের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছে এবং তাহাদের ঠাণ্ডা করাই সমস্যা।"

তাদের ঠাণ্ডা করা যায় নি। তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন কখনও কখনও দাঙ্গা ও বিশৃঙ্খলার কারণ হলেও সেই সঙ্গেই কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতি সাধারণ মানুষের বিরোধিতাই প্রতিফলিত করল এবং এই বিরোধিতা আরো জোরদার করে তুলল। ঔপনিবেশিক শ্রমিক ও ব্রিটিশ সৈন্যদলের কলহ থেকেই সরাসরি বস্টন হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। জেনারেল গেজ খবর পাঠিয়েছিলেন, "২৯ নং রেজিমেন্টের কয়েকজন সৈন্যের সঙ্গে দড়ি-কারখানার কর্মীদের কলহ হইয়াছিল। দড়ি শ্রমিকরাই উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য দায়ী হইলেও অনুমান করা যাইতে পারে যে, উভয় পক্ষেরই দোষ ছিল। অনুমান করা হয় যে, এই কলহই ৫ই মার্চ রাত্রে জনসাধারণকে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে উত্তেজিত করে।"

বিপ্লবে কারিগর ও মিস্ত্রিদের ভূমিকা বহুদিন ধরে স্বীকৃত হয়ে এলেও সংবিধান গ্রহণে তারা কি অংশ নিয়েছিল, তা নির্ণয় করা কঠিন। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠায় রক্ষণশীল প্রবণতা প্রতিফলিত হয়েছিল এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের সময়ের গণতান্ত্রিক প্রগতি অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়। নতুন সরকার সম্পন্নশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের উপর জোর দিয়েছিল, ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর নয়। কাজেই ধরে নেওয়া যায় যে, শ্রমিকেরা উপস্থিত থাকলে এ সংবিধান গ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি করতে পারত। যে সম্মেলনে সংবিধান গৃহীত হয়, তাতে তারা প্রত্যক্ষ ব' পরোক্ষ-ভাবে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে নি এবং সম্মেলনের আলোচনায় শ্রমিকদের বা সাধারণ মানুষের অধিকারের কথা সামান্যই স্থান পেয়েছিল। তবুও কোনো কোনো শহরে শ্রমিকেরা সংবিধান গ্রহণের সমর্থনে তাদের মত প্রকাশ করে এবং নিউ ইয়র্ক শহরে যুক্তরাষ্ট্রীয় দলের সাফল্যের জন্য আংশিকভাবে তাদের সমর্থন যে দায়ী, তাও মেনে নেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকদের অবদান যাই হোক না কেন, তারা কিন্তু এ সময়ে সত্যিকারের কিছু লাভ করতে পারে নি। ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের দ্বারা দেশ শাসনের পক্ষে আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টনের মত শক্তিশালী সমর্থকের রক্ষণশীল মতামত উল্লেখ করে অষ্টাদশ শতকের শেষে যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক সমাজ থেকে কত দূরে ছিল, তা প্রমাণ করা অনাবশ্যক।

বিপ্লবের সময় যে "গণতান্ত্রিক ভাবধারা" শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, তা সর্বত্রই ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গণতান্ত্রিক জনসাধারণকে নতুন কোনো সুবিধা দিলে জাতির স্থায়িত্ব যে বিপন্ন হবে, সে ভয়ও এ সময় জেগে ওঠে।

এমন কি, টমাস জেফারসন্ যখন ঘোষণা করলেন যে, "সরকারের উপর প্রভাবে সকলের অংশ থাকা উচিত,"—তখনও তিনি ভোটাধিকারী ও সরকারী পদে নিযুক্ত হবার পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবেন নি। তিনি যে গণতন্ত্রের সমর্থন করেছিলেন, তা ছিল ছোট ছোট স্বাধীন কৃষকের গণতন্ত্র এবং স্বাধীন সমাজের অভিব্যক্তির পক্ষে যে সব গণতান্ত্রিক গুণ তিনি অপরিহার্য বলে মনে করতেন, জমির মালিকানার স্থায়িত্বস্থাপক প্রভাব ব্যতীত সেগুলি কারিগর, মিস্ত্রি ও শ্রমিকেরা অর্জন করতে পারে কি না সে সম্বন্ধে তাঁর গভীর সন্দেহ ছিল। আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ক্রমবর্ধমান সহরাঞ্চলীয় শ্রমিকদের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর ভয় ছিল বলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পোন্নয়নের তীব্র বিরোধিতা করেন। যে শ্রমিক শ্রেণীর নীতি ও আচরণ তিনি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতেন, সেই শ্রমিক শ্রেণীই সৃষ্টি করার ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে ইয়োরোপেই কলকারখানা সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষে ছিলেন তিনি। তাঁর মতে ইয়োরোপে যা ঘটছিল, সে সম্বন্ধে সভয়ে চিন্তা করে তিনি লিখে গেছেন, "মানবদেহের শক্তি ফোড়ার জন্য যতটুকু বাড়ে বড বড় শহরের জনতাও বিশুদ্ধ সরকারের সমর্থনে ঠিক ততটুকু শক্তিই জোগায়।"

স্বাধীনতার ঘোষণা-পত্রের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মার্কিন সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক মর্যাদার বস্তুতঃ কোনো উন্নতিই হল না। ইয়োরোপের অবস্থার তুলনায় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উঁচু থাকলেও বিপ্লবোত্তর যুগের মূল্যবৃদ্ধির ফলে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে বিক্ষিপ্ত ছোট্ ছোট শহরগুলিতে শ্রমিকদের প্রায়ই নিদারুণ দারিদ্র্যে দিন কাটাতে হত। ১৭৮৪ সালে যখন জন জে তিক্ত অভিযোগ করেন "মিস্ত্রি ও মজুরদের মজুরি বড় বেশি", সেই সময়ে অদক্ষ শ্রমিকদের সাপ্তাহিক বেতন খুব কম ক্ষেত্রেই ১৫ শিলিং-এর বেশি ছিল—যা আজকের ৪ ডলারেরও কম।

জন ব্যাক্ ম্যাকমাষ্টার লেখেন, "এই সামান্য আয়ে একজন মিস্ত্রি কেবল কঠোর মিতব্যয়িতার সাহায্যেই নিজের সন্তানদের ক্ষুধার হস্ত হইতে ও নিজেকে জেলখানার হস্ত হইতে মুক্ত রাখিতে পারিত। তাহার গৃহ বলিয়া অভিহিত নীচু ছাদের অপরিচ্ছন্ন ঘরগুলিতে বহু সাজসরঞ্জাম ও আসবাবের অভাব ছিল,

যাহা বর্তমানে এই শ্রেণীর দরিদ্রতম ব্যক্তির ঘরেও দেখা যায়। মেঝের উপর বিস্তৃত বালুকা কার্পেটের কাজ চালাইত। তাহার টেবিলে কোনো কাঁচের জিনিস থাকিত না, তাহার আলমারিতে চীনামাটির কোনো পাত্র ছিল না এবং দেওয়ালে কোনো ছবি ছিল না। চুল্লী কাহাকে বলে তাহা সে জানিত না। কয়লা সে কোনো দিন দেখে নাই এবং দেশলাইয়ের কথা সে কোনো দিন শোনে নাই। চকমকি ঘষিয়া স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে অথবা প্রতিবেশীর উনান হইতে জ্বলন্ত কয়লা আনিয়া সে বাক্স ও পিপের টুকরায় কাঠের আগুন জ্বালাইত এবং তাহার স্ত্রী উহাতে সাদামাটা আহার্য প্রস্তুত করিয়া দস্তার তৈরী পাত্রে ঐ খাদ্য পরিবেশন করিত। খুব কম সময়েই সপ্তাহে একদিনও তাহার ভাগ্যে টাটকা মাংস জুটিত এবং তাহার বংশধরদের তুলনায় এ জন্য তাহাকে অনেক বেশি দামও দিতে হইত। কারিগরের খাদ্য যদি আজ স্থূল বলিয়া মনে করা হয়, তবে তাহার পরিধেয় ঘৃণ্য মনে করা হইবে। হলুদ কাপড়ের বা নরম অথবা শক্ত চামড়ার একজোড়া পাজামা, একটি ডোরাকাটা কামিজ, একটি লাল ফ্ল্যানেলের কোট, ধারে ধারে তুলিয়া ধরা একটি মরচে পড়া টুপি, প্রকাণ্ড পিতলের বকল্‌স সমন্বিত ষাঁড়ের চামড়ার জুতা এবং চামড়ার একটি ঝাড়ন—তাহাব সামান্য পোষাকের আলমারিতে এই গুলিই থাকিত।”

এ ধরনের জীবনযাত্রায় যত দুঃখ কষ্টই থাকুক (এ-কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আজ অনেক কিছু আরামদায়ক জিনিস অপরিহার্য মনে হলেও সে সময়ের ধনীদেরও তা' জুটত না) না কেন, তবুও আমেরিকা ছিল বিশাল সুযোগ সুবিধার দেশ। কারিগর ও মিস্ত্রিরা নিশ্চিত মনে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের আশা করতে পারত এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতেও পারতো, তার অর্থ পরিশ্রমী ও উৎসাহী ব্যক্তিদের আরো বেশি উন্নতির পথে কোনো অন্তরায় ছিল না। কৃষি ও হস্তশিল্পের উপর তখন পর্যন্ত নির্ভরশীল এই সমাজে কারিগরদের একটি স্বীকৃত ও সম্মানজনক মর্যাদা ছিল এবং এই মর্যাদা আর্থিক সম্পদের স্বল্পতার কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতে পেরেছিল। শ্রমিকের জীবনযাপন পদ্ধতি সরল হলেও সে শিল্পের স্পর্শ রহিত এক সরল সমাজেই বাস করত।

দিগন্তে এমন সব সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল, যা তার সমাজ এবং নিজের অবস্থা গভীরভাবে প্রভাবিত করবে। প্রগতির নামে তারা এমন এক উচ্চস্তরের জীবনযাত্রার মানের সম্ভাবনা তুলে ধরবে, যা এদেশে বা অন্য কোনো

দেশে শ্রমিকেরা ভোগ করে নি। কিন্তু এ সব পরিবর্তনের জন্য নানাবিধ সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়েছিল এবং সেগুলি প্রায়ই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে উনবিংশ শতকের শ্রমিক সম্প্রদায় প্রায়ই শিল্পে প্রগতির প্রতিশ্রুতির সুফল থেকে নিজেদের বঞ্চিত মনে করত। তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে নতুন বাধাবিপত্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেশের শ্রমিকেরা দেখল যে, একমাত্র সংগঠনের মাধ্যমেই তারা তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও সুবিধা লাভ করতে পারবে।

গোড়ার দিকের শ্রমিক সংস্থা

উনবিংশ শতকের প্রথমে বণিক্ পুঁজিপতিদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে আর্থিক সমাজের পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিক সংগঠনের প্রকৃত সূচনা দেখা যায় নি। এ-সব বণিক-পুঁজিপতি পাইকারী হারে কারবার প্রতিষ্ঠা করেছিল। ঔপনিবেশিক যুগে সর্দার-কারিগরেরা ঠিকা ও শিক্ষানবিশ মজুরদের এজমালী প্রকল্প বা যৌথ প্রচেষ্টায় কাজ করানোর জন্য এক জায়গায় নিয়ে এসে তাদের মজুরি দিলেও আধুনিক অর্থে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের সৃষ্টি তারা করে নি। ঠিকা মজুর ও তার সর্দার পাশা-পাশি দাঁড়িয়েই কাজ করত এবং উভয়ের স্বার্থে প্রকৃত পক্ষে কোনো প্রভেদ ছিল না। 'ফরমায়েশি কাজের' জন্য নির্দিষ্ট মূল্যতালিকা মজুরির হার স্থির করত এবং একই লোকের মধ্যে বণিক সর্দার-কারিগর ও ঠিকা মজুরের কার্যাবলী বহুলাংশে যুক্ত হয়েছিল।

এই অবস্থায় সর্দার ও ঠিকা মজুর তাদের পেশার উচ্চমান ও তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বজায় রাখার জন্য এবং সাধারণভাবে অন্যান্য প্রতিযোগিতা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য একযোগে কাজ করত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্দার-কারিগররা মনিব হিসাবে যে ধরনের নিয়ন্ত্রণ খাটাতো, তার বিরুদ্ধে ঠিকা মজুরদের প্রতিবাদ করতে দেখা যেত। যে সব বৃত্তিতে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারত না, সেখানে কখনও কখনও বিবাদ বিসংবাদ থেকে বিক্ষিপ্ত ধর্মঘট ও সদ্যোজাত শ্রমিক-বিদ্রোহ দেখা যেত। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায় যে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের অত্যন্ত সরল আর্থিক ব্যবস্থায় শ্রমিকদের পক্ষে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সংযুক্ত কার্যক্রম নেওয়া সম্ভব হয় নি। বণিক-পুঁজিপতিদের উন্নয়নের ফলে যে সব পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, সেগুলো আলোচনা করার আগে ঔপনিবেশিক যুগের শ্রমিক প্রতিবাদ ও ধর্মঘট নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কী অবস্থায় শেষ পর্যন্ত শ্রমিক-সংস্থাগুলি সংগঠিত হয়েছিল, তা এই আলোচনার ফলে জানা সম্ভব হবে।

প্রথম শ্রমিক বিক্ষোভ বলে মনে করা যেতে পারে এমন ঘটনা ১৬৩৬ সালে ঘটেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। মেইন্ উপকূলের রিচমণ্ড আইল্যাণ্ডে রবার্ট ট্রেলনী নামে এক ব্যক্তি দ্বারা নিযুক্ত একদল জেলে মজুরি না পাওয়ার জন্য

'বিদ্রোহ' করেছিল বলে জানা যায়। চল্লিশ বছর পরে নিউ ইয়র্কের অনুমতিপ্রাপ্ত ঠেলাগাড়ীওয়ালাদের বোঝাপিছু তিন পেন্স হারে পারিশ্রমিকে রাস্তার ময়লা সরাতে বলা হয়। এত কম মজুরিতে তারা যে শুধু আপত্তি করেছিল তাই নয়, তারা "একযোগে কাজটি করতে অস্বীকার করিয়াছিল।" এ ধরনের অন্যান্য ঘটনার বিবরণ অষ্টাদশ শতকের ঔপনিবেশিক সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। ১৭৬৮ সালে নিউ ইয়র্কে ঠিকা দর্জিদের 'কার্য-ত্যাগ' প্রায় আধুনিক একটি ঘটনা বলে মনে হয় এবং বোধ হয় এটিই প্রথম সত্যিকারের খাঁটি ধর্মঘট। মজুরি কমিয়ে ফেলার জন্য প্রায় কুড়িজন শ্রমিক কাজ বন্ধ করে এবং খোলাখুলি বিজ্ঞাপন দেয় যে, সর্দারদের বিরোধিতা করে তারা ব্যক্তিগতভাবে কাজ নেবে। কাগজে তাদের বিজ্ঞাপনে আরো ছিল যে, 'সাইন অব দ্য ফক্স এ্যাণ্ড দ্য হাউণ্ড' নামে সরাইখানায় তাদের পাওয়া যাবে এবং তারা দৈনিক সাড়ে তিন শিলিং মজুরি ও খাদ্যের বিনিময়ে কাজ করতে প্রস্তুত।

কখনও কখনও সর্দার কারিগররাও যে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য একত্র হত তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'নিউ ইংল্যাণ্ড কুরান্ট' কাগজে, আরো কিছু দিন পূর্বে বস্টনের নরসুন্দরদের মধ্যে একটা গোলমালের সংবাদে বত্রিশ জন সর্দার নরসুন্দর 'গোল্ডেন বল' সরাইখানায় সমবেত হয়। তাদের সঙ্গে একজন ভেরীবাদকও ছিল। তারা সবাই মিলে দাড়ি কামানোর তিন মাসের মজুরি ৮ শিলিং থেকে বাড়িয়ে ১০ শিলিং করতে একমত হয় এবং "সাধারণ পরচুলার মূল্য ৫ শিলিং ও মাথার পিছনে ফিতা দিয়া বাঁধা পরচুলার মূল্য ১০ শিলিং বাড়াইয়া দেয়।" আরো প্রস্তাব করা হয় যে, "তাহাদের সমিতির কোনো সদস্যই রবিবার প্রাতে ক্ষৌরকর্ম বা পরচুলা পরিষ্কার করিবে না।" শেষোক্ত প্রস্তাবটি নিয়ে 'কুরান্ট' নিন্দাসূচক মন্তব্য করেছিল, "ধরা যাইতে পারে যে, অতীতে তাহারা প্রায়ই রবিবার এই সকল কার্য করিত।"

যুদ্ধজনিত মুদ্রাস্ফীতিসমন্বিত বিপ্লবযুগে শ্রমিকদের প্রতিবাদ বেড়ে চলল। তারা দেখল, মজুরির চেয়ে অনেক দ্রুত জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। নিউ ইয়র্কের মুদ্রাকরদের অভিযোগ এ ধরনের একটা দৃষ্টান্ত। ১৭৭৮ সালের নভেম্বর মাসে ঠিকা মজুররা মজুরি বৃদ্ধি দাবি করে এবং তাদের এই দাবি মেনেও নেওয়া হয়। যে সৌজন্যের সঙ্গে মুদ্রাকররা তাদের দাবি জানিয়েছিল, তা বাদ দিলে সমস্ত পরিবেশটিকে প্রায় আধুনিক একটি ঘটনা বলে মনে হয়।

'রয়াল গেজেটে' ঠিকা মজুরদের অভিযোগে বলা হয়েছিল, "জীবনের

অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য এত অধিক হইয়াছে যে, বর্তমান মজুরিতে আমরা কাজ করিব তাহা আশা করা যায় না। এই কারণে আমরা আমাদের বর্তমান সামান্য মজুরির সহিত সপ্তাহে তিন ডলার যোগ করিবার অনুরোধ জানাইতেছি। আপত্তি উঠিতে পারে যে, কর্মচারীদের অভাবের সুযোগে একজোট হইয়া সর্দাব মুদ্রাকরদের বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই এই দাবি করা হইতেছে। কিন্তু ইহা বিন্দুমাত্র সত্য নহে। বাস্তবিকই প্রত্যেক দ্রব্যের দুর্মূল্যতা এবং আসন্ন শীতকালই ইহাব কারণ। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে, এই দুঃসময়ের অন্যায় সুযোগ লইবে। আমরা কেবল বাঁচিয়া থাকিতে চাই এবং আমাদেব বর্তমান ভাতায তাহাও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।"

এই চিঠির উত্তরে 'গেজেটের' সুপরিচিত টোরি মুদ্রাকর ও প্রকাশক জেম্‌স রিভিংটন সংক্ষেপে জানান, "আমি এই দাবি মানিয়া লইতেছি।"

এই সময়ে বা ঠিক পরবর্তী বছরগুলিতে অন্যান্য সংযুক্ত প্রতিবাদ বা ধর্মঘট দেখা গিয়েছিল—১৭৭৯ সালে ফিলাডেলফিয়ায় নাবিকদের, ১৭৮৫ সালে নিউ ইয়র্কেব মুচিদের এবং ১৭৮৬ সালে ফিলাডেলফিয়ার ঠিকা মুদ্রাকরদেব আন্দোলন উল্লেখ-যোগ্য। এই মুদ্রাকররা ঘোষণা কবেছিল, "আমাদেব ভ্রাতাদের মধ্যে যাহারা সপ্তাহে ৬ ডলারেব কমে কাজ করিতে অস্বীকার করার জন্য বরখাস্ত হইবে, তাহাদের আমরা ভরণপোষণ করিব।" প্রথমে মালিকরা তাদের দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত 'কাজ-বন্ধ' সফল হয়েছিল।

গৃহনির্মাণ শিল্পের সদস্যরাও অশান্ত হয়ে উঠেছিল এবং ১৭৯১ সালে ফিলাডেল-ফিয়ার ঠিকা মজুর ও সর্দার ছুতোরদের ভেতর একটি দীর্ঘকালব্যাপী চাপা সংঘর্ষ দেখা দিল। ঠিকা মজুররা জানাল যে, মালিকরা "তাদের অর্থলোলুপতা দ্বারা আবিষ্কৃত সকল সম্ভবপর উপায়ে মজুরির স্তর আরো নীচে" নামিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। বিশেষ করে তারা কাজের সময় হ্রাস ও অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরি দাবি করে। তারা তিক্ত অভিযোগ জানিয়েছিল যে, তাদের "গ্রীষ্মের দীর্ঘতম দিবসের সম্পূর্ণ সময়েই কাজ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল এবং বহু ক্ষেত্রে পরিশ্রমের বিনিময়ে যে তৎক্ষণাৎ পুরস্কার মিলিবে এই আশার সান্ত্বনাও তাহাদের জুটিত না।"

এই বিবাদের কী ফয়সলা হয়েছিল, তা জানা যায় না। সর্দাররা স্বল্প মজুরির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাকে দায়ী করে এবং জানায় যে, তাদের "কখনই অত্যাচার বা স্বৈরাচার চালাইবার অভিলাষ জাগ্রত হয় নাই।"

শ্রমিক সংস্থা ব'লে অভিহিত করা যেতে পারে এমন কোনো সংগঠন এ-সব ধর্মঘট বা 'কাজ-বন্ধে' কখনই দেখা যায় নি। নিজেদের দাবি জানাতে বা নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণে একত্র কাজ করতে শ্রমিকেরা সাময়িকভাবে একজোট হয়েছিল মাত্র। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে কোন কিছু বৃত্তিভিত্তিক সমিতি দেখা দিলেও তাদের উদ্দেশ্য ছিল লোকহিতৈষণা, আর্থিক উন্নয়ন নয়। এগুলি ছিল পারস্পরিক সাহায্য সমিতি এবং অনেক সময়ই সর্দার কারিগর ও ঠিকা মজুর—উভয়েই এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত থাকত। সদস্যদের অসুস্থতা বা মৃত্যুর সময় নানাবিধ উপকার করাই ছিল তাদের কাজ। অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া ও বোষ্টনের মত শহরে প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তিতেই এ ধরনের সমিতি দেখা দিয়েছিল। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংগঠনগুলির কর্মপরিধি ছিল আরো প্রশস্ত—যেমন, নিউ ইয়র্কের 'জেনাবেল সোসাইটি অব্ মেকানিক্স এ্যাণ্ড ট্রেড্সমেন্', 'অ্যাসোসিয়েসন অব্ মেকানিক্স অব্ দ্য কমনওয়েলথ্ অব্ ম্যাসাচুসেট্স', 'অ্যালবানী মেকানিক্স সোসাইটি'।

দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার ফলে যে-সব সদস্যের সাহায্যের প্রয়োজন হত, তাদের প্রতিপালন এবং যে-সব সদস্য অভাবের মধ্যে মারা যেত তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের আর্থিক সাহায্য করে এ-সমস্ত সমিতি "সরকারী ও বেসরকারী বদান্যতায় উপকৃত হইবার অসম্মান" থেকে মালিক ও ঠিকা মজুর উভয়কেই মুক্তি দিতে চাইত। শ্রমিকরা ছিল গর্বিত ও আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন। এ জন্যই আমাদের ইতিহাসের গোড়ার দিকেও তারা একটি সমিতির সনদের ভাষায়, "অধিকার হিসাবে সাহায্য দাবি" করতে প্রস্তুত ছিল।

বহু পারস্পরিক সাহায্য সমিতির সামাজিক দিকও ছিল এবং তারা সভাকক্ষ ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করত। ১৭৬৭ সালে ফিলাডেলফিয়ায় সংগঠিত 'ফ্রেণ্ডলি সোসাইটি অব্ ট্রেড্সমেন্ হাউস কার্পেণ্টারস্' নামে সমিতির নিজস্ব নিয়মকানুনে এ-ধরনের কার্যকলাপের পরিধি এবং সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নানাবিধ কড়াকড়ি দুই-ই পাওয়া যায়। উক্ত সমিতির কোন সভ্য "অভিশাপ দিবার বা শপথ করিবার, সুরাপান করিয়া মত্ত অবস্থায় আগমন ও হট্টগোল সৃষ্টি করিবার বা ক্লাব খোলা থাকার সময় জুয়া খেলিবার দুঃসাহস করিলে" তাকে সমিতির সাধারণ তহবিলে ছয় পেন্স জরিমানা দিতে হত।

সাধারণভাবে আর্থিক দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে এ-সব সমিতির এলাকার বাইরে পড়ত। "নিউ ইয়র্ক সোসাইটি অব্ জার্নিমেন্শিপরাইট্স" নামে সমিতির সনদে

লেখা ছিল যে, এই সংস্থা মজুরি নির্ণয় করার কোনো চেষ্টা করলেই আপনা থেকে ভেঙ্গে যাবে। তা'হলেও এ-সব সমিতি যে ক্রমে কর্মসংস্থানের সমস্যা নিয়ে জড়িয়ে পড়বে, তা ছিল অবশ্যম্ভাবী। এই কারণেই পারস্পরিক সাহায্য সমিতি ও খাঁটি বৃত্তিভিত্তিক সমিতির মধ্যে পার্থক্য করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৭৯৪ সালে ফিলাডেলফিয়ায় স্থাপিত 'ফেডারেল সোসাইটি অব্ জার্নিমেন্ কর্ডওয়েনার্স' নামে সমিতিটিকে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকদের প্রথম 'স্থায়ী সংগঠন' বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং খুব সম্ভব এই সমিতিই আদি শ্রমিক সংস্থা। জুতোর কাজে নিযুক্ত ঠিকা মজুররাই শুধু সমিতিটির সভ্য ছিল। ১৭৯৯ সালে এই সমিতি ধর্মঘট করেছিল ও মালিকদের কারখানার সামনে ধর্মঘট-বিরোধীদের বাধা দিয়েছিল। বার বছর ধরে এই সমিতি টি কে ছিল।

ফিলাডেলফিয়ার চর্মশিল্পীরা সংগঠিত হবার কয়েক মাস পরে নিউ ইয়র্কের মুদ্রাকর মজুররা মুদ্রণশিল্পে একটার পর একটা যে সমস্ত শ্রমিক সংস্থা দেখা গিয়েছিল, তাদের প্রথমটি স্থাপন করে। দু'বছর পরেই নিউ ইয়র্ক শহরেই আসবাবপত্র শিল্পের ঠিকা মজুরদের একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি খবরের কাগজে একটি সম্পূর্ণ মূল্যতালিকা প্রকাশ করেছিল। বস্তুতঃ তা ছিল মজুরির হারের বিবরণ। বিজ্ঞাপনে আরো বলা হয়েছিল যে, চেয়ারনির্মাতা মজুররা "দিনে দশ ঘণ্টা কাজ করিবে; মালিকদের মোমবাতি দিতে হইবে।"

এ-ধরনের পরীক্ষামূলক সাংগঠনিক সূত্রপাতই বৃত্তিভিত্তিক সমিতিগুলির সাধারণ উন্নতির পথ নির্দেশ করেছিল। গোড়ার দিকের শ্রমিক সংস্থা বৃত্তিভিত্তিক সমিতি বলে অভিহিত হত এবং বণিক-পুঁজিপতিদের উত্থানের পরই এদের দেখা যেতে লাগল। খুচরো কারবার ও ফরমায়েশী কাজের জায়গায় পাইকারী ব্যবসা না আসা পর্যন্ত এবং সর্দার কারিগর ও ঠিকা মজুরদের পুরোনো সহজ সম্পর্ক না ভেঙ্গে পড়া পর্যন্ত কিন্তু শ্রমিকরা মালিকদের বিরুদ্ধে একজোট হতে বাধ্য হয় নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী সূচনার সঙ্গে একটার পর একটা বৃত্তিতে দক্ষ কারিগর ও মিস্ত্রিরা মালিকদের 'কৌশল ও ষড়যন্ত্রে'র বিরুদ্ধে নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণ ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যে সমিতি গঠনে মুদ্রাকর ও চর্মশিল্পীদের স্থাপিত আরো আগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিল। এ সব সমিতির তখনও পারস্পরিক সাহায্য-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য বজায় থাকলেও আর্থিক কার্যকলাপের উপরই বেশী জোর পড়েছিল।

বণিক পুঁজিপতিরা বিদেশ থেকে বিভিন্ন দ্রব্য আমদানি করতে এবং স্বদেশে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করতে উৎসাহী ছিল। বাজারের পরিধি বাড়িয়ে ফেলতে এবং এ ধরনের বাজারে বিক্রী করা যায় এমন সব সস্তা জিনিস চালু করতে তারা প্রয়াস পেয়েছিল। তাদের নিজস্ব মূলধনের যথাসাধ্য তারা এক সঙ্গে প্রচুর কাঁচা মাল কিনতে, কারখানা স্থাপন করতে, তাদের নিযুক্ত কারিগর ও মিস্ত্রিদের যন্ত্রপাতি দিতে, তৈরী জিনিসগুলি গুদামজাত করতে এবং সবশেষে সেগুলি দেশের সর্বত্র চালান দিতে সক্ষম হয়েছিল। ছোট খুচরা কারবারের বৈশিষ্ট্য ছিল, উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ ও শিল্পকর্মে উচ্চস্তরের নৈপুণ্য। বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা করা তাদের পক্ষে তাই বেশিদিন সম্ভব হয় নি।

দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের আরো অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় এ ধরনের প্রবণতা স্পষ্টতর হয়ে উঠল। খাল, রাস্তাঘাট, বাষ্পপোত ইত্যাদি উন্নততর পরিবহন ব্যবস্থা প্রসারিত হওয়ার ফলে অ্যাটলান্টিক উপকূলের বণিক ও শিল্পপতিদের বাজারও অনেক বড় হয়ে গেল। পশ্চিমমুখো রাস্তাগুলিতে ক্যাম্বিসে ঢাকা, উঁচু চূড়োবিশিষ্ট ঘোড়ায় টানা মালগাড়ীর ভিড় দেখা যেতে শুরু হল। এই সব মালগাড়ী পূর্বাঞ্চলের শহর ও নগরে নির্মিত পোষাক, জুতো, আসবাব, বাসন, যন্ত্রপাতি ও লোহার পাত্র পশ্চিম নিউ ইয়র্ক এবং ওহায়ো উপত্যকার নতুন বসতিগুলিতে পৌঁছে দিত। দেশব্যাপী একটি বাজারের সৃষ্টি হচ্ছিল এবং এই বাজার খুচরো ব্যবসা ও ফরমায়েশী কাজের উপরে নির্ভরশীল স্থানীয় বাজারগুলিকে ছাপিয়ে উঠেছিল। ফলে আর্থিক উন্নয়নও দ্রুততর হয়ে উঠল। শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ে যন্ত্রের সাহায্যে বিপুল পরিমাণে উৎপাদনে যে ধরনের পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল, অনেকটা সে রকমের পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় এ সময়ে পরিলক্ষিত হয়। পাইকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে খুচরো কারবারের পরাজয়ে উনবিংশ শতকের শেষ দুই দশকে শিল্পজোট ও সম্মিলিত ব্যবসা স্থানীয় কলকারখানার উপর যে আধিপত্য বিস্তার করবে, তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এই নতুন ব্যবসা-জগতের প্রতিযোগিতাভিত্তিক পরিবেশের মুখোমুখি হবার জন্য মালিকরা সর্বদাই উৎপাদন-ব্যয় কমাবার চাপ অনুভব করছিল। এই উদ্দেশ্যে তারা মজুরি হ্রাস, কর্মচারীদের কার্যকাল বৃদ্ধি ও স্বল্প-মজুরির শ্রমিকদের নতুন নতুন উৎস সন্ধানের প্রয়াস পাচ্ছিল। গতানুগতিক শিক্ষানবিশী ব্যবস্থার বাধানিষেধ মালিকরা ভেঙ্গে ফেলতে চেষ্টা করল। তারা সম্ভব হলেই স্ত্রীলোক

ও অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের নিযুক্ত করতে আরম্ভ করল ; মজুরি কম দিয়ে বেশি কাজ আদায় ও জেলখানার কয়েদীদের কাজ দেবার ব্যবস্থার সূত্রপাতও তারা করেছিল। যে কোনো বৃত্তির নিপুণ কারিগরের পক্ষে এ ধরনের প্রচেষ্টা যে শুধু জীবনযাত্রার মানে আসন্ন অবনতির লক্ষণ হিসাবে দেখা দিয়েছিল তাই নয়, তাদের মর্যাদাহানির লক্ষণ বলেও মনে হয়েছিল। তারা অল্পদিনের মধ্যেই এ ধরনের পরিবর্তনের বিরোধিতা করতে উৎসাহী হয়ে উঠল এবং উপলব্ধি করল যে, একমাত্র সমবেত-ভাবে কাজ করলেই তারা তাদের অধিকার সংরক্ষণের আশা করতে পারে।

কারিগর ও মিস্ত্রিরা কিছুদিন পর্যন্ত তাদের নিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রায় সমান তালে লড়াই চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। ঔপনিবেশিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য দক্ষ শ্রমিকদের অভাব আমেরিকার আর্থিক ব্যবস্থায় তখন পর্যন্ত মৌল সত্য হিসাবে বিদ্যমান ছিল। আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন তাঁর বিখ্যাত 'রিপোর্ট অন্ ম্যানুফ্যাক্-চারস্'-এ (শিল্পসম্বন্ধে রিপোর্ট) লেখেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পের প্রসারের বিরুদ্ধে আপত্তির মূল বক্তব্য এই যে, শ্রমিকদের সংখ্যাল্পতা', উচ্চ মজুরি ও মূলধনের অভাব রহিয়াছে এবং তিনটি কারণে উহার সাফল্যের সম্ভাবনা নাই।" উপরন্তু, এই সময়েও সততপ্রসারশীল সীমান্ত বহু শ্রমিককে স্বল্পমূল্যের জমির সহজপ্রাপ্যতা অথবা পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন পেশা অবলম্বনের অধিকতর সুযোগের প্রলোভন দেখিয়ে আকর্ষণ করে নিচ্ছিল। ওহায়ো উপত্যকার জল ও স্থলপথ বরাবর যে সব নতুন শহর গড়ে উঠছিল, তারা পূবদিকের বসতিগুলোর চেয়েও বেশি মজুরি দিতে প্রস্তুত ছিল।

এ সময়ের খবরের কাগজগুলিতে শ্রমিকদের চাহিদা যে বেশি ছিল, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। প্রায়ই কর্মখালির বিজ্ঞাপন থাকত : "দুই বা তিনজন তামার কাজ জানা ঠিকা মজুর আবশ্যক : উত্তম পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে," "ছয় বা আটজন ছুতোর চাই ; ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতি দেওয়া হইবে," এবং "রাজমিস্ত্রির কাজের জন্য চার পাঁচজন ঠিকা মজুর আবশ্যক।" ১৮০৩ সালে নিউ ইয়র্কের নগর সৌধ (City Hall) নির্মাণরত ঠিকাদাররা ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর ও চার্লস্টনের খবরের কাগজে পাথর কাটার মজুরদের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে বাধ্য হয়েছিল। এ-সব বিজ্ঞাপনে তারা ভালো মজুরি ও সমস্ত যন্ত্রপাতি মেরামত করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আশ্বাস দেয় যে, সহরের অন্যান্য অঞ্চলে সংক্রামক 'ইয়োলো ফিভার' দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে শ্রমিকদের ভয় পাবার কিছু নেই।

যাই হোক, অল্পদিনের মধ্যেই দক্ষ শ্রমিকদের মালিকদের ঊর্ধ্বগামী সম্পদের

বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে লিপ্ত হতে দেখা গেল। তাদের মজুরি যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশকে জীবন যাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে তাল রাখতে পারে নি তাই নয়, অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরির সঙ্গে তুলনামূলক সম্পর্কও বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। জাহাজের ছুতোর-এর মত কয়েকটি বিশেষ পেশা ছাড়া ১৮১৮ সাল নাগাদ সম্ভবতঃ গড়পড়তা মজুরি ছিল দিনে ১১/৪ ডলার। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, নিউ ইয়র্কের ছাপাখানার কম্পোজিটাররা সপ্তাহে ৮ ডলার ও বাল্টিমোরের ঠিকা দর্জিরা ৯ ডলার উপার্জন করত। অপরপক্ষে খাল ও পাকা রাস্তা নির্মাণ, বাড়ীঘর তৈরী এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রকল্পে শ্রমিকদের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় দিন মজুরদের মজুরি (বিপ্লবের শেষে যা ছিল সপ্তাহে ৪ ডলার) বেড়ে গিয়ে সপ্তাহে ৭ ডলার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো বেশি চড়ে যায়। খাওয়া-পরার ব্যবস্থা থাকলে তাদের প্রকৃত মজুরি কারিগর ও মিস্ত্রিদের চেয়েও বেশি হয়ে দাঁড়াত। জেনেসি রিভার থেকে বাফেলো পর্যন্ত যে রাস্তা তৈরী হচ্ছিল, সেখানে কাজ করার জন্য মজুর চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। এই বিজ্ঞপনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, মাসে ১২ ডলার নগদ, তা ছাড়া খাদ্য ও বাসস্থান এবং প্রত্যহ হুইস্কি দেওয়া হবে। দক্ষ কারিগররা তখন পর্যন্ত, বিশেষ করে বৈদেশিক পর্যটকদের চোখে ইয়োরোপের শ্রমিকদের অবস্থার সঙ্গে তুলনায়, আপেক্ষিকভাবে আরাম-জনক পরিবেশে জীবন যাপন করলেও বুঝতে পেরেছিল যে, অবস্থা ক্রমেই তাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে এবং জীবন-যাত্রার মান বজায় রাখা উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে পড়বে।

এই পরিস্থিতিতে যে সমস্ত সংগঠন দক্ষ কারিগরদের মর্যাদা সংরক্ষণ করার প্রয়াস পাচ্ছিল, তাদের প্রধানতঃ মুদ্রাকর, চর্মশিল্পী, দর্জি, ছুতোর, আসবাব প্রস্তুতকারক, জাহাজের মিস্ত্রি, খাঁচানির্মাতা ও তাঁতিদের মধ্যেই কাজ করতে দেখা যাচ্ছিল। ঠিকা মুদ্রাকর ও চর্মশিল্পীরাই ছিল বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। আগেই বলা হয়েছে যে, এরাই ছিল শ্রমিক সংস্থা গঠনের দিক দিয়ে পথিকৃৎ। এরা শুধু নিউ ইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়াতেই নয়, বস্টন, বাল্টিমোর, অ্যালবানী, ওয়াশিংটন, পিট্সবার্গ ও নিউ অরলিয়েন্সেও উনবিংশ শতকের প্রথম বিশ বছর ধরে সক্রিয় শ্রমিক সংস্থা চালিয়ে যেতে সফল হয়েছিল। গৃহনির্মাণশিল্পের সদস্যরাও প্রায় সকল সহরেই সংগঠিত হয়েছিল। অন্যান্য সমিতির মধ্যে কলকারখানার মিস্ত্রি, পাথর কাটাই শ্রমিক, হস্তচালিত তাঁতশিল্পী ও টুপিনির্মাতাদের সমিতিও ছিল। ১৮২০ সালে কাপড়ের কলগুলিতে এক লক্ষ লোক নিযুক্ত থাকলেও সে

বছরের আগে কলকারখানার মজুরদের কোনো সংগঠন দেখা যায় নি। সদ্যোদ্ভূত শ্রমিক আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না।

গোড়ার দিকের এ সব বৃত্তিভিত্তিক সমিতি প্রকৃতপক্ষে সীমাবদ্ধ, সমবৃত্তি কারিগরদের সংগঠন ছিল। এ কারণেই এ-গুলি ছিল চরিত্রগতভাবে সম্পূর্ণ স্থানীয় এবং এদের সভ্যসংখ্যাও কম না হয়ে উপায় ছিল না। সভ্যদের কঠোর নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হত। শ্রমিক সংস্থার আলাপ আলোচনা গোপন রাখতে, প্রচলিত মজুরির হার মেনে নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে এবং সর্বদাই অন্য শ্রমিকদের অপেক্ষা সংস্থার সদস্যদের কর্মসংস্থানে বেশি সাহায্য করতে তাদের সম্মত হতে হত। ভর্তি হবার সময় ৫০ সেণ্ট এককালীন চাঁদা দিতে হত এবং মাসে মাসে দেয় চাঁদার হার ছিল ৬ থেকে ১০ সেণ্ট। তাদের নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকতে হত এবং অন্যায়ভাবে কামাই করলে জরিমানা দিতে হত। উপরন্তু, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলা হত এবং সংস্থার সদস্যদের ঘন ঘন মত্ততা, স্থূল ব্যভিচার অথবা "সভার কার্য চলিবার সময় অন্য সদস্য-ভ্রাতাকে সভাকক্ষে গালিগালাজ" দেবার জন্য বিতাড়িত করা চলত। তারা যে সব বৃত্তির প্রতিনিধিত্ব করত, তাদের শিল্পগত মান বজায় রাখতে এবং এ ভাবে সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ কারিগররা যে তাদেরই সদস্য সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে শ্রমিক সংস্থাগুলি খুবই ব্যগ্র ছিল।

তাদের মূল উদ্দেশ্যগুলি সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সংগঠিত শ্রমিকদের প্রধান আলোচ্য বিষয় থেকে গেছে। আরো বেশি মজুরি, আরো কম সময়ের কাজ ও কাজের উন্নততর পরিবেশই ছিল এই সব উদ্দেশ্য। অপটু, বিদেশী ও বালক—শেষ পর্যন্ত নারী-শ্রমিক ভাড়া করে শিল্প-মানের অবনতি ঘটাবার জন্য মালিকদের চেষ্টার প্রতিক্রিয়া হিসাবে আজ যাকে 'সীমাবদ্ধ কারখানা' বলা চলতে পারে, (অর্থাৎ, শ্রমিক সংস্থার সদস্য ভিন্ন অন্য কেউ কারখানায় কাজ পাবে না) তা প্রচলনের জোরদার চেষ্টা করা হতে লাগল। 'নিউ ইয়র্ক' টাইপোগ্রাফিকাল সোসাইটি তিক্ত অভিযোগ জানায় যে, ছাত্র, ঘরপালানো শিক্ষানবিশ এবং আধাঠিকা মজুরদের প্রাচুর্য 'প্রকৃত কর্মচারীদের' মজুরির হার কমিয়ে ফেলছে। অন্যান্য বহু শ্রমিক-সংস্থার মত এবং খুব সম্ভব প্রায় সব শ্রমিক-সংস্থার মত এই সংস্থাও একটা নিয়ম কঠোরভাবে পালন করত। নিয়মটা হচ্ছে এই যে, কোনো সভ্যই এমন কোনো ছাপাখানায় কাজ নিতে পারবে না, যেখানে সংস্থার সভ্য ছাড়াও অন্য শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই সময়ে ও পরবর্তী কালে যে সব মালিক শ্রমিক-সংস্থার অনুগত সভ্য নয়, এমন কারিগর ও মিস্ত্রিদের কাজ

দেবার চেষ্টা করত, তাদের বিরুদ্ধে বহু ধর্মঘট হয়েছিল। সংস্থার নিয়মকানুন কড়াকড়িভাবে পালন করা হত। বস্তুতঃ কারিগরদের বিরুদ্ধে চাপ দেওয়ার ফলে পরবর্তী যে-কোনো সময়ের চেয়ে এই সময়েই 'সীমাবদ্ধ কারখানা' নীতি প্রতিষ্ঠিত করার প্রবলতর চেষ্টা করা হয়। নিউ ইয়র্কের ঠিকা চর্মশিল্পীদের নিয়মবিধিতে যে শুধু শ্রমিক-সংস্থাবিহীন কোনো কারখানায় কাজ করার বিরুদ্ধেই নিষেধ ছিল তাই নয়, কোনো ঠিকা চর্মশিল্পী শহরে আসবার এক মাসের মধ্যে সমিতির সভা না হলে তার জরিমানা করতেও এই সংস্থা প্রস্তুত ছিল।

মালিকদের সঙ্গে কারবারের ক্ষেত্রে এই সব সমিতি যৌথ দর কষাকষির নীতি প্রবর্তিত করেছিল। ফিলাডেলফিয়ার জুতো নির্মাতাদের বেলায় দেখা যায় যে, ১৭৯৯ সালেও তাদের প্রতিনিধিরা "আপোষের প্রস্তাব লইয়া মালিকদের সহিত আলোচনা চালায়"। ঠিকা মজুরদের মূল্য তালিকা দাখিল করার এবং দীর্ঘদিন ধরে আলাপ আলোচনা চালাবার পর মীমাংসায় পৌঁছোবার বহু দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারে। সমিতি ও মালিকদের মধ্যে কোনো চুক্তি সম্পাদিত হলে ঐ সমিতির একজন সভ্যকে অনেক সময়েই চুক্তি মেনে চলা হচ্ছে কিনা দেখবার জন্য কারখানাগুলি "ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত।" অন্যান্য জায়গায় চুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য "ভ্রাম্যমান সমিতি" নিযুক্ত করা হত।

মজুরি-সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হলে, মালিকরা কোনো চুক্তির শর্ত মেনে চলতে অস্বীকার করলে বা সমিতির সভ্যদের বাইরে কাউকে কাজ দেওয়া হলে যে সব ধর্মঘটের (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলিকে 'কাজ-বন্ধ' বলা হত) সাহায্যে নিজেদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করত, সে গুলি এ সময়ে সাধারণতঃ শান্তিপূর্ণ ছিল। কর্মচারীরা সোজাসুজি কাজে যাওয়া বন্ধ করত এবং একটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঘরেই বসে থাকত। মনে হয় যে, এই লড়াই সহিংস কার্যকলাপের চেয়ে খবরের কাগজের মাধ্যমেই করা হত বেশি। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে কর্মচারী ও মালিক উভয়পক্ষই জনসাধারণের কাছে তাদের বক্তব্য তুলে ধরত। জনসাধারণের সমর্থন লাভের জন্য আবেদন ও প্রতি-আবেদন ন্যায্য শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নির্ধারণে জনমতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যে সাধারণভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, তাই প্রতিফলিত করে।

কিন্তু ধর্মঘটিরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো জোরালো পন্থা অবলম্বন করেছিল। ফিলাডেলফিয়ার জুতো নির্মাতাদের একটি 'কাজ-বন্ধে' ছয়জন ঠিকা মজুর কারখানায় থেকে যায় এবং মালিকের চিলেকোঠায় তাদের লুকিয়ে রাখা

হয়েছিল। ধর্মঘটীরা তাদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল এবং কোনো এক রবিবারে অল্প সময়ের জন্য রাতে তারা একটা সরাইখানায় গেলে তাদের প্রচণ্ড মারপিট করা হয়। আর একটি ক্ষেত্রে মালিক নির্ধারিত মজুরির হার না মানায় কারখানা বয়কট করা হলে এবং মালিক পঞ্চাশ জন ঠিকা মজুরের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে ধর্মঘটীরা প্রকৃত অর্থে পিকেটিং-এর ব্যবস্থা করেছিল এবং তা' সার্থকভাবে চালিয়েও গিয়েছিল। সমিতির সভ্য নয়, এমন সব লোক যারা ধর্মঘটীদের বদলে কাজ করত, তাদের বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল এবং এরই মধ্যে তাদের 'দালাল' বলা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

নাবিকদের অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন কাজ বন্ধের সঙ্গে কোলাহলপূর্ণ বিক্ষোভপ্রদর্শন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিংসাত্মক কার্যও জড়িত ছিল। নিউ ইয়র্কের একটা ধর্মঘটে নাবিকরা তাদের সাপ্তাহিক মজুরি ১০ ডলার থেকে ১৪ ডলারে বাড়ানোর দাবি করেছিল। এই ধর্মঘটে এত গোলমালের সৃষ্টি হয়েছিল যে, ধর্মঘটীদের একটা শোভাযাত্রা শেষ পর্যন্ত পুলিশ ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হয়। আর একবার নাবিকরা তাদের বিশেষ ক্রোধের কারণ একজন জাহাজ-মালিকের জাহাজে চড়ে লুটপাটের চেষ্টা করেছিল। পরিকল্পিত আক্রমণের কথা জানতে পেরে নাগরিকদের একটা দল জাহাজটি রক্ষা করার দায়িত্ব নেয়। ধর্মঘটীরা ঝাণ্ডা উড়িয়ে একটি ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে আসে : তাদের ভগ্ন ও রক্তাক্ত নাসিকাসহ তিন তিনবার ফিরাইয়া দেওয়া হয়।" নাবিকরা সংগঠিত ছিল না এবং খুবই দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিল। কারিগর ও মিস্ত্রিরা দক্ষ শিল্পীদের পক্ষে অশোভন কোন পন্থা সমর্থন করত না।

ঠিকা মজুরদের এ ধরনের সমিতির উদ্ভব ও তাদের সংগ্রামী কার্যকলাপ মালিকদের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠল। তারাও আরো বেশি মজুরির দাবি ও 'সীমাবদ্ধ কারখানা' নীতিতে বাধা দেবার জন্য শীঘ্রই একজোট হয়ে কাজ করতে শুরু করল। পরিবর্তনশীল আর্থিক পরিস্থিতিতে তাদের পূর্বের স্বাধীন অবস্থা ক্ষুণ্ণ হলে যেমন ঠিকা মজুররা আত্মরক্ষার জন্য সংগঠিত হয়েছিল, ঠিক তেমনই মালিকরা ক্রমেই প্রতিযোগিতামূলক হয়ে দাঁড়াচ্ছে এমন একটি ধনতান্ত্রিক সমাজে নিজেদের স্থান বজায় রাখতে হিমসিম খেতে লাগল। সংগঠিত কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বযুদ্ধে সম্মুখীন হতে অপারগ হয়ে তারা আদালতের সাহায্য চাইল এবং ঠিকা মজুরদের সমিতিগুলিকে ব্যবসাবাণিজ্যের বাধাদায়ক যোগাযোগ বা ষড়যন্ত্র হিসাবে আক্রমণ করতে শুরু করল।

এ ধরনের প্রথম কাজ হল ১৮০৬ সালে ফিলাডেলফিয়ার ঠিকা চর্মশিল্পীদের বিচার। একগুঁয়ে চর্মশিল্পীরা মজুরি বৃদ্ধির জন্য প্রায়ই যে সব ধর্মঘট করত, তাদেরই একটি থেকে মামলাটির জন্ম হয়। মামলার বিচারক মালিকদের সমব্যথী সমর্থক বলে বোঝা গেল। জুরিদের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাদের সচেতন করার সময় তিনি ধর্মঘটটিকে "জনসাধারণের অমঙ্গলের এবং ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতির সম্ভাবনাপূর্ণ" বলে বর্ণনা করলেন এবং জুরির বার জন ভাল মানুষ সদস্যকে তিনি তাঁদের কাছে কী রায় আশা করেন তাও সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন।

তিনি ঘোষণা করলেন, "দুইটি দৃষ্টিভংগী হইতে মজুরি বাড়াইবার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের সম্মিলনের বিচার করা যাইতে পারে। একটি হইতেছে এই যে, ইহা দ্বারা শ্রমিকগণ লাভবান হইবে এবং অপরটি হইতেছে এই যে, ইহা দ্বারা যাহারা সমিতির সদস্য হইবে না তাহাদের ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে। আইনের অনুশাসন দুইটি দৃষ্টি-ভংগীরই নিন্দা করে।" ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন সাধারণ আইনের একটি নীতি এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। নীতিটি হচ্ছে এই যে, একক-ভাবে কোনো কাজ করার অধিকারী হলেও যখনই দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এক-যোগে কোনো কিছু করার ষড়যন্ত্র করে, তখনই জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। শ্রমিক সংগঠনগুলি কেবল মজুরি বাড়তে চায় বলে তাদের বেলায় এই নীতির প্রয়োগ বিচারকের মনে কিছু দ্বিধার সৃষ্টি করে থাকলেও, তা তিনি তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠেন। তিনি বলেন, "যে নীতির উপর নিয়মটি প্রতিষ্ঠিত, তাহা না বুঝিলেও নিয়মটি স্পষ্ট হইলে তাহা আমাদেব মানিতেই হইবে। কোনো কারণ দেখিতে পাইতেছি না বলিয়া উহা আমরা নাকচ করিতে পারি না।"

চার বৎসর পর নিউ ইয়র্কের ঠিকা চর্মশিল্পীরা এবং তারপর ১৮১৫ সালে পিট্সবার্গের জুতোনির্মাতাদের অপর একটি সংঘ অনুরূপ চক্রান্ত করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই আদালত মালিকদের পক্ষে রায় দেয়। মজুরি বাড়াবার জন্য যে কোনো রকমের জোট বাঁধার সোজাসুজি নিন্দা করার উপর কিন্তু আর ততটা জোর দেওয়া হল না। নিউ ইয়র্কের বিচারপতি মহোদয় এই উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার পুরোপুরি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তিনি জানান যে, শ্রমিকেরা যে সব উপায় অবলম্বন করছিল, "সেগুলি ছিল খামখেয়ালি ও দমনমূলক প্রকৃতির এবং যে ধরনের মূল্যবান অধিকার তাহারা দাবি করিতেছিল, সেই একই প্রকার অধিকার হইতে তাহারা সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের বঞ্চিত করিতে চাহিতেছিল।" পিট্সবার্গের মামলাটিতে অন্য একটি

যুক্তির উপর জোর দেওয়া হয়। মালিকের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে নিজেদের দাবি স্বীকার করিয়ে নেওয়ায় সচেষ্ট শ্রমিকদের জোট মালিকদের ক্ষতির কারণ বলেই শুধু নয়, সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরোধী বলেও বেআইনী ষড়যন্ত্র হিসাবে গণ্য হয়েছিল। বিচারক এই মামলায় ঠিকা কর্মচারীরা না মালিকরা অত্যাচারী, সে প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক বলে ঘোষণা করেন এবং "একচেটিয়া অধিকার সৃষ্টি অথবা বাণিজ্যের পূর্ণ স্বাধীনতায় বাধা দিবার জন্য" ঠিকা মজুরদের সমিতির নিন্দা করেন।

ষড়যন্ত্রের মামলাগুলি শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। তারা প্রশ্ন তুলেছিল, তবে কী বণিক, রাজনীতিবিদ্, খেলোয়াড় এবং "নৃত্য, ভোজ ও খানাপিনার জন্য ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়দের" সকল প্রকার সমাবেশে অনুমতি পাবে, এবং অনশনের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকরাই শুধু অভিযুক্ত হবে।

জনসাধারণের প্রতি একটি আবেদনে বলা হয়েছিল, "এই দেশে আইনসঙ্গত কার্য করিয়া আমরা যখন প্রভুদের প্রদত্ত খুদকুঁড়া মাত্র পাই, আমাদের পরিবারের সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত ভরণপোষণের চেষ্টার জন্য যখন আমাদের গৃহ হইতে টানিয়া আনা হয় এবং যাহা আমরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক বলিয়া মনে করি, তাহা গ্রহণ করা বা না করার অধিকার দাবি করায় যখন আমাদের প্রতি দুরন্ত হত্যাকারীদের ন্যায় ব্যবহার করা হয়, তখন স্বাধীনতা অলীক ও অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়।"

স্থানীয় রাজনীতিতেও এই প্রশ্ন প্রবেশ করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রবাদী ও জেফারসনীয় সাধারণতন্ত্রবাদীরা এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ আইনের প্রয়োগ নিয়ে তীব্র বিতর্কে রত ছিলেন। দ্বিতীয় মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ শ্রমিক সমিতিগুলির উপরে তাঁদের ভাষায় এই আইনের অগণতান্ত্রিক নীতিগুলোর প্রয়োগ স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বলে মনে করতেন। সাধারণতন্ত্রীরা ঘোষণা করলেন যে, অন্যান্য মৌলিক অধিকার থেকে সম্মিলিত হবার অধিকার ভিন্ন করা যায় না এবং শ্রমিকদের পক্ষ তাঁরা সোৎসাহে সমর্থন করলেন।

১৮০৬ সালে তখনকার প্রধান জেফারসনীয় পত্রিকা 'ফিলাডেলফিয়া অরোরা'য় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল, "একথা কী বিশ্বাসযোগ্য যে, যখন নিগ্রোদের অবস্থা উন্নয়নের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তখন শ্বেতকায়দের ক্রীতদাসে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে? যুক্তরাষ্ট্র অথবা পেন্‌সিলভ্যানিয়ার সংবিধানে এমন কিছু কী বর্তমান, যাহা কোনো ব্যক্তিকে মজুরি কী-হওয়া উচিত এই বিষয়ে তাহার মত অপর ব্যক্তিদের উপর চাপাইতে দেয়? না, সে রকমের কিছু

নাই। ইংল্যাণ্ডের সাধারণ আইনের প্রয়োগই এ ধরনের ঘটনা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।"

বহুদিন ধরে এই বিতর্ক চললেও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এসব সিদ্ধান্ত বজায় ছিল। আরো শ্রমিক সমিতি সংগঠন বন্ধ করতে, অথবা ধর্মঘট ও বয়কটের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করতে তারা সক্ষম হয় নি। কিন্তু মালিকরা আদালতের সাহায্য নিলে শ্রমিকদের ষড়যন্ত্রের অভিযোগের বিরুদ্ধে নিজেদের সমর্থন করতে হিমসিম খেতে হত।

শ্রমিক সংগঠনের জন্য গোড়ার দিকের আন্দোলন এই সব মামলার হাতে প্রথম আঘাত পেলেও নতুন সমিতিগুলি শীঘ্রই তাদের অস্তিত্বের পক্ষে অনেক বেশি বড় বিপদের মুখোমুখি হল। ১৮১৯ সালে দেশে ভীষণ মন্দা দেখা গেল। সকল প্রকার ব্যবসাবাণিজ্য কমিয়ে ফেলা হল এবং শ্রমিকদের চাহিদাও আপনা থেকে কমে গেল। এমন কি দক্ষ শ্রমিকেরাও কাজ জোগাড় করায় ক্রমেই বেশি অসুবিধা উপলব্ধি করতে লাগল। আর তারা বেশি মজুরির জন্য চাপ দিয়ে বা 'সীমাবদ্ধ কারখানা' প্রবর্তন করতে সক্ষম ছিল না। মজুরি বা কাজের পরিবেশ নির্বিশেষে যে কাজই তারা পেত, তা গ্রহণ করতে তারা বাধ্য হয়েছিল। এই অবস্থায় নবজাত শ্রমিক সমিতিগুলি তাদের সদস্যদের ধরে রাখতে পারে নি এবং সেগুলি দ্রুত ভেঙ্গে যায়। তাদের মধ্যে কয়েকটি সমিতি কোনো প্রকারে বেঁচে থাকলেও সমস্ত দেশে আর্থিক বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে অধিকাংশ সমিতিই লোপ পায়।

উনবিংশ শতকে এ ধরনের ঘটনা বারবার ঘটেছিল। সমৃদ্ধির সময় শ্রমিকদের উর্ধ্বগামী চাহিদা সমিতির সদস্যদের প্রকৃত দর কষাকষির ক্ষমতা দেওয়ায় শ্রমিক সমিতিগুলি ফেঁপে ওঠে। মন্দা ও কাজকর্মের অপ্রাচুর্য যখনই প্রত্যেক লোককে শ্রমিকদের সাধারণ স্বার্থের কথা না ভেবে নিজের স্বার্থ অনুসরণ করতে বাধ্য করেছিল, তখনই সমিতিগুলি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই সর্বপ্রথম শ্রমিকেরা অন্ততঃ আংশিকভাবে মন্দার সময়েও নিজেদের সমিতির শক্তি বজায় রাখতে পেরেছিল।

তা অবশ্য বহুদিন পরের ঘটনা। শতাব্দীর শুরুতে নবগঠিত সংস্থাগুলি ছিল এলাকার দিক দিয়ে স্থানীয় এবং অনভিজ্ঞ। কাজেই মালিকরা মজুরির হারের কাঠামো ভাঙাতে এবং 'সীমাবদ্ধ কারখানা' নীতি ক্ষুণ্ণ করতে আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে প্রতিটি সুযোগেব সদ্ব্যবহার করলে তাদের পক্ষে তা প্রতিরোধ করা কোনো প্রকারেই সম্ভব হল না। কিন্তু যা পরে একটা সুপরিচিত বাঁধা ছক হয়ে

দাঁড়িয়েছিল, সেই ছক অনুযায়ী ১৮২২ সালের পর ব্যবসায় সমৃদ্ধি ফিরে এলে শ্রমিক আন্দোলন নতুন করে জেগে ওঠে। কারিগর ও মিস্ত্রিদের যে অল্পকটি সমিতি কোনো রকমে ব্যবসায় মন্দা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল, তাদের সদস্যদের দরকষা-কষির ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় তারা নতুন জীবন পেল। লুপ্ত সংস্থাগুলির জায়গায় নতুন সংগঠনও জন্ম নিল।

শুধু যে ঠিকা মুদ্রাকর, চর্মশিল্পী, দর্জি ও ছুতোরদের ও অন্যান্য দক্ষ শ্রমিকদের সমিতিগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল, তাই নয়। এই সময়েই সর্বপ্রথম নিউ ইংল্যাণ্ডের কাপড়ের কলগুলির শ্রমিকদের পরীক্ষামূলক সংগঠনের সূত্রপাত হয়। উপরন্তু, এই সব নতুন সংস্থা বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল এবং তাদের দাবি গ্রহণ করাতে ধর্মঘট ও বয়কট করতে পেছপাও হত না। তৎকালীন সংবাদপত্রে মজুরি বৃদ্ধি এবং কাজের সময় হ্রাসের জন্য বহু ধর্মঘটের সাফল্যের বিবরণ পাওয়া যায়। বাফালোর দর্জিরা, ফিলাডেলফিয়ার জাহাজী ছুতোররা, বাল্টিমোরের আসবাব নির্মাতারা এবং নিউ ইয়র্কের ঠিকা রংমিস্ত্রি, দর্জি, পাথর কাটাইয়ের মজুর—এমন কি সাধারণ মজুররাও এ ধরনের সফল ধর্মঘট করতে পেরেছিল। রোড আইল্যাণ্ডের পটাকেট শহরের তাঁতিরা কাজ বন্ধ করার সময় কারখানার শ্রমিকদের সংগঠনের ফলে নারী শ্রমিকদের প্রথম ধর্মঘট ১৮২৪ সালে সম্ভব হয়েছিল। "ন্যাশনাল গেজেট" নামে পত্রিকায় যে সভায় নারীরা এই ধর্মঘটে রাজী হয়, তার বিবরণ পাওয়া যায়। "অসম্ভব মনে হইলেও এই সভা কোনো রকম গণ্ডগোল, এমন কি কোনো বক্তৃতা-ছাড়াই পরিচালিত হইয়াছিল।"

স্থানীয় শ্রমিক সমিতিগুলির পুনরুজ্জীবন ও সংগ্রামী মনোভাবের চেয়েও শ্রমিক সংগঠনে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ এই সময়েই দেখা গেল। তা হচ্ছে, সীমাবদ্ধ সমবৃত্তি-সমিতি অতিক্রম করার চেষ্টা। ১৮২৭ সালে ফিলাডেলফিয়াতে "মেকানিক্স ইউনিয়ন অব্ ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন্স" প্রতিষ্ঠিত হয়। আজকের পরিভাষায় এর অর্থ হবে বরং বিভিন্ন সমিতির সম্মেলন বা সহরের কেন্দ্রীয় সংস্থা। একাধিক বৃত্তির শ্রমিকদের একজোট করতে সক্ষম এদেশে এই প্রথম শ্রমিক সংগঠন। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত শহর জুড়ে ফিলাডেলফিয়ার শ্রমিকদের একত্রে কাজ করা সম্ভব করে তোলা।

এই নতুন সংস্থাটি ছুতোরদের একটা ধর্মঘট থেকে জন্ম নেয়। ছুতোররা দিনে অনধিক দশ ঘণ্টা কাজ দাবি করেছিল এবং তারা রাজমিস্ত্রি, রংমিস্ত্রি, কাচ-মিস্ত্রি ইত্যাদি গৃহনির্মাণ শিল্পের অন্যান্য সদস্যদের সমর্থন লাভ করেছিল। ধর্মঘট

ব্যর্থ হলেও এক জোট হয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আরো স্থায়ী একটি সংগঠনের আবশ্যকতা প্রমাণ করে। তখনকার সবক'টি শ্রমিক সমিতিকে এই সংঘে যোগদান করতে বলা হয় এবং যে সব বৃত্তিতে কোনো সংস্থা ছিল না, তাদের অবিলম্বে তা সংগঠন করতে ও প্রতিনিধি প্রেরণ করতে অনুরোধ জানানো হয়।

অনধিক দশঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট থেকে উদ্ভূত হলেও 'মেকানিক্স ইউনিয়ন' প্রাথমিকভাবে উচ্চতর মজুরি ও কম সময় পরিশ্রমের মত সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট ছিল না। সাধারণভাবে উৎপাদকদের সমর্যাদার প্রশ্ন উত্থাপন ক'রে শ্রমিক সমিতিদের কর্মধারায় একটি নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসা হয়েছিল। নতুন আর্থিক ব্যবস্থাদ্বারা আনীত পরিবর্তন শ্রমিকদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তাদের মনে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিল। নতুন ধরনের শ্রেণী বৈষম্য বলে যা মনে হচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের মর্যাদা বজায় রাখবার উপায়ই ফিলাডেলফিয়ার শ্রমিক নেতারা অন্বেষণ করছিলেন। মালিকদের বিরুদ্ধে সংগঠিত মজুর হিসাবে তারা নিজেদের কথা ভাবে নি। তারা নিজেদের "উৎপাদক ও যন্ত্রবিদ শ্রেণীর" সদস্য বলে মনে করত এবং তাদের লক্ষ্য ছিল সমগ্র সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ।

নতুন সংগঠনটির সংবিধানের ভূমিকায় লেখা ছিল, "জনসাধারণ তাহাদের শ্রমের মাধ্যমে নিজেদের ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য জীবনের আরামদায়ক ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বস্তু পুরাপুরি ও প্রচুর পরিমাণে পাইতে সক্ষম হইলে দ্রব্যাদি বিশেষ করিয়া বাসস্থান, আসবাবপত্র ও জামাকাপড়ের উপর ভোগব্যয় বর্তমানের অন্ততঃ দ্বিগুণ হইবে। কাজেই মালিকরা যে চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া জীবিকানির্বাহ করে, অথবা সঞ্চয় করে, তাহাও একই অনুপাতে বর্ধিত হইবে। অতএব এই সংঘের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে—সম্ভব হইলে মনুষ্য শ্রমের নিজস্ব মূল্যের অবনতি হইতে অবশ্যম্ভাবীভাবে উদ্ভূত দুঃখজনক পরিণতিসমূহ হইতে অব্যাহতি লাভ……এবং এই সংঘের ভিতর পরে একই প্রকৃতির যে সকল প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইবে, তাহাদের সহিত একযোগে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও ব্যক্তির মানসিক নৈতিক, রাজনৈতিক, ও বৈজ্ঞানিক ক্ষমতার একটি ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করা।"

এরই মধ্যে উচ্চতর মজুরির সমর্থনে ক্রয় ক্ষমতা মতবাদের আভাষ দিয়ে এই সব উদ্দেশ্য কয়েকটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক তাৎপর্যের উল্লেখ করেছিল। বস্তুতঃ, 'মেকানিক্স ইউনিয়ন অব্ ট্রেড্ অ্যাসোসিয়েশন্স' কখনও প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিক

সমিতির কার্যক্রমে যোগদান না করে অবিলম্বে রাজনীতির দিকে দৃষ্টি দিল। ফিলাডেলফিয়ার কারিগর ও মিস্ত্রিদের কাছে এই সংঘ "দলীয় মনোভাবের শৃঙ্খল ত্যাগ করিয়া সমান অধিকারের পতাকার তলে ঐক্যবদ্ধ" হতে আবেদন জানায়। যারা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবেন স্থানীয় পদের জন্য তাদের নাম মনোনয়ন করতে সংঘ দাবি জানাল।

শ্রমিকদের দল

ফিলাডেলফিয়ার 'মেকানিক্স ইউনিয়ন অব্ ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন্স' সরকারী পদের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করতে তার সদস্যদের উৎসাহ দিয়ে শ্রমিকদের দিক থেকে এক অভিনব কার্যক্রম নিয়ে এল এবং এমন একটি আন্দোলনের প্রবর্তন করল, যা শ্রমিকদের দলের একটি ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। শীঘ্রই পেন্‌সিলভ্যানিয়ার অন্যান্য শহরে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। এই আন্দোলন নিউ ইয়র্কেও প্রসারিত হল এবং শুধু যে নিউ ইয়র্ক শহরের স্থানীয় দলগুলি জনসাধারণের প্রচুর সমর্থন পেল তাই নয়, উত্তরের অঞ্চলগুলিতেও তাই হল। ম্যাসাচুসেট্স ও নিউ ইংল্যাণ্ডের আন্যান্য অংশেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত অন্ততঃ বারটি রাজ্যে শ্রমিকদের দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পশ্চিম দিকে ওহায়ো পর্যন্ত এবং একই সঙ্গে অ্যাটলান্টিক উপকূল ধরে চাষী, কারিগর ও মিস্ত্রিদের স্থানীয় দলগুলি তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক প্রার্থীদের মনোনয়ন করতে লাগল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা নির্বাচিতও হল। অল্প কিছু দিনের জন্য এই দলগুলি ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং কখনও কখনও স্থানীয় নির্বাচনে প্রকৃতপক্ষে প্রধান দলগুলির মধ্যে তারা ক্ষমতার একটা ভাবসাম্য বজায় রেখেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের প্রথমদিকে শ্রমিকদের সংবাদপত্রের সংখ্যা প্রায় একই রকম দ্রুতগতিতে বেড়ে গিয়েছিল। এ সময়ে অন্ততঃ আটষট্টিটা পত্রিকা শ্রমিকদের পক্ষ সমর্থন করত এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে সংস্কারের জন্য আন্দোলন করত। তাদের উৎসাহ ও বিশ্বাসের কোনো সীমা ছিল না। 'নিউআর্ক ভিলেজ ক্রনিকল্' নামে কাগজটি ১৮৩০ সালের মে মাসে মন্তব্য করল, "গত কয়েক মাসে মেইন হইতে জর্জিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে আমরা বিপ্লবের লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি এবং এই বিপ্লব ১৭৭৬ সালের বিপ্লব ভিন্ন অন্য কোনো বিপ্লবের অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হইবে।" অল্প কিছুদিন পরেই 'অ্যালবানী ওয়ার্কিং মেন্স অ্যাডভোকেট' নামে পত্রিকাটি লিখল, "স্বাধীনতার ঘোষণায় বিধৃত স্বাধীনতা ও

সাম্যের নীতি আইন ও প্রশাসনে প্রয়োগ করিবার জন্য এই বিশাল সাধারণতন্ত্রের সর্বত্র কৃষক, মিস্ত্রি এবং শ্রমিকগণ সমবেত হইতেছে।"

যে জ্যাকসনীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে শ্রমিকদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ধীরে ধীরে মিশে গিয়েছিল একদিক দিয়ে এ সব পরিবর্তন সেই শক্তির জাগরণেরই প্রথম প্রকাশ। আবার একই সঙ্গে তারা সর্বপ্রথম ফিলাডেলফিয়ায় উচ্চারিত সমান নাগরিকতার অধিকারের দাবির আরো একটি অভিব্যক্তি। দেশ এ সময়ে দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছিল। পশ্চিম সীমান্তে নতুন নতুন বসতি স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, খাল খনন, শিল্পের অবিচলিত প্রসার এবং সর্বত্র শহরগুলির আবির্ভাব প্রাণবন্ত আত্মবিশ্বাসের মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। জাতীয় উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সুফলের পূর্ণ ভাগ পাবার অধিকারই দেশের শ্রমিকসম্প্রদায় মূলতঃ চাচ্ছিল এবং তারা অনুভব করছিল, যে সব সুযোগ সুবিধায় তাদের অধিকার রয়েছে, ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকের পরিস্থিতিতে তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দূর হওয়ায় সদ্য রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ করে তারা নিজেদের স্বার্থরক্ষায় দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত ছিল।

বণিক-পুঁজিবাদের উত্থানের সঙ্গে জড়িত নানাবিধ পরিবর্তনের ফলে যে শ্রমিকদের সাধারণ অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যেতে থাকবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। সমাজের মধ্যে শ্রেণীবৈষম্য তীব্রতর হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তখনকার সমালোচকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল—একদিকে দরিদ্র শ্রমিকদের নিয়ে সংগঠিত উৎপাদনরত জনসাধারণ, আর অন্যদিকে বিশেষ বিশেষ সুবিচার দ্বারা সংরক্ষিত ধনী, নিষ্ফল অভিজাত সম্প্রদায়। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য একচেটিয়া ব্যবসা এই ফাটল আরো গভীর করে তুলেছিল এবং ব্যবসায়বাণিজ্য সম্প্রসারিত ও সামগ্রিকভাবে জাতি আরো সমৃদ্ধ হলেও দেশের শ্রমিকগণ নিজেদের পরিবেশে সামান্যই উন্নতি লক্ষ্য করতে পেরেছিল।

জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সমান তালে মজুরি বাড়ে নি। দৈনিক কাজের সময় ছিল বারো ও পনের ঘণ্টা। গ্রীষ্মকালে কারিগর ও মিস্ত্রিরা ভোর চারটায় কাজ শুরু করত। দুপুরের খাওয়া সারার জন্য বেলা দশটায় একঘণ্টা ছুটি ও সান্ধ্যভোজের জন্য বিকেল তিনটেয় আর এক ঘণ্টা ছুটি মিলত এবং সূর্যাস্ত হলেই তারা কাজ বন্ধ করত। প্রায়ই যে ক্ষয়িষ্ণু মুদ্রায় তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হত, তা সর্বদাই মূল্যের দিক দিয়ে ওঠানামা করত। মালিকের গণেশ ওলটালে ও মালিক তাদের প্রাপ্য না দিতে পারলে, তাদের কোনো প্রতিকারের সুযোগই

ছিল না। কিন্তু তারা নিজেরা যদি তাদের দেনা শোধ না করতে পারত, তা'হলে তাদের জায়গা হত জেলখানায়।

উপরন্তু শ্রমিকসম্প্রদায় অনুভব করেছিল যে, সরকার সম্পূর্ণরূপে অভিজাত-শ্রেণীর পক্ষে এবং সরকারী নীতি শ্রমিকদের অবস্থার অবনতির জন্য দায়ী পরিস্থিতির স্থায়িত্বের জন্যই সচেষ্ট। মুখে তাদের কল্যাণ কামনা যতই করুক না কেন, শ্রমিকদের প্রধান রাজনৈতিক দল দু'টির একটির উপরও আস্থা ছিল না। যে শ্রেণী তাদের উপর অত্যাচার করছে বলে তারা বিশ্বাস করত, সরকারী পদের জন্য সর্বক্ষেত্রেই সেই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নির্বাচনই ছিল এই অনাস্থার কারণ। এ পর্যন্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা ছিল অসহায় এবং ক্ষমতার ভারসাম্য ক্রমেই তাদের বিরুদ্ধে যেতে দেখেও তার প্রতিকারের জন্য কিছু তাদের করার ছিল না। সরকার, অর্থব্যবস্থা ও ব্যবসাণিজ্যে যে সব নীতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে ভাগ্যবান কয়েকজন লোকের জন্য বিশেষ সুবিধা সংরক্ষণ করতে প্রয়াস পাচ্ছিল, সেগুলি তারা ভোটাধিকার লাভ করার পর নিষ্ক্রিয়ভাবে মেনে নিতে অস্বীকার করল।

নিজেদের দল গঠন ক'রে শ্রমিকেরা তাদের নিজেদের শ্রেণীর, অর্থাৎ উৎপাদক শ্রেণীব সদস্যদের সরকারের অংশ গ্রহণ করতে দিতে চেষ্টা করছিল। এ কাজ করে তারা যে সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের স্বার্থ বজায় রাখছিল, এ বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ছিল দৃঢ়। বক্তৃতামঞ্চে তাদের দলের প্রতিনিধিরা বিশেষ সুবিধার প্রতিটি দৃষ্টান্ত এবং বিশেষ করে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের একচেটিয়া মালিকানা তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু নাগরিকতায় সাম্য প্রতিষ্ঠা—এই সাধারণ লক্ষ্যের পরিচায়ক তাদের প্রথম ও প্রধান দাবি ছিল সর্বক্ষেত্রেই অবৈতনিক সরকারী শিক্ষার আয়োজন। প্রতিটি সরকারী পদ্ধতিতে 'সাধারণ লোকের' প্রতিনিধিত্ব পাবার চেষ্টায় তারা স্বীকার করেছিল যে, সার্থক গণতন্ত্রের জন্য প্রথমেই আবশ্যক জনসাধারণের শিক্ষা। বিশেষ সংস্কারের ক্ষেত্রে তারা ঋণের জন্য কারাদণ্ড ও মিস্ত্রিদের বদলির নিয়ম লোপ, দরিদ্রশ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকর আঞ্চলিক বাহিনীর সংস্কার, সকল সরকারী কর্মচারীর প্রত্যক্ষ নির্বাচন, কর ব্যবস্থায় আরো বেশি সমতা এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ চেয়েছিল।

কাজেই শ্রমিকদের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তাদের স্থানীয় দল গঠনে উদারপন্থী সংস্কারের মনোভাব প্রতিফলিত করেছিল এবং এই মনোভাব যে কোনো শ্রমিক আন্দোলন অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক ছিল। গণতন্ত্রের যে

মহান প্রবাহ জাতীয় মঞ্চে সাধারণ মানুষের মুখপাত্র হিসাবে অ্যানড্রু জ্যাকসনের নির্বাচন সম্ভব করেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বাঞ্চলের শহরগুলিতে শ্রমিকদের বিদ্রোহ পশ্চিমের বসতিগুলিতে চাষীদের বিক্ষোভের সঙ্গে ক্রমেই বেশি জড়িয়ে পড়েছিল। ১৮২৮ সালে শ্রমিকরা হয়তো সর্বক্ষেত্রেই 'ডেমোক্র্যাটদের' সমর্থন করে নি। কিন্তু শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা যে তার উদ্বেগের কারণ, তা জ্যাকসন যতই প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন, ততই যে তারা তাঁকে সমর্থন করতে শুরু করল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। "সমাজের অবনমিত সদস্যদের" পক্ষ সমর্থনের সময় তিনি স্পষ্টভাবে মিস্ত্রি ও শ্রমিকদের সঙ্গে কৃষকদেরও অন্তর্গত করেছিলেন। জেফারসনীয় গণতন্ত্র অপেক্ষা জ্যাকসনীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি ছিল প্রশস্ততর এবং সীমান্তের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাব ও পূর্বাঞ্চলের শ্রমিকদের সমতাবাদ—উভয়ের মিশ্রণেই তা গড়ে ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের জটিল ও পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় দলগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের ভাগ্যে যাই থাক না কেন, সংস্কারের দাবি ত্বরান্বিত করতে এবং প্রগতিশীল নীতি প্রসারিত করতে তাদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাসাচুসট্‌সের শ্রমিকদের দলের অগ্রগতি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে একটি হুইগ (রক্ষণশীল) সংবাদপত্র তিক্ত অভিযোগ করেছিল, "মজদুর বাদ ও জ্যাকসন-বাদের" মধ্যে কোনই প্রভেদ নেই। সর্বক্ষেত্রে এ কথা সত্য না হলেও জ্যাকসনীয় গণতন্ত্রের অগ্রগতির দ্বারা অর্জিত সাফল্যের অনেকগুলিই যে বহুলাংশে শ্রমিকদের সমর্থনের জন্যই সম্ভব হয়েছিল, তাতে কোনো ভুল নেই।

শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ক্ষমতার তাৎপর্য অন্যান্য দিকেও লক্ষিত হল। জ্যাকসনের সাধারণ মানুষের পক্ষ সমর্থনের বিরোধিতা করে সদ্য প্রতিষ্ঠিত হুইগ দল কিছুদিন ধনী ও অভিজাতসম্প্রদায়ের দ্বারা শাসনের ফেডারেলবাদী ঐতিহ্য তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিল। তারা বিশেষ করে "দুই পায়ে হাঁটিতে পারিলেই ভোটাধিকার থাকিবে" এই নীতির বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু ক্ষুদ্র কৃষক ও নগরাঞ্চলের শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ক্ষমতায় বাধা দিতে অক্ষম হয়ে তারা নিজেদের কৌশল বদলাল। জ্যাকসনকে তার শ্রেণী বৈষম্যের উপর জোর দেবার জন্য আক্রমণ করল—পরবর্তী যুগে ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের উপর রক্ষণশীল ব্যক্তিরা অনুরূপ আক্রমণ করেছিল। তারা বলল, জাতীয় জীবনে অভিজাততন্ত্র আর গণতন্ত্রীকে দু'টি পরস্পরবিরোধী শক্তি হিসাবে দাঁড় করানোর

কোনো যুক্তি নেই। একজন হুইগ সম্পাদক ঘোষণা করলেন, "সমাজের উচ্চ ও নিম্নশ্রেণী—এই দুইটি শব্দের জন্ম ইউরোপে এবং ইয়াংকি ভাষায় উহাদের কোনো স্থান নাই।" তাদের চিন্তাধারা যতই রক্ষণশীল থাক না কেন, তাদের পক্ষে আর অভিজাততান্ত্রিক নীতি সমর্থন করা রাজনীতির দিক দিয়ে সম্ভব ছিল না এবং তারা সরকারে অংশ গ্রহণ করায় সমাজের সকল শ্রেণীর অধিকার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

জ্যাকসনীয় যুগের সমাপ্তির সঙ্গে গোড়ার দিকের শ্রমিক দলগুলি লুপ্ত হয়ে গেলেও জাতির উৎপাদনরত জনসাধারণ তাদের প্রথম লক্ষ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিল। দু'টি প্রধান দলই নিয়ত শ্রমিকদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করছিল। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এ বিষয় স্পষ্ট করা যেতে পারে। ১৮৩৬ সালে 'ওহায়ো পিপল্স প্রেস' নামে কাগজের সম্পাদক যখন তার রাজনৈতিক আনুগত্য জ্যাকসন থেকে সরিয়ে এনে হ্যারিসনকে নিবেদন করলেন, তখন তিনি যে যে যুক্তিতে প্রথমজনকে সমর্থন করতে বলেছিলেন, সেই একই যুক্তিতে দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও সমর্থন জানাতে আহ্বান জানান। তাঁর মতে হ্যারিসনের সমর্থিত কার্যক্রম "সাধারণতন্ত্রে কৃষক, কারিগর ও শ্রমিকের যথাযথ পদমর্যাদা ও প্রভাব পুনরুদ্ধার" করবে। ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ এবং শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা সর্বপ্রথম শ্রমিক সম্প্রদায়কে একটি রাজনৈতিক ক্ষমতায় পরিণত করল। বিভিন্ন স্থানীয় শ্রমিক দল গড়ে উঠলেও নিউ ইয়র্কে সংগঠিত একটি দলের অভিজ্ঞতা তাদের সাময়িক প্রভাব এবং তাদের ধ্বংসের জন্য দায়ী জটিল পরিবেশ—দুই দিকই বুঝতে সাহায্য করে। গোড়ার দিকের শ্রমিক সংস্থাদের দ্বারা অর্জিত প্রচলিত 'দশ-ঘণ্টার দিন' বাড়াবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য ১৮২৯ সালের ২৩শে এপ্রিল 'মিস্ত্রি ও অন্যান্য লোকদের' যে সভা আহ্বান করা হয়েছিল, তা থেকেই এই দলটির জন্ম। তাদের কার্যাবলীর পরিধি আরো প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিরা আরো বড় একটা সভা ডেকেছিল। প্রায় ৬ হাজার লোক এই সভায় উপস্থিত ছিল এবং শ্রমিকদের অধিকার-সংক্রান্ত সাধারণ নীতির ব্যাপারে কয়েকটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। এই কার্যসূচী সফল করার উপায় নিয়ে আলোচনা করার দায়িত্ব পঞ্চাশ জন প্রতিনিধির এক সমিতিকে দেওয়া হয়। এই সমিতি ১৯শে অক্টোবর একটি বিবরণ পেশ করে, যার বিশ হাজার অনুলিপি পরে বিতরণ করা হয়। এই বিবরণে তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করা হয় এবং নিউ ইয়র্ক আইন সভার জন্য "যাহারা নিজেদের

পরিশ্রমের উপর বাঁচিয়া আছে তাহাদের মধ্য হইতে এবং অপর কাহাকেও না" প্রার্থী মনোনয়ন করার জন্য একটি সমাবেশের আহ্বান জানান হয়। এই সমাবেশ অনুষ্ঠান চার দিন পরে করা সম্ভব হয়েছিল। "ব্যাঙ্ক মালিক, দালাল, ধনী ব্যক্তি ইত্যাদি" ব্যক্তি—যারা শ্রমিক না, তাদের স্পষ্টভাবে সভাকক্ষ ত্যাগ করতে বলার পর শ্রমিকেরা আইন সভার জন্য প্রার্থীদের একটি তালিকা অনুমোদন করেছিল। এই তালিকায় একজন মুদ্রাকর, দু'জন মিস্ত্রি, দু'জন ছুতোর, একজন রংমিস্ত্রি ও একজন মুদির নাম ছিল।

কিন্তু একেবারে সূচনা থেকেই নতুন শ্রমিক দলটির নেতৃত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও চক্রান্ত সদস্যদের ঐক্য বিনষ্ট করতে শুরু করেছিল। কয়েকজন প্রবল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী সংস্কারক দলটির উপর প্রাধান্য বিস্তার করলেন। শ্রমিকেরা যে সব প্রাথমিক ব্যবহারিক দাবির ব্যাপারে উৎসাহী ছিল, এঁদের দর্শন ও চিন্তাধারা তা অতিক্রম করে গিয়েছিল। নিউ ইয়র্কের শ্রমিক দলের উপর এবং শ্রমিকদের সাধারণ রাজনৈতিক কার্যকলাপের ধারার উপর প্রভাবের দিক দিয়ে এ-রকম চারজনের নাম উল্লেখযোগ্য।

একেবারে গোড়ার দিকে দলটি প্রধানতঃ টমাস স্কিড্‌মোরের নিয়ন্ত্রণে ছিল। স্কিড্‌মোর্ পেশায় ছিলেন যন্ত্রবিদ্ এবং তিনিই 'দশ-ঘণ্টা দিন' মেনে চলতে "তাহাদের অভিজাত অত্যাচারীদের বাধ্য করিতে" আরো ব্যাপক কার্যক্রম অবলম্বনে শ্রমিকদের সম্মত করতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি নিজেই নিজেকে শিক্ষিত করেছিলেন এবং শ্রমিকদের স্বার্থের তিনি প্রবল ও অন্ধ সমর্থক ছিলেন। তাঁর কৃষিভিত্তিক দৃষ্টিভংগী তৎকালীন সম্পত্তির অধিকারের মূল ধরে নাড়া দিয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জমিতে প্রতি মানুষের আদি ও স্বাভাবিক অধিকার রয়েছে। এই অধিকার বিসর্জন দিয়ে সে কামার, তাঁতি, গৃহনির্মাতা বা অন্য কোনো প্রকারের শ্রমিক হয়ে দাঁড়ালে সমাজের কাছ থেকে সে প্রতিশ্রুতি দাবি করতে পারে যে, "ন্যায্য পরিশ্রমের বিনিময়ে সে অন্য ব্যক্তিদের মতই সমান আরামদায়ক জীবন-যাপন করিতে পারিবে।" তাঁর মতে এ ধরনের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করতে পারলে যে-কোনো ব্যবস্থার গোড়ায় গলদ থাকতে বাধ্য। তিনি মৌলিক রাজনৈতিক সংস্কারের পক্ষে শ্রমিকদের বিদ্রোহের নেতৃত্ব করার আশা রাখতেন।

তাঁর মতামত শীঘ্রই একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকটির তিনি একটি ব্যাপক নামকরণ করেছিলেন: "সম্পত্তিতে মানবের

অধিকার ; বর্তমান পুরুষের প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে উহা সমান করিবার এবং প্রত্যেক পরবর্তী পুরুষের প্রতিটি ব্যক্তি সাবালক হওয়া মাত্র সমানভাবে উহা হস্তান্তর করিবার একটি প্রস্তাব।” স্কিড্‌মোর বিশেষ করে প্রস্তাব করেন যে, সব দেনা ও সম্পত্তির মালিকানার দাবি নাকচ করে দেওয়া হোক এবং সমাজের সকল সম্পদ এক সঙ্গে খোলা নিলামে বিক্রী করা হোক। এই নিলামে প্রত্যেক নাগরিকের সমান ক্রয়ক্ষমতা থাকবে। সম্পত্তি এ ধরনের সাম্যবাদী নীতি অনুসারে ভাগ করার পর সকল প্রকার উত্তরাধিকার তুলে দিলেই সাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া চলবে।

এই চরম সংস্কারপন্থী কর্মসূচীর সব তাৎপর্য ভালভাবে না বুঝেই নিউ ইয়র্কের শ্রমিক দলের সদস্যরা স্কিড্‌মোরকে তাঁদের প্রথম কার্যক্রম রচনা করতে দিয়েছিল। সব মনুষ্য সমাজের গঠনেই—আমাদের নিজেদের এবং অন্যান্য প্রতিটি সমাজই ইহার অন্তর্গত—মূল গলদ রহিয়াছে” এই সূত্রটির উপরই ঐ দলের কার্যক্রমটি রচিত হয় এবং তাতে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ও সম্পত্তির অধিকার উভয়েরই নিন্দা করা হয়। কিন্তু এই কর্মসূচীর বিশেষ বিশেষ প্রস্তাবে যে-কোনো জায়গায় শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে অপরিহার্য কয়েকটি উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছিল। এই কার্যক্রম রাষ্ট্রায়ত্ত শিক্ষা, দেনার জন্য কারাদণ্ডের বিলোপ, মিস্ত্রিদের বদলি নিয়মের বিলোপ এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত একচেটিয়া ব্যবসার বর্জন দাবি করেছিল।

অপর একজন নেতা অন্ততঃ আংশিকভাবে স্কিড্‌মোরের কর্মপন্থা মেনে নিলেও এই সময় ও পরবর্তী কয়েক বছর শ্রমিকদের আন্দোলনে আরো অনেক বেশি প্রভাবশালী ছিলেন যিনি, তাঁর নাম জর্জ হেন্‌রি ইভান্স। তিনি পেশায় ছিলেন মুদ্রাকর এবং নিউ ইয়র্ক দলের মুখপাত্র হিসাবে সম্ভবতঃ সে সময়কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক পত্রিকা ‘ওয়ার্কিং ম্যান্‌স অ্যাডভোকেট’ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রমিকস্বার্থের উন্নয়নে তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। স্কিড্‌মোরের প্রভাবে তাঁর কাগজ গোড়ার দিকে বাণী বহন করত, “সকল শিশুই সমান শিক্ষার অধিকারী ; সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই সমান সম্পত্তির অধিকারী ; এবং সকল মানুষই সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী।” কিন্তু আমরণ মৌলিক কৃষিভিত্তিক সংস্কারের প্রবল সমর্থক থাকলেও তাঁর মতামত পরবর্তী জীবনে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছিল।

রক্ষণশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে এ ধরনের নেতৃত্বই শ্রমিকদের দলটিকে নিন্দনীয় করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আরো দু’জন চরম সংস্কারপন্থী নেতা দলের

কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করায় তা আরো ঘৃণ্যই হয়ে দাঁড়াল। তাঁদের নাম যথাক্রমে রবার্ট ডেল্ আওয়েন্ এবং ফ্রান্সিজ রাইট। দু'জনই সদ্য ইণ্ডিয়ানায় 'নিউ হারমনিতে' অবস্থিত সমবায়ী উপনিবেশ থেকে নিউ ইয়র্কে এসেছিলেন। ঐ উপনিবেশেই প্রথমোক্ত ব্যক্তির পিতা রবার্ট আওয়েন্ কারখানা পদ্ধতির পরিবর্তে তাঁর সমাজবাদী কার্যক্রম কাজে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন। কাজেই এই দু'জন স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের নিজস্ব ধরনের সংস্কার প্রবর্তনের মাধ্যম হিসাবে শ্রমিকদের আন্দোলন দেখতে পেলেন। তাঁদের চিন্তাধারা প্রকাশ করার জন্য 'ফ্রি এন্‌কোয়ারার' নামে একটা পত্রিকা তাঁরা স্থাপন করলেন এবং পত্রিকাটি অবিলম্বে নতুন দলটির সমর্থনে প্রবল প্রচারকার্য চালাতে লাগল। রবার্ট ডেল্ আওয়েন্ ছিলেন এ সময়ে খর্বকায়, নীল চোখ ও হলদে চুলবিশিষ্ট আটাশ বছরের যুবক। তাঁর আদর্শবাদ ও অকৃত্রিম আন্তরিকতার জন্য তিনি যথেষ্ট প্রকৃত প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। কর্কশ কণ্ঠস্বর ও অমার্জিত অঙ্গভঙ্গী থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকদের সভায় তিনি ছিলেন শক্তিশালী বক্তা। তিনি লিখতেনও অনেক এবং তাঁর লিখবার ক্ষমতাও ছিল। সম্পদের অধিকতর সুষম বণ্টনে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তিনি সংগঠিত ধর্মের বিরোধী ছিলেন এবং অপেক্ষাকৃত সহজ বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের সমর্থন করতেন। কিন্তু অবৈতনিক জনশিক্ষা ব্যবস্থাতেই ছিল তাঁর প্রধান উৎসাহ। তিনি অনন্যচিত্তে বিশ্বাস করতেন যে, এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায়ই সমাজের পুনর্জন্ম সম্ভব করে তোলার একমাত্র সার্থক উপায় পাওয়া যায় এবং "রাষ্ট্রের অভিভাবকত্বের" উপর নির্ভরশীল একটি শিক্ষা-বিষয়ক বিশদ কার্যক্রমও তিনি রচনা করেছিলেন।

এই প্রকল্প অনুসারে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক শিশুকে তাদের বাড়ী থেকে সরিয়ে এনে জাতীয় বিদ্যালয়ে রাখা হবে। গণতন্ত্রের আদর্শ প্রসারের জন্য এ সব বিদ্যালয়ে তারা একই খাদ্য খাবে, একই মোটা কাপড় পরবে এবং একই বিষয়ে শিক্ষালাভ করবে। "রাষ্ট্রকর্তৃক অভিভাবকত্ব" বিষয়ে একটি বিবরণীতে বলা হয়েছিল, "এইভাবেই যেন আমাদিগের মধ্য হইতে বিলাসিতা, দম্ভ ও অজ্ঞানতা দূর হইয়া যায় এবং আমরা যেন সহ-নাগরিকদের যাহা হওয়া উচিত, সেইরূপ ভ্রাতাদের লইয়া গঠিত জাতি হইয়া উঠিতে পারি।" এই বিশেষ কর্মসূচী শ্রমিকেরা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন না করলেও শিক্ষা সম্বন্ধে তাদের চিন্তাধারায় আওয়েনের যথেষ্ট অবদান বর্তমান।

সমসাময়িক ব্যক্তিদের চোখে শ্রমিকদের দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এ-সব সংস্কারকদের

মধ্যে ফ্রান্সিজ রাইটই ছিলেন সবচেয়ে উৎসাহী, সবচেয়ে বেশি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক। স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে সক্ষম এবং নারীদের অধিকার ও সহজ বিবাহ-বিচ্ছেদের উগ্র সমর্থক হওয়ার জন্য অবাধ প্রেমের মুখপাত্র হিসাবে অভিযুক্ত হলেও তাঁকে কিন্তু মোটেই চরমপন্থী উত্তেজনাসৃষ্টিকারীর মত দেখাত না। দীর্ঘদেহী, সুতনু ও পিঙ্গলকেশী এই মহিলা সর্বদাই শ্রমিকদের সভায় ভাষণ দেবার সময় তাদের মোহিত করে রাখতেন। রক্ষণশীল ব্যক্তিরা বক্তৃতামঞ্চে একজন স্ত্রীলোকের আবির্ভাবের দুঃসাহসিক ধৃষ্টতায় যতটা ক্রুদ্ধ হত, তাঁর নতুন নতুন চিন্তাধারায় ততটাই বিচলিত হয়ে পড়ত। কিন্তু যারা সত্যিই তাঁর বক্তৃতা শুনেছিল, তাদের মধ্যে খুব কমই সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পেরেছিল। কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান্‌কে তাঁর ছুতোর-পিতা রাইটের একটি বক্তৃতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। হুইটম্যান পরে লিখে গেছেন, "আমার মধুরতম স্মৃতিগুলোর মধ্যে তাঁহার স্থান রহিয়াছে। আমরা সবাই তাঁহাকে ভালবাসিতাম। তাঁহার সম্মুখে মাথা নত করিতাম। তাঁহাকে দেখিলেই আমরা বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতাম। তিনি স্বাভাবিক মাধুর্যসম্পন্ন ও হরিণের মত দেখিতে ছিলেন এবং দৈহিক ও আত্মিক উভয়প্রকারের সৌন্দর্যই তাঁহার মধ্যে ছিল।"

স্কটল্যাণ্ডে ফ্যানী রাইটের জন্ম হয়েছিল এবং জেরেমি বেন্‌থামের প্রভাবে যৌবনেই তিনি সংস্কারের সংগ্রামী সমর্থক হয়ে পড়েন। তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাই ছিলেন। এদেশে প্রথম আসার পর তিনি নিগ্রো ক্রীতদাসদের পক্ষ সমর্থন করতে শুরু করেন। টেনেসী রাজ্যের নাশোবা নামক জায়গায় তিনি একটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এই উপনিবেশে নিজব্যয়ে ক্রীতদাসদের কিনে এনে স্বাধীনতা ও শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বসতিস্থাপনের জন্য তাদের প্রস্তুত করতে তিনি চেষ্টা করেন। এই প্রকল্প ব্যর্থ হওয়ায় তিনি 'নিউ হারমনি' সম্প্রদায়ে যোগ দেন এবং সেখান থেকে রবার্ট ডেল আওয়েনের সঙ্গে 'ফ্রি এনকোয়ারার' পত্রিকাটির সম্পাদনায় সহযোগিতা করার জন্য নিউ ইয়র্কে চলে আসেন।

'নাশোবা' ও 'নিউ হারমনির' ব্যর্থতা তাঁকে পরাজিত করতে এবং সংস্কারে তাঁর উৎসাহও বিন্দুমাত্র কমাতে পারেনি। তিনি সাগ্রহে শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে শুধু একটি প্রতিবাদই তিনি এখানে দেখেন নি। অত্যাচারিতদের একটি মূল বিদ্রোহই—যার তুলনা ইতিহাসে নেই—তিনি এই আন্দোলনের মধ্যে দেখতে পান। তিনি

'ফ্রি এন্‌কোয়ারার' পত্রিকায় লেখেন, "মানবজাতির অন্যান্য সংগ্রাম হইতে বর্তমান সংগ্রামের প্রার্থক্য এই যে, আজিকার এই বিদ্রোহ স্পষ্ট, খোলাখুলি ও স্বীকৃত-ভাবে শ্রেণী-সংগ্রাম······পৃথিবীর নির্যাতিত শ্রেণীই তাহাদের পৃষ্ঠারূঢ় বুটজুতা ও কাঁটাপরিহিত অত্যাচারীদের ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। অত্যাচারীরা না খাওয়াইয়া এবং খাটাইয়া শ্রমিকদের মারিয়া ফেলিবার যে আইনসম্মত অধিকার দাবি করিত, তাহা এখন আর মানা হইতেছে না। আলস্যের বিরুদ্ধে পরিশ্রম, অর্থের বিরুদ্ধে অধ্যবসায়, আইন ও সুবিধার বিরুদ্ধে সুবিচার আজ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে।"

খবরের কাগজগুলি ফ্যানী রাইটকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করতে লাগল। তারা তাঁকে একজন "কুখ্যাত বিদেশী স্ত্রীলোক" হিসাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে চেষ্টা করল। তারা তাঁকে "বিশ্বাসঘাতকতাব প্রতীক ভয়ংকরা বারবণিতা" বলে অভিহিত করল। কিন্তু যতই তাঁরা তাকে গালিগালাজ করুক না কেন, তিনি নির্লজ্জভাবে বক্তৃতা ও পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর "বিপজ্জনক নীতিগুলি" প্রচার করতে লাগলেন।

এ ধরনের নেতৃত্বে শ্রমিকদের দল ১৮২৯ সালে দোকানদাব আর কারিগরদের প্রার্থী মনোনীত করে নিউ ইয়র্কের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাইলে রক্ষণশীল ব্যক্তিরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। প্রথম প্রথম তারা তাদের স্বার্থের দিক থেকে এই সম্ভাব্য বিপদ উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু নতুন দলটির পেছনে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশ ভোট রয়েছে মনে হওয়ায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। "কুরিযার অ্যাণ্ড এন্‌কোয়ারার" নামক কাগজ অভিযোগ জানাল, "অবাক এবং শঙ্কিত হইয়া আমরা দেখিতেছি যে, 'অবিশ্বাসীদের দ্বারা মনোনয়ন' যাহাকে অন্যায়ভাবে 'শ্রমিকদের দ্বারা মনোনয়ন' বলা হইতেছে, তাহাই আইন সভার আসনের জন্য অন্য যে কোনো মনোনয়ন অপেক্ষা অধিক ঈপ্সিত। খোলাখুলি এবং প্রমাণিতভাবে সমাজ ব্যবস্থার ও সম্পত্তির অধিকাবের বিরোধী ব্যক্তিদের মনোনয়নপত্র অন্য প্রত্যেক মনোনয়নপত্র অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়।" 'নিউ ইয়র্ক কমার্শিয়াল অ্যাড্‌ভারটাইজার' পত্রিকাটি আরো তীব্র চীৎকার করে উঠেছিল, "সমাজ, পৃথিবী ও স্বর্গ পরিত্যক্ত, নাস্তিক ও আশাহীন, চৌর্য ও ঈশ্বর নিন্দার সাহায্যে খাদ্য বস্তু সংগ্রাহক···এই রকম পয়গম্বররাই এই শহরের একদল সক্ষম ব্যক্তিকে তাহাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করাইবার চেষ্টা করিতেছে···।"

ফলাফল বের হলে দেখা গেল যে, এ সব আশঙ্কা ছিল অতিরঞ্জিত।

শ্রমিকদের দল শহরের সব আসন দখল করতে পারে নি। তা'হলেও নির্বাচনে প্রদত্ত ২১ হাজার ভোটের মধ্যে ৬ হাজারই এই দল পায় এবং আইন সভায় তাদের প্রার্থী একজন ছুতোরকে প্রেরণ করে। 'ওয়ার্কিং ম্যান্‌স অ্যাডভোকেট' পত্রিকায় জর্জ হেন্‌রি ইভান্স এক আবেগবিহ্বল সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শুরুতে লিখলেন, "স্বাধীনতার সূর্য বৃথাই দৃঢ় ও অপরিবর্তনীয়ভাবে গত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া নিজ পথের অনুসরণ করে নাই।" এই পর্যন্ত লিখে তিনি হঠাৎ তাঁর রূপকালঙ্কার পরিত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত নরম ভাষায় জানালেন, নির্বাচনের ফল "আমাদের সকল আশা ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং আমাদের পক্ষে, অর্থাৎ জনসাধারণের পক্ষে অনুকূল হইয়াছে।"

কিন্তু তা'হলেও দলের স্বয়ংনির্বাচিত নেতাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মতভেদ এবং টমাস স্কিড্‌মোরের উগ্র সংস্কারবাদেব বিরুদ্ধে সাধারণ সদস্যদের বিদ্রোহ, সত্বর আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও দলাদলির কারণ হয়ে দাঁড়াল। ১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে শ্রমিকেরা স্পষ্ট ভাষায় জানাল যে, তাদের "ব্যক্তিগত বা সরকারী সম্পত্তির অধিকার লোপ করার কোনো অভিপ্রায় বা মতলব নাই।" এ সময়ে রবার্ট ডেল আওয়েন্ স্কিডমোরের পরিত্যক্ত নেতৃত্ব হস্তগত করতে সচেষ্ট হলে, রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব-সংক্রান্ত তাঁর কর্মসূচীরও বিরোধিতা দেখা গেল। শ্রমিকেরা দলের কর্মসূচীতে শিক্ষার উপরে খুবই জোর দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু "বিশ্বাসঘাতকতা, কৃষিবাদ অথবা সাম্প্রদায়িকতার অদ্ভুত সব নীতি এক বা একাধিক ব্যক্তির উপর চাপাইবার চেষ্টা" তারা সমর্থন করবে না বলে জানাল। তারা ঘোষণা করল, বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থা "এমন একটি পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হওয়া উচিত, যাহাতে পিতা ও স্নেহময়ী মাতা সন্তানের সাহচর্য ভোগ করিতে পারেন।"

নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে শ্রমিকদের সমর্থন লাভেচ্ছু রাজনীতিবিদ্‌দের দ্বারা আংশিকভাবে সৃষ্ট এ সব আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ফলে আদি সংগঠনটি ত্রিধাবিভক্ত হয়ে গেল। স্কিড্‌মোর, যে ক'জন লোক তাঁর অনুগত রয়ে গেল তাদের সাহায্যে, সোজাসুজি "কৃষিভিত্তিক শ্রমিক দলের" (অ্যাগ্রারিয়ান ওয়ার্কিং মেন্‌স পার্টি) পত্তন করলেন। 'ওয়ার্কিং ম্যান্‌স অ্যাডভোকেট' পত্রিকায় জর্জ হেন্‌রি ইভান্স এবং তখনও আওয়েনপন্থী ও ফ্যানী রাইটের সমর্থনপুষ্ট অন্য একটি উপদল আদি দলের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে চেষ্টা করতে লাগল। নতুত নেতৃত্বে এবং 'ইভনিং জার্নাল' নামে আর একটি পত্রিকার সমর্থনে অপর এক সম্প্রদায় 'নর্থ অ্যামেরিকান

পার্টি' (উত্তর মার্কিনী দল) বলে অভিহিত একটি দল প্রতিষ্ঠা করল। যে হোটেলে এই দলের সভা বসত, তার নামেই দলের এই নামকরণ হয়েছিল।

বিশেষ করে শেষের ত্ব'টি উপদলের মধ্যে তিক্ত বিবাদ সর্বদাই লেগে থাকত। শীঘ্রই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক প্রার্থী সমর্থন ও মনোনয়ন করতে, নিজেদের মুখপত্র ত্ব'টির মাধ্যমে পরস্পরের পরস্পরকে গালিগালাজ করতে এবং পরস্পরের সভা ভেঙ্গে ফেলতে দেখা গেল। আওয়েন্ ও ফ্যানী রাইটের চরমপন্থী মতামতের জন্য আক্রান্ত হয়ে আদি শ্রমিক দল প্রচণ্ডভাবে এই অভিযোগের তাৎপর্য অস্বীকার করতে শুরু করল। দলটি জানাল, "বিশ্বাসঘাতকতা আর কৃষিভিত্তিকতাব যে অপবাদ দেওয়া হইতেছে, তাহা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাকতাড়ুয়ার কাজ করিতেছে মাত্র; ১৮০১ সালে গণতন্ত্রীদের ভয় দেখাইবার জন্য এইরূপ কৌশলই লওয়া হইয়াছিল।" 'নর্থ আমেরিকান পার্টির' বিরুদ্ধে স্থানীয় রাজনীতিবিদ্‌দের কাছে টাকা খাওয়ার অভিযোগ শোনা যেতে লাগল এবং শ্রমিকদের "রাজনীতিক যোগানদার, বটতলার উকিল এবং সরকাবী পদান্বেষী" ব্যক্তিদের বর্জন করতে বলা হয়। তাদের প্রভাব অনুভূত করাতে হলে একতা অপরিহার্য। কাজেই "মহান যুদ্ধাশ্বের সহিত ঘৃণিত গর্দভটিকে জুতিয়া দিও না।"

নিউ ইযর্কে দলগুলিব মধ্যে এরকম বিবাদ বিসংবাদ চলতে থাকার সময় অ্যালবানী, ট্রয়, শেনেক্টাডি, রচেষ্টার, সাইরাকিউজ এবং অবার্ন প্রভৃতি সহরে স্থানীয় দল প্রতিষ্ঠিত হল। রাজ্যের শ্রমিকদের এক সমাবেশের এবং গভর্নর ও লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর পদেব জন্য প্রার্থী মনোনয়নের এক পরিকল্পনা এই সময় রচিত হয়। শেষ পর্যন্ত এই সমাবেশ আহ্বান কবা হল এবং তেরটি জেলা থেকে আটাত্তব জন প্রতিনিধি তাতে যোগদান করতে এল। কিন্তু নিউ ইয়র্ক শহরের দলাদলির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিনিধিদলের আগমনের ফলে সমাবেশের সর্বনাশ হয়ে যায়। পেশাদার বাজনীতিবিদ্‌রা নেতৃত্ব গ্রহণ করে একজন গণতন্ত্রবাদী পদপ্রার্থীর পক্ষে শ্রমিকদের সমর্থনলাভে সক্ষম হয়। 'অ্যাডিভোকেট্' কাগজ চীৎকার করে উঠেছিল "শ্রমিকেরা প্রতাড়িত হইয়াছে" এবং ঘোষণা করেছিল যে, তার অনুগামীরা তাদের প্রার্থী মনোনয়ন করবে।

ফলে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তাতে দেখা যায় যে, ১৮৩০ সালের সহরের নির্বাচনে শ্রমিকদের তিনটি উপদলই তাদের নিজস্ব প্রার্থী মনোনীত করেছে এবং গভর্নর পদের জন্যও প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করেছে। সঙ্গতি বা একতাবোধের অভাবে আদি শ্রমিক দলটি পেশাদারী রাজনীতির এবং ট্যামানী হলের (নিউ ইয়র্কের

গণতন্ত্রীদের কেন্দ্র) চাটুবাক্যের সহজ শিকার হয়ে গিয়ে ভেঙ্গে পড়ল। গণতন্ত্রীরা রাজ্য ও স্থানীয় নির্বাচনে জয়ী হল এবং নিউ ইয়র্কের শ্রমিকদের নিয়ে কোনো সফল সংগঠন দাঁড় করানোর চেষ্টা এখানেই শেষ হয়। "ওয়ার্কিং ম্যান্স অ্যাডভোকেট" জোর দিয়ে বলতে শুরু করল যে, বিশেষ ব্যক্তিদের নির্বাচিত করবার সাময়িক উদ্দেশ্যে শ্রমিকেরা অন্য কোনো দলের সঙ্গে সহযোগিতা করলে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হতে যে বাধা দেখা দেবে, সে-রকম সত্যকার বাধা আর কোনো দিক দিয়েই দেখা যাবে না। তা'হলেও এরই মধ্যে ট্যামানী হল শ্রমিকদের ভোট জয় করে ফেলেছিল।

নিউ ইয়র্কের কারিগর ও মিস্ত্রিদের স্বাধীন রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টার অভিজ্ঞতা অল্পদিনই স্থায়ী হয়েছিল। অন্যান্য শ্রমিক দলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ঠিক একই কথা বলা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে পেন্‌সিলভ্যানিয়া ও ম্যাসাচুসেট্‌সে, কিছুদিনের জন্য তারা নিজেদের প্রার্থীদের সমর্থনে শ্রমিকদের ভোট জড় করতে এবং স্থানীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ও কখনও কখনও চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু নিউ ইয়র্কের মতই আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও বাইরের চাপের ফলে দলাদলির সৃষ্টি হয়ে ধীরে ধীরে দলগুলি ভেঙ্গে যায়। স্বয়ংনির্বাচিত নেতারা তাঁদের নিজস্ব 'সর্বরোগহর' সংস্কারের জন্য প্রয়াস পেয়েছিলেন। স্কিডমোর, ইভান্স, আওয়েন্ ও ফ্যানী রাইটের প্রচারিত কর্মসূচীর মত এগুলিও প্রায়ই শ্রমিকদের প্রকৃত স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। আবার সংস্কারকরা বিতাড়িত হলে রাজনীতিতে ব্যাপৃত ব্যক্তিরা অবিলম্বে দলের নিয়ন্ত্রণ দখল করে দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের যে-কোন একটির সমর্থনে শ্রমিকদের ব্যবহার করতে সচেষ্ট হল।

১৮৩২ সালে ম্যাসাচুসেট্‌সে "নিউ ইংল্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েশন অব্ ফার্মারস, মেকানিক্‌স অ্যাণ্ড ওয়ার্কিংমেন" নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা ক'রে অপেক্ষাকৃত সম্প্রসারিত আকারে শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগঠন প্রবর্তন করার চেষ্টা হয়েছিল। স্থানীয় নির্বাচনে এই দলের সাফল্য তাদের গভর্নরপদের জন্য প্রার্থী মনোনয়নে উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু সংঘটি অল্পদিনের মধ্যেই সে সময়ের মুখ্য রাজনৈতিক কলহে জড়িয়ে পড়ে এবং তাদের মনোনীত গভর্নরপদপ্রার্থী স্বয়ং গণতন্ত্রীদের সমর্থনে শ্রমিকদের একজোট হতে আহ্বান জানাল।

শ্রমিকদের দলগুলি নিজেরা ব্যর্থ হলে, তাঁদের সমর্থিত নীতিসমূহের অনেক-গুলিই জ্যাকসনীয় গণতন্ত্রের সমর্থকদের সঙ্গে তাদের মিলনের শেষ পর্যায়ে স্বীকৃতি

পেয়েছিল। আমরা আগেই দেখেছি যে, দু'টি প্রধান দলই শ্রমিকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত হয়েছিল। তা'হলেও হুইগদের চেয়ে গণতন্ত্রীরাই শ্রমিকদের উদ্দেশ্য বেশি প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করেছিল। "ইউনাইটেড ষ্টেটস ব্যাঙ্কের" বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা ক'রে যখন জ্যাকসন বিভিন্ন ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসা ও বিশেষ সুবিধার প্রতি আক্রমণ করলেন, তখন কারিগর, মিস্ত্রি ও শ্রমিকেরা স্বভাবতঃই তাঁকে বিপুলভাবে সমর্থন করল। শ্রমিকদের ভোট কোনো একটি দলকে পুরো দেওয়া না হলেও (এ ব্যাপার বাস্তবিকই কোনো দিন ঘটে নি) একচেটিয়া ব্যবসার শত্রু ও সাধারণ মানুষের বন্ধু হিসাবে ১৮৩২ সালে জ্যাকসন্‌কেই তারা প্রধানতঃ ভোট দিয়েছিল।

এক শতাব্দী পরে অন্য এক যুগে সুস্পষ্ট শ্রেণী বিভাগ দেখা দিলে যে ভাষার পুনরুক্তি শোনা গিয়েছিল, সেই ভাষায় রক্ষণশীল দলের লোকেরা শ্রমিকদেব সাবধান করে দেয়। জনৈক কারখানা মালিক তার কর্মচারীদের বলেছিল, "জ্যাকসন্‌কে নির্বাচিত করিলে দেখিতে পাইবে, তোমাদের রাস্তাঘাটে ঘাস গজাইতেছে, কলকারখানায় পেচকেরা বাসা বাঁধিতেছে এবং রাজপথে খেঁকশিয়ালগুলি গর্ত খুঁড়িতেছে।" কিন্তু তা সত্বেও শ্রমিক সম্প্রদায় তাঁকে পুনর্নির্বাচিত হতে সাহায্য কবেছিল। নিউ ইয়র্কে দলে দলে ভোট দিতে যাবার সময় যে গানটি তারা গেয়েছিল, তা নীচে দেওয়া হল:

"মিস্ত্রি, ঠেলাওয়ালা আর মজদুর,
এক হও, এক হও, এক হও:
আর টাকাওয়ালা বনেদী লোকদের,
এ ভোট যুদ্ধে তোমাদের ক্ষমতা দেখাও।
গাও ইয়াংকি ডুডল, ধোঁয়া দিয়ে তাড়াও,
দাম্ভিক যত সব ব্যাঙ্কের মালিক।
মনে রেখ, হাটফোর্ডের টাকা খায় যাবা,
গরীব আর জ্যাকসনের শত্রু তারা।"

উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের রাজনৈতিক ঘটনার মতই প্রগতিপন্থী নীতির প্রসার ও শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষিত সংস্কারের বাস্তব রূপায়ণ উল্লেখযোগ্য। শ্রমিক-দলের আদি উদ্দেশ্যগুলি জনসাধারণের সমর্থন যত বেশি পেতে লাগল এবং যতই সমাজের উদারপন্থী ব্যক্তিরা সেগুলি বেশি করে গ্রহণ করতে লাগল, ততই

দৃঢ়ভাবে সর্বপ্রথম শ্রমিকদের সংবাদপত্রগুলি প্রস্তাবিত দাবিগুলি পূরণ করার কাজে অগ্রসর হতে লাগল।

শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার এই প্রবণতার প্রথম একটি দৃষ্টান্ত। প্রায় প্রত্যেক শ্রমিক সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভের মাথায় 'সমান সর্বজনীন শিক্ষা'র দাবি করা হত। নিউ ইয়র্কের দলটির নির্বাচন অভিযানে এই দাবি কতটা প্রাধান্য পেয়েছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। এই সময় যে-সব শিশুর পিতামাতা বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করতে অক্ষম ছিলেন, তাদের প্রয়োজন নিয়ে খুবই অস্পষ্টভাবে চিন্তা করা হত। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় নিউ ইংল্যাণ্ড এ বিষয়ে এগিয়ে ছিল। সেখানে কর-বাবদ প্রাপ্ত আয় থেকে কয়েকটি বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করা হত। কিন্তু নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, পেন্‌সিলভ্যানিয়া ও ডেলাওয়ারের (পশ্চিমের নতুন রাজ্যগুলি ও দক্ষিণের অনুন্নত রাজ্যগুলির কথা না বলাই ভাল) মত জনবহুল ও সম্পন্ন রাজ্যেও শ্রমিক ও অন্যান্য দরিদ্র ব্যক্তিদের শিশুদের লেখাপড়ার একমাত্র জায়গা ছিল অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলি। কিন্তু এই সব বিদ্যালয় পর্যাপ্ত ছিল না, তাদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা ছিল গুণের দিক দিয়ে নিকৃষ্ট এবং সামাজিক দিক দিয়ে অপমানজনক। ১৮২৯ সালের সরকারী বিদ্যালয় সমিতির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, নিউ ইয়র্কে পাঁচ থেকে পনের বছরের মধ্যে ২৪,০০০ শিশুর কোনোরকম লেখাপড়ার ব্যবস্থাই ছিল না। এই সংখ্যা সমস্ত অবৈতনিক ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত বালক-বালিকাদের সংখ্যার প্রায় সমান ছিল। কয়েক বছর পর পেন্‌সিলভ্যানিয়ার অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত একটা বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ঐ রাজ্যের চার লক্ষ বালক বালিকার মধ্যে আড়াই লক্ষই কোনো বিদ্যালয়ে যায় না। সমস্ত দেশের দিক থেকে মোট হিসাবে এদের সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশি বলে ধরা হয়েছিল। সম্পূর্ণ নিরক্ষরতা কতদূর ছিল তা এই হিসাব থেকেই জানা যায়।

উপরের এ সব হিসাব থেকে শিক্ষার সুযোগের যে অভাবের কথা জানা যায়, শ্রমিক সম্প্রদায় তা নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল। একইভাবে তারা অবৈতনিক বিদ্যালয় বলে সমাজে ঘৃণিত হওয়ার জন্য সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও পছন্দ করত না। রবার্ট ডেল্ আওয়েন ও ফ্র্যান্সিস রাইটের প্রত্যেকটি মত মেনে না নিলেও শ্রমিক সম্প্রদায় তাঁদের সঙ্গে একটি বিষয়ে একমত ছিল। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক শিশুর পক্ষে সমানভাবে লভ্য অবৈতনিক ও সাধারণতন্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বের উপর তারা বিশেষ জোর দিয়েছিল। শ্রমিকেরা স্বাধীনতার

ঘোষণার অন্তর্গত সমান অধিকারের দর্শনের উপর ভিত্তি করে তাদের দাবি জানিয়েছিল। এই দাবি তারা আর একটি অকাট্য যুক্তি দিয়ে অধিকতর শক্তিশালী করেছিল। তারা বলত ভবিষ্যতের নাগরিক হিসাবে যাতে প্রত্যেকে বুদ্ধিমানের মত ভোট দিতে সক্ষম হয়, সেজন্য প্রত্যেক শিশুর প্রয়োজন শিক্ষা। তাদের মতে শিক্ষাই "মানবজাতিকে প্রদত্ত সর্বাপেক্ষা মহান আশীর্বাদ"। এই সময়ে মার্কিনদেশবাসীদের মত অন্য কোনো জাতির শিক্ষার উপর এতটা আস্থা কখনও দেখা যায় নি। নৈতিক দিক দিয়ে তাদের সন্তানসন্ততি যে অধিকারে অধিকারী, তা দাবি করতে শ্রমিকদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তার সীমা ছিল না।

তখনকার, শ্রমিক সম্প্রদায়ের মনোভাবের দৃষ্টান্তস্বরূপ ফিলাডেলফিয়ার এক শ্রমিক সংঘের রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, "সমিতিগুলি মনে করে যে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া না পড়িলে স্বাধীনতা সম্ভব হইবে না। সমিতিগুলির মতে সাধারণতন্ত্রের প্রত্যেক সদস্যকে মানুষ ও নাগরিক হিসাবে তাহাদের অধিকার ও কর্তব্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমান শিক্ষা দেওয়া উচিত।" এই রিপোর্টেই যুক্তি দেখান হয় যে, একমাত্র সরকারী বিদ্যালয়ে সার্থক শিক্ষা-ব্যবস্থাই অবিলম্বে সমাজের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের মুক্ত রাখতে পারে। সমাজের এই ক্ষতিকর প্রভাবের ফলেই "অনুতপ্ত বারাঙ্গনা ও অন্যান্য অপরাধীর জন্ম হয়" অথবা মানুষ "ব্যক্তিগত শান্তি ও সামাজিক উৎকর্ষ হন্তা" অতিরিক্ত মদ্যপানের দায়ে পরিণত হয়। কিন্তু আমেরিকা যে ধরনের গণতান্ত্রিক সরকারের দৃষ্টান্ত তার প্রকৃত ভিত্তি হিসাবই প্রধানতঃ শিক্ষার গুরুত্বের উপর সর্বক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৮২৯ সালে নিউ ইয়র্কের পুনর্গঠিত শ্রমিক দল দাবি করল, "এমন একটি ব্যবস্থা যাহা একই গৃহে দরিদ্র ও ধনীর সন্তান, বিধবার চক্ষের মণি ও অনাথ শিশুকে আনিতে সক্ষম হইবে এবং যেখানে জন্মের উপর ভিত্তি না করিয়া উন্নততর পরিশ্রমক্ষমতা, উৎকর্ষ ও স্বোপার্জিত দ্রব্যের ভিত্তিতেই মানুষের বৈশিষ্ট্যলাভ সম্ভব হইবে।"

কী ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে, সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও, প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনের প্রসারতাবর্ধক বিদ্যার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ফিলাডেলফিয়ার শ্রমিকদের অন্য একটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি "স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থাপিত হওয়া উচিত এবং তাহাদের বিভিন্ন যন্ত্রবিদ্যা অথবা কৃষিবিদ্যা এবং একই সঙ্গে প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং অন্যান্য আবশ্যক সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া উচিত।"

শ্রমিক শ্রেণীর বাইরেও শিক্ষা আন্দোলনের বহু সমর্থক ছিল। বহু সংস্কারক এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ক্রমেই তা অধিক সংখ্যক দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিল। আবার একই সঙ্গে রক্ষণশীল ব্যক্তিরা বহুদিন ধরে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। তারা মনে করত বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধালাভ বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ করা উচিত এবং ধনীর উপর করের বোঝা চাপিয়ে দরিদ্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্পূর্ণরূপে অন্যায়। 'ন্যাশনাল গেজেট' নামে পত্রিকা ঘোষণা করেছিল, "বিভিন্ন বৃত্তি, শিল্প ও কায়িক শ্রম সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করিতে হইলে এবং শিক্ষার মান বহুলাংশে নিম্ন-স্তরের ও সঙ্কীর্ণ না করিলে সর্বজনীন সমান শিক্ষা সম্ভব হইবে না।"

তা'হলেও সমান সাধারণতন্ত্রী, বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য প্রবল এই আন্দোলনের ফল দেখা দিতে লাগল। আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব অর্পণ ক'রে রাজ্য আইনসভাগুলো এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করল এবং প্রথমে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিকে সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার জন্য করধার্য করার ক্ষমতা দিয়ে এবং পরে তা বাধ্যতামূলক করে ক্রমাগত নতুন নতুন আইন গৃহীত হতে লাগল। যে পেন্‌সিলভ্যানিয়ায় শ্রমিকেরা খুবই সক্রিয় হয়েছিল, সেখানে শেষ পর্যন্ত অবৈতনিক ও কর-সমর্থিত শিক্ষাব্যবস্থা ১৮৩৪ সালে গৃহীত হওয়ার পরই খুব সম্ভব মোড় ঘুরে গেল। এই কর্মসূচীসম্বলিত খসড়া আইনটি অল্পের জন্য বাতিল হওয়া থেকে বেঁচেছিল। ৩২,০০০ লোকের দস্তখতসহ নতুন আইনের প্রতিবাদে এক আবেদনের উত্তরে সিনেট "বিনামূল্যে দরিদ্রদের শিক্ষা"র জন্য ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সমতার ভিত্তিতে সকলের জন্যই বিনা বেতনে সরকারী বিদ্যালয় ব্যবস্থার নীতিই জয়ী হল। অন্যান্য রাজ্যও পেন্‌সিলভ্যানিয়ার অনুগামী হয় এবং যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শ্রমিক সম্প্রদায় এতদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছিল, তা তারা শেষ পর্যন্ত লাভ করল।

দেনার জন্য কারাদণ্ড বিলুপ্ত করার ব্যাপারেও শ্রমিক সম্প্রদায় এই সময় সাহস ও সাফল্যের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও দেনা মেটাতে না পারলে কোনো ব্যক্তিকে জেলে পাঠানোর মান্ধাতার আমলের ব্যবস্থা প্রায় সর্বত্রই চালু ছিল। 'বস্টন কারাগার শৃঙ্খলা সমিতি' হিসাব করেছিল যে, এই দশকের শেষ দিকে প্রতি বৎসর প্রায় ৭৫ হাজার লোককে দেনার দায়ে জেলে যেতে হত এবং অন্তত: অর্ধেক মামলাতেই ২৫ ডলারেরও কম অর্থ জড়িত ছিল। একটি মামলায় তিন ডলার ষাট সেন্ট দেনার জন্য একজন

স্ত্রীলোককে তার গৃহ ও দু'টি শিশুর কাছ থেকে সরিয়ে আনা হয়। আর একটি মামলায় অসুস্থ থাকাকালে মুদির কাছে ৫ ডলার ধার করার জন্য একজন লোককে জেলে যেতে হয়েছিল। একটি জেলখানায় বত্রিশ জন লোক দেখা গিয়াছিল, যারা সকলেই এক ডলাবেরও কম ধার শোধ না করতে পারার জন্য দণ্ডিত হয়েছিল।

এ কথা বুঝতে দেরী হয় না যে, দরিদ্রদেরই এই ব্যবস্থায় ক্ষতি হত বেশি এবং এই অবিচার তিক্ততার সৃষ্টি করে। কোনো রাজনৈতিক নির্বাচনে শ্রমিকদের একজন প্রার্থী বলেছিল, "যে আইনের ফলে দারিদ্র্য অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই আইন দারিদ্র্যকে অপরাধ এবং দরিদ্র ব্যক্তিকে অপরাধী করিয়া তুলিলে তাহা যে শুধু নিষ্ঠুর ও দুঃখদায়ক তাহাই নহে, অযৌক্তিক ও বিরক্তিজনকও বটে।" এই পরিস্থিতি কয়েকটি কারণে আরো দুঃখদুর্দশা সৃষ্টি করত। দেনাদারদের কারাগারে অতিরিক্ত ভিড় থাকত এবং পরিবেশও ছিল অস্বাস্থ্যকর। কয়েদীদের খাওয়াবার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না এবং তাদেব বেসরকারী বদান্যতার উপর নির্ভর করতে হত। একটি বিবরণী থেকে জানা যায় যে, নিউ জার্সিতে অন্যান্য অপরাধে অপরাধীদের—"খাদ্য, শয্যা ও আগুনেব" বন্দোবস্ত থাকলেও দেনাদারদের জন্য ছিল শুধু "প্রাচীর, গরাদ ও খিল"।

এ বিষয়ে সংস্কার বহুদিন আগেই আবশ্যক হয়ে পড়লেও বণিক সম্প্রদায় তার বিরোধিতা করল। এমন কি জন্ কুইন্‌সি অ্যাডামস্‌ও দেনার জন্য কারাদণ্ড তুলে দিলে, সম্পত্তির নিরাপত্তা ও চুক্তির অলঙ্ঘনীয়তার উপর, তাঁর মতে যে সব বিপজ্জনক প্রভাব দেখা দেবে সেগুলি প্রদর্শন করতে নিজেকে বাধ্য মনে করলেন। প্রেসিডেণ্ট জ্যাক্‌সন "দুর্ভাগ্য ও দারিদ্র্যের উপর এরূপ যন্ত্রণাদায়ক বল প্রয়োগ", অবিচার বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু বণিক ব্যবসায়ী ও ব্যবহারজীবিও তার চেয়ে অ্যাডাম্‌সের বিবেচনাকেই বেশি গুরুত্ব দিল।

শ্রমিকদের চেষ্টায় প্রথমে কয়েকটি আইন পাশ হল, যার ফলে দুঃস্থ দেনাদার দেউলিয়ার শপথ নিয়ে ঋণমুক্ত হতে পারে এবং তারপর যে পরিমাণ দেনার জন্য কোনো লোককে কারাদণ্ড দেওয়া যেতে পারে, তা নির্দিষ্ট করার চেষ্টা হল। কিন্তু শীঘ্রই একের পর এক রাজ্যগুলি সমস্ত ব্যবস্থাটি বিলুপ্ত করার পক্ষে অকাট্য যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হল। ১৮২৮ সালে ওহিয়ো সর্বপ্রথম এই সংস্কার সাধন করে এবং পরবর্তী দশকে নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, কানেক্‌টিকাট, ভার্জিনিয়া ও অন্যান্য রাজ্য তার অনুগামী হয়। দেশের কোনো কোনো অংশে এ ব্যবস্থা

বজায় থাকলেও উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষ নাগাদ বোঝা গেল যে, তার আর বেশিদিন নেই।

বহুলাংশে শ্রমিকদের দলগুলিই সামরিকবাহিনী সংগঠন পদ্ধতির উপর যে আক্রমণ চালায়, তা সফল হয়। অধিকাংশ রাজ্যেই সাধারণতঃ তিনদিনব্যাপী বাৎসরিক কুচকাওয়াজ ও সামরিক সমাবেশে উপস্থিতি প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষেই বাধ্যতামূলক ছিল। আঞ্চলিকবাহিনীর সদস্যদের নিজেদের ব্যয়নির্বাহ করতে হত এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হত। আবার সমাবেশে হাজির না থাকতে পারলে জরিমানা দিতে বা কারাদণ্ড ভোগ করতে হত। শ্রমিকদের পক্ষে এ সব নিয়মকানুনের অর্থ শুধু যে কুচকাওয়াজে উপস্থিত থাকার সময়ে মজুরির লোকসান ছিল তাই নয়, তাদের অনেক টাকা খরচও হয়ে যেত। পক্ষান্তরে ধনী ব্যক্তিরা কোনো রকম অসুবিধায় পড়েই জরিমানা দিয়ে সহজেই নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারত। ১৮৩০ সালের পর বাধ্যতামূলকভাবে আঞ্চলিকবাহিনীকে যোগদান বিধি হয় সংশোধিত হয়েছিল, না হয় সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৩২ সালে তাঁর বাৎসরিক বাণীতে প্রেসিডেন্ট জ্যাকসন এই প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, নিউ ইয়র্কের মত যে যে রাজ্যে পুরোনো ব্যবস্থা বজায় থেকে নানাবিধ বৈষম্যের সৃষ্টি করছে, তা সযত্নে পরীক্ষা করা উচিত।

আর্থিক ও সামাজিক অগ্রগতির অন্যান্য উদাহরণও শ্রমিকদের কাছে বহুলাংশে ঋণী। মিস্ত্রিদের বদলি আইনের জন্য তাদের দাবী অবিলম্বে নিউ ইয়র্কের ট্যামানী হল মেনে নেয় এবং এ ধরনের আইন বহুরাজ্যে গৃহীত হয়। তারা তৎকালীন নিলাম ব্যবস্থা, কম্পানীদের সংঘবদ্ধ হওয়ার আইন, স্থানীয় ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক ছোট অঙ্কের কারেন্সী নোট চালু করা এবং অন্যান্য আর্থিক অপব্যবহারের বিরোধিতা করায় সংশোধনী আইন পাশ করতে সুবিধা হয়েছিল।

শ্রমিকদের দলগুলির এই অভ্যুদয় কোনোক্রমেই শ্রেণী আন্দোলন ছিল না এবং তা পুরোপুরি শ্রমিক আন্দোলনও ছিল না। তাদের সামাজিক মর্যাদায় নানা পরিবর্তনে শ্রমিকেরা বিভ্রান্ত ও বিহ্বল হয়ে পড়েছিল এবং উৎপাদক এবং যারা উৎপাদকদের শ্রমের ফল ভোগ করে বেঁচে থাকে, তাদের মধ্যে কোনো-রকমে অধিকতর সমতা আনবার জন্য তারা প্রয়াস পেতে চাইলো।

তাত্ত্বিক সংস্কারক ও পেশাদার রাজনীতিবিদ্ তাদের আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করলে, তারা বুঝতে পেরেছিল যে, রাজনীতিতে শ্রমিকদের প্রবেশ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সাম্যের ব্যাপক ও সুদূর লক্ষ্য উজ্জ্বল মরীচিকা বলে মনে

হতে লাগল। ধীরে ধীরে শ্রমিকেরা উচ্চতর মজুরি, কার্যকাল হ্রাস ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত বাস্তব লক্ষ্যে ফিরে এল। তারা এই লক্ষ্যগুলির প্রতি রাজনীতিতে অভিনব মনোনিবেশের সময় যথেষ্ট দৃষ্টি দেয় নি। শ্রমিক সংস্থার সাধারণ সদস্যদের মনে হল এই সব প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য আর্থিক কর্মসূচী গ্রহণেই তাদের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার সম্ভাবনা বেশি। এই নতুন মনোভাবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, ফিলাডেলফিয়ার 'ন্যাশনাল লেবারার' পত্রিকা ঘোষণা করল, "শ্রমিক সংস্থাগুলি আর কোনো দিন রাজনীতি লইয়া বাড়াবাড়ি করিবে না, কারণ তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে সদস্যরা বুঝিতে পারিয়াছে যে, সমিতিতে রাজনীতি প্রবেশ করায় তাহাদের অবস্থা উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছে।"

আদি শ্রমিক দলগুলির অনুপ্রেরণায় যে সামাজিক সংস্কারে সুফল ঘটে, তাতে অন্ততঃ আংশিকভাবেও এই জোরালো বিবৃতির অস্বীকৃতি বোঝায়। তা'হলেও সম্পূর্ণ উনবিংশ শতকেই শ্রমিক সম্প্রদায় দলগত লড়াইয়ে রাজনীতির দিক দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের সংগঠিত করতে পারে নি। পরবর্তী কালে জাতীয় দল প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের অভিজ্ঞতা সর্বপ্রথম প্রমাণ করল যে, একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করার জন্য আবশ্যক প্রকৃত ভিত্তি শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই। তাদের লক্ষ্য ছিল ব্যাপক অর্থে উদারপন্থী এবং শ্রমিকেরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যখনই যথেষ্ট চাপ দিতে পেরেছে তখনই প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি এ সব লক্ষ্য মেনে নিয়েছে। নিউ ইয়র্কের শ্রমিকদলের সঙ্গে তাদের গোড়ার দিকের নেতাদের চরমপন্থী কৃষিভিত্তিক মতবাদের ঘনিষ্ঠতা অল্পদিনের জন্যই স্থায়ী হয়েছিল। শ্রমিকেরা নিজেরাই মূলতঃ রক্ষণশীল ছিল এবং দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ও আর্থিক কাঠামোর মধ্যেই তারা সাম্য কামনা করেছিল। উঠতি ধনতন্ত্রের পতন না চেয়ে ধনতন্ত্রের সুফলের অংশ গ্রহণই তাঁরা কামনা করেছিল। ফ্যানী রাইট শ্রেণী সংগ্রামের উপর জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর মনোভাবে শ্রমিকদের নিজস্ব মতামতের প্রতিধ্বনি ছিল না।

শ্রমিকদের একতা বজায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী কোন একক সংযোজক নীতি ছিল না। ইয়োরোপে তাদের সমসাময়িক শ্রমিকদের মত ভোটাধিকার পাবার জন্য একত্রে রাজনৈতিক কার্যক্রম অবলম্বনের কোন প্রেরণা তাদের মধ্যে কাজ করে নি। কারণ, উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে গণতান্ত্রিক নীতির

সমস্ত দেশব্যাপী সাফল্যের অংশ হিসাবে এই অধিকার তারা আগেই পেয়েছিল, আবার ইংল্যাণ্ড ও ইয়োরোপের মূল ভূখণ্ডের শ্রমিকদের মত তারা সমাজবাদেও আকৃষ্ট হয় নি। আমেরিকার শ্রমিকদের স্বার্থ জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে সাধারণভাবে এতটা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ছিল যে, একটি তৃতীয় দলে রাজনৈতিক রূপ পাবে এমন কোনো শ্রেণী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি গড়ে উঠতে পারে নি। প্রসারশীল আর্থিক ব্যবস্থা প্রদত্ত সুযোগ সবিধা, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সচলতা এবং সীমান্তের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, ইয়োরোপের পরিস্থির ঠিক বিপরীত যে পথে আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলন প্রবাহিত হবে তার নির্দেশ দিয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে অল্প সময়ের জন্য শ্রমিকদের দলগুলি একটি ব্যাপক শ্রমিক দলের সৃষ্টির সম্ভাবনার পূর্বাভাস দিলেও সাধারণভাবে জ্যাক্সনীয় গণতন্ত্রের অগ্রগতিতে তারা মিলে যাওয়ায় ঐ দিকে প্রবণতা বদলে গিয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে শ্রমিকদের শক্তি

আদি শ্রমিকদের দলগুলির উত্থান ও পতন খুবই অল্প সময়ের মধ্যে ঘটেছিল। তাদের রাজনৈতিক প্রভাব যাই হোক না কেন, শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করার পক্ষে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে তাদের অস্তিত্ব ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। শ্রমিক সমিতিদের নতুন করে আর্থিক কর্মসূচী গ্রহণ অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ক'টি বছরে এবং বিশেষ করে ১৮৩৩ সাল থেকে ১৮৩৭ সালে জ্যাকসনের দ্বিতীয় কার্যকালে সমস্ত দেশে উল্লেখযোগ্য সামাজিক সংস্কার সাধিত হয়েছিল। পরবর্তী কয়েকটি দশকের তুলনায় এই দশকে শ্রমিক সমিতিগুলির কার্যকলাপ অনেক বেশি ব্যাপক ও সংগ্রামী রূপ নিয়েছিল।

তাদের পরিবর্তনশীল সামাজিক মর্যাদায় একটা অবনতির ভাব, যা এরই ভেতর রাজনীতিতে শ্রমিকদের প্রবেশের চেষ্টা সপ্রমাণ করেছিল, শ্রমিকদের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি করতে লাগল। মজুরি ও কাজের সময় নিয়েই প্রধানতঃ জড়িত হলেও পুনরুজ্জীবিত শ্রমিক সংস্থাগুলিও সম্প্রদায়ে নিজেদের হারানো মর্যাদা ফিরে পেতে তাদের সদস্যদের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করেছিল। তাদের পরিচিত পুরোনো সমাজ ভেঙ্গে যাওয়ায় এবং একদা স্বাধীন শিল্পীরা মজুরদের স্তরে নেমে আসার ফলে কারিগর ও মিস্ত্রিরা শ্রমিক সংস্থার সদস্য হয়ে শ্রমের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার ও জনসাধারণের কাছ থেকে শ্রমের সামাজিক ও আর্থিক তাৎপর্যের অধিকতর স্বীকৃতিলাভের আশা আগের চেয়ে বেশি পোষণ করতে শুরু করল।

১৮৩৪ সালে একজন শ্রমিক নেতা লিখলেন, "মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে শ্রমিকদের অবস্থা অবশ্যম্ভাবীভাবে ক্রীতদাসত্বের কাছাকাছি চলিয়া যাইতেছে। এই অবস্থা সম্প্রদায়ের কল্যাণ এবং আমাদের

সরকারের মূল নীতি ও বৈশিষ্ট্যের বিরোধী।" শ্রমিকদের মধ্যে একটা সংহতি সৃষ্টি করে, শ্রমিক সমিতিগুলি এই প্রবণতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে চেষ্টা করেছিল। তারা মনে করেছিল যে, এই ঐক্যবোধ মালিকদের কাছে সম্পূর্ণ ও অসহায় নতি স্বীকার থেকে তাদের রক্ষা করতে পারবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের গোড়ার দিকে দেশের পরিস্থিতি শ্রমিক সংস্থার উদ্ভবের পক্ষে অনুকূল ছিল। ঊর্ধ্বগামী সমৃদ্ধি একদিকে শ্রমিকদের দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছিল, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তরের মুখোমুখি দণ্ডায়মান মালিকদের দিক থেকে মজুরির হার বাড়তে না দেওয়ার প্রচেষ্টা শ্রমিকদের আত্মসংরক্ষণের জন্য সংগঠিত হতে বাধ্য করেছিল। সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে শ্রমিক সমিতির সংখ্যা শুধু যে দ্রুত বহুগুণে বেড়ে চলেছিল তাই নয়, ও-সব স্থানীয় সমিতিগুলিকে শহরব্যাপী একটা মহাসংঘের সঙ্গে এমনভাবে জুড়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল যাতে শ্রমিকদের একতা বৃদ্ধি পায়। সত্যিকারের জাতীয় শ্রমিক আন্দোলনের পূর্বাভাস বলে ধরা যেতে পারে এমন একটি অধিকতর ব্যাপক সংগঠনের সূচনাও দেখা গিয়েছিল। উপরন্তু এসব সংস্থার সদস্যদের সংগ্রামী মনোভাব ধর্মঘটের পর ধর্মঘটের যে তরংগ সৃষ্টি করেছিল, তা শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ সংগ্রামের একটি নাটকীয় অধ্যায়।

এই ধরনের কার্যক্রম এতই ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, তার সংক্রামক সংগ্রামী মনোভাব থেকে কোনও বৃত্তিই মুক্ত ছিল বলে মনে হয় না। ১৮৩৬ সালের এপ্রিল মাসে "নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স" পত্রিকা জানায়, "নর-সুন্দরেরাও বৃত্তি ধর্মঘট করিয়াছে এবং এক্ষণে সম্পাদকদের পক্ষেও ধর্মঘট ছাড়া আর কিছুই করার নাই।" এই দশকের গোড়ার দিকে ফাটকাবাজি ও অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতি-সমন্বিত বিভ্রান্তিকর সমৃদ্ধির ফলে জীবন যাত্রার ব্যয় যত দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল অন্য কোনো শান্তির সময়ে তা কখনও হয় নি। ব্যাঙ্ক ঋণের সহজলভ্যতা এবং অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে নতুন কাগজী নোট ছাপানোর জন্য প্রতিটি জিনিষের মূল্যই বেড়ে যাচ্ছিল। "ইউনাইটেড্ স্টেট্স ব্যাঙ্কের" উপর প্রেসিডেন্ট জ্যাকসনের সফল আক্রমণের অব্যবহিত পরিণতিই ছিল এই অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি। নিউ ইয়র্কে ১৮৩৪ সালে ময়দার দাম ছিল বস্তা পিছু ৫ ডলার। ১৮৩৫ সালের এপ্রিল মাসে তা হয় ৮ ডলার এবং এক বছর পরে ১২ ডলার। অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের মূল্যও একইভাবে বেড়ে যায় এবং জামাকাপড় ও গৃহস্থালির জিনিষপত্রের

দাম অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে চলে। বাড়ী ভাড়া শতকরা পঁচিশ থেকে চল্লিশ ভাগ বেড়ে গিয়েছিল। সাধারণভাবে হিসাব করা হয়েছিল যে, ১৮৩৪ সাল থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে জীবনযাত্রার ব্যয় শতকরা ৬৬ ভাগ বেড়ে গিয়েছিল।

এই উর্ধ্বগতিতে মজুরি সব সময়ই পেছনে পড়ে ছিল। তার উপর ব্যয় সঙ্কোচ করবার জন্য মালিকরা নানা উপায় অবলম্বন করার ফলে শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান আরো বিপন্ন হল। বহু বৃত্তিতে শিক্ষানবিশি ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সে সময়ের ঠিকা কারিগরদের প্রাপ্য মজুরির চেয়ে কম মজুরিতে অল্পবয়স্ক অর্ধশিক্ষিত বালকদের নিযুক্ত করা হচ্ছিল। পুরুষ শ্রমিকদের স্থলে কম মজুরিতে স্ত্রীলোকদের কাজে লাগানো হচ্ছিল। নারীদের প্রধানতঃ পোষাক নির্মাণ, সীবনকার্য ও জুতো বাঁধাই-এর কাজে নিযুক্ত করা হলেও (সে সময়ের হিসাব থেকে জানতে পারা যায় যে, এ ধরনের কাজে নিযুক্ত ২০,০০০ নারীর মধ্যে ১২,০০০ সপ্তাহে ১ ডলার ২৫ সেন্টের বেশি উপার্জন করত না)। তারা মুদ্রাকর, চুরুটনির্মাতা ও অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। ১৮৩৬ সালে ফিলাডেলফিয়ার একটি সমিতির বিবরণ থেকে জানা যায় যে, "আটান্নটি সমিতির মধ্যে চব্বিশটিই নারী শ্রমিকদের দ্বারা গুরুতররূপে আক্রান্ত। ফলে সমস্ত পরিবারের দারিদ্র্য বাড়িতেছে এবং মালিক ভিন্ন অপর কাহারও লাভ হইতেছে না।" সর্বশেষ উপায় হিসাবে জেলখানার কয়েদীদেরও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। মিস্ত্রি ও কারিগররা তিক্ত অভিযোগ করতে শুরু করে দিল যে, জেলখানাগুলিতে ঠিকা দেবার এই নতুন ব্যবস্থায় কয়েদীদের লাভ কিছু হোক না হোক "যে সব কারিগর সৎ ও যাহাদের নিজেদের ও পরিবার প্রতিপালন করিতে হয় তাহারা যে দরে দিতে পারে, তাহা অপেক্ষা শতকরা ৪০ হইতে ৬০ ভাগ কম খরচে নানা জিনিস তৈরী হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে এমন কোনও শহরাঞ্চল ছিল না যেখানে নিজেদের যৌথ স্বার্থরক্ষার জন্য একজোট হতে শ্রমিকরা বাধ্য হয় নি। ফিলাডেলফিয়ায় চর্ম-শিল্পীরা নতুন করে সংগঠিত হয়েছিল। তাঁতিরা নতুন সমিতি গঠন করেছিল এবং অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে রাজমিস্ত্রি, জলেরকল মিস্ত্রি, কামার, চুরুটনির্মাতা, চিরুণী প্রস্তুতকারী ও জিননির্মাতারা শ্রমিক সংস্থার সভ্য হয়েছিল। নিউ ইয়র্কের পুরোনো সমিতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা হল। আগের মতই মুদ্রাকর, চর্মশিল্পী ও দর্জিরাই এগিয়ে এল সবচেয়ে প্রথম। পরে আসবাবনির্মাতা, টুপী

শিল্পী, ঝুড়িনির্মাতা, তালাশিল্পী, পিয়ানো ও রেশমী টুপী নির্মাতারা শ্রমিক সমিতি গঠন করল। বাল্টিমোরের সংগঠনে জুতোনির্মাতা, পাথরের মিস্ত্রি, পিপে প্রস্তুতকারী, গালিচা শিল্পী এবং ঘোড়ার গাড়ী তৈরীতে নিযুক্ত মিস্ত্রিরা ছিল। অ্যাটলান্টিক উপকূলের অন্য প্রতিটি শহরে এবং নিউ ইয়র্কের উত্তরাঞ্চল ও ওয়াশিংটন, পিটস্‌বার্গ, লুইস্‌ভিল এবং অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রে এই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল।

কারিগর ও মিস্ত্রিদের গতানুগতিক সংগঠন ছাড়া অন্যান্য শ্রমিকদের সংগঠনও এ সময়ে অন্তত: কিছুটা অগ্রসর হয়েছিল। এরই মধ্যে ম্যাসাচুসেট্‌স ও রোড আইল্যাণ্ডে বস্ত্রশিল্প দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিল। কানেকটিকাটের কারখানায় ছোট ও বড় আকারের ঘড়ি বানানো হচ্ছিল এবং পেন্‌সিলভ্যানিয়ার লোহা ঢালাইয়ের কাবখানায় বৃহদায়তন শিল্পের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছিল। এ সব প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মচারী ছাডাও শ্রমিকদের অন্যান্য নতুন গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল যন্ত্রবিদ ও ইঞ্জিনিয়াররা, মালবাহক, বাষ্পপোতের চালক ও তার সহকারী, ঘোড়ার গাড়ী চালক, পাকা রাস্তা ও খালের সেতুর দারোয়ান। এসব শ্রমিকেরা তখন পর্যন্ত ব্যাপকভাবে সংগঠিত না হলেও কাপড়ের কল এবং টিন ও লোহার পাত নির্মাণ ও অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের পথিকৃৎ সমিতিগুলি যথেষ্ট সমর্থন পেতে শুরু করল।

নারীদের শ্রমিক সমিতির মাধ্যমে তাদেরও শ্রমিক আন্দোলনেব মধ্যে টেনে আনা হল। বাল্টিমোরে একটি 'সংযুক্ত নাবী-সীবনশিল্পী সমিতি' ছিল। নিউ ইয়র্কে ছিল "মহিলা জুতো-বাঁধাই ও নাবী দপ্তরিদেব সমিতি" এবং 'নারী শ্রমিক সমিতিদের মহাসংঘ'। আর ফিলাডেলফিয়াতে 'নারী শ্রমিকদের উন্নয়ন সমিতি' দেখা দিয়েছিল। নিউ ইংল্যাণ্ডেব কাপড়ের কলগুলির নারী শ্রমিকদের প্রথম দিকের সংগঠনের দৃষ্টান্ত হিসাবে সেখানে ১৮৩৩ সালে "নারীদের কর্মসংস্থান সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য লিন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নারী সমিতি" এবং এক বছর পর "কারখানায় নিযুক্ত বালিকাদের সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।"

১৮৩০ সালের ফরাসী বিপ্লবের বিজয়োৎসব পালন করার জন্য নিউ ইয়র্কে যে সুদৃশ্য শোভাযাত্রা দেখা গিয়েছিল তার একটি বিবরণে নিউ ইয়র্কে অবস্থিত তৎকালীন শ্রমিক সমিতিগুলির সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। ট্যামানী হল সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করলেও, শ্রমিক সংস্থাগুলির প্রাধান্য এ ব্যাপারে খুবই স্পষ্টভাবে বোঝা গিয়েছিল। প্রায় ত্রিশ হাজার লোকের উৎফুল্ল সমাবেশের

সামনে দিয়ে তিন মাইল দীর্ঘ যে শোভাযাত্রাটি এগিয়ে গিয়েছিল তাতে শ্রমিক সমিতিদের প্রতিনিধিরাই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

'ওয়ার্কিং ম্যান্‌স অ্যাডভোকেট' পত্রিকায় বর্ণিত সুসজ্জিত দলগুলি সবাইকে চমৎকৃত করেছিল। মুদ্রাকররা নির্মাতা মেসার্স রাষ্ট্‌ এবং হো কোম্পানী থেকে দুটো ঝকঝকে ছাপার কল ("রুচিসম্মতভাবে রঞ্জিত ও অলঙ্কৃত") চেয়ে এনে চার ঘোড়ার দুটো গাড়ীতে সেগুলো চাপিয়ে দিয়েছিল। তাদের পেশার বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক পোষাক পরিহিত কসাইরা তেজী সাদা ঘোড়ায় চড়ে পাশে পাশেই যাচ্ছিল। তাদের একটা গাড়ীতে একটি ষাঁড়ের চামড়া এমনভাবে খড় দিয়ে ভরা হয়েছিল যেন মনে হচ্ছিল যে, ষাঁড়টা জীবন্ত। তার উপর আবার রঙবেরঙের ফিতে দিয়ে ওটাকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর একটা যানে একটা কসাইয়ের দোকান রাখা হয়েছিল এবং তাতে "জনসাধারণকে আমোদ দিবার জন্য মাংসের পিঠা প্রস্তুত করা হইতেছিল।"

শোভাযাত্রাটির জন্য চর্মশিল্পীরা প্রচুর বন্দোবস্ত করেছিল এবং তাদের একটি যানে দু'জন যুবতীকে এক মনে জুতো বাঁধাই-এর কাজে নিযুক্ত দেখা গেল। বাষ্পযন্ত্রের নির্মাতারা একটি নিখুঁত বাষ্পযন্ত্র ("নল দিয়া ধূম্র নির্গত হইল এবং চক্রগুলি জলে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল") প্রদর্শন করেছিল। আসবাবনির্মাতারা আসবাবপত্রের এত চমৎকার সব নমুনা নিয়ে এসেছিল যে, 'অ্যাডভোকেট' পত্রিকার সংবাদদাতা তা বর্ণনা করতেই অক্ষম হয়ে পড়লেন। ভাস্কর ও চিত্রকররা সোনার কাজ করা ফ্রেমে জেফারসন ও লাফাইয়েটের অপূর্ব চিত্রলিপি সঙ্গে নিয়েছিল। ছোট ছোট প্যাকেটে তামাক বিতরণ ক'রে তামাক শিল্পীরা সপ্রশংস জনতার হর্ষধ্বনির কারণ হয়েছিল। জিন ও ঘোড়ার অন্যান্য সাজনির্মাতারা নিজেদের সবচেয়ে ভালো শিল্পকার্যের নমুনাযুক্ত ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। দপ্তরিদের সজ্জিত যানে চারটি বলবান ঘোড়া একটা অতিকায় বই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল এবং কুর্সিনির্মাতারা রাস্তাতেই সুন্দরভাবে একটা "গ্রিসিয়ান পোষ্ট মেপল্‌ চেয়ার" তৈরী করে ফেলল।

চীৎকার ও হর্ষধ্বনি, উড্ডীয়মান নিশান, তিনরঙ্গা ফিতা (ফরাসী জাতীয় পতাকার অনুকরণে) এবং "তারকালাঞ্ছিত পতাকা" (যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা) সব মিশে গিয়ে এক মহান দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিল। দর্শকদের জন্য যে মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল তাতে জনতার একটা ক্ষুদ্র অংশকেই জায়গা দিতে পারা গিয়াছিল, এই মঞ্চে বয়োবৃদ্ধ প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মন্‌রোকে সবচেয়ে

সম্মানজনক আসন দেওয়া হয়। "আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা ভাব" তাঁকে ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য না করা পর্যন্ত তিনি সেখানে বসেছিলেন। জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল এবং 'মার্সেইএজ'-এর (ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত) সুরে গীত স্যামুয়েল উড্‌ওয়ার্থ নামে একজন মুদ্রাকরের রচিত একটি গাথা পার্ক থিয়েটারের অর্কেস্ট্রার সঙ্গে গাওয়া হয়েছিল। গানটি ছিল:

"আশীর্বাদধন্য নতুন নিয়তির জয়ধ্বনি ক'রে
একসাথে সবাই গেয়ে ওঠে।
আনন্দ কর, আনন্দ কর, সংবাদপত্রের
আধিপত্য শুরু হবে,
আর সমস্ত পৃথিবী স্বাধীন হবে।

সে রাত্রে বিভিন্ন সমিতি স্মারক ভোজসভার আয়োজন করেছিল। শহরের নয় নম্বর পল্লীর সমব্যথী প্রতিনিধিরা দেনাদারদের কারাগারের বাসিন্দাদের সান্ধ্যভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাত্রে 'ম্যাসনিক হলে' হাজার হাজার শ্রমিকের সমাবেশ হয়েছিল এবং "মানসিক ভোজ উপভোগের" ভূমিকা হিসাবে প্রচুর খানাপিনার পর ফরাসী বিপ্লবের সাফল্য এবং তাতে শ্রমিকদের ভূমিকা নিয়ে বহু সপ্রশংস ভাষণ দেওয়া হয়েছিল।

সে সন্ধ্যার প্রধান বক্তা তাঁর অলংকারময় ভাষণে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করলেন, "মিস্ত্রি আর মজদুর ভাইরা সব আগুয়ান হও। মানসিক স্বাতন্ত্র্য তোমাদের রহিয়াছে; তোমাদের গৌরবজনক এই অগ্রগমনে সাধারণতন্ত্রী শিক্ষা তোমাদের ধ্রুবতারা, একতা ও দৃঢ়তাই তোমাদের নোঙ্গর এবং সে দিন আগতপ্রায় যখন তোমাদের মহান সংগ্রাম সফল হইবে। তোমাদের বিজয়ে তোমাদের দেশ আদব-কায়দার বিষ ও দলাদলির জঘন্য কীট হইতে মুক্ত হইবে এবং তাহাদের স্থলে জন্ম লইবে খাঁটি সাধারণতন্ত্রবাদের বৃক্ষ; অধিকারে প্রকৃত সমতার সুস্বাদু ফল ফলিবে সেই বৃক্ষে। সেদিন মানুষের পেশা নহে, তাহার কর্মের ভিত্তিতে, তাহার পরিধেয় বস্ত্রের সূক্ষ্মতায় নহে, পরিশ্রমী নাগরিক হিসাবে সমাজের নিকট তাহার মূল্যের ভিত্তিতেই তাহার বিচার হইবে।"

বক্তৃতাটির পর স্বাস্থ্য কামনা করে মদ্যপান করা হয়—আনুষ্ঠানিকভাবে চোদ্দবার এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে একত্রিশবার স্বাস্থ্য কামনা করা হয়েছিল। সুখের বিষয় এই যে, মদ্যপানের "মাঝে মাঝে গান, গাথা ও আবৃত্তি" শোনা গিয়েছিল।

উৎসাহী অতিথিরা প্যারী মহানগরীর শ্রমিকদের নিউ ইয়র্কের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য কামনা ক'রে মদ্যপান করেছিল। তারা জেফারসন্ ও লাফাইয়েটের স্মৃতির প্রতি এবং বলিভার, প্রকৃত গণতন্ত্রবাদী, সর্বজনীন শিক্ষা, অবাধ খোঁজ খবর করার রীতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে মদ্যপান করেছিল এবং "আসল শ্রমিকদের" স্বাস্থ্য কামনা করে বলেছিল, "তাহারা যেন দক্ষিণে অথবা বামে না সরিয়া আসে"। "খাঁটি মানুষদের" স্বাস্থ্য কামনা করার সময় অতিথিরা বলেছিল, "তাহারা যেন ফ্যানী-রাইটবাদ, কৃষিবাদ বা অন্য কোনো "বাদের" ভয়ে ভীত না হয় এবং যেন প্রকৃত সাধারণতন্ত্রবাদে বিশ্বাস না হারায়।"

মদের বোতলগুলি হাতে হাতে ঘুরছিল এবং শ্রমিকদের হর্ষধ্বনির মাঝে পঁয়তাল্লিশ বার স্বাস্থ্য কামনা করা হয়েছিল। "ওয়ার্কিং ম্যান্স অ্যাডভোকেটের" বিবরণদাতা সবশেষে লিখলেন, "সন্ধ্যার কার্যাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রমিকদের পরমোল্লাস ও মতৈক্য এবং তাহাদের আপ্যায়ন ব্যবস্থায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পরদিবস প্রাতে তাহারা নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।"

শ্রমিক সমিতিগুলির দ্রুত উদ্ভব ও প্রসার স্বাভাবিকভাবেই তাদের সাধারণ লক্ষ্য অর্জন করতে নিজেদের মধ্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার আন্দোলনের জন্ম দেয়। এ ধরনের সহযোগিতার নজির ফিলাডেলফিয়ার 'মেকানিক্স ইউনিয়ন অব্ ট্রেড্ এসোসিয়েশন্স' আগেই স্থাপন করেছিল। কিন্তু আমরা দেখেছি এই সংঘটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিতে আসক্ত হয়ে পড়ে। শ্রমিকেরা "শ্রমজীবী সংঘ" অর্থাৎ স্থানীয় শ্রমিক সমিতিদের সম্মেলন স্থাপনের মাধ্যমে একযোগে আর্থিক কার্যক্রমের বুনিয়াদ স্থাপন করতে চেয়েছিল।[১] আধুনিক পরিভাষায় এ সব

[১] এই সময়ের শ্রমিক সংগঠনের পরিভাষা যে গোলমেলে, তা অস্বীকার করা যায় না। "শ্রমিক সমিতিগুলি" যে আধুনিক 'শ্রমিক সংস্থার" সমান ছিল তার আভাস দেওয়া হয়েছে। নতুন "শ্রমজীবী সংঘগুলি" বিভিন্ন সহরে এ. এফ্. অব্. এল এবং সি, আই, ও, প্রতিষ্ঠিত আজকের "কেন্দ্রীয় শ্রমিক পরিষদের" কাছাকাছি যায়। কিন্তু ঠিক এই সময়েই "শ্রমজীবী সংঘ" স্থানীয় সমিতিদের সম্মেলন হলেও "শ্রমিক সমিতিগুলি" "শ্রমিক সংস্থা" নামে অভিহিত হচ্ছিল।

আধুনিক অর্থে "সংস্থা" কথাটির ব্যবহারের একেবারে গোড়ার দিকের একটি উদাহরণ ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় পাওয়া যায়। পুস্তিকাটির নাম ছিল "ধর্মঘটী শ্রমিক ও অবিচলিত শ্রমিকের কথোপকথন।" সেখানে নীচের উল্লেখযোগ্য মন্তব্যটি পাওয়া যায়, "তোমাদের সংস্থার বিরুদ্ধে আমার আপত্তি এই যে তোমরা যে বাধ্যবাধকতা নিজেরা সহ্য করিবে না সেই একই বাধ্যবাধকতা অপরের উপর প্রয়োগ করিতে চাও।"

"শ্রমজীবী সংঘকে" কেন্দ্রীয় শ্রমিক পরিষদ বলা যেতে পারে। এই সব নতুন সংঘের একটির সংবিধানের ভাষায়, শ্রমিক সংঘ, 'মিস্ত্রি ও শ্রমিকদের সমিতি ও পরিষদ-সমূহের দ্বারা গঠিত সম্মেলন। তাহাদের বিরুদ্ধে যে সকল শক্তি একত্র হইয়াছে, একাকী তাহাদের সহিত সংগ্রাম করা সম্ভব নহে, আবিষ্কার করিয়া এই সকল সমিতি যৌথ আত্মরক্ষার জন্য এইভাবে সংযুক্ত হইল।"

এ ধরনের কেন্দ্রীয় শ্রমিক পরিষদের মধ্যে নিউ ইয়র্কের "সাধারণ শ্রমজীবী সংঘই" ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ফিলাডেল্‌ফিয়া, বস্টন, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, সিনসিনাটি, পিট্‌সবার্গ, লুইসভিল এবং অন্যান্য শিল্পনগরে অনুরূপ সংগঠন দেখা গেল। ১৮৩৬ সাল নাগাদ তাদের সংখ্যা হল তের। নিউ ইয়র্কের পরিষদে বাহান্নটি, ফিলাডেলফিয়ায় তিপান্নটি, বাল্টিমোরে তেইশ, বস্টনের পরিষদে ষোলটি সংযুক্ত সমিতি ছিল।

১৮৩৪ সালে এই কর্মসূচীর সর্বশেষ সংযোগসাধক পদক্ষেপের সঙ্গে সমস্ত বৃত্তি নিয়ে একটা ব্যাপক জাতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হল। নিউ ইয়র্ক, ব্রুকলিন্, বস্টন, ফিলাডেলফিয়া, পাউকিপসি ও নিউ ইয়র্কের স্থানীয় সমিতিগুলির প্রতিনিধিরা নিউ ইয়র্কে মিলিত হয়ে "জাতীয় শ্রমজীবী সংঘ" (ন্যাশনাল ট্রেডস ইউনিয়ন) স্থাপিত করলেন। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক শ্রেণীর কল্যাণের সম্প্রসারণ, দেশের সর্বত্র শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠার উৎসাহদান এবং মিস্ত্রি ও কারিগরদের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রকাশ। শ্রমিকদের দলের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে সংঘেব নেতারা দৃঢ়সঙ্কল্প হলেন যে, এই নতুন সংগঠন রাজ-নৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়বে না। ম্যাসাচুসেট্‌সের একজন শ্রমিকনেতা বলেন, শ্রমিকেরা "কোনো দলেরই অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহারা জ্যাক্‌সনবাদ বা ক্লে-বাদ, অথবা ভ্যান্-বুরেনবাদ বা ওয়েব্‌স্টারবাদের শিষ্য নহে—বস্তুতঃ শ্রমিকবাদ ভিন্ন অন্য কোনো মতবাদে তাহাদের শ্রদ্ধা নাই।"

এ সময়ে শ্রমিকদের জাতীয় সংগঠন প্রকৃত অর্থে সফল হয় নি। গৃহযুদ্ধের পর দেশব্যাপী ব্যবসাবাণিজ্য ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু এ ধরনের মহাসংঘ গঠনের প্রচেষ্টা চতুর্থ দশকের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষমতা ও জীবনীশক্তি সপ্রমাণ করে। স্থানীয় সমিতি, শহরের শ্রমিক পরিষদ ও জাতীয় শ্রমিক সংঘের উৎসাহে, দেশে সব মিলিয়ে ৩০০,০০০ শ্রমিক বিভিন্ন সংস্থার সদস্য হয়েছিল। তুলনা করলে বলা চলে পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে আর কোনো দিন শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের সংখ্যা এত অধিক হতে

পারে নি। বলা হয় যে, এ সময় নিউ ইয়র্কের শ্রমিকদের দুই-তৃতীয়াংশ ঐ শহরের পঞ্চাশটিরও বেশি শ্রমিক সংস্থার কোনো না কোনোটির সদস্য ছিল।

যা তারা তাদের ন্যায্য অধিকার বলে মনে করত, তা মেটাতে মালিকরা অস্বীকার করলে শ্রমিক সংস্থার সদস্যগণ অধিকতর সক্রিয়ভাবে আত্মসংরক্ষণের জন্য ধর্মঘটের ভয় দেখাতে বা সত্যিই ধর্মঘট করতে দ্বিধা করত না। মালিকরা মজুরি হ্রাস করতে অথবা অশিক্ষিত শ্রমিকদের কম বেতনে নিয়োগ করতে চাইলে, প্রায় সব শহরের সব বৃত্তিতেই ধর্মঘট হ'ত। মুদ্রাকব ও তাঁতি, দর্জি ও গাডীনির্মাতা, রাজমিস্ত্রি ও দপ্তরি সকলেই কারখানা থেকে বেরিয়ে যেত। নিউ ইয়র্কের ছুতোবদের মজুরি ছিল দৈনিক দেড ডলাব। দৈনিক মজুরি ১ ডলার ৭৫ সেণ্ট করবার জন্য তারা ধর্মঘট করে এবং তাতে সফল হয়ে অবিলম্বে ২ ডলার মজুরির জন্য আবার ধর্মঘট করে।

নিউ ইংল্যাণ্ডের কাপড কলের কর্মী-মেয়েরা আবার ধর্মঘট করল। "বস্টন ট্রান্সক্রিপ্ট" পত্রিকা খবর দিল, "নেত্রীদের একজন একটি জলের কলে চডিয়া বসে এবং নারীদের অধিকার এবং 'বডমানুষ অভিজাতদের' বিষয়ে জ্বালাময়ী ভাষণ দেয়। বক্তৃতাটি শ্রোতাদের উপর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তাব করিতে পারিয়াছিল এবং তাহারা মবিয়া গেলেও নিজেদের পথভ্রষ্ট হইবে না বলিযা সঙ্কল্প করিল।" আদি শ্রমিক সমিতিসমূহ দ্বারা প্ররোচিত প্রথম ধর্মঘটগুলিব মত এ সব "কাজ বন্ধও" প্রায় সর্বক্ষেত্রেই শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু ধর্মঘট এত ঘন ঘন ঘটতে লাগল যে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তাতে ক্রমেই আতঙ্কিত হয়ে উঠল। সেকালের সংবাদপত্রে ১৮৩৩ সাল থেকে ১৮৩৭ সালের মধ্যে ১৬৮টি ধর্মঘটের খবর পাওয়া যায়।

পরবর্তী কালের মত এ সময়েও মালিকেরা এ সব গোলমালের সঙ্গে শ্রমিক সম্প্রদায়ের ন্যায্য কোনো অভিযোগ জড়িত নেই বলে প্রচার করত। তাদের মতে গোলমালের জন্য উগ্র ও হিংসাত্মক বিক্ষোভ প্রদর্শন করাই দায়ী ছিল এবং সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হত যে, এরা সবাই বিদেশী। নিউ ইয়র্কের একজন রক্ষণশীল নাগরিক এবং ভূতপূর্ব মেয়র ফিলিপ হোন্ তাঁর রোজ নাম্‌চায় লেখেন, "আমি অনুভব করিতেছি যে, বিশৃঙ্খলার পক্ষে নানা শক্তি কাজ শুরু করিয়া দিয়াছে। শ্রমিক সংঘের ক্ষতিকর সমিতি এবং অসন্তুষ্ট মানুষদের অন্যান্য দল দ্বারা প্ররোচিত হইয়া আইরিশ ও অন্যান্য বিদেশীরা ক্ষমতা ও গুরুত্ব অর্জন করিতেছে। শীঘ্রই তাহাদের দমন করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিবে।" শ্রমিকদের অভিযোগ যাই হোক না কেন (হোন্ নিজেই জীবনযাত্রার ব্যয়ে প্রচণ্ড বৃদ্ধির

কথা লিখে গেছেন), এবং যত শান্তিপূর্ণ হোক না কেন তাঁর মতে প্রত্যেক ধর্মঘটই একটা "বেআইনী ব্যাপার"।

সমস্ত পূর্বাঞ্চলে 'দশ-ঘণ্টা দিনের' জন্য শ্রমিকদের দাবি এই উত্তেজনাপূর্ণ সময়েই একযোগে অনুষ্ঠিত অনেকগুলি ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে চরমে উঠেছিল। কাজের সময় হ্রাসের জন্য আগেও আন্দোলন হয়েছিল। এই আন্দোলনের পটভূমিকায়ই ১৮২৭ সালে ফিলাডেলফিয়ার "মেকানিক্স ইউনিয়ন অব্ ট্রেড্ এসোসিয়েশন্স এবং দু' বছর পরে নিউ ইয়র্কে শ্রমিকদের দল গঠিত হয়। কিন্তু এই সময়ে শ্রমজীবীরা তাদের দাবি মানতে মালিকদের বাধ্য করার জন্য নিজেদের সবচেয়ে জোরালো অস্ত্র প্রয়োগে প্রস্তুত হয়েছিল।

ফিলাডেলফিয়ার ঠিকা ছুতোরদের একটি প্রস্তাবে বলা হয়, "মনের প্রসার এবং আত্ম-উন্নতির জন্য প্রত্যহ যথেষ্ট সময় দেওয়ার ঈশ্বর-প্রদত্ত ন্যায্য অধিকার প্রত্যেক মানুষের রহিয়াছে। অতএব, আমরা স্থির করিলাম যে, দশ ঘণ্টার উদ্যমপূর্ণ শ্রম একদিনের পক্ষে যথেষ্ট।"

নিউ ইংল্যাণ্ডের শ্রমজীবীরাও একই সুরে কাজের সময় কমাবার দাবি জানিয়েছিল এবং বিস্ময়ের কথা এই যে, "বস্টন ট্রান্সক্রিপ্টের" মত রক্ষণশীল কাগজও এই দাবি সমর্থন করে, কাগজটি লিখেছিল, "গ্রীষ্মের দীর্ঘদিনে দশ কি বার ঘণ্টা পরিশ্রমের পর মিস্ত্রিদের ছুটি দিয়া দিলে তাহারা তাহাদের শিশুদের শিক্ষাদান অথবা নিজেদের মানসিক উন্নয়নে কয়েকটি ঘণ্টা কাটাইবার পক্ষে উপযুক্ত সময়ে ও আবশ্যক শারীরিক শক্তি লইয়া নিজেদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে।"

কার্যকাল হ্রাসের জন্য শ্রমিকদের দীর্ঘ সংগ্রামের অন্য সময়ে তাদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের উপর অতিরিক্ত এবং সুকঠিন পরিশ্রমের কুফল অথবা বেকারত্বের আশঙ্কা দূর করার জন্য বেশি লোকের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে নিজেদের শিক্ষিত করার জন্য অবসরের উপর যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, তা শুধু তাদের পক্ষ সমর্থন করবার উদ্দেশ্যে একটা সামান্য যুক্তিমাত্র ছিল না। নতুন ভোটাধিকারপ্রাপ্ত শ্রমিক শ্রেণীদের নাগরিক হিসাবে নিজেদের দায়িত্ব পালনের পক্ষে এ ধরনের শিক্ষা অত্যাবশ্যক বলে মনে করা হত। শ্রমিকেরা যে নিজেদের এবং তাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার ব্যাপারে গভীরভাবে উৎসাহী ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বছরগুলিতে জনপ্রিয় সান্ধ্য বক্তৃতাসভায় শ্রমজীবী শ্রোতাদের ভিড়, জনসাধারণের চাঁদার উপর নির্ভরশীল গ্রন্থাগারের ক্রমবর্ধমান প্রচলন এবং ক্রমাগত

অবৈতনিক সরকারী বিদ্যালয় ব্যবস্থা দাবি ইত্যাদি সবই, একমাত্র শিক্ষাই সার্থক গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম এই আদর্শবাদী বিশ্বাসজাত একটা গভীর উদ্বেগের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়।

১৮৮৫ সালে বস্টনে ধর্মঘটী শ্রমজীবীদের একটি ইস্তাহারে লেখা ছিল, "দীর্ঘকাল ধরিয়া বিরক্তিকর, নিষ্ঠুর, অন্যায় ও স্বৈরাচারমূলক ব্যবস্থা আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহার ফলে কর্মরত মিস্ত্রিরা শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। আমাদের অধিকার এবং মার্কিন নাগরিক ও সমাজের সদস্য হিসাবে আমাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য দিনে দশ ঘণ্টার অধিক কাজ দিতে আমাদের নিষেধ করে।"

মালিকরা অবশ্য এ সব যুক্তি দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয় নি। একটি সংবাদপত্র ঘোষণা করল যে, 'দশ-ঘণ্টা দিনের' প্রস্তাব "কার্যকাল হুকুমের দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া অধ্যবসায় ও নৈতিক উৎকর্ষ দুইয়ের উপরই আঘাত হানে। প্রভাত ও সন্ধ্যার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়ে কয়েক ঘণ্টা অলস থাকিলে তাহা নিশ্চয়ই অতিরিক্ত মদ্যপান ও সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে।" "বস্টন কুরিয়ার" কাগজে প্রকাশিত একদল বণিক ও জাহাজ মালিকদের একটি বিবৃতি কার্যকাল কমিয়ে ফেললে সম্প্রদায়ের যে গুরুতর ক্ষতি হবে তার উপর জোর দেয় এবং "আলস্যের প্রশ্রয় হইতে সম্ভূত সম্ভাব্য অভ্যাসাদির" নিন্দা করে। কাজের সময় কমিয়ে দিলে ব্যবসায়ের মুনাফা কমে যাবে, সত্যিকারের এই আপত্তি ভেতরে ভেতরে হয়তো অনেকটা কাজ করেছিল। কিন্তু সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করার গতানুগতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনে রক্ষণশীল ব্যক্তিদের আপত্তির প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, অবসরের ফলে শ্রমিকদের নীতিবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং অতিরিক্ত মদ্যপানে আসক্তি দেখা দেবে। এই মনোভাব ঔপনিবেশিক নিউ ইংল্যাণ্ডের মালিকরা আগেই প্রকাশ করেছিল।

সংগঠিত শ্রমজীবীরা কিন্তু একটির পর একটি, শহরে এ সব যুক্তি মেনে নিতে অস্বীকার করল এবং তাদের দাবিতে অটল হয়ে রইল। সর্বত্রই তারা ভোর ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত কাজের সময় নির্দিষ্ট করতে চেয়েছিল। অবশ্য প্রাতরাশের জন্য এক ঘণ্টা ও সান্ধ্যভোজের জন্য আর এক ঘণ্টা বিশ্রাম এ সময়ের অন্তর্গত থাকবে। ১৮৩৩ সালে বাল্টিমোরে সতেরটি বৃত্তির সদস্যগণ এই সংস্কারের জন্য একজোট হয়ে ধর্মঘট করেছিল। দু'বছর পরে রাজমিস্ত্রি, পাথরমিস্ত্রি ও গৃহনির্মাণশিল্পে নিযুক্ত অন্যান্য শ্রমিকদের সমর্থনে বস্টনের ছুতোররা অনুরূপ

দাবিতে কাজ বন্ধ করল। এই দু'টি আন্দোলনই ব্যর্থ হয়েছিল। পক্ষান্তরে, ফিলাডেলফিয়ায় আরো বেশি শ্রমিক নিয়ে সংগঠিত এবং জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট একটি ধর্মঘট ১৮৩৫ সালে বিরাট সাফল্যলাভ করেছিল। এই সাফল্যের ব্যাপক প্রতিধ্বনিও শোনা গিয়েছিল।

কয়লাবাহক ও অন্যান্য সাধারণ মজুররা এই ধর্মঘট শুরু করলেও অবিলম্বে চর্মশিল্পী, তাঁতি, চুরুটনির্মাতা, ঘোড়ার সাজনির্মাতা, মুদ্রাকর এবং গৃহনির্মাণশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। বস্টনের শ্রমিকদের অভিজ্ঞতাসমন্বিত একটি ইস্তাহার ফিলাডেলফিয়ার শ্রমিকদের একতাবদ্ধ হতে উত্তেজিত করেছিল এবং পরাজয় না মানতে তাদের সঙ্কল্প আরো শক্তিশালী করে তুলেছিল। সকল পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকরাই একটি জনপ্রিয় শোভাযাত্রা সংগঠিত করেছিল, ঢাক ঢোল এবং "ছ'টার থেকে ছ'টা" লেখা পতাকা নিয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছিল।

তাদের নেতা জন ফেরাল ছিলেন একজন তাঁতি ও শ্রমিকদের উত্তেজিত করতে বিশেষ পটু। তিনি লিখে গেছেন, "আমরা সরকারী কারখানাগুলিতে প্রবেশ করিলাম এবং শ্রমিকগণ আমাদের সহিত যোগদিল…। কাজ বন্ধ হইয়া গেল, ব্যবসায় নিশ্চল হইয়া পড়িল। সকলেই হাতের আস্তিন গুটাইয়া ফেলিল, কাজের সময়ের পোষাক পরিধান করিল এবং যন্ত্রপাতি হাতে তুলিয়া লইল। আক্রমণকারী শত্রুর কামান আমাদের জন্মভূমিতে আসিয়া অগ্নিবর্ষন করিতে থাকিলেও ফিলাডেলফিয়ার স্বাধীন মানুষ সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা বেশী উৎসাহ দেখাইতে পারিত না। রক্ত শোষক অভিজাত লোকগুলিই কেবল আতঙ্কে হতভম্ব হইয়া গেল, ভয়ে কম্পমান হইয়া তাহারা মনে করিতে লাগিল বুঝি বা তাহাদের শাস্তির দিন আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের শত্রুরা যে সব অন্যায় অত্যাচার করিয়াছিল সে জন্য জনসাধারণ প্রতিহিংসাও দাবি করিল না বা তাহাদের কোনও শাস্তিও দিল না।"

শহরের সাধারণ পরিষদই সর্বপ্রথম এই দাবি মেনে নিল এবং সকল সরকারী কর্মচারীদের কাজের সময়ই দিনে ১০ ঘণ্টা নির্দিষ্ট করা হল। সর্দার ছুতোর ও সর্দার চর্মশিল্পীরা সাধারণ পরিষদের অনুসরণ করল এবং অন্যান্য মালিকরা তা মেনে নেওয়ায় সমস্ত শহরে দিনে দশ ঘণ্টা কাজ চালু হয়ে গেল। ফেরাল লিখে গেছেন, "ফিলাডেল্‌ফিয়ার মিস্ত্রিরা দৃঢ়তার সাথে তাহাদের দাবি জানাইল। তাহারা ঐক্যবদ্ধ ছিল বলিয়া এবং দৃঢ়ভাবে তাহাদের কাজ করিয়াছিল বলিয়াই

তাহারা বিজয়ী হইল। যে সব সংবাদপত্র জনমতের প্রগতি ব্যাহত করিতে পারে নাই অথবা কাম্য আদর্শ হইতে, অর্থাৎ দিনে দশ ঘণ্টা কাজের লক্ষ্য হইতে, উহাকে বিচ্যুত করিতে পারে নাই, তাহারাই এখন আমাদের রক্তপাতহীন বিপ্লবের বিজয় ঘোষণা করিতেছে।"

আন্দোলনটি দেশের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ল এবং অনেক জায়গায়ই সমানভাবে সফল হল। অল্পদিনের মধ্যেই আবার সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজের বদলে কারিগর ও মিস্ত্রিদের ক্ষেত্রে দিনে দশ ঘণ্টা কাজের নিয়ম চালু হল। নিউ ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পে যে সব কল স্থাপিত হচ্ছিল সে সব জায়গায় এবং আরো অনেক দ্রব্যনির্মাণ-শিল্পে বহুদিন পর্যন্ত শ্রমিকদের কার্যকাল বার ঘণ্টা ও তার চেয়েও বেশী রয়ে গেল। কোন কোন বৃত্তিতে চতুর্থ দশকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি পরে হারাতে হয়েছিল। কিন্তু ফিলাডেলফিয়ার ও অন্যান্য শহরের ধর্মঘটে একজোট হয়ে কাজ করায় শ্রমিকরা বাস্তবিকই এবার সত্যিকারের জয়লাভ করেছিল। উপরন্তু সকল সরকারী কল কারখানায় 'দশ ঘণ্টা দিন' প্রচলিত করতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকেও অবিলম্বে রাজী হতে হল, এ বিষয়ে কংগ্রেসের কাছে প্রায়ই যে সমস্ত স্মারকলিপি পাঠান হত সেগুলি বিবেচনা করতে এতদিন কংগ্রেস অস্বীকার করে আসছিল। কিন্তু ধর্মঘটী জাহাজী মিস্ত্রিরা ১৮৩৬ সালে প্রেসিডেণ্ট জ্যাকসনের কাছে সরাসরি আবেদন করায় ফিলাডেলফিয়ায় অবস্থিত নৌবহরের কারখানায় এই বন্দোবস্ত চালু হয়ে গেল। চার বছর পর শ্রমিকদের কাছে তাদের রাজনৈতিক সমর্থনের জন্য ঋণ প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করে নিয়ে ভ্যানবুরেন একটি শাশন বিভাগীয় হুকুমনামার মাধ্যমে সকল সরকারী প্রকল্পেই দিনে দশ ঘণ্টা কাজের নিয়ম বহাল করলেন।

যতদিন সম্ভব মালিকেরা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও কার্যকাল হ্রাসের দাবির বিরোধিতা করেছিল। অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে তারা কর্মচারীদের দরকষাকষি করার ক্ষমতা দুর্বল করতে প্রয়াস পেতে লাগল। কিন্তু দক্ষ কারিগর ও মিস্ত্রিদের বেলায় তারা ক্রমেই নিজেদের মতলব বজায় রাখা কষ্টসাধ্য বোধ করতে লাগল। বৃত্তিভিত্তিক সংস্থাগুলি "সীমাবদ্ধ কারখানার" নীতি মেনে নিতে বাধ্য করে তাদের মালিকদের ক্ষমতা কমিয়ে ফেলল। কোনো ঠিকা কারিগর শ্রমিক সংস্থার সদস্য না হলে, তাকে প্রকাশ্যভাবে "অসাধু" বলে ঘোষণা করে এবং যে সব প্রতিষ্ঠানে "অসাধু লোকদের" নিয়োগ করা হয় তাদের "নোংরা" বলে অভিহিত করে শ্রমিক সংস্থাগুলি

বহুলাংশে শ্রমের বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হল। সব জায়গায়ই যে এ রকম হয়েছিল তা নিশ্চয়ই সত্যি নয়। কিন্তু সে সময়ের দলিলপত্র থেকে জানতে পারা যায় যে, দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে এমন সব পেশায় সংগঠিত শ্রমিকেরা অপ্রত্যাশিত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে একযোগে শ্রমিকদের "যে কোনো প্রকার ক্ষতিকর ভোটের" বিরোধিতা করবার উদ্দেশ্যে মালিকরাও ক্রমেই আত্মরক্ষামূলক যৌথ সমিতির সাহায্য নিতে লাগল। নিউ ইয়র্কে একদল নিয়োগকর্তা, চর্মনির্মাতা ও চর্মব্যবসায়ী 'সাধারণ শ্রমজীবী সংঘের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং নিজেদের মধ্যে চুক্তি করল যে, তারা "উক্ত সংঘ অথবা শ্রমিকদের মজুরি ও কার্যের সময় স্থির করা যাহাদের উদ্দেশ্য এমন কোনো সমিতির সদস্য বলিয়া পরিচিত কাহাকেও কাজ দিবে না।" ফিলাডেলফিয়ার সর্দার ছুতোররা একটি শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী সমিতি গঠনে এগিয়ে এল। কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ঘোষণা করা হল যে, শ্রমিক সংঘগুলি স্বেচ্ছাচারী, অন্যায় ও ক্ষতিকর এবং মালিকদের ঠিকা মজুরদের অবস্থায় নামিয়ে আনার পক্ষে একটি শক্তিশালী অস্ত্র। যুক্তি দেখান হল যে, মালিকদের শ্রমজীবীদের সমিতির হস্তক্ষেপ ব্যতীতই নিজেদের ইচ্ছামত তাদের কর্মচারীদের সঙ্গে যে কোনো রকমের চুক্তি করার চূড়ান্ত অধিকার রয়েছে।

শ্রমিক সমিতিগুলির সঙ্গে মালিকদের সমিতিগুলি এঁটে উঠতে না পারায় আবার আদালতের সাহায্য নেওয়া হতে লাগল। ব্যবসা-বাণিজ্যের বাধাদায়ক ষড়যন্ত্র বলে শ্রমিক সংঘগুলি ভেঙ্গে দেবার প্রবল চেষ্টা নতুন করে করা হতে লাগল এবং শতাব্দীর গোড়ার দিকের বছরগুলির মতই মালিকরা আদালতের রক্ষণশীল বিচারকদের মধ্য থেকে বহু সমর্থক পেল। শ্রমিক সমিতিদের প্রতি আদালতের বিরোধিতামূলক মনোভাব যে বদলায় নি, এ সময়ে তার প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেল-১৮৩৫ সালে নিউ ইয়র্ক সুপ্রীম কোর্টে নির্ধারিত "জনগণ বনাম ফিসার" মামলাটিতে। নিউ ইয়র্কের জেনেভা নামক স্থানের একদল ঠিকা চর্মশিল্পী মজুরি বৃদ্ধির চক্রান্ত করে বাদীদের মতে তখনকার আইন অনুসারে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কাজ ও অসদাচরণ কবার জন্য অভিযুক্ত হয়। ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি মালিকদের পক্ষে রায় দেন। শ্রমের মূল্য আপনা থেকে নির্ধারিত হলেই সমাজের স্বার্থ সবচেয়ে বেশি রক্ষিত হবে—এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তিনি ঘোষণা করলেন যে, চর্মশিল্পীরা মজুরি বাড়াবার

জন্য একজোট হয়ে জনসাধারণের ক্ষতি করছিল, কারণ "এই প্রকার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চক্রান্ত সাধারণ আইনের মূল নীতির বিরোধী।" "প্রতিযোগিতাই বাণিজ্যের প্রাণ" এই কথা বলে রায় শেষ করা হয়েছিল। "বিবাদী পক্ষ এক ডলার অপেক্ষা কম মজুরিতে একজোড়া সাধারণ বুটজুতা প্রস্তুত করিতে না পারিলে তাহারা কাজ লইতে অসম্মত হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপেক্ষাকৃত কম মজুরির পরিবর্তে ঐ কাজ করিতে অপরকে তাহারা বাধা দিতে পারে না।...বিবাদীপক্ষের হস্তক্ষেপ আইনবিরুদ্ধ হইয়াছিল; শুধু ব্যক্তিগত নির্যাতনই নহে, জনসাধারণের অসুবিধা সৃষ্টি ও তাহাদের দায়গ্রস্ত করার দিকেও ঝোঁক দেখা গিয়াছিল।"

এই সিদ্ধান্তের ফলে অন্যান্য মালিকরা ধর্মঘটে রত না হলেও শ্রমিক সমিতি-গুলিকে দমন করার ব্যাপারে উৎসাহিত হয়েছিল। আদালত ঘোরতর শ্রমিক-বিরোধী নীতি চালিয়ে যেতে থাকলে শ্রমিক সম্প্রদায় ও তাদের সমব্যথীরা প্রবল প্রতিবাদ করে উঠেছিল। ১৮৩৬ সালে নিউ ইয়র্কে নতুন একটি মামলার ভারপ্রাপ্ত বিচারক, জুরির সভ্যদের ঠিকা দর্জিদের একটি সমিতিকে বাণিজ্যের বাধাদায়ক চক্রান্তের জন্য অপরাধী বলে ঘোষণা করতে নির্দেশ দিলে ব্যাপারটি চরমে পৌঁছোয়।

'নিউ ইয়র্ক ইভনিং পোস্ট' পত্রিকায় দর্জিদের প্রবল সমর্থন জানিয়ে উইলিয়াম কালেন্ ব্রায়ান্ট লিখলেন "তাহাদের যে মজুরি দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহার বিনিময়ে কাজ না করিবার জন্য তাহারা দণ্ডিত হইল। ইহা অপেক্ষা ঘৃণ্য কোনো কিছু কী চিন্তা করা যায়......। ইহা ক্রীতদাসত্ব না হইলে আমরা ক্রীতদাসত্বের সংজ্ঞাই ভুলিয়া গিয়াছি। স্বাধীন মানুষের সুযোগসুবিধা হইতে শ্রমবিক্রয়ের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার সরাইয়া লইলে তাহাকে মালিকের দাসে পরিণত করা হইবে অথবা ভূমির সহিত স্থায়ীভাবে জুড়িয়া দেওয়া হইবে।"

নিউ ইয়র্কের অপমানিত শ্রমিক নেতারা সমস্ত সহরে একটি কফিনের চিত্র-সমন্বিত ইস্তাহার ছড়িয়ে অভিযুক্ত দর্জিদের দণ্ডদানের দিন প্রত্যেক শ্রমিককে আদালতে উপস্থিত হতে ডাক দিয়েছিল।

ইস্তাহারগুলিতে লেখা ছিল, "অভিজাততন্ত্রের নারকীয় ক্ষুধা মিটাইবার জন্য, সোমবার ১৮৩৬ সালের ৬ই জুন, এই সব স্বাধীন নাগরিকদের দণ্ড লইতে হইবে। সোমবার শ্রমজীবীদের স্বাধীনতা কবরস্থ করা হইবে। প্রত্যেক স্বাধীন মানুষ, প্রত্যেক শ্রমজীবী সেখানে যাইয়া সাম্যের কফিনে মৃত্তিকা ফেলিবার করুণ শব্দ

শ্রবণ কর। আদালত কক্ষ, নগর সভাকক্ষ, এমন কি সমগ্র উদ্যান যেন শোক প্রকাশের জন্য সমবেত মানুষে ভরিয়া যায়। অবশ্য জনতার সমাবেশ আশানুরূপ হয় নি এবং তারা সম্পূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল, কিন্তু দর্জিরা যথানিয়মে দণ্ডিত হবার এক সপ্তাহ পরে আর একটি বিপুল জনসমাবেশ দেখা গিয়েছিল। এই সমাবেশে প্রায় ২৭,০০০ লোক উপস্থিত ছিল এবং সেখানে নাটকীয়ভাবে অপরাধী বিচারকেব প্রতিমূর্তি পোড়ানো হয়েছিল।

এ সমস্ত বিচারের প্রতিক্রিয়া এতই প্রবল হয়েছিল যে, জুরিরা তাতে কিছুটা প্রভাবিত না হয়ে পারেন নি এবং সেই গ্রীষ্মেই অপর দু'টি চক্রান্ত-মামলায় শ্রমিকদের নিরপরাধ ঘোষণা করে রায় দেওয়া হয়। অবশেষে ১৮৪২ সালে ম্যাসাচুসেট্স সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ "কমনওয়েলথ বনাম হাণ্ট" মামলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দেওয়ার ফলে, শ্রমিক সংস্থার বৈধতা দৃঢ় বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হল।

মামলাটিতে বস্টনের "ঠিকা জুতানির্মাতাদের সমিতি" অভিযুক্ত হয়েছিল। এই সমিতির সদস্যরা তাদের সংগঠনের সদস্য নয় এমন কোনো শ্রমিক নিযুক্ত করলে সেই মালিকের কাছে কাজ করবে না বলে ঠিক করেছিল। প্রধান বিচারপতি শ রায় দিলেন যে, সমিতিব সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে একই পেশায় নিযুক্ত সকল ব্যক্তিকে সদস্য হতে রাজী করানো এবং এ কাজ বেআইনী বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। যে সব মালিক সমিতির সদস্যদের বাইরে থেকে ঠিকা শ্রমিক নিযুক্ত করছিল, তাদের কাছে কাজ করতে অস্বীকার করে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় জুতোনির্মাতারা যে কোনো অপবাধ করছিল তাও তাঁর মনে হয় নি। তিনি তুলনীয় উদাহবণ হিসাবে একটি সম্ভাব্য সমিতির উল্লেখ করলেন, যার সদস্যরা মদ্যপানে মিতাচার সুনিশ্চিত করার প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যে কড়া মদের ব্যবহারক নিয়োগকর্তাদের অধীনে কাজ নিতে অস্বীকার করবে। অন্য-ভাবে বলতে গেলে আইনসম্মত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একজোট হয়ে কাজ করতে রাজী হওয়ার অর্থ সব জায়গায়ই অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া নয়। "এই প্রকার সমিতির বৈধতা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অবলম্বিত পন্থার উপর নির্ভর করিবে", এ কথা বলে রায়টি সমাপ্ত করা হয়েছিল।

এই সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের পক্ষে সম্পূর্ণ জয়লাভ বলে মনে করা যায় না। কারণ এতেও তাদের উদ্দেশ্যসাধনে যে সব উপায় অবলম্বিত হচ্ছে, সেগুলি যে প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈধ, শ্রমিক সমিতিদের তা প্রমাণ করার দায়িত্ব ছিল। বস্তুতঃ, এই রায়ে

ঐ ধরনের অভিযোগের প্রয়োগে কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ মাত্র করা হয়েছিল। কিন্তু তা'হলেও শ্রমিক সংগঠন ও 'সীমাবদ্ধ কারখানা' নীতি উভয়ই ফলে যথেষ্ট সমর্থন লাভ করেছিল। আরো বহুদিন পর শ্রমিকদের নতুন করে আর একবার আইনের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হয়েছিল। জোটবিরোধী আইনে আবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এবং ধর্মঘট ও বয়কটের উপর খেয়ালখুসি মত আদালতের বাধানিষেধ আরোপ করার সময়ই এই পরিস্থিতি নতুন করে দেখা দিয়েছিল।

'দশ-ঘণ্টা' আন্দোলনে, ষড়যন্ত্র আইনগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে এবং বিভিন্ন ধর্মঘটে চতুর্থ দশকের শ্রমজীবীরা তাদের সাধারণ শ্রমিক সংঘগুলির সম্পূর্ণ সক্রিয় সমর্থন লাভ করতে পেরেছিল। স্থানীয় সমিতিদের দাবি সমর্থনে এবং তারা ধর্মঘট ঘোষণা করলে শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য করতে এ সব সংঘ নিজ নিজ সাধ্যমত সহাযতা করতে প্রস্তুত ছিল। নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া বা বস্টন, যেখানেই সাধারণ শ্রমিক সংঘ গঠিত হোক না কেন, এই নেতৃত্বের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা দেখা গেল। কেন্দ্রীয় সংগঠনকে মাসে মাসে চাঁদা দিয়ে একটি ধর্মঘট তহবিল সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে ধর্মঘটী অপব সমিতির সদস্যদের সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দও করা হত।

দু' একটি ক্ষেত্রে এ ধরনের সাহায্য এক শহর অন্য শহরকে দিয়েছিল। ফিলাডেলফিয়ার দপ্তরিদের একটি প্রতিনিধি দল ১৮৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নিউ ইয়র্কের "সাধারণ শ্রমজীবী সংঘের" কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করলে তৎক্ষণাৎ অনুরূপ সাহায্যের সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবে প্রত্যেক সদস্যকে "এই কঠোর সময়ে অভিজাততান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার লাভে সংগঠিত হইতে বাধ্য মিস্ত্রিভ্রাতাদের" সমর্থন করতে আহ্বান জানানো হয়। শুধু নিউ ইয়র্কের সমিতিই নয়, ওয়াশিংটন, বাল্টিমোর, অ্যালবানী ও নিউ ইয়র্কের সমিতিরাও বিভিন্ন অঙ্কের অর্থ সাহায্য দপ্তরিদের পাঠিয়ে দিয়েছিল।

১৮৩৪ সালে প্রথম সমবেত হয়ে, তার পর দু'বছর সম্মেলনের আয়োজনে সক্ষম হলেও "জাতীয় শ্রমজীবী সংঘ" "সাধারণ শ্রমজীবী সংঘগুলির" দৃঢ় সংগঠনের মর্যদা অর্জন করতে পারে নি। বছরে একবার সমবেত হয়ে শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে বিতর্ক এবং 'দশ-ঘণ্টা দিন', কয়েদী শ্রমিক, অথবা সরকারী জমি সম্বন্ধে কংগ্রেসকে মাঝে মাঝে স্মারকলিপি পাঠানো ছাড়া "জাতীয় শ্রমিক সংঘ" বিশেষ কিছু করতে পারে নি। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করলেও

জ্যাকসনীয় গণতন্ত্রবাদীদের দ্বারা অবলম্বিত অনেক সংস্কারের সমর্থনে এই সংঘ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। এই সংঘ "আমেরিকার এই ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, এই জীর্ণ কাগজী মুদ্রা প্রথা, ধনীকে আরো ধনী এবং দরিদ্রকে দরিদ্রতর করিতে সক্ষম বৈধ একচেটিয়া ব্যবসায়ের আয়োজন" এর উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু কোনো অর্থেই এই আন্দোলন শ্রেণী-সচেতন ছিল না। ১৮৩৬ সালের ২১শে এপ্রিল, এই সংঘের মুখপত্র 'দি ইউনিয়ন' ঘোষণা করেছিল,. "জাতীয় শ্রমজীবী সংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া আমরা, যাহারা উৎপাদক নহে তাহাদের বিরুদ্ধে কোনো বৈরীভাব সৃষ্টি করিতে চাহি নাই। আমরা কেবল জীবনের অত্যাবশ্যক ও বিলাস-দ্রব্যাদির উৎপাদকদের সম্বন্ধে তাহাদের নিজেদের এবং অন্যান্য ব্যক্তির ধারণা তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছি।"

দেশের বিভিন্ন অংশের শ্রমিক নেতাদের সম্মিলিত করাই খুব সম্ভব শ্রমিক আন্দোলনে "জাতীয় শ্রমজীবী সংঘের" সবচেয়ে বড় অবদান। এ ধরনের সম্মেলন শ্রমিকদের উদ্দেশ্যের অভিন্নতা সম্বন্ধে তাদের চেতনা জাগ্রত করেছিল এবং 'দশ-ঘণ্টা' দিনের জন্য আন্দোলনের মত পরিস্থিতিতে তাদের কার্যক্রম সমর্থন করে শ্রমিকদের অধিকার অর্জনে স্থানীয় সংগ্রাম চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছিল।

ফিলাডেলফিয়ার 'দশ-ঘণ্টা' দিনের জন্য সফল ধর্মঘটের দুঃসাহসী নেতা জন ফেরাল শ্রমিক সংঘগুলির সমাবেশে বিশিষ্ট ভূমিকা নিতেন। শ্রমিক সমিতিদের প্রত্যক্ষ আর্থিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে উৎসাহদানে এবং তাদের মূল উদ্দেশ্য থেকে, রাজনৈতিক চাটুবাক্য দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সরে আসার বিরুদ্ধে সাবধান করায় তাঁর চেয়ে তৎপর আর কেউ ছিল না। তিনি লিখেছিলেন, "সকল দলের সরকারী পদাভিষিক্ত ও সরকারী পদান্বেষী ব্যক্তিগণ তাহাদের মাকড়সার জালে আমাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের অভিজ্ঞতা আমাদের রক্ষা করিয়াছে এবং সলজ্জ হরিণশাবকের মতই আমরা উহাদের প্রলোভন হইতে পলায়ন করিয়াছি। তাহাদের প্রস্তাবিত সাহায্যের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করিলাম, কিন্তু একই সঙ্গে তাহাদের জানাইয়া দিলাম, "আমরা আমাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন এবং এই চেতনা হইতেই নিজেদের অধিকার সংরক্ষণে আমাদের দৃঢ়সঙ্কল্পের জন্ম।" "ফিলাডেলফিয়া সাধারণ শ্রমজীবী সংঘের" সংগঠনে তাঁর উদ্যম ও উৎসাহই খুব সম্ভব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হিসাবে কাজ করেছিল। তিনি এই সংঘের আদি সংগঠক সমিতিগুলির

একটির সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং সংঘের কার্যকলাপে সর্বদাই জড়িয়ে ছিলেন। সংঘের কার্যাবলীর বিবরণের সর্বত্রই তাঁর "তেজোপূর্ণ ভাষণের" উল্লেখ পাওয়া যায়।

ফিলাডেলফিয়ার অপর একজন প্রতিনিধি ছিলেন উইলিয়াম ইংলিশ। ইংলিশ কিছুদিন "সাধারণ শ্রমিক সংঘের" সম্পাদকও ছিলেন। তিনি পেশায় ছিলেন ঠিকা জুতোনির্মাতা এবং তিনি শ্রমিকদের অধিকারের একজন উগ্র ও অস্থিরচিত্ত সমর্থক ছিলেন। তাঁর সমালোচকরা বলে বেড়াত যে, তাঁর এমন কোনো ধারণা ছিল না যা তিনি আর কারো কাছ থেকে চুরি করেন নি বা ধার করে সংগ্রহ করেন নি। কিন্তু তা'হলেও তাঁর আবেগদীপ্ত বক্তৃতা সব সময়ই জনসাধারণকে আকৃষ্ট করত।

নিউ ইংল্যাণ্ডের শ্রমজীবীদের মুখ্য প্রতিনিধি ছিলেন চার্লস ডগলাস্। "নিউ ইংল্যাণ্ড এসোসিয়েশন্ অব্ ফার্মারস্, মেকানিক্স এ্যাণ্ড আদার ওয়ার্কিং মেন্" নামে সংঘটির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন এবং "নিউ ইংল্যাণ্ড আর্টিজান্" নামে পত্রিকাটি তিনি সম্পাদনাও করতেন। 'নিউ ইংল্যাণ্ড এসোসিয়েশন' ম্যাসাচুসেট্সের রাজ্যসরকারের নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়লেও শ্রমিকদের রাজনৈতিক কার্যক্রমের প্রতি তাঁর বিরোধিতা জন ফেরালের বিরোধিতার চেয়ে কম স্পষ্ট ছিল না। কাপড়ের কলগুলিতে মজুরদের অবস্থা ছিল তাঁর বিশেষ কার্যক্ষেত্র এবং এই শ্রেণীর শ্রমিকদের গোড়ার দিকের মুখপাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন।

এ ব্যাপারে তাঁর সহকর্মী শেট লুথার "জাতীয় শ্রমজীবী সংঘের" অন্ততঃ একটা সভায় উপস্থিত ছিলেন। লুথার "আর্টিজান" পত্রিকার তথাকথিত "ভ্রাম্যমান এজেন্ট" ছিলেন এবং তাঁকে পরবর্তী যুগের বহু শ্রমিক ক্ষ্যাপানো নেতাদের নমুনা বলা চলতে পারে। সে সময়ের সবচেয়ে দর্শনীয় শ্রমিক নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। দীর্ঘদেহ, কৃশকায়, সর্বদা তামাকচর্বনরত এবং সবুজ কোট পরিহিত লুথার শিল্পনগরগুলি ঘুরে ঘুরে শ্রমিকদের আপন অধিকার রক্ষা করতে আহ্বান জানাতেন। বারবার তিনি ঘোষণা করেন, "দরিদ্রদের দেহের উপর না দাঁড়াইয়া তোমরা সমাজের এক অংশকে অপর অংশ অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে তুলিতে পারিবে না।" এই তত্ত্বের সমর্থনে কারখানা পরিচালকদের চাবুকের ভয়ে সন্ত্রস্ত কাপড়ের কলের কর্মী, স্ত্রী ও শিশুদের কঠোর জীবন বর্ণনা করে তিনি অজস্র পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর লেখনী ছিল কঠোর,

ব্যঙ্গপূর্ণ এবং অতিরঞ্জিত। লুথার লিখলেন, "ধনীদের সুরভিত ও সুসজ্জিত কক্ষ হইতে কম্পমান সুরের মূর্চ্ছনা ভাসিয়া আসিতেছে—আর একই সময়ে কাপড়ের কলগুলিতে হতভাগ্য নারী ও শিশুদের শিরা উপশিরা এই ঐশ্বর্য সৃষ্টি করিতে অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত প্রায় মৃত্যুকালীন যন্ত্রণায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।"

"জাতীয় শ্রমজীবী সংঘের" প্রথম সভাপতি ছিলেন এলি মুর। গোড়ায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র হলেও ঠিকা মুদ্রাকর হবার জন্য তিনি ঐ পেশা পরিত্যাগ করেছিলেন। পরে তিনি সক্রিয়ভাবে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না এবং শেষ পর্যন্ত এজন্যই তিনি রাজনৈতিক দৃশ্যপট হতে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রমিক সংঘের কার্যকলাপে দক্ষ সংগঠক এবং সার্থক প্রশাসক হিসাবে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায় ও সুশ্রী এবং প্রশস্ত কপালের উপর দিয়ে তাঁর কালো কুঞ্চিত কেশ পেছনদিকে আঁচড়ানো থাকতো। তিনি সব সময়ই ভালো পোষাক পরতেন এবং তাঁর অভ্যাস ছিল হাতির দাঁতে বাঁধানো একটা ছড়ি নিয়ে বেড়ানো। সমসাময়িক ব্যক্তিদের মতে তাঁর বাগ্মিতা ছিল রোমাঞ্চকর। "জাতীয় শ্রমজীবী সংঘের" সভাপতি হবার আগে তিনি নিউ ইয়র্কের "সাধারণ শ্রমজীবী সংঘের" নেতা ছিলেন এবং সে সময়ে শ্রমজীবীদের মহান উদ্দেশ্যে সম্মিলিত পথিকৃৎ বলে অভিহিত করে, তিনি প্রসারশীল শ্রমিক আন্দোলনের মূল সুরটি ধ্বনিত করেছিলেন।

মুর ঘোষণা করেছিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, সমগ্র দেশের মিস্ত্রিদের স্বার্থের প্রকৃত প্রতিনিধি হিসাবে আপনাদের দিকে সহস্র সহস্র চক্ষু নিবদ্ধ হইয়া আছে; কারণ এই পরীক্ষা এ ক্ষেত্রে সফল হইলে সংঘের শুভাকাঙ্খীদের আশা বাস্তবে রূপায়িত হইবে এবং প্রত্যেক অংশে অনুরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সংঘ সংগঠিত হইবে।" কিন্তু তিনি তাঁর শ্রোতাদের সাবধানও করে দিলেন যে, যদি তারা ব্যর্থ হয় "তাহা হইলে দেশের উদ্ধত অভিজাতবর্গ সানন্দচিত্তে ও নারকীয় সন্তোষের সহিত এই ব্যর্থতার ঘটনাকে অভিবাদন জানাইবে।"

শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর স্থান খুব সক্রিয় রাজনীতিতে লাফ দেবার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন এবং যে বছর তিনি "জাতীয় শ্রমজীবী সংঘের" প্রধান নির্বাচিত হন সেই বছরই শ্রমিক সংস্থা ও ট্যামানী হলের সমর্থনে তিনি কংগ্রেসে প্রেরিত হয়েছিলেন। শ্রমিকদের স্বার্থের মুখপাত্র হিসাবে সেখানে তিনি

দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন এবং শ্রমজীবী সংঘ দ্বারা কংগ্রেসের নিকট প্রেরিত বিভিন্ন স্মারকলিপি প্রচার করার কাজে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। যেখানেই তিনি বক্তৃতা দিতেন না কেন, মনে হত শ্রমজীবীদের অধিকারের সপক্ষে তাঁর যুক্তি এবং মুষ্টিমেয় বিশেষ সুবিধাভোগী কয়েক ব্যক্তির হৃদয়হীন অর্থলিপ্সার বিরুদ্ধে তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণ শ্রোতাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করত। নিউ ইয়র্কে ঠিকা দর্জিদের ষড়যন্ত্রের বিচার জনসাধারণের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল তার অব্যবহিত পরে অস্বাভাবিক নাটকীয় পরিস্থিতিতে ১৮৩৬ সালের এপ্রিল মাসে একবার তিনি শ্রমিকদের সমর্থন করবার জন্য বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সাউথ ক্যারোলাইনার একজন প্রতিনিধি শ্রমজীবীদের বিদ্রোহের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। মুর সে সময়ে এত অসুস্থ ছিলেন যে, তাঁকে তাঁর ছড়ির উপর ভর রেখে নিজেকে সোজা রাখতে হচ্ছিল। অসুস্থতা সত্ত্বেও মুর তীব্রকণ্ঠে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বর আইনসভার সর্বত্র শোনা গিয়েছিল। তিনি উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, যে সম্প্রদায় রাষ্ট্রের তিন-চতুর্থাংশ তারা একই রাষ্ট্রের স্বার্থে ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কী করে ষডযন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে? শ্রোতারা তন্ময় হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে থাকার সময়, দক্ষিণাঞ্চলের একজন কংগ্রেস সদস্যকে বলতে শোনা গিয়েছিল যে, বিপ্লবের প্রধান পুরোহিত আজ তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ দিতে ব্যস্ত। সভাপতির দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন, "মহাশয়, শ্রমিক সম্প্রদায়েব অবৈধভাবে পুঁজিপতিদের অংশ কাড়িয়া লইবার আশঙ্কা যতটা তাহা অপেক্ষা পুঁজিপতিদের অন্যায়ভাবে শ্রমিকদের শ্রমের ফল নিজেদের ভোগে লাগানোর আশঙ্কা অনেক বেশি।"

"ডেমোক্র্যাটিক রিভিউ" পত্রিকার সংবাদদাতা দৃশ্যটির বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "আমার দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ ছিল। আমি তাঁহাকে ক্রমেই পাণ্ডুর হইয়া যাইতে দেখিতেছিলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার মুখের বর্ণ মৃত ব্যক্তির মত হইয়া পড়িল। তাঁহার হাত দুইটি যেন শূন্যে আটকাইয়া গেল এবং তিনি যেন বাতাস আঁকড়াইয়া ধরিলেন। উত্তেজিত জনতার সম্মুখে যেন একটি মৃতদেহ হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া রহিল—তাঁহার চোখ দুইটি বন্ধ হইয়া গেল ও তিনি টলিতে লাগিলেন এবং সমগ্র সভাকক্ষের অস্থিরভাবে দৌড়াদৌড়ি ও চিৎকারের মধ্যে তিনি একজন বন্ধুর বক্ষে অজ্ঞান হইয়া লুটাইয়া পড়িলেন।"

এই অসুস্থতা থেকে ভাল হয়ে উঠলেও মুর আর কোনদিন কংগ্রেসের নিম্নতর কক্ষে বক্তৃতা করেন নি। তাঁর শুভার্থীরা অনুভব করেছিলেন যে, তাঁর স্বাস্থ্য এতই খারাপ হয়ে পড়েছে যে, তাঁর উত্তেজনাপ্রবন স্নায়বিক দৌর্বল্যযুক্ত মানসিক

ধাতের পক্ষে ভাষণদানের কষ্ট সহ্য করা সম্ভব হবে না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সেই বক্তৃতার চারিটি সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল এবং আদালতের সাহায্যে শ্রমিক সংস্থাগুলিকে অবৈধ ঘোষণা করার চেষ্টা ব্যর্থ করতে এই ভাষণ আংশিক কাজ করেছিল। জনমত ক্রমেই শ্রমিকদের সমর্থনের প্রতি ঝুঁকেছিল। উইলিয়াম কালেন ব্রায়াণ্ট "নিউ ইয়র্ক ইভনিং পোস্ট" পত্রিকায় প্রশ্ন তুলেছিলেন, "শ্রমিকদের অধিকারে এই উচ্ছৃঙ্খল ও অহেতুক আক্রমণদ্বারা শ্রমিকশ্রেণীদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি ব্যতীত আর কী লাভ হইতে পারে?"

এক শতাব্দী পরের আন্দোলনের সঙ্গে এ সময়ের আন্দোলনের তুলনা করা চলে না। মার্কিন সমাজের এমন একটা পরিস্থিতিতে এই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল যার তখন পর্যন্ত যে যুগে বৃহদায়তন শিল্পে অধিকাংশ শ্রমিকই মজুর হিসাবে নিযুক্ত হবে, সেই যুগের সঙ্গে সামান্যই মিল ছিল। আগেই আমরা দেখেছি যে, গোড়ার দিকের শ্রমিক সমিতিদের সদস্য ছিল আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন সব কারিগর ও মিস্ত্রি, যারা নিজেদের স্থায়ী ও স্বতন্ত্র শ্রমজীবী শ্রেণীর অংশ বলে মনে করা পছন্দ করত না।

মার্কিন সমাজে সে সময়ের ভেদাভেদ বিচার করতে গিয়ে তারা অভিজাত সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের মধ্যে, ধনী ও নির্ধনের মধ্যে পার্থক্যই দেখেছিল। "নিউ ইংল্যাণ্ড এসোসিয়েশনে" প্রদত্ত একটা ভাষণের বর্ণনা অনুযায়ী তারা এ সমাজে যাহাদের পদমর্যাদা জনমত নির্ধারিত করিতে সক্ষম, এমন বহু ব্যক্তির অত্যাবশ্যক শ্রম সম্বন্ধে নীচ ধারণায়" বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কঠোর কায়িকশ্রম ভিন্নই জীবিকা অর্জন করার এবং সম্প্রদায়ের যে অংশ অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় ও অধ্যবসায়ী তাকে সারাজীবন কঠোর পরিশ্রমে দণ্ডিত করার প্রবণতায় তারা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। এই শ্রমিক সম্প্রদায় "তাহাদের উপার্জনের বৃহত্তর অংশ হইতে বঞ্চিত, অপমানজনক না হইলেও সমাজে তাহাদের স্থান গৌণ এবং যে সকল পুরুষ, নারী ও শিশু তাহাদের শ্রমের ফলভোগ করিয়া আরামে জীবন কাটাইয়া দেয়, তাহারা আবার প্রায়ই শ্রমিকদের ঘৃণার চক্ষে দেখে।" ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে শ্রমিকদের প্রকৃত কর্মজীবনের পরিবেশ উন্নতি, শ্রমিক সংঘগুলির যতটা কাম্য ছিল ঠিক ততটাই তারা শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকদের প্রাপ্য সম্মান নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শ্রমিক সংস্থাগুলির উচ্চ আদর্শ এবং অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য সাধনে তাদের সাফল্য সত্ত্বেও তার বেশিদিন টেকে নি। যে আর্থিক সমৃদ্ধির পটভূমিকায়

তাদের প্রসার ও সাফল্য সম্ভব হয়েছিল, তাতে ১৮৩৭ সালে হঠাৎ পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। ফাটকাবাজির বুদ্বুদ রূঢ়ভাবে ফেটে গেল। মূল্যস্তর দ্রুত নিম্নগামী হওয়ার সঙ্গে সমস্ত জাতি আর্থিক মন্দা দ্বারা আক্রান্ত হল। ব্যবসাবাণিজ্য শুকিয়ে গেল, শিল্পোৎপাদন দ্রুত কমে এল এবং অ্যাটলান্টিক উপকূল ও পশ্চিমের পূর্বতন সমৃদ্ধিশালী শহরগুলিতে কারবার নিশ্চল হয়ে পড়ল।

শ্রমজীবীদের আর একবার নিম্নগামী মজুরি ও বেকারত্বের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল—আর্থিক মন্দা চিরদিনই এই দু'টি কুফল সঙ্গে করে আনে। কাজের বিকল্প যখন নিজের ও পরিবারের সদস্যদের অনশন-মৃত্যু হয়ে দাঁড়াল তখন শ্রমিকেরা মালিকদের প্রতিহিংসাত্মক মনোভাবের ভয়ে ১৮১৯ সালের মতই শ্রমিক সংস্থা ত্যাগ করতে শুরু করল এবং ভাল সময়ে তারা যে সব সুবিধা লাভ করেছিল, তা রক্ষা করার জন্য ধর্মঘট করার সাহস হারিয়ে ফেলল। দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে, যে সব ঠিকা কর্মচারীদের সংস্থা অতটা শক্তিশালী বলে মনে হয়েছিল, সেগুলি নিজেদের গুটিয়ে ফেলল। আর্থিক পরিস্থিতির চাপে তারা বিধ্বস্ত হয়ে গেল এবং তাদের সংবাদপত্র ও মহাসংঘগুলিও এই ভাঙ্গনের সঙ্গে প্রায় রাতারাতি অদৃশ্য হয়ে গেল। ১৮৩৭ সালের আর্থিক মন্দা নবজাগ্রত শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি থামিয়ে দিল, ঠিক যেমন আঠার বছর আগে ঐ একই রকম মন্দা আদি শ্রমিক সমিতিগুলিকে ধ্বংস করে ফেলেছিল। আগামী অর্ধ শতকের মধ্যে শ্রমিক সংস্থাদের প্রভাব এতটা শক্তিশালী ও এতটা প্রাণপ্রাচুর্যপূর্ণ হতে পারে নি।

টাকাকড়ি সংক্রান্ত ও আর্থিক এই আকস্মিক আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারলে হয়তো সংগঠিত শ্রমিকদের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে প্রবাহিত হত। কারণ, মার্কিন সমাজে শিল্পবিপ্লবের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অনুভূত হবার সময় শ্রমিকদের যে সব নতুন প্রয়োজন ও নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা বোধ হয় শক্তিশালী শ্রমিক সংস্থাগুলির ক্ষমতার মধ্যেই ছিল। উনবিংশ শতকের চতুর্থ দশকেই শিল্প-বিপ্লবের ছায়া দেশের উপর পড়তে শুরু করেছিল এবং কারখানায় নিযুক্ত কর্মীদের নতুন একশ্রেণী এরই মধ্যে ক্রমেই বেড়ে চলছিল। ইতিমধ্যে সংগঠিত দক্ষ শ্রমিকরা দুর্বলতর শ্রমজীবীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিল এবং তারা শিল্পায়নের এই প্রথম অবস্থায় অদক্ষ শ্রমিকদের নিয়ে সার্থক সংস্থা সংগঠনে সাহায্য করতে পারত। কিন্তু তা হতে পারে নি। বৃহদাকার শিল্পের অবিচলিত সম্প্রসারণ শ্রমজীবী শ্রেণীকে অধঃপতিত করে ফেলার সঙ্গে শ্রমিক সম্প্রদায় তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হবে, এমন কোনো কার্যক্রম সকলের জন্য রচনা করতে ব্যর্থ হল।

শিল্পায়নের সংঘাত

১৮৪২ সালে আমেরিকা ভ্রমণকালে চার্লস ডিকেন্স ম্যাসাচুসেট্সের লাওয়েল শহরে গিয়েছিলেন। লাওয়েলে নিউ ইংল্যাণ্ডের নতুন বস্ত্রশিল্পের মালিকরা দেশের প্রথমদিকের শিল্পনগরগুলির একটি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। শ্রমিক বাহিনীর বৃহত্তর অংশ যাদের নিয়ে গঠিত সেই সুখী, সন্তুষ্ট ও আদর্শ আচরণরত যুবতী ও বালিকাদের তাঁর কাছে নৈতিক উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা বলে মনে হয়েছিল। ছিমছাম ও টেঁকসই টুপিপরিহিত ও গরম চাদর ও শালে আবৃত, "তাহাদের পোষাক শোভন হইলেও আমার মতে তাহাদের পদমর্যাদার উপযুক্ত ছিল ;··· বিভিন্ন কারখানায় যে সব জনতা আমি দেখিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে একটি মুখও আমি মনে করিতে অথবা ভিন্ন করিতে পারিতেছি না—যাহা আমাকে বেদনাদায়ক অনুভূতি দিয়াছিল।"

এই ইংরেজ পর্যটক কারখানার সুশৃঙ্খল ঘরগুলিরও প্রশংসা করে গেছেন। ঘরগুলির মধ্যে কয়েকটির জানালায় আবার ফুলের গাছ বসানো ছিল। কারখানায় খোলা বাতাস, পরিচ্ছন্নতা ও আরামের ব্যবস্থাও তাঁর ভাল লেগেছিল। অল্পবয়স্কা মেয়েরা যে সব আবাসে সযত্ন অভিভাবকত্বের অধীনে জীবন যাপন করত সেগুলিও তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনটি বিস্ময়জনক ঘটনা বিশেষ করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রথম, মেয়েদের অনেকগুলি বাড়ীতেই তিনি যৌথ পিয়ানো দেখেছিলেন। দ্বিতীয়, যুবতী মেয়েরা সাধারণ গ্রন্থাগারের সভ্য ছিল। তৃতীয়, 'লাওয়েল অফারিং' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত এবং এই পত্রিকায় কেবলমাত্র কারখানার কর্মীদের লেখা, গল্প ও প্রবন্ধই ছাপা হত। নিবিষ্ট মনে এই শিল্প-স্বর্গের দিকে তাকিয়ে থাকবার সময়, ডিকেন্স ইংল্যাণ্ডের শিল্পকেন্দ্রগুলির সঙ্গে লাওয়েলের তুলনা করেছিলেন এবং তাঁর স্বদেশবাসীদের "এই নগর এবং ইংল্যাণ্ডের দুঃখদুর্দশার আড্ডাগুলির মধ্যে প্রভেদ সম্বন্ধে কিছুক্ষণ চিন্তা করিতে" আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

১৮৪২ সালেও যে মেয়ে শ্রমিকরা অবিশ্বাস্য রকম দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করত, তাদের বাসস্থানে যে অতিরিক্ত ভিড় দেখা যেত এবং তাদের জীবন যে পিতৃভাবাপন্ন কারখানা মালিকদের আদেশ অনুসারে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হত— এদিকগুলিও দেখানো যেতে পারত। কিন্তু তা'হলেও ডিকেন্স লাওয়েলের যে উৎসাহব্যঞ্জক ছবি এঁকেছিলেন, তাতে সাধারণভাবে সত্যের কোনো অপলাপ করা হয় নি। অন্যান্য পরিদর্শকরাও তাঁর ধারণারই পুনরুক্তি করে গেছেন। তাঁরাও মনোরম পরিবেশ, সাধারণ গ্রন্থাগার ও বক্তৃতা গৃহের সাহায্যে প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধার কথা এবং শুধু সযত্নে কোঁকড়ানো চুলের উপর দিয়ে সুন্দর টুপিপরিহিতই নয়, পায়ে রেশমী মোজা ও ছাতা হাতে যুবতী মেয়েদের হাসিখুসি চেহারার কথাও বলে গেছেন। ফরাসী পর্যটক মাইকেল শেভালিয়ের কথা মত লাওয়েল হয়তো মজাদার শহর ছিল না। কিন্তু তা যে পরিচ্ছন্ন, ভদ্র, শান্তিপূর্ণ ও সংযত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শিল্পবিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে অন্ততঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঞ্চল ইয়োরোপে শিল্পবিপ্লব আগমনের সঙ্গে জড়িত অপেক্ষাকৃত অসুন্দর বৈশিষ্ট্যগুলির হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। বিদেশে কারখানা-পদ্ধতি গড়ে উঠার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি শ্রমিকদের অত্যাচার প্রতিহত করতে ম্যাসাচুসেট্সের পুঁজিপতিরা চেয়েছিলেন। নিউ ইংল্যাণ্ডের কৃষক মধ্য থেকে এবং বহুলাংশে যুবতী নারী ও বালিকাদের মধ্য থেকে তাঁরা শ্রমিক সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন এবং আকর্ষণীয় শর্ত দেওয়ার ফলে তাঁরা তা পেতে সক্ষমও হয়েছিলেন। রোড আইল্যাণ্ডের কলগুলিতে পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে স্বামীর সঙ্গে পরিবারের অন্য সবাইকে শহরে চলে আসতে হত এবং স্ত্রী ও সন্তানদেরও তাঁত ও মাকুগুলোর উপর নজর রাখার কাজে রাজী হতে হত। লাওয়েল প্রতিষ্ঠার পেছনে বস্তুতঃ মেয়েদের আবাসিক বিদ্যালয়ের ধারণাই কাজ করেছিল। অবশ্য প্রভেদ ছিল এই যে, অল্প বয়সের মেয়েরা সেখানে লেখাপড়ায় নিযুক্ত না হয়ে কারখানার কাজে নিযুক্ত থাকত।

তাদের স্বাস্থ্য এবং বিশেষ করে তাদের নীতিবোধ রক্ষা করতে যা কিছু সম্ভব তাই করা হত। তাদের আবাসিক কেন্দ্রগুলিতে কড়া নজর রাখা হত এবং রাত দশটায় বাড়ীগুলির দরজা বন্ধ হয়ে যেত। তারা গির্জায় যাবে তা প্রত্যাশা করা হত। অধিকতর গুরুতর নৈতিক বিচ্যুতির কথা দূরে থাক, অশোভন আচরণ, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ ও নৃত্যে অংশগ্রহণ করার জন্যও তাদের সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করা হত।

পুরুষ কর্মীদের সম্বন্ধেও লাওয়েল কোম্পানী জানিয়ে দিয়েছিল যে, "কোম্পানী-দ্বারা নিযুক্ত নারীশ্রমিকদের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধার অভাব দেখাইলে অথবা কোম্পানীর চৌহদ্দির মধ্যে ধূম্রপান করিলে অথবা মত্ততার অপরাধে অপরাধী হইলে সেই ব্যক্তিকে কোম্পানী আর কাজ করিতে দিবে না।"

কাজের সময় দীর্ঘ হলেও অপাতঃদৃষ্টিতে যতটা পীড়াদায়ক ছিল বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে ঠিক তা ছিল না। অন্যান্য ধরনের কারখানায় কাজের মত তাঁতগুলির তত্ত্বাবধান ততটা কষ্টসাধ্য ছিল না। যুবতী মেয়েরা প্রায়ই বিশ্রাম, বই পডার, নিজেদের মধ্যে গল্প করা এবং জানালার তাকের গাছগুলিতে জল দেওয়ার সুযোগ পেত। খাওয়া থাকার খরচ মিটিয়ে কম সময়ই তাদের মজুরি থেকে সপ্তাহে দু' ডলারের বেশী বাঁচত। কিন্তু যে সব কৃষক পরিবারের সদস্যদের প্রায় কোন রকম নগদ আয়ের সুযোগই ছিল না, তাদের কাছে এই সমান্য অর্থও কুবেরের ঐশ্বর্য বলে মনে হত। সাধারণতঃ এই টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা হত। একসময় লাওয়েলের মেয়ে কর্মীদের আমানত টাকার পরিমাণ ছিল গডপডতা ৫০০ ডলার।

কিন্তু পরবর্তী যুগের সঙ্গে গোডার দিকের এই যুগের অবস্থায় সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য ছিল এই যে, শ্রমিকরা কোন অর্থেই নিজেদেব স্থায়ীভাবে নিযুক্ত বলে মনে করত না। অধিকাংশ যুবতী মেয়েই যে ক'বছর কাজ করলে বিবাহের পক্ষে অথবা ওহায়ো ও পশ্চিমের নতুন বসতিগুলিতে শিক্ষিকার কাজ নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করা যেত, সে ক'বছরের জন্যই গ্রামাঞ্চল থেকে লাওয়েলে কাজ করতে আসত। আবার, কাজ ভাল না লাগলে অথবা মন্দার সময় বরখাস্ত হলে, তারা সহজেই তাদের খামারঘরে ফিরে যেতে পারত। তারা কারখানাগুলির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে জডিত বা তাদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল না।

আপেক্ষিকভাবে সুখী এই জীবন কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। ডিকেন্সের লাওয়েল পরিদর্শনের সময়ও সুদূরপ্রসারী নানা পরিবর্তন বহুদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। বস্ত্রশিল্পে প্রতিযোগিতা বেড়ে যেতে থাকলে কারখানা মালিকদের সদাশয়তা ও পিতৃত্বের মনোভাবের জায়গায় এমন সব কঠোর নিয়ন্ত্রণ দেখা দিল, যে গুলির সঙ্গে কর্মীদের কল্যাণের কোনো সম্পর্কই ছিল না। মজুরি কমিয়ে দেওয়া হল, কাজের সময় বেড়ে গেল এবং উৎপাদন পদ্ধতিতে গতিবেগ বাড়ানোর অনুরূপ প্রণালী প্রচলিত হয়ে গেল। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকের শেষের দিকে নারী শ্রমিকরা দৈনিক ১১$\frac{১}{২}$ ঘণ্টা থেকে ১৩ ঘণ্টা কাজ অথবা সাপ্তাহিক মোট ৭৫ ঘণ্টা

কাজের জন্য (খাওয়া খরচ বাদে) সাধারণতঃ সপ্তাহে মাত্র দেড় ডলার পেত। আবার, পঞ্চম দশকে প্রত্যেক নারী শ্রমিককে চারটি তাঁতের উপর নজর রাখতে হত। চতুর্থ দশকে সে জায়গায় দুটো তাঁতের উপর নজর রাখলেই চলত। ম্যাসাচুসেট্সের হলইয়োকের একটা কারখানার পরিচালক তার কর্মচারীরা প্রাতঃরাশ করার জন্য কিছুটা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে দেখে তাদের প্রাতঃরাশের আগেই কাজে উপস্থিত হতে হুকুম দিল। অন্য একটি কারখানার মালিকদের প্রতিনিধি বলেছিল, "আমার কারখানার যন্ত্র ও আমার কর্মচারীদের আমি একইভাবে দেখিয়া থাকি। যতক্ষণ তাহারা আমার যে কাজের জন্য আমি তাহাদের বেতন দিয়া থাকি তাহা করিতে সক্ষম ততক্ষণই আমি তাহাদের বহাল রাখি এবং তাহাদের নিকট হইতে যত অধিক সম্ভব কাজ আদায় করি।"

পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হয়ে যাওয়ায় পূর্বের সন্তোষের বদলে তিক্ত অভিযোগ দেখা যেতে লাগল। "লিন রেকর্ডে" লেখা হল, "এইসব মহিলাবৃন্দ তাহাদের অভিজাত ও অনিষ্টকারী নিয়োগকর্তাদের নিজেদের প্রভু ও মালিক মনে করিয়া তাহাদের দ্বারা মর্মান্তিকভাবে প্রতারিত হইয়াছে।" শ্রমিকদের আমূল সংস্কারপন্থী বন্ধু ওরেস্টেস্ ব্রাউনসন্ ঘোষণা করলেন, "জনসাধারণ তাহাদের স্বাস্থ্য, মনোবল ও নীতিবোধ নিঃশেষে ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াও নিজেদের অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি-সাধন করিতে পারে না।" কারখানা শ্রমিকদের পক্ষে সমর্থক "ভয়েস অব্ ইণ্ডাষ্ট্রী" নামক পত্রিকায় মালিকদের অবলম্বিত নীতি আক্রমণ করে প্রায়ই লেখা প্রকাশিত হত।

এই পত্রিকায় অ্যাবট লরেন্সকে লক্ষ্য করে একটা খোলা চিঠিতে লেখা হয়েছিল, "আপনাদের কারখানা ব্যবস্থা ইয়োরোপ হইতে বহুগুণে খারাপ। ইংল্যাণ্ডের দরিদ্র ব্যক্তিরা যে ধরনের ভূগর্ভস্থ ঘর এবং চিলেকোঠায় বাস করে তদপেক্ষা স্বাস্থ্যকর শয়নকক্ষ আপনারা আপনাদের কর্মচারীদের দেন না। তত্ত্বাবধায়করা এক একটি ঘরে ছয়ব্যক্তিকে থাকিতে দিতে বাধ্য হইলেও সাধারণতঃ বার জন এবং কখনও কখনও ষোল জন নারীকে একই গরম এবং ভালো বাতাস খেলিতে পারে না এমন ঘরে ঠাসিয়া দেয়। আপনাদের কারখানারূপ কারাগারে ইয়োরোপের তুলনায় কর্মচারীদের প্রতিদিন দুই হইতে তিন ঘণ্টা অধিক সময় বন্ধ করিয়া রাখা হয়। আপনারা আহারের জন্য তাহাদের মাত্র আধঘণ্টা সময় দেন। যন্ত্রের সামনে আপনারা তাহাদের এত দীর্ঘসময় ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য করেন যে, অস্বাভাবিকভাবে শিরার স্ফীতি, পদদ্বয়ে এবং অন্যান্য অঙ্গের শোথরোগজনিত

স্ফীতি এবং জরায়ুর স্থানচ্যুতি প্রভৃতি মারাত্মক রোগ তাহাদের প্রায়ই হইতে দেখা যায়।"

কারখানায় নিযুক্ত মেয়েরাও ক্রমেই "আমাদের জন্য যে গোয়ালের ব্যবস্থা করা হইয়াছে" তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল এবং মজুরি হ্রাস ও কার্যকাল বৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে প্রয়াস পেতে লাগল। আমরা দেখেছি যে, উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকেও তারা পরীক্ষামূলকভাবে ধর্মঘটে লিপ্ত হয়েছিল। আজ দশ বছর পরে তারা মজুরি বৃদ্ধি না করলে অতিরিক্ত তাঁতের দায়িত্ব না নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল এবং কার্যকাল হ্রাসের দাবি জানাল। কিন্তু এ বিষয়ে বেশি দূর অগ্রসর না হতে পেরে তারা তাদের খামারঘরে ফিরে যেতে শুরু করল। ভেরমণ্ট ও নিউ হ্যামশায়াব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে সব দীর্ঘ, নিচু ছাদের কালো গাড়ী ঘুরে বেড়াত, তাদের বলা হত "স্লেভার" বা ক্রীতদাসসংগ্রাহক যান। এই সব তথাকথিত "স্লেভার"ও আর সহজ কাজ ও অধিক মজুরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে কলকারখানার জন্য শ্রমিক জোগাড় করতে পারল না। কারণ, তাদের প্রতিশ্রুতি যে মিথ্যা, তা সকলেই জেনে ফেলেছিল। নিউ ইংল্যাণ্ডের কৃষক পরিবারের মেয়ারা কাপড়ের কলগুলো পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল।

নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে অধিকতর অক্ষম অন্য এক শ্রেণীর শ্রমিক তাদের জায়গায় কাজ করতে এল। শতাব্দীর মাঝামাঝি অন্যদেশ হতে আগন্তুকদের সংখ্যা প্রচণ্ড বেড়ে যাওয়ায় আইরিশ ও জার্মান এবং কিছু ক্যানাডার অধিবাসী ফরাসী ভাষাভাষী মেয়েদের বিশাল উৎস খুলে গিয়েছিল। মজুরি বা কাজে সময় যাই হোক না কেন, কলগুলিতে কাজ নিতে সম্মত হওয়া ছাড়া এদের গত্যন্তর ছিল না। এই পরিবেশে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে দেখা দিল। ম্যাসাচুসেট্‌সের আইন বিভাগের একটি সমিতি মন্তব্য করেছিল, স্বল্প মজুরির বহিরাগত শ্রমিকদের অনুপ্রবেশ "শিল্পকেন্দ্রগুলিতে ও তাহাদের পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে সামাজিক পরিবেশের একটি বিপুল পরিবর্তন ও অবনতি ঘটাইতেছিল।"

শিল্পায়নের প্রসারের সঙ্গে শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশে নানাবিধ পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বস্ত্রশিল্পে দেখা গেলেও, অন্যান্য শিল্পেও একই ঘটনা ঘটছিল। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে লিনের জুতোনির্মাতাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। তাদের নিজস্ব দোকানঘর থাকত এবং ব্যবসা ভাল না

চললে তারা চাষ আবাদ ও মাছধরার কাজ নিতে পারত। এ ধরনের একজন শ্রমিকের নির্দোষ ও সুখী জীবনের যে বর্ণনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে, তা খুব সম্ভব কিছুটা অতিরঞ্জিত। "বসন্তের সমাগমে তাহার আশার দিগন্ত প্রসারিত হইত। পূর্বাপেক্ষা কম জামা-কাপড় ও জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন হইত। সাঁড়াশি ব্যাঙ্কগুলি (অর্থাৎ যে সব ব্যাঙ্কের যাতে একবার পড়লে আর বেরিয়ে আসা যেত না) বাট্টা দিতে অধিকতর তৎপর হইত। সোয়াম্‌স্‌কট বাজারে যে সামান্য মূল্যে হ্যাডক মৎস্য পাওয়া যাইত তাহা বর্ণনারও অযোগ্য। সন্তান-সন্ততি ড্যাণ্ডেলিয়ন গাছ লাগাইতে পারিত। তাহার পর যদি এই দরিদ্র লোকটি শীতকাল ধরিয়া বসন্তকালে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র শূকরশাবক বাঁচাইয়া রাখিতে পারিত তাহা হইলে তো কথাই নাই। যতদিন 'সবুজ তরি-তরকারি' পাওয়া যাইত ততদিন খাদ্য তালিকায় "শূকরমাংস ও ড্যাণ্ডেলিয়ন একটি উল্লেখযোগ্য খাদ্য হিসাবে থাকিত।" কিন্তু সর্দাররা অবিচলিতভাবে উৎপাদনের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাড়িয়ে দিল এবং মজুরিও কমে গেল। নগদ টাকায় মজুরি না দিয়ে নির্দিষ্ট দোকানে কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে বাধ্য করা হল। জুতোনির্মাতাদের ক্রমে নিজেদের দোকানঘর এবং অবসর সময়ের চাষ আবাদ ও মাছ ধরা ছেড়ে দিতে এবং যে সব নতুন কারখানার যান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে তারা পাল্লা দিতে পারছিল না সেখানে যোগ দিতে বাধ্য হতে হল।

ঠিকা জুতোনির্মাতাদের পত্রিকা "দি আলে" বারবার মালিকদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করা হতে লাগল। এ সব মালিক কর্মচারীদের বেঁচে থাকার পক্ষে যথেষ্ট মজুরি দেবার ভান করত। কিন্তু "অন্য উপায়ে তাহারা শ্রমিকদের মর্যাদা হ্রাস করিত এবং যে আত্মসম্মান জ্ঞানের জন্য মিস্ত্রি ও শ্রমিকগণ পৃথিবীর গৌরবে পরিণত হইয়াছে তাহার হানি করিবার জন্য কাজ করিত।" লিনের বিক্ষুব্ধ জুতোনির্মাতারা বৃহত্তর শহরগুলিতে কর্মরত তাদের সহকর্মীদের একজোট হয়ে কাজ করতে আহ্বান করল। এই সংযুক্ত কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হবে "আমরা স্বাধীন মার্কিন নাগরিক, গৃহভৃত্য বা বৈদেশিক স্বৈরাচারী শাসকের পদানত প্রজা নহি" তা প্রদর্শন করা। এই আন্দোলনে কোনো ফল হয় নি। অনিবার্যভাবে এক ধরনের জীবনযাত্রা পদ্ধতি চলে যাচ্ছিল এবং কাপড়ের কলের শ্রমিকদের মতই জুতোনির্মাতারাও কল কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ছিল যে, তা থেকে তারা কোনো দিন মুক্তি পাওয়া যায় না।

নতুন ধরনের ছাপাকল ও বাষ্পশক্তি ব্যবহারের ফলে মুদ্রাকরদের বৃত্তিতেও বিপ্লব দেখা দিচ্ছিল। এ সব পরিবর্তন শুধু তাদের বেকার করে নি বা মজুরি কমিয়ে দেয় নি, এজন্য নিজেদের বৃত্তি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রাকরদের ক্ষমতা ধীরে ধীরে বাইরের পরিচালকদের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যায়। অত্যন্ত স্বাধীন একটি বৃত্তি, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে প্রভেদ বেড়ে যাওয়ার ফলে বদলে গেল। দীর্ঘ দিনের সংগঠনের অভিজ্ঞতা মুদ্রাকরদের সহায় হয়েছিল এবং তারা যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষানবিশ ও কাজের শর্ত সম্বন্ধে শ্রমিক সংস্থার নিয়মকানুন কার্যকর করতে পেরেছিল। কিন্তু কতগুলি নতুন শক্তিব মুখোমুখি হয়ে পডছিল বলে, তাদের পক্ষে মজুরির হার বা নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখা ক্রমেই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল।

হস্তচালিত তাঁতশিল্পীদের সাপ্তাহিক মজুরি কোনো দিনই বেশি ছিল না। কিন্তু বাষ্পচালিত তাঁতের প্রবর্তনে অন্যান্য শিল্পের মত এই সামান্য মজুরিও পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি প্রায় অর্ধেক হয়ে গেল। ঠিকা টুপিনির্মাতারা তুলনায় বেশি মজুরি পেয়ে আসছিল। ১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৪৫ সালের মধ্যে তাদের সাপ্তাহিক মজুরি ১২ ডলার থেকে কমে ৮ ডলার হয়ে যায়। আসবাবনির্মাতারা সপ্তাহে মাত্র ৫ ডলার রোজগার করার জন্য ক্রমেই বেশি সময় কাজ ক'রতে বাধ্য হচ্ছিল। জার্মান অভিবাসীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতাই ছিল এ ঘটনার কারণ। বলা হত যে জার্মান অভিবাসীরা "দ্রুত, খারাপভাবে এবং প্রায় বিনা মজুরিতেই" কাজ করতে পারত।

বস্তুতঃ শুধু নিউ ইংল্যাণ্ডের কাপডের কলগুলিতেই নয়, সমগ্র শিল্পব্যবস্থাতেই স্বল্পমজুরিতে শ্রমিকদের বর্ধিত যোগান মজুরি কমিয়ে আনতে যন্ত্র প্রবর্তনের ন্যায় সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রথম অর্ধ শতকে মোটামুটি হিসাবে দশ লক্ষ অভিবাসী বিদেশ থেকে এসেছিল। কিন্তু ১৮৪৬ সাল থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত, মাত্র দশ বছরে বহিরাগতদের সংখ্যা দাঁডাল প্রায় ত্রিশ লক্ষ। আয়ারল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষ এবং ইয়োরোপের মূল ভূখণ্ডে কয়েকটি বিপ্লবাত্মক গণঅভ্যুত্থান দমন করার ফলে, শ্রমিকরা অ্যাটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে আসতে লাগল এবং তুলনায় কৃষক অপেক্ষা মিস্ত্রি ও শ্রমিকই ছিল তাদের মধ্যে বেশি। তারা দ্রুত প্রসারশীল শহর ও শিল্পকেন্দ্রসমূহ দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে লাগল এবং সব রকমের কাজের জন্যই তাদের পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করত। স্থানীয় কারিগর ও মিস্ত্রিরা সুষ্ঠু জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার পক্ষে যে মজুরি আবশ্যক বলে মনে করত, তা

থেকে অনেক কম মজুরিতে তারা কাজ করতে প্রস্তুত ছিল অর্থাৎ এবারই প্রথম বহিরাগতদের আগমন শ্রমিকদের যোগানে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করেছিল এবং এই উদ্বৃত্ত,—সস্তা জমি ও সীমান্ত পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে শ্রমিকদের যে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তার বিরোধী শক্তি হিসাবে কাজ করে। উনবিংশ শতকের নবম ও শেষ দশকে অভিবাসীদের সংখ্যায় আরো বৃদ্ধি এবং তাদের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের অশিক্ষিত, অদক্ষ ও দরিদ্র চাষীদের প্রাধান্যের যে ছক স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তার পূর্বাভাস ষষ্ঠ দশকেই পাওয়া যাচ্ছিল।

সমুদ্রোপকূলের শ্রমিকদের সাধারণ পরিবেশ এই অভিবাসনের ফলাফল ছবির মত উদ্ঘাটিত করে। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকের গোড়ার দিকে 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স' ও 'নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন' পত্রিকায় শ্রমিকদের পারিবারিক বাজেটের দুটো ভিন্ন হিসাব প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের মতে বাড়ী ভাড়া, খাদ্য, জ্বালানি কাঠ ও জামাকাপড়ের উপর অত্যাবশ্যক ন্যূনতম ব্যয় ছিল সপ্তাহে মোট প্রায় ১১ ডলার। এই বাজেটের উপর মন্তব্য করার সময় হোরেস গ্রিলি লিখেছিলেন, "আমি কি শ্রমিকের এই বাজেটে বহু আরামদায়ক বস্তু.অন্তর্গত করিয়াছি? আমোদপ্রমোদের খরচ বাবদ আইসক্রীম ও পুডিং কেনার জন্য এবং তাজা হাওয়া খাইবার উদ্দেশ্যে রবিবার নদীতে ভ্রমণের জন্য অর্থ কোথা হইতে আসিবে?" গৃহ নির্মাণ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত উচ্চ মজুরি এই বাজেটের হিসাব মত খরচের পক্ষে কোনোক্রমে যথেষ্ট হত। কিন্তু তাদের বাদ দিলে শহরাঞ্চলে খুব কম শ্রমিকের মজুরিই এই হিসাবের ধারে কাছে যেতে পারত। কলকারখানার কর্মচারী, পোষাক নির্মাণশিল্পে নিযুক্ত পুরুষ ও নারী এবং সাধারণ শ্রমজীবীরা ত' নিশ্চয়ই এথেকে বহু কম উপার্জন করত। তাঁর বাজেট প্রকাশিত করার অল্প কিছুদিন আগে গ্রিলি বাস্তবিকই হিসাব করেছিলেন যে, "আমাদের শহরে যাহারা অদক্ষ শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা-নির্বাহ করে এবং যাহারা শহরের মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ, তাহাদের গড় আয় কম ক্ষেত্রেই (যদি বা কখনও তাহা সম্ভব হয়) ঐ আয়ের উপর নির্ভরশীল প্রতি ব্যক্তি পিছু সপ্তাহে এক ডলারের বেশি।"

নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া ও বস্টনের মত শহরে বস্তি এলাকা সৃষ্টিতে অপ্রতুল মজুরির ভূমিকা সম্বন্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ সমসাময়িক বিবরণে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত ভিড়, স্বাস্থ্যবর্ধক বন্দোবস্তের অভাব, ধূলা, ময়লা, রোগ এরই মধ্যে ধনী ব্যক্তিদের আরামপ্রদ, সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত বাসস্থানের সম্পূর্ণ

বিপরীত বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দিয়েছিল। নিউ ইয়র্কে সে সময় ভূগর্ভস্থ ঘরে ১৮,০০০ হাজার লোক বাস করত বলে ধরা হয়। এক একটি স্যাঁতসেঁতে, আলো-বাতাসহীন গুহায় স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু মিলিয়ে ছ'জন থেকে কুড়িজন গাদাগাদি করে থাকত বলে জানা যায়। কুখ্যাত "ফাইভ্ পয়েন্টস্" অঞ্চলে জরাজীর্ণ বাড়ীগুলিতে শত শত পরিবারের ভিড় ছিল। বাড়ীর বাইরে অবস্থিত পাযখানাই ছিল তাদের জন্য একমাত্র স্বাস্থ্যবর্ধক বন্দোবস্ত।

বস্টনের বস্তিগুলি সমান অস্বাস্থ্যকর ও নৈরাশ্যজনক ছিল। ১৮৪৯ সালে একটি "আভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্য সমিতি" লিখেছিল, "সমস্ত এলাকাটিই মনুষ্যদের দ্বারা গঠিত একটি সুস্পষ্ট মৌচাক। এইস্থানে কোনপ্রকার আরামদায়ক বস্তু তো দূরেব কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যাবশ্যক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাও নাই। বহু ক্ষেত্রেই স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে, বয়সের বাছ-বিচার না করিয়া এবং কোনো প্রকার স্বাধীনতার কথা না ভাবিয়া জন্তু-জানোয়ারের মত তাহাদের এক জায়গায় জড় করিয়া দেওয়া হয়। একই ঘরে বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ বাস করে এবং কখনও কখনও একই শয্যায় স্বামী, স্ত্রী, পুত্রকন্যাদের শয়ন করিতে হয়।"

টমাস জেফারসন যখন বলেন যে, বড বড় শহরেব জনতার বিক্ষুব্ধ শাসন-পদ্ধতিতে অবদান "মনুষ্য শরীরের শক্তিবৃদ্ধিতে স্ফোটকের অবদানেরই সমান", তখন তিনি যে পরিস্থিতির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন তাই বাস্তবে পরিণত হ'ল বলে মনে হচ্ছিল। শ্রমিকরা নিজেবাই "অসংখ্য দরিদ্র ও পরাধীন মানুষের জনতা" সৃষ্টি করার জন্য অভিবাসনের বিরুদ্ধে আপত্তি করতে সুরু করল। ভয়েস্ অব্ ইন্ডাষ্ট্রি ঘোষণা করল, স্বদেশে যে অপমানজনক অবস্থার সঙ্গে তারা পরিচিত তাই অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে আরো বেশি করে শোষণের অসহায় শিকারে পরিণত করেছে। "পুঁজিপতিরা যে পারিশ্রমিকই উপযুক্ত মনে করুক না কেন, তাহার বিনিময়ে নবাগত শ্রমিকগণ চৌদ্দ হইতে ষোল ঘণ্টা কাজ করিতে বাধ্য।"

শিল্পায়নের কঠোর সংঘাত ও অভিবাসীদের ক্রমবর্ধমান জোয়ার শ্রমিকদের পুনর্সংগঠন বহুলাংশে বাধা দিতে পেরেছিল। ব্যবসাবাণিজ্যে ১৮৩৭ সালের ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার আগে যে শক্তিশালী প্রেরণা দেখা যেত শ্রমিকরা সে অনুপাতে রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংস্থা সংক্রান্ত কার্যকলাপ নতুন করে প্রবর্তন করতে পারে নি। শিল্পায়ণের ফলে উদ্ভূত কতকগুলি নতুন শক্তি রোধ করতে ব্যর্থ হয়ে তারা পাগলের মত মুক্তির উপায় অন্বেষণ করতে লাগল।

সংগঠনের কথা তারা প্রায় ভুলেই গেল। পরিবর্তে শ্রমিকরা যন্ত্র ও কারখানা ব্যবহারের ফলে মার্কিন সমাজে যে সব পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল তাদের বিরুদ্ধে সে সময়ের অপেক্ষাকৃত ব্যাপক সংস্কার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ল। এইসব আন্দোলন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানবতাবাদীদের বিদ্রোহই প্রতিফলিত করছিল। ঊনবিংশ শতকের পঞ্চম দশক প্রধানতঃ কয়েকটি অস্পষ্ট, আদর্শবাদী ও অবাস্তব সংস্কার আন্দোলনের যুগ। প্রতিটি সংস্কারই তাদের উৎসাহী সমর্থকদের মতে সে সময়ের প্রত্যেক মন্দ জিনিসের 'সর্বরোগহর' ঔষধ ছিল। সাম্যবাদ ও ভূমি সংস্কার, ক্রীতদাসপ্রথার সমাপ্তি ও নারীদের স্বাধীনতা, মদ্যপানে সংযম ও নিরামিষ খাদ্যের উৎকর্ষ—সামাজিক পরিবর্তনে বিরাট আলোড়নের পরিচায়ক এ সব আন্দোলন ও মত প্রচারের যেন আর শেষ ছিল না।

তাদের বিভিন্ন মত ও নীতিতে শ্রমিকদের সমর্থন লাভে সংস্কারকরা সব সময়ই সচেষ্ট ছিল। শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য কোনো সভা বা সম্মেলন আহ্বান করা হলে তারা দলে দলে সেখানে উপস্থিত থাকত এবং কখনও কখনও সম্পূর্ণভাবে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতেও সফল হত। ১৮৪৪ সালে নিউ ইংল্যাণ্ড ওয়ার্কিং মেন্‌স এসোসিয়েশনের প্রথম আনুষ্ঠানিক সভা দশ ঘণ্টা কার্যকাল আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আহূত হয়েছিল। এই সভায় উপস্থিত তীক্ষ্ণধী সংস্কারকদের তুলনায় শ্রমিক সমিতিগুলির প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। ব্রুক ফার্মের জর্জ রিপ্‌লি, হোরেস গ্রিলি ও অ্যালবার্ট ব্রিসবেন, ওয়েণ্ডেল্‌ ফিলিপস্‌ ও উইলিয়াম লয়েড গ্যারিসন, চার্লস এ ডানা, উইলিয়াম এইচ ক্যানিং এবং রবার্ট আওয়েন—প্রত্যেকেই হাজির ছিলেন এবং সকলেই নতুন শিষ্য সংগ্রহে উৎসুক ছিলেন। সংক্রামক উদ্দীপনার মাঝে সভা "উৎপাদক শ্রেণীর উন্নতি ও শিল্প ব্যবস্থার সংস্কার এবং সর্ব্বপ্রকার ক্রীতদাসত্ব ও বশ্যতা দূরীকরণে উৎসাহী প্রত্যেক ব্যক্তির" পক্ষে উন্মুক্ত করা হল। এ ধরনের কাজের জন্য দায়ী আবেগ যতই মহান হোক না কেন, তা যে একই সঙ্গে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও ব্যাপক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ উঠতে পারে না।

এই সময়ে কিছু কিছু শ্রমিকের কল্পনা "সংঘবাদীদের" উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সংঘবাদীরা এমন কয়েকটি স্বাধীন, সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল যেগুলির প্রত্যেক সদস্যই সাধারণের স্বার্থে কাজ করবে। এ ধরনের সম্প্রদায়ের মাধ্যমে শিল্পবিপ্লবের কুফল থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি তারা

দিয়েছিল এবং তারা বাস্তবিকই পূর্ববর্তী যুগের অপেক্ষাকৃত সরল সমাজব্যবস্থা এভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কবতে চেয়েছিল। শার্ল্ ফুরিয়ে নামক ফরাসী চিন্তাবীদের অবাস্তব সমাজবাদ থেকেই এই মতটি প্রধানতঃ নেওয়া হয়েছিল। ফুরিয়ে শ্রমের মর্যাদা ও উৎপাদন দুই-ই বাড়াবার জন্য বহু সংঘ নিয়ে গঠিত একটা জটিল ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর মতবাদ অ্যালবার্ট ব্রিস্‌বেন্ আমেরিকায় প্রবর্তিত কবেন। ১৮৪০ সালে ব্রিস্‌বেন্ "মানব জাতীর সামাজিক নিয়তি" ('দি সোস্যাল ডেস্‌টিনি অব ম্যান') নামে একটি পুস্তকে ফুরিয়ের কার্যসূচির একটি বিস্তারিত ব্যাখা দিয়েছিলেন। কিন্তু হোরেস গ্রিলি "নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন" কাগজে ব্রিস্‌বেনের লেখার জন্য যে জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন সংঘবাদী সুসমাচার প্রচাবে তার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। বস্তুতঃ, সাধারণভাবে শ্রমিকদের স্বার্থ সমর্থনের একটি পর্বহিসাবে গ্রিলি সমাজবাদের কিছুটা পরিমিত এই রূপ প্রচারে সম্ভবপর সব কাজই কবেছিলেন। কৃষক বালক হিসাবে নিউ ইয়র্কে এসে তিনি মুদ্রণশিল্পে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আমেরিকাব উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী, একজন আদর্শবাদী এবং শ্রমিকদের জমায়েতে তাঁকে প্রায়ই দেখা যেত। ঝাঁটার মত গোঁপ সংযুক্ত তাঁব গোল চাঁদপানা মুখ সহস্র সহস্র শ্রমিকের কাছে পরিচিত ছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন, "যাহাদের পবিশ্রমে সকল দ্রব্য এবং বিলাসিতার সামগ্রী নির্মিত হইতেছে বা পাওয়া যাইতেছে, তাহারা ঐ সব দ্রব্যের এত সামান্য অংশ ভোগ করিবে কেন?" খুব সম্ভব তিনি তাঁব সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতাদেব চেয়ে অনেক বেশি ভালো করে শ্রমিকদের উপব শিল্প বিপ্লবজনিত শোষণের ফলাফল উপলব্ধি করতে পেবেছিলেন। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, তাদের মধ্যে সংগঠনের উপরই সমাজের যে কোন রকম স্থায়ী উন্নতি নির্ভর করছে। তিনি শুধু অ্যালবার্ট ব্রিস্‌বেনের জন্য "ট্রিবিউনের" পাতা খুলে দেন নি, সমাজ-বাদ প্রসঙ্গে একজন ইয়োরোপীয় সংবাদদাতার একটি সাপ্তাহিক চিঠিও তিনি প্রকাশ করতেন। এই সংবাদদাতা হচ্ছেন কার্ল মার্ক্স।

'ট্রিবিউনের' মাধ্যমে ফুরিয়েবাদ, যে কোনো রকমেই হোক, বহু বক্তিকে নিজ মতে আনতে পেরেছিল এবং ব্রিস্‌বেন্ তাঁর "নর্থ অ্যামেরিকান সংঘের" পরিকল্পনা প্রকাশ করার আগেই পশ্চিম পেন্‌সিলভ্যানিয়াতে একদল শ্রমজীবী "সিলভ্যানিযা সংঘ" প্রবর্তন করে, অন্যান্য সম্প্রদায়ও অবিলম্বে এই পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার অনুগমন করেছিল। এমন কি 'ব্রুক ফার্মের' আদর্শবাদী প্রতিষ্ঠাতাদেরও তৎকালীন চিন্তাধারার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ হিসাবেই তাঁদের

উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল) ফুরিয়েবাদী সংঘের আকার ও সংগঠন গ্রহণ করতে সম্মত হতে হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে প্রায় ৮,০০০ সভ্য সমন্বিত চল্লিশটি সংঘ স্থাপিত হয়েছিল।

সংঘগুলি সফল হয় নি। একটার পর একটা সংঘ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। স্বয়ং 'নর্থ আমেরিকান সংঘকে' ১৮৫৪ সালে কারবার গুটিয়ে ফেলতে হয়েছিল। সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রা এবং সংঘবদ্ধ উৎপাদন বাস্তব প্রমাণিত হয় নি। শুধু তাই নয়, শ্রমিকদের কোন প্রয়োজনও তারা মেটাতে পারে নি। যতই উৎসাহপূর্ণ প্রচারকার্য চালানো হোক না কেন, শিল্পায়নের উত্তর শিল্পায়ন থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাব মধ্যে নিহিত ছিল না। যে সব আর্থিক ও সামাজিক শক্তি অত সহজে রোধ করা বা ভিন্ন পথে চালনা করা যায় নি, তাদের সঙ্গে সংঘর্ষেই সংঘবাদীদের আশা ও স্বপ্ন চূরমার হয়ে গেল। সংঘগুলি ধ্বংস হবার সময় ব্যবহারিক ও উৎপাদকদের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করে, শ্রমজীবীদের স্বার্থ সংরক্ষনের একটা বিকল্প ব্যবস্থার চেষ্টা করা হয়েছিল। সমবায়ের সমর্থকরা ঘোষণা করলেন, "শিল্পের পরিচালনা ও মুনাফা উৎপাদকদের হস্তে রাখিতেই হইবে।" ম্যাসাচুসেট্স, নিউ ইয়র্ক এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সংরক্ষণমূলক সমিতি সংগঠিত হয়েছিল। এই সমিতিগুলি শ্রমিকদের নিজস্ব কারখানা স্থাপন এবং সমিতির সদস্যদের স্বার্থে এ সব কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য তাদের কাছে পাইকারি দরে বিক্রী করার দায়িত্ব নিয়েছিল। সমবায় সমিতির অন্যান্য দৃষ্টান্তও দেখা গিয়েছিল ; যেমন "জার্নিমেন্ মোল্ডার্স ইউনিয়ন ফাউণ্ড্রি", যারা সিনসিনাটির কাছে একটা ঢালাই কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিল, "বস্টন টেইলার্স এসোসিয়েটেড্ ইউনিয়ন" এবং নিউ ইয়র্কে একটি "শার্ট শেলাই-কারী কোঅপারেটিভ্ ইউনিয়ন ডিপো"। কিন্তু ব্যবহারকদের বা উৎপাদকদের যাই হোক না কেন, এ সব সমবায় সমিতি সংঘগুলির চেয়ে বেশি সফল হয় নি। তাদের ব্যর্থতার অনেক কারণ রয়েছে। কিন্তু মূলতঃ মার্কিন জীবনের পরিবেশ এবং খুব সম্ভব মার্কিনীদের মানসিক ধাত সমবায়ের প্রসারের পক্ষে উপযোগী মৃত্তিকা যোগাতে পারে নি। বরং প্রতিযোগিতা এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন ও সম্প্রসারণশীল একটি দেশের সুযোগসুবিধা পূর্ণভাবে গ্রহণের আনুকূল্যই এই পরিবেশ করেছিল। ভবিষ্যতে সমবায় আন্দোলন বার বার পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে এবং কিছুটা সাফল্যও লাভ করা গেছে। কিন্তু উনবিংশ শতকের পঞ্চম দশকে বা অন্য কোনো সময় শ্রমিক সম্প্রদায়ে সমস্যা-গুলির কোনো প্রকৃত সমাধান সমবায় দিতে পারে নি।

আর একটি অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আন্দোলন যা শ্রমিকদের ব্যাপক সমর্থনলাভে সক্ষম হয়েছিল, তা হচ্ছে এর নতুন ধরনের কৃষিবাদ। আদি শ্রমজীবী দলগুলি আভ্যন্তরীণ দলাদলি এবং টমাস স্কিড্‌মোরের উগ্র কৃষিভিত্তিক চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার জন্য বাইরের আক্রমণের ফলে আংশিকভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্কিড্‌মোর তাঁর "মনুষ্যের সম্পত্তির অধিকার" ("দি রাইট্‌স অব ম্যান্ টু প্রপার্টি") পুস্তকে সব রকমের সম্পত্তির বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, সে রকম কিছু এই নতুন মতবাদে ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকের কৃষিবাদ ছিল তুলনায় অনেক বেশি যুক্তিসহ। এই কৃষিবাদের সারমর্ম হ'ল এই যে, সরকারী খাসমহলে সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের স্বাভাবিক অধিকার রয়েছে এবং এই জমি ১৬০ একরের খামারের আকারে তাদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়া উচিত। এই সব খামার হস্তান্তরযোগ্য হবে না এবং দেনার দায়েও তা দখল করা যাবে না। বলা হত যে, এই কার্য-সূচীর সাহায্যে জাতীয় সম্পদে তাদের ন্যায্য অংশ শ্রমজীবীরা পাবে এবং পুঁজির মালিকদের উপর তাদের সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা থেকেও অব্যাহতি পাবে।

এই সংস্কার আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হোতা ছিলেন জর্জ হেনরি ইভান্স। নিউ ইয়র্কের "শ্রমজীবীদের দল" উঠে গেলে খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য তিনি ১৮৩৬ সালে নিউ জার্সির একটা খামারে অবসর নিয়েছিলেন। ১৮৪৪ সালেই তিনি তাঁর বাণী নিয়ে আবির্ভূত হন। তাঁর পুরোনো সংবাদপত্র "ওয়ার্কিং ম্যান্‌স অ্যাডভোকেট্" নতুন করে চালু করে তিনি নিজেকে কৃষিবাদে উৎসর্গ করে দেন এবং তাঁর কার্যসূচীর সমর্থনে কংগ্রেসের হস্তক্ষেপ নিয়ত দাবি করতে থাকেন। "অ্যাডভোকেটে" তিনি লিখলেন, "এই ব্যবস্থাটি প্রথম সম্পূর্ণ করিতে হইবে এবং ইহা ভিন্ন কোনো মহৎ সংস্কার সাধনের চেষ্টা—হাতিয়ার না লইয়া কাজ করিতে যাওয়ার মতই অসম্ভব। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মিস্ত্রিদের পশ্চিমাঞ্চলে, কেন্দ্রস্থলে বিরাট সাধারণ প্রাঙ্গন ও সাধারণ সভাকক্ষ সমন্বিত ছোট ছোট গ্রামীন্ শহরে নিজেদের জমিতে প্রতিষ্ঠা করা হোক্, তাহা হইলেই যাহারা শহরগুলিতে রহিয়া যাইবে তাহাদের পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে"। শ্রমিকদের এমন কোনো সভা হ'ত না বললেই চলে যাতে তিনি তাঁর এই পরিকল্পনা পেশ করতে উপস্থিত থাকতেন না। শ্রমিকদের পক্ষে সম্ভব হলেও তারা তাদের বর্তমান বাসস্থান তুলে নিয়ে পশ্চিম প্রান্তে চাষ আবাদ শুরু করতে চাইবে কি না, এই বাস্তব প্রশ্নটি তিনি বিবেচনাও করতেন না।

১৮৪৫ সালে "জাতীয় সংস্কার সমিতি" প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাঁর কার্যকলাপ চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল। তাঁর আগের আগের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শ্রমিকদের নিজস্ব তৃতীয় রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। নতুন এই সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের ভোট পাবার শর্ত হিসাবে সকল সরকারী পদপ্রার্থীর কাছে তাদের পরিকল্পনার সমর্থন দাবি করা। এই একই কৌশল প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে "আমেরিকান্ ফেডারেশন অব্ লেবার" (আমেরিকার শ্রমিক মহাসংঘ) নিয়েছিল। তারা বলেছিল তোমার বন্ধুদের পুরস্কৃত কর, আর তোমার শত্রুদের শাস্তি দাও। কৃষিবাদীরা সত্যই কাজ করতে চায়, তা প্রমাণ করে ইভান্স এই কার্যক্রম সার্থক করার আশা করেছিলেন। "জাতীয় সংস্কার সমিতির" সদস্যদের প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা থাকত, "আমরা অর্থাৎ নিম্নে যাহাদের নাম যুক্ত করা হইয়াছে সেই সকল ব্যক্তি, মানুষকে জমির উপর তাহার স্বাভাবিক অধিকার ফিরাইয়া দিবার অভিলাষে হলফ করিয়া সম্মত হইতেছে যে, আইন সভার যে কোনা আসনপ্রার্থী ব্যক্তি নির্বাচিত হইলে, রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানার খাসমহল লইয়া সকল প্রকার ব্যবসায় বন্ধ করিতে এবং প্রকৃত বসবাসকারীদের বিনা মূল্যে নিজস্ব ব্যবহারের জন্য ঐ জমি, খামার ও অন্যান্যভাবে ভাগ করিয়া দিতে, সে তাহার পদের প্রভাব প্রয়োগ করিতে লিখিতভাবে অংগীকারবদ্ধ না হইলে তাহাকে আমরা ভোট দিব না।"

এই কার্যক্রমের সমর্থন শুধু শ্রমিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকলেও প্রথম কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য তালিকা থেকে "জাতীয় সংস্কার সমিতির" সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে জানতে পারা যায়। তালিকায় চারজন মুদ্রাকর, দু'জন চর্মশিল্পী, একজন কুর্সিনির্মাতা, একজন ছুতোর, একজন কামার, একজন দপ্তরি, একজন যন্ত্রবিদ্, একজন ছবির ফ্রেমনির্মাতা ও একজন পোষাকনির্মাতার নাম পাওয়া যায়। উপরন্তু, চতুর্থ দশকের শ্রমিক নেতা জন্ কামারফোর্ড, যিনি নিউ ইয়র্কের "সাধারণ শ্রমিক সংঘে'র সভাপতি হয়েছিলন এবং ফিলাডেলফিয়ার শ্রমিক সংঘের নেতা জন্ ফেরালও তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। ১৮৩৭ সালের ব্যবসা-জগতে আকস্মিক বিপর্যয়ের ফলে শ্রমিকদের যে সব পত্রপত্রিকা উঠে গিয়েছিল, সেগুলো নতুন করে প্রকাশিত হবার পর প্রায় সব সময়ই তাদের মূল দাবিগুলির মধ্যে ভূমি সংস্কারের কথাও থাকত।

পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে পুঁজিপতি ও নিয়োগকর্তারা প্রবলভাবে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। তাদের একজন মুখপাত্র কংগ্রেসে ঘোষণা

করলো, "আপনাদের এই নীতি প্রয়োগ করিয়া আপনারা উৎপাদন শিল্পের স্বার্থ বিনষ্ট করিতেছেন। আপনারা সহস্র সহস্র মালিক ও শ্রমিককে বেকার করিয়া ফেলিতেছেন······। আপনারা ভূসম্পত্তির মূল্যে অবক্ষয় ঘটাইতেছেন। বিনা মূল্যে জমি ও বিনা করে রেলপথের মনোহর প্রলোভন দেখাইয়া আমাদের উৎপাদনশীল শ্রমিকদের আপনারা পুরাতন বাসস্থান ত্যাগ করিতে রাজী করাইয়া তাহাদের নিজেদের কাজে লাগাইতেছেন। ফলে, আমাদের জনসংখ্যা কমিয়া যাইতেছে এবং যাহারা পুরাতন রাজ্যগুলিতে থাকিয়া যাইতেছে তাহাদের বোঝাও আরো বাড়িতেছে।" কিন্তু পশ্চিমের কৃষক ও অন্যান্য ধরনের বসতিস্থাপক এই আন্দোলনের সমর্থনে পূর্বাঞ্চলের শ্রমজীবীদের সঙ্গে হাত মেলাল। "ভোট দিয়া খামারের মালিকানা লাভ করুন" এই প্রলুব্ধকর জিগিরের সাহায্যে "জাতীয় সংস্কার সমিতি" দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে বলে মনে হতে লাগল।

উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকের শ্রমজীবীরা এই কার্যক্রম থেকে লাভবান হয় নি। শিল্পে নির্যাতন প্রশমনের দিক থেকে এই কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠতে পারে। তাহলেও ইভান্সের প্রবর্তিত আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে ১৮৬২ সালের "বাস্তু আইন" ("হোমস্টেড্ অ্যাক্ট") পাশ হবার জন্য দায়ী। হস্তান্তরযোগ্যতা অথবা দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে যাবার ব্যবস্থা নিষিদ্ধ না করলেও এই আইন প্রত্যেক প্রকৃত বসবাসকারীকে বিনা মূল্যে জমি দিয়েছিল।

শতাব্দীর মাঝামাঝি যে সব জনকল্যাণকর আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তাদের অনেকের চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠভাবে ভূমি সংস্কার শ্রমিকদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও 'দশ-ঘণ্টা' দিন প্রচলিত করার জন্য নতুন করে চেষ্টাই ছিল প্রত্যক্ষভাবে সবচেয়ে বাস্তব কার্যক্রম। চতুর্থ দশকের কারিগর ও মিস্ত্রিদের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে গৃহীত হলেও কারখানার কর্মচারীরা যে সাধারণতঃ তার আওতায় পড়ে নি তা আমরা আগেই দেখেছি। প্রধানতঃ, শ্রমজীবীদের এই নতুন সম্প্রদায়কে সাহায্য করতেই নতুন করে আন্দোলনটি প্রচলিত হয়। কারখানার কর্মচারীরা সংগঠিত ছিল না বলে আগের প্রচেষ্টার মত এক্ষেত্রে কিন্তু আন্দোলন শ্রমিক সংস্থার কার্যকলাপের আকার নেয় নি। বেসরকারী শিল্পে কার্যকালের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে দেবার জন্য রাজ্য আইনসভাগুলির উপর চাপ দেবার চেষ্টাই এই আন্দোলনে করা হয়েছিল। এমন কি "জাতীয় সংস্কার সমিতি"ও যথেষ্ট নমনীয়তা দেখিয়ে একটি গৌণ উদ্দেশ্য হিসাবে 'দশ-ঘণ্টা' দিনের দাবি গ্রহণ

করেছিল। এই বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত শ্রমিকদের অন্য অনেক সমিতি এ বিষয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

ম্যাসাচুসেট্সে বস্ত্রশিল্প প্রসারিত হওয়ার ফলে সেখানেই এই সংস্কারের প্রয়োজন এবং এই সংস্কারের বিরোধিতা ছিল সবচেয়ে বেশি। এই রাজ্যেই সংগ্রাম সবচেয়ে দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল। ১৮৪৪ সালেই প্রথম বিভিন্ন স্থানীয় সমিতি সংযুক্ত করার জন্য শ্রমিকদের একজোট হয়ে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। তারই পরিণতি হিসাবে "নিউ ইংল্যাণ্ড ওয়ার্কিং মেন্স এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফুরিয়েপন্থী ও ভূমি সংস্কারক উভয় দলই এই সংগঠনটির পরিচালনা হস্তগত করতে চেষ্টা করেছিল এবং মনে হয় কিছুদিনের জন্য তারা 'দশ-ঘণ্টা' দিনের মূল প্রশ্ন থেকে জনসাধারণের মনোযোগ সরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। তাহলেও 'দশ-ঘণ্টা' দিনের সমর্থনে আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। অজস্র আবেদনের চাপে প্রায় কবরস্থ হয়ে (লাওয়েল থেকে একটা আবেদন এসেছিল যার দৈর্ঘ্য ছিল ১৩০ ফুট এবং যাতে ৪,৫০০টি দস্তখত ছিল) ম্যাসাচুসেট্সের সাধারণ আইনসভা সরকারী তদন্তের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিল।

এই তদন্ত সমিতি জানাল যে, ঋতুভেদে কাপড়ের কলগুলিতে কাজের সময় গড়ে ১১ ঘণ্টা ২৪ মিনিট থেকে ১৩ ঘণ্টা ৩১ মিনিট হয়ে থাকে এবং কাজের সময় কমালে ও আহারের জন্য আরো বেশি সময় দিলে যে শ্রমিকরা উপকৃত হবে সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। যখনই জনসাধারণের নৈতিক মান এবং সমাজের কল্যাণ বিপন্ন হবার আশঙ্কা দেখা দেবে, তখনই সর্বক্ষেত্রে কার্যকাল নিয়ন্ত্রিত করতে আইনসভার অধিকার ও দায়িত্বের উপর এই সমিতি জোর দিয়েছিল। কিন্তু এ সব যুক্তি সত্বেও সমিতি শেষবেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, শিল্পটি রাজ্যের বাইরে চলে যেতে পারে, কাজেই এ বিষয়ে কিছু করা উচিত হবে না। উপস্থিতমত আইনসভার দায়িত্ব বাতিল করে দিয়ে সমিতি বলেছিল, "আমাদের কিছু করিবার নাই। শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি, মানবজাতির নিয়তি সম্বন্ধে অধিকতর স্পষ্ট উপলব্ধি অর্থলালসা হ্রাস এবং সামাজিক সুখ ও মানসিক উন্নতিলাভে অধিকতর ব্যগ্রতার মধ্যেই আমরা প্রতিকারের অন্বেষণ করিতে পারি।"

কারখানার কর্মচারীরা রিপোর্টটি "সংঘবদ্ধ একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রতি গোলামসুলভ দাস্যভাব" সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত বলে আক্রমণ করেছিল এবং

তারা নতুন করে যে সংগ্রাম আরম্ভ করেছিল, তা একটি রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে দেশের সর্বত্র শ্রমিকদের উদ্দীপ্ত করেছিল। উনবিংশ শতকের চতুর্থ দশকের মত শ্রমিকেরা নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে এবং নাগরিক কর্তব্য পালনের জন্য আরো অবসরের আবশ্যকতার উপর জোর দেয় নি। কার্যকাল কমে গেলে কাজের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধিকেই বরং তারা এবার প্রাধান্য দিল। মালিকরা কিন্তু উৎপাদন ব্যয় নিয়েই বেশি উদ্বিগ্ন ছিল। শ্রমিকেদের অভিমতের বিরোধিতা করে তারা জানান যে, কাজের সময় কমলে দৈনিক মজুরিও কমতে বাধ্য। একই সঙ্গে তারা শ্রমিকদের কল্যাণ সম্পর্কে নিজেদের পিতৃসুলভ দৃষ্টি-ভংগীর উপর আবার জোর দিল। মালিকদের মধ্যে একজন বলল, "কারখানা জীবনের স্বাস্থ্যকর শৃঙ্খলার বাহিরে আরো বেশি সময় কাটাইতে দিলে এবং এই সময় যে ভালো কাজে নিযুক্ত হইবে সে সম্বন্ধে কোনোরূপ নিশ্চয়তা ব্যতীত তাহাদের ইচ্ছানুসারে ও স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দিলে অতি অবশ্যই কর্মচারীদের নৈতিক মান ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।"

ম্যাসাচুসেট্সের পরিস্থিতি নিয়ে তর্কের ঝড় থামবার আগেই, অন্য কয়েকটি রাজ্যে সংস্কারকরা আংশিকভাবে জয়লাভে সফল হয়েছিল, নিউ হ্যামসায়ার জাতির ইতিহাসে প্রথম 'দশ-ঘন্টা' দিন আইন ১৮৪৭ সালে পাশ করে। পরের বছর পেন্‌সিলভ্যানিয়ায় যে বিল গৃহীত হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল যে, "কার্পাস, পশম, রেশম, কাগজ, বস্তা নির্মাণ ও শনের কারখানাগুলিতে" কেউ দিনে দশ ঘন্টা বা সপ্তাহে ষাট ঘন্টার বেশি কাজ করতে পারবে না। শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে মেইন্, কানেটিকাট্, রোড্ আইল্যাণ্ড, ওহায়ো, কালিফর্নিয়া ও জর্জিয়াও কোনো না কোনো রকমের 'দশ-ঘন্টা' দিন আইন গ্রহণ করল। কিন্তু প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই আইন প্রয়োগ করা থেকে একটা অব্যাহতির পথ খোলা রাখা হয়েছিল। 'দশ-ঘন্টা' দিনের আইন "বিশেষ চুক্তির" মাধ্যমে এড়িয়ে যাওয়া চলতে পারত। দীর্ঘতর সময়ের জন্য কাজ করতে রাজী না হলে কোনো শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করতে অসম্মত হয়ে প্রকৃতপক্ষে মালিক আইনটি অমান্য করতে পারত। আবার, অন্যান্য মালিকদের সঙ্গে একজোট হয়ে মালিকপক্ষ কোনো শ্রমিক তার আইনসম্মত অধিকার দাবি করলে তার পক্ষে কাজ পাওয়া অসম্ভব করে তুলতে পারত।

ব্যক্তি নিজে যা ভালো বলে মনে করে সেভাবে নিজের শ্রম বিক্রি করার অধিকার সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক বলে মালিকরা বিশেষ চুক্তি ধারাটির অন্তর্ভুক্তি

সমর্থন করেছিল। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনকে রাজ্য আইনের হস্তক্ষেপ থেকে চুক্তি সম্পাদনে ব্যক্তির অধিকার বিশেষ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হিসাবে পরে যখন ব্যাখ্যা করা হয়, তখন এই যুক্তিটি আরো প্রবলভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। হোরেস গ্রিলি গোড়ায় কার্যকালের সীমা নির্দেশক আইনের বিরোধিতা করলেও যুক্তিটির আপাতঃ চমৎকারিত্ব ও অসারতা উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

১৮৪৭ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের 'ট্রিবিউনে' তিনি লেখেন, "সত্য ঘটনা হইতেছে এই যে, যে ব্যক্তিকে পরিবার প্রতিপালন করিতে হয় এবং বৎসরের জন্য বাড়ী ভাড়া করিতে হয়, তাহাকে বলা হয়, দিনে ত্রয়োদশ ঘণ্টা, অথবা যে কয় ঘণ্টা আমরা উপযুক্ত মনে করি, কাজ করিলে তুমি থাকিতে পার; ততক্ষণ কাজ না করিলে তুমি বিদায় লইতে পার এবং তুমি নিশ্চয়ই এ কথাও ভালভাবে জান যে, এই অঞ্চলের অন্য কেহ তোমাকে নিয়োগ করিবে না।" এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকের স্বাধীনতা, তাহাকে নিজেই চুক্তি সম্পাদন করিতে দেওয়ার নীতি ইত্যাদি কথা কি মর্মান্তিকভাবে অন্তঃসারশূন্য নহে?"

ম্যাসাচুসেট্সের শ্রমিকেরা নিঃসন্দেহে তাই মনে করত এবং পরপর কয়েকটি 'দশ-ঘণ্টা' সম্মেলনের মাধ্যমে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সময় তারা দৃঢ়ভাবে এমন একটি সার্থক আইন দাবি করেছিল যা শুধু কার্যকালের সীমারেখাই নির্দিষ্ট করে দেবে না, যা হবে প্রকৃত এবং বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকালের হ্রাস। ১৮৫২ সালে বলা হয়েছিল, "আমরা সুস্পষ্টভাবে খোলাখুলি ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের উদ্দেশ্য, একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে এমন একটি আইন প্রণয়ন যথা কঠোর ও সন্দেহাতীতভাবে এবং উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাষ্ট্রের আইনানুসারে অনুমোদিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে দিনে যে সব ব্যক্তি দশ ঘণ্টার বেশি কাজ করে তাহাদের নিয়োগ করিতে বারণ করিবে। এই বিষয়ে এই আইনই এবং অন্য কিছু আমরা চাহি না।"

এই সুস্পষ্ট দাবি ম্যাসাচুসেট্স বা অন্য কোনো রাজ্যে কাজে পরিণত হয় নি। বিশেষ চুক্তি ধারাটি অন্তর্গত হওয়ার দরুন যে আইনগুলি গৃহীত হয়েছিল সেগুলিকে বাধ্যতামূলক করা যায় নি। ফলে মালিকেরা কারখানার শ্রমিকদের উপর যে শর্তই চাপিয়ে দিক না কেন, তাদের সেগুলির অধীন থাকতে হত। নিউ হ্যামশায়ারের আইন প্রসঙ্গে একটি সংবাদপত্র জোর দিয়ে বলেছিল, 'দশ-ঘণ্টা' আইন কাজের সময় কমাইবে না। এই আইনের রচয়িতাগণ এই

প্রকার ফল চাহেন নাই। ইহার উদ্ভাবক রাজনৈতিক নেতাদের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রমিকদের বোকা বানানো। এই আইন বিফল হইবে।"

পর পর কয়েকটি শিল্প সম্মেলনের মাধ্যমে 'দশ-ঘণ্টা' আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা করা হয়েছিল। এ সব সম্মেলন "জাতীয় সংস্কার সমিতি" এবং "নিউ ইংল্যাণ্ড ওয়ার্কিং মেন্‌স এসোসিয়েশন" ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকেই জন্ম নিয়েছিল। প্রথমে এগুলি জাতীয় ভিত্তিতে স্থাপন করা হয়েছিল এবং পরে রাজ্য ও অন্যান্য স্থানীয় সম্মেলনের আকারে সংগঠনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু শ্রমিকদের প্রকৃত স্বার্থের উন্নতি বিধান না করে এগুলি অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক সমাবেশে পরিণত হয় এবং আবার শ্রমিকসংস্থার প্রতিনিধিদের আকৃষ্ট না করে সংস্কারকদের টেনে আনে। সম্মেলনগুলি যারা এ ধরনের সংস্কার সমর্থন করবে তাদের রাজনৈতিক সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনা মূল্যে জমি বিতরণ, সমবায় এবং 'দশ-ঘণ্টা' দিন বিষয়ে আইন প্রণয়ন প্রভাবিত করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোনো প্রকৃত কাজই হল না। উপরন্তু 'জাতীয় সংস্কার সমিতির' জন্য জর্জ হেনরি ইভান্স যা চেয়েছিলেন সেই "প্রত্যেক প্রকারের দলীয় মত পরিহার" সম্বন্ধে আশা পোষণ করা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা সাফল্যের সঙ্গে ক্ষমতা দখল করেছিল। নিউ ইয়র্কের শিল্প সম্মেলন, উদাহরণস্বরূপ, গোড়ার দিকে শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে সদস্যপদ সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ট্যামানী হল প্রায় সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে নিয়েছিল।

শ্রমিকদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাব এবং পেশাদার রাজনৈতিক নেতাদের লোকভোলানো ছলাকলার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। ১৮৫০ সালে জেম্‌স গর্ডন বেনেট্ নিউ ইয়র্কের শিল্প সম্মেলন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলের। "নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড" কাগজে তিনি লিখে ছিলেন, "এই আন্দোলন কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারীর হাতে পড়িবে এবং তাহারা নিজেদের স্বার্থে উহাকে ব্যবহার করিবে এবং যে সর্বোচ্চ মূল্য দিতে চাহিবে তাহার কাছেই শ্রমিকদের বিক্রয় করিবে। তাহার পর এই শহরে যে সব তামাসা দেখা গিয়াছে সেগুলিই পুনরায় অভিনীত হইবে। এই সব তামাসায় শ্রমিক সম্প্রদায় অভাবী অথবা উচ্চাকাঙ্খী রাজনৈতিক নেতাদের ব্যবহারের জন্য সিঁড়িতে পরিণত হইয়াছিল এবং তাহাদের প্রত্যাশার চূড়ায় আরোহন করা মাত্র তাহারা শ্রমিকদের লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল।"

উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশক বেশ কিছুদূর অগ্রসর না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিক

সম্প্রদায় সংস্কার সমিতি ও সম্মেলনাদির ধোঁয়াটে বাকপটুতা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে এবং শ্রমিক সংস্থার প্রত্যক্ষ কার্যকলাপ নতুন করে আরম্ভ করতে পারে নি। ১৮৫৭ সালে আর একটি ক্ষণস্থায়ী মন্দাদ্বারা বাধা প্রাপ্ত হলেও আর্থিক পরিস্থিতিতে উন্নতি অস্পষ্টভাবে জনকল্যাণকর "সর্বরোগহর" সমাধানের ব্যর্থ অন্বেষণ ত্যাগ করতে শ্রমিকদের সাহায্য করেছিল। আবার শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বেড়ে গেল এবং ধর্মঘটের কার্যকর অস্ত্রের মাধ্যমে সক্রিয় হবার পথ খুলে গেল। এ সময়ের সংস্থাগুলি কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চতুর্থ দশকের শ্রমিক সমিতিদের মতবাদ থেকে কিয়দংশে ভিন্ন একটা মতবাদ প্রকাশ করেছিল। শ্রমিকদের একতা নিয়ে এরা অনেক কম মাথা ঘামাত এবং নিজেদের সদস্যদের অভাব অভিযোগের প্রতিই সঙ্কীর্ণভাবে অনেক বেশি মনোযোগ দিয়েছিল। সাধারণ শ্রমিক সংঘের সঙ্গে তুলনীয় কেন্দ্রীয় নগর পরিষদ বা অন্য কোন রকম শ্রমিক মহাসংঘ গঠন করার জন্য সামান্য চেষ্টাই হয়েছিল।

এই দুই যুগের সংস্থাগুলি প্রধানতঃ কারিগর ও মিস্ত্রিদের অর্থাৎ দক্ষ শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। পুরানো লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৃত্তিগুলিতেই এ সব কেন্দ্রীভূত ছিল। পূর্ববর্তী যুগের শ্রমিক সংস্থাগুলি অদক্ষ শ্রমিক ও কারখানার কর্মীদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল এবং তাদের মধ্যে সমিতি সংগঠিত হলে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকের শ্রমিক সংস্থাগুলিতে এ সব শ্রমিকদের সম্বন্ধে উৎসাহ কমই ছিল। দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য নতুন করে টানা হচ্ছিল এবং দক্ষ শ্রমিকেরা অদক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে অনিচ্ছুক ছিল।

কল কারখানায় যে সব অসংখ্য শ্রমিক আকৃষ্ট হচ্ছিল তাদের সংগঠিত করা যে প্রায় অসম্ভব উত্তরোত্তর এই উপলব্ধিই এই বছরগুলিতে শ্রমিক আন্দোলনের অপেক্ষাকৃত সীমিত পরিধির জন্য দায়ী। এ কাজ করা যাবে বলে যে আশা পোষণ করা হত, দু'টি মূল ধারণা তা নষ্ট করে দিয়েছিল। প্রথমতঃ, এ সময়ে কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই ছিল নারী ও শিশু এবং তারা পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে অনেক কম মজুরিতে কাজ করতে সম্মত ও সক্ষম ছিল। দ্বিতীয়তঃ, পুরুষ মজুরদের সংখ্যাও বহিরাগতদের জন্য ক্রমেই বেড়ে চলেছিল এবং বহিরাগত ব্যক্তিরা কাজের শর্তাদি যাই হোক না কেন, তা মেনে নিত। সকল শ্রমিকদের একতার আদর্শ তারা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয় নি এবং গৃহযুদ্ধের পর তা আবার পুনরুজ্জীবিত

করা হয়েছিল। যাই হোক, ষষ্ঠ দশকের সমিতিগুলির মনোভাবে 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার'-এর দৃষ্টিভংগীর পূর্বাভাস পাওয়া যায়। আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার সব রকম শ্রমিকের মধ্যে একতা স্থাপনের আলেয়ার পেছনে ছোটার চেয়ে দক্ষ শ্রমিকদের নিয়ে মজবুত সমিতি প্রতিষ্ঠা করার দিকেই জোর দিয়েছিল।

ঊনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকের পুনরুজ্জীবিত শ্রমিক সমিতিগুলি এজন্য তাদের নিজেদের সদস্যদের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশি নিয়মকানুন মেনে চলা, সীমাবদ্ধ কারখানা, মজুরি বৃদ্ধি ও কার্যকাল হ্রাসের উপর জোর দিলেও সামগ্রিকভাবে শ্রমিক আন্দোলনের উন্নয়নে তারা বিশেষ কিছু করে নি। পূর্ববর্তী সমিতিদের যে সক্রিয় প্রেরণা ছিল এ সময়ের সংস্থাগুলির মধ্যে তার অভাব ছিল। যে সাম্য ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ দশকের শ্রমিকদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, তা যে রাজনৈতিক চাপ বা সংস্কারের মধ্য দিয়ে আনা অসম্ভব, এ কথা মেনে নিয়ে খুব সম্ভব বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছিল। একটি সমিতির কোনো প্রস্তাব স্পষ্টভাবেই জানিয়েছিল যে, বর্তমান পরিবেশে "শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতার অস্তিত্ব" তারা স্বীকার করছে। "শ্রমিক যত বেশি মূল্যে সম্ভব শ্রম বিক্রয় করিতে চায় এবং পুঁজিপতি যত কম মূল্যে সম্ভব ঐ একই শ্রম ক্রয় করিতে চায়।" কিন্তু এ সব যুক্তির উপর ভিত্তি করে পুঁজিপতিদের বিরোধিতা করার যে প্রয়াস তারা পেয়েছিল, তা বিশেষ সফল হয় নি।

সর্বপ্রথম জাতীয় শ্রমিক সংস্থা স্থাপনের প্রকৃত প্রচেষ্টাই এই সময়ের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। 'ন্যাশনাল টাইপোগ্রাফিকাল ইউনিয়ন', 'ন্যাশনাল মোল্ডারস্ ইউনিয়ন', এবং 'মেশিনিষ্ট্স অ্যাণ্ড ব্ল্যাকস্মিথ্স ন্যাশনাল ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং চোদ্দটি রাজ্য ও পঞ্চান্নটি রেলপথের প্রতিনিধিদের নিয়ে রেলপথ ইঞ্জিনিয়ারদের একটি 'ন্যাশনাল প্রোটেক্টিভ এসোসিয়েশন' গঠিত হয়েছিল। চর্মশিল্পী, গৃহসজ্জানির্মাতা, জলের কলের মিস্ত্রি, পাথরকাটাই শিল্পী, ও কাপড়ের কলের সূতোকাটনিদের নিয়ে গঠিত কয়েকটি জাতীয় সংস্থার সূচনাও এ সময়ে দেখা যায়। এদের কোনোটিই বিশেষ সফল না হলেও পরবর্তী বছরগুলিতে অপেক্ষাকৃত সার্থক কার্যকলাপ অবলম্বনের পথ তারা সুগম করে দিয়েছিল।

অন্যান্য দিক দিয়ে দেখলে শ্রমিকদের সাধারণ সংগঠন সুপরিচিত ছক ধরেই পরিচালিত হয়েছিল। স্থানীয় সংস্থাগুলি তখন পর্যন্ত কয়েকটি জনকল্যাণকর

কাজের ভার নিয়েছিল। সদস্যদের কাছ থেকে তারা চাঁদা নিত এবং ধর্মঘট তহবিল বজায় রাখত। তারা মালিকদের সঙ্গে যৌথভাবে দরকষাকষি করত এবং তাদের ন্যায্য দাবি না মানা হলে ধর্মঘটের ডাক দিত। সময়ে সময়ে ধর্মঘটের প্রাবল্য দেখা দিত। ১৮৫৪ সালের ২০শে এপ্রিল "নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন" কাগজ লিখল, "এই শহর ও অন্যান্য জায়গায় সকল বৃত্তিতে না হইলেও কয়েকটি বৃত্তিতে প্রতি বৎসর বসন্তের সময় মজুরি বাড়াইবার জন্য নতুন সংগ্রাম দেখা যায়।" জীবনযাত্রার ব্যয়ের উর্ধ্বগমনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে মজুরির চিরাচরিত ব্যর্থতা যে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অসন্তোষের কারণ, তা জনমত স্বীকার করে নিয়েছিল এবং প্রায়ই সংবাদপত্রে শ্রমিক সংস্থাগুলির দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হত। শহরের সর্দার ও ঠিকা ছুতোরদের মধ্যে সম্পাদিত নতুন একটি চুক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে "ট্রেন্‌টন্ ডেইলী স্টেট্ গেজেট্" ১৮৫৭ সালের ২৪শে এপ্রিল লিখেছিল, "শ্রমিকদের শ্রমের বিনিময়ে তাহাদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু তাহারা চায় না।"

এই সময়ের শেষ দিকে ১৮৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় যে ধর্মঘটটি দেখা দেয়, তা ব্যাপক উদ্বেগের কারণ হয়েছিল এবং এ সময় পর্যন্ত আমেরিকার ইতিহাসে এই ধর্মঘটটিতেই সবচেয়ে বেশি শ্রমিক জড়িত হয়েছিল। ম্যাসাচু-সেট্‌সের ন্যাটিক ও লিনের জুতোনির্মাতাদের দ্বারা আহূত এই ধর্মঘট সমস্ত নিউ ইংল্যাণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় পঁচিশটি শহরে মিস্ত্রিদের সমিতি সংগঠিত হওয়ার ফলে, ২০,০০০ শ্রমিক শেষ পর্যন্ত কাজ বন্ধ করেছিল বলে খবর পাওয়া যায়। মজুরি বৃদ্ধিব দাবীর সমর্থনে এই ধর্মঘট করে জুতোনির্মাতারা ঘোষণা করল যে, তারা নিজেদের স্বার্থের মত মালিকদের স্বার্থেও এ কাজ করছে। কারণ, "জনসাধারণের সম্পদ স্থাবর সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি করে, শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ায় এবং সমাজের নৈতিক সম্পদ ও মননশীলতার উন্নতি সাধন করে।" মজুরির ক্রয়ক্ষমতার উপর জোর দিয়েও কিন্তু তারা তাদের দাবি মেটানোর যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে মালিকদের প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারে নি।

খবরের কাগজের শিরোনামায় এই ধর্মঘটকে "উত্তরাঞ্চলে বিপ্লব", "নিউ ইংল্যাণ্ডের শ্রমজীবীদের বিদ্রোহ", এবং "শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত" বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। খুব সম্ভব এবারেই প্রথম শ্রমিক বিক্ষোভ দমন করতে পুলিশ ও আঞ্চলিকবাহিনী ডাকা হয়েছিল। কিন্তু কোনো

হিংসাত্মক কাজ করা হয় নি •এবং অনেক শহরেই শ্রমিকরা সহ-নাগরিকদের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভে সক্ষম হয়েছিল। এই ধর্মঘটে বহু নারী কর্মচারী যোগ দিয়েছিল এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন ও শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে নিজেদের শ্রমিকদের দাবির উৎসাহী সমর্থক বলে প্রমাণ করেছিল। মার্বলহেড্ থেকে "নিউ ইয়র্ক হেরাল্ডের" একজন সংবাদদাতা লিখে পাঠায়, "তাহারা যে ভাবে মালিকদের আক্রমণ করে তাহা প্রথম ফরাসী বিপ্লবে যোগদানকারী মধুরস্বভাবা স্ত্রীলোকদের কথাই মনে পড়ায়।"

দ্বিতীয় সপ্তাহ যেতে না যেতে মালিকরা ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে রফা করতে রাজী হল। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তাদের সংস্থাকে মেনে নিতে বা তাদের সঙ্গে লিখিত চুক্তি করতে অস্বীকার করলেও মালিকরা বহুলাংশে শ্রমিকদের দাবি মিটিয়ে মজুরি বাড়িয়ে দিল। ধর্মঘটটির সাফল্য প্রমাণিত হল।

ষষ্ঠ দশকের শেষ দিকে সমস্ত দেশে আর্থিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রত্যেক পর্যায়ের মত শ্রমিক আন্দোলনেও ক্রীতদাসপ্রথার প্রশ্ন এসে পড়ল। জন সমষ্টির অন্যান্য অংশের মতই উত্তরাঞ্চলের শ্রমিকদের মতামতও এ বিষয়ে বিভক্ত ছিল। নিউ ইংল্যাণ্ডে বিশেষ করে কাপড়ের কলের কর্মীদের মধ্যে ক্রীতদাসপ্রথা দূরীকরণেব পক্ষে প্রবল অনুভূতি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু দেশের অন্যান্য অংশে নিগ্রোদের প্রতি সহানুভূতি এত বেশি দূর নিয়ে যেতে কেউ প্রস্তুত ছিল না, যাতে তাদের স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধও স্বীকার করা চলে। প্রসারশীল শিল্পকেন্দ্রগুলিতে অনেকেই মনে করত যে, শ্বেতকায় শ্রমজীবীদের ক্রীতদাসত্ব নিগ্রোর ক্রীতদাসত্বের সমান অপমানজনক এবং নিজেদের ঘর থেকেই সংস্কার শুরু হওয়া উচিত। এমন কি ১৮৬০ সালে লিংকনের নির্বাচনের পরেও বহু শ্রমিক সংস্থা উত্তর ও দক্ষিণের মতানৈক্য মিটমাটের জন্য যে সব আপোষ প্রস্তাব করা হচ্ছিল সেগুলি প্রবলভাবে সমর্থন করেছিল।

বস্তুতঃ, ১৮৬১ সালের গোড়ার দিকে চৌত্রিশ জন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা এ বিষয়ে কাজে নামবার জন্য একজোট হয়েছিল এবং "অপসারণ নয়, সুবিধা প্রদান" এই জিগির তুলে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে আপত্তি জানাবার জন্য একটি "জাতীয় শ্রমজীবী সম্মেলন" আহ্বান করেছিল। "মেকানিক্স ওন" পত্রিকায় তারা প্রবল জোর দিয়ে বিবৃতি দিল, "পেশাদার রাজনৈতিক বক্তা ও দেশদ্রোহীদের নেতৃত্বে আমাদের দেশ যত দ্রুত সম্ভব তত দ্রুত

গোল্লায় যাইতেছে এবং জনসাধারণ তাহাদের সর্বশক্তি লইয়া না জাগিলে এবং তাহাদের প্রতিনিধিদের কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা না দিলে, এই পুরাতন কর্মঠ জাহাজটি চূরমার হইয়া যাইবে।" ২২শে ফেব্রুয়ারী ফিলাডেলফিয়া শহরে শোভাযাত্রা, বক্তৃতা এবং "ক্রিটেনডেন্ আপোষ প্রস্তাবের" সমর্থনে প্রস্তাবসহ তাদের এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অবশ্য এই সভার গুরুত্ব বিশেষ ছিল না এবং যে সব শক্তি দেশকে এত শীঘ্র যুদ্ধের ভেতর টেনে এনেছিল, সেগুলির উপর লক্ষণীয় কোনো প্রভাব বিস্তার করতেও এই সমাধান সক্ষম হয় নি।

যুদ্ধ ঘোষিত হবার পর শ্রমিকেরা দলে দলে প্রেসিডেন্ট লিংকনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সৈন্য হিসাবে নাম লিখিয়েছিল এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে আপত্তি যাদের ছিল সবচেয়ে বেশি, তাদের মধ্যেই অনেকে সবচেয়ে আগে স্বেচ্ছায় সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল। বেশ কয়েক ক্ষেত্রে, শ্রমিক সমিতির সদস্যরা একসাথে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল। এমনই একটি সংগঠনের প্রস্তাব সে সময়ের মনোভাব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিল। "শ্যাম খুড়ার সপক্ষে সৈন্যদলে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায়, যতদিন না যুক্তরাষ্ট্র নিরাপদ হচ্ছে অথবা আমরা পরাজিত হচ্ছি, ততদিন এই শ্রমিক সংস্থা স্থগিত রহিল।"

যুদ্ধ শ্রমিকদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়েছিল। শ্রমিকরা সৈন্যদলে যোগ দিতে বাধ্য হত। কিন্তু ধনী ব্যক্তিরা চাঁদা দিয়ে অব্যাহতি পেতে পারত। আবার যে মুদ্রাস্ফীতি শিল্পমালিক এবং ব্যবসায়ীদের পক্ষে ক্রমবর্ধমান মুনাফার কারণ হয়েছিল, তারই ফলে শ্রমিকদের ভয়ানক কষ্ট সহ্য করতে হয়। গ্রীন্‌ব্যাক (কাগজী নোট) ছাপিয়ে জীবনযাত্রার ব্যয় আরো উর্ধ্বগামী করে তোলার ফলে অসন্তোষের তুষাগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলতে শুরু করেছিল। শ্রমিকেরা প্রশ্ন তুলেছিল, "আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষা করিতে এবং আমাদের সংবিধান বাঁচাইতে যদি জনসাধারণকে নৈরাশ্যজনক দারিদ্র ও অপরাধে ডুবিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে জাতি হিসাবে আমাদের কী লাভ হইবে?" যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করতে তারা প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মুনাফাখুরি ও ফাটকাবাজিতে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাদের অসন্তোষ ফেটে পড়ল।

যুদ্ধ থেকে টাকা করার মত যাদের অবস্থা রয়েছে তাদের পক্ষে যুদ্ধ যে কত ভালো ১৮৬৩ সালে নিউ ইয়র্কের পরিস্থিতি তা শোচনীয়ভাবে প্রতিফলিত করেছিল। হোটেল, নাট্যশালা, জহুরীদের দোকান এবং অন্যান্য বিলাস দ্রব্যের ভাণ্ডার অভূতপূর্ব অর্থ উপার্জন করতে লাগল। মুনাফাখোরদের "নকল

ও বাজে লোক" বলা হত এবং তারা কোনো দিকে না তাকিয়ে নির্লজ্জভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করছিল। "হার্পারস্" কাগজ লিখল, "পুরুষগণ তাহাদের ওয়েষ্টকোটে সর্বোৎকৃষ্ট হীরা নির্মিত বোতাম ব্যবহার করিতেছে এবং নারীরা স্বর্ণ ও রৌপ্যচূর্ণ মুখে লাগাইয়া প্রসাধন করিতেছে। দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমজীবীরা এ ধরনের মুনাফা অর্জন করতে পারে নি এবং তারা ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তরের সঙ্গে মজুরির যুক্তিযুক্ত সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইলে চারিদিকে ধর্মঘট দেখা দিয়েছিল।

শিকাগোর রাজমিস্ত্রিরা মজুরি বৃদ্ধি চাইল; নিউ ইয়র্কের ঘোড়ার গাড়ীর চালক ও কনডাক্‌টাররা কাজ বন্ধ করল; সেন্ট লুইসের শ্রমিক সংস্থাভুক্ত মুদ্রাকররা আরো বেশি মজুরি দাবি করে ধর্মঘট করল; সর্বত্র ছুতোর, রংগের ও জলের কলের মিস্ত্রিরা তাদের দাবি না মিটলে যন্ত্রে হাত দেবে না বলে ভয় দেখাতে লাগল; লোহার ঢালাই কারখানার কারিগররা শতকরা পনের ভাগ মজুরি বৃদ্ধি দাবি করে বসল; জাহাজী কারিগর ও বন্দরে মাল খালাসের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকরা ধর্মঘট ঘোষণা করল এবং রেলগাড়ীর ইঞ্জিনিয়াররা কাজ বন্ধ করল।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধরনের বিক্ষোভ দমন করার জন্য সামরিক আইন জারী করা হয়েছিল এবং সৈন্যদের ধর্মঘট ভাংবার কাজে লাগানো হয়েছিল। কিন্তু স্বয়ং প্রেসিডেন্টই ছিলেন শ্রমিকদের বন্ধু। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সম্পূর্ণ তাৎপর্য ভালোভাবে না বুঝলেও লিংকন শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। একমাত্র একটি সম্ভাব্য ব্যতিক্রমের বাইরে ধর্মঘটে সরকারী হস্তক্ষেপ তিনি পছন্দ করতেন না, যুদ্ধের পূর্বে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "আমাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে, আমাদের শ্রম-ব্যবস্থায় ধর্মঘট হইতে পারে" এবং জাতির বিপদকালীন জরুরী অবস্থায় আগাগোড়া তিনি শ্রমিকদের উপর তাঁর আস্থা বজায় রেখেছিলেন ও তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। "শ্রমজীবীরাই সর্বপ্রকার শাসন ব্যবস্থার বনিয়াদ", এই বিশ্বাসের উপরই তাঁর প্রচারিত গণতন্ত্র দাঁড়িয়েছিল। কংগ্রেসের নিকট প্রেরিত তাঁর প্রথম বাৎসরিক বাণীতে তিনি ঘোষণা করেন যে, শ্রম মূলধনের পূর্ববর্তী ও মূলধনের উপর নির্ভরশীল নহে এবং শ্রম আগে না আসিলে মূলধন সৃষ্টি সম্ভব হইত না। ১৮৬৪ সালে নিউ ইয়র্কের শ্রমজীবীদের গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী পরিষদের একদল প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তিনি এ সব মত পুনরায় প্রকাশ

করেছিলম। তিনি তাদের বলেছিলেন, "শ্রম মূলধন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং এই কারণে অনেক বেশি বিবেচনা পাইবার যোগ্য।"

এই পরিস্থিতিতে গৃহ-যুদ্ধের সময় শ্রমিকদের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছিল এবং শ্রমিক সংস্থাগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে তাদের সংখ্যা ৭৯ থেকে বেড়ে গিয়ে ২৭০-এ দাঁড়ায় এবং হিসাব করা হয়েছিল যে, এ সময় সংগঠিত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ২০০,০০০-এরও বেশি। এই সদস্যসংখ্যা ত্রিশ বছর আগের সংখ্যার চেয়ে কম হলেও পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকের যে কোনো সময়ের সদস্যসংখ্যার বেশি ছিল। উপরন্তু, এ সব শ্রমিক সংস্থার মধ্যে ৩২টি জাতীয় ভিত্তিতে সংগঠিত হয়েছিল এবং তারা ষষ্ঠ দশকের সমিতিগুলির চেয়ে অনেক বেশি স্থায়ী হতে পেরেছিল। এ সব সংস্থার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল "আয়রণ মোল্ডার্স ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন[১]" (লোহা ঢালাই কারিগরদের আন্তর্জাতিক সংস্থা)। কিন্তু "মেসিনিষ্টস্ অ্যাণ্ড ব্ল্যাকস্মিথ্স", "লোকোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারস্", "আমেরিকান মাইনারস্ এসোসিয়েশন" এবং "সান্স অব্ ভালকান" (কাঁচা লোহা থেকে পেটা লোহা নির্মাতাদের সমিতি) ছিল অন্য কয়েকটি শক্তিশালী সংগঠন। শ্রমিক আন্দোলনের পরিবর্তনশীল চরিত্র এদের নাম থেকেও কিছুটা বোঝা যায়।

শ্রমিক সংস্থাগুলির যুদ্ধকালীন পুনর্জন্মের সঙ্গে প্রভাবশালী শ্রমিক আন্দোলনের মুখপত্রগুলিও নতুন করে দেখা দিল। এই সব সংবাদপত্র সংগঠিত শ্রমিকদের মতামত প্রকাশ করত এবং শ্রম ব্যবস্থায় সংস্কারের সমর্থন করত। "মেসিনিষ্টস্ অ্যাণ্ড ব্ল্যাকস্মিথ্স"দের মুখপত্র "ফিন্চারস্ ট্রেড্স্ রিভিউ" ছিল এ সব কাগজের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকার সম্পাদকীয় সমিতিতে অন্যান্য শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাও ছিল এবং এ কারণেই তা সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনের জাতীয় মুখপত্র হয়ে দাঁড়াল। এই কাগজটির সম্পাদক জোনাথন ফিন্চার ছিলেন একজন দক্ষ ও অক্লান্ত সংবাদসংগ্রাহক এবং শ্রমিক সমস্যার উপর তাঁর মন্তব্যও ছিল নির্ভীক। শিকাগোতে প্রকাশিত নতুন "ওয়ার্কিং মেন্স অ্যাডভোকেট", "নিউ ইয়র্ক ট্রেড্স্ অ্যাড্ভোকেট" এবং "উইকলি মাইনার" ছিল অন্য কয়েকটি শ্রমিক পত্রিকা।

---

[১] ঢালাই কারিগরদের প্রবর্তিত আন্তর্জাতিক সংস্থাটির নামে "আন্তর্জাতিক" কথাটি থাকার কারণ এই যে, ঐ সংস্থায় ক্যানাডার কয়েকটি সমিতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পুরোনো "সাধারণ শ্রমিক" সংঘগুলির অনুরূপ নতুন "শ্রমিক সভা" প্রতিষ্ঠা করে আন্দোলন আরো অগ্রসর হয়েছিল। নিউ ইয়র্কের রচেষ্টার শহরের স্থানীয় সমিতিগুলিই প্রথম এ ধরনের সংগঠন পুনরুজ্জীবিত করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় প্রত্যেক শহরে একটা করে "শ্রমিক সভা" দেখা দেয়। এই সভাগুলি প্রকৃত শক্তির উৎস হয়ে দাঁড়ায় এবং শ্রমিক সংস্থার দাবি মানতে মালিককে বাধ্য করার জন্য এক নতুন অস্ত্র প্রবর্তন করে। অস্ত্রটি হচ্ছে বয়কট বা "একঘরে" করার প্রথা। বয়কট সম্বন্ধে একটি সমসাময়িক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, "এই উদ্দেশ্যে সকল বৃত্তির সংস্থাই সমবেত হয়, এর নির্যাতনের কোনো ঘটনার কথা জানা গেলে শ্রমিক সভার একটি সমিতি দোষী ব্যক্তির সহিত দেখা করিয়া প্রতিবিধান দাবি করে। এই দাবি অনুসারে কাজ না করা হইলে প্রত্যেক শ্রমিক সংস্থাকে তাহা জানাইয়া দেয় এবং এই সব সংস্থার সদস্যরা এই আপত্তি-জনক প্রতিষ্ঠানের সহিত কারবার বন্ধ করিয়া দেয়।" শ্রমিক সভাগুলি চড়ুই-ভাতি, বলনাচ ও অন্যান্য সামাজিক কার্যকলাপের আয়োজন করত এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ও পাঠগৃহও পরিচালনা করেছিল।

গৃহযুদ্ধ থেকে শ্রমিক সম্প্রদায় আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। আরো ব্যাপক জাতীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে পুঁজিপতিদের সম্মিলিত শক্তিকে অধিকতর সক্রিয়ভাবে বাধা দেবার পথে আবশ্যক সংযুক্ত আন্দোলনের মধ্যে নতুন সংস্থাগুলিকে নিয়ে আসতে তারা প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তখনও তাদের ক্লান্তিকর পথেব শেষ হয় নি।

জাতীয় সংগঠনের দিকে

গৃহযুদ্ধ ও উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির মধ্যবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প বিস্ময়করভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল। রেলপথ কোম্পানীগুলি নতুন রেললাইনের জাল মহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং সমগ্র দেশকে আর্থিক দিক থেকে একটি অখণ্ড অঞ্চলে পরিণত করেছিল। সারি সারি ইস্পাতের কারখানার জলন্ত চিমনি পিটসবার্গের আকাশ আলোয় আলোময় করে তুলেছিল। তা যেন মেসাবি পর্বতমালায় অপরিমেয় লৌহ সম্পদ আবিষ্কারের ফলে সম্ভব এক বিরাট শিল্প সম্প্রসারণের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পশ্চিম পেন্‌সিলভ্যানিয়া এবং ওহায়োতে মাটি খুঁড়ে তেলের ফোয়ারা পাওয়া যাচ্ছিল। শিকাগো ও সেণ্ট লুইসের বিশাল কসাইখানাগুলিতে প্রতি দিন হাজার হাজার গরু ও শুয়োর কাটা হত। নিউ ইংল্যাণ্ডের কাপড়ের কলগুলিতে কর্মব্যস্ততার গুঞ্জন ধ্বনিত হচ্ছিল এবং নিউ ইয়র্ক ও পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য শহরে অবস্থিত শ্রমিক শোষণকারী দোকানগুলির ভেতর থেকে তৈরী পোষাকনির্মাণ শিল্প গড়ে উঠল। নতুন কলকারখানাগুলি সর্বত্র যন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় ও বৃহদায়তন উৎপাদনপদ্ধতির প্রসার প্রতিফলিত করতে লাগল। এ্যাটলাণ্টিক উপকূলে এবং মধ্য পশ্চিম অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মত শিল্প-নগরগুলি গজিয়ে উঠার সঙ্গে আমেরিকার চেহারাও বদলে গেল।

জাতির অপরিসীম সম্পদ, বিশাল শ্রমিকবাহিনী এবং নতুন নতুন শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের তৃপ্তিহীন চাহিদা মূলতঃ এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী হলেও শিল্পোন্নয়নের প্রত্যক্ষ প্রেরণা একদল দূরদর্শী, উচ্চাকাঙ্খী ও নির্মম ব্যবসায়ী ও মূলধনবিনিয়োগকারী ব্যক্তির কাছ থেকেই এসেছিল। জে গৌল্ড, ই এইচ হ্যারিম্যান এবং জেম্‌স জে হিল রেলপথ থেকে সাম্রাজ্য গঠন করলেন। কার্নেগি সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন ইস্পাতশিল্পে এবং রকেফেলারের সাম্রাজ্য গড়ে উঠল

খনিজ তেলের উপর। সংঘবদ্ধ যৌথ প্রতিষ্ঠান কর্পোরেশন ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রধানরূপ হিসাবে প্রচলিত হয়ে পড়ল। যে সব ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের নেতৃত্বে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীদের নির্মমভাবে চূর্ণ করে বিভিন্ন কোম্পানীর এক সঙ্গে মিলন ও সংহতিসাধন, ব্যবসাবাণিজ্য অধিকতর সম্প্রসারিত করে তুলল। খনিজ তেল ও ইস্পাত, শর্করা, তিমির তেল, চুল্লি, রাসায়নিক সার ইত্যাদি বহু শিল্পে বিশালায়তন জোট দেখা দিতে লাগল। একচেটিয়া ব্যবসায়ই ছিল শিল্পমালিকদের লক্ষ্য এবং লেসে-ফেয়ের (অবাধ বাণিজ্য নীতি) মতবাদে বিশ্বাসী আত্মতৃপ্ত সরকার ও আত্মতৃপ্ত বিচার বিভাগ যে সব নীতি অনুসরণ করতে লাগল তার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই দেশে আর্থিক সম্পদ ও ক্ষমতার অভূতপূর্ব কেন্দ্রীভবন দেখা দিল।

সম্প্রসারণের এই জোয়ারে শ্রমিক সম্প্রদায় ভেসে গিয়েছিল। এ ধরনের উন্নয়ন তাদের সাহায্য ভিন্ন সম্ভব না হলেও আর্থিক প্রগতির পথ নির্দেশে তাদের কোনো ক্ষমতাই ছিল না। যৌথ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিকদের হাতে শ্রমজীবীরা প্রায় অসহায় দাবার বোড়ে হয়ে পড়ল। একদা স্বাধীন কারিগরদের কল, কারখানা ও ঢালাইয়ের কারখানাগুলি টেনে নিল। সেখানে তাদের নিজ নিজ দক্ষতার সামান্য মূল্যই ছিল এবং বৃহদায়তন উৎপাদনের জটিল পদ্ধতিতে মাত্র একটি স্বয়ংক্রিয় পর্যায়ে তাদের কাজে লাগান হত। ফলে যে দরকষাকষির ক্ষমতা তারা এতদিন ভোগ করে আসছিল, তা তারা হারালো। শিল্প-মালিকরা শ্রমকে পণ্য হিসাবে দেখতে লাগল এবং যত সস্তায় সম্ভব তা কেনা হতে লাগল। উৎপাদনের কাঁচা মালের প্রতি যে দায়িত্বজ্ঞান দেখান হত শ্রমিকদের সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশি দায়িত্ব জ্ঞান অনুভূত হত না।

এডওয়ার্ড বেলামি তাঁর বিখ্যাত কাল্পনিক (অবাস্তব) উপন্যাসে পরে লিখেছিলেন, "এই কেন্দ্রীভবন শুরু হইবার পূর্বে যখন শিল্পবাণিজ্য বিশাল মূলধন সহ সামান্য সংখ্যক বিরাট প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত না হইয়া সামান্য মূলধন সমন্বিত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হইত, তখন নিয়োগকর্তার সহিত শ্রমিকদের সম্পর্ক তুলনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও স্বাধীন ছিল। উপরন্তু, সেই সময়ে সামান্য মূলধন বা নতুন কোনো বুদ্ধি যে কোনো ব্যক্তির নিজস্ব ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল বলিয়া শ্রমিকগণ সর্বদাই মালিক হইয়া পড়িতেছিল এবং দুইটি শ্রেণীর মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা যাইত না। সে সময়ে শ্রমিক সংস্থাগুলি ছিল অনাবশ্যক এবং সাধারণ ধর্মঘট অচিন্তনীয়। কিন্তু সামান্য

মূলধনসমন্বিত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের যুগে স্থলে মূলধনের ব্যাপক কেন্দ্রীভবনের যুগ দেখা দিলে সব কিছুই পরিবর্তিত হইল। ক্ষুদ্র মালিকের নিকট যে শ্রমিক আপেক্ষিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে বিরাট যৌথ প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিতে তুচ্ছ ও অক্ষম হইয়া পড়িল। একই সময় তাহার মালিকের স্তরে উন্নীত হইবার পথও বন্ধ হইয়া গেল। আত্মরক্ষার তাগিদেই সে তাহার সহ-শ্রমিকদের সহিত সংঘবদ্ধ হইল।"

যোগান ও চাহিদার নীতি সম্পূর্ণভাবে মজুরির হার নির্ধারিত করতে শুরু করায় শ্রমের পর্যাপ্ত সরবরাহ সম্ভব করে তুলতে শিল্প কোনো চেষ্টাই আর বাকী রাখল না। দেশের ব্যাপারীরা গৃহযুদ্ধের সময় এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্য কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করে নতুন কার্যক্রমের সূত্রপাত করল। ১৮৬৪ সালে একটি শ্রম চুক্তি আইন পাশ হয়ে গেল। এই আইন তাদের মজুরি বন্ধক রেখে তার বদলে সম্ভাব্য অভিবাসীদের রাহা খরচ আগাম দেওয়া অনুমোদন করল। এভাবে উৎসাহিত হয়ে আমেরিকান এমিগ্রাণ্ট কোম্পানী দশ লক্ষ ডলার মূলধন এবং প্রধান বিচারপতি চেইস্, নৌবহর সচিব ওয়েল্স সিনেটর সাম্নার ও হেন্রি ওয়ার্ড বীচার প্রমুখ নামকরা লোকের সমর্থনসহ সহজলভ্য শ্রমিকদের সরবরাহ বাড়িয়ে সম্প্রসারণশীল আর্থিক ব্যবস্থার প্রয়োজন মেটাবার কাজে লাগল। এই কোম্পানীর ঘোষণাপত্রে তার কার্যক্রম স্থিব করা হয়েছিল, "উৎপাদনশিল্প, রেলপথ কোম্পানীগুলি ও আমেরিকার অন্যান্য শ্রম-নিয়োগকর্তাদের জন্য গ্রেট বৃটেন, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে ও সুইডেন হইতে শ্রমিক, বিশেষ করিয়া দক্ষ শ্রমিক আমদানি।" কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে বলা হত যে, অল্পদিনের মধ্যে এবং যুক্তিসঙ্গত শর্তে কোম্পানী খনি-শ্রমিক, পেটা-লোহানির্মাতা শ্রমিক, যন্ত্রপাতির কারিগর, কামার, ঢালাই-মিস্ত্রি এবং অন্য প্রত্যেক ধরনের মিস্ত্রি সরবরাহ করতে প্রস্তুত রয়েছে।

দুই শতাব্দী আগে "নিউ ল্যাণ্ডার-রা" যেমন চুক্তিবদ্ধ দাসদের সন্ধানে ইয়োরোপের মূল ভূখণ্ড চষে বেড়িয়েছিল, রেলপথ, বাষ্পীয় পোত এবং অন্য অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে—"আমেরিকান এমিগ্রাণ্ট কোম্পানীর" দালালরাও এই নতুন ধরনের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের ব্যবসা চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। কোনো এক শ্রমিক সম্মেলনে পঠিত একটি আতঙ্কিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, "এই সব ব্যক্তি সাধারণতঃ যৎসামান্য অর্থ লইয়াই এই দেশে আগমন করে। ফলে তাহারা যে মজুরিতে কাজ করিতে বাধ্য হয় তাহাতে অনশন

হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না।……ইহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের সাফল্যের কোন সম্ভাবনাই নাই।"

কালিফোর্ণিয়ায় এবং আমেরিকার প্রথম আন্তর্মহাদেশীয় রেলপথ নির্মাণে শ্রমিকের চাহিদা চীনা কুলি আমদানি করে মেটাতে হয়েছিল এবং পশ্চিম উপকূলের নিজস্ব কয়েকটি সমস্যা পরে দেখা দিয়েছিল। খুব সামান্য পরিমাণে হলেও ম্যাসাচুসেট্‌সের জুতোনির্মাণ শিল্পে তাদের নিয়োগ করার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টাও করা হয়েছিল। "বস্টন কমনওয়েল্‌থ" নামে কাগজ ১৮৭০ সালের জুন মাসে জানাল, "তাহারা আসিয়া গিয়াছে। তির্যক চক্ষু ও বেণীচুল, অসাধারণ অধ্যবসায়, যে কোনো পরিস্থিতির সহিত দ্রুত মানাইয়া লইবার ক্ষমতা এবং উচ্চস্তরের নীতিবোধ লইয়া চীনারা আসিয়া পড়িয়াছে। সংখ্যায় তাহারা পঁচাত্তর জন এবং সকলেই নর্থ অ্যাডাম্‌স শহরে জুতা প্রস্তুত করিবার কাজে নিযুক্ত।"

যতই সময় যেতে লাগল ইয়োরোপীয় অভিবাসীদের সংখ্যা ততই বাড়তে লাগল। ১৮৮০ সালে আগন্তুকদের সংখ্যা ছিল পাঁচলক্ষ এবং পরবর্তী দশকে পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি অথবা পূর্ববর্তী দশকের মোট সংখ্যার দ্বিগুণেরও অধিক হয়। উপরন্তু সরববাহের উৎসও ক্রমে বদলে যাচ্ছিল। নতুন অভিবাসীদের অধিকাংশ আর উত্তর-পশ্চিম ইয়োরোপ থেকে না এসে দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপ থেকে আসছিল। অ্যাটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রমকারী বাষ্পপোতগুলির ডেকে অশিক্ষিত, অনভিজ্ঞ ও কপর্দকশূন্য ইতালী, পোল্যাণ্ড, চেক্‌, শ্লোভাক, হাঙ্গারী, গ্রীস ও রুশদেশবাসীর ভীড় দেখা যেতে লাগল। খনি ও কলকারখানার কাজের জন্য সস্তা শ্রমশক্তির অক্ষয় উৎস পাওয়া গেছে বলে মনে হতে লাগল।

জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের চেষ্টা সবসময়ই বহিরাগতদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকলেও শতাব্দীর শেষ দিকে মজুরি বাড়তে না দেওয়ায় অভিবাসীদের প্রভাব পূর্ববর্তী যে কোনো সময়ের চেয়ে লক্ষনীয়ভাবে প্রকট হয়ে উঠল। কারণ, ইয়োরোপ থেকে আমদানি করে অদক্ষ শ্রমিকদের সংখ্যা যে নিয়ত বাড়িয়ে যাওয়া হচ্ছিল শুধু তাই নয়, পশ্চিমাঞ্চলে সহজলভ্য বিনা মূল্যের জমি ক্রমেই অন্তর্হিত হ'য়ে যাওয়ায় বেকারত্ব ও আর্থিক মন্দার সময়, সীমান্ত এতদিন যে অব্যাহতির পথ খুলে রেখেছিল তাও বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। পূর্ববর্তী যুগে জনসংখ্যার চাপ উপশম করতে পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপনের আন্দোলনের প্রভাব যতই পরোক্ষ হোক না কেন, সীমান্ত বন্ধ হয়ে

যাওয়ার অর্থ হল আমেরিকার ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন এক যুগের সূচনা। কিছু কিছু সুযোগসুবিধা তখন পর্যন্ত থাকলেও, পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপনের বর্তমান দিনগুলির তুলনায় তা খুবই সীমিত হয়ে দাঁড়াল।

এই শতাব্দীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে শ্রমিকরা অনুভব করতে শুরু করেছিল যে, তাদের জীবনযাত্রার পরিবেশ ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তা'হলেও দক্ষ কারিগর ও মিস্ত্রিরা তখন পর্যন্ত এমন একটা জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল, যা বিদেশী পর্যটকদের মনে গভীর রেখাপাত করতে পারত। কিন্তু ক্রমেই বেশি সংখ্যার শ্রমিক কাজের অন্বেষণে কল, কারখানা ও দোকানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে তারা তাদের আগের স্বাধীনতা হারাল এবং তুলনায় আগের চেয়ে কম মজুরি পেতে লাগল। ছোট বড় শহরগুলির জনসংখ্যা যে দ্রুত হারে বেড়ে চলছিল তাতে দক্ষ কারিগরদের প্রত্যেকের পক্ষে কাজ পাওয়া আর সম্ভব ছিল না এবং এ সব জায়গায় ভিড় করে তারা মজুরি হ্রাস ও বেকারত্বের আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাত। মাঝে মাঝে দু'একজনের পক্ষে আর্থিক সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সুযোগ তখন পর্যন্ত থাকলেও (বহু শিল্পনেতা শ্রমিকদের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন) স্থানীয় বা বহিরাগত, অধিকাংশ শ্রমিককেই শ্রমজীবী শ্রেণী থেকে মুক্তিলাভ করে এবং মালিক হয়ে গিয়ে কাঞ্চনকৌলিন্য অর্জনের আশা ত্যাগ করতে হ'ল। শিকাগোর "ওয়ার্কিং ম্যান্‌স এ্যাডভোকেট", ১৮৬৬ সালেই লিখেছিল, "শ্রমজীবীরাও এই গোষ্ঠীতে উন্নীত হইতে পারে, এই আশা আড়ম্বরপূর্ণ মোহভিন্ন কিছুই নহে এবং নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ হইতে তাহাদের দৃষ্টি বিপথে চালিত করিবার জন্যই এই আশা তাহাদের নিকট তুলিয়া ধরা হয়।"

ঊনবিংশ শতকে অষ্টম দশকের হেনরি জর্জ "প্রগতি ও দারিদ্র্যের" মধ্যে যে আপাতবিরোধী সম্পর্ক লক্ষ্য করেছিলেন, তা কিন্তু সে সময়েও নতুন কিছু ছিল না এবং সময়ের সঙ্গে ক্রমেই তা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর্থিক উন্নতি ও প্রসার এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও সামগ্রিকভাবে দেশে জীবনযাত্রার মনোন্নয়নের সত্যতা অনস্বীকার্য হলেও একই সময় জনাকীর্ণ বস্তিগুলিতে লক্ষ লক্ষ লোক শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করছিল। তাদের শ্রম অন্য লোকদের পক্ষে যে সব আরাম ও সুবিধা লাভ সম্ভব করেছিল, প্রায়ই সেগুলির ভেতরে সবচেয়ে সামান্য সুযোগও তাদের ভাগ্যে জুটত না। আক্ষরিক অর্থে অনশন ও অভাবের হাত থেকে তাদের পরিবার পরিজনকে বাঁচাবার জন্যই শুধু তারা সংগ্রাম করে চলছিল। তখনও যাদের নিজস্ব কোন দক্ষতা বজায় ছিল, তাদের

অবস্থা কিছুটা ভালো হলেও অধিকাংশ শ্রমিকই এত কম মজুরির জন্য এত দীর্ঘ সময় কাজ করত যে, শিল্পবাণিজ্যের এই সমৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের এই জীবন হয়ে পড়েছিল এক বিয়োগান্ত ব্যত্যয়।

যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে শ্রম বিভাগ ক্রমেই বেড়ে গিয়ে উৎপাদনের কাজের অনেকটাই অর্ধদক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল। ফলে আগের দিনের কারিগর ও মিস্ত্রিদের জায়গায় মালিকরা "আন্‌কোরা" লোক খাটাতে সক্ষম হল। বহিরাগত শ্রমিকরা স্থানীয় শ্রমিকদের কাজ পাবার সুযোগ বিপন্ন করে তুলল এবং প্রতিষ্ঠিত কারিগরদের আগেকার নিরাপত্তা মাঝে মাঝে বেকারীর ফলে হানিগ্রস্ত হতে লাগলো। উপরন্তু, শিল্পবাণিজ্য জাতীয় পরিধি লাভ করার সঙ্গে উৎপাদনরত বিভিন্ন এলাকার মধ্যে প্রতিযোগিতার অর্থ হ'ল এই যে, মূল্য ও মজুরি এখন আর স্থানীয় পরিবেশ দ্বারা নির্ধারিত হবে না। প্রত্যক্ষভাবে জড়িত মালিক ও শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থিত আর্থিক পরিবর্তনেব ফলে এগুলি ওঠানামা কবতে লাগল।

উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, এই নতুন দেশব্যাপী বাজারে ট্রয় ও পিট্সবার্গের, ফিলাডেলফিয়া বা ডিট্রয়টের চুল্লিনির্মাতাদের শিকাগো ও সেণ্ট লুইসের চুল্লিনির্মাতাদের সম্মুখীন হতে হত। পূর্বাঞ্চলের মজুরির হার পশ্চিমাঞ্চলের মজুরির হারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ব্যবসাবাণিজ্যের পশ্চাদপসরণের সময় ট্রয় অথবা সেণ্ট লুইসের ঢালাই কারিগবরা মজুরি হ্রাসেব আশঙ্কা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চাইলে তাদের নিছক স্থানীয় পরিবেশের বাইবেও দৃষ্টি দিতে এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের একই ধরনের শ্রমিকদের মজুরি কমতে না দেওয়ার উপায়ও খুঁজতে হ'ত।

এই নতুন পরিস্থিতিতে এ কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল যে, নিজেদের জাতীয় ভিত্তিতে সংগঠিত করেই শ্রমিক সম্প্রদায়কে দেশব্যাপী শিল্পের মালিকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। প্রথমতঃ, এই নীতির অর্থ হ'ল এই যে, শ্রমিকদের জাতীয় সংস্থা গঠনের চেষ্টা করতে হবে, যাতে যে কোনো দিক থেকেই প্রতিযোগিতা আসুক না কেন, তা থেকে বিশেষ বিশেষ পেশার শ্রমিকরা নিজেদের মজুরি কাঠামো রক্ষা করতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, মালিক সম্প্রদায়ের সব সদস্যের মধ্যে স্বার্থের যে অভিন্নতা গড়ে উঠছিল তার সম্মুখীন হবার জন্য শ্রমিকদের মধ্যেও স্বার্থের অভিন্নতা গড়ে তোলার কথাও এই নীতি বলেছিল। কয়েকজন নতুন নেতা জাতীয় সংস্থা, রাজনৈতিক শ্রমিক দল, সমবায় সমিতি এবং শ্রমিকদের

অন্যান্য সংস্কার সমিতিগুলিকে নিয়ে সংগঠিত পুঁজিবাদের ঊর্ধ্বগামী ক্ষমতা রোধ করার জন্য, সংযুক্ত সংগ্রামপরিষদ সৃষ্টি করতে চাইলে শ্রমিক ঐক্য সম্বন্ধে বহু আলোচনা হতে লাগল।

গৃহযুদ্ধের ঠিক পরবর্তী বছরগুলিতে অধিকতর ব্যাপক এই জাতীয় সংগঠন প্রবর্তনের চেষ্টার সময়ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের কাছে শিল্পায়নের নতুন শক্তিগুলো এমনই গোলমেলে মনে হচ্ছিল যে, তারা কোন্ পথে অগ্রসর হবে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ছিল। শ্রমিক সম্প্রদায় নতুন নতুন সংস্কারের প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়েছিল এবং সমাজবাদ ও শ্রেণী সংগ্রামের উগ্র ধরনের মতবাদ বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। আর্থিক কর্মসূচী অপেক্ষা রাজনৈতিক কর্মসূচীর সুবিধা নিয়ে এবং অপেক্ষাকৃত ব্যাপক সংস্থার বিরুদ্ধে বৃত্তিভিত্তিক শ্রমিক সংস্থার সুবিধা নিয়ে তর্ক চলতে লাগল।

শ্রমিক সম্মেলনে যে সব সূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোচিত হত সেগুলির কথা না ভেবে অনেক সময়ই শ্রমিকরা নিজেদের বিচারবুদ্ধি মত কাজ করত। পুঁজিবাদী শোষণের পায়ের চাপে নিজেদের উত্তরোত্তর ক্ষতিগ্রস্ত মনে করে তারা যে নেতৃত্ব বাস্তব আর্থিক পরিস্থিতির সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে তাকে অগ্রাহ্য করল এবং নিজেদের অধিকার রক্ষার্থে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। গৃহযুদ্ধের পূর্বে ধর্মঘট ছিল স্থানীয়, ক্ষণস্থায়ী এবং সাধারণতঃ শান্তিপূর্ণ। কিন্তু শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মঘটের চরিত্র প্রবলভাবে বদলে গেল। আমাদের দেশের শিল্পে বহুদূরবিস্তৃত ও হিংসাত্মক সংঘর্ষ দেখা যেতে লাগল।

শ্রমিকদের জাতীয় সংগঠনের উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ দেখা যায় ১৮৬৬ সালে। ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ দশকের অনুরূপ প্রচেষ্টার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে কয়েকজন শ্রমিক নেতা তাঁদের ভাষায় "যুক্তরাষ্ট্রে সমবেত সর্বপ্রথম জাতীয় শ্রমিক সম্মেলনের" আহ্বান জানালেন। এই সম্মেলন বাল্টিমোরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থা, শ্রমিক সমিতি ও জাতীয় সংঘের প্রায় সাতাত্তর জন প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিল। সামগ্রিকভাবে শ্রমিকদের মধ্যে এক নতুন একতার সৃষ্টি করাই ছিল সম্মেলনের প্রতিশ্রুত লক্ষ্য। পরে যা "জাতীয় শ্রমিক সংঘে" পরিণত হয়েছিল, তার সংগঠনে সে সময়ে বর্তমান শ্রমিক সংস্থাগুলির সদস্য দক্ষ শ্রমিকদেরই শুধু নয়, অদক্ষ শ্রমিক এবং কৃষকদেরও সদস্য করে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। শেষ পর্যন্ত যারা কাজ করে তাদের সকলেই "তাদের ক্ষমতার মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে জাগবে" এ কথাই ভাবা হয়েছিল।

প্রথম থেকেই "জাতীয় শ্রমিক সংঘ" ছিল সংস্কারবাদী ও রাজনৈতিক মনোভাবসম্পন্ন। সকল ধরনের শ্রমিকদেরই একটা সাধারণ কার্যক্রমের মধ্যে টেনে আনার প্রথম ব্যাপক প্রচেষ্টা হলেও, গৃহযুদ্ধের পূর্ববর্তী দিনগুলিতে অবাস্তব আদর্শবাদ এবং শিল্পায়নের ক্রমবর্ধমান শক্তি সত্বেও উৎপাদকরা নিজেদের মত করে সমাজ ঢেলে সাজাতে পারে এই ধারণা, এই প্রতিষ্ঠানটিতেও প্রতিফলিত হয়েছিল। বিপক্ষে অজস্র সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকা সত্বেও সীমান্তপ্রধান সমাজের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ উনবিংশ শতকের মার্কিন শ্রমিকের পক্ষে শ্রমজীবী শ্রেণীর চিরস্থায়িত্ব মেনে নেওয়া অসম্ভব করে তুলেছিল।

শ্রমিকদের কাজের শর্তে অবিলম্বে উন্নতিবিধানের জন্য একজোট হয়ে চাপ দেওয়ার মত দৈনন্দিন কার্যক্রমে "জাতীয় শ্রমিক সংঘের" নেতারা বিশেষ উৎসাহী ছিল না। তারা ঘোষণা করল যে, শ্রমিক আন্দোলন শ্রমিক সংস্থার উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক শ্রমিককে কোনো না কোনো সংস্থার সদস্য হতে বলল। বাল্টিমোরের সম্মেলনে কিন্তু তারা শ্রমিকদের স্বার্থ উন্নয়নের পক্ষে রাজনৈতিক কার্যকলাপকেই সবচেয়ে কার্যকর উপায় বলে ঘোষণা করল এবং প্রবলভাবে ধর্মঘটের নিন্দা করল। রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আর্থিক কার্যক্রমের সমর্থকরা সোজাসুজি রাজনৈতিক শ্রমিকদল অবিলম্বে গঠন করার একটি প্রস্তাব হারিয়ে দিতে সক্ষম হলেও, যতশীঘ্র সম্ভব ঐ রকম একটি দল যে প্রতিষ্ঠা করা উচিত সে বিষয়ে সম্মেলন একমত ছিল।

"জাতীয় শ্রমিক সংঘের" সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য "যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমজীবীদের প্রতি ভাষণ" নামে একটি লেখায় প্রকাশিত হল। "যুগের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্খিত বস্তু হিসাবে" যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক রাজ্যে দিনে আট-ঘণ্টা কাজ আইন প্রবর্তন করার উপর এই সংঘ জোর দিয়েছিল। আমরা পরে দেখব যে, পূর্ববর্তী দশ-ঘণ্টা দিন আন্দোলনের চেয়ে এই সংস্কারের তাৎপর্য ছিল অপেক্ষাকৃত গভীর। কিছুদিনের জন্য এই সংস্কারের দাবি শ্রমিকদের কার্যকলাপের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু "জাতীয় শ্রমিক সংঘ" পঞ্চম দশকের পুরোনো আন্দোলনটি পুনরুজ্জীবিত করে ব্যবহারক ও উৎপাদক উভয় প্রকারের সমবায় সমিতি গঠনের চেষ্টাও করেছিল। আংশিক-ভাবে এ সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজে মূলধনলাভ সম্ভব করে তুলতে সংঘ ক্রমেই মুদ্রা ও ব্যাঙ্কব্যবস্থার সংস্কারে বেশি করে মনোনিবেশ করল। কয়েদী শ্রমিক ব্যবস্থা বিলোপ, স্থানীয় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান

বজায় রাখার জন্য বহিরাগতদের, বিশেষ করে পশ্চিম উপকূলের চীনা কুলিদের নিয়ন্ত্রণ; কেবল প্রকৃত বসতিস্থাপনকারীদেরই সরকারী জমিদান এবং জাতীয় সরকার কর্তৃক একটি শ্রম দপ্তর প্রতিষ্ঠা ১৮৬৬ সালের ঘোষিত লক্ষ্যগুলির অন্তর্গত ছিল।

প্রধানতঃ রাজনৈতিক এই সব লক্ষ্যে পরিপূরক হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর আরো ব্যাপক সংগঠনের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। শিল্পে নিযুক্ত নারীদের স্বার্থ স্বীকৃত হয়েছিল। নতুন সংঘটি নানা ধরনের নারী শ্রমিকদের ভিন্নভাবে এবং "নারী সীবনশিল্পী, কারখানা কর্মচারী ও অন্যান্য নারী শ্রমিকদের" সামগ্রিকভাবে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। "ট্রয় লণ্ড্রি ওয়ার্কার্স" নামে নারী শ্রমিকদের একটি সংস্থার প্রধানকে সংঘের সহকারী সম্পাদক করা হয়েছিল। নিগ্রোদেরও সংগঠিত হতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনে তাদের সম্ভাব্য ভূমিকার এই প্রথম স্বীকৃতির সময় "জাতীয় শ্রমিক সংঘে" যোগদান করতে তাদের আমন্ত্রণ জানান হয় নি। বরং, তাদের নিজস্ব শ্রমিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছিল।

এই নতুন সগঠনের প্রতিষ্ঠা সর্বপ্রথম জাতীয় শ্রমিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করেছিল এবং সংঘের কার্যকলাপে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে উইলিয়াম এইচ্ সিলভিস ছিলেন একজন। ১৮৬৮ সালে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। যে সম্মেলনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন তাতে উপস্থিত শ্রমিক নেতাদের সমাবেশের উপর মন্তব্য করার সময় "নিউ ইয়র্ক সান্" পত্রিকা—তিনি সমস্ত দেশে যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তার সাক্ষ্য দিয়েছিল। পত্রিকাটি জানিয়েছিল যে, তাঁর নাম "ঘরে ঘরে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।"

এ সময়ে সিল্‌ভিসের বয়স ছিল চল্লিশ। তাঁর মাঝারি গড়ন ও শক্তিশালী কাঠামো ছিল এবং গায়ের রং ছিল লাল্‌চে। তিনি সামান্য দাড়ি গোঁফ রাখতেন এবং তাঁর "মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় ছিল বুদ্ধিদীপ্ত।" শ্রমিক নেতাদের মধ্যে খুব কম ব্যক্তিই শ্রমিক পক্ষ সমর্থনে তাঁর চেয়ে বেশি একাগ্র ছিলেন এবং শ্রমিকদের স্বার্থে সবরকমের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে তাঁর চেয়ে বেশি প্রস্তুত ছিলেন। আবার, অন্য কেউ শ্রমিকদের কাছ থেকে তিনি যে আনুগত্য ও ভালবাসা পেয়েছিলেন তা লাভ করতে পারেন নি। আক্ষরিক অর্থে তিনি শ্রমিকদের জন্য নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন। একবার তিনি বলেছিলেন, "আমি এই শ্রমিক আন্দোলনকে ভালবাসি। আমার পরিবারপরিজন বা আমার

জীবনাপেক্ষা ইহা আমার অধিক প্রিয়। আমি নিজে যাহা, আমার যাহা কিছু আছে এবং এই পৃথিবীতে আমি যাহা কিছু আশা করিতে পারি, সবই আমি ইহাকে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত।"

শ্রমিকসম্প্রদায় কি নীতি অনুসরণ করবে এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, তাঁর চিন্তাধারা ছিল অস্থির এবং অত্যন্ত আত্মবিরোধী। কিন্তু একটি বিশেষ মুহূর্তে তার দৃষ্টিভংগী যাই হোক না কেন, তিনি প্রবলভাবে তা সমর্থন করতেন। একবার তাঁর সমালোচক-দের তিনি "দুমুখো দ্রংষ্টাব্যাদনকারী তুচ্ছ স্ত্রৈণদের দল" বলে আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রগুলি নতুন পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত ছিল। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এই শ্রেণী শুধু শ্রমিকদের শোষণ করার উপায় অন্বেষণ করছে। তাঁর ভাষায় পুঁজিপতিরা "কাঞ্চন কুলীন—গর্বিত, উদ্ধত এবং অসৎ······যাহা কিছু তাহাদের সংস্পর্শে আসে তাহাই ক্ষয় পায় এবং শুকাইয়া যায়।"

সিল্‌ভিস্‌ ১৮২৮ সালে পেন্‌সিলভ্যানিয়ার অ্যানফ্‌ শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন শকটনির্মাতা। সিল্‌ভিস্‌ বাল্যকালে স্থানীয় লোহা ঢালাইয়ের একটি কারখানায় কাজ করেছিলেন। পঞ্চম দশকের কোনো এক দিন তাঁর শিক্ষানবিশি সমাপ্ত হয়েছিল। ঠিকা ঢালাই কারিগর হিসাবে তাঁর নতুন পদের পরিচায়ক "স্বাধীনতা-পোষাক" যথানিয়মে তাঁকে এ সময় দেওয়া হয়েছিল। মোটা পশমী কাপড়ের সুন্দর একটি কোট, সাদা কামিজ, পশমী আঁটো পাজামা, বাছুরের চামড়ার জুতো এবং লম্বা রেশমী টুপিই ছিল এই "স্বাধীনতা-পোষাক"। ফিলাডেলফিয়া ও ফিলাডেলফিয়ার আশেপাশে তাঁর নিজস্ব পেশায় কাজ করার সময় তিনি স্থানীয় "ষ্টোভ্‌ অ্যাণ্ড হলো-ওয়ার মোল্ডার্স" ইউনিয়নে যোগ দেন এবং অবিলম্বে একজন সক্রিয় শ্রমিক সংগঠক হয়ে পড়েন। সমস্ত ঢালাই কারিগরদের একটি মাত্র সংগঠনে টেনে আনার প্রেরণা তিনি অনুভব করেছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় ১৮৫৯ সালে ফিলাডেলফিয়ায় একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আঠারটি স্থানীয় সমিতির ছেচল্লিশ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে "জাতীয় ঢালাই কারিগরদের সংঘ" (ন্যাশনাল মোল্ডার্স ইউনিয়ন) প্রতিষ্ঠা করে।

গৃহযুদ্ধের সূত্রপাতে এই সংঘ ভেঙ্গে গিয়াছিল এবং অল্প সময়ের জন্য সিল্‌ভিস্‌কেও সৈন্যদলে যোগ দিতে হয়েছিল। যাই হোক, ১৮৬৩ সালে তিনি

তাঁর পছন্দসই কাজে ফিরে আসেন এবং পুনরুজ্জীবিত "লোহা ঢালাই কারিগরদের আন্তর্জাতিক সংঘের" (আয়রন্ মোল্ডার্স ইন্‌টারন্যাশনাল ইউনিয়নের) সভাপতি নির্বাচিত হন। এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলায় তিনি মনপ্রাণ দিয়েছিলেন এবং তাঁরই অক্লান্ত উদ্যমের ফলে শ্রমিক সংগঠনে নতুন নতুন রীতিনীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। তিনি সমস্ত দেশ চষে বেড়াতেন। প্রায়ই তাঁর রেল ভাড়ার টাকা না থাকায় চালকের গাড়ীতে আসন ভিক্ষা করতে হত। এইভাবেই তিনি বহু সহরের ঢালাই কারিগরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের স্থানীয় সমিতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। জাতীয় সংঘের সদস্য পদও তিনি তাদের দিয়েছিলেন। ১৮৬৪ সালের বাৎসরিক সম্মেলনে ফিরে এসে তিনি সদম্ভে বলতে পেরেছিলেন, "মাত্র এক বৎসরে সামান্য বামন হইতে আমাদের সংঘ একটি অতিকায় দৈত্যে পরিণত হইয়াছে।" ১৮৬৫ সাল নাগাদ "লোহা-ঢালাই কারিগরদের আন্তর্জাতিক সংঘ" দেশের মধ্যে সবলতম এবং সবচেয়ে সুসংহত শ্রমিক সংগঠন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সময়ে সংঘের অন্তর্গত তিপ্পান্নটি স্থানীয় সংস্থা ছিল এবং সভ্যসংখ্যা ছিল ৭,০০০ (অল্প দিনের মধ্যে সংখ্যা বেড়ে ৮,৫০০ হয়)।

এই সময় সিল্‌ভিস্ বহু জায়গা ঘুরে বেড়ান এবং নিউ ইংল্যাণ্ড, সমুদ্র উপকূলের রাজ্যগুলি, মধ্য পশ্চিমাঞ্চল এবং ক্যানাডার অসংখ্য শ্রমিকের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মেশেন। তিনি এই দিনগুলিকেই তাঁর জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন বলে মনে করতেন। কিন্তু তিনি তাঁর সামান্য পুঁজি এভাবে নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন এবং তাঁকে সম্পূর্ণভাবে ঢালাই কারিগরদের দেওয়া সামান্য অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হত। তাঁর ভাই এ সব দিনের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "তিনি সম্পূর্ণ জীর্ণ এবং অব্যবহার্য না হওয়া পর্যন্ত বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত যে শালটি তিনি গায়ে দিয়াছিলেন তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল। অপরিচিত সহরের ঢালাই কারিগরদের চামচ হইতে বিক্ষিপ্ত গলিত লৌহের ছিটা লাগিয়া এই ছিদ্রগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। কারিগরদের সংগঠিত হইতে অনুরোধ করিবার জন্যই তিনি তাহাদের সহিত আলোচনা করিতে ঐ সকল শহরে গিয়াছিলেন।"

সংগঠনের মতই প্রশাসনেও সিল্‌ভিস্ সমান দক্ষতার প্রমাণ দিয়াছিলেন। জাতীয় সংঘের হাতে সব ক্ষমতা কার্যকরিভাবে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল। সদস্যদের মাথাপিছু একটা চাঁদা থেকে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে ধর্মঘট তহবিল

তৈরী করা হয়েছিল। শ্রমিক সংস্থার পরিচয়পত্র সরবরাহ করে এবং শ্রমিকদের সংবাদপত্রে "দালালদের বিবরণ" (ধর্মঘটের বিরুদ্ধে কার্যরত শ্রমিকদের) প্রকাশিত করে "সীমাবদ্ধ কারখানা" নীতি সাধারণভাবে বলবৎ করা সম্ভব হয়েছিল। সিল্‌ভিস্ প্রবলভাবে যৌথ দর কষাকষিতে বিশ্বাস করতেন এবং ধর্মঘটে উৎসাহ দিতেন না। তবে ধর্মঘট ছাড়া শ্রমিকদের আর কোনো উপায় না থাকলে তিনি তাদের সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলতেন, "কে কত মার দিতে পারে তাহার উপরই ফলাফল নির্ভর করিবে।"

১৮৬৭-৬৮ সালেব শীতকাল পর্যন্ত "ঢালাই কারিগর সংঘের" নীতি সর্বত্র সফল হয়েছিল। কিন্তু ঐ কষ্টকর ঋতুতে ন্যাশনাল ষ্টোভ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাণ্ড আয়রন্ ফাউণ্ডার্স এসোসিয়েশন" (মালিকদের প্রতিষ্ঠান) একটি সর্বাত্মক পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করল। মজুরি কমিয়ে দেওয়া হল এবং শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের ছাঁটাই করা হল। শ্রমিকেরা ধর্মঘট আরম্ভ করবার সময় মালিকরা এতটা শক্তি সংগ্রহ করতে পেরেছিল যে, তারা কারখানা বন্ধ করে দিল। সংগ্রামী কারিগররা মাসের পর মাস তাদের ক্ষমতা অনুসারে লডাই চালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের ধর্মঘট তহবিল নিঃশেষ হয়ে যায় এবং আভ্যন্তরীণ মতভেদের দরুন তাদের সংযুক্ত সংগ্রাম পরিষদও ভেঙ্গে যায়। তারা তখন মালিকদের শর্তে একজন দু'জন করে কাজে ফিরে যেতে শুরু করে। সিল্‌ভিস্ এই সংস্থাটিকে সম্পূর্ণ বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন। কিন্তু ধর্মঘট ব্যর্থ হওয়ায় সংস্থাটি এক সময় যে শক্তি ও প্রভাবের অধিকারী হয়েছিল, তা হারিয়ে ফেলল।

এই অভিজ্ঞতায় এতই নিরুৎসাহ হয়ে পডেছিলেন যে, তিনি শ্রমিক সংস্থার সংগঠন থেকে ক্রমেই তাঁর মনোযোগ ব্যাপকতার শ্রমিক সংস্কার আন্দোলনে সরিয়ে আনলে। এ কারণেই তিনি "জাতীয় শ্রমিক সংঘের" মধ্যে তাঁর কার্য-কলাপের পক্ষে প্রশস্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। আগে যতটা জোরের সঙ্গে তিনি শ্রমিক সংস্থা সংগঠন সমর্থন করেছিলেন ততটা প্রবলভাবেই তিনি এখন আইন প্রণয়নের সাহায্যে দিনে আট-ঘণ্টা কাজের নিয়ম প্রবর্তন, সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা ও মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কার সমর্থন করতে লাগলেন। তাঁর পূর্ববর্তী মতামত সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে তিনি "জাতীয় শ্রমিক সংঘের" মধ্যে এই ঝোঁক যাতে রাজনৈতিক কার্যক্রমের সাহায্যে এ সব সংস্কার সাধন করতে পারে সে জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি

প্রয়োগ করলেন। সংঘের সভাপতি হিসাবে তাঁর প্রথম ইস্তাহারে তিনি দাবি জানালেন, " 'সংস্কার' আমাদের সিংহনাদ হউক।…কাঞ্চন কুলীনরা নিপাত যাউক এবং জনসাধারণের জয় হউক।"

"জাতীয় শ্রমিক সংঘের" সভাগুলি স্পষ্টই রাজনৈতিক সংস্কারে এই অভিনিবেশ প্রতিফলিত করতে লাগল। ১৮৬৮ সালের সম্মেলনে সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে (নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড "শিল্পের প্রধান প্রধান সমস্যা সম্বন্ধে দার্শনিক ও রাজপুরুষসুলভ মতামতের" জন্য যাঁদের বিষয়ে সপ্রশংস মন্তব্য করেছিল) 'আট-ঘণ্টা' সমিতি, ভূমি সংস্কার পরিষদ, একচেটিয়া ব্যবসায়বিরোধী সংঘ এবং অন্য অনেক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ছিলেন। এঁদের মধ্যে এলিজাবেথ্ ক্যাডি স্ট্যাণ্টন এবং সুসান বি অ্যাণ্টনি নামে নারীদের ভোটাধিকারের সমর্থক দু'জন মহিলার নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের উপস্থিতি বেশ কিছুটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছিল, কারণ সিল্‌ভিস্ ও অন্যান্য নেতারা নারীদের ভোটাধিকার সমর্থন করলেও প্রতিনিধিরা সামগ্রিকভাবে এতদূর যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। মহিলা দু'জনকে সভায় থাকতে দিয়ে তাঁরা তাঁদের "অদ্ভুত চিন্তাধারা" অনুমোদন করছেন, এ কথা বোঝায় না, স্পষ্টভাবে তা জানাবার পর নারী ভোটাধিকারের নেত্রীদের সভায় বসতে দেওয়া হয়েছিল। "হেরাল্ড" পত্রিকা কিন্তু লক্ষ্য করে যে, "কুমারী অ্যাণ্টনি মনোরমভাবে নানা ছলাকলা অবলম্বন করেছিলেন এবং শ্মশ্রুশোভিত প্রতিনিধিদের তিনি যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলেন।"

এই একই সম্মেলনে "জাতীয় শ্রমিক সংঘ" এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যার মধ্যে তৃতীয় দলে তার রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বাভাস স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। কয়েকটি রাজ্যে শ্রমিকদের সংস্কার দল সংগঠনে সংঘ উৎসাহ দিল এবং তাদের প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে বলল। শ্রমিক সংস্থার সদস্যরা দিন দিন দেখতে লাগল যে, তাদের স্বার্থ গৌণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং যে সব বিষয়ে তারা কোনোভাবেই জড়িত নয় বা হয়তো সামান্যই জড়িত সেগুলি নিয়েই সংঘ বেশি মাথা ঘামাচ্ছে। গৃহযুদ্ধপূর্ব দিনগুলিতে শ্রমিক সম্মেলনসমূহের পুরোনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছিল। "জাতীয় শ্রমিক সংঘের" অভিজ্ঞতায় একমাত্র পার্থক্য ছিল এই যে, এই সংঘ যত না সংস্কারকদের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল ("মনোরম ছলাকলাপূর্ণ" মিস্ অ্যাণ্টনির উপস্থিতি সত্ত্বেও), তার চেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল সংস্কারকে রূপান্তরিত প্রাক্তন শ্রমিক নেতাদের দ্বারা। সিল্‌ভিস ছিলেন এই প্রবণতার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। কিন্তু উনবিংশ

শতকের সপ্তম দশকের শেষ নাগাদ আরো অনেক শ্রমিক নেতা সংস্কার ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে তাঁরই মত উৎসাহী সমর্থক হয়ে পড়েছিলেন।

সিল্‌ভিস্ সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় "জাতীয় শ্রমিক সংঘ" যে প্রেরণা লাভ করেছিল তা স্থায়ী হয় নি। ১৮৬৯ সালে সংঘের বাৎসরিক সম্মেলনের অব্যবহিত পূর্বে মৃত্যু হঠাৎ তাঁকে ছিনিয়ে নিল। শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে এই আঘাত হয়েছিল খুবই নির্মম এবং তা "সমগ্র শ্রমজীবী শ্রেণীর উপর নৈরাশ্যের যবনিকা টানিয়া দিয়াছিল।" তাঁর প্রশংসা করে প্রস্তাব গ্রহণ করে নি এমন কোনো শ্রমিক সংস্থা ছিল না বললেই চলে। খ্যাতির মধ্যাহ্নে এই শ্রমিক নেতার মৃত্যুতে যে অপূরণীয় ক্ষতি হল সে সম্বন্ধে পত্রিকাগুলি অসংখ্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল। তাঁর মৃত্যুর উপর মন্তব্যে একটি কাগজ শিরোনামা দিয়েছিল, "সিল্‌ভিস্! জাতির পক্ষে বিপর্যয়" এবং "ওয়ার্কিং ম্যান্‌স্ অ্যাডভোকেট সেদিন প্রতি পৃষ্ঠা কালো বর্ডার দিয়ে ঘিরে প্রকশিত হয়েছিল।

ইয়োরোপের "আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সংঘের" (ইন্‌টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেন্‌স এসোসিয়েশন) বা "প্রথম আন্তর্জাতিকের" নেতাদের কাছ থেকে শোকজ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছিল। "দারিদ্র্যের সহিত ধনের সংগ্রামে" সিল্‌ভিস্ এই সংঘের সঙ্গেও একযোগে কাজ করতে চেয়েছিলেন। অন্য অনেকের সঙ্গে কার্ল মার্ক্‌সের সাক্ষরিত একটি পত্রে লেখা ছিল, "জীবনের মধ্যাহ্নে যে বিশ্বস্ত যোদ্ধার মৃত্যুতে আমরা এক সঙ্গে শোক প্রাকাশ করিতেছি" পৃথিবীর পক্ষে তাঁকে হারানো অশেষ ক্ষতির কারণ হয়েছে।

"মোল্ডার্স ইন্‌টারন্যাশনাল ইউনিয়ন" গড়ে তোলায় তাঁর দৃষ্টান্ত ও সংগঠন শক্তি এবং জাতীয় মঞ্চে শ্রমিকদের অধিকার প্রবলভাবে সমর্থন শ্রমিক আন্দোলনে সিল্‌ভিসের অবদান। তিনি নিজেকে শ্রমিকদের প্রকৃত মুখপাত্রে পরিণত করেছিলেন এবং তাঁর মতামত মনোযোগ ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করত। স্বল্পজীবী হলেও এদেশের ইতিহাসে তিনিই প্রকৃতপক্ষে প্রথম জাতীয় শ্রমিক নেতা।

তিনি আরো বাঁচলে "জাতীয় শ্রমিক সংঘের" ইতিহাস ভিন্ন রূপ নিত কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে। এরই মধ্যে সংঘ কিছুটা অনিশ্চিত রাজনৈতিক পথে পরিচালিত হয়েছিল এবং সংস্কার আন্দোলনে সংঘের শক্তি অপসারণে সিল্‌ভিস্ বাধা দেন নি, বরং তিনি তাতে উৎসাহই দিয়েছিলেন। যাই হোক, সংঘের আর বেশি দিন ছিল না। সিল্‌ভিসের একজন সহকর্মী ও আন্তর্জাতিক জাহাজী ছুতোরদের সমিতির (ইন্‌টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব্ শিপ্ কার্পেণ্টারস্

অ্যাণ্ড ককার্স) নেতা রিচার্ড এফ্. ট্রেভেলিক্ তাঁর পর সংঘের সভাপতি হয়েছিলেন। তিনিও গোড়ার দিকে শ্রমিক আন্দোলনে উৎসাহী হলেও ক্রমেই অধিক মাত্রায় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সভাপতিত্বে "জাতীয় শ্রমিক সংঘ" শেষ ঝাঁপ দিল এবং ১৮৭২ সালের বাৎসরিক সম্মেলনে নিজেকে "জাতীয় শ্রমিক সংস্কার দলে" (ন্যাশনাল লেবার রিফর্ম পার্টি) রূপান্তরিত করল। মুখ্যতঃ মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কারের উপর জোর দিয়ে রচিত একটি কার্যক্রম গৃহীত হল এবং ইলিনয়ের বিচারপতি ডেভিড ডেভিস্‌কে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনীত করা হল। ডেভিস তাঁর নাম প্রত্যাহার করায় সংঘেব রাজনৈতিক আন্দোলনের পতন হল এবং এই পতনের সঙ্গে "জাতীয় শ্রমিক সংঘেব" সমাপ্তি ঘোষিত হল।

"জাতীয় শ্রমিক সংঘ" এতটা স্বল্পস্থায়ী এবং ব্যর্থ হলেও, যে সব ব্যাপারে সংঘ জড়িত ছিল তাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয় আরো আলোচনাব যোগ্য। প্রথমেই ওঠে আইনের সাহায্যে দিনে 'আট-ঘণ্টা' কাজ বলবৎ করার আন্দোলনের কথা। ১৮৬৬ সালে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, "ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং বর্তমানে আমেরিকার শ্রমিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে"। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নৈতিক কল্যাণ, ও শিক্ষার সুযোগ বাড়বে বলে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের জন্য কাজের সমর্থনে যে সব পুরোনো যুক্তি দেওয়া হত এই আন্দোলন তার চেয়ে অনেক গভীর তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ব্যবস্থার সমর্থকদের মতে 'আট্‌-ঘণ্টা' দিন শ্রমিকদেব মজুবি ও মর্যাদা বাড়িযে সমাজেব বর্তমান সংগঠন রূপান্তরিত করবে এবং "পুঁজিপতি ও শ্রমিক এক না হওয়া পর্যন্ত" এইভাবে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে প্রভেদ কমিয়ে আনবে।

'আট্‌-ঘণ্টা' আন্দোলনের প্রধান পুবোহিত ছিলেন বস্টনের একজন যন্ত্রবিদ এবং শ্রমিক সংস্থার বিশ্বস্ত সদস্য ইরা ষ্টুয়ার্ড। শ্রমিকদের সকল সমস্যার সমাধান তাঁর মতবাদে বর্তমান, এ বিষয়ে তাঁর প্রত্যয় এতটা দৃঢ় ছিল যে, তিনি কখনই এবং কোনো জায়গাতেই তা প্রচার করার স্বয়ং-অর্পিত কর্তব্য থেকে বিরত হতেন না। "আমেরিকান ওয়ার্কম্যান" পত্রিকার একজন সংবাদদাতা লিখেছিলেন, "তিনি যখন রাস্তা দিয়া সবেগে অগ্রসর হন, সেই সময় তাঁহার সহিত কোন দিন আপনার সাক্ষাৎ হইলে যদি অন্য কেনে বিষয় লইয়া আপনি অলোচনা করিতে চান, তাহা হইলে তিনি ক্ষমাভিক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু "শ্রমকালের" প্রসঙ্গটি

একবার অবতারণা করুন এবং তাঁহার বক্তব্য শুনিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করুন, দেখিবেন যে তিনি থামিয়া দাঁড়াইবেন এবং আপনার নিকট রাত্রি না হওয়া পর্যন্ত ঐ মতের সপক্ষে ওকালতি করিবেন।"

এ বিষয়ে তিনি অসংখ্য শ্রমিক সভায় ভাষণ দিয়াছিলেন, ম্যাসাচুসেট্সের আইন সভার কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং বহু পুস্তিকা ও শ্রমিক পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রথমে তিনি "শ্রম সংস্কার সমিতি" (লেবার রিফর্ম এসোসিয়েশন) এবং পরে ম্যাসাচুসেট্সের "মহান 'আট্-ঘণ্টা' পরিষদ" (গ্র্যাণ্ড এইট হাওয়ার লীগ অব্ ম্যাসাচুসেট্স) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর ভাবধারা শ্রমিকদের কল্পনাশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। দেশের সর্বত্র বহু "আট্-ঘণ্টা পরিষদ" গজিয়ে উঠল এবং এ সব পরিষদের কার্যক্রম গ্রহণ করে নিয়ে "জাতীয় শ্রমিক সংঘ" শ্রমিকদের প্রস্তাবিত কার্যকাল হ্রাসে জাতির স্বার্থই প্রতিফলিত করেছিল।

ষ্টুয়ার্ডেব মূল তত্ত্ব এমন কতগুলি মত ও আচরণের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল, যেগুলি বিংশ শতাব্দীতে আরো অনেক ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। কাজের সময় আট্ ঘণ্টায় কমিয়ে আনা সমর্থনের সময় তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, এজন্য মোট মজুরি কমবে না। দশ বা বার ঘণ্টা কাজের জন্য তারা যে মজুরি পাচ্ছিল শ্রমিকেরা অন্ততঃ তার সমান মজুরি দাবি করবে এবং এই দাবি সব শিল্পেই করা হবে বলে মালিকদের পক্ষে তা অমান্য করার কোনো সঙ্গত কারণ থাকবে না। এই আন্দোলন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে "মালিকরা নিজেরাই জগতের সর্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি অর্থাৎ জনসাধারণের অভ্যাস, আচরণ ও অভিমতের বিরুদ্ধে 'ধর্মঘট' করিবার নির্বুদ্ধিতা করিবে।" তাদের অবসর বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিকেরা শিল্পজাত দ্রব্য আরো বেশি ভোগ করার সুযোগ পাবে এবং এজন্য আরো বেশি পরিমাণে সেগুলি কিনতে চাইবে। "কোনো দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় প্রায় সম্পূর্ণভাবে উহা কি পরিমাণে নির্মিত হইবে তাহার উপর নির্ভর করে, ইহা যন্ত্রবিজ্ঞান-সম্মত সত্য" এ কথা ষ্টুয়ার্ড জানালেন। তারপর তিনি বললেন, যা এককালে বিলাসদ্রব্য ছিল, তা বহুল পরিমাণে শ্রমিকদের কাছে বিক্রি করা যাবে বলে বাজার সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে উৎপাদনশিল্পের মালিকরাও লাভবান হবে।

ষ্টুয়ার্ডের বক্তব্যের প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, মজুরি না কমিয়েই কাজের সময় কমানো যায় এবং এই মত একটি ছড়ার সাহায্যে জনপ্রিয় করা হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে ষ্টুয়ার্ডের স্ত্রীই এই ছড়াটি রচনা করেছিলেন :

'আমরা ফুরন নিয়ে কাজ করি বা দিন হিসাবে কাজ করি,
কমবে যত কাজের সময় বাড়বে তত মজুরি।'

তাদের উৎপন্নদ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতা বাড়াবার আশায় মালিকরা আইন অনুসারে 'আট-ঘণ্টা' কাজের জন্য পুরোনো মজুরি সত্যি সত্যি দেবে কি না সে বিষযে অন্ততঃ কিছু সন্দেহ ছিল। আট-ঘণ্টা পরিষদগুলি কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের সম্পূর্ণ পুনর্জন্ম সম্বন্ধে এই আশাবাদী দৃষ্টিভংগী প্রচারিত করতে খুবই সফল হয়েছিল। জাতীয় সরকার এবং কয়েকটি রাজ্যসরকাবকেও শ্রমিকদের দাবি মেটাতে কর্মসূচী অবলম্বনে সম্মত করা হয়েছিল। ১৮৬৮ সালে জাতীয় সরকারের সকল কর্মচারীর জন্য আট-ঘণ্টা দিন প্রবর্তিত হল এবং ছয়টি রাজ্যসরকারও আট-ঘণ্টা "দৈনিক বৈধ কাজের সময়" বলে মেনে নিল।

'দশ-ঘণ্টা' দিনের পক্ষে আইন বিভাগের পূর্ববর্তী প্রচেষ্টার মত এবারও কিন্তু রাজ্যসরকারগুলির অবলম্বিত কার্যক্রম অলীক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। নতুন আইনগুলিকেও সেই একই শর্তের "ভিন্ন কোনো চুক্তি বা সম্মতি না থাকিলে", অধীন করা হয়েছিল এবং এই বাধা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোনো পথ ছিল না। "জাতীয় শ্রমিক সংঘের" সে সময়ের একটা রিপোর্টে সম্পূর্ণভাবে এ বিষয়ে উৎসাহের অভাব দেখা গেল। রিপোর্টে ছিল, "আপনাদের নিযুক্ত সমিতি আরো বলিতে চায় যে, ছয়টি রাজ্যে 'আট-ঘণ্টা' দিবস আইন গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা আইনে রূপায়িত হওয়ায় কোনো লাভই হয় নাই এবং উহাদের শ্রমিকদের উপর জুয়াচুরি বলিয়াই একমাত্র বর্ণনা করা যাইতে পাবে।"

এই বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আন্দোলনে যে সাময়িক সমর্থন দেখা গিয়েছিল তাও হারাতে হল। শ্রমের সর্বোচ্চ সময় নির্ধারক আইন সমাজ সংস্কারকদের উদ্দেশ্য হিসাবে রয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত কোনো শর্ত ভিন্নই রাজ্যগুলি এ ধরনের আইন গ্রহণ করেছিল এবং বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে নিযুক্ত সকল কর্মচারীদের জন্য অনুরূপ আইন অনুমোদন করে। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে শ্রমিক সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্রিয়ার সাহায্যে হ্রস্বতর কার্যকাল লাভের চেষ্টা ত্যাগ করেছিল এবং আর্থিক চাপ দেবার নীতিতে ফিরে গিয়েছিল। গত শতাব্দীর নবম ও শেষ দশকে শ্রমিক সংস্থাগুলিকে, আদি শ্রমিক সমিতিদের মতই, মালিকদের কাছে সোজাসুজি দাবি জানাতে এবং ধর্মঘটের সাহায্যে তা মানতে বাধ্য করতে দেখা গেল।

সপ্তম দশকের সর্বোচ্চ কার্যকাল আন্দোলনের প্রাবল্য কমে যাওয়ার সঙ্গে শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান হিসাবে সমবায়ে নতুন উৎসাহ তার স্থান গ্রহণ করল। "জাতীয় শ্রমিক সংঘ" এই আন্দোলনও সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেছিল। আবার, পঞ্চম দশকের তুলনীয় সমবায় আন্দোলনের চেয়ে এই আন্দোলনের তাৎপর্য ছিল বেশি। আট-ঘণ্টা দিনের সমর্থকদের মতই সমবায়ের সমর্থকরাও সমাজের সম্পূর্ণ পুনর্গঠনেব কথা বিবেচনা করেছিলেন। প্রতিটি পেশায় উৎপাদকদের সমবায় সমিতি স্থাপন করে শ্রমজীবীরা নিজেরাই নিজেদের নিয়োগ করার এক ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে। এই ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত মজুরি প্রথা দূর করবে, শিল্পে অর্জিত মুনাফা সুষমভাবে বণ্টনের এক উপায় দেখাবে এবং পুঁজিপতিদের উপর শ্রমিকদের নির্ভরশীলতা ভেঙ্গে দেবে।

লোহা-ঢালাই কারিগরদেব সমবায় সমিতি স্থাপনে ক'রে সিল্‌ভিস্ নিজেই এই আন্দোলনে নেতৃত্ব কবেছিলেন। ট্রয়, রচেষ্টাব, শিকাগো, ক্লিভ্‌ল্যাণ্ড, লুইসভিল এবং অন্যান্য শহবে শুধু তাদের স্থানীয় সমিতিগুলিই যে ঢালাইয়ের কারখানা স্থাপন করেছিল তাই নয়, জাতীয় সংঘও তার ধর্মঘটের সর্বনাশা অভিজ্ঞতালাভের পর ১৮৬৮ সালে স্বয়ং সমবায় নীতি গ্রহণ করেছিল। আবেগের বশবর্তী হয়ে সংঘ নতুন নাম নিল "লৌহ-ঢালাই কারিগরদের আন্তর্জাতিক সমবায় এবং সংরক্ষক সংঘ" (আয়রন্ মোল্ডার্স ইন্‌টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ্ অ্যাণ্ড প্রোটেকটিভ্ ইউনিয়ন)। পিট্‌সবার্গে ১৫,০০০ ডলার ব্যয়ে একটা বড ঢালাইয়ের কাবখানা প্রতিষ্ঠা করার উচ্চাকাঙ্খী প্রকল্পও নেওয়া হল। সিল্‌ভিস্ এই প্রকল্পে এত উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন যে, ১৮৬৮ সালে এক সময় মনে হয়েছিল যে, এই কার্যক্রম সার্থক করতে তিনি অন্য সব কিছু ত্যাগ করতেও প্রস্তুত। তিনি বললেন, "আজ ধর্মঘটের উপর নির্ভরশীলতা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিবার এবং সমবায়কে আমাদের সংগঠনের ভিত্তি এবং আমাদের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্যে পরিণত কবিবার সময় হইয়াছে।"

অন্যান্য সংস্থা ঢালাই কারিগরদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিল। যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে যন্ত্রসারাবার মিস্ত্রিরা কয়েকটা কারখানা প্রতিষ্ঠা করল; জুতোনির্মাতারা উৎপাদকদের ও ব্যবহারকদের এই উভয় প্রকার সমবায় সমিতি গড়ে তুলল; মিনিয়াপলিসে খাঁচানির্মাতারা আটটি দোকান খুলল এবং রুটি-নির্মাতা, মুদ্রাকর, টুপিনির্মাতা, ছুতোর ও জাহাজী ছুতোররা অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণ করেছিল।

কিছুদিন এই সমবায় সমিতিগুলি সাফল্য লাভ করছে বলে মনে হলেও ক্রমে একটার পর একটা তাদের ব্যবসা গোটাতে হল। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় প্রবলভাবে তাদের বিরোধিতা করেছিল এবং "সাম্যবাদের ফরাসী তত্ত্ব" বলে তাদের আক্রমণ করেছিল। এ সব সমিতিকে নির্মম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু তাদের ব্যবসা পরিচালনায়ই ছিল আসল গণ্ডগোল। শ্রমিক সংস্থার কর্মচারীদের পরিচালনা নৈপুণ্য ছিল না এবং সমবায় সমিতিগুলি অক্ষমভাবে এবং কখনও কখনও অসাধুভাবে পরিচালিত হত। ফলে তারা ক্রমেই আরো বেশি গোলমালে জড়িয়ে পড়ছিল। উপরন্তু শ্রমিক সংস্থাগুলির তহবিলে অর্থের অপ্রাচুর্য এবং ঋণ সংগ্রহের প্রায় কোনো রকম সম্ভাবনা না থাকা একটা মূল বাধা হিসাবে কাজ করছিল। কারণ, যে কোনো উৎপাদনরত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সে সময়েই বিপুল মূলধন বিনিয়োগ আবশ্যক হয়ে পড়েছিল।

বস্তুতঃ, ঋণ সংগ্রহে অসুবিধার কথা চিন্তা করেই "জাতীয় শ্রমিক সংঘ" শ্রমিকদের নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করার যে কোনো চেষ্টার একটা প্রধান উপাদান হিসাবে মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কারের দিকে মনোযোগ দেয়। গৃহযুদ্ধের সময় প্রবর্তিত গ্রীনব্যাক কাগজীমুদ্রা রদ করার প্রস্তাব থেকেই এই আন্দোলন উদ্ভূত হয়েছিল। তলিয়ে না দেখলে মনে হবে নিম্নগামী মূল্যস্তর রোধ করার জন্য মুদ্রাস্ফীতিমূলক নীতি দাবি করা ছাড়া বুঝি বা এই আন্দোলনে অন্য কিছুই ছিল না। যে সময় শ্রমিকেরা মুদ্রা ও ঋণ সঙ্কোচনের অনুকূল ছিল, মনে হল সে সময় থেকে তারা বিস্ময়জনকভাবে মত বদলে ফেলেছে। কিন্তু গ্রীনব্যাকবাদের পেছনে যে সব তত্ত্ব ছিল সেগুলি মূল্যস্তরের নিছক পরিবর্তনের চেয়ে আরো গভীরে গিয়েছিল। এই প্রশ্নে শ্রমিক সম্প্রদায় কৃষকদের সঙ্গে একজোট হয়েছিল। কারণ, তারা মনে করেছিল এতে সমস্ত মুদ্রা ও আর্থিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আট-ঘণ্টা দিন ও সমবায়ের মত মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কারও ধনতন্ত্রের বদলে উৎপাদকদের এক সাধারণতন্ত্র সৃষ্টির কথা ভেবেছিল।

বেশ কিছুদিন আগে ১৮৪৮ সালে এডওয়ার্ড কেলগ্ যে নতুন মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছিলেন, মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কারকরা প্রধানতঃ তা থেকেই নিজেদের মত গঠন করেছিল। তারা জাতীয় ঋণকে শতকরা তিন টাকা সুদের তমসুকে রূপান্তরিত করতে দাবি জানালো। এই সব তমসুক ইচ্ছামত একটি বৈধ মুদ্রার সঙ্গে বদলে নেওয়া চলবে। আবার এই বিহিত মুদ্রা স্বর্ণ দ্বারা সমর্থিত না হয়ে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা সমর্থিত হবে।

তারা বিশ্বাস করেছিল যে, এ ধরনের কার্যক্রম "দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাঙ্ক মালিক সমিতিগুলির" একচেটিয়া ক্ষমতা ভেঙ্গে ফেলবে, "সুদের হারের ডাকাতির" অবসান সম্ভব করবে এবং স্বর্ণের উপর যে নির্ভরতার জন্য "শ্রমিকের বুকের রক্তও জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত বন্ধক রাখিতে হয়", সেই নির্ভরতা থেকেও আর্থিক ব্যবস্থাকে মুক্ত করবে।

শ্রমিকদের স্বাভাবিক অধিকার প্রদানে এই সংস্কার চূড়ান্ত সর্বরোগহর ওষুধের মত কাজ করবে। "জাতীয় শ্রমিক সংঘ" এরই মধ্যে সুপরিচিত ভাষায় জানাল, "উৎপাদনে বিরত মূলধন এবং শ্রমের মধ্যে শ্রমজাত উৎপন্ন দ্রব্যের সুষম বণ্টন ইহা দ্বারা সম্ভব হইবে। ফলে শ্রমিকরা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিবর্তে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাইবে এবং মূলধন ব্যবহৃত হওয়ার জন্য মূলধন ও ন্যায্য প্রাপ্য পাইবে। ইহা অতিরিক্ত পরিশ্রমের আবশ্যকতা দূর করিবে এবং সামাজিক ও বুদ্ধিগত কৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও অর্থ শ্রমজীবী শ্রেণীকে সরবরাহ করিবে।"

সিল্‌ভিস্, যিনি একের পর এক শ্রমিক সংস্থা সংগঠন, 'আট-ঘণ্টা' দিন এবং সমবায় দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, আবার এই নতুন সংস্কারের প্রচারে তাঁর বাগ্মিতা নিয়োগ করলেন। তিনি আর সব কিছু ভুলে গেলেন। সিল্‌ভিস্ লিখলেন, "যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় তিন সহস্র শ্রমিক সংস্থা বর্তমান। একবার একটি ন্যায্য অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে শ্রমিক সংস্থার অস্তিত্বের কোনো প্রয়োজন থাকিবে না, তাহা তাহাদের দেখানো আমাদের অবশ্য কর্তব্য।"

এই কার্যক্রম গ্রহণ এবং রাজনৈতিক গ্রীনব্যাক আন্দোলনের সঙ্গে যোগদান করার ফলেই কিন্তু "জাতীয় শ্রমিক সংঘ" শ্রমিক সংস্থাগুলির সদস্যদের সমর্থন হারিয়েছিল। পরে ১৮৭২ সালের রাজনৈতিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার চেষ্টার পর এই সংঘ ভেঙ্গে পড়ল। তা'হলেও, শ্রমিক ও কৃষক উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই মুদ্রা ব্যবস্থার সংশোধনের বহু উৎসাহী সমর্থক ছিল। পরবর্তী কয়েকটি বছরে দেশের সর্বত্র বিহিত (বৈধ) মুদ্রা ও পরিবর্তনযোগ্য তমসুক দাবি করে স্থানীয় গ্রীনব্যাক শ্রমিকদল সংগঠিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই দলগুলি মিলে গিয়ে একটা জাতীয় "গ্রীনব্যাক শ্রমিক দল" প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং ১৮৭৮ সালের অন্তর্কালীন নির্বাচনে দশ লক্ষের উপর ভোট সংগ্রহ করতে এবং কংগ্রেসে চোদ্দজন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

দলটির প্রবল দাবি গ্রীনব্যাক কাগজী মুদ্রার সঙ্কোচন বন্ধ করতে পারলেও যে সব মূল কার্যক্রমের জন্য মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কারকরা আন্দোলন করেছিল সেগুলি অবহেলিত হয়েছিল। ১৮৭৮ সালের পুনর্প্রবর্তন আইনের বলে এ সব কাগজী নোটের পরিবর্তে স্বর্ণদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গ্রীনব্যাক শ্রমিকদল সাময়িক-ভাবে একটি যৌথ কর্মসূচীতে শ্রমিক ও কৃষকদের এক করতে পেরেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু পুনর্প্রবর্তন আইন গৃহীত হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যেই দলটি মিলিয়ে যায়। গ্রীনব্যাকবাদ সংস্কার ভাবাপন্ন শ্রমিক নেতাদের সমর্থন লাভে সক্ষম হলেও, সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ কোনো উৎসাহেব সৃষ্টি করেছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। এই আন্দোলনের তাৎপর্য শ্রমিকদের পক্ষে ঠিক বোঝা সম্ভব ছিল না। তবে প্রধানতঃ তৎকালীন পরিস্থিতিতে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে এবং তাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় এমন যে কোনো কর্মসূচী গ্রহণে সম্মতি জানাবার জন্যই তারা এই আন্দোলন কতকটা সমর্থন করেছিল।

১৮৭২ সালে "জাতীয় সংঘের" পতনের পর রাজনীতি পরিহার করতে এবং শ্রমিকদের শ্রমিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক কার্যক্রমের সোজা রাস্তায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এমন একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলার জন্য নানা চেষ্টা হয়েছিল। ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে একের পর এক কয়েকটি শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সব সম্মেলনে প্রতিনিধিরা ঘোষণা করলেন "যুগের পরম আকাঙ্খিত বস্তু" এখন আর আট-ঘণ্টা দিন, মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কার বা অন্য কোনো সংস্কার নয়। পরম আকাঙ্খার বিষয় হচ্ছে "উৎপাদনরত জন-সাধারণের সংগঠন, পুনর্বিন্যাস ও সমবেত প্রচেষ্টা।" একই উদ্দেশ্যে "ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্রাদারহুড" এবং "সভরেইন্‌স অব্‌ ইণ্ডাস্ট্রি" নামে দুটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়েছিল। এ সব প্রচেষ্টায় কিন্তু মুষ্টিমেয় নেতাদের উপর থেকে শ্রমিকদের ঘাড়ে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেবার উদ্দেশ্যই প্রতিফলিত হয়েছিল এবং সত্যিকারের দৃঢ় সমর্থন তারা পায় নি। আলোচনা ও বিতর্কের মঞ্চ ভিন্ন সামান্যই এ সব সমিতি দিতে পেরেছিল।

উপরন্তু, আর্থিক পরিবেশ এই সময় আর একবার শ্রমিক আন্দোলনের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে নিয়েছিল এবং যে কোনো সক্রিয় আন্দোলনের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে অলঙ্ঘনীয় বাধার সৃষ্টি করেছিল। ১৮৭৩ সালে দেশের ব্যবসায়ী মহলে আকস্মিক আতঙ্কের যে ঝড় উঠেছিল, তার ফলে চতুর্থ দশকের মন্দার চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র আর্থিক মন্দা দেখা দিল। নিম্নগামী মূল্যান্তর,

ব্যবসাবাণিজ্যে নিশ্চলতা, উৎপাদন হ্রাস, মজুরি হ্রাস ও বেকারত্বের পুরোনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। খনি, কল ও কারখানা কাজ কমিয়ে ফেলার সঙ্গে অথবা সত্যি সত্যি বন্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে প্রায় তিরিশ লক্ষ লোকের কাজ চলে গেল। দেশের এই দুরবস্থা শ্রমিক ঐক্যের উদ্দেশ্যে "জাতীয় শ্রমিক সংঘ" ও শ্রমিক সম্মেলনগুলির মত অস্পষ্ট প্রচেষ্টাতেই যে শুধু পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিল তাই নয়, সে সময়ের জাতীয় সংস্থাগুলিকে প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলল। ১৮৩৭ সালের আকস্মিক আতঙ্কের সর্বনাশা পরিণতি যেমন চল্লিশ বছর আগের সম্ভাবনাময় সংস্থাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে নি, ঠিক তেমনই জাতীয় সংস্থাগুলি মজুরি হ্রাস ও উর্ধ্বগামী বেকারত্বের কঠোর সংঘাত সহ্য করতে পারল না।

বিপর্যয় ঘনিয়ে আসার সময় তেরটি জাতীয় সংঘ ছিল। ১৮৭৭ সালে "লেবার ষ্ট্যাণ্ডার্ড" কাগজে মাত্র সাতটির নাম পাওয়া যায় এবং ৩ লক্ষ থেকে কমে তাদের সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৫০ হাজার। একটার পর একটা শ্রমিক সংস্থা একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। নাইট্‌স অব্‌ সেণ্ট ক্রিস্পিন ছিল জুতো-নির্মাতাদের উল্লেখযোগ্য একটি সংগঠন। এই সংস্থা শিল্পের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অল্পদিনের মধ্যে সংস্থার সদস্য সংখ্যা ৫০,০০০ হয়ে গিয়েছিল। সংস্থাটি কয়েকটি সার্থক ধর্মঘটের মাধ্যমে "সীমাবদ্ধ কারখানার" নীতি বলবৎ করতে বিস্ময়জনকভাবে সফল হয়েছিল। কিন্তু এই সংস্থাও তার উত্থানের মতই সমান দ্রুতবেগে পড়তে লাগল এবং ১৮৭৮ সাল নাগাদ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। "মেশিনিষ্টস্‌ অ্যাণ্ড ব্ল্যাকস্মিথ্‌স" নামে সমিতি সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ এবং "কুপারস" নামে সমিতি তিন-চতুর্থাংশ হারিয়েছিল। "ন্যাশনাল টাইপোগ্রাফিকাল ইউনিয়নে"র মত অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল সংঘের অর্ধেক সদস্যই চলে গেল। আবার, নতুন প্রতিষ্ঠিত "সিগার মেকার্স ন্যাশনাল ইউনিয়নের" সদস্যসংখ্যা প্রায় ৬,০০০ থেকে কমে গিয়ে ১,০০০ এর সামান্য বেশি দাঁড়াল। শ্রমিক আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে অবদমিত না হলেও, মালিকরা দেশের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের বিরোধিতা করাতে এবং শ্রমিকেরা নিজেদের রক্ষা করতে অক্ষম হওয়াতে, তারা গুপ্ত আকার নিতে বাধ্য হল।

গৃহযুদ্ধের পরবর্তী দশকে শ্রমিক সম্প্রদায় শিল্পভিত্তিক সমাজের নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি। তারা আর্থিক মন্দা সহ্য করার মত অন্তর্নিহিত শক্তিও অর্জন করতে পারে নি। শ্রমিকদের নেতারা অসংখ্য

আদর্শ ও কার্যক্রম তুলে ধরলেও শ্রমিক সংস্থার কার্যকলাপ, সংস্কার ও রাজনীতি সম্পর্কে তাদের নিয়ত পরিবর্তনশীল মনোভাব সাধারণ শ্রমিকদের সমর্থন আকর্ষণ করতে পারে নি অথবা শ্রমিক ঐক্য সম্বন্ধে কোনো প্রকৃত অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারে নি। শ্রমিক সম্মেলনের বাগবিতণ্ডা এবং শ্রমিক সংবাদপত্র-সমূহে প্রবন্ধ ও আবেদন সত্বেও শ্রমিক আন্দোলনের মুষ্টিমেয় সক্রিয় নেতা ও তাদের নামমাত্র সমর্থকদের মধ্যে প্রভেদ দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছিল বলে মনে হয়।

"জাতীয় শ্রমিক সংঘের" প্রবর্তিত কার্যকলাপের পেছনে যদি কোনো নির্দিষ্ট তত্ব থেকে থাকে তবে তা উৎপাদকরা কোনো প্রকারে আর্থিক ব্যবস্থা দখল ও পরিচালনা করতে পারে এই মতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। যন্ত্র, বিশালায়তন উৎপাদন এবং প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ যে উৎপাদকদের সমবায় সমিতির মত সহজ উপায়ের মধ্য দিয়ে উৎপাদনের উপাদান নিয়ন্ত্রণ শ্রমিকদের পক্ষে অসম্ভব করে তুলেছে, তা তখন পর্যন্ত সাধারণভাবে অনেকেই উপলব্ধি করে নি। সংস্কারকরা সামনের দিকে না তাকিয়ে পেছনের দিকে তাকাচ্ছিলেন। স্থায়ী শ্রমজীবী শ্রেণী একটি বাস্তব ঘটনা হলেও শ্রমিকদের নেতারা তা মেনে নিতে খুবই নারাজ ছিলেন। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকদের আশু চাহিদা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা নয়, কীভাবে সমাজ পুনর্গঠিত করা যাবে সে সম্বন্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধারণা থেকেই আট-ঘণ্টা দিন, গ্রীনব্যাকবাদ ও সমবায় আন্দোলনের শুরু হয়েছিল।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের যুগ

গত শতাব্দীর অষ্টম দশকের আর্থিক মন্দা আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের ইতিহাসের অতীব বিশৃঙ্খল এক যুগের আগমনবার্তা বহন করে এনেছিল। এই দুঃসময়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন পটভূমিকায় মালিকদের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা হিংস্রভাবে প্রতিবাদ করতে শুরু করল। একের পর এক অনেক শহরে বেকার শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে লাগল এবং প্রায়ই এ সব ক্ষেত্রে পুলিশবাহিনীর সশস্ত্র হস্তক্ষেপ আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। খনি শ্রমিকদের ধর্মঘটের ফলে রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। ১৮৭৭ সালে রেলপথ কোম্পানীগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের ফলে এমন ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়েছিল যে, মনে হল দেশ সমস্ত শ্রমিক সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছে।

এ সব গোলমাল কমে যাবার পরও শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও অসন্তোষ বিপজ্জনকভাবে ভেতরে ভেতরে টগবগ করে ফুটছিল। অষ্টম দশকে দেশে আবার আর্থিক মন্দা দেখা দিলে মজুরি হ্রাস ও বেকারত্বের মামুলি পুনরাবৃত্তি ঘটল। এ সময়ে এত বেশি ধর্মঘট দেখা গিয়েছিল যে, এই যুগকে "বৈপ্লবিক আন্দোলনের" যুগ বলা হয়। এই যুগের আগে আর কোনো দিন জাতি তার পরিবর্তনশীল আর্থিক ব্যবস্থার পরিণতিস্বরূপ বিরাট এই শ্রমিক সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত বিস্ফোরক শক্তি এত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারে নি।

সাধারণ লোক এবং রক্ষণশীল ব্যবসায়ী গোষ্ঠী যে এ সব আন্দোলন মাথা তোলার সঙ্গে দেশকে বিপন্ন বলে মনে করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অভিবাসীদের অসংখ্য দলগুলির সঙ্গে কিছু কিছু চরম মতাবলম্বীও এসেছিল। এ সময়ে ইয়োরোপে ব্যাপকভাবে প্রচলিত সমাজবাদী, এমন কি নৈরাজ্যবাদী আদর্শও তারা আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল।

সংস্কারের মন্থর কার্যক্রমের চেয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামেরই তারা ছিল বেশি পক্ষপাতী। বেকাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ধর্মঘট সম্বন্ধে বহু বর্ণনা বিদেশীদের প্রভাবের ভয় অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছিল। ১৮৮৬ সালের মর্মান্তিক হে মার্কেট স্কোয়ার দাঙ্গায় সমস্ত ব্যাপারটা চরমে উঠল। সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনকে চরম মতবাদ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের কলঙ্ক দেওয়া হল।

সাম্যবাদ ও নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চিৎকারে কিন্তু রক্ষণশীল ব্যক্তিরা আমেরিকার শ্রমিকদের উগ্র মতবাদ অনেকটা বাড়িয়ে দেখাচ্ছিল। কিন্তু বামপন্থী অংশ থাকলেও মূলতঃ শ্রমিক আন্দোলন ছিল রক্ষণশীল। ধনতন্ত্রের বিনাশ নয়, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নই ছিল তখন পর্যন্ত তাদের লক্ষ্য। পরবর্তী বহু সময়ের মত, সে সময়ের সংবাদপত্রগুলিও অষ্টম ও নবম দশকের বিক্ষুব্ধ শ্রমিক পরিস্থিতির জন্য বিদেশী চরমমতাবলম্বী লোকদের দায়ী করে স্বল্প মজুরি ও বেকারত্বের মত অন্তর্নিহিত শক্তি অস্বীকার করেছিল। এই সব শক্তিই ছিল শ্রমজীবীদের অসন্তোষের মূল কারণ।

১৮৭৭ সালের মহান রেল ধর্মঘটের মত নাটকীয় বিদ্রোহের বশিষ্ট্য এই হিংসাত্মক কার্যকলাপ বুঝতে হলে তার পটভূমিকা সম্বন্ধেও সচেতন হওয়া চাই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এ সময় দীর্ঘস্থায়ী মন্দা দেখা দিয়েছিল এবং যাদের মজুরি কমানো হয়েছিল বা যারা কোনো মজুরিই পাচ্ছিল না তাদের দুর্দশা তৎকালীন সরকার বিবেচনা পর্যন্ত করে নি। বিশাল রেলকোম্পানীগুলির মত মালিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতিহীন মনোভাবের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। শুধু মাত্র মুনাফায় উৎসাহী ব্যাঙ্কমালিক ও অর্থলগ্নিকারী ধন্য ব্যক্তিরাই ছিল এ সব রেলকোম্পানীর মালিক। সবশেষে আমাদের মনে রাখতে হবে, এ সময়ে অবিচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অভিযোগ সার্থকভাবে পরিচালিত করার পক্ষে উপযুক্ত কোনো সংগঠন ছিল না। রেল শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের যে তুষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছিল, তা খোলাখুলি বিদ্রোহে ফেটে পড়ার জন্য চরমপন্থী আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষায় বসে ছিল না। বার বার মজুরি হ্রাসের ফলে বিপন্ন শ্রমিকেরা তাদের তিক্ত বিরোধিতা প্রকাশ করতে গিয়ে অন্ধের মত ঝাঁপিয়ে পড়াতেই স্বতঃস্ফূর্ত এই বিদ্রোহ জ্বলে উঠেছিল।

শ্রমিক বিক্ষোভের এই সময়েই ধীরে ধীরে "নাইট্স অব্ লেবার" এবং অন্যান্য জাতীয় সংঘ দেখা দেয়, যারা উত্তরোত্তর নাইটদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করতে গিয়ে পরে "আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবারে" মিলিত হয়েছিল। মূলতঃ অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ এ সব পরিবর্তন কিন্তু কিছুদিনের জন্য অসংগঠিত হিংসাত্মক কার্য ও চরমপন্থী আন্দোলনে চাপা পড়ে গিয়েছিল। পুঁজিবাদী সমাজে তখন পর্যন্ত শিল্পে মানবিক উপাদন অবহেলিত হচ্ছিল এবং এই সব হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও চরমপন্থী আন্দোলন এ ধরনের সমাজে শ্রমিকদের শক্তি সংগ্রহকালীন বেদনাই প্রতিফলিত করেছিল।

১৮৭৩ সালে ব্যবসায়-জগতের আকস্মিক আতঙ্কের প্রভাব আরো গভীর ও ব্যাপক হয়ে পড়ার সঙ্গে সমস্ত দেশের বহু শহরে উচ্ছৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, বস্টন, সিনসিনাটি ও ওমাহায় বেকার শ্রমিকদের জনতা বিরাট বিরাট জনসভায় সমবেত হয়েছিল। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের অসহ্য অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই তারা এ সব সভায় যেত। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের অপেক্ষাকৃত সরল কৃষিভিত্তিক সমাজের তুলনায় শিল্পপ্রধান সমাজে বেকারত্বের গুরুত্ব অনেক বেশি বলে মনে হল। পুলিশবাহিনী তাদের সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করবার চেষ্টা করলেও গৃহহীন, ক্ষুধার্ত ও হতাশ এই সব শ্রমিক সরে যেতে অস্বীকার করল—তাদের বিবেচনায় যা তারা স্বাধীনভাবে সমবেত হবার অধিকার বলে মনে করেছিল, তা রক্ষা করতে শ্রমিকরা পাল্টা লড়াই শুরু করে দিল এবং সমাজকে তাদের দাবি মেটাতে আহ্বান করল।

১৮৭৪ সালে নিউ ইয়র্কের টম্‌কিন্‌স স্কোয়ার দাঙ্গাই এ সব বিস্ফোরণের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। খয়রাতির আবশ্যকতা সম্পর্কে নাগরিক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য বেকারদের একটি সমাবেশ আহ্বান করা হয়েছিল। এই সভা প্রথমে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করেছিল এবং নগরপাল নিজে বক্তৃতা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। "আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী পরিষদের" (ইন্‌ট্যারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেন্‌স এসোসিয়েশন) মার্কিন শাখা সভার আয়োজনে অংশগ্রহণ করায় প্রমাণ পাওয়া গেল যে, চরমপন্থী বিপ্লবীরা প্রস্তাবিত সভায় ভাষণ দিতে তৈরী হচ্ছে। ফলে, শেষ মুহূর্তে পুলিশ সভার অনুমতিপত্র বাতিল করে দিল। নির্ধারিত সময়ে টম্‌কিন্‌স স্কোয়ারে কিন্তু শ্রমিকদের ভিড়ে তিলধারনের জায়গা ছিল না। শ্রমিকরা সভাসম্পর্কে সরকারী মনোভাবের পরিবর্তন অবহিত ছিল না। হঠাৎ একদল অশ্বারোহী পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছল। কোনো সতর্ক ধ্বনি না দিয়েই তারা জনতাকে আক্রমণ করল

এবং কোনো রকম বাছবিচার না করেই চারিদিকে লাঠি চালিয়ে নাগালের মধ্যে সব লোককেই মারতে লাগল। ভয়ে পালিয়ে যাবার সময় বহু নারী, পুরুষ ও শিশু ঘোড়ার পায়ে চাপা পড়লো এবং পুলিশের আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টায় অসংখ্য নির্দোষ দর্শক প্রচণ্ড আঘাত পেল।

পরদিন "নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স" সংবাদ দিল, পুলিশ বাহিনী "অতিরিক্ত কঠোর-ভাবে নহে, সংযতভাবেই" লাঠি চালিয়েছে এবং "ঘোড়-সওয়াররা অগ্রসর হইলে পলায়নের জন্য জনতার ঠেলাঠেলি যে একেবারে মজাদার হয় নাই তাহা নহে।" শ্রমিকদের অসন্তোষের অন্তর্নিহিত কারণ এবং বেকারত্বের সময় খয়রাতি পেতে তাদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে এই সংবাদপত্র এমন একটা ভাব দেখাল যেন বিক্ষোভের জন্য চরমপন্থী বিদেশীরাই দায়ী। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হল, গতকল্য যে সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহারা প্রত্যেকেই বিদেশী—প্রধানতঃ জার্মান ও আইরিশ বলিয়া বোধ হইতেছে। সাম্যবাদ এই দেশে উদ্ভূত উদ্ভিদ নহে।"

চরমপন্থী নেতৃত্ব গ্রহণ করলে শ্রমিকসংস্থাগুলি যে ঝুঁকি নিতে বাধ্য হবে সে সম্বন্ধে টম্‌কিন্‌স স্কোয়ারের দাঙ্গার শিক্ষা একজন শ্রমিক যুবকের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। অশ্বারোহী পুলিশ জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় স্যামুয়েল গম্‌পার্‌স নামে একজন যুবক কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন এবং উপর থেকে একটা নালায় লাফিয়ে পড়ে তিনি কোনো রকমে তাঁর মাথা বাঁচিয়ে পালাতে পেরেছিলেন।

পরে তাঁর আত্মজীবনীতে গম্‌পার্‌স লিখেছিলেন, "চরমপন্থী ও উত্তেজনা-মূলক মতবাদ কীভাবে শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমাজের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করে এবং প্রথম হইতেই স্বাভাবিক ও অত্যাবশ্যক কার্যকলাপ অসম্ভব করিয়া তোলে তাহা আমি দেখিতে পাইলাম। আমি দেখিতে পাইলাম যে, শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব নিরাপদভাবে একমাত্র তাহাদের উপরই ন্যস্ত হইতে পারে, দিন মজুরির সাহায্যে রুটির বন্দোবস্ত করার অভিজ্ঞতা যাহাদের হৃদয় ও মনে গাঁথিয়া গিয়াছে। আমি আরো দেখিতে পাইলাম যে, শ্রমজীবীদের অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতি প্রধানতঃ শ্রমজীবীদের মাধ্যমেই সাধিত হইতে বাধ্য।"

টম্‌কিন্‌স স্কোয়ার দাঙ্গা এবং অন্যান্য শহরে বেকারদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের অল্প দিনের মধ্যেই পূর্ব পেন্‌সিলভ্যানিয়ার কয়েকটি অ্যান্‌থ্রাসাইট কয়লার

খনিতে হিংসাত্মক কার্যকলাপের সূত্রপাত জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করল। এই শিল্পের শ্রমিকেরা বাইটুমিনাস কয়লা খনির শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠিত "মাইনার্স ন্যাশনাল এসোসিয়েশন" অনুসরণ করে "মাইনার্স অ্যাণ্ড মাইন লেবারার্স বেনিভোলেণ্ট এসোসিয়েশন" নামে নিজেদের একটি শ্রমিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। অ্যান্থ্রাসাইট বাণিজ্য পর্ষদের ("অ্যান্থ্রাসাইট বোর্ড অব্ ট্রেড") সঙ্গে একটা চুক্তি সম্পাদন করতে এই সংস্থা সফল হয়েছিল। কিন্তু ১৮৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মালিকরা চুক্তি অনুসারে যা নিম্নতম মজুরি ছিল তার চেয়েও কম মজুরি দিতে লাগল। খনি শ্রমিকরা তৎক্ষণাৎ খাদ থেকে বেরিয়ে এল এবং পরে যা "দীর্ঘ ধর্মঘট" বলে পরিচিত হয়েছিল সেই ধর্মঘটের মাধ্যমে তারা মজুরির হার আগের স্তরে নিয়ে যেতে ঠিকাদারদের বাধ্য করতে চেষ্টা করল। ক্ষুধা ও অনটনে শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই তীব্র দুর্দশায় পড়তে শুরু করলে তাদের মধ্যে অনেকেই খাদে ফিরে যেতে লাগল। ফলে ধর্মঘটবিরোধী শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য মালিকদের প্রেরিত কয়লা ও লৌহখনি অঞ্চলের পুলিশ বাহিনীর অবশিষ্ট ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে খোলাখুলি লড়াই শুরু হয়ে গেল।

এই বিক্ষুব্ধ পরিবেশে আর একটি উপাদান সংযুক্ত হয়েছিল—এই দীর্ঘ ধর্মঘটে, যার যথাযথ ভূমিকা নির্ণয় করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। এ সময়ে কিন্তু সংবাদপত্রে শ্রমিকদের এক গুপ্ত সমিতি সম্বন্ধে রোমহর্ষক বিবরণ বের হতে লাগল। এই সমিতি হচ্ছে "এন্‌সিয়েণ্ট অর্ডার অব্ হাইবেরিয়ান্‌স"। সাধারণভাবে এই সমিতি "মলি ম্যাগুয়ারদের দল" বলে পরিচিত ছিল। বলা হতে লাগল যে, এই সমিতি কয়লাখনি অঞ্চলে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে এবং যে সব শ্রমিক কাজে ফিরে যেতে চায় তাদের বাধা দিচ্ছে। আরো অভিযোগ করা হল যে, সমিতির সদস্যরা সর্দার ও পরিচালকদের মারপিট, অন্তর্ঘাতী কাজ ও সম্পত্তি নাশ এবং সোজাসুজি খুনজখমের ভয় দেখিয়ে ঠিকাদারদের বাগে আনতে চেষ্টা করছে। মলি ম্যাগুয়ার নামে একজন দুর্দান্ত প্রকৃতি বিধবার নেতৃত্বে এভাবেই আর একদল লোক আইরিশ জমিদারদের ভয় দেখাতে চেষ্টা করেছিল। সমিতির দ্বিতীয় নামটি সেই বিধবার নাম থেকেই প্রাপ্ত। পরে অবশ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল যে, কয়েকটি কয়লাখনির উপর আক্রমণ ঠিকাদাররা নিজেরাই প্ররোচিত করেছিল, যাতে তারা শুধু মলি ম্যাগুয়ারদেরই নয়, সমস্ত শ্রমিক সংগঠন চুরমার করে ফেলার ছুতো পায়। পূর্ব পেন্‌সিলভ্যানিয়াতে হিংসাত্মক কার্যকলাপের যে জোয়ার দেখা

গিয়েছিল তার এই ব্যাখ্যার অন্তত: আংশিক প্রমাণ বিক্ষোভ দমন করতে যে সব চেষ্টা করা হয়েছিল তা থেকেই পাওয়া যায়। [১]

ফিলাডেলফিয়া ও রেডিং রেলরোড কোম্পানী অনেকগুলি খনি নিয়ন্ত্রণ করত। এই কোম্পানীর প্রধান ছিল ভয়ানক শ্রমিক-বিরোধী এবং সেই অভিযানের নেতৃত্ব করেছিল। জেম্‌স ম্যাক্‌পার্‌লান্‌ নামে পিন্‌কারটন প্রতিষ্ঠানের (আমেরিকার বেসরকারী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান) একজন গোয়েন্দাকে যে কোনো উপায়েই মলি ম্যাগুয়ারদের অপরাধমূলক কার্যকলাপের প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য সে ভাড়া করেছিল। ফেরারী আসামী বলে নিজের পরিচয় দিয়ে ম্যাক্‌পারলান তাদের বিশ্বাসভাজন হয়েছিল। ম্যাক্‌পারলান্‌ তাদের গুপ্ত চক্রান্তে যোগ দিত এবং মনে হয় তার অভিযোগগুলি যাতে আদালতে দাঁড়াতে পারে সেজন্য সে নিজেই কয়েকটি ষড়যন্ত্রের উদ্ভাবনা করেছিল। অবশেষে ১৮৭৫ সালের শরৎকালে সে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছিল। এ সব সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করল। তাব এবং কয়েকজন রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহজনক হলেও মামলার ফলে মলি ম্যাগুয়ারদের চব্বিশ জন এক সঙ্গে অপরাধী প্রমাণিত হল। হত্যাপরাধে তাদের মধ্যে দশজনের ফাঁসি হয়েছিল এবং অন্যান্য অপরাধীর দুই থেকে সাত বছর কারাদণ্ড হয়েছিল।

কয়লাখনিগুলিতে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হল। এই গুপ্ত সমিতির ক্ষমতা ও প্রভাব প্রকৃতপক্ষে যাই থাকুক না কেন, এই আক্রমণের ফলে তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঠিকাদাররা একই সঙ্গে "মাইনার্স বেনিভোলেণ্ট এসোসিয়েশন" ভেঙ্গে ফেলতে এবং তাদেব নিজেদের শর্তে ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাজে ফিরে যেতে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছিল। শ্রমিকদের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা এবং তাদের সংস্থার পতনের মধ্যে 'দীর্ঘ ধর্মঘটের' অবসান হল।

বেকার শ্রমিকদের দাঙ্গা এবং অ্যান্‌থ্রাসাইট কয়লার খনিগুলিতে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ১৮৭৭ সালের রেলপথ শ্রমিকদের একাধিক্র ধর্মঘটের ভূমিকা বলা যেতে পারে। এ সব ধর্মঘটের ফলে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখা দিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীর হস্তক্ষেপ ভিন্ন তা দমন করা যায় নি।

---

১ ১৯৪৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর "নিউ ইয়র্ক টাইমস" ঘোষণা করেছিল যে, মলি ম্যাগুয়ারদের ইতিহাসের উপর রেডিং কোম্পানী সবেমাত্র হাজার হাজার গোপন দলিলপত্র প্রকাশ করেছে। এ সব দলিল কয়লার ঠিকাদাররা যে অন্তত: আংশিকভাবে তাদের প্ররো চত করেছিল এই মত সমর্থন করে।

শ্রমিকরা প্রথমে জনসাধারণের সহানুভূতি পেয়েছিল। তখন ভুয়া শেয়ারের উপর উঁচু হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া চলছিল, কিন্তু একই সময় শ্রমিকদের মজুরি ইচ্ছামত কমিয়ে ফেলা হয়েছিল। মোট কথা এই যে, উনবিংশ শতকের অষ্টম দশকে রেল কোম্পানীরা জনসাধারণের খুবই অপ্রিয় ছিল। "নিয় ইয়র্ক ট্রিবিউন" সংবাদ দিয়েছিল, "জনমতের প্রকাশ যে প্রায় সর্বত্র বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন তাহা অস্বীকার করা মূর্খতার সামিল।" কিন্তু হিংসাত্মক কার্যকলাপ অদম্য হয়ে দাঁড়ালে বেসামরিক আইন এবং বিশৃঙ্খলা এই দুইয়ের মধ্যে একটি বেছে নেবার প্রশ্ন উঠল। "নেশন" পত্রিকা স্পষ্টই বলল, "প্রথমবারই তাহাদের ভয়ে অভিভূত করিবার অথবা চূর্ণবিচূর্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট সংখ্যায় নিপুণ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ধর্মঘটীদের মোলাকাত করাইয়া দেওয়া উচিত ছিল।" এই বিবৃতির সঙ্গে প্রত্যেকে একমত না হতে পারলেও এ কথা স্বীকৃত হয়েছিল যে, সরকার আইন ও শৃঙ্খলা পুনর্প্রতিষ্ঠায় তার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না।

১৮৭৭ সালের জুলাইয়ের গোড়ার দিকে, মজুরি হ্রাসের প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে ধর্মঘটগুলি দেখা দিল। প্রথম ধর্মঘট "বাল্টিমোর ও ওহায়ো রেলপথে দেখা গিয়েছিল এবং অবিলম্বে রেল শ্রমিকরা "পেনসিলভ্যানিয়া", "নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রাল" এবং "ইরি" রেলপথে অনুরূপ ধর্মঘট ঘোষণা করল। অল্প সময়ের মধ্যে মিসিসিপির পূর্বে সব কটা রেলপথই আক্রান্ত হল এবং তারপর আন্দোলন "মিজুরি প্যাসিফিক্", "সেণ্ট লুইস" "কানজাস্ অ্যাণ্ড নর্দার্ন" ও পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য রেলপথে ছড়িয়ে পড়ল। সমস্ত দেশে রেল চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হ'ল এবং কোনো কোনো অংশে তা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছিল। ব্যাল্টিমোর ও পিটসবার্গ, শিকাগো ও সেণ্ট লুইস, এমন কি সানফ্রান্সিসকোতেও বিপজ্জনক দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়ে গেলে দেশ সর্বপ্রথম জাতীয় পরিধিবিশিষ্ট শিল্পবিরোধের সম্মুখীন হল। "সেণ্ট লুইস রিপাব্লিকান্" চীৎকার করে উঠল "ইহাকে ধর্মঘট বলা অন্যায়, ইহা শ্রমিক বিপ্লব।"

ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়ার মার্টিন্সবার্গে "বাল্টিমোর ও ওহায়ো" রেলপথের ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের প্রথম সংঘর্ষ হয় এবং দু'শ' যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্য পাঠানোর পরই ওখানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। বাল্টিমোরে আরো ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা চলছিল। সেখানে ধর্মঘটী শ্রমিকরা সব ট্রেণ আটকে দেয়, তাদের নড়তে অনুমতি দেয় না এবং রেল কোম্পানীর সম্পত্তি দখল করতে আরম্ভ করে। মেরিল্যাণ্ডের গভর্ণর কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আঞ্চলিক বাহিনী তাদের অস্ত্রাগার থেকে

রেলষ্টেশনে যখন যাচ্ছিল, তখন শ্রমিকদের এবং তাদের সমব্যথীদের এক বিরাট জনতা ইট, পাথর ও লাঠি নিয়ে তাদের আক্রমণ করে। সৈন্যরা গুলী চালায় ও ষ্টেশনের দিকে পালিয়ে যায়। কিন্তু দাঙ্গারত শ্রমিকেরা রক্তের স্বাদ পেয়ে আক্রমণ চালু রাখে এবং ষ্টেশনে আগুন লাগিয়ে দেয়। পুলিশ ও অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর লোকজন এসে পড়লে কিছুক্ষণের জন্য জনতা তাদের আগুন নেভানো থেকে বিরত করতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু এই চেষ্টা তারা ত্যাগ করে। উন্মত্ত ও উচ্ছৃঙ্খলভাবে সমস্ত রাত ধরে গোলমাল চলে এবং পরদিন সকালে যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যদল আসার পর প্রকৃত শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। এরই মধ্যে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল—নয়জন নিহত এবং কুড়িজনেরও বেশি গুরুতরভাবে আহত (আহতদের মধ্যে তিনজন পরে মারা গিয়েছিল)।

পিট্‌সবার্গে এ সময়ের ভেতরই আরো গুরুতর একটা সংঘর্ষ ঘটেছিল। ধর্মঘটী শ্রমিকরা সেখানে রেলগাড়ী থামিয়েছিল এবং রেল কোম্পানীর সম্পত্তি দখল করেছিল। "পেন্‌সিলভ্যানিয়া" রেলপথের নীতির বিরুদ্ধে গভীর ক্ষোভ থাকার জন্য জনসাধারণের সহানুভূতি ছিল সম্পূর্ণভাবে রেল শ্রমিকদের পক্ষে। আঞ্চলিক বাহিনীর সদস্যরা খোলাখুলিভাবেই ধর্মঘটীদের সঙ্গে মেলামেশা করছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক কার্যক্রম নিতে অস্বীকার করেছিল। ফিলাডেলফিয়া থেকে রেল কোম্পানীর সম্পত্তি রক্ষার্থে প্রেরিত ৬৫০ জন সৈন্যের একটা দল এসে পড়লে যেন একটা সুপরিকল্পিত সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল, সৈন্যবাহিনী গুলী চালায় এবং পঁচিশজন লোক নিহত ও আরো অনেককে আহত ক'রে ষ্টেশনের কেবিন ও কারখানা পুনর্দখল করে।

খনি শ্রমিক ও কলকারখানার শ্রমিকরা তাদের সঙ্গে যোগ দেবার পর ক্রুদ্ধ ধর্মঘটীরা আবার আক্রমণ করল। তারা এবার নিকটবর্তী কয়েকটি বন্দুকের দোকান থেকে অস্ত্রশস্ত্র লুট করে এনেছিল এবং সৈন্যদের তারা ঘিরে ফেলল। রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা মালগাড়ীগুলিতে আগুন লাগিয়ে কেবিনের ভেতর ঠেলে দিয়েছিল। ফলে কেবিনও জ্বলতে শুরু করল। সৈন্যবাহিনীর চারদিকে আগুন জ্বলছিল এবং ধোঁয়ায় তাদের দম বন্ধ হবার অবস্থা হয়েছিল। যাই হোক, গুলিবৃষ্টির মাঝে তারা নিজেদের রাস্তা করে নেয় এবং আলেঘেনি নদী পার হয়ে পশ্চাদ্‌পসরণ করে।

গুণ্ডা ও ভবঘুরে লোকরা এসে যোগ দেওয়ায় উচ্ছৃঙ্খল জনতার সংখ্যা চার পাঁচ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। এদের আর তখন বাধা দেবার কেউ রইল না।

রেল লাইন উপড়ে ফেলা হল, মালগাড়ী ও যাত্রীবাহী গাড়ীর দরজা ভাঙ্গা হল এবং যা অন্যভাবে নষ্ট করা যায় না তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। দু' হাজার গাড়ী, কারখানা, একটা শস্যের গোলা এবং এক শ' পঁচিশটা ইন্‌জিন্‌সহ দু'টো কেবিন পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল। ইউনিয়ন ডিপোও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। দাঙ্গাহাঙ্গামা অবাধে চলতে থাকলে জনতার অপেক্ষাকৃত উচ্ছৃঙ্খল ও অপরাধপ্রবণ অংশ মদের দোকানগুলিতে জোর করে ঢুকে পড়ল এবং কার সম্পত্তি লুঠ করছে সেদিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল না রেখে ইচ্ছামত লুঠতরাজ চালিয়ে গেল। আসবাবপত্র, জামাকাপড় ও খাদ্যদ্রব্য নিয়ে তারা পালিয়ে গিয়েছিল।

সে সময়ের একটা বিবরণীতে লেখা রয়েছে, "কোথাও জনৈকা বলিষ্ঠা স্ত্রীলোককে বহু জোড়া সাদা ছাগলের চামড়ার চটি বগলদাবা করিয়া দৌড়াইতে দেখা গেল; কোথাও আর একজন স্ত্রীলোকের স্কন্ধে একটি শিশু থাকায় সে রাস্তার ধার দিয়া দুই পায়ের সাহায্যে এক পিপা ময়দা ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিল; কোথাও বা একজন পুরুষ সাদা সীসাপূর্ণ ঠেলাগাড়ী ঠেলিতেছিল। লুঠের অংশ হিসাবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পারিবারিক বাইবেলগ্রন্থ লইয়া কয়েকটি বালক জনতার মধ্যে দৌড়াইতেছিল এবং অসংখ্য স্ত্রীলোক ময়দা, ডিম, শুকনা খাদ্য ইত্যাদি বহন করিবার জন্য তাহাদের ঝাড়ন ও পোষাক ব্যবহার করিতেছিল। ছাতা, সৌখীন ছাতা, বিভিন্ন প্রকার শূকর মাংস, শূকর চর্বি, সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র, কম্বল, ফিতা ও ময়দার গাঁটরি বলিষ্ঠ পুরুষদের হাতে একাকার হইয়া গিয়াছিল, অথবা তাড়াহুড়া করিয়া নির্মিত ঠেলাগাড়ীতে করিয়া সেগুলি লইয়া যাওয়া হইতেছিল।"

সপ্তাহের শেষে দু'তিনদিন ধরে মাতলামি ও লুঠতরাজ চলবার পর সশস্ত্র নাগরিকদের সাহায্যে পুলিশবাহিনী কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে শুরু করল। হিসাব করা হয়েছে যে, এই গোলযোগে পঞ্চাশ লক্ষ থেকে এক কোটি ডলার মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল। এর মধ্যে রাজ্যের সমস্ত আঞ্চলিক বাহিনীকে তৈরী হতে বলা হয়েছিল এবং মন্ত্রিপরিষদের জরুরী বৈঠকের পর প্রেসিডেণ্ট হেইস্‌ অ্যাটলাণ্টিক বিভাগের সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যদের আপৎকালীন জরুরী পরিস্থিতিতে কাজে লাগাবার আদেশ দেন। নিয়মিত সৈন্যবাহিনী পিট্‌সবার্গে পৌঁছোবার পরই কেবল রেলকোম্পানীর সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়েছিল।

খবরের কাগজের শিরোনামা ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঘোষণা করা হল সাম্যবাদই

এই ধর্মঘটের মূলে এবং বাল্টিমোর, পিট্সবার্গ ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ধর্মঘটীদের যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ দেখা গেছে তার জন্যও সাম্যবাদ দায়ী। ধর্মঘটটির বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল, "ইহা একটি বিদ্রোহ; একটি বিপ্লব; ইহা সাম্যবাদী ও ভবঘুরে লোকদের সমাজের উপর জোর খাটাইবার এবং আমেরিকার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্ষতিগ্রস্থ করিবার একটি প্রচেষ্টা।" "নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন" লিখল, একমাত্র বলপ্রয়োগই এই "ক্ষুধার্ত, মূর্খ ইতর জনতাকে" দমন করতে পারে। "টাইম্স" ধর্মঘটীদের "গুণ্ডা, ইতর, অলস, চোর, জুয়াচোর, লুঠেরা, ভবঘুরে, দুর্বৃত্ত, পরগৃহে অগ্নিদাতা, সমাজের শত্রু, ডাকাত, বজ্জাৎ, সমাজের আবর্জনা, কয়েদী ও মূর্খদের" দল বলে বর্ণনা করল। "হেবাল্ড" ঘোষণা করল, জনতা "উন্মত্ত জন্তু হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের গুলী করিয়া মারা উচিত।" "পিট্সবার্গ ভস্মীভূত—শহর সম্পূর্ণরূপে উন্মত্ত জনতার আধিপত্যে" এবং "শিকাগো সাম্যবাদীদের দখলে"—খবরের কাগজের এ ধরনের শিরোনামা পড়ার ফলে আতঙ্কিত জনসাধারণের মনে ভয় বাসা বাঁধলো।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী একটার পর একটা শহরের ঘটনাস্থলে হাজির হওয়া মাত্র যত তাড়াতাড়ি দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়েছিল—তত তাড়াতাড়ি তা কমে গেল। ধর্মঘটীরা শুধু যে রেলকোম্পানীগুলির কাজে হস্তক্ষেপ করার নতুন কোনো চেষ্টা করল না তাই নয়, তারা ক্রমে নিজ নিজ কাজে ফিরেও গেল। তারা যে পরাজিত তা তারা বুঝতে পেরেছিল। সরকার রেলকোম্পানীদের সমর্থন করলে তাদের যে জয়লাভের কোনো সুযোগ থাকবে না তাও তারা জেনেছিল। জুলাইয়ের শেষ নাগাদ রেলগাড়ী মোটামুটি আবার চলাচল করতে আরম্ভ করেছিল এবং ধর্মঘটেও পূর্ণচ্ছেদ পড়েছিল।

হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও জনতার স্বেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাবের ফলে আইন ও শৃঙ্খলা বলবৎ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ধর্মঘটগুলি দমন করার সময় মনে হল যেন রেল শ্রমিকদের আদি অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হয়েছে। "নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন" প্রথমে স্বীকার করেছিল যে, জনমত প্রধানতঃ শ্রমিকদের পক্ষে। পরে এই সংবাদপত্র বলতে লাগল যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকদের আত্মকৃচ্ছ্র ও মিতব্যয়িতা দেখাতে সম্মত হওয়া উচিত ছিল। এই কাগজ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখল, দিনে দু' ডলার, এমন কি দিনে এক ডলারে বেঁচে থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। আর রেল কর্মচারীরা এই মজুরিতে কাজ করতে রাজী না হলেও অন্য কেউ তাদের পরিত্যক্ত কাজ করতে

চাইলে তাদের বাধা দেবার কোনো অধিকার নেই। শ্রমিকরা এই মনোভাব গ্রহণ করেছে বলে, "সহানুভূতি তাহাদের প্রাপ্য নহে, তাহাদের প্রাপ্য শুধু শাস্তি।"

শিল্পের যে কোনো পরিস্থিতি শ্রমিকদের মেনে নেওয়া আবশ্যক, সময়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত এই মত উপরের মনোভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক হেন্‌রি ওয়ার্ড বিচার একবার লিখেছিলেন, "ঈশ্বর চাহিয়াছেন বলিয়াই কিছু লোক বড় ও কিছু লোক ছোট। দিনে এক ডলার একজন শ্রমজীবীর ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট সে কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু একজন মানুষের ভরণপোষণের পক্ষে এই অর্থ যথেষ্ট নয় কি? যদি পরিবারের কর্তা ধূমপান ও মদ্যপান করিবেই ঠিক করে তাহা হইলে এই অর্থ কোনো ব্যক্তি ও তাহার পাঁচটি সন্তানের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে না।…কিন্তু যে ব্যক্তি রুটি ও জল খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না সে বাঁচিবার যোগ্য নহে।"

যাই হোক, ১৮৭৭ সালের জুলাই মাস আমেরিকার ইতিহাসে এক অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ সময় এবং এই সময়ের বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গাহাঙ্গামার দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সম্ভাব্য ক্ষমতা সম্বন্ধে আগের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ হয়ে উঠল। পুরোনো ষড়যন্ত্র আইন পুনরুজ্জীবিত করে, ভয় দেখিয়ে শ্রমিকদের শ্রমিক সংস্থায় যোগ দিতে না দিয়ে, "লৌহদৃঢ়" শপথগ্রহণ করতে শ্রমিকদের বাধ্য করে এবং গোলমালের আশঙ্কা দেখা দিলেই ধর্মঘট ভাংবার জন্য লোক ভাড়া করে ব্যবসায়ীরা শ্রমিকদের সব রকম কাজই দমন করার মতলবে এক আক্রমণাত্মক কর্মসূচী অবলম্বন করল। ধর্মঘট অনিয়ন্ত্রিত জনতার উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হয়ে যাতে রাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সৈন্যদলের দ্বারা অবদমিত না হয় সে জন্য সংগঠন ও নেতৃত্বের প্রয়োজন সম্বন্ধে শিক্ষাই শ্রমিক সম্প্রদায় পেয়েছিল। শিল্পবিরোধের প্রথম দফায় জয়ী হয়েও ধনতন্ত্র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কিত হয়ে উঠল। শ্রমিক সম্প্রদায় পরাজিত হলেও নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তি নতুন করে উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

বিগত শতাব্দীর অষ্টম দশকের বেকারদের বিক্ষোভপ্রদর্শন ও রেল শ্রমিকদের বিদ্রোহের বিশেষত্ব প্রচণ্ড হিংস্রতা পরের দশকের আর এক দফা ধর্মঘটেও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণকে সজাগ ও সতর্ক করতে ১৮৮৬ সালের হেমার্কেট স্কোয়ারে দাঙ্গার মত সফল হতে অন্য কোনো ঘটনা পারে নি, এই শোচনীয়

দুর্ঘটনার জন্য নৈরাজ্যবাদীদের দায়ী করা হয়েছিল। তাদের হিংসাত্মক "কার্যের দ্বারা প্রচার" শিকাগোর শ্রমিকদের একটা ক্ষুদ্র অংশের উপর সামান্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলেও, দাঙ্গাটির প্রতিক্রিয়া সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের সুনামহানির এবং চরমপন্থী, বিপ্লববাদী ও আমেরিকা-বিরোধী এই কলঙ্কচিহ্নে তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টায় শ্রমিক আন্দোলনেব শত্রুরা এই নাটকীয় ঘটনার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল।

অন্যান্য সময়ের মত এ সময়েও শ্রমিক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত বামপন্থী অংশগুলি সর্বদাই নিজেদের শ্রেণীবিন্যাসে পরিবর্তন সাধন করছিল এবং ইয়োরোপের যে সব বিপ্লবী উপদল থেকে প্রধানতঃ তাদের জন্ম—সেই সব উপদলের খামখেয়াল প্রতিফলিত কবে নতুন দল গঠন করছিল। ইয়োবোপে মূল প্রতিষ্ঠানটি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার ফলে "ইন্‌ট্যাবন্যাশনাল ওযার্কিং মেন্‌স এসোসিয়েশনের" মার্কিন শাখা ১৮৭৬ সালে ভেঙে গিয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমাজবাদী শক্তিগুলি নতুন "শ্রমজীবীদের দল" (ওয়ার্কিং মেন্‌স পার্টি) গঠন করেছিল। এই দলের সামান্য সদস্য সংখ্যার অধিকাংশই জার্মানী বা ইয়োরোপের, অন্য কোনো অঞ্চলজাত অভিবাসী ছিল বলে দলটির বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু ১৮৭৭ সালের রেল ধর্মঘটের সময় দলটি সক্রিয় হয়ে উঠে হিংসাত্মক কাজে প্রবোচনা দিয়েছিল এবং ব্যাপক সাধারণ ধর্মঘট সম্ভব করার চেষ্টা করেছিল।

আভ্যন্তরীণ কলহের ফলে দলটির সদস্যদের মধ্যে শীঘ্রই দলাদলি দেখা গিয়েছিল। মার্ক্সীয় সমাজবাদী ও লাসালবাদীদের মধ্যে তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল। মার্ক্সীয় সমাজবাদীরা যে বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ শেষ পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ঘটাবে তার ভিত্তি হিসাবেই শ্রমিক আন্দোলন সংগঠন কবতে চেয়েছিল। লাসালবাদীরা মনে করত প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রম ঐ একই উদ্দেশ্যে উপনীত হবার পক্ষে অনেক বেশি কার্যকর উপায। এই দু'টি গোষ্ঠী ছাড়া অপর একটি গোষ্ঠী নৈরাজ্যবাদের চরমপন্থী মতবাদে বিশ্বাস করার ভাণ করত। এই মতবাদ আমেরিকায় ইয়োহান্ মস্ত্‌ নামে একজন বিশালদেহ, কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রু-বিশিষ্ট জার্মান অভিবাসী প্রচার করছিল। মস্ত্‌ প্রথমে সমাজবাদী ছিল। কিন্তু ১৮৮২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর সে বিপ্লবাত্মক হিংস্রতার পরমোৎসাহী প্রচারক হয়ে উঠল। তার নিজস্ব ধরনের নৈবাজ্যবাদে যে সব চরমপন্থীর আস্থা ছিল তারা "আন্তর্জাতিক শ্রমজীবীদের পরিষদ" (ইন্‌ট্যারন্যাশানাল ওয়ার্কিং পিপল্‌স এসোসিয়েশন) স্থাপিত করেছিল। এই পরিষদ

"কালা আন্তর্জাতিক" বলে পরিচিত হয়েছিল এবং শিকাগোর "কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংঘের" (সেন্‌ট্রাল লেবার ইউনিয়ন) নিয়ন্ত্রণলাভে সমর্থ হয়েছিল। ধাতুশিল্প, আসবাবপত্র নির্মাণ ও খাদ্য মোড়কে বাঁধাই করার কাজে নিযুক্ত জার্মান ও পোল্যাণ্ডদেশীয় প্রায় দু'হাজার শ্রমিক এই সংঘের সদস্য ছিল। সংঘ তার কাগজ "দি অ্যালার্ম"-এর মাধ্যমে খোলাখুলিভাবে অবিলম্বে বিপ্লবের আহ্বান জানাত।

আমেরিকার শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করাব অধিকার বিদেশজাত বিপ্লবীদের এই ক্ষুদ্র উপদলটির বিন্দুমাত্র ছিল না এবং তাদেব মতবাদ যে সাধারণ শ্রমিকের সমর্থন লাভ করতে পারবে সে সম্ভাবনা সাম্যবাদীদের চেয়েও কম ছিল। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা কোনো হিংসাত্মমূলক কাজ করে বসবে, এ ঝুঁকি সব সময়ই ছিল এবং শিকাগোর সংবাদপত্রগুলির শ্রমিকদেব সংগ্রামশীলতার প্রতিটি দৃষ্টান্তে বিপদ আবিষ্কার করতে বিলম্ব হত না এবং নিয়তই তারা এ সব বিপদের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেখাচ্ছিল। শ্রমিকদের একটি শোভাযাত্রায় "কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংঘের" সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছিল বলে মনে হয়। একটি সংবাদপত্র এ সম্বন্ধে লিখল, "মিছিলটির আগাগোড়া যে সব লাল কাপড়ের টুকরা ও লাল পতাকা প্রদর্শিত হইতেছিল তাহাতেই উহার নৈরাজ্যবাদী চরিত্র প্রমাণিত হইয়াছিল।"

আট-ঘণ্টা দিনের পক্ষে সাধারণ ধর্মঘটের জন্য আন্দোলন ১৮৮৬ সালে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়লে, শিকাগোর নৈরাজ্যবাদীরা তাদের বিপ্লবাত্মক হিংসার মতবাদ প্রচার করার জন্য প্রতিটি সুযোগের সদব্যবহার করতে প্রস্তুত হল। ধর্মঘটের জন্য ১লা মে নির্দিষ্ট হয়েছিল এবং সে দিনটি খুবই শান্তিপূর্ণভাবে কেটে ছিল। কিন্তু তার দু'দিন পর শিকাগোর ম্যাককর্মিক হারভেষ্টার কারখানায় ধর্মঘটী ও ধর্মঘটবিরোধীদের মধ্যে একটি সংঘর্ষের ফলে পুলিশবাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং চারজন লোক মারা যায়। "কালা আন্তর্জাতিকের'' সদস্যরা এত দিন ধরে এ ধরনের সুযোগের প্রতীক্ষাই করছিল। সে রাত্রে তাদের নিহত সহকর্মীদের মৃত্যুর প্রতিহিংসা নেবার জন্য শ্রমিকদের আহ্বান করে ইস্তাহার বিল করা হয়েছিল।

এই উত্তেজক আবেদনটিতে লেখা ছিল, "মালিকরা তাহাদের কুকুর পুলিশের লোককে পাঠাইয়াছিল এবং তাহারা ম্যাককর্মিকের কারখানায় তোমাদের ছয়জন সহকর্মীকে খুন করিয়াছে। হতভাগ্যদের তাহারা খুন করিয়াছে, কারণ তোমাদেরই মত তাহারাও কর্তাদের সর্বোচ্চ অভিপ্রায় অমান্য করিতে সাহস পাইয়াছিল। আমরা তোমাদের অস্ত্রধারণ করিতে আহ্বান জানাইতেছি।"

পরদিন, অর্থাৎ ৪ঠা মে, সন্ধ্যায় হেমারকেট স্কোয়ারে একটি প্রতিবাদ সভা ডাকা হল। নৈরাজ্যবাদী নেতাদের আবেগপূর্ণ অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা শোনার জন্য প্রায় তিন হাজার লোকের ভিড় হয়েছিল। কিন্তু এ সব আশঙ্কা সত্বেও সভা সম্পূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল (নগরপাল নিজেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং পরিস্থিতি খুবই শান্ত দেখে সভা ত্যাগ করেছিলেন)। ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে ঝোড়ো বৃষ্টি উন্মুক্ত সভাস্থানে এসে পড়লে, জনতা ধীরে ধীরে হালকা হয়ে যাচ্ছিল। বস্তুতঃ সভা যখন বলতে গেলে ভেঙ্গেই গিয়েছিল তখন দু'শ পুলিসের একটা দল এসে হাজির হল এবং তাদের দলপতি উদ্ধতভাবে অবশিষ্ট শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে হুকুম দিল। হঠাৎ একটা ভয়ানক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। কোনো একজন লোক পুলিশবাহিনীব মধ্যে একটা বোমা ছুঁড়ে দিয়েছিল এবং ফলে একজন পুলিশ তৎক্ষণাৎ মারা গিয়েছিল। পুলিশ দেরী না করে লি চালাতে শুরু কবল এবং শ্রমিকবাও গুলি চালিয়ে. প্রত্যুত্তব দিতে লাগল। দাঙ্গাতে সাতজন পুলিশ হয় নিহত হয়েছিল, না হয় এমন আঘাত পেয়েছিল যা পরে তাদেব মৃত্যু ঘটায়। সাতষট্টি জন পুলিশ আহত হয়েছিল। চাব জন শ্রমিক নিহত এবং পঞ্চাশ বা আবো বেশি আহত হয়।

বোমানিক্ষেপের ব্যাপাবে শুধু শিকাগোই নয, সমস্ত দেশ বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ নৈরাজ্যবাদীদের দোষী সাব্যস্ত কবা হল এবং তাদের খুঁজে এনে বিচার করার জন্য সর্বজনীন দাবি উঠল। পুলিশ সন্দেহজনক লোকেব জন্য তন্নতন্ন করে শহর খুঁজেছিল এবং শেষ পর্যন্ত আট জন পরিচিত নৈরাজ্যবাদী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল ও তাদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হল। ভয় ও প্রতিহিংসার ইচ্ছা সমানভাবে মিশে গিয়ে পবিবেশ সাময়িকভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং এই আবহাওয়ায় তাবা অবিলম্বে দোষী প্রমাণিত হল। তাদের ভেতর সাত জনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল এবং এক জনের পনের বছরের জন্য কারাদণ্ড হয়েছিল। বোমানিক্ষেপের সঙ্গে তাদের সংযুক্ত করার মত কোনো সাক্ষ্য প্রমাণই ছিল না। বৈপ্লবিক মতবাদের জন্য এবং জনসাধারণের ধারণায বোমানিক্ষেপের জন্য দায়ী হিংসাত্মক কাজে প্ররোচনা দেবার জন্য তারা দণ্ডিত হল। রাজ্য সরকারের পক্ষে উকিল বললেন, "এই ব্যক্তিদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করুন, ইহাদের দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার করুন—ফাঁসি দিন। তাহা হইলেই আপনারা আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি বাঁচাইতে পারিবেন।"

দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে দু'জন শাসন বিভাগের ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল এবং তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ছ'বছর পরে আসামীদের উপর সুবিচার করা হয় নি এই কারণে গভর্ণর জন্ পিটার অল্ট্‌গেল্ড্ তাদের এবং অষ্টম যে ব্যক্তি পনের বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল তাকে মুক্তি দেন। এতদিন পরেও নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে মনোভাব এতটা হিংস্র ছিল যে, আজ যা নিছক সুবিচার বলে সর্বজন স্বীকৃত হয়েছে সে কাজের জন্য অল্ট্‌গেল্ডের বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র আক্রমণ চালানো হয়েছিল।

সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় কোনো প্রকারেই হেমার্কেট স্কোয়ারে বোমানিক্ষেপের সঙ্গে জড়িত ছিল না এবং অভিযুক্ত নৈরাজ্যবাদীদের প্রতি তাদের কোনো সহানুভূতি নেই, তৎক্ষণাৎ তারা সে কথা জানিয়েছিল। রক্ষণশীল কাগজগুলির মত সমান প্রচণ্ডভাবে "নাইট্‌স অব্ লেবার" তাদের নিন্দা করেছিল। তাদের শিকাগো পত্রিকা ঘোষণা করেছিল, "সারা বিশ্ব অবহিত হউক যে নৈরাজ্যবাদী বলিয়া পরিচিত কাপুরুষ হত্যাকারী, খুনী ও ডাকাতদের দলের সহিত "নাইটস্ অব লেবারের" কোনো সংযোগ বা সম্পর্ক বা সহানুভূতি নাই।" যে অপরাধের জন্য আসামীরা অভিযুক্ত হয়েছে তার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপনে বাদীপক্ষের সম্পূর্ণ ব্যর্থতার কথা চিন্তা না করে "নাইটরা" তাদের শাস্তি দাবি করেছিল। ঘোষণা করা হয়েছিল, "ধ্বংসের এই উপাদানের সহিত তাহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে দলের এই কলঙ্ক অপেক্ষা সাত সাতে উনপঞ্চাশ জন লোকের প্রাণদণ্ডও বাঞ্ছনীয়।"

এ ধরনের আবেগপূর্ণ উক্তির কারণ সহজেই প্রতীয়মান হয়। শ্রমিকদের পুঁজিবাদী শত্রুরা শ্রমিক আন্দোলনের উপর এই বলে "কলঙ্ক" আরোপ করতে চেয়েছিল যে, "নাইটস্ অব্ লেবার" এবং সাধারণভাবে শ্রমিক সংস্থাগুলি নৈরাজ্য-বাদ ও সাম্যবাদের ভাবধারা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল, উত্তেজিত জনসাধারণ এ কথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল। হেমার্কেট স্কোয়ারে পুলিশবাহিনীর উপর একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি দ্বারা নিক্ষিপ্ত বোমাটি সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনকে কালো দাগে দাগিয়ে দিয়েছিল। শ্রমিকদের দায়িত্বশীল নেতারা এবং সাধারণভাবে শ্রমিকদের অধিকাংশই যে সমাজের অন্য যে কোনো অংশের মত নৈরাজ্যবাদ ও সাম্যবাদের সমান বিরোধী ছিল, তাতে কেউ গুরুত্ব দিল না। সমস্ত শ্রমিক সম্প্রদায়কে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হল।

শ্রমিক আন্দোলনের পরিবর্তনশীল ঝোঁকের উপর সমস্ত ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু আমরা এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে সামগ্রিক-ভাবে শ্রমিক আন্দোলনের প্রসার সম্বন্ধে আলোচনা ছাড়িয়ে এসেছি। আগেই বলা হয়েছে যে, শ্রমিক আন্দোলনের সব সময়ে বর্তমান থেকেও আন্দোলনের নিজস্ব চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে অক্ষম চরমপন্থী উপদলের কার্যকলাপের চেয়ে ঊনবিংশ শতকের নবম দশকে "নাইটস্ অব্ লেবারের" উত্থান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রমিক-নাইটদের অভ্যুদয় ও পতন

হেমার্কেট স্কোয়ার দাঙ্গার সতের বছর আগে এবং বিরাট রেল ধর্মঘটের আট বছর আগে যে সংগঠন পরে "শ্রমিক-নাইটদের মহান ও পবিত্র সম্প্রদায়ে" (দি নোবল অ্যাণ্ড হোলি অর্ডার অব্ দ্য নাইট্‌স অব্ লেবার) পরিণত হয়েছিল তার সূত্রপাত হয়। তা'হলেও এই দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী শ্রমিক বিক্ষোভ ও শিল্প-বিরোধের সময়েই এই সম্প্রদায় অভূতপূর্ব ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। একই সময়ে জাতীয় ভিত্তিতে শ্রমিক সংস্থা গঠন আন্দোলন ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছিল এবং স্যামুয়েল গম্‌পার্স দৃঢ়তার সঙ্গে সে সব নীতি প্রচার করছিলেন, যেগুলির ফল পরে 'এ এফ্ অব্ এল্' প্রতিষ্ঠায় দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু বিগত শতকের নবম দশকে মনে হচ্ছিল আমেরিকার শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ শ্রমিক-নাইটদের উপরই নির্ভর করছে। এই প্রথম মনে হল যে, কোনো শ্রমিক সমিতি মালিকদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করার মত যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হয়েছে। তদানীন্তন একজন লেখক জোর দিয়ে লিখেছিলেন, "ইহা এমনই একটি সংগঠন যাহার উপর সাধারণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। শ্রমজীবীদের জাতীয় ভিত্তিতে সহযোগিতার অসীম ক্ষমতা ইহা প্রমাণিত করিয়াছে।"

এ সময়ের উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে বিদেশী আন্দোলনকারীদের প্রচারিত চরমপন্থী ভাবধারা প্রসারের অভিযোগে নাইটদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তারা যত অল্প সময়ে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল, হেমার্কেট স্কোয়ার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ার ফলে সে রকম অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের পতন ঘটল। কিন্তু এই "মহান ও পবিত্র সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার ঐতিহ্যের বাইরে ছিল না এবং "জাতীয় শ্রমিক সংঘের" সঙ্গে তাদের অন্তর্নিহিত মতবাদের ব্যাপারে বিশেষ কোনো প্রভেদ ছিল না। সম্প্রদায়ের নেতারা শেষ পর্যন্ত কোনো রকমের শিল্পভিত্তিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছিলেন, যার খসড়া সব সময়ই কিছুটা

অস্পষ্ট থেকে গিয়েছিল। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে উপনীত হবার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অপেক্ষা দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষাবিস্তার ও আন্দোলনের আবশ্যকতার উপরই সব সময় জোর দেওয়া হয়েছিল। অন্তর্বর্তীকালে নাইটরা বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থার ভেতরেই কাজ করতে প্রস্তুত ছিল এবং গোড়ার দিকে তারা সব রকম ধর্মঘটের বিরোধিতা পর্যন্ত করেছিল।

তাদের মতবাদের অপেক্ষাকৃত তাৎপর্যপূর্ণ অন্য একটি দিক ছিল। তারা একটি অভিন্ন শ্রমিক সংগঠনে দক্ষ ও অদক্ষ সব রকম শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করবে এমন একটি আন্দোলন প্রচার করতে চেয়েছিল। তাবা উত্থানশীল ধনতান্ত্রিক ববস্থায় শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মেনে নিয়েছিল এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই যে, পুরোনো ধরনের শ্রমিক আন্দোলনের স্থান আরো অনেক ব্যাপক ভিত্তিতে শ্রমিক সংগঠনের গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কোনো কোনো বিষয়ে তাদের মনোভাবে পরবর্তী যুগের শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থার সম্মেলন বা মহাসংঘের উপর জোর না দিয়ে নাইটরা সব সময়ই শ্রমিক সম্প্রদায়ের ঐক্য ও অভিন্নতাকে প্রাধান্য দিয়েছিল। প্রত্যেক শিল্প ও বৃত্তিতে নিযুক্ত প্রতিটি শ্রমিককে নিয়ে গঠিত একটি কেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠানের কথাই তারা ভেবেছিল। শ্রমিকদের মধ্যে বিদ্যমান ব্যাপক একতা সম্বন্ধে তাদের আদর্শ ("একের ক্ষতিতে সবের সর্বনাশ") খুবই উন্নত মনের পরিচায়ক ছিল। কিন্তু এই আদর্শে উপনীত হলে শ্রমিক সম্প্রদায় এবং সামগ্রিকভাবে সমাজেরও ঘোর বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিত। একটি মাত্র সংযুক্ত শ্রমিক সংগঠনে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভয়ানক-ভাবে বিপন্ন কবে তুলত।

এ সব সম্ভাবনার প্রশ্ন না তুলে বলা যায় যে, নাইটরা তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে সফল হয় নি। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষপুটে অদক্ষ শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করায় তাদের প্রয়াস অল্পদিনের জন্য সফল হয়েছিল। অদক্ষ শ্রমিকদের সংগঠনের প্রশ্নে তত্ত্বের দিক দিয়ে তারা যতই নির্ভুল হোক না কেন, তাদের মতবাদ যুগোপযোগী ছিল না। এ ধরনের শ্রমিকদের অধিকাংশই প্রধানতঃ নবাগত অভিবাসীদের দল থেকে আসত এবং তারা জাতি, ধর্ম ও ভাষার প্রায় অলঙ্ঘনীয় বাধায় বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রকৃত সহযোগিতার বাধা সব রকমের বাধা ও শত্রুতা খুঁচিয়ে তোলার সুযোগের সদ্ব্যবহারে মালিকরা কখনই সময় নষ্ট করত না। উপরন্তু, শ্রমিকদের সংখ্যা সদ্য বহিরাগতের দ্বারা সব

সময়ই স্বীকৃত হত বলে যারা শ্রমিক সংস্থার কাজে অংশগ্রহণ করার মত দুঃসাহস দেখাত, তাদের বদলে সস্তায় বিকল্প শ্রমিক লাভের পক্ষে সম্ভাব্য ধর্মঘট-বিরোধীদের যথেষ্ট বড আধাব বর্তমান ছিল। নবম দশকে শিল্পে নিযুক্ত অদক্ষ শ্রমিকদের একতা বা দর কষাকষিব ক্ষমতা কিছুই ছিল না, যা সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ বাস্তবে রূপায়িত কবতে পাবত। বস্তুতঃ, বর্তমান শতকেব তৃতীয় দশকে অভিবাসন নিযন্ত্রিত না হওয়া পর্যন্ত এবং চতুর্থ দশকে শ্রমিক সংগঠন সবকাবেব সমর্থন লাভ না কবা পর্যন্ত মালিকদেব অনমনীয় বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলন সার্থকভাবে প্রসারিত হয় নি। অবশ্য কয়লা খনিব মত দু'একটি ব্যতিক্রমও দেখা গিয়েছিল।

আরো আগেব মিস্ত্রি ও কাবিগবদেব প্রতিমূর্তি ঐতিহ্যধর্মী শ্রমিক সংস্থাসমূহেব সদস্যবা একথা নবম দশকে উপলব্ধি করেছিল। তাবা ক্রমেই অদক্ষ শ্রমিকদেব মত প্রমাণিত দুর্বল মিত্রপক্ষেব সঙ্গে নিজেদেব ভাগ্য সংযুক্ত কবতে অসম্মতি জানাতে লাগল। নেজেদেব স্বার্থবক্ষাব জন্য নাইটদেব প্রচাবিত শ্রমিক একতা বিসর্জন দিয়ে বৃত্তির ভিত্তিতে আবো স্বতন্ত্রভাবে সংগঠিত হতে তাবা বাধ্য হয়েছিল। জাতীয় সংঘগুলি শ্রমিক-নাইটদেব প্রচণ্ড বিবোধিতা কবেছিল এবং 'এ এফ্‌, অব্‌, এল্‌' শুধু নিজ নিজ সদস্যদেব প্রত্যক্ষ স্বার্থেব সঙ্গে জড়িত "নতুন শ্রমিক আন্দোলনেব" মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়াল।

ফিলাডেলফিয়াব আমেবিকান হোস কোম্পানীব হলঘবে মিলিত হযে ন'জন নগণ্য দর্জি ১৮৬৯ সালেব ৯ই ডিসেম্বব শ্রমিক-নাইটদেব সম্প্রদায প্রতিষ্ঠা কবেছিল। তারা স্থানীয় একটি পোষাকনির্মাতা সমিতিব ('গাবমেণ্ট কাটাব্‌স এসোসিয়েশন') সদস্য ছিল। অর্থেব অভাবে কল্যাণমলক কার্যক্রম না চালাতে পারার জন্য এই সমিতি ভেঙ্গে গেলে তাবা নতুন এক সমিতি গঠনেব সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অন্য যে কোনো বৃত্তিভিত্তিক সংস্থাব সঙ্গে গোড়ায় এই সমিতির সামান্য মাত্র প্রভেদ এই ছিল যে, নতুন সমিতিটি ছিল গুপ্ত এবং কয়েকটি জটিল আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র কবে এই সমিতির সব কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু দলের মধ্যে একজনের শ্রমিক সংগঠন সম্পর্কে অনেক প্রশস্ত দৃষ্টিভংগী ছিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাব সহসদস্যরা তাব আদর্শবাদী উৎসাহে সাড়া দিতে শুরু করল। আদর্শ হল নতুন ধরনেব শ্রমিক একতা যা একই সংগঠনের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ—নির্বিশেষে দেশের সকল শ্রমিককেই টেনে আনতে পারবে।

শ্রমিক-নাইটদের প্রতিষ্ঠাতাদের চিন্তায় শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। শিল্পের প্রধান প্রধান দুর্গ আক্রমণ করার কোনো পরিকল্পনাই তারা করে নি। তাদের "বৈধ ব্যবসায় প্রচেষ্টার সহিত কোনো বিরোধ, অত্যাবশ্যক মূলধনের সহিত কোনো শত্রুতাই" ছিল না। তারা শেষ পর্যন্ত মজুরির বিনিময়ে ক্রীতদাসত্বজনিত পরাধীনতা ও সর্বনাশ হইতে সম্পদের উৎপাদকদের সম্পূর্ণ মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থার কুফলগুলি ধীরে ধীরে কমিয়ে এনে এবং উৎপাদকদের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেই তারা এই লক্ষ্যে উপনীত হতে চেয়েছিল। এই ভাবেই ক্রমে নতুন এক শিল্পভিত্তিক সাধারণতন্ত্র সৃষ্টি করা যাবে, যেখানে আর্থিক সম্পদ নয়, নৈতিক উৎকর্ষই ব্যক্তি ও জাতির মহত্বের প্রকৃত মানদণ্ড বলে স্বীকৃত হবে।

ফিলাডেলফিয়ায় যে ন'জন দর্জি মিলিত হয়েছিল তাদের নেতা এবং এ সব মতবাদের প্রধান ব্যাখ্যাকারী ছিলেন ইউরিয়া এস্ ষ্টিফেন্স। ১৮২১ সালে নিউজার্জির কেইপ মে নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং ব্যাপটিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকতার জন্য তাঁকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। ১৮৩৭ সালের আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে তিনি লেখাপড়া বন্ধ করতে বাধ্য হন। তিনি একজন দর্জির শিক্ষানবিশি শুরু করেন এবং বিগত শতাব্দীর পঞ্চম দশকে তাঁকে ফিলাডেলফিয়ায় ঐ পেশায় নিযুক্ত দেখা গিয়েছিল। কিছু দিন পরে তিনি বহু দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি ওয়েষ্ট ইন্ডিজ্, মেক্সিকো ও কালিফর্নিয়া পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে তিনি ফিলাডেলফিয়ায় ফিরে আসেন। ১৮৬১ সালে শ্রমিকদের যুদ্ধ-বিরোধী সম্মেলনে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং পর বৎসর "গারমেণ্ট কাটার্স এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিলেন। শব্দটির সঙ্কীর্ণ অর্থে তিনি কোনো দিন শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না। তিনি শ্রমিক সংস্থার দৃষ্টিভংগী অত্যন্ত অপরিসর এবং তার কার্যকলাপ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে বিশ্বাস করতেন। শ্রমের সর্বজনীনতা সম্বন্ধে যে ধারণা শ্রমিক-নাইটদের গুপ্ত অনুষ্ঠানের অলৌকিকতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা তিনি নিজের ধর্মীয় পটভূমিকা হতেই লাভ করেছিলেন।

তিনি তাঁর অনুগামীদের বলতেন, "মহান ভ্রাতাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কর; প্রত্যেক বুদ্ধিমান শ্রমজীবীর অধ্যবসায়কে শ্রদ্ধা করিতে শিখ; নিরহঙ্কার অথচ অতি প্রয়োজনীয় কারিগরদের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত আনুগত্য স্বীকার করিয়া জীবনের কৃত্রিমতা দূর কর; বিরোধ দূর করিয়া এক সঙ্গে কাজ

করা সম্ভব কর। এই ভ্রাতৃসংঘ যে কার্য সম্পাদিত করিতে প্রয়াস পাইতেছে পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার মত বিশাল পরিধি লইয়া কোনো কিছু করিবার চেষ্টার দৃষ্টান্ত কমই দেখা গিয়াছে।......ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের যুক্তি সঙ্গত নীতির অপরিবর্তনীয় বনিয়াদের উপর ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত।"

তাঁর সব রচনা ও বক্তৃতাতেই এই একই সুর ধ্বনিত হয়েছিল। "শ্রমিকদের সকল শাখা একটি অভিন্ন সংগঠনে" দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করার চরম লক্ষ্যের অন্বেষণে তিনি বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশা ভিন্নভাবে সংগঠিত করার মতবাদ অস্বীকার করেছিলেন। বয়কট ও ধর্মঘটের সুফল "আংশিক ও ক্ষণস্থায়ী" বলে তিনি এ দু'টি অস্ত্রও বর্জন করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর স্বপ্নে সমগ্র মানবজাতি অন্তর্গত হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, "ধর্ম, দল ও জাতি বাহ্যিক পোষাক ভিন্ন অন্য কিছু নহে এবং বিশ্বপিতা ঈশ্বরের উপাসকদের ও বিশ্বভ্রাতা মানুষের সেবকদের হৃদয় এক হইবার পথে উহারা কোনো বাধাই নহে।"

শ্রমিক-নাইটদের সম্প্রদায় স্থাপনে ষ্টিফেন্‌সের ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সম্প্রদায় জাতীয় ভিত্তিতে সংগঠিত হলে তিনিই তার প্রথম "বিরাট মহাশ্রমিক" ('গ্র্যাণ্ড মাষ্টার ওয়ার্কম্যান') হয়েছিলেন। তাহ'লেও কিন্তু তিনি বেশি দিন এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে থাকেন নি। শতাব্দীর মাঝামাঝি এই সময়ের আরো অনেক শ্রমিক নেতার মত তিনি রাজনীতিতে নেমেছিলেন। মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কারে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৭৮ সালে গ্রীন্‌ব্যকবাদী দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে কংগ্রেসের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি জয়লাভ করতে পারেন নি। তার পর তিনি শ্রমিক-নাইটদের সম্প্রদায় থেকে পদত্যাগ করেন এবং শ্রমিক আন্দোলন থেকে একেবারেই সরে যান। সম্প্রদায়ের অসাধারণ প্রতিপত্তি অর্জন না দেখেই ১৮৮২ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু তাঁর প্রভাব রয়ে গেল। নাইটদের মুখপত্র "জার্নাল অব্‌ ইউনাইটেড্‌ লেবার" তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে ঘোষণায় লিখেছিল, "আমাদের সকল আচার-অনুষ্ঠান ও নিয়মকানুনেই তাঁহার বুদ্ধিমত্তার এবং বর্তমান যুগের বড় বড় সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির ছাপ পাওয়া যাইবে।"

ইতিমধ্যে, শ্রমিক-নাইটদের আদি ফিলাডেলফিয়া সমিতি অত্যন্ত ধীরে ধীরে বাড়ছিল, আচার-অনুষ্ঠানের অলৌকিক আবেদন বাড়াবার জন্য এবং মালিক পক্ষের সম্ভাব্য প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে সদস্যদের রক্ষা করার জন্য যে গোপনতা অবলম্বন করা হয়েছিল তা কড়াকড়ির সঙ্গে মেনে চলা হত। নতুন সদস্যপদ-প্রার্থীকে ব্যাপারটা না জানিয়ে সম্প্রদায়ের একটা সভায় আমন্ত্রণ করা হত এবং

"শ্রমের উন্নয়ন" বিষয়ে তার মতামতের উপর বিভিন্ন প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলেই তাকে দীক্ষিত হবার উপযুক্ত মনে করা হত। অনুষ্ঠানটি মৌখিক-ভাবে একজন থেকে অন্য জনের কাছে প্রচারিত হত এবং বাইরে লোকের সম্প্রদায়ের, উদ্দেশ্য তো দূরের কথা, অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানারও কোনো উপায় ছিল না। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত দলিল বা বিজ্ঞাপনে সম্প্রদায়ের নাম পাঁচটি তারকাচিহ্নের সাহায্যে জানানো হত।

দীক্ষার জন্য ১ ডলার চাঁদা নিয়ে "পর্যটক" বা পোষাক নির্মাণ ভিন্ন অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সদস্যপদ দিয়ে সম্প্রদায় সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ ধরনের সদস্যদের সংখ্যা যথেষ্ট হলে তারা "ঝাঁক বাঁধতে" এবং নিজেদের সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে পারত। কিন্তু ১৮৭২ সালের আগে দ্বিতীয় কোনো সমিতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নি। জাহাজী ছুতোরবাই দ্বিতীয় সমিতিটি গড়ে তুলেছিল। তার পর বৃদ্ধির হার দ্রুততর হয়েছিল। পরবর্তী দু'বছরে ফিলাডেলফিয়া এবং তার আশে পাশে প্রায় আশিটি স্থানীয় সমিতি স্থাপিত হয়েছিল এবং ১৮৭৪ সালে এই এলাকার বাইরে প্রথম সমিতি নিউ ইয়র্কে স্থাপিত হয়েছিল। এ সব সম্প্রদায়ের সব কটিই বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের নিয়ে সংগঠিত হয়েছিল—পোষাকের কাপড় কাটার কাজে নিযুক্ত দর্জি, জাহাজী ছুতোর, শালকর, রাজমিস্ত্রি, যন্ত্র মেরামতের মিস্ত্রি, কামার, সাধারণ ছুতোর, টিন ও লোহার চাদর নির্মাতা, পাথর কাটার কাজে নিযুক্ত শ্রমিক এবং সোনার জরি প্রস্তুত কারকরাই ছিল উল্লেখযোগ্য।

স্থানীয় সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভাগীয় সমিতি প্রতিষ্ঠাই নাইটদের বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়, যা শ্রমিক ঐক্যের চরমলক্ষ্যে উপনীত হবার পথ নির্দেশ করেছিল। ১৮৭৩ সালে ফিলাডেলফিয়ায় এ ধরনের প্রথম প্রতিষ্ঠান এবং পরের বছর নিউজার্জির ক্যামডেনে একটি এবং পিট্‌সবার্গে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। পিট্‌সবার্গের প্রতিষ্ঠানটি ছিল পশ্চিমাঞ্চল আক্রমণের প্রথম ধাপ। অল্প-দিনের মধ্যেই ওহায়ো, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, ইনডিয়ানা, ইলিনয় ও পেন্‌সিল-ভ্যানিয়া, নিউ ইয়র্ক এবং নিউজার্জিতে বিভাগীয় সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। এ সব সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন বৃত্তির কারিগর ছাড়া অদক্ষ ও অর্ধ-দক্ষ শ্রমিকও ছিল।

ক্রমে বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের নিয়ে মিশ্রিত সমিতি হিসাবে অনেক স্থানীয় সমিতি গঠিত হয়েছিল। খনি শ্রমিক, রেল শ্রমিক ও ইস্পাত শ্রমিকেরা ক্রমেই

অধিক সংখ্যায় নাইটদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং একই পেশায় বৃত্তিভিত্তিক সমিতি গঠন করাব মত যথেষ্ট সদস্য না হলে, মিশ্রিত সমিতির মধ্যেই সবাইকে টেনে আনা হত। বিশেষ কবে ছোট শহব ও গ্রামীণ অঞ্চলেই এ ধরনের সমিতি দেখা গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মিশ্রিত সমিতিগুলিব সংখ্যা বৃত্তিভিত্তিক সমিতিদের চেয়ে বেড়ে গিয়েছিল এবং মিশ্রিত সমিতিই অদক্ষ শ্রমিকদের সদস্যপদে গ্রহণ করে নাইটদের তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল। সব মিলিয়ে মোট ন' হাজার সদস্য নিযে চোদ্দটা বিভাগীয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে আন্দোলনেব নেতারা স্থির করলেন যে, জাতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা কবাব জন্য সাধারণ সম্মেলনেব আহ্বান জানাবাব সময় হয়েছে।

১৮৭৮ সালেব জানুয়ারী মাসে পেন্‌সিলভ্যানিয়ার রেডিং শহরে পঁয়ত্রিশ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দীর্ঘ আলোচনার পব একটি সংবিধান গৃহীত হয়েছিল। সংবিধান নাইটদেব চূড়ান্ত কর্তৃত্ব একটি "সাধারণ সমিতিকে" দিয়েছিল। সাধারণ সমিতি স্থানীয ও বিভাগীয় সমিতিদের নিযন্ত্রণ করতে পাবত। তত্ত্বের দিকে নতুন সংগঠন অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত হলেও নিজের নিজেব এলাকায় বিভাগীয় সমিতিগুলিব ক্ষমতা বজায ছিল এবং সংবিধানের তাত্ত্বিকভাবে যতটা নিযন্ত্রণের কথা ছিল কার্যতঃ সেগুলি কখনই ততটা দৃঢ়ভাবে নিযন্ত্রিত হয নি। যাই হোক, নাইটদেব সম্প্রদায় প্রকৃতই যে আক্ষরিক অর্থেও জাতীয সংগঠন হযে দাঁড়িযেছিল, তা তার আগের কোনো আন্দোলনে সম্ভব হয নি। পূর্ববর্তী জাতীয সংঘগুলিব সঙ্গে সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় পার্থক্য এই ছিল যে, এখানে সংযুক্ত সংস্থাগুলির মাধ্যমে না রেখে ব্যক্তিগত ভিত্তিতে সদস্যপদ রাখা হয়েছিল। কোনো শ্রমিক সম্প্রদায়ে যোগ দিতে আগ্রহান্বিত হলে স্থানীয় সমিতিব কাছে সদস্য হবার জন্য আবেদন করত। যথাযথভাবে দীক্ষিত হবার পর, সমিতির প্রাপ্য চাঁদা দিয়ে এবং অধিবেশনে উপস্থিত থেকে সে শ্রমিক-নাইট বলে পরিগণিত হত।

সদস্যপদ সকল শ্রমজীবী ও প্রাক্তন শ্রমজীবীর পক্ষে উন্মুক্ত ছিল (তবে প্রাক্তন শ্রমজীবীদের সংখ্যা কোনো স্থানীয় সমিতিব সভ্য সংখ্যাব এক চতুর্থাংশের বেশি হতে পারত না)। কিন্তু উকীল, ডাক্তার, ব্যাঙ্কমালিক এবং যারা মদ বিক্রি করত বা মদ বিক্রির সাহায্যে জীবিকানির্বাহ করত তারা সদস্য হতে পাবত না। সদস্য হবার অনুপযুক্ত পেশাগুলির সঙ্গে পরে ফাটকাবাজারের দালাল এবং পেশাদার জুয়াড়ীদের যোগ করা হয়েছিল। পরে সংবিধানের একটি ধারায়

বলা হয়েছিল, "ইহা একই আলিঙ্গনে সম্মানজনক শ্রমের সকল শাখাই টানিয়া আনে।"

পূর্ববর্তী "ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্রাদারহুড" দ্বারা প্রচারিত সাধারণ নীতিগুলি মেনে নিয়ে সংবিধানের প্রস্তাবনা 'কেন্দ্রীভূত সম্পদের সাম্প্রতিক বিপজ্জনক বৃদ্ধি ও আক্রমণাত্মক মনোভাবের" দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সংবিধান বলেছিল যে, এই কেন্দ্রীভবন বাধা না পেলে অনিবার্যভাবে "মেহনতী জনতাকে নিঃস্ব ভিক্ষোপজীবীতে পরিণত করিবে এবং তাহাদের আশাহীন অবনতির জন্য দায়ী হইবে।" নাইটরা ঘোষণা করল যে, একমাত্র একতার মধ্য দিয়েই শ্রমিকেরা তাদের পরিশ্রমের ফল অর্জন সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারবে এবং এই একতা সম্ভব করতে "আমরা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণীদের শক্তি সহযোগিতার সাহায্যে সংগঠিত ও পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে [illegible] প্রতিষ্ঠা করিয়াছি

সংবিধানটি সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের অনেকগুলি গতানুগতিক দাবির উল্লেখ করেছিল এবং কতগুলি নতুন লক্ষ্যের কথাও বলেছিল। সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা, প্রকৃত বসবাসকারীদের জন্য সরকারী জমি সংরক্ষণ, আট-ঘণ্টা দিন এবং "জাতীয় শ্রমিক সংঘের" পরিকল্পনার অনুরূপ মুদ্রাব্যবস্থার কথা সংবিধানে ছিল। এই সংবিধান কয়েদী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ঠিকাদারী প্রথার অবসান, শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ, স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সমান বেতন দান, শ্রমসংক্রান্ত পরিসংখ্যান বিভাগ প্রতিষ্ঠা দাবি করেছিল। পরে একটি সংশোধনের মাধ্যমে রেলপথ ও টেলিগ্রাফ বিভাগের সরকারী মালিকানা এবং ক্রমবর্ধমান আয়করও দাবি করা হয়েছিল।

এ সব দাবি ছিল প্রধানতঃ সংস্কারধর্মী অথবা রাজনৈতিক। শিল্পবিরোধে গ্রহণযোগ্য কার্যক্রমের প্রশ্নে শ্রমিক নাইটরা বয়কট সমর্থন করেছিল। বয়কট পদ্ধতি ক্রমেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ধর্মঘটের সাহায্য গ্রহণ না করে সালিশি ব্যবস্থারই তারা অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিল। প্রথম দিকে তারা সম্পূর্ণভাবে ধর্মঘটের বিরোধী ছিল। সযত্নে নির্ধারিত কয়েকটি জরুরী অবস্থায় ব্যবহারের জন্য প্রতিরোধ তহবিল গঠিত হলেও নিয়ম করা হয়েছিল যে, ধর্মঘটের জন্য সংগৃহীত অর্থের শতকরা তিরিশ ভাগ প্রত্যক্ষভাবে ধর্মঘটের জন্য ব্যবহার করা যাবে। শতকরা ষাট ভাগ সমবায় সমিতিদের জন্য এবং শতকরা দশভাগ শিক্ষা খাতে পৃথক করে রাখা হয়েছিল। নাইটরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে, কখনও কখনও ধর্মঘটের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের কার্যনির্বাহী

পরিষদ সুস্পষ্টরূপে অনুমোদন না করলে ধর্মঘট সমর্থন করতে তারা রাজী ছিল না। ১৮৮৪ সালের সংশোধিত সংবিধানে লেখা হয়েছিল, "ধর্মঘটে বড় জোর সাময়িক সুবিধা পাওয়া যায়। সদস্যদের শিক্ষা সমবায় এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম এবং ইহাদের সাহায্যে মজুরি ব্যবস্থার অবসানের উপর নির্ভর করিবার শিক্ষা দিতে হইবে।"

১৮৭৭ সালের রেল ধর্মঘটে শ্রমিকদের অভিজ্ঞতাই অংশতঃ এই সতর্ক মনোভাবের কারণ। এ সব ধর্মঘট অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ টেনে এনেছিল বলে শ্রমিক-নাইটদের নেতাদের মনে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছিল। কিন্তু মালিকরা তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে অস্বীকার করলে সালিশি কীভাবে বলবৎ করা হবে সে প্রশ্নের কোনো সমাধান তাদের ছিল না। ফলে নাইটরা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মঘটে জড়িয়ে পড়েছিল এবং শিল্প-মালিকরা স্থানীয় সমিতিগুলিকে প্রতিশোধ নেবার ভয় দেখালে কার্যনির্বাহী পরিষদকে বাধ্য হয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হয়।

ধর্মঘট প্রসঙ্গে মহান ও পবিত্র সম্প্রদায়ের মনোভাবের মত রাজনৈতিক প্রশ্নের প্রতিও তাদের দৃষ্টিভংগী ছিল অনিশ্চিত। তারা যে সব সংস্কারের কথা ভেবেছিল তা বহুক্ষেত্রে "জাতীয় শ্রমিক সংঘের প্রস্তাবিত সংস্কার অতিক্রম করে গিয়েছিল। তা'হলেও নাইটরা প্রধানতঃ রাজনৈতিক সংগঠন না হয়ে শিল্পভিত্তিক সংগঠন হতে চেষ্টা করেছিল। তারা আইনসভার সদস্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং পরে আরো প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে নামলেও শ্রমিকদের দল গঠন করার কোনো প্রয়াস পায় নি। ১৮৮৪ সালে তাদের "সাধারণ সমিতি" ঘোষণা করল, "রাজনীতি অপেক্ষা শিল্প উপরে এবং এই সম্প্রদায় কোনোভাবেই উহার সদস্যদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিমত দ্বারা সীমিত নহে।"

সংক্ষেপে বলা যায় যে, গোড়ায় ইউরিয়া ষ্টিফেন্‌সের রচিত ধাঁচের মতই শ্রমিক-নাইটদের মূল নীতিগুলি অস্পষ্টভাবে আদর্শবাদী ও জনকল্যাণকামী রয়ে গেল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার নীতিগুলিকে স্ববিরোধী বলে মনে হয়েছিল। নাইটরা তাদের শিল্পভিত্তিক চরিত্রের উপর জোর দিয়েও সামাজিক সংস্কারের এক ব্যাপক কার্যক্রমের জন্য আন্দোলন চালিয়েছিল। ধর্মঘটে উৎসাহ না দিলেও তারা তাতে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। তারা রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিল এবং একই সঙ্গে রাজনীতির সঙ্গে

তাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছিল। উপরন্তু, এই সম্প্রদায় তত্ত্বের দিক দিয়ে খুবই কেন্দ্রীভূত ছিল এবং এ কারণে অভিযোগ শোনা যেত যে, কয়েকজন মুষ্টিমেয় নেতা সম্প্রদায়ের নীতি নিজেদের ইচ্ছামত নির্ধাবিত করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সদস্যবা নিজেরাই অনেক ক্ষমতা হস্তগত করেছিল এবং নিজেদের ইচ্ছামত আচরণ করত।

প্রথম সাধারণ সভা আরো সম্প্রসারণের পথ সুগম করেছিল। এক বছর পব সদস্যসংখ্যা ৯,২৮৭ থেকে বেড়ে ২৮,১৩৬ হয়েছিল। তারপর ১৮৮১ সালে সদস্য-সংখ্যা ১৯,৪৪২-এ নেমে আসে। যে গোপনতা মালিকদের আক্রমণ থেকে সদস্যদের রক্ষা করার উপায় হিসাবে বর্মের মত কাজ করছিল সেই একই গোপনতার প্রতিক্রিয়া সামগ্রিকভাবে সমস্ত সম্প্রদায়ের উপর পড়তে দেখা গেল। জনসাধারণেব মনে সম্প্রদায় মলি ম্যাগুয়ারদের মত অন্যান্য গুপ্ত সমিতির সঙ্গে জড়িয়ে গেল। এই সম্প্রদায ক্যাথলিক ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সন্দেহ ও শক্রতা এত বেশি মাত্রায় জাগ্রত করেছিল যে, ক্যাথলিকদের এই সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই জন্য সম্প্রদায়ের নাম জনসাধারণেব কর্ণগোচব করতে দীক্ষা অনুষ্ঠান থেকে শপথ পরিত্যাগ করতে এবং আচার-অনুষ্ঠান থেকে সমস্ত ধর্মগ্রন্থসংক্রান্ত বাক্য বর্জন করতে চেষ্টা করা হয়েছিল। কার্ডিনাল গিবন্‌সকে বোঝানো হয়েছিল যে, সংশোধিত অনুষ্ঠানে ধর্মমতের বিরোধী কিছু নেই এবং তাঁরই মধ্যস্থতায় পোপকে এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাঁর নিন্দাবাক্য প্রত্যাহাব করতে ও ক্যাথলিক ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সমর্থনের যথাযথতা স্বীকার করতে রাজী করানো হয়েছিল। গোপনতা ত্যাগ করার এ সব চেষ্টার পর সদস্যসংখ্যা আবার বাড়তে শুরু করল। ১৮৮২ সালে সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে ৪২,০০০ ছাড়িয়ে গেল এবং পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে ১ লক্ষেরও উপরে উঠল।

"সাধারণ সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হবার মাত্র এক বছর পর, ১৮৭৯ সালে ষ্টিফেন্‌স অবসর গ্রহণ করলে, টেরেন্স ভি পাউডারলি "বিরাট মহাশ্রমিকের" উচ্চপদে আরোহণ করলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র তিরিশ। এই অল্পবয়স্ক শ্রমিক নেতার জন্ম হয়েছিল পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়ার কার্বনডেল্ নামক জায়গায়। তাঁর বাবা-মা ছিলেন আইরিশ এবং তাঁরা বিগত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এদেশে এসেছিলেন। বাল্যকালে তিনি স্থানীয় রেলকোম্পানীর কারখানায় রেলগাড়ী এক লাইন থেকে অন্য লাইনে সরানোর কাজ দেখাশোনা করতেন। কিন্তু

তিনি অল্পদিনের মধ্যেই যন্ত্রের কাজ শিখবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সতের বছর বয়সে এ কাজে তাঁর শিক্ষানবিশি শুরু হয় এবং তিন বছর পর স্ক্র্যান্টনে "ডেলাওয়াব অ্যাণ্ড ওয়েষ্টার্ণ" রেল কোম্পানীর কারখানায় তিনি ঠিকা যন্ত্রশিল্পীর কাজ পান।

পরবর্তী কয়েক বছরে তিনি পরপর "ইন্ট্যারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মেশিনিষ্টস্ অ্যাণ্ড ব্ল্যাকস্মিথ্‌স" সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। 'ইনডাস্ট্রিয়াল ব্রাদারহুডের' পেন্‌সিলভ্যানিয়া এলাকার সংগঠক হয়েছিলেন তিনি এবং ১৮৭৪ সালে শ্রমিক-নাইটদের সম্প্রদায়ে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সামান্য কিছু দিন "পর্যটনের" পর তিনি ২২২নং সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার "মহাশ্রমিক" (মাষ্টার ওয়ার্কম্যান) হন। একই সঙ্গে ৫নং বিভাগীয় সমিতির সংযোগরক্ষাকারী সম্পাদকও তিনি হয়েছিলেন। শ্রমিক রাজনীতিতে তাঁর ক্রমবর্ধমান উৎসাহের ফলে তিনি গ্রীন্‌ব্যাক শ্রমিক দলের কার্যকলাপেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবেই ১৮৭৮ সালে তিনি স্ক্র্যান্টনের শ্রমিক নগরপাল পদে নির্বাচিত হন।

পাউডারলি এর মধ্যে নাইটদের "বিরাট মহাশ্রমিক" পদে নির্বাচিত হলেও নগরপালের পদটি ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত রেখেছিলেন। সব সময়ই বহু এবং বিচিত্র বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল। তিনি আইন অধ্যয়ন করেছিলেন এবং পরে ওকালতিও করেন। তিনি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং একটা মুদিখানার আংশিক মালিক ও পরিচালক ছিলেন। তিনি "আইরিশ ভূমি সমিতি'ব (আইরিশ ল্যাণ্ড লীগ) সভাপতিও হয়েছিলেন। এক সময়ে ওয়াশিংটনের শ্রমসংক্রান্ত পরিসংখ্যান দপ্তরের প্রধান সচিবের পদের জন্য দরখাস্ত করে তিনি তা পান নি। এই দপ্তর প্রধানতঃ নাইটদের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৯৩ সালে শেষ পর্যন্ত এই সম্প্রদায়ের সভাপতিত্বের পদ হারালে অভিবাসন দপ্তরে (বুরো অব্ ইমিগ্রেশন) তিনি একটি সরকারী চাকরি নিয়েছিলেন। প্রথমে এই দপ্তরে "কমিশনার জেনারেল" ছিলেন এবং পরে তথ্য বিভাগের প্রধান হন (ডিভিজন্ অব্ ইনফর্মেশন)। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। কিন্তু বিগত শতাব্দীর নবম দশকের প্রচণ্ড শিল্পবিরোধের বহু পরে শ্রমিক নেতা হিসাবে তাঁর ঝঞ্ঝাময় জীবন লোকে এ সময় প্রায় ভুলেই গিয়েছিল।

পাউডারলিকে দেখলে শ্রমিক নেতা বলে মনে হত না। তিনি হালকা গড়নের ছিলেন এবং তাঁর উচ্চতাও সাধারণ লোকের চেয়ে কম ছিল। তাঁর

ঢেউখেলানো পাতলা বাদামী চুল, সোনালী ঝুলে পড়া গোঁপ এবং চশমাসমন্বিত স্নিগ্ধ নীল চোখ ছিল। তিনি গতানুগতিকভাবে ভালো পোষাক পরতেন। সাধারণতঃ তিনি যে কোট পরতেন তার বুকের দিকে লম্বালম্বিভাবে দু'জায়গায় আটকাবার ব্যবস্থা থাকত এবং কোটের কাপড়ও ভালো হত। তাঁকে উঁচু খাড়া কলার, কারুকার্যহীন নেকটাই, কালো ট্রাউজার ও ছোট ছুঁচলো জুতো পরতেই সাধারণতঃ দেখা যেত। তাঁর আচার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত ভদ্র ও নিয়মনিষ্ঠ এবং এজন্য তাঁকে সম্পূর্ণরূপে উচ্চবংশজাত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন লোক বলে মনে হত। জন সুইন্‌টন্ নামে একজন শ্রমিক সংবাদপত্রসেবী মন্তব্য করেছিলেন, "পাউডারলির মত আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিবা ইংরাজ ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিতে কবি, সৌখীন নৌচালক, দার্শনিক ও ব্যর্থ প্রেমিক বলিয়া পরিগণিত হইলেও কর্কশ হস্তবিশিষ্ট দশ লক্ষ শ্রমিকের নেতা হিসাবে এই ধরনের চেহারার লোককে কখনও কল্পনা করা হয় নাই।

তাঁর দৃষ্টিভংগী ছিল অনুদার এবং প্রায় পিউরিটানদের মত অনমনীয়। তিনি সম্পূর্ণভাবে মদ্যপানের বিরোধী ছিলেন এবং মদের দোকানগুলির সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। যে সব লোকের মদে আসক্তি ছিল তাদের তিনি সহ্য করতে পারতেন না বললেই হয়। তাঁর অনুগামীদের ভালবাসা ও আনুগত্য আকর্ষণ করতে পারলেও তিনি মিশুক ছিলেন না এবং শ্রমিকদের জমায়েতে সহজ হতে পারতেন না। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনাতে পাউডারলির নিজস্ব কৌতুকরসবোধের পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁর স্বভাবে লোকের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা ছিল না।

'বিরাট মহাশ্রমিক' পদে অভিষিক্ত হবার পর শ্রমিক-নাইটদের সদস্যসংখ্যা বাড়ানোর কাজে তিনি অনেক করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত বাক্‌পটু ছিলেন এবং বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রোতাদের মনে প্রত্যয় জন্মাতে পারতেন। চিঠি লেখায় তাঁর কখনই ক্লান্তি আসত না। কিন্তু উইলিয়াম সিল্‌ভিসের মত নেতা শ্রমিক আন্দোলনে নিজেকে যতটা একাগ্রভাবে উৎসর্গ করেছিলেন, পাউডারলি তাঁর গোড়ার দিকের উৎসাহপূর্ণ দিনগুলিতেও তা করতে পারেন নি। তিনি সব সময়ই অভিযোগ করতেন যে, অন্যান্য বিষয়ে তাঁর উৎসাহের জন্য তিনি "বিরাট মহাশ্রমিকের" কাজে সম্পূর্ণ সময় দিতে পারছেন না। একবার পাউডারলি অধৈর্য হয়ে বলে উঠেছিলেন যে, তাঁকে যে সব দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে হয় সেগুলির পক্ষে তাঁর স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভালো নয় (অবশ্য তাঁর স্বাস্থ্য সত্যি সত্যিই খুব ভালো

ছিল না)। বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁকে অনবরত অনুরোধ করা হত। এ বিষয়ে তাঁর যে আপত্তি ছিল শুধু তাই নয়, নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁর অত্যন্ত উচ্চ ধারণা কোনোদিনই বদলায় নি। এ কারণে তিনি দাবি করতেন যে, এই সম্প্রদায়ে তাঁর উচ্চ পদের অনুকূল পরিবেশেই তাঁর পক্ষে বক্তৃতা করা সম্ভব।

উত্যক্ত হয়ে একবার তিনি "জার্নাল অব্ ইউনাইটেড লেবার" পত্রিকায় লেখেন, "কোনো বনভোজনে আমি বক্তৃতা দিব না। শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধে যখন আমি বক্তৃতা দিই তখন আমার শ্রোতাদের প্রত্যেকের মনোযোগ আমার প্রয়োজন হয়। দুই ঘণ্টার জন্য তাহাদের মনোযোগ আমার দরকার এবং এই দুই ঘণ্টায় আমি আমার বক্তব্য অত্যন্ত সংক্ষেপেই বলিতে পারি। বনভোজনে যুবকদের মত যুবতীরাও বিয়ার গেলে বলিয়া আমার পক্ষে একেবারেই বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব হয় না…। আমি বনভোজনে বক্তৃতা দিব বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে ইহা আমার কর্ণগোচর হইলে, আমাদের সম্প্রদায়ের কার্যনির্বাহী প্রধান সচিবকে উপহাস করার অপরাধে আমি আয়োজনকারীদের অভিযুক্ত কবিব।"

তাঁর এ ধরনের বিধবা মহিলাসুলভ শুচিবাই থাকা সত্বেও অথবা খুব সম্ভব এ ধরনের দৃষ্টিভংগী থাকার জন্যই তাঁর সংগঠননৈপুণ্য ছিল সন্দেহাতীত। কার্ডিনাল গিবন্স যে নাইটদের পক্ষে পোপের কাছে ওকালতি করেছিলেন, তা ক্যাথলিক ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিবাদে পাউডারলির দক্ষ পরিচালনার ফলেই মুখ্যতঃ সম্ভব হয়েছিল। তিনি শ্রমিক রাজনীতিতে অত্যন্ত কৌশলী খেলোয়াড় ছিলেন এবং এমন একটা নিজস্ব দল গড়ে তুলেছিলেন যা তাঁকে উন্নতি ও সম্প্রসারণের বছরগুলিতে "সাধারণ সমিতি"র উপর দৃঢ় কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল। মাঝে মাঝে তিনি ঘোষণা করতেন যে, অন্য কোনো লোককে নিজের পদ দিয়ে দেওয়ার চেয়ে অধিকতর কাম্য তাঁর কাছে অন্য কিছু নেই। কিন্তু তা সত্বেও তিনি তাঁর নীতির যে কোনো বিরোধিতাকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দান, তাঁর শত্রুদের তীব্রভাবে আক্রমণ এবং দৃঢ়ভাবে নিজের পদ আঁকড়ে থাকা থেকে বিরত হন নি।

পাউডারলির ভাবধারা ও মতবাদের সঙ্গে শ্রমিক-নাইটদের আদি "প্রাথমিক নীতিতে" প্রকাশিত অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যগুলির যথেষ্ট মিল ছিল। উভয় প্রকারের চিন্তাধারায়ই একই আদর্শবাদ ও ব্যাপক জনকল্যাণ ব্রত এবং প্রায়ই স্ববিরোধী কার্যক্ষেত্র পরিলক্ষিত হত। পাউডারলি প্রত্যক্ষ আর্থিক সংগ্রামের চেয়ে শিক্ষার প্রসারের উপর বেশি আস্থা রাখতেন। কিন্তু তিনি কি জন্য আন্দোলন করছেন

তা অনেক সময়ই পরিষ্কার হত না। অত্যন্ত বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় অস্পষ্টভাবে মামুলি কথাবার্তা বলা ছিল তাঁর অভ্যাস।

একবার তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "শ্রমিক-নাইটদের সম্প্রদায় রাজনৈতিক দল অপেক্ষা অনেক উচ্চ এবং অনেক মহান। রাজনৈতিক দলগুলির বিবাদ ও তিক্ততার মধ্যে বিদ্যমান এই সম্প্রদায়ের বর্তমান অবস্থার তুলনায় তার ভবিষ্যৎ অনেক বেশি গৌরবময়। স্বৈরতন্ত্র ও একচেটিয়া ব্যবসায়রূপ শুম্ভনিশুম্ভের বিরুদ্ধে আমরা যে জেহাদ প্রবর্তন করিয়াছি তাহাতে প্রতিটি সমাজ, প্রতিটি দল, প্রতিটি ধর্ম এবং প্রতিটি জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক মানুষের সমর্থনলাভে আমরা ইচ্ছুক এবং সচেষ্ট। এই জেহাদ ঘোষণার পর আমাদের ফেলিয়া আসা সেতুগুলি আমরা নষ্ট করিয়া দিয়াছি এবং আমাদের অভিধান হইতে 'ব্যর্থতা' শব্দটি আমরা তুলিয়া দিয়াছি। পৃথিবীর সর্বত্র মানবজাতির সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য……।"

এ সব আদর্শ সমবায়ের মাধ্যমে অর্জন করা যাবে বলে তিনি আশা করতেন। কখনও কখনও অন্য কোনো রকম সংস্কারের উপর তুলনায় বেশি প্রাধান্য আরোপ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। "সাধারণ সমিতিকে" ১৮৮২ সালে তিনি জানান, "ভূমি সমস্যাই, আমার মতে, বর্তমানের প্রধান ও সর্বাপেক্ষা ব্যাপক সমস্যা……। আমাকে জমি দিন এবং আপনারা যত খুশি আট-ঘণ্টা আইন রচনা করুন না কেন, আমি তাহাদের সব কয়টিকেই পরাস্ত ও অকার্যকর করিয়া তুলিতে পারি।" আবার মদ্যপান বর্জনে তাঁর উৎসাহও তাঁকে এই আন্দোলনের উপর জোর দিতে বাধ্য করেছিল, 'রাম বিক্রেতা' ও 'রাম ক্রেতাদের' বিরুদ্ধে (রাম এক ধরনের কড়া মদ) মাঝে মাঝে তিনি আক্রমণ শুরু করতেন। এরকম একটি অভিযানে লিপ্ত থাকার সময় তিনি লিখেছিলেন, "কখনও কখনও আমার মনে হয় ইহাই প্রধান সমস্যা।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শ্রমিকদের সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে সমবায়ে ফিরিয়া যাইতেন।

এ ধরনের বিভিন্ন প্রচেষ্টায় শ্রমিক-নাইটরা খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। অনেকগুলি বিভাগীয় সমিতি, সংখ্যায় মোট প্রায় ১৩৫টি ব্যবহারকদের ও উৎপাদকদের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের জাতীয় সংগঠন স্বয়ং ইন্‌ডিয়ানার ক্যানেলবার্গে একটা কয়লা খনি কেনে ও কিছুদিনের জন্য খনিটি পরিচালনা করে। কিন্তু পূর্বের অনুরূপ প্রচেষ্টাগুলি যে যে কারণে ব্যর্থ হয়েছিল, একই কারণে খনি শিল্প, পিপা নির্মাণ, জুতো তৈরি, মুদ্রন শিল্প ও অন্যান্য শিল্পে

নাইটদের প্রয়াসও ব্যর্থ হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে, নিজেদের প্রচেষ্টাগুলির সম্প্রসারণের জন্য আবশ্যক মূলধন সংগ্রহ করতে অথবা দক্ষ পরিচালকদের ব্যবস্থা করতে শ্রমিক-নাইটরা "জাতীয় শ্রমিক সংঘের" চেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করতে পারে নি।

এ সব প্রকল্পে নাইটদের অর্থের অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায় এবং সম্প্রদায়টির চূড়ান্ত পতনের জন্যও প্রকল্পগুলি ব্যর্থতা বহুলাংশে দায়ী ছিল। তা সত্ত্বেও পাউডারলি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, স্বয়ং-নিয়োগেই শ্রমিকদের প্রকৃত মুক্তি এবং একমাত্র সমবায় সমিতিদের মাধ্যমেই শ্রমিক সম্প্রদায় স্বয়ং-নিয়োগের ব্যবস্থা করতে পারে।

১৮৮০ সালে "সাধারণ সমিতি"র সদস্যদের তিনি বলেছিলেন, "বিশ্বের পুরুষ ও স্ত্রী-শ্রমিকদের সমবায়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে এবং সমবায়ই তাহাদের আশা-ভরসা…। সমবায়ের মাধ্যমে শ্রমিকদের খনি, কলকারখানা ও রেলপথের মালিক হইতে ও সেগুলি পরিচালনা করিতে না পারার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। সমবায়ের সাহায্যেই এমন এক ধরনের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে যেখানে সর্বাধিক সংখ্যার লোকের সর্বাধিক কল্যাণের জন্য মানুষ একযোগে কাজ করিতে এবং নিজ নিজ বাস্তুজমির উপর পরিশ্রম করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারিবে।" তিনি এই আন্দোলন বিপ্লবের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন এবং নাইটরা আন্দোলনটি পরিত্যাগ করার বহু পরেও তিনি সমবায়ী সাধারণতন্ত্র সৃষ্টির সম্ভাবনায় শেষ পর্যন্ত তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করতেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'দি পাথ্‌ আই ট্রড্‌'-এ ('যে পথে আমি করেছি ভ্রমণ') বহু বৎসর পরে তিনি লিখেছিলেন, "সমবায়ই যে একদিন মজুরি ব্যবস্থার স্থান অধিকার করিবে তাহাতে আমার বিশ্বাস অটল রহিয়াছে।"

এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য তাঁর চিন্তার প্রকৃত বিষয় হলেও, এই সম্প্রদায়ের প্রধান হিসাবে কাজের সময় কমানো ও মজুরি বাড়ানোর মত প্রত্যক্ষ ও দৈনন্দিন সমস্যাগুলি নিয়ে তাঁকে ভাবতে হত। নাইটরা নিজেরা কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের এ সব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক বেশি উৎসাহী ছিল। এ প্রসঙ্গে ধর্মঘটের প্রশ্ন উঠেছিল। আদর্শবাদী শান্তিকামী মানুষ হিসাবে পাউডারলি ধর্মঘটের বিরোধিতা করতেন। ১৮৮৩ সালে তিনি লেখেন, "ধর্মঘট না করার দিকেই বর্তমান যুগের ঝোঁক দেখা যাইতেছে। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করিয়াছে যে, মালিক ও শ্রমিক উভয়ের পক্ষেই ধর্মঘটরূপ প্রতিকার অত্যন্ত ব্যয়বহুল হইয়া পড়ে।" পরে তিনি সগর্বে

বলতেন, "বিরাট মহাশ্রমিকের পদে চতুর্দশ বৎসর আসীন থাকার সময় আমি একবারও ধর্মঘটের আদেশ দিই নাই।" কিন্তু বিগত শতাব্দীর নবম দশকের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের প্রতি তাঁর এই মনোভাবেই সম্ভবতঃ তাঁর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা দেখা গিয়াছিল। তাদের কার্যনির্বাহী সমিতির সম্মতি নিয়ে অথবা না নিয়ে শ্রমিক-নাইটরা বারবার ধর্মঘটে জড়িয়ে পড়লে তাদের সমর্থন করার যে দায়িত্ব 'বিরাট মহাশ্রমিকের' ছিল তা তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন নি। ধর্মঘট নিষ্ফল এই আন্তরিক বিশ্বাস থাকা সত্বেও পাউডারলি অনেক সময় এ ধরনের সমর্থন সাহসিকতার সঙ্গেই জানিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁকে এতটা ভীরু মনে হয়েছিল যেন তিনি মালিকদের সঙ্গে প্রায় যে কোনো আপোষেই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর মনোভাবের এই অস্থিরতা প্রায়ই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল এবং অপেক্ষাকৃত সাহসী নেতৃত্বে যে সংযুক্ত শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘটগুলিকে সত্যিই সফল করে তুলতে পারত তা ভেঙ্গে দিয়েছিল।

পাউডারলি মনে মনে ছিলেন পরহিতব্রতী এবং তিনি তৎকালীন সমাজে শ্রমিক শ্রেণীকে আরো উঁচু স্তরে তুলে নেওয়ার কথা ভাবতেন। পরে তাঁর আত্ম-জীবনীতে তিনি লিখেছিলেন, "নিজের নামকরণের অধিকার আমার থাকিলে আমি নিজেকে সাম্য-সাধক বলিয়া অভিহিত করিতাম।" অধিকাংশ শ্রমিকই ক্রমে নিজেদের শ্রমজীবী বলে মেনে নিয়ে যে সব প্রত্যক্ষ ও অল্পমেয়াদী লক্ষ্যে আগ্রহী হয়ে উঠছিল সেগুলির প্রতি তিনি চরম অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

নিজের অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য আত্মবিলাপ করে একবার তিনি বলেছিলেন, "কথাটি একবার ভাবিয়া দেখুন, ধর্মঘটের বিরোধী অথচ সর্বদাই ধর্মঘটে রত···। যে সকল মহান বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষা দিতেছি তাহা লইয়া এ যুগের প্রধান প্রধান পত্রপত্রিকায় মসীযুদ্ধে লিপ্ত এবং একই সঙ্গে আমি সমস্ত শক্তি দিয়া ছোট ছোট বিষয়ে সংগ্রামে রত। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যার প্রসঙ্গে উচ্চস্তরের দৃষ্টিভংগীর পরিচয় দেওয়ার জন্য সমস্ত দেশে খ্যাতি অর্জন করায় আমাদের সম্প্র-দায় আমাকে বর্তমান পদে নিযুক্ত রাখিলেও, সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ব্যবসায়ীর দল আমাকে সর্বদাই মৃত্তিকানির্মিত প্রাচীরের ভিত্তি নির্মাণের কাজে ব্যস্ত রাখিতেছে এবং আমি যে মাটি নিক্ষেপ করিতেছি তাহা পায়ে মাড়াইয়া দিতেছে।"

উনবিংশ শতকের নবম দশকে দেশে আবার দুঃসময় দেখা দিলে আর্থিক চক্রের

গতানুগতিক ধারা অনুযায়ী ব্যাপক মজুরি হ্রাস ও বেকারত্ব দেখা যায়। এ সময়েই শ্রমিক-নাইটরা এমন কতকগুলি ধর্মঘটে জড়িয়ে পড়ে যেগুলি প্রথমে তাদের অভূতপূর্ব প্রসার এবং পরে ক্রমাগত অবনতির জন্য দায়ী হয়েছিল। এ সময়েই পাউডারলির অগ্নিপরীক্ষা হয়েছিল এবং তিনি অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে আর্থিক ও সামাজিক শক্তিই প্রকৃত পক্ষে মহান ও পবিত্র সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ও শেষ পর্যন্ত তাঁর পতনের কারণ হয়েছিল।

উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের চেষ্টায় মালিকদের জুলুম অধৈর্য শ্রমিকেরা প্রতিরোধ করতে শুরু করায় ১৮৮৩-৮৪ সালে কাঁচ শ্রমিকদের সংস্থা, টেলিগ্রাফ কর্মী, ফল্ রিভারের সূতার কলের শ্রমিক, ফিলাডেলফিয়ার জুতোনির্মাতা ও গালিচানির্মাতা, পেন্সিলভ্যানিয়া ও ওহায়োর হকিং ভ্যালীর খনি শ্রমিক, ট্রয়ের লোহা ঢালাই-শ্রমিক এবং ইউনিয়ন প্যাসিফিক্ রেলপথের কারখানা-কর্মচারীদের ধর্মঘট দেখা গেল। শ্রমিক-নাইটরা প্রতিটি ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল এবং চারটি ধর্মঘটে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই যে, অন্যান্য ধর্মঘট মালিকরা চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলতে সক্ষম হলেও একটি মাত্র ব্যতিক্রম ভিন্ন নাইটরা যে সব ধর্মঘটে অত্যন্ত সক্রিয় অংশ নিয়েছিল সেগুলিতে শ্রমিকরা বিজয়ী হয়েছিল। রেলপথের কর্মচারীদের ধর্মঘটটিই ছিল এ সব ধর্মঘটের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বত্র মজুরি হ্রাস তুলে নিতে ইউনিয়ন প্যাসিফিক্ রেলপথকে বাধ্য করতে তা সক্ষম হয়েছিল।

জোসেফ্ আর বুকানানের আক্রমণাত্মক নেতৃত্বই প্রধানতঃ এই ধর্মঘটে শ্রমিকদের বিজয়লাভের কারণ। বুকানান্ ছিলেন একজন সংগ্রামী শ্রমিক নেতা এবং ১৮৮২ সালে তিনি নাইটদের সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি এক সময় কলোরেডো অঞ্চলে খনিজ পদার্থের অন্বেষকের কাজ করতেন এবং আমেরিকার নতুন পশ্চিমাঞ্চলের প্রতীক বলে তাঁকে মনে হত। তিনি ছিলেন বিশালাকৃতি, কর্কশ ও উদ্ধত ধরনের মানুষ। 'ইউনিয়ন প্যাসিফিক্ এম্প্লয়িজ্ প্রোটেক্টিভ্ এসোসিয়েশন' ও পরে শ্রমিক-নাইটদের স্থানীয় সমিতি স্থাপন করে শ্রমিকদের মধ্যে একতাবোধ সৃষ্টি করতে পারার জন্যই প্রধানতঃ কর্মচারীদের ধর্মঘটে তাঁর নেতৃত্ব সফল হয়েছিল।

'ইউনিয়ন প্যাসিফিকের' ব্যাপারটা ঘটবার এক বছর পর, যে সব রেলপথ নিয়ে তথাকথিত 'সাউথ ওয়েষ্ট সিষ্টেম্' গঠিত হয়েছিল, সেখানে রেল কর্মচারী-দের আর একটা ধর্মঘট দেখা গেল। 'মিজুরি প্যাসিফিক্', 'মিজুরি, ক্যানজাস ও

টেক্সাস' এবং 'ওয়াবাস' রেলপথ নিয়েই এই 'সাউথ ওয়েষ্ট সিষ্টেম' গঠিত ছিল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের রেলপথগুলির শ্রমিক-নাইটদের স্থানীয় সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে বুকানান ঘটনাস্থলে হাজির হলেন। 'সাউথ ওয়েষ্ট সিষ্টেমের' অসন্তুষ্ট শ্রমিকদের স্থানীয় সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তিনি 'ইউনিয়ন প্যাসিফিকে' তাঁর সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। রেলচালকদের সমর্থনে ধর্মঘটী কারখানা-কর্মীরা এতটা শক্তিশালী সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেছিল যে, আবার তাদের দাবি মেনে নিতে মালিকরা বাধ্য হয়েছিল।

১৮৭৭ সালের রেল ধর্মঘটের সর্বনাশা অভিজ্ঞতার আলোকে এ সব জয়লাভ অত্যন্ত বিস্ময়জনক বলে মনে হয়েছিল এবং কেবল স্থানীয় সমিতিগুলি এ দু'টি ধর্মঘটে জড়িত থাকলেও এই সাফল্যের কৃতিত্ব শ্রমিক-নাইটরাও পেতে শুরু করল এবং তাদের খ্যাতি বেড়ে যেতে লাগল। জে গৌল্ড নামে একজন শক্তিশালী তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ন্যায়-অন্যায়-বিচারহীন অর্থলগ্নিকারী ব্যক্তি সমস্ত 'সাউথ-ওয়েষ্ট সিষ্টেম' নিয়ন্ত্রণ করতেন। অল্প কিছুদিন পরে ১৮৮৫ সালে 'মহান ও পবিত্র সম্প্রদায়' গৌল্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হলে আরো রোমাঞ্চকর সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। এপ্রিল ও মে মাসে 'ওয়াবাস' রেলপথ শ্রমিক-নাইটদের সম্প্রদায়ের সদস্য কারখানা-কর্মীদের ছাঁটাই করতে শুরু করেছিল। মনে হয়েছিল যে, স্থানীয় সংস্থাগুলি ভেঙ্গে ফেলার জন্য এভাবে প্রবল চেষ্টা করা হচ্ছে। মিজুরির মোবার্লিতে আগের বছর একটি বিভাগীয় সমিতি সংগঠিত হয়েছিল। এই সমিতি অবিলম্বে ধর্মঘট ঘোষণা করেছিল এবং নাইটদের জাতীয় কেন্দ্রের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। তখনও কার্য-নির্বাহী পরিষদ ধর্মঘট-বিরোধী দৃষ্টিভংগী বজায় রাখতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু রেল কর্মচারীদের সংগঠনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম ঘোষিত হয়েছে তাতে যে সম্প্রদায়ের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়েছে, এ কথা স্বীকার করতে পরিষদ বাধ্য হয়েছিল। 'ওয়াবাস' রেল কর্তৃপক্ষ খোলাখুলি ছাঁটাই বন্ধ করতে অস্বীকার করলে, পরিষদ সংগ্রামে নামতে বাধ্য হল। 'ওয়াবাস' রেলপথে কর্মরত সমস্ত শ্রমিক-নাইটদের কর্মত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং 'সাউথওয়েষ্ট সিষ্টেমের' অন্যান্য রেলপথ ও 'ইউনিয়ন প্যাসিফিকে' নিযুক্ত শ্রমিক-নাইটদের 'ওয়াবাস' কোম্পানীর কোনো গাড়ী চালানোর ব্যাপারে হাত না দিতে বলা হয়েছিল। শ্রমিকেরা আগ্রহের সঙ্গে এই ডাকে সাড়া দিয়েছিল। গাড়ী

থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বগিগুলি খুলে ফেলা হয়েছিল এবং ইন্‌জিন 'বন্ধ' করে ফেলা হয়েছিল। সমস্ত 'সাউথ ওয়েষ্ট' এলাকায় ব্যাপক অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ এবং কোনো কোনো স্থানে তা থেকে বিশৃঙ্খলা ও হিংসামূলক কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়েছিল।

নাইটরা গৌল্ডের সম্পূর্ণ পরিবহণ ব্যবস্থা অকেজো করে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে হওয়ায় এই বিপদ গৌল্ডকে আপোষে রাজী হবার কথা চিন্তা করতে বাধ্য করেছিল। নিউ ইয়র্কে বেশ কয়েকটি আলোচনা সভা সংঘটিত হয়েছিল এবং দেশের লোক বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল যে, জাতির একটি প্রধান রেলপথ ব্যবস্থার পরিচালকবৃন্দ দেশব্যাপী শ্রমিক সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে। অনুরূপ ঘটনা এর আগে কোনো দিন ঘটে নি। আবার, এই ঘটনার ফলে একটা সমঝোতাও দেখা গিয়েছিল। শ্রমিক-নাইটদের বিপক্ষে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন রেলপথগুলিতে সব রকম বৈষম্যমূলক আচরণ তুলে নিতে গৌল্ড সম্মত হলেন। শোনা যায় তিনি নাকি বলতেন যে, শ্রমিক সংস্থায় তাঁর বিশ্বাস জন্মেছে এবং তিনি চান তাঁর সকল কর্মীই এভাবে সংগঠিত হোক। পাউডারলি ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, রেলপথের কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা না করে এর পর কোনো ধর্মঘট স্বীকার করা হবে না।

বিস্ময়ের সঙ্গে 'সেণ্ট লুইস ক্রনিকল' জানিয়েছিল, "ওয়াবাসে নাইটরাই জয়ী হইয়াছে। এই দেশে বা অন্য কোনো দেশে পূর্বে এ ধরনের জয়লাভ কোনো দিনই সম্ভব হয় নাই।"

আপাতদৃষ্টিতে গৌল্ডের এই আত্মসমর্পণ জাতির শ্রমিকদের সাধারণভাবে যে সংগঠন নিজেকে এতটা প্রবল বলে প্রমাণ করেছিল তাতে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছিল। পূর্ববর্তী ষোল বছরে শ্রমিক-নাইটদের যে কটা স্থানীয় সমিতি স্থাপিত হয়েছিল তার চেয়েও বেশি সংখ্যক সমিতি এ ঘটনার পরের কয়েকটি মাসে স্থাপিত হয়েছিল। রেলপথ, খনি ও বৃহদায়তনে উৎপাদন রত শিল্পগুলির অদক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিকদের মধ্য থেকেই নতুন সদস্যদের অধিকাংশ এসেছিল। ফলে তথাকথিত মিশ্রিত সমিতিগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু সমস্তরকম বৃত্তি ও পেশার প্রতিনিধিদের এবং মোটেই যারা শ্রমজীবী ছিল না এমন অনেককেই সম্প্রদায়ে যোগ দিতে দেখা গেল। কৃষক, দোকানদার ও ছোট ছোট শিল্পের মালিকরা এই শেষোক্ত দলে পড়ে। হাজার হাজার

নারী ও নিগ্রো শ্রমিকও এই সম্প্রদায়ের সদস্য হয়েছিল। ১৮৮৫ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৮৮৬ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে স্থানীয় সমিতিগুলির সংখ্যা ১৬১০ থেকে বেড়ে ৫,৮৯২ হয় এবং মোট সদস্যসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ থেকে লাফিয়ে ৭ লক্ষেরও উপর উঠে যায়। শ্রমিকদের একটি সংবাদ পত্রের জনৈক সম্পাদক উল্লাসের সাথে লিখেছিলেন, "শ্রমিক-নাইটদের সম্প্রদায়ের অগ্রগমনের মত দৃশ্য ইতিহাসে পূর্বে কোনো দিন দেখা যায় নাই।"

সভ্যদের জোয়ার খুবই ফেঁপে উঠেছিল। ক্লান্ত সংগঠকরা এত দ্রুত নতুন সদস্যদের দীক্ষা দিচ্ছিল যে, পরিস্থিতির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ তারা হারিয়ে ফেলল এবং কিছুদিনের জন্য নতুন সমিতি প্রতিষ্ঠা করা বন্ধ রাখতে বাধ্য হল। সম্প্রদায়টি যে অত্যধিক দ্রুতবেগে বেড়ে চলেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না। পাউডারলি পরে বলেছিলেন, "অন্ততঃ চারিলক্ষ ব্যক্তি কৌতুহলের বশবর্তী হইয়া সভ্য হইয়াছিল এবং উহারা ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই করিয়াছিল বেশি।" তা'হলেও ১৮৮৬ সালের বসন্তকালে মনে হচ্ছিল শ্রমিক-নাইটরা সমস্ত শ্রমিক আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হস্তগত করেছে এবং তারা প্রায় সর্বশক্তিমান।

প্রকৃতপক্ষে যে বিস্ময়জনক হারে সদস্য সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল কল্পনাপ্রসূত গুজবের ফলে তা আরো অতিরঞ্জিত হয়ে দাঁড়ালো। বলা হতে লাগল যে, সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ এবং তাদের সংগ্রাম তহবিলে ১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার রয়েছে। রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলি একটা ভয়াবহ সম্ভাবনার ছবি ফুটিয়ে তুলল যে, এই সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে দেশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছিল যে, পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট শ্রমিক-নাইটরাই মনোনীত করবে। আরো ভয় দেখিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছিল যে, সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থা তারা নষ্ট করে ফেলবে।

'নিউ ইয়র্ক সান্' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লেখা হল, "এই দেশের পাঁচজন লোক পাঁচলক্ষ শ্রমজীবীর প্রধান স্বার্থ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে এবং তাহারা যে কোন মুহূর্তে ২৫ লক্ষ লোকের জীবিকা কাড়িয়া লইতে পারে। আমেরিকার শ্রমিক-নাইটদের মহান সম্প্রদায়ের কার্যনির্বাহী পরিষদের পাঁচজন সদস্যই এই পাঁচ ব্যক্তি···। প্রায় সকল টেলিগ্রাফ কর্মীর ক্ষিপ্র অঙ্গুলিচালন তাহারা ব্যহত করিতে পারে; অধিকাংশ কল-কারখানা বন্ধ করিয়া দিতে পারে এবং রেলপথগুলিকে পঙ্গু করিয়া দিতে পারে। তাহারা যে কোনো শিল্পজাত দ্রব্যের বিরুদ্ধে অনুশাসন

জারি করিয়া তাহাদের অনুগামীদের ঐ দ্রব্য ক্রয় করিতে নিষেধ করিতে এবং ব্যবসায়ীদের উহার বিক্রয় বন্ধ করিতে বলিতে পারে। তাহারা পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রামে নিযুক্ত করিতে পারে এবং নিজেদের ইচ্ছামত আক্রমণাত্মক বা আত্মরক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে, শান্ত ও অনমনীয়ভাবে প্রতিরোধ করিতে অথবা ক্রুদ্ধ ও সংগঠিতভাবে আক্রমণ চালাইতে শ্রমিকদের বাধ্য করিতে পারে।"

এই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের নেতা হিসাবে পাউডারলি চরম ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রমিকদের 'জার' (রুশ দেশের সম্রাট) হয়ে উঠেছেন বলে বলা হত। আরো বলা হত যে, তিনি তাঁর অনুগামীদের "স্বেচ্ছাচারী শাসকের মত এবং গুপ্তভাবে" শাসন করতেন। প্রকৃতপক্ষে সম্প্রদায়ের অনিয়ন্ত্রিত প্রসার এবং তার উপর হঠাৎ বিরাট দায়িত্ব চেপে বসার ফলে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। দুঃখের সঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "আমি যে পদে নিযুক্ত রহিয়াছি তাহা ঠিকমত করিতে হইলে দশজন ব্যক্তিও যথেষ্ট নহে। আমার পক্ষে এই দায়িত্ব যে অত্যধিক তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই···।"

কিন্তু জনসাধারণ শ্রমিক-নাইটদের মধ্যে একটি দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল সংগঠন দেখতে পেয়েছিল। তারা মনে করত মালিকদের বিরুদ্ধে যে কোনো সংগ্রামে এই সম্প্রদায়ের আক্রমণাত্মক সমর্থন থাকলে তাদের জয়লাভ নিশ্চিত। শ্রমিক-নাইটরা তাদের বিস্ময়জনক প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছিল।

শ্রমিকেরা সর্বত্র গান করছিল:

'লাখে লাখে মেহনতী জনতা জাগছে,
দেখ তারা কী ভাবে যায় এগিয়ে;
অত্যাচারীর দল আজ কাঁপছে, কাঁপছে
তাদের ক্ষমতা কিছু থাকবে না বলে।

ধূয়া:
দুর্গ দখল কর, শ্রমিক-নাইটের দল,
কর সংগ্রাম নিজেদের দাবি জানিয়ে,
প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার,
অত্যাচারীর আইন যাক্ নিপাত।'

কিন্তু গোড়ার দিকের ব্যাপক সাফল্যের মধ্যেই সম্প্রদায়ের পতনের বীজ লুকিয়েছিল। সাফল্য নাইটদের মাথা গরম করে ফেলেছিল। 'জার্নাল অব্

ইউনাইটেড লেবার' "অতিরিক্ত উল্লাসে আমাদের সভ্যরা নিজেদের অপরাজেয় বলিয়া মনে করিতে পারে" এই বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করেছিল। কার্যনির্বাহী পরিষদ বিলাপ করেছিল যে, একই সময় অত্যধিক সংখ্যায় ধর্মঘট সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ শ্রমিকদের কোনো রকমেই আটকানো যাচ্ছিল না। সম্প্রদায়ের বিরাট ও নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য সদস্যের সমষ্টি কোনো শৃঙ্খলামূলক কর্তৃত্ব স্বীকার করত না এবং তাদের কোনো দায়িত্বজ্ঞানও ছিল না। শিল্পমালিকদের দুর্বল দিকগুলির সম্পূর্ণ সুযোগ নেবার জন্য শ্রমিকেরা মালিকদের উপর নিজেদের দাবি জানিয়ে চাপ দিতে শুরু করল এবং এ ব্যাপারে সম্প্রদায়ের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে লাগল। এই পরিস্থিতির ফলেই একের পরে এক কয়েকটি পবাজয় তাদের স্বীকার করতে হল। নাইটদের গোড়ার দিকের সাফল্য তাদের যতটা উদ্দীপ্ত করেছিল এ ধরনের ব্যর্থতা সেই একই অনুপাতে তাদের নিরুৎসাহ করে তুলল।

'সাউথ ওয়েস্ট সিস্টেমের' বেলশ্রমিকদের আর একটি ধর্মঘটের ফলেই প্রথম অবনতি দেখা গেল। 'মিজুরি প্যাসিফিক্' ও 'মিজুবি, ক্যানজাস্ ও টেক্সাস্' রেলপথের শ্রমিকরা তখনও অসন্তুষ্ট ছিল। 'ওযাবাস' রেলপথের কারখানার শ্রমিকদের সমর্থনে ধর্মঘট করতে ১৮৮৫ সালে তারা প্রস্তুত হয়েছিল এবং পরের বছর বসন্তকালে তারা নাইটদেব ক্ষমতা সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা নিয়ে আরো বেশি মজুরির জন্য ধর্মঘট করার ছুতো খুঁজছিল। 'টেক্সাস ও প্যাসিফিক্' রেলপথের একজন সর্দার-শ্রমিক বরখাস্ত হলে ১নং বিভাগীয় সমিতির মহাশ্রমিক মার্টিন আয়রন্‌স নামে একজন স্থানীয় নেতা উপরওয়ালাদেব সমর্থনের জন্য অপেক্ষা না করেই অবিলম্বে ধর্মঘট ঘোষণা করে দিল। ধর্মঘট দ্রুত 'টেক্সাস্ ও প্যাসিফিক্' রেলপথ থেকে অন্যান্য রেলপথের শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পডল।

বাগাড়ম্বরপূর্ণ একটি আবেদনে বলা হয়েছিল, "সমগ্র জগতকে জানাইয়া দাও যে, গৌল্ড সাউথ ওয়েস্ট সিস্টেমের কর্মীরা ধর্মঘট করিয়াছে। আমাদের প্রতি ও পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের ভ্রাতাদের প্রতি সুবিচার লাভের জন্য আমরা ধর্মঘট করিয়াছি। চতুর্দশ সহস্র ব্যক্তি কাজ বন্ধ কবিয়াছে……। এক সাথে তোমাদের সকল অভিযোগ লইয়া আইস এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আইস এবং যতদিন না তোমাদের মতে সম্পূর্ণ সন্তোষজনকভাবে সেগুলির মীমাংসা হয় ততদিন কর্মে যোগ দিও না। চল, আমরা আমাদের অধিকার দাবি করি এবং শোষকদের আমাদের দাবি মানিয়া লইতে বাধ্য করি……।"

শ্রমিক-নাইটদের দমন করার ঔচিত্য সম্বন্ধে গৌল্ড ও তাঁর নিয়ন্ত্রিত রেলপথের পরিচালকদের মনে বিশ্বাস জন্মাবার জন্য এ ধরনের অসংযত দাবিরই প্রয়োজন ছিল। গৌল্ড যে কোনাদিনই সত্যি সত্যি শ্রমিক সংস্থার সদস্য হওয়া বিন্দুমাত্র ভালো চোখে দেখতেন, তা মনে করার কোনো কারণ নেই। শক্তি সঞ্চয় করে ১৮৮৬ সালে নতুন প্রতি-অক্রমণের জন্যই তিনি ১৮৮৫ সালে পিছু হটে গিয়েছিলেন। বস্তুতঃ, পরে পাউডারলি অভিযোগ করেছিলেন যে, 'টেক্সাস্ ও প্যাসিফিক্' বেলপথের পবিচালকরাই এই নতুন ধর্মঘটটি উস্কে দিযেছিল এবং প্রকৃত পক্ষে আযরণদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ধর্মঘট আহ্বান করতে বাধ্য করেছিল। তা যাই হোক, এ সময দক্ষিণ পশ্চিমেব বেলকোম্পানীগুলি তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকদের বাধা দিতে শুরু করল। শ্রমিকেরা আবার বগিগুলি খুলে ফেললে ও ইন্‌জিন বন্ধ কবে দিলে। পরিচালকরা ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য লোক ও পিন্‌কারটন কোম্পানী থেকে (বেসরকারী গোযেন্দা) রক্ষীদল ভাড়া করল এবং রাজ্য সরকাবের কাছে সামরিক বাহিনীর সাহায্যের জন্য আবেদন জানাল। বোঝা গেল এবার কোনো সুবিধা দিতে বা কোনো রকম আপোষ করতে তারা রাজী নয়।

পাউডারলি এক দুরূহ পরিস্থিতিতে এসে পড়েছেন বলে মনে করতে লাগলেন। ধর্মঘটটি অনুমোদন করেন নি তিনি এবং ধর্মঘট আহ্বান করায়ও তাঁর কোনো হাত ছিল না। কিন্তু আগে আলাপ-আলোচনা না করে কাজ বন্ধে সম্মতি দেবেন না বলে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রেল কোম্পানী তা ভাঙ্গার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করল। তিনি গৌল্ডের সঙ্গে দেখা করলেন এবং ধর্মঘটীরা মেনে নিতে পারে মিটমাটের এমন একটি ভিত্তি খোঁজবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই রেল মালিকের তখন নাইটদের সঙ্গে মিটমাট করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না এবং তাঁদের আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল।

ইতিমধ্যে শ্রমিকদের পক্ষে কয়েকটি খারাপ ঘটনা ঘটে গেল। 'গৌল্ড সিস্টেমের' ৪৮ হাজার শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ৩ হাজার কাজ বন্ধ করেছে বলে শোনা গেল এবং 'দালালদের' সঙ্গে লড়াইয়ে তারা হেরে যেতে লাগল। জনমতও তাদের বিপক্ষে ছিল। 'নেশন' পত্রিকা ঘোষণা করল, "বস্তুতঃ, তাহারা আধুনিক সমাজে একটি নতুন অধিকার প্রবর্তিত করিতে চাহিতেছে। অধিকারটি হইতেছে এই যে, মালিকের প্রয়োজন না থাকিলেও এবং মালিক তুমি যে পাবিশ্রমিক চাহিতেছ তাহা দিতে অক্ষম হইলেও তোমার তাহার নিকট কাজ পাইবার

অধিকার রহিয়াছে।" "নিজেরা ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদ্বারা শিল্পবাণিজ্য পরিচালনা গায়ের জোরে ব্যাহত করাও" ব্যাপকভাবে নিন্দিত হতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত রেল কোম্পানী কোনো সুবিধাই দিতে না চাইলে ও কংগ্রেসের একটি সমিতি ধর্মঘট সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে শুরু করলে এবং রেলপথ পরিবহণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জনমত ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠলে, পাউডারলি বস্তুতঃ সমস্ত ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। 'মহান ও পবিত্র সম্প্রদায়ের' প্রতিপত্তির দিক দিয়ে এই বিতর্কের তাৎপর্য তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং গৌল্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু ধর্মঘটটি সফল করার কোনো পথই তিনি দেখতে পেলেন না। 'বিরাট মহাশ্রমিকের' পরিত্যক্ত দায়িত্ব কার্য-নির্বাহী পরিষদের ঘাড়ে আসায় ঐ পরিষদ পরাজয় স্বীকার করল এবং শ্রমিকদের কাজে ফিরে যেতে নির্দেশ দিল। শ্রমিক-নাইটরা এই প্রথম গুরুতরভাবে পরাজিত হবার স্বাদ পেল এবং 'গৌল্ড সিস্টেমের' শ্রমিকদের মধ্যে তাদের সংগঠন ভেঙ্গে পড়ল।

গৌল্ডের নেতৃত্বে অন্যান্য শিল্পমালিকও শ্রমিকদের প্রতিটি ধর্মঘট দমন করতে ও নাইটদের ক্ষমতা চিরদিনের জন্য নষ্ট করতে নিজেদের সকল শক্তি প্রয়োগ করায় নাইটদের আরো পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। ১৮৮৬ সালের শেষার্ধে প্রায় এক লক্ষ শ্রমজীবী বিভিন্ন শিল্প বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিল এবং এ সব ধর্মঘট ও বহিষ্কারের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলো।

শিকাগোর কসাইখানাগুলিতে একটা ধর্মঘট থেকেই নাইটদের সবচেয়ে সাংঘাতিক পরাজয় ঘটে। আট-ঘন্টা দিন নিয়েই বিরোধ বাধে এবং সংযুক্ত মাংস ব্যবসায়ীরা যে শুধু এ দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করল তাই নয়, সম্প্রদায়ের কোনো সভ্যকেই আর কাজ দেবে না বলে তারা জানাল। ধর্মঘটটি কিন্তু মাংস মোড়কে বাঁধাই করার কারখানাগুলির কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে পেরেছিল এবং আপোষ মীমাংসার কিছু সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল। এমন সময় পাউডারলি হঠাৎ শ্রমিকদের কাজে ফিরে যেতে আদেশ দিলেন এবং তাতে রাজী না হলে তাদের সনদ কেড়ে নেবার ভয় দেখালেন, মালিকদের কাছে ঘুষ নেবার ও এ ব্যাপারে একজন ক্যাথলিক ধর্মযাজক দ্বারা অন্যায়ভাবে প্রভাবিত হবার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে করা হয়েছিল। এ ঘটনার তাঁর নিজস্ব ভাষ্য হচ্ছে এই যে, ধর্মঘটীরা পরাভূত হতই এবং তিনি আরো দুঃখকষ্ট ও রক্তপাতের আশঙ্কা নিবারণ করার জন্যই এ কাজ করেছিলেন। তা যাই হোক, নিজেদের নেতার

অস্থির মতিগতির জন্য সমস্ত পরিস্থিতির উপর নাইটদের প্রাধান্য নষ্ট হয়ে গেল। ধর্মঘটটি ভেঙ্গে যাওয়ায় তাদের প্রতিপত্তির অপূরণীয় ক্ষতি হল।

স্পষ্ট বোঝা গেল যে, জোয়ার আব শ্রমিকদের অনুকূলে নেই। শ্রমিক সম্প্রদায় গোড়ার দিকে যে সব সুবিধা লাভ করেছিল সেগুলি শিল্প মালিকদের আগ্রাসী প্রতি-আক্রমণের ফলে তাদেব হাতছাড়া হয়ে গেল। এই প্রতি-আক্রমণ কোনো সুযোগের ব্যবহার করতেই অবহেলা করে নি। ১৮৮৬ সালের জুলাই মাসেই, জন সুইন্‌টন্ ঘোষণা করেছিলেন যে, বছরের শুরুতে স্বর্ণযুগ এসে পড়েছে বলে মনে হলেও এরই ভেতর অনুভব করা যাচ্ছিল যেন শ্রমিকেরা "আলেয়ার আলো দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে।" তখন আর তাঁর কোনো সন্দেহই ছিল না যে, "অর্থশক্তি সব কিছু পরাজিত করিয়াছে এবং এমনভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে যে, উহার কোনো বিরোধিতা করা চলিবে না।"

সুইন্‌টন্ আরো লিখেছিলেন, "শত্রুপক্ষের প্রধান সেনাপতি জে গৌল্ড 'সাউথ ওয়েষ্টের' রেল ধর্মঘটগুলি পদদলিত করিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছে এবং তাহার পর শত শত ধর্মঘট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে......। শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের কোনো বাছবিচার না করিয়া অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হইয়াছে এবং বহু স্থানে শ্রমিক-নাইটদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত মাথা চাডা দিয়া উঠিয়াছে। আইনকানুন বিকৃত করিয়া বয়কট পদ্ধতির বিরুদ্ধে দাঁড করানো হইয়াছে। পুঁজিপতিদের ভাড়া খাটিবার জন্য পিন্‌কারটন্ কোম্পানীর গুণ্ডাদের ছোট ছোট বাহিনী গঠিত হইয়াছে......। নাগরিকদের সংবিধানসম্মত অধিকার আক্রান্ত হইয়াছে, শ্রমিকদের সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং শ্রমিকদের পত্রপত্রিকাগুলিকে হয় ভীতি প্রদর্শন, না হয় দমন করা হইয়াছে।''

শ্রমিক-নাইটদের শক্তি শুধু যে শিল্পমালিকদের আক্রমণ ও ধর্মঘটগুলির ব্যর্থতার মত ঘটনাই খর্ব করেছিল তা নয়। এই সম্প্রদায়ের নেতারাও ক্রমেই বেশি মাত্রায় তালগোল পাকাতে শুরু করেছিলেন। পাউডারলি শিল্পবিরোধ যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনতে এবং সমবায় সমিতিগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছিলেন এবং ক্রমেই শ্রমিকদের আস্থা হারিয়ে ফেলছিলেন। তারা মনে করতে লাগল যে, তিনি তাদের প্রকৃত স্বার্থ আর বুঝতে পারছেন না এবং মালিকদের বিরুদ্ধে তাদের ন্যায্য দাবি সমর্থন করতে রাজী নন।

এ সময়ে পুনরুজ্জীবিত জাতীয় সংঘগুলি 'আমেরিকান ফেডারেশন্ অব্ লেবারের' পূর্বসূরী 'ফেডারেশন্ অব্ অর্গানাইজ্‌ড্ ট্রেইড্‌স্ অ্যাণ্ড লেবার

ইউনিয়নসে' সম্মিলিত হয়েছিল। ১৮৮৬ সালে আট-ঘণ্টা দিনের পক্ষে শেষোক্ত এই ফেডারেশন যে সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করেছিল এবং যে ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতেই হেমার্কেট স্কোয়ারের দাঙ্গা সংঘটিত হয় তার প্রতি পাউডারলির অবলম্বিত নীতি তাঁর ভীরু মনোভাবের উদাহরণ বলে মনে করা হয়। শ্রমিক-নাইটরা আট-ঘণ্টা দিনের দাবি প্রবলভাবে সমর্থন করলেও পাউডারলি ধর্মঘট ঘোষণার সঙ্গে এই সম্প্রদায়কে যুক্ত করতে চান নি। একটি গুপ্ত ইস্তাহারে তিনি লেখেন, "কেন্দ্রীয় কর্মস্থলের আদেশ পালন করিতেছে এই ধারণা লইয়া ১লা মে আট-ঘণ্টা দিনের সমর্থনে কোনো সমিতি যেন ধর্মঘট না করিয়া বসে, কারণ, এইরূপ আদেশ দেওয়া হয় নাই এবং দেওয়া হইবেও না……।" তিনি প্রস্তাব করলেন যে, এ ধরনের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত না হয়ে বরং স্থানীয় সমিতিগুলি ওয়াশিংটনের জন্মদিনে সংবাদপত্রে একইসঙ্গে প্রকাশ করার জন্য তাদের সদস্যদের আট-ঘণ্টা দিনের সপক্ষে ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখতে বলুক। পাউডারলি তাদের বারণ করতে চেষ্টা করলেও বহু বিভাগীয় সমিতি সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব পাশ করল এবং ১লা মে শ্রমিকেরা নিজেদের দাবি সম্বন্ধে শিল্পপতিদের অবহিত করার জন্য সর্বপ্রথম যে বিশাল বিক্ষোভপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিল তাতে হাজার হাজার নাইট অংশগ্রহণ করে।

এই আন্দোলন সফল হয নি। হিসাব করা হয়েছিল যে, ৩৪০,০০০ শ্রমিক আট-ঘণ্টা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং এই সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি সত্যিই ১লা মের ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল। ২০০,০০০ শ্রমিক তাদের মালিকদের দিয়ে আট-ঘণ্টা দিন স্বীকার করিয়ে নিলেও তাদের এই সুবিধালাভ স্থায়ী হয় নি। জানা যায় যে, মালিকরা সাময়িকভাবে যে সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছিল বছর শেষ হতে না হতে শুধু ১৫,০০০ শ্রমিক বাদ দিয়ে তা তারা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। এই চূড়ান্ত পরাজয়ের জন্য খুব সম্ভব প্রধানতঃ হেমার্কেট স্কোয়ার দাঙ্গার পরের শ্রমিক-বিরোধী প্রতিক্রিয়াই দায়ী ছিল। কিন্তু আন্দোলনের গোড়াতেই শ্রমিক-নাইদের তা সমর্থন করার অক্ষমতাও একটা উল্লেখযোগ্য আংশিক কারণ বলে মনে করা হয়েছিল।

১৮৮৬ সালের হেমন্তকালে নাইটরা যখন সম্মেলনে মিলিত হয়েছিল তখনও কিন্তু বাইরে থেকে যে অন্তর্নিহিত দুর্বলতা তাদের ধ্বংস ডেকে আনবে তা বুঝতে পারা যায় নি। রিচমণ্ডের জাতীয় সমিতি এদেশে এ পর্যন্ত যত শ্রমিক সম্মেলন হয়েছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী বলে মনে হয়েছিল এবং

ভার্জিনিয়ার গভর্ণর স্বয়ং সাত শ' প্রতিনিধিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু শক্তির এই পরিচয় বাহ্যিক একটা উজ্জ্বল আবরণ ছাড়া কিছুই ছিল না এবং সমিতির বক্তারা "লক্ষ লক্ষ লোকের পৃষ্ঠে সুবর্ণনির্মিত চাবুকের আঘাত" করলেও তাদের আবেগপূর্ণ বাগ্মিতায় সার পদার্থের অভাব অনুভব করা যাচ্ছিল। এতগুলি ধর্মঘটের ব্যর্থতা, আট-ঘণ্টা আন্দোলনের পতন, অধিকাংশ সমবায়ী প্রচেষ্টার অসন্তোষজনক পরিণতি এবং হেমার্কেট স্কোয়ার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া নেতা ও সদস্যদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রভেদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাইটদের যে অবনতির পথে নামিয়ে এনেছিল, তা থেকে তারা আর কখনও উদ্ধার পায় নি।

অনেকগুলি স্থানীয় সমিতি একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেল এবং দক্ষ কারিগরদের নিয়ে গঠিত অন্যান্য সমিতি যে আন্দোলনের ফলে "আমেরিকান ফেডারেশন্ অব্ লেবার" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা সমর্থ কবতে শুরু করল।

নাইটরা এরই মধ্যে নতুন যে শ্রমিক আন্দোলন তাদের পতন সম্পূর্ণ করে তুলবে তারই নবজাগ্রত শক্তির সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রামে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। দু'বছরের মধ্যে সদস্যসংখ্যা ৭ লক্ষ থেকে কমে ২ লক্ষে দাঁড়াল। ১৮৯৩ সালে আরো কমে গিয়ে সদস্যদের সংখ্যা হ'ল ৭৫,০০০। যে সংগঠন সাধারণতন্ত্রের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে বলে এক সময় মনে করা হয়েছিল, তার অবনতিতে রক্ষণশীল পত্রিকাগুলি উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জনৈক সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন, "উন্মত্ততা এত দিন ধরিয়া কী ভাবে টিকিয়া ছিল ইহাই হইতেছে একমাত্র বিস্ময়ের বিষয়।"

শ্রমিক-নাইটদের নেতারা কিছুদিন শিল্পমূলক কার্যকলাপ থেকে রাজনীতিতে সরে এসে এই প্রবণতা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। পাউডারলি শ্রমিকদের "আমেরিকার নাগরিকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ দিবস অর্থাৎ নির্বাচন দিবসে" নিজেদের সম্মিলিত শক্তি বুঝিয়ে দিয়ে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আহ্বান জানালেন। ১৮৮৬ সালের হেমন্ত কালে সম্প্রদায় প্রায় বারটি সহরে রাজনৈতিক কর্মচারী নির্বাচনে শ্রমিক প্রার্থীদের সমর্থন করল এবং "বিরাট মহাশ্রমিক" স্বয়ং নিউ ইয়র্কের নগরপাল নির্বাচনে হেন্‌রি জর্জ ও তাঁর একটি মাত্র কর কার্যক্রমের সপক্ষে অভিযান চালিয়েছিলেন। পাউডারলি এ সময়ে তৃতীয় রাজনৈতিক দলের আন্দোলনে বিশ্বাস না করলেও আর্থিক কার্যক্রম ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর নৈরাশ্য শেষ অস্ত্রহিসাবে তাঁকে রাজনীতির দিকে ক্রমেই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

১৮৮৯ সালে তিনি নাইটদের "ধর্মঘট, বয়কট, কাজ-বন্ধ এবং অনুরূপ উপদ্রব জলাঞ্জলি দিয়া আইনবিভাগীয় অস্ত্রের মাধ্যমে এমন এক আঘাত হানিতে" উদ্বুদ্ধ করছিলেন যাতে "আজিকার যুক্তরাষ্ট্র যে সকল যৌথ বাণিজ্য সংঘ শাসন করিতেছে তাহাদের ক্ষমতা ধূলায় লুটাইয়া পড়ে।"

কৃষকদের সভ্য হিসাবে গ্রহণ করায় যে সব কৃষিভিত্তিক উপাদান নাইটদের মধ্যে সব সময়ই রয়ে গিয়েছিল, তাদের অবনতির শেষ পর্যায়ে এ সব উপাদান কলকারখানায় শ্রমিকদের চেয়ে বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠল। ১৮৯৩ সালে পাউডারলি ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হলেন এবং তাঁর জায়গায় আইয়োর জেম্স আর সভ্‌রেইন মহাশ্রমিকের পদে নির্বাচিত হলেন। সভ্‌রেইন কেবল সংস্কার-মূলক রাজনীতিতে আগ্রহী ছিলেন।

সম্প্রদায়ের কার্যক্রম বর্ণনা করতে গিয়ে সভ্‌রেইন ১৮৯৪ সালে বলেছিলেন, "মজুরির পরিমাণ নির্ধারণ করার ব্যাপার লইয়া ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বরং মজুরি প্রথার বিলোপ এবং সমবায়ী শিল্পব্যবস্থা স্থাপন করার প্রশ্নেই এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই দারিদ্র্য যতদূর সম্ভব কমিয়া যাইবে এবং এই দেশ শান্তিপূর্ণ সুখের নীড়ে ভরিয়া উঠিবে।"

এ সব কথায় একটি সুপরিচিত সুর প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। সিল্‌ভিস্‌, ষ্টিফেন্‌স, এমন কি পাউডারলি নিজেও এ সব কথা উচ্চারণ করতে পারতেন। কিন্তু সভ্‌রেইন ভুলে গিয়েছিলেন যে, মজুরি প্রথার অপব্যবহার উপশম করেই চূড়ান্ত ভাবে তা বিলোপ করার পথে এক পা অগ্রসর হওয়া যায় এবং শ্রমিকরা সম্প্রদায়ের অস্পষ্ট, আদর্শবাদী, চরম উদ্দেশ্যের জন্য তাতে যোগ দেয় নি, মজুরি ও কার্যকাল সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ দাবি সমর্থন করতে সম্প্রদায় প্রস্তুত মনে করেই তাতে যোগ দিয়েছিল। সংগ্রামী সদস্যদের মধ্যেই ছিল শ্রমিক-নাইটদের প্রকৃত শক্তি। এ সময়ে একটার পর একটা সমিতি সরে যেতে থাকায় সম্প্রদায়ের স্থান আগেকার শ্রমিক সম্মেলনের মতই হয়ে দাঁড়াল। মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক মনোভাবসম্পন্ন নেতারা মাঝে মাঝে একত্র হয়ে এমন সব প্রস্তাব পেশ করতে লাগলেন যেগুলি কাজে পরিণত করতে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ অক্ষম।

এই দুঃখজনক পরিণতি সত্ত্বেও 'মহান ও পবিত্র সম্প্রদায়' শ্রমিক সংগঠনে প্রবল প্রেরণা দিয়েছিল এবং সামগ্রিকভাবে শ্রমিক আন্দোলনের প্রসারের দিক থেকে তার সাফল্য ও ব্যর্থতা দুয়ের তাৎপর্যই বহুদিন ধরে লক্ষিত হয়েছিল। কারণ, নাইটরা সত্যিই শ্রমিকদের মধ্যে এমন একটা একতাবোধের সৃষ্টি করতে পেরেছিল,

যা তাদের আবির্ভাবের আগে খুবই অস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছিল এবং মালিকদের শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় তাদের আহ্বানে সংগঠনের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল আগে কোনো দিন তা দেখা যায় নি। যাই হোক না কেন, কুড়ি বছরেরও কম সময়ে সাতজন ঠিকা দর্জির একটি গুপ্ত সমিতি থেকে সাত লক্ষ শ্রমিকের দেশব্যাপী সংগঠন গড়ে তোলাই প্রায় অবিশ্বাস্য এক কৃতিত্ব।

সদস্যদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও নেতাদের অস্থিরচিত্ততার পারস্পরিক প্রভাব, খারাপভাবে সংগঠিত ও এজন্য নিষ্ফল ধর্মঘটে অংশগ্রহণ, যে সব সমবায়ী প্রচেষ্টা নষ্ট হতে বাধ্য তাতে শক্তি ও অর্থের অপচয় এবং সর্বোপরি অদক্ষ শিল্পশ্রমিকদের একটি অখণ্ড শ্রমিক সংগঠনে আকর্ষণ করার অবাস্তবতা এবং তার পরিণতি হিসাবে জাতীয় শ্রমিকসংস্থাগুলির সমর্থন হানিই নাইটদের ব্যর্থতার কারণ।

চূড়ান্তভাবে অবসর গ্রহণের আগেই পাউডারলি ভালোভাবেই বুঝতে পেরে-ছিলেন যে, সম্প্রদায়ের শেষ অবস্থা এসে গেছে। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, নেতাদের দোষগুণ যাই থাক না কেন, অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিই সম্প্রদায়ের এই ভবিষ্যৎ অপরিহার্য করে তুলেছিল।

১৮৯৩ সালে তিনি লিখেছিলেন, "গুরুত্বপূর্ণ ও অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রচারক হইলেও সম্প্রদায় যাহা প্রচার করিয়াছে তাহা হইতে ভিন্ন আচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। শ্রমিকবিরোধে প্রথম সমাধান হিসাবে সালিশি ও আপোষ মীমাংসার পক্ষ সমর্থন করিলেও সম্প্রদায়কে স্কন্ধে প্রথম আক্রমণকারীর দায়িত্ব লইতে হইয়াছে এবং সালিশি ও আপোষের আশা দূর হইয়া গেলে প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট যাহা প্রথমেই আমাদের প্রার্থনা করা উচিত ছিল তাহাই ভিক্ষা চাহিতে হইয়াছে। ধর্মঘটের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিলেও আমাদের ধর্মঘটের মধ্যেই থাকিতে হইয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার দাবি করিলেও আমরা সামান্য সামান্য বিরোধে আমাদের সময় ও মনোযোগ এমনভাবে ব্যয় করিয়াছি যে, শেষ পর্যন্ত আমরা এমন এক অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম যখন শ্রমিক ও মালিক উভয়পক্ষই আমাদের ভুল বুঝিতে শুরু করিয়াছিল। রাজনৈতিক দল না হইয়াও আমাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম অবলম্বনের মনোভাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে…।"

শ্রমিক-নাইটরা ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু পাউডারলি যা বলতেন তাও মিথ্যা নয়। এই সম্প্রদায় দেশের উপর গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল এবং পতনের সময়ও "নির্বাক ও পদদলিত মানবসমাজের পক্ষ সমর্থনে তার উজ্জ্বল কৃতিত্বের" প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত।

আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার

প্রশ্ন :—"আপনি ঘরোয়া ব্যাপারেই সর্বপ্রথম উন্নতি সাধন করিতে চাহিতেছেন কি?"

উত্তর :—"হ্যাঁ মহাশয়, আমি যে বৃত্তির প্রতিনিধি সেদিকেই আমি প্রথমে দৃষ্টি রাখি······যে সব ব্যক্তির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিতে আমি নিযুক্ত হইয়াছি তাহাদের স্বার্থের প্রতিই আমার নজর অধিক রাখি।"

সভাপতি :—আমি আপনাকে আপনাদের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধেই কেবল প্রশ্ন করিয়াছিলাম।"

সাক্ষী :—"আমাদের কোনো চরম উদ্দেশ্য নাই। আমরা প্রতিদিনের কথা প্রতি দিনেই ভাবি। আমরা প্রত্যক্ষ বস্তুর জন্যই শুধু সংগ্রাম করি—অর্থাৎ আমরা সেই সব বিষয় লইয়া সংগ্রাম করি যেগুলি কয়েক বৎসরের মধ্যেই বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব।"

শিক্ষা ও শ্রম সম্পর্কে ১৮৮৫ সালের সিনেট সমিতির নিকট প্রদত্ত আন্তর্জাতিক চুরুট প্রস্তুতকারকদের সংস্থার সভাপতি (ইন্‌ট্যারন্যাশনাল সিগার মেকার্স ইউনিয়ন) অ্যালফ্রেড্ স্ট্রাসারের এই সাক্ষ্য প্রায়ই উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে। এই সাক্ষ্যের মধ্যেই, যে চিন্তাধারা শ্রমিক আন্দোলনের পুনর্জাগরণের পশ্চাতে কাজ করেছে এবং 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার' গঠনে প্রেরণা দিয়েছে তার মূল বক্তব্য আমরা দেখতে পাই। সংগঠিত শ্রমিকদের নতুন নেতারা সমবায়ী সাধারণতন্ত্র স্থাপন করে সমাজ পুনর্গঠন করতে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁদের পূর্ববর্তী নেতাদের লোকহিতব্রতী, আদর্শবাদী লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ না করলেও, তাঁরা "বাস্তব কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ" এই ছিল তাঁদের সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয়। বর্তমান শিল্প ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে তাঁদের শ্রমিক সংস্থার অনুগামীদের মজুরি কাজের সময় ও পরিবেশে উন্নতি সাধনেই তাঁরা প্রধানতঃ উৎসাহী ছিলেন।

বিগত শতাব্দীর অষ্টম দশকের আর্থিক মন্দার অন্ধকার দিনগুলিতে পুরোনো জাতীয় শ্রমিক সংঘগুলি প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেলেও, ঠিক যে সময়ে শ্রমিক-নাইটরা নাটকীয়ভাবে আবির্ভূত হচ্ছিল সে সময়েই তারা ধীরে ধীরে জীবন ফিরে পেতে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতীয় বৃত্তিমূলক সমিতি হিসাবে সম্প্রদায়ে যোগ দিয়ে তারা নাইটদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা নিজেদের সম্পূর্ণ পৃথক করে রেখেছিল এবং নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের নবম দশকের অধিকাংশ সময়েই যে কোনো অবস্থাতেই তাদের ভূমিকা শ্রমিক আন্দোলনে নাইটদের ভূমিকার তুলনায় নগণ্য মনে হয়েছিল। 'মহান ও পবিত্র সম্প্রদায়ের' আপাত ঐক্য ও ক্ষমতা-দ্বারা প্রভাবিত জনসাধারণ ঘুণাক্ষেরেও বুঝতে পারে নি যে, ভবিষ্যৎ টেরেন্স কি পাউডারলির সম্পূর্ণ অনুগত বিশাল সংখ্যক দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের হাতে নয়, বরং ভবিষ্যৎ রয়েছে শ্রমিক সংস্থাগুলিরই হাতে।

জাতীয় সংস্থাগুলির এ কয়টি বছরের ইতিহাস গতানুগতিক ছাঁচ অনুসরণ করেছিল। অষ্টম দশকের পর তাদের পুনরাবির্ভাব, দলাদলি ও বিরোধ এবং শ্রমিক রাজনীতির প্রতিটি জটিল কৌশল দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু ষ্ট্রাসারের মনে যে "নব শ্রমিক আন্দোলন" ছিল এবং যা প্রত্যক্ষ ও বাস্তব উদ্দেশ্যের উপর জোর দিয়েছিল, বিভিন্ন ঘটনা নাইটদের কার্যক্রমের ব্যর্থতা প্রমাণ করার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই তা রূপ লাভ করল।

শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধে এই ব্যবহারিক দৃষ্টিভংগী যে সম্পূর্ণ অভিনব ছিল, তা নয়। অর্ধ শতাব্দী আগে আদি বৃত্তিমূলক সমিতিগুলি সম্পূর্ণভাবে বৃত্তির উপর ভিত্তি করে সংস্থা সঠন, চাকুরি সংরক্ষণ এবং মজুরিবৃদ্ধি ও কার্যকাল হ্রাসের মত প্রত্যক্ষ লক্ষ্যের উপর জোর দিয়েছিল। সপ্তম দশকের শেষদিকের ও অষ্টম দশকের গোড়ার দিকের জাতীয় সংঘগুলির লক্ষ্য ছিল একই ধরনের এবং উইলিয়াম সিল্‌ভিস্ শ্রমিক আন্দোলন থেকে সংস্কারবাদে ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে 'ঢালাই কারিগরদের আন্তর্জাতিক সংস্থাকে' (মোল্ডার্স ইন্‌ট্যারন্যাশনাল ইউনিয়ন) এই নতুন কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ জন্মদাতা বলে মনে করা চলে। তা'হলেও পূর্ববর্তী আর্থিক মন্দার সময় জাতীয় সংঘগুলির সংগঠনের মূল সমস্যা সম্বন্ধে বহু দিক থেকে নতুন এক দৃষ্টিভংগী এ সময়ে দেখা যাচ্ছিল।

যে সব সংস্থা বিলুপ্ত হওয়া থেকে কোনো রকমে বেঁচে গিয়েছিল, 'আন্তর্জাতিক চুরুট প্রস্তুতকারকদের সংস্থা' ছিল তাদেরই একটি। অ্যাডোলফ্ ষ্ট্রাসার,

ফার্ডিনাণ্ড লরেন্ এবং (সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য) স্যামুয়েল গম্পার্স নামে তিনজন সংগ্রামী নেতা যখন এই সংস্থার পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিলেন তখন তার সদস্যসংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। এ সব নেতারা নির্ভুল ও কার্যকর কর্মসূচী অবলম্বন করে সংস্থাটিকে পুনরায় আত্মনির্ভর করতে প্রয়াস পেলেন। ১৮৭৫ সালে নিউ ইয়র্কে সংস্থার একটি স্থানীয় শাখা স্থাপিত হল এবং গম্পার্স হলেন তার সভাপতি। ১৮৭৭ সালে স্ট্র্যাসার আন্তর্জাতিক সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হলেন। অতিরিক্ত খাটুনির বিরুদ্ধে নিউ ইয়র্কের চুরুট প্রস্তুতকারকদের একটি ধর্মঘট ১৮৭৭ সালে সাংঘাতিভাবে ব্যর্থ হল। কিন্তু এই পরাজয় কেবল শ্রমিক সংস্থার নতুন পদাধিকারীদের নিজেদের কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করার এবং কার্যকরভাবে চুরুট প্রস্তুতকারকদের স্বার্থরক্ষায় সক্ষম একটি সংগঠন গড়ে তোলার সংকল্প আরো দৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছিল। গম্পার্স লিখেছিলেন, "শ্রমিক আন্দোলনকে এমন-ভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নীতির উপর স্থাপিত করিতে হইবে যাহাতে শ্রমিকদের কাজের আরো ভালো শর্ত লাভের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্জন করা যায়।"

নতুন সংস্থাটির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য প্রারম্ভিক দক্ষিণা ও উঁচু হারের চাঁদার সঙ্গে অসুস্থতা ও মৃত্যুজনিত দুরবস্থায় সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বৃটিশ শ্রমিক সংস্থাদের কাছ থেকে তহবিল সমীকরণের নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। এই নীতি অনুসারে কোনো স্থানীয় সংস্থার আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় হলে আর্থিক দিক দিয়ে বিপন্ন অন্য কোনো স্থানীয় সংস্থাকে জমা টাকার কিছুটা হস্তান্তরিত করার নির্দেশ তাকে দেওয়া যায়। অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংস্থাটির কর্মচারীরা সমস্ত স্থানীয় সংস্থাগুলির উপর প্রায় সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের ক্ষমতা পেয়েছিল এবং ফলে ধর্মঘট ঘোষণায় কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং সরকারীভাবে অনুমোদিত ধর্মঘটের প্রতি পরিপূর্ণ সমর্থনের নিশ্চয়তা দিয়েছিল। সিগার প্রস্তুতকারকদের এই সংস্থা দায়িত্বজ্ঞান ও যোগ্যতার উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল। তারা শিল্পে কোনো চুক্তির দাবি বলবৎ করতে সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্রহিসাবে ধর্মঘট প্রয়োগ করতে প্রস্তুত হলেও, ধর্মঘট সফল করার পক্ষে যথেষ্ট সংস্থান থাকলেই ধর্মঘটের সাহায্য নিতে রাজী ছিল।

গম্পার্স তাঁর আত্মজীবনীতে এ সময় সম্বন্ধে লিখে গেছেন, "স্ট্র্যাসারের প্রশাসনের সূচনায় সিগার প্রস্তুতকারীদের সংস্থা ও অন্যান্য সমস্ত শ্রমিক সংস্থার পক্ষে এক নতুন যুগ আরম্ভ হইল। কারণ, আমাদের কার্যক্রমের প্রভাব বহু দূর

বিস্তৃত হইয়াছিল। আমেরিকার আন্তর্জাতিক সিগার প্রস্তুতকারক সংস্থার পক্ষে সম্প্রসারণ, আর্থিক সাফল্য ও সুষ্ঠু উন্নতির যুগের সূত্রপাত হইল। এই একই সময়ে প্রত্যেকের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য নিয়মকানুন, উঁচু হারের চাঁদা, সভ্যদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা, সংস্থার বৈশিষ্ট্যমূলক পরিচয় পত্র, মজুরি বৃদ্ধি ও কার্যকাল হ্রাসের নীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।"

অন্যান্য শ্রমিক সংস্থা, বিশেষ করে পিটার জে ম্যাক্‌গুয়ারের সুদক্ষ নেতৃত্বে 'ব্রাদারহুড্‌ অব্‌ কার্পেন্টারস অ্যাণ্ড জয়নারস্‌', একই ধরনের নিয়মকানুন গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সিগার প্রস্তুতকারকরাই ছিল প্রকৃত পথিকৃৎ এবং তারা এতটা সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের সংস্থা পুনর্গঠিত করতে পেরেছিল যে, তারাই নতুন শ্রমিক আন্দোলনের আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হল। আর্থিক স্থায়িত্ব ও কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলে কত কাজ করা যায় তাদের অভিজ্ঞতা তাই পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলল। উৎপাদকদের স্বয়ং-নিয়োগে, সমবায়ী সাধারণতন্ত্র অথবা অন্য কোনো অবাস্তব আদর্শ নিয়ে অর্থহীন গবেষণা বন্ধ হয়ে গেল। খুবই জোর দিয়ে বলা হল, "প্রয়োজনই শ্রমিক আন্দোলনকে অত্যন্ত বাস্তবধর্মী উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছে।" "তাহারা আরো বেশি মজুরি এবং কার্যকাল হ্রাসের জন্য সংগ্রাম করিতেছে······। টাকাকড়ি সংক্রান্ত কোনো প্রকল্প বা কর ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো পরিকল্পনা কার্যকাল হ্রাস করতে সক্ষম হইবে না।"

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে সংস্কারবাদ অতীতে শ্রমিক সম্প্রদায়কে বহু বিফল প্রচেষ্টায় নামিয়ে এনেছিল তার বিরুদ্ধে এই বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভংগী বিদ্রোহ ঘোষণা করল। অপর এই বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভংগী যে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ নতুন শ্রমিক আন্দোলনের নেতারা সমান ক্ষতিকর বলে মনে করতেন তার বিরুদ্ধেও একই সঙ্গে বিদ্রোহ জানাল। ষ্ট্র্যাসার ও ম্যাক্‌গুয়ার দু'জনেই সমাজবাদী ছিলেন; গম্‌পার্‌স্‌ এক সময় তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম দু'জন নেতা সমাজবাদীদের দলাদলি ও মতানৈক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং আমরা আগেই দেখেছি যে, গম্‌পার্‌সের নিজস্ব অভিজ্ঞতা সব রকম চরম মতবাদ থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে এনেছিল। এ ধরনের কোনো উৎস থেকে শ্রমিকদের মুক্তিলাভের উপায় পাওয়া যাবে না—এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে এ সব নেতারা পুনরায় "খাঁটি ও সাদাসিধে" শ্রমিক আন্দোলনের উপর নির্ভর করতে শুরু করলেন। তাঁদের চিন্তাধারা যত না শ্রেণী-চেতনার উপর দাঁড়িয়েছিল তার চেয়ে বেশি দাঁড়িয়েছিল মজুরি-চেতনার উপর। আর্থিক

ব্যবস্থার পরাভব ডেকে আনা তো দূরের কথা, তা পরিবর্তিত করার কোনো চিন্তাই তাঁদের মনে ছিল না।

এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে, পুনর্গঠিত শ্রমিক আন্দোলনে চরম মতবাদে বিশ্বাসী কোনো লোকই ছিল না। অষ্টাদশ শতকের অষ্টম ও নবম দশকের দাঙ্গাহাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলায় যে সব বিপ্লবী অংশগ্রহণ করেছিল—তাদের সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা সম্ভব হয় নি। মার্ক্সীয় ও লাসালীয়, উভয় ধরনের সমাজবাদে বিশ্বাসী লোকেরাই শ্রমিকদের নিজ নিজ দলে টেনে আনবার জন্য "ভেতর থেকে গর্ত খুঁড়ছিল" এবং তারা "আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার"-এর সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক সংস্থার কিছু কিছু সদস্যকে নিজেদের মতে দীক্ষিত করতে পেরেছিল। কিন্তু নতুন শ্রমিক আন্দোলনের দায়িত্বশীল নেতারা প্রবলভাবে ও সাফল্যের সঙ্গে এ সব প্রভাবের বিরোধিতা করেছিলেন এবং আর্থিক ও সামাজিক প্রশ্নে ক্রমেই বেশি রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিলেন।

নতুন শ্রমিক আন্দোলনের প্রেরণা প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক সিগার প্রস্তুত-কারকদের সংস্থা থেকে পাওয়া গেলেও স্যামুয়েল গম্‌পার্‌সই ছিলেন এই আন্দোলনের সবচেয়ে নিপুণ মুখপাত্র। এই আন্দোলনের মূল নীতিগুলি যারা রূপ দিয়েছিল সেই জাতীয় সংগঠনেরও তিনি ছিলেন প্রধান স্থপতি। তিনি যে শুধু আমেরিকান ফেডারেশন্ অব্ লেবারের প্রথম সভাপতি ছিলেন তাই নয়, মাঝে মাত্র এক বছর বাদ দিয়ে ১৯২৪ সালে তাঁর পরলোকগমন পর্যন্ত তিনি ঐ পদে আসীন ছিলেন।

শ্রমিক-নাইটদের অবনতির পর শ্রমিক আন্দোলনকে নতুন রূপদান এবং বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের আর্থিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে এ এফ্ অব্ এলের সাফল্য প্রাধানতঃ এই গেঁট্টাগোঁট্টা, বাস্তববাদী একগুঁয়ে শ্রমিক নেতারই কৃতিত্ব, যার চরিত্র ও জীবনদর্শন ছিল স্পষ্টতঃই পাউডারলির চরিত্র ও জবীনদর্শনের বিপরীত।

১৮৫০ সালে লণ্ডনের ইষ্ট এণ্ডে (দরিদ্র শ্রমজীবীদের বস্তি) গম্‌পার্‌সের জন্ম হয়। ওলন্দাজ ইহুদী বংশসম্ভূত তাঁর বাবা ছিলেন একজন চুরুট প্রস্তুতকারক এবং দশ বছর বয়সে বালক স্যামুয়েলকে একই বৃত্তিতে শিক্ষানবিশি শুরু করতে হয়। ১৮৬৩ সালে এই পরিবার আমেরিকায় চলে এলে নিউ ইয়র্কের 'ইষ্ট সাইডের' বস্তিতে তিনি প্রথম প্রথম তাঁর বাবাকে চুরুট তৈরি করতে সাহায্য করতেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই নিজেই তিনি একটা কাজ জোগাড় করে

বেরিয়ে আসেন এবং ১৮৬৪ সালে একটি স্থানীয় শ্রমিক সংস্থায় যোগদান করেন।

এ সময়ের চুরুট তৈরীর কেন্দ্রগুলি একাধারে কারখানা ও রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের বিদ্যালয় ছিল এবং ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনে এরই মধ্যে গভীরভাবে প্রবিষ্ট লণ্ডনের এই তরুণ অভিবাসীর চেয়ে বেশি অগ্রহী ছাত্র আর কেউই ছিল না। অন্ধকার ও ধূলিধূসরিত মাচায় তার বেঞ্চিতে বসে নিপুণভাবে চুরুট তৈরি করতে করতে সহকর্মীদের কাছ থেকে তিনি সমাজবাদ এবং শ্রমব্যবস্থার'সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা গভীর অভিনিবেশ নিয়ে শুনতেন। সহকর্মীদের অধিকাংশেরই জন্ম হয়েছিল ইয়োরোপে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল 'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির' (ইন্ট্যারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেন্স এসোসিয়েশন) সভ্য। নিজেদের মধ্যে একজনকে শ্রমিকদের সাময়িক পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকা উচ্চস্বরে পড়তে দেবার রেওয়াজ তাদের মধ্যে ছিল (কিছু কিছু টাকা দিয়ে পাঠকের মজুরির ক্ষতিপূরণ সবাই মিলে করে দিত) এবং গম্পার্সকে প্রায়ই একাজের ভার দেওয়া হত।

আগেই আভাস দেওয়া হয়েছে যে, মার্কসীয় দর্শন জানার সম্পূর্ণ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও এই তরুণ চুরুটনির্মাতা বাস্তব জ্ঞানহীন তত্ত্ববিশারদে পরিণত হন নি। বরং মনে হয় যে, শ্রমিক সমস্যার প্রতি তাঁর চতুর বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভংগীই ফলে আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বোধ হয় এই দৃষ্টিভংগী বজায় রাখতে তিনি ফার্ডিনাণ্ড লরেলের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। লরেল্ ছিলেন সুইডেন থেকে আগত মজবুত মনের একজন অভিবাসী এবং চরম মতবাদের বিভিন্ন ধাপ সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। লরেল্ গম্পার্সকে মার্কস্ ও এঙ্গেলসের লেখা পড়তে পরামর্শ দেন। কিন্তু লরেল্ একই সঙ্গে যাতে তিনি তাঁদের তত্ত্ব ও মতবাদে অভিভূত না হয়ে পড়েন সে বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকতে বলেছিলেন। তিনি তাঁকে সমাজবাদী দলে যোগ দিতে বারণ করেছিলেন। তিনি গম্পার্সকে বলেছিলেন,, "স্যাম্, তোমার সংস্থা তোমাকে যে চিরকুটখানি দিয়াছে উহা ভালোভাবে পাঠ কর এবং কোনো মতবাদ যদি উহার সহিত খাপ না খায় তাহা হইলে তুমি নিশ্চিত হইতে পার যে তাহা সত্য নহে।"

এই পটভূমিকা সঙ্গে করে নিয়ে এসেই স্ট্র্যাসার ও লরেলের সহযোগিতায় চুরুটনির্মাতাদের সংস্থা নতুন করে গড়ে তোলার কাজে গম্পার্স ঝাঁপিয়ে

পড়লেন। তাঁর এ সময়ের অভিজ্ঞতার দিকে ফিরে তাকিয়ে গম্পার্স সব সময়ই মনে করতেন এই অভিজ্ঞতা যে শুধু তাঁর নিজের জীবনকে রূপ দিয়েছিল তাই নয়, আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের জন্যও দায়ী হয়েছিল। যাদের সঙ্গে অন্তহীন আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর মতামত গড়ে তুলেছিলেন, তাদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "আমেরিকার বর্তমান শ্রমিক আন্দোলন যে উদ্দেশ্য ও প্রেরণার পরিণতি, তা এই ছোট দলটির নিকট হইতেই আসিয়াছিল……। আমরা আমেরিকার শ্রমিক সংস্থা সৃষ্টি করি নাই—উহা বিবিধ শক্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থারই ফল। কিন্তু শ্রমিক সংস্থা-গুলিকে গঠনমূলক কার্যক্রম অবলম্বন করিতে ও সাফল্যলাভ করিতে যে পদ্ধতি ও মূলনীতি পথ প্রদর্শন করিয়াছে তাহা আমাদেরই সৃষ্টি।"

আন্তর্জাতিক চুরুটনির্মাতাদের সংস্থা পুনর্গঠিত হবায় সময় গম্পার্সের বয়স ছিল উনত্রিশ এবং এই অল্প বয়সেই তিনি যে পথ বেছে নিয়েছিলেন তা থেকে কোনো দিন ভ্রষ্ট হন নি। সিল্ভিস্ ও পাউডারলি উভয়েই যা করেন নি তিনি তা করলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন এবং অন্য কোনো বিষয়ে উৎসাহী হন নি। তিনি সংস্কারক বা চিন্তাবীর কোনটাই ছিলেন না এবং শ্রমিকেরা কোন পথে যাবে তা দেখানোয় এদের ধৃষ্টতা তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। এ সব তত্ববিশারদদের তিনি "শিল্পের দিক থেকে সম্পূর্ণ অবাস্তব" বলে মনে করতেন এবং তাদের প্রতি তাঁব বিন্দুমাত্র আস্থা না থাকায় নিজেও তিনি শ্রমিক সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোনো জটিল মতবাদ জাহির করেন নি। নৈতিক প্রভাব ও স্বীয় প্রত্যয় সম্বন্ধে কথা বলতে ভালো বাসলেও প্রতিটি প্রশ্নের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভংগী ছিল সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী।

তাঁর চিন্তাধারা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত এবং তাঁর কার্যক্রম সব সময়ই প্রত্যক্ষভাবে সাময়িক সুবিধা গ্রহণ করতে চাইত। একবার অস্পষ্টভাবে মজুরি প্রথার বিলোপের কথা বললেও বৃত্তিভিত্তিক সংস্থাগুলির দক্ষ শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানো ও কাজের সময় কমানো ছাড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি কোনো দিনই এগুতে পারে নি। জাতীয় শ্রমিক সংঘ ও শ্রমিক-নাইটদের নেতাদের মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কার, ভূমি বসতি, সমবায় ইত্যাদি যে সব "মুশকিল আসান" ভাবিয়ে তুলেছিল সেগুলি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে আনার সঙ্গে তিনি তাদের শ্রমিক ঐক্যের লক্ষ্যও বর্জন করেছিলেন। অন্ততঃ দক্ষ শ্রমিকদের দিক দিয়ে দেখলে গম্পার্সের বাস্তবধর্মী মনোভাব শ্রমিক আন্দোলনকে পূর্ববর্তী যে কোনো সময়ের চেয়ে

অধিকতর দৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে শ্রমিকদের উন্নতি করার ব্যাপারে আমেরিকান ফেডারেশন অব্‌ লেবারের ভূমিকা তাঁর অনুদারতা ও দূরদৃষ্টির অভাবের জন্য অনেকটা খর্ব হয়ে পড়েছিল। শ্রমিক আন্দোলনকে সম্ভাব্য সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার সঙ্গে একই সময়ে তাঁর পূর্ববর্তী নেতাদের আদর্শবাদী স্বপ্নানুসারে শ্রমিক আন্দোলনকে আরো প্রশস্ত পথে চালিত করার সুযোগ তিনি নষ্ট করেছিলেন।

নিজের সংস্থা এবং তার পরে 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্‌ লেবার'-এর স্বার্থ প্রসারিত করায় তাঁর উৎসাহ আপাতদৃষ্টিতে তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তি দ্বারা আরো জোরদার হয়েছিল। তাঁর সময়ের উপর কোনো দাবি কখন তিনি মেটাতে পারেন নি— এমন কোনো অভিযোগ শোনা যায় নি। সংগঠক ও প্রশাসক হিসাবে গম্‌পার্‌সের কোনো ক্লান্তি ছিল না এবং শ্রমিকদের সভা ও সম্মেলনে বক্তৃতা করার জন্য তিনি দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন। এক সময়ে "তোতলা স্যাম্‌" নামে পরিচিত হলেও তিনি উচ্চারণে তাঁর দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছিলেন এবং বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় প্রচণ্ড শক্তিতে যে সব মামুলি কথা বলে যেতেন সেগুলি ছিল তাঁর প্রধান অস্ত্র। এ কথা সত্যি যে, তাঁর বক্তৃতা মাঝে মাঝে কিছুটা অস্পষ্ট গোলমেলে বলে মনে হত। প্রকৃতপক্ষে ভাষার সাহায্যে নিজেকে প্রকাশ করার কোনো ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। তাঁর চালচলন ছিল প্রায়ই গুরুগম্ভীর ও জমকালো ধরনের। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক নাটকীয় বোধের সাহায্যে কীভাবে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হয় তা তিনি জানতেন। পরবর্তী যুগে আরো বেশি নাটুকে অপর একজন শ্রমিক নেতার একই রকমের স্বাভাবিক নাটকীয় বোধই ছিল প্রধান বিশেষত্ব।

বক্তৃতামঞ্চের ও আলোচনাকক্ষের বাইরে গম্‌পার্‌স ছিলেন বন্ধুত্বপূর্ণ ও আমুদে এবং অনেকটা সাধারণ শ্রমিকদেরই মত। তাঁর স্বভাব ছিল স্নেহপ্রবণ ও সহৃদয়। তিনি বিয়ারের দোকান, নাট্যশালা, গানের আসর, নর্তকী ও অ্যাটলান্টিক সিটি শহরের সাগরতীরে বেড়াতে পছন্দ করতেন। সন্ধ্যাবেলায় একদল বন্ধুর সঙ্গে কোনো মদের দোকানের ভেতরের দিকের ছোট একটি ঘরে নিজ অভিরুচি মত পরিবেশে নিজেকে যখন তিনি এলিয়ে দিতেন তখন তাঁর আচার ব্যবহারে উচ্চাঙ্গের কোনো ছাপই থাকত না। এ সময় তিনি বিশাল কালো একটি চুরুট দাঁতে চেপে রাখতেন এবং সফেন বিয়ারের একটা বড় পানপাত্র তাঁর টেবিলের উপর রাখা থাকত। তাঁর এই মদ্যপানপ্রিয়তা প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রমিক-

নাইটদের অনমনীয় পিউরিটানপন্থী নেতাদের প্রচণ্ড আঘাত দিত। আমেরিকান ফেডারেশন্ অব্ লেবারের সঙ্গে তাদের বিরোধের সময় শ্রমিক-নাইটদের দ্বারা প্রচারিত একটি পুস্তিকায় লেখা হয়েছিল, "সাধারণ কার্যনির্বাহী পরিষদের মিঃ গম্পার্সকে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় দেখিবার সৌভাগ্য কোনো দিনই হয় নাই।" অবশ্য জনৈক প্রচণ্ড মদ্যপানবিরোধী এই অন্যায় মন্তব্য করেছিল। কিন্তু তা'হলেও গম্পার্স যে বিয়ার খুবই উপভোগ করতেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কতকটা দুর্বল পাউডারলির তুলনায় চেহারায় গম্পার্সকে অনেক বেশি খাঁটি শ্রমিকনেতা বলে মনে হত। তাঁর দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি এবং তাঁর খর্বাকার, গেঁট্টাগোঁট্টা ও মজবুত শরীর "গম্পার্সরা ওক্ কাঠ দিয়ে তৈরি" তাঁর এই দম্ভ সমর্থন করত। প্রশস্ত কপালের তলায় শক্তিশালী চোয়াল তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও একগুঁয়ে ভাব দুই-ই প্রকাশ কবত। বিগত শতকের নবম দশকে তাঁর চুল ছিল কালো ও অবিন্যস্ত এবং ঝুলে-পড়া সিন্ধুঘোটকের মত গোঁপ তিনি সে সময়ে রাখতেন। আবার চিবুকেও তিনি একগুচ্ছ দাড়ি রাখতেন। পরবর্তীকালে তাঁর দাড়িগোঁপ কামানো থাকত এবং তিনি একজোড়া ঝকঝকে চশমা (বিশেষ ধরনের চশমা যা নাকের সঙ্গে লেগে থাকে) দিয়ে তাঁর কালো তীক্ষ্ণ চোখদুটো ঢেকে রাখতেন। তিনি ভালো পোষাক পরিচ্ছদ পরতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে সিল্কের টুপি ও প্রিন্স এ্যালবার্ট কোট পরতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর ব্যবহারও ছিল সৌজন্যপূর্ণ। শিল্পমালিকরা মাঝে মাঝে কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতার মনোভাব নিয়ে বলতেন যে, গমপার্স "প্রায় ভদ্রলোকের মতই।"

পরবর্তী জীবনে তিনি ধনী ও বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে—শিল্পপতি, ওয়াল ষ্ট্রীটের ব্যাঙ্ক-মালিক, সিনেট-সদস্য ও প্রেসিডেণ্ট—যতই দহরম মহরম করুন না কেন, শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কোনো দিন তিনি হারিয়ে ফেলেন নি। তিনি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলতেন যে, তিনি "সাধারণ মানুষের মধ্য হইতে বড় হইয়া চলিয়া আসেন নাই, সাধারণ মানুষের মধ্যেই রহিয়াছেন।" তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং সব সময়ই যে উদ্দেশ্যে তিনি কাজ করতেন তার জন্য নিজের ব্যক্তিগত সুখসুবিধা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। সম্পূর্ণরূপে সৎ বলে তিনি দারিদ্র্যের মধ্যেই মারা যান এবং পরে তাঁর বিধবা স্ত্রী ডবলিউ পি এ'র (W. P. A) কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এ সব কথা বলার অর্থ এ নয় যে, গম্পার্স উচ্চাকাঙ্খী ছিলেন না। তিনি

নিজেকে সহজাত নেতা বলে মনে করতেন এবং আমেরিকান ফেডারেশন্ অব্ লেবারের সভাপতি পদ নাছোড়বান্দা হয়ে আঁকড়ে রেখেছিলেন। তিনি শক্তিশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং দৃঢ়সংবদ্ধ শ্রমিক আমলাতন্ত্র দুই-ই গড়ে তুলেছিলেন। নিজের নীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা একনায়কসুলভ আচরণ করতেন এবং সময় অতিক্রান্ত হবার ও তাঁর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ও প্রগতিপন্থী নেতাদের ক্ষমতা ছেড়ে দিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু ক্ষমতা ও রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রের দিকে তাঁর উচ্চাকাঙ্খা কখনই তাঁকে অর্থ বা রাজনৈতিক উচ্চপদলাভে লালায়িত করে নি। তিনি শ্রমিক আন্দোলন এবং এ এফ্ অব্ এল গড়ে তুলে তাঁর "শ্রেণীর সেবাতেই" সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন।

তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছিলেন, "আমার পেশার জন্য আমি যে কয় বৎসর কাজ করিয়াছি তাহা পর্যালোচনা করিয়া আমি এই বিশ্বাসলাভ করিয়া আনন্দ পাই যে, মেহনতী জনতার জীবনযাত্রা ও কর্ম পরিবেশের আরো মান অর্জন করার পক্ষে শ্রমিক আন্দোলন একটি প্রকৃষ্ট উপায়।"

১৮৮১ সালে পিট্সবার্গে শ্রমিক নেতাদের এক সম্মেলনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সংযুক্তির দিকে প্রথম পদক্ষেপ দেখা গেল। এই সংযোগই শেষ পর্যন্ত আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবারে পরিণতি লাভ করেছিল। এই সম্মেলনে শ্রমিক সংস্থা ও শ্রমিক-নাইটদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এবং সম্মেলনের আদি উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি সংঘ গড়ে তোলা যা সমস্ত শ্রমিক সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। সম্মেলনের নিমন্ত্রণপত্রে লেখা ছিল, "আমাদের অসংখ্য শ্রমিক সংস্থা, বৃত্তিভিত্তিক সমিতি বা পরিষদ, শ্রমিক-নাইটদের সম্প্রদায় এবং অন্য অনেক স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা রহিয়াছে। এই সব সংস্থা মহান কার্য সাধিত করিলেও তাহারা সংযুক্ত হইয়া বিভিন্ন বৃত্তির একটি মহাসংঘে পরিণত হইলে মহত্তর কার্য সাধন করিতে পারিবে।" নতুন শ্রমিক আন্দোলনের অনুগামীবৃন্দ ও শ্রমিক-নাইটদের নেতাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্য এই উদ্দেশ্য সাধন অসম্ভব করে তুলেছিল এবং পিট্সবার্গ সম্মেলন থেকে উদ্ভূত "ফেডারেশন অব্ অর্গানাইজ্ড্ ট্রেইড্স্ এ্যাণ্ড লেবার ইউনিয়ন্স্" বেশি দিন স্থায়ী হয় নি।

আমরা আগেই দেখেছি যে, জাতীয় শ্রমিক সংস্থাগুলির মধ্যে কয়েকটি বৃত্তিভিত্তিক সমিতি হিসাবে শ্রমিক-নাইটদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও মহান ও

পবিত্র সম্প্রদায়ের মতবাদের প্রতি তাদের বিরোধিতা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। ক্রমেই অধিক সংখ্যায় এ সব সংস্থা নাইটদের সম্প্রদায় থেকে বেরিয়ে চলে আসছিল। তাদের নিজেদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোনো চেষ্টা অথবা তারা নিজেদের এলাকা বলে যা মনে করত তাতে অনধিকার প্রবেশ স্বভাবতঃই তারা পছন্দ করত না। ছুতোরদের সংস্থার নেতা ম্যাকগুয়ারের ভাষায় তাদের মনোভাব খোলাখুলি প্রকাশিত হয়েছিল। "কোনো বৃত্তিতে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংস্থা থাকিলে সেই বৃত্তির অন্তর্গত শ্রমিকগণ ইহার মধ্যেই সংগঠিত হইবে এবং শ্রমিক-নাইটরা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না।"

তা সত্ত্বেও নাইটরা হস্তক্ষেপ করত। শ্রমিক সংস্থার অন্তর্গত দক্ষ শ্রমিকদের গুরুত্ব এবং শ্রমিকদের জগতে তাদের অত্যাবশ্যক ভূমিকা স্বীকার করে এই সম্প্রদায় তাদের আনুগত্য পেতে ব্যগ্র ছিল। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। নতুন সংগঠিত "এ্যামালগামেটেড্ এসোসিয়েশন্ অব্ আয়রন্, টিন অ্যাণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কার্স" নামে একটি বৃত্তিভিত্তিক সংস্থাকে পাউডারলি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যদি এই সংস্থা নাইটদের সঙ্গে যোগ দেয় তা'হলে তার পৃথক সত্বা বজায় রাখতে পারবে, নিজেদের পরিচালন ব্যবস্থাও চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থার দক্ষ শ্রমিকরা দেখল যে, নাইটদের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিলে তারা অদক্ষ শ্রমিকের স্তরে পর্যবসিত হবে। তারা ঘোষণা করল, "আমেরিকার দক্ষ বৃত্তিগুলিকে ভিক্ষারত্তিতে পরিণত হওয়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য" বাইরের যে কোনো প্রভাব থেকেই তারা নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখবে।

চুরুটনির্মাতাদের প্রতিনিধি হিসাবে গমপার্স ১৮৮১ সালের পিট্‌সবার্গ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং সংগঠন বিষয়ে যে সমিতি গঠিত হয়েছিল তিনি তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি অষ্টম দশকে নাইটদের সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছিলেন এবং এ সময়ে সত্যিই শ্রমিক-নাইটদের দলের সদস্য ছিলেন। তা'হলেও ঐ সম্প্রদায়ের মূল নীতির বিরোধী ছিলেন বলে তিনি প্রস্তাবিত নতুন মহাসংঘটিকে সম্পূর্ণরূপে শ্রমিক সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণে রাখতে সচেষ্ট হন। প্রচণ্ড বিতর্কের পর তাঁর প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য হয়েছিল। একজন প্রতিনিধি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "যেভাবে আমরা মূল বিষয়টি বদলাইয়া ফেলিতেছি তাহা অত্যন্ত বিস্ময়জনক। এই সম্মেলন শ্রমিকদের সম্মেলন বলিয়া বহুল বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, আর এখন আমরা বৃত্তিগুলির কথা বলিতেছি। শ্রমিক-নাইটদের উপর ভিত্তি

করিয়া মহাসংঘ গঠন করিতেই বা আপত্তি কি?" যদিও তা করা হল না, কিন্তু নতুন সংগঠনে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যেও কোনো পার্থক্য রাখা হয় নি এবং তত্ত্বের দিক দিয়ে তাতে যে কোনো ধর্ম, বর্ণ ও জাতির যে কোনো শ্রমিক অন্তর্ভুক্ত হতে পারত।

নতুন শ্রমিক আন্দোলনের সীমিত কার্যক্রম শ্রমিকদের দ্বারা গৃহীত হবার পথে "ফেডারেশন অব্‌ অর্গানাইজড্‌ ট্রেইড্‌স অ্যাণ্ড লেবার ইউনিয়ন্‌স" বেশ কয়েকটি দিক থেকে অন্তবর্তীকালীন পর্যায় ছিল। শ্রমিক ঐক্যের আদর্শ স্বীকৃত হলেও এই মহাসংঘ আর্থিক ব্যবস্থায় মৌল সংস্কারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয়ে শ্রমিকেরা অল্প সময়ের মধ্যে যে সব সুবিধালাভ করতে পারবে মুখ্যতঃ সেগুলির সঙ্গেই জড়িত ছিল। আইনবিধি প্রণয়ন সম্পর্কে মহাসংঘের কার্যক্রমে শ্রমিক সংস্থার আইনানুগ স্বীকৃতি, শিশু শ্রমিক প্রথার বিলোপ, আইনানুসারে আট-ঘণ্টা দিন বলবৎকরণ, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক-প্রথা নিষিদ্ধকরণ, শিক্ষানবিশি আইনে সমতা এবং ষড়যন্ত্র আইনগুলির প্রত্যাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কার্যক্রমের সমর্থনে মহাসংঘ প্রত্যেক শ্রমিক সমিতিকে আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করতে বলেছিল।

এই মহাসংঘ কিন্তু কোনো সক্রিয় সমর্থন অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। নাইটদের প্রতিনিধিরা মহাসংঘ প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছিল এবং জাতীয় সংস্থাগুলির অধিকাংশই তাদের অনুসরণ করেছিল। দ্বিতীয় বাৎসরিক সম্মেলনে মাত্র উনিশ জন প্রতিনিধি এবং তৃতীয় বাৎসরিক সম্মেলনে ছাব্বিশ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। ১৮৮৩ সালে অর্থাৎ তৃতীয় সম্মেলনে গম্‌পার্‌স সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সম্মেলনে তিনি যোগ দেন নি। শ্রমিকদের সঙ্গে যে কোনো রকম সম্পর্ক না রাখতে পেরে পুরোনো "জাতীয় শ্রমিক সংঘের" মতই এই নতুন প্রতিষ্ঠানও শুধুমাত্র বাৎসরিক সম্মেলনে পর্যবসিত হয়ে গেল। ১৮৮৬ সালের ১লা মে, 'আট-ঘণ্টা' দিনের সমর্থনে ধর্মঘট ঘোষণাই এই সংগঠনের একমাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে, শ্রমিক-নাইটদের সমর্থন লাভ না করতে পেরে মহাসংঘ সাফল্যের পথে আন্দোলনটি চালনা করতে পারে নি।

বস্তুতঃ, ১৮৮৬ সালে মহাসংঘ প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা হয়েছিল। জাতীয় সংস্থাগুলির নেতাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, তাদের সমস্যা সমাধানের কোনো আশাই এই সংগঠনে নেই। শ্রমিক-নাইটরা নিজেদের বিজয়ে উত্তেজিত হয়ে বলতে শুরু করেছিল যে, শ্রমিক আন্দোলনে স্বাধীন শ্রমিক সংস্থার কোন স্থানই

নেই। জাতীয় সংস্থাগুলির নিজস্ব সংগঠন নাইটদের দ্বারা সর্বদাই আক্রান্ত হচ্ছিল বলে তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ফলে ১৮৮৬ সালে মে মাসের ১৮ তারিখে, ফিলাডেলফিয়ায় জাতীয় সংস্থাগুলির আর এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল এবং এই সম্মেলনের খোলাখুলি উদ্দেশ্য ছিল " 'শ্রমিক সংস্থাগুলি ধ্বংস করিতেই হইবে' বলিয়া যাহারা দম্ভ করিতেছে এমন একদল লোকের বিদ্বেষপূর্ণ কার্যকলাপ হইতে আমাদের নিজ নিজ সংস্থাকে রক্ষা করা।"

"খোদ চুরুটনির্মাতাদের আন্তর্জাতিক সংস্থায় নাইটদের হস্তক্ষেপের জন্যই শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের রাগ বিশেষ করে জেগে ওঠে। নিউ ইয়র্কের স্থানীয় সংস্থায় অদক্ষ শ্রমিকদের সদস্য করা ও সমাজবাদের প্রসারের ব্যাপারে মতভেদ হওয়ায় ভিন্ন মতের একদল লোক মূল সংগঠন থেকে সরে গিয়ে "প্রোগ্রেসিভ সিগার মেকার্স ইউনিয়ন" প্রতিষ্ঠিত করে। ষ্ট্র্যাসার তীব্রভাবে এই চেষ্টার নিন্দা করেছিলেন এবং বিদ্রোহীদের কোনো ক্রমেই স্বীকার করতে রাজী হন নি। তাদের তিনি বিদ্রূপ করে "বস্তি বাড়ীর আবর্জনা" বলে বর্ণনা করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক-নাইটদের ৪৯ নং বিভাগীয় সমিতি বিরোধের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে বিদ্রোহী সংস্থাটিকে সমর্থন করল এবং সম্প্রদায়ে এই সংস্থাটিকে অন্তর্গত করার পক্ষে প্রচারকার্য চালাতে লাগল।

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে, অন্ততঃ তত্ত্বের দিক দিয়ে, পারস্পরিক বোঝা-বুঝির এমন একটা সাধারণ ভিত্তি আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হল, যা শ্রমিক-নাইটদের জাতীয় সংস্থাগুলির শত্রুতা করা থেকে নিরস্ত করবে। শ্রমিক আন্দোলনের অন্তর্গত দলদুটির পরস্পরবিরোধী মতবাদের সমন্বয় সাধনের জন্য এবং তাদের বিরোধ মেটাবার জন্য একটা "সন্ধির" প্রস্তাব করা হল। কোনো শ্রমিকসংস্থার সদস্যকে তার সংস্থার অনুমতি ভিন্ন সম্প্রদায়ে দীক্ষা না দিতে অথবা কোনো শ্রমিক তার বৃত্তিতে নির্দিষ্ট মজুরি থেকে কম মজুরি গ্রহণ করলে তাকে দীক্ষা না দিতে, সম্প্রদায়কে সম্মত হতে বলা হল। যে বৃত্তিতে জাতীয় সংস্থা এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে নাইটদের কোনো স্থানীয় সমিতি সংগঠিত হলে তার সনদ নাকচ করে দিতেও শ্রমিক-নাইটদের বলা হল।

একে কি সত্যি সত্যিই 'সন্ধি' বলা চলে? বরং মনে হয়েছিল, এই

সন্ধির একপেশে শর্তের অর্থ জাতীয় সংস্থাগুলির কাছে শ্রমিক-নাইটদের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ দাবি। ফিলাডেলফিয়ায় সমবেত কয়েকজন প্রতিনিধি হয়তো ভেবেছিলেন নাইটদের সম্প্রদায় আপোষে রাজী হলে এ সব শর্ত থেকে তারাও কিছুটা সরে আসতে আপত্তি করবে না। কিন্তু নতুন শ্রমিক আন্দোলনের অনুগামীদের মনে এ যে যুদ্ধের ঘোষণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল অন্য একটি মহাসংঘের পেছনে জাতীয় সংস্থাগুলির সমর্থন আকর্ষণ করা। এই মহাসংঘ শ্রমিক-নাইটদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখবে না এবং বিভিন্ন বৃত্তির দক্ষ কারিগরদের স্বার্থ-রক্ষার চেষ্টাতেই মনোনিবেশ করবে। পাঁচ বছর আগে অনুরূপ সংগঠন স্থাপন করতে গম্পার্স চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তখনও তার উপযুক্ত সময় হয় নি। এখন নাইটদের সঙ্গে জাতীয় সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান শত্রুতা এবং তার উপর চুরুটনির্মাতাদের দু'টি সংস্থার মধ্যে লড়াই চূড়ান্ত কার্যক্রম অবলম্বনের সুযোগ এনে দিয়েছিল।

যারা নাইটদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করতে চেয়েছিল 'মহান ও পবিত্র সম্প্রদায়' তাদেরই সুবিধা করে দিল। জাতীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে বিরোধের বিভিন্ন বিষয়ে মতৈক্য সাধনের উপায় খুঁজতে সম্মতি জানানো হলেও প্রস্তাবিত সন্ধির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কোনো কাজই করলেন না। তাদের ধর্মঘটের ব্যর্থতা ও হেমার্কেট স্কোয়ারের দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া তাদের দুর্বল করতে শুরু করলেও নাইটরা নিজেদের কার্যক্রম আঁকড়ে ধরে থাকতে বদ্ধপরিকর ছিল এবং কোনো রকম মিটমাটের প্রয়োজন অনুভব করে নি। অক্টোবরে রিচমণ্ডে যে সম্মেলন হয়েছিল তার সামনে সন্ধির প্রস্তাব পাউডাবলি উপস্থাপিতও করেন নি। নতুন জাতীয় বৃত্তিভিত্তিক বিভাগীয় সমিতি স্থাপন করে জাতীয় সংস্থাগুলির বিরোধিতা করা হতে লাগল। সম্প্রদায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে 'প্রগ্রেসিভ সিগার মেকার্স ইউনিয়নকে' ভর্তি করে নেওয়া হল এবং পরস্পরের এলাকা নিয়ে অন্যান্য বিরোধ মেটাবার কোনো চেষ্টাই আর করা হল না।

১৮৮৬ সালের ৮ই ডিসেম্বর ওহায়োর কোলাম্বাস শহরে পুনরায় মিলিত হয়ে জাতীয় সংস্থাগুলি তাদের উত্তর জানাল। এই সম্মেলনে প্রায় বিলুপ্ত 'ফেডারেশন অব্ অর্গানাইজ্ড্ ট্রেইড্স অ্যাণ্ড লেবার ইউনিয়ন্সের' মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রতিনিধি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। পঁচিশটি শ্রমিক সংস্থার মোট বিয়াল্লিশ জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত হয়েছিল। সভায় অংশগ্রহণকারী জাতীয়

সংস্থাগুলির মধ্যে 'আয়রন্ মোল্ডার্স', 'মাইনার্স অ্যাণ্ড মাইন লেবারার্স', 'টাইপো-গ্রাফার্স', 'জার্নিমেন টেইলরস', 'জার্নিমেন্ বেকারস্', 'ফার্নিচার ওয়ার্কার্স', 'মেটাল ওয়ার্কার্স', 'গ্র্যানাইট্ কাটার্স', 'কার্পেণ্টার্স' ও 'সিগার মেকার্সদের' সংস্থা কয়টি উল্লেখযোগ্য। এ সব সংস্থার মোট সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ১৫০,০০০। তারা যে যে বৃত্তির প্রতিনিধি সেগুলির স্বার্থ প্রসারিত করাই প্রতিনিধিদের একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল এবং যথাযথ আলাপ-আলোচনার পর তারা এই উদ্দেশ্যে একটা নতুন সংগঠন স্থাপন করে স্যামুয়েল গম্পার্সকে তার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত করল। শেষ পর্যন্ত 'আমেরিকান্ ফেডারেশন অব্ লেবার' জন্মগ্রহণ করল। পরে এই প্রতিষ্ঠানের জন্মতারিখ ১৮৮১ সালে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৮১ সালেই 'ফেডারেশন্ অব্ অর্গানাইজড্ ট্রেইড্স অ্যাণ্ড লেবার ইউনিয়ন্স' স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু 'এ এফ্ অব্ এল্' তার পূর্ববর্তী সংস্থাটির তহবিল ও দলিলপত্রের উত্তরাধিকারী হলেও এই দুটি সংগঠন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং 'আমেরিকান্ ফেডারেশন অব্ লেবারের' ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ১৮৮৬ সালেই শুরু হয়।

এই নতুন সংগঠনের জন্মকালীন পরিবেশ থেকে উদ্ভূত একটি প্রধান নীতি ছিল এই যে, "প্রতিটি বৃত্তির স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার" করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে শ্রমিকদের স্বার্থ তত্ত্বাবধান করার জন্য গঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদকে সদস্য সংস্থাগুলির এক্তিয়ারের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতাই দেওয়া হয় নি। শ্রমিক-নাইটদের কাঠামোর অন্তর্নিহিত কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের সাহায্য না নিয়ে শিক্ষাপ্রসার ও নৈতিক অনুপ্রেরণা সঞ্চারের মাধ্যমে শ্রমিক ঐক্য উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তা'হলেও কার্যনির্বাহী পরিষদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। গঠনকারী সংস্থাগুলির সনদ এই পরিষদই দিত। যে দ্বৈত সংস্থা ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়েছিল, তা দূর করার জন্য পরিষদকে একাধিক সংস্থার এক্তিয়ারজনিত বিরোধ মীমাংসা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ধর্মঘট ও কাজ বন্ধের সময় 'এ এফ্ অব্ এল্' যাতে প্রকৃত সাহায্য দিতে পারে, সেজন্য তাকে আর্থিক তহবিল গড়তে সমর্থ করার জন্য সকল সদস্য সংস্থা পিছু একটা করের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রত্যেক শ্রমিক সংগঠনের গতানুগতিক ধারা অনুসারে আইনসংক্রান্ত একটি কার্যক্রমও রচিত হয়েছিল। তার উপর শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য আইন রচনা প্রভাবিত করাবার জন্য কার্যকরী

পরিষদের অনুমোদন নিয়ে কেন্দ্রীয় শহর সমিতি ও রাজ্য মহাসংঘের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

আর্থিক ও শিল্পভিত্তিক কার্যকলাপের উপরই সুস্পষ্টভাবে বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। মালিকদের স্বীকৃতিলাভে, তাদের সঙ্গে যৌথভাবে চুক্তিবদ্ধ হতে এবং অন্য সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে সফলভাবে ধর্মঘট করার মত অবস্থা সৃষ্টি করতে 'এ এফ্‌ অব্‌ এল্‌' জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আইনসংক্রান্ত কার্যক্রমে পুরোনো 'ফেডারেশন অব্‌ অর্গানাইজড্‌ ট্রেইড্‌স অ্যাণ্ড লেবার ইউনিয়নসের' অভীষ্ট প্রায় সব কটি লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত হলেও পূর্ববর্তী সংগঠনের অযোগ্যতা খোলাখুলি স্বীকার করে নিয়ে উপরোক্ত মূল আক্রমণধারার তুলনায় এই কার্যক্রমকে গৌণ ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল। উপরন্তু, একেবারে গোড়া থেকেই 'এ এফ্‌ অব্‌ এল্‌' রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণে বিরত থাকতে অথবা কোনো একটি বিশেষ দলকে সমর্থন না করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। রাজনৈতিক সম্বন্ধের প্রশ্ন না তুলে শ্রমিক সম্প্রদায়ের বন্ধুদের পুরস্কৃত করার ও শত্রুদের শাস্তি দেবার নীতি এই সংগঠন গ্রহণ করেছিল।

গোড়ার দিকের বছরগুলিতে 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার' বলতে স্যামুয়েল গম্পার্স ছাড়া আর কিছুই বোঝাতো না বললেই চলে। তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত সহকর্মী থাকলেও তিনি স্বয়ং নতুন সংগঠনটিকে প্রাণ ও পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ সময়ের কথা বলতে গিয়ে পরে তিনি লিখেছিলেন, "কাজ ছিল প্রচণ্ড, বেতন যৎসামান্য এবং সম্মান খুবই কম।" কিন্তু তাতে তিনি দমে যান নি। চুরুটনির্মাতাদের সংস্থা তাঁকে আশি বর্গফুটের যে ঘরখানি ছেড়ে দিয়েছিল সেখানেই তিনি তাঁর দপ্তর স্থাপন করেছিলেন। ঘরটিতে রান্নার জন্য একটি টেবিল, চেয়ারের পরিবর্তে কয়েকটি প্যাকিং বাক্স এবং টোম্যাটো পাঠাবার বাক্স দিয়ে তৈরি কাগজপত্র রাখার একটি দেরাজ ছাড়া অন্য কোনো আসবাব ছিল না। এই ঘরেই যে উৎসাহ, গভীর অনুরাগ এবং ক্লান্তিহীন কর্মশক্তি নিয়ে তিনি নতুন সংগঠনটিতে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন প্রধানতঃ তারই জন্য তা টিকে যেতে পেরেছিল। তিনি সর্বদা নিজের হাতে দেশের প্রত্যেক জায়গার শ্রমিক নেতাদের অসংখ্য চিঠি লিখতেন। তাঁর মত প্রচার করার জন্য তিনি কিছুদিন "ট্রেইড ইউনিয়ন অ্যাডভোকেট" কাগজটি সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি শ্রমিক সংস্থাগুলির সনদ লিখে দিতেন, চাঁদা সংগ্রহ করতেন, সমস্ত গতানুগতিক কাজ চালাতেন, সম্মেলন পরিচালনা করতেন এবং বক্তৃতা দেবার জন্য ও

সংগঠনের উদ্দেশ্যে সমস্ত দেশে ঘুরে বেড়াতেন। ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে তিনি নিছক কাগজে বিদ্যমান একটা প্রতিষ্ঠান থেকে "আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবারকে" শ্রমিকদের অধিকারের একটি সংগ্রামী ও শক্তিশালী সমর্থকে পরিবর্তিত করে ফেললেন। তিনি পবিত্র ধর্মযুদ্ধে রত বলে নিজেকে মনে করতেন এবং 'এ এফ্ অব্ এল্' ভূমিষ্ঠ হবার দিন থেকে আটত্রিশ বছর পর তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই সংগঠনই ছিল তাঁর প্রাণ।

এই মহাসংঘের দীর্ঘ-মেয়াদী যে সংগ্রাম তা শিল্পপতিদের সঙ্গে হলেও গোড়ার দিকের বছরগুলিতে শ্রমিক-নাইটদের সঙ্গে তাদের দীর্ঘকাল ধরে অবিরত বিরোধ লেগেই থাকত। বিগত শতাব্দীর নবম দশকেব শেষ কয়টি বছরে এবং শেষ দশকের প্রথম কয়টি বছরে এই দু'টি প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত করার জন্য নতুন করে চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু এ সব চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে "আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার" যখন নিজেই ভিন্নমতাবলম্বী সংস্থাগুলির (পরে যারা 'কংগ্রেস অব্ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন্স' গঠন করে) প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়, এ সময়ের পরিস্থিতি অনেকটা সেই রকমেরই ছিল। এই বিরোধে কয়েকটি নীতি জড়িত থাকলেও বিবদমান নেতাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সেগুলি চাপা দিয়ে দিয়েছিল।

জাতীয় সংস্থাগুলিকে পাউডাবলি ক্রমেই বেশি ঘৃণা করতে লাগলেন। ১৮৮৯ সালে তাঁর একজন সহকর্মীকে তিনি লেখেন, "আপনাকে আমি খোলাখুলি জানাইতেছি যে, যত শীঘ্রই 'জাতীয় বৃত্তিভিত্তিক সমিতিগুলি' উঠিয়া যাউক না কেন, আমি তাহা লইয়া বিন্দুমাত্র চিন্তিত নহি। এই সব সমিতি অন্যদের আমাদের কাছে আসিতে বাধা দিতেছে এবং আমার উহাদের এই পরামর্শ দিতে খুবই লোভ হইতেছে যে, উহারা যেন একাকী অগ্রসর হয় এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন নেতৃত্বাভিলাষী ব্যক্তির সুবিধা করিতে গিয়া সংগঠনের চাকা পিছনে ঘুরাইবার পরিণতি কি হয় তাহা দেখে।" শ্রমিক-নাইটদের প্রতিষ্ঠান এবং তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে গম্পার্স ক্রমেই বেশি বিদ্রূপ করতে লাগলেন। ১৮৯৪ সালে তিনি বলেছিলেন, "শ্রমিক-নাইটদের সঙ্গে এক হইবার কথা অর্থহীন। মালিকদের পক্ষে শ্রমিক সংস্থাগুলির যত বড় শত্রু হওয়া সম্ভব শ্রমিক-নাইটরা তাহা অপেক্ষা কম শত্রু নহে। অধিকন্তু তাহারা আরো বেশি প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাহাদের তুষ্ট করিবার চেষ্টা করায়, এমন কি তাহাদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করায় কোনো লাভ নাই।"

এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক ঐক্যের সম্ভাবনা ক্রমেই মিলিয়ে গেল এবং নাইটদের ক্রমহ্রাসমান ক্ষমতার জায়গায় "আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবারের" মন্থর সম্প্রসারণ পরিলক্ষিত হতে থাকল। এই সম্প্রসারণকে কোনো ক্রমেই বিস্ময়কর বলা চলে না। ১৫০,০০০ সদস্য নিয়ে শুরু করে ছ'বছর পর সদস্য সংখ্যা ২৫০,০০০ হয়েছিল। এই কয়টি বছরে শিল্পমালিকদের সব শ্রমিক সংস্থার উপর প্রতি-আক্রমণ, সরকার ও আদালতগুলির সাধারণভাবে দমনমূলক মনোভাব এবং সর্বশেষে ১৮৯৩ সালের পর আর্থিক মন্দার ফলে সৃষ্ট দুঃসময়ের অবসান ঘটানো তো দূরের কথা, কোনো রকমে সংগঠনটি টিকিয়ে রাখাই দুঃসাধ্য করে তুলেছিল। কিন্তু গম্‌পার্‌স দৃঢ়ভাবে তাঁর কর্তব্য করতে লাগলেন। মহাসংঘকে তার প্রত্যক্ষ ও বাস্তব লক্ষ্য থেকে সরে আসতে দিতে তিনি রাজী হলেন না এবং যে সব কাজ এরই মধ্যে করতে পারা গিয়েছিল, তা নিয়ে ১৮৯৩ সালের বাৎসরিক সম্মেলনে তিনি গর্ব প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সমবেত প্রতিনিধিদের তিনি বলেছিলেন, "ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বের প্রতিটি শিল্পসঙ্কটে শ্রমিক সংস্থাগুলি আক্ষরিক অর্থে নিষ্পিষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাদের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু বর্তমানের শ্রমিক সংস্থাগুলি যে শুধু প্রতিরোধ ক্ষমতাই প্রদর্শন করিয়াছে তাহা নহে, তাহারা দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের পরিচয়ও দিতে পারিয়াছে।"

নতুন শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তবধর্মী মতবাদ প্রচারে 'এ এফ্‌ অব্‌ এলের' গুরুত্ব যেন এ সত্য গোপন না করে যে, জাতীয় সংস্থাগুলিই পুনরুজ্জীবিত শ্রমিক আন্দোলনের প্রকৃত ভিত্তি ছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষ কয়েকটি বছরে এবং পরেও তাই দেখা গিয়েছিল। এ সব সংস্থা 'এ এফ্‌ অব্‌ এল্‌' ছাড়া টিকতে পারত, কিন্তু 'এ এফ্‌ অব্‌ এলের' অস্তিত্ব এদের উপর নির্ভর করছিল। তাদের সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ছিল এবং তারাই স্থানীয় সমিতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত। শ্রমিক আন্দোলনের সদস্যরা এ সব স্থানীয় সংস্থা থেকেই এসেছিল। স্থানীয় সমিতিদের কার্যকলাপে নির্দেশ দান, নিজ নিজ এলাকার বৃত্তি বা শিল্পের মাধ্যমে শ্রমিক সংগঠনের প্রসার, যৌথ দর কষাকষি ও ধর্মঘটের ক্ষেত্রে নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে সাহায্য দান (এজন্য একটা সাধারণ প্রতিরক্ষা তহবিল গড়ে তুলতে মাথা পিছু কর ধার্য করা হয়েছিল), 'এ এফ অব্‌ এলের' আরো ব্যাপক কার্যক্রমে অংশগ্রহণই ছিল জাতীয় সংস্থাগুলির কাজ।

সময় এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদি বৃত্তিভিত্তিক সমিতিগুলির কর্মক্ষেত্র

অনেকটা প্রসারিত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের নামে প্রায়ই এই সম্প্রসারণের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্তই দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই প্রবণতার উদাহরণ হিসাবে প্রায়ই যে সংস্থার কথা বল হয়, তা হচ্ছে "ইন্ট্যারন্যাশনাল এসেসিয়েশন অব্ মার্বল, স্লেট্ অ্যাণ্ড ষ্টোন পলিশার্স, রাবার্স অ্যাণ্ড সইয়ার্স, টাইল অ্যাণ্ড মার্বল সেটার্স হেল্পার্স অ্যাণ্ড টেরাজ্জো হেল্পার্স।" নতুন শিল্পপদ্ধতির প্রবর্তন এবং অন্যান্য আর্থিক পরিবর্তনের ফলে 'এ এফ্ অব্ এল্‌কে' গোড়ার থেকেই বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে এক্তিয়ার নিয়ে বিরোধ মীমাংসার কাজে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

রেলপথ ভ্রাতৃসংঘগুলি, যে সব শ্রমিক সংস্থা 'এ এফ্ অব্ এলের' সঙ্গে যোগ দেয় নি তাদের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রেলকর্মীদের সংগঠন নিজস্ব ধাঁচে গড়ে উঠেছিল এবং বৃত্তিভিত্তিক হলেও কতগুলি বিশেষ কারণে নানাদিক দিয়ে শ্রমিকদের অন্যান্য সংস্থার চেয়ে বেশ কিছুটা পৃথক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'লোকোমোটিভ্ ইন্‌জিনিয়াররা' ১৮৬৩ সালে এবং 'লোকোমোটিভ কণ্ডাক্টররা' তার পাঁচবছর পরে, 'ট্রেইল মেন' ১৮৭৩ সালে এবং 'ফায়ার মেন' তার দশ বছর পরে সংগঠিত হযেছিল। ১৮৭৭ সালের রেল ধর্মঘটে জড়িয়ে পড়লেও পরবর্তী বছরগুলিতে রেলকর্মীদর ভ্রাতৃসংঘগুলি ক্রমেই বেশি রক্ষণশীল হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। আবার তাদের সভ্যদের কাজের ধরণ বিপজ্জনক ছিল বলে সংস্থার কার্যক্রমের বীমা ব্যবস্থা ও সুযোগসুবিধার দিকটাই সর্বদাই মুখ্য গুরুত্ব পেয়ে আসছিল। অন্যান্য রেলকর্মীদের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান আরো ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়েছিল। ইউজিন্ ভি, ডেব্‌স উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে একটি সর্বব্যাপী 'আমেরিকান রেলওয়ে ইউনিযন' স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। এই চেষ্টাব পর চারটি ভ্রাতৃসংঘ স্বাধীনভাবে থেকে যাওয়া সত্ত্বেও 'এ এফ্ অব এলের' সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 'সপ ওয়ার্কার্স', 'সুইচমেন্', 'ইয়ার্ড মাষ্টার্স', 'সিগন্যালমেন্', 'টেলিগ্রাফার্স' এবং 'রেলওয়ে অ্যাণ্ড ষ্টীমশিপ ক্লার্ক'দের পৃথক পৃথক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে আর্থিক মন্দা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি কাটিয়ে উঠেছিল এ কথা সত্য। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, শ্রমিক সম্প্রদায় নিজ ইচ্ছামত অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছিল অথবা যে সব সংস্থা সবচেয়ে শক্তভাবে সংগঠিত হয়েছিল তারাও সমানে সমানে শিল্পপতিদের সম্মুখীন হতে পারত। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকেও দক্ষ শ্রমিকদের মজুরি ছিল সামান্য ও তাদের কাজের

সময় ছিল দীর্ঘ এবং অদক্ষ শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যা জীবনের নিম্নতম স্তরেই রয়ে গিয়েছিল। মনে করা হত শ্রম যতদূর সম্ভব সস্তায় ক্রয়যোগ্য একটি সামগ্রী এবং সংগঠিত হতে ও যৌথভাবে দর কষাকষি চালাতে শ্রমিকদের অধিকার তখনও কোনো মতেই স্বীকৃত হয় নি। শ্রমিকদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে, তাদের জোর করে শপথবদ্ধ করে, ভাড়াটে ধর্মঘট বিরোধী ও পিন্‌কারটন কোম্পানীর গোয়েন্দাদের নিযুক্ত করে শিল্পপতিরা শ্রমিক সংস্থাগুলির ক্ষমতা নষ্ট করতে প্রয়াস পেয়েছিল। এই ধর্মঘটের বিরোধিতা করার সময় আইন ও শৃঙ্খলার নামে তারা রাজ্য সরকাবেব আঞ্চলিক বাহিনী ও যুক্তবাষ্ট্রীয় সেনা-বাহিনীর সাহায্যও লাভ করেছিল। এ সব কাবণে শ্রমিক সম্প্রদায় প্রায় অপরাজেয় শক্রর বিরুদ্ধে নিজেদের সংগ্রামরত দেখতে পেল।

'আমেরিকান ফেডারেশন্ অব লেবার'-এর প্রাণশক্তি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা তুলে ধবেছিল। গম্‌পার্‌সের আশাবাদ সত্ত্বেও কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষ দশকের আর্থিক মন্দা শ্রমিক সম্প্রদাযের দুঃখকষ্টেব কাবণ হয়েছিল এবং এই কটি বছরের শিল্পবিবোধী শ্রমিকদেব কয়েকটি চূড়ান্ত পরাজয় মেনে নিতে হয়েছিল।

হোম্‌স্টেড্‌ ও পুলম্যান্‌

শ্রমিকদের ইতিহাসের দিক থেকে বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের স্থায়ী তাৎপর্য শ্রমিক-নাইটদের হারিয়ে দিয়ে 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্‌ লেবারের' চূড়ান্ত জয় লাভ এবং নতুন শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি প্রদর্শন হলেও এই দশক কয়েকটি বিরাট ধর্মঘটের দ্বারা আরো নাটকীয়ভাবে চিহ্নিত হয়েছিল। ১৮৯২ সালে হোম্‌স্টেডে শ্রমিক সম্প্রদায় ও শিল্পপতিরা যে সংগঠিত বেসরকারী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল সে রকম বিরোধ তার আগে আমেরিকায় কোনো দিন দেখা যায় নি। দু'বছর পর বিরাট পুলম্যান ধর্মঘটের সময় জনসাধারণ শিল্পবিরোধের কুফল সম্বন্ধে যতটা আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিল তাও আগে কোনো দিন ভাবা যায় নি। ১৮৭৭ সালের রেলকর্মচারীদের বিদ্রোহ থেকে এই দু'টি ধর্মঘটের প্রধান পার্থক্য এই যে, এগুলি ছিল শক্তিশালী শ্রমিক সংস্থার দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্মঘট, স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের অভিব্যক্তি নয়। কিন্তু এদের বেলায়ও একই ধরনের হিংস্রতা ও রক্তপাত দেখা গিয়েছিল। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের এই পরিস্থিতির গুরুত্বের জোর কখনই অতিরিক্ত হতে পারে না।

আবার, এই দু'টি ধর্মঘটে শ্রমিকদের ব্যাপক যে অসন্তোষ প্রতিফলিত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের আর্থিক মন্দা তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে তার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হল এবং 'জনতাবাদের' ('পপুলিজম্‌') অভ্যুদয়ের মধ্যে শহরাঞ্চলের বিক্ষোভ গ্রামঞ্চলের বিদ্রোহের সঙ্গে মিলিত হতে দেখা গেল। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণে 'এ এফ্‌ অব্‌ এলের' বহুদিনের আপত্তি আংশিকভাবে মধ্য পশ্চিমাঞ্চলের কৃষক ও পূর্বাঞ্চলের শ্রমজীবী-দের মধ্যে মৈত্রী দৃঢ় না হওয়ার জন্য দায়ী হলেও ১৮৯৬ সালে রক্ষণশীল ব্যক্তিদের মনে ভয় ঢুকেছিল যে, জনতাবাদীদের চরম মতামত নির্বাচনে জয়ী হলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য।

১৮৯২ সালের ৬ই জুলাই ভোরবেলায় মোনন্‌গাহেলা নদী ধরে দুটো বজরা পেন্‌সিলভ্যানিয়ার হোম্‌ষ্টেড্‌ শহরের দিকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কার্নেগি ইস্পাত কোম্পানীর স্থানীয় কারখানায় একটা গোলমাল দেখা গিয়েছিল। 'অ্যামালগ্যামেটেড্‌ এসোসিয়েশন অব্‌ আয়রন্‌, ষ্টিল অ্যাণ্ড টিন ওয়ার্কার্স'-এর সদস্য হোম্‌ষ্টেডের দক্ষ শ্রমিকেরা নতুন করে যে মজুরি কমানো হয়েছিল, তা মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের অন্যান্য অংশও তাদের এই মনোভাব সমর্থন করেছিল। কোম্পানীর প্রধান পরিচালক হেন্‌রি ক্লে ফ্রিক্‌ ছিল বলিষ্ঠ মনের লোক এবং একগুঁয়েভাবে শ্রমিক-বিরোধী। সে তখন উদ্ধতভাবে সমস্ত কারখানা বন্ধ করে দেয় এবং শ্রমিক সংস্থার সঙ্গে আর কোনা আলাপ আলোচনা চালাতে অসম্মত হয়। কোম্পানীর সম্পত্তি পাহারা দেবার জন্য বিশেষ ধরনের সহকারী শেরিফদের (পুলিশ কর্মচারী) নিয়োগ করা হয়েছিল। কোম্পানীর স্থাবর সম্পত্তি উঁচু কাঠের বেড়ার উপর কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু যে সব শ্রমিকের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তারা সহকারী শেরিফদের শহর থেকে তাড়িয়ে দেয়। শ্রমিকদের ধারণা হয়েছিল কোম্পানীর এ সব প্রস্তুতি ধর্মঘট ভাঙ্গবার জন্য ভাড়াটে লোকদের নিয়োগের সূচনাই করছে। ফ্রিক তার কর্তৃত্বের প্রতি শ্রমিকদের এই বিরোধিতা প্রদর্শন খুবই আহ্লাদের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। "অ্যামালগ্যামেটেড্‌" শ্রমিক সংস্থাকে শেষবারের মত চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে বলে তার মনে হয়েছিল। মোনন্‌গাহেলা নদীর উজান বেয়ে যে দুটো বজরা টেনে নিয়ে আনা হচ্ছিল সেগুলিতে ছিল উইনচেষ্টার রাইফেল সমেত পিন্‌কারটন কোম্পানীর তিন শ' গোয়েন্দা।

ইস্পাত কোম্পানীর বেসরকারী সেনাবাহিনী হোম্‌ষ্টেডের কারখানাগুলির কাছাকাছি এসে মাটিতে নামবার চেষ্টা করলে হঠাৎ বজরা দুটো এবং নদীতীরের মধ্যে গুলি বিনিময় শুরু হয়ে গেল। শ্রমিকেরা লৌহদণ্ড দিয়ে নির্মিত ব্যূহের মধ্যে নিজেদের সুরক্ষিত করে রেখেছিল এবং পিন্‌কারটনের লোকজন কারখানাটি অধিকার করতে চেষ্টা করলে নদীর তীরে ঝড়ের মত লড়াই শুরু হল এবং তারা পিছু হটে যেতে বাধ্য হল। ভোর চারটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সারাদিন গুলিবর্ষণ চলেছিল। ধর্মঘটীরা রেলপথে ব্যবহৃত লোহার টুকরো দিয়ে নির্মিত দেয়ালের উপর পেতলের একটা কামান বসিয়েছিল এবং বজরাগুলির উপর ঐ কামান থেকে সরাসরি গোলাবর্ষণ শুরু করেছিল। কিন্তু বজরা দুটো ডোবাতে

না পেরে শ্রমিকেরা নদীতে পিপে পিপে তেল ঢেলে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পিন্‌কারটনের লোকদের মধ্যে তিনজন এরই মধ্যে মারা গিয়েছিল এবং আরো অনেকে আহত হয়েছিল। তারা এখন ফাঁদে পড়ে গেল। যে ছোট বাষ্পচালিত শক্তিশালী নৌকাটি তাদের বজরা দুটো টেনে আনছিল সেটি এ সময়ে পালিয়ে যাওয়ায় পিন্‌কারটন্‌ কোম্পানীর লোকজন নদীতীর থেকে যে বজরাটা বেশি দূরে অবস্থিত ছিল তার উপর অসহায়ভাবে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত একটি শ্বেত পতাকা তুলে তারা আত্মসমর্পণের অভিলাষ জানায়। শ্রমিক সম্প্রদায় তাদের নিরাপদে চলে যেতে দেবে এই নিশ্চয়তার বিনিময়ে তারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলিও দিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু হোম্‌ষ্টেডে এরই মধ্যে সাতজন নিহত হয়েছিল এবং সহজে আবার শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ার পক্ষে উত্তেজনা খুবই বেশি ছিল। পিন্‌কারটনের লোকেরা তীরে এসে পৌঁছোলে তাদের উপর আবার আক্রমণ করা হয় এবং লাঠি ও প্রস্তরখণ্ড নিয়ে তৈরি স্ত্রীপুরুষের একটি ক্রুদ্ধ জনতার' সঙ্গে তাদেব মোকাবেলা করতে হয়। পরে অবশ্য তারা নিরাপদে পিট্‌সবার্গের রেলগাড়ীতে চড়তে পেরেছিল। প্রথম দফায় বিজয়ী হোম্‌ষ্টেডের শ্রমিকেরা কোম্পানীর পরবর্তী চালের অপেক্ষা করতে থাকলে ছোট শহরটিতে অস্বচ্ছন্দ শান্তি বিরাজ করতে লাগল।

এ ঘটনার দু'দিনের মধ্যে পরিস্থিতিতে কোনো পরিবর্তন হয় নি। তারপর ফ্রিক সাহায্যের আবেদন জানালে পেন্‌সিলভ্যানিয়ার গভর্ণর কর্তৃক আহূত হয়ে আট হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত রাজ্য আঞ্চলিক বাহিনী ১২ই জুলাই সামরিক আইন অনুসারে হোম্‌ষ্টেডের শাসন ব্যবস্থা নিজেদের হাতে তুলে নেবার জন্য শান্তভাবে শহরে প্রবেশ করল। এ ধরনের নিবাপত্তা লাভ করে কার্নেগি কোম্পানী 'দালাল' অথবা 'কালো ভেড়াদের' শহরে ঢোকাতে লাগল। তাদের বদলে এদের কাজে নিযুক্ত করার জন্য ভাড়া করা হচ্ছে বলে ধর্মঘটী মজুররা জানত। কার্নেগি কোম্পনী পিন্‌কারটনের লোকজনের উপর আক্রমণের জন্য ধর্মঘটের নেতাদের বিরুদ্ধে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও নরহত্যার অভিযোগও এনেছিল। আঞ্চলিক বাহিনী দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে আবার কারখানা খোলা হল এবং 'অ্যামালগ্যামেটেডের" সদস্যদের জায়গায় শ্রমিক সংস্থার সদস্য নয় এমন সব লোক নিযুক্ত করা হল। নভেম্বর মাসে শ্রমিক সংস্থা ধর্মঘট তুলে নেয় এবং এরই মধ্যে দু'হাজার লোককে ধর্মঘট ভাঙ্গাবার জন্য বাইরে থেকে আনা

হয়েছিল এবং হোম্‌ষ্টেডের আদি শ্রমিকবাহিনীর প্রায় চার হাজার সদস্যের মধ্যে মাত্র আট শ' লোককে পুনর্নিযুক্ত করা হয়।

প্রথমবারের লড়াইয়ের প্রতিক্রিয়া হিসাবে আর একটি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছিল। আলেকজাণ্ডার বার্কম্যান্‌ ছিল একজন রুশদেশে জাত নৈরাজ্যবাদী। ধর্মঘটীদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু কার্নেগি কোম্পানী পিন্‌কারটনের কর্মচারী নিযুক্ত করায় ক্ষিপ্ত হয়ে, সে ২৩শে জুলাই পিট্‌সবার্গে ফ্রিকের দপ্তরে জোর করে প্রবেশ করে এবং তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করে। গুলিবিদ্ধ ও ছুরিকাহত হলেও ইস্পাত কোম্পানীর এই কর্মচারী মারাত্মকভাবে আহত হয় নি এবং তার আক্রমণকারী ধরা পড়ে ছিল। বার্কম্যান ও তার মহিলা সঙ্গী এমা গোল্ডম্যান এই আক্রমণের পরিকল্পনা রচনা করেছিল। এমা গোল্ডম্যানও "কার্যের দ্বারা প্রচার" মতের বিন্দুমাত্র কম উৎসাহী সমর্থক ছিল না এবং পিট্‌সবার্গে আসার ভাড়ার পক্ষে যথেষ্ট অর্থের অভাবেই সে বার্কম্যানের সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে আসতে সক্ষম হয় নি। পরে এ কথা এমা তার আত্মজীবনীতে প্রকাশ করেছিল। হত্যাকরার জন্য আক্রমণের অপরাধে বার্কম্যানের একুশ বছর কারাদণ্ড হয়। তের বছর কয়েদ খাটার পর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। পরে এমা গোল্ডম্যানের সঙ্গে তাকে সোভিয়েট রাশিয়ায় বিতাড়িত করা হয়েছিল। এ সব শোচনীয় ঘটনা কোনো কোনো দিক দিয়ে বিগত শতাব্দীর নবম দশকের 'মহান অভ্যুত্থান' অথবা আরো এক দশক পূর্বের রেলকর্মীদের ধর্মঘটের চেয়েও গভীরভাবে জাতিকে নাড়া দিয়েছিল। কারণ, হোম্‌ষ্টেডের ঘটনাটি অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ বলে পরিগণিত হতে পারে নি। আধুনিক যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে সময়ের সমবায়ের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান শ্রমিক সংস্থাগুলি একটির লড়াইই দেখা গিয়েছিল। বিবদমান দু'টি দলই নিজেরাই আইন বলবৎ করার দায়িত্ব নিয়েছিল। "শিকাগো ট্রিবিউন" নামে সংবাদপত্রটি ৭ই জুলাই তার প্রথম পৃষ্ঠার গোটাটাই এই ঘটনার বিবরণ দিতে ব্যয় করেছিল। ঘটনাটিকে একটি "যুদ্ধ" হিসাবে দেখা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল "এই যুদ্ধে যে হিংসাপরায়ণতা ও দুঃসাহস দেখা গিয়াছিল প্রকৃত সমরক্ষেত্রেও তাহা দৃষ্ট হয় না।"

হোম্‌ষ্টেড ধর্মঘটের পূর্ব পর্যন্ত কার্নেগি কোম্পানী ও শ্রমিক সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক সবসময়ই বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। দক্ষ শ্রমিকদের কাজের শর্ত তিন বছরের

একটি চুক্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হত এবং এই চুক্তিতে ইস্পাতের বরগার দামের উপর ভিত্তি করে মজুরি উঠানামার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কার্নেগি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে শ্রমিক সংস্থার পক্ষে বলে প্রচার করেছিলেন। 'ফোরাম' নামক কাগজে একটি প্রবন্ধে কয়েক বছর আগে তিনি লিখেছিলেন যে, শ্রমিকদের একজোট হওয়ার অধিকার শিল্পপতিদের একজোট হওয়ার অধিকারের মতই সমান পবিত্র। অধিকন্তু, তিনি ধর্মঘট বিরোধী শ্রমিকদের ব্যবহার করার ফলে যে সব শ্রমিকের জীবিকা বিপন্ন হত তাদের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতিও প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "যে ব্যক্তি জীবনের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির জন্য তাহার দিন মজুরির উপর নির্ভর করে সে তাহার জায়গায় নতুন এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইলে তাহা শান্তভাবে সহ্য করিবে, ইহা আশা করা দুরাশা ব্যতীত আর কিছু নহে।" কিন্তু ১৮৯২ সালে ইউনিয়নের সঙ্গে পুরোনো চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার সময় কার্নেগি নিজে ছিলেন ইংল্যাণ্ডে এবং আলাপ-আলোচনার ভার ছিল সম্পূর্ণভাবে ফ্রিকের হাতে।

কার্নেগি সে সময়ে দেশে উপস্থিত থাকলে ঘটনা অন্য পথে প্রবাহিত হতে পারত। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, তিনি ফ্রিককে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর পক্ষে তার প্রধান পরিচালকের শ্রমিক-বিরোধী মনোভাবের কথা না জানাও সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ ধর্মঘটটি চলার সময় তিনি একজন সংবাদদাতাকে বলেছিলেন যে, "এ ব্যাপারে কোম্পানীর আচরণে আমার পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে।" বৃটিশ রাজনীতিবিদ গ্ল্যাডষ্টোন্‌কে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের উদার শর্ত দিয়েছিল এবং "তাহা আমি যতদূর চেয়েছিলাম ততদূরই গিয়েছিল।" কিন্তু এই এক চিঠিতেই তিনি বলেছিলেন যে, নতুন লোক নিযুক্ত করে হোমষ্টেড্‌ কারখানা চালিয়ে তাঁর শর্তগুলো বলবৎ করতে গিয়ে ফ্রিক মস্ত ভুল করেছিল। তিনি গ্ল্যাডষ্টোনকে লিখেছিলেন, "আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি তাহা দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতেছে। একবিন্দু মানব রক্তও কারখানগুলি অপেক্ষা মূল্যবান, কারখানাগুলি ডুবিয়া গেলেই আমি অধিক সন্তুষ্ট হইতাম।"

কিন্তু নিয়ন্ত্রণের ভার ছিল ফ্রিকেরই হাতে এবং মজুরি সম্বন্ধে আলোচনা ব্যর্থ হবার আগেই ধর্মঘট-বিরোধী ও পিন্‌কারটনের লোকজন আনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ সব লোককে আনার উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্টই শ্রমিক সংস্থাটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা। এবং এই উদ্দেশ্য সাধনে সে সফল হয়েছিল। হোম্‌ষ্টেডের

শ্রমিক সংস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ল এবং পিটসবার্গ এলাকার অন্যান্য ইস্পাত কারখানার শ্রমিক সংস্থাগুলিও অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়ল। এ সব ইস্পাত কারখানায় হোম্‌ষ্টেডের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে ধর্মঘট করা হলে তার তীব্র প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল। 'অ্যামালগ্যামেটেড' ইস্পাত শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য আরো কয়েকটি চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কার্নেগি কোম্পানী ও তার উত্তরাধিকারী "ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স ষ্টিল কর্পোরেশনের" অবিরত বিরোধিতার ফলে ধীরে ধীরে এই শ্রমিক সংস্থার শক্তি কমে এল। বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় "ষ্টিল ওয়ার্কার্স অর্গানাইজিং কমিটি" গড়ে না ওঠা পর্যন্ত পরবর্তী চল্লিশ বছরে কোনো কার্যকর ইস্পাত শ্রমিক সংস্থা দেখা যায় নি।

অ্যামালগ্যামেটেড সংস্থাটি "আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার"-এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং গম্পার্স ধর্মঘটীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রবলভাবে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি পিন্‌কারটনের লোকদের উপর আক্রমণ করার জন্য যে সব শ্রমিক অভিযুক্ত হয়েছিল তাদের পক্ষ সমর্থনে তহবিল সংগ্রহ করতেও সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু মহাসংঘের কোনো সার্থক সাহায্য দেবার ক্ষমতা ছিল না এবং গম্পারসের বাগাডম্বরপূর্ণ বাক্যচ্ছটা ধর্মঘটীদের দুঃখকষ্ট উপশমে সামান্যই সক্ষম হয়েছিল।

'পিট্সবার্গ লীডার' পত্রিকায় তাঁর বক্তৃতার নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছিল, "হোম্‌ষ্টেডের ইস্পাত শিল্পী ভাই সব! বাগানে গোলাপ ফুল ফুটিলে তোমরাই তাহা ফুটাইয়াছ; পৃথিবীতে যদি এমন কিছু থাকে যাহা তোমাদের উপর কিরণ বর্ষণ করিতেছে এবং হোম্‌ষ্টেডকে মূল্যবান সম্পদে পরিণত করিতেছে, তাহাও তোমাদেরই কাজ। প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী স্বৈরাচারীর কাছে মাথা নত করিতে তোমরা অস্বীকার করিয়াছ এবং তাহার উত্তরে প্রথমেই সে একদল ভাড়াটিয়া গুণ্ডা এই শান্তিপূর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া তাহার নিকট মাথা নত করাইতে এবং শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ আবাস হইতে তোমাদের বিতাড়িত করিতে চাহিয়াছ। ৬ই জুলাই-এর স্মরণীয় প্রভাতে প্রথম গুলিটি কে নিক্ষেপ করিয়াছে তাহা আমার জানা নাই। কিন্তু একথা আমি জানি যে, সমগ্র মার্কিন জাতির হৃদয় হোম্‌ষ্টেডের সাহসী মানুষের সঙ্গে সহানুভূতিতে এক যোগে ধ্বনিত হইতেছে। আমি শান্তিকামী মানুষ এবং আমি শান্তি ভালবাসি, কিন্তু সেই মহান পুরুষ প্যাট্রিক হেন্‌রির মতই আমার মনের অবস্থা। আমেরিকার

নাগরিক হিসাবেই আমি বাঁচিয়া আছি এবং হয় আমাকে স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু দাও।"

শ্রমিকদের ইতিহাসে তাদের অধিকারের সপক্ষে মহান যুদ্ধগুলির মধ্যে একটি যুদ্ধ হিসাবে হোম্‌ষ্টেড্‌ স্থান পেয়েছিল এবং অবিলম্বে এই ঘটনার দেশ-জোড়া প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা বিচলিত হয়ে আলোচনা করেছিল—জাতির দিক দিয়ে বিচার করলে এ ধরনের শিল্প সংগ্রামের অর্থ কী। ইলিনয়ের সিনেট প্রতিনিধি গামার বললেন যে, পিন্‌কারটন্‌ বাহিনী সরকারী সেনাবাহিনীর মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে। "এই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মধ্যযুগের সামন্তদের মতই নিজের খুশিমত যাহারা তাহাকে অর্থ দেয় তাহাদের প্রয়োজনে এই বাহিনীর সংখ্যা বাড়াইতে পারে।" তিনি আরো দাবি করেছিলেন যে, তাদের জীবিকা ও ঘরের উপর আক্রমণ প্রতিরোধ করার অধিকার শ্রমিকদের রয়েছে। কার্নেগি কোম্পানীর মত যৌথ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "যে সকল ব্যক্তির সাহায্য ভিন্ন এই সব সম্পত্তি সম্পূর্ণ মূল্যহীন হইয়া পড়িবে তাহাদের সমান অধিকার মানিয়া লইয়াই সম্পত্তির মালিকেরা ইহার পর তাহা ভোগ দখল করিতে পারে।"

কিন্তু শ্রমিক সম্প্রদায়ের বাইরে এ ধরনের প্রগতিমূলক ভাবধারা বিশেষ সমর্থন লাভ করতে পারে নি। মতামতের প্রকাশ বহুলাংশে রাজনীতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক দলের সংবাদপত্রগুলি সংরক্ষণমূলক আমদানি শুল্কের বিরোধী ছিল। এ ধরনের কাগজগুলি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বলল যে, উঁচু হারের শুল্ক আমেরিকার শ্রমিকদের মজুরি রক্ষা করে বলে যে দাবি করা হয়, তা ঠিক নয়, এ সব শুল্ক থাকা সত্ত্বেও ইস্পাত শিল্প মজুরি কমাচ্ছিল এবং শ্রমিকদের শোষণ করছিল। পিন্‌কারটনের ভাড়াটে গোয়েন্দাদের ব্যবহারের নিন্দাও তারা করেছিল এবং কর্মহীন শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিল। সাধারণতন্ত্রীদের কয়েকটি কাগজ আমদানি শুল্কের অবতারণায় অসন্তুষ্ট হয়ে কার্নেগি কোম্পানিকে গণতন্ত্রবাদীদের অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য অধিকতর শান্তিপূর্ণ পথ অনুসরণ করতে আহ্বান জানায়। কিন্তু সাধারণভাবে সংবাদপত্রগুলি বলতে লাগল যে, যে মজুরি তাদের নিতে বলা হয়েছিল তার বিনিময়ে কাজ না করার অধিকার শ্রমিকদের থাকলেও অন্য যারা এই শর্তে কাজ করতে সম্মত তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা যুক্তিযুক্ত হয় নি। 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রিকা লিখল, "লোকে যখন দাবি করে যে, হোম্‌ষ্টেডের শ্রমিকেরা অন্যায় কিছু করে নাই তখন

তাহারা নৈরাজ্যবাদী অথবা উন্মাদ ব্যক্তিদের ন্যায়ই কথা বলে।" নিজেদের ইচ্ছামত নিযুক্ত শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য ইস্পাত কোম্পানীর ক্ষমতা প্রয়োগও সমর্থন করা হয়েছিল।

'ক্লিভ্ল্যাণ্ড লীডার' ঘোষণা করল, "সভ্যতা ও সরকারের যদি বিন্দুমাত্র অর্থ থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক মানুষের নিজের খুশি মত যে কোনো লোকের হইয়া কাজ করিবার অধিকার অতি অবশ্য বজায় রাখিতে হইবে।" 'নর্থ আমেরিকান রিভিউ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে জর্জ টিকনর কার্টিস এই তত্ত্বই আরো বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আইনবিভাগীয় ক্ষমতার প্রথম কর্তব্য হইতেছে তাহার শ্রেণীর স্বৈরাচার হইতে কোনো একজন নির্দিষ্ট শ্রমিককে মুক্তিদান, সহকর্মীদের নিয়ন্ত্রণের কাছে নিজের স্বাধীনতা আত্মসমর্পণ করিয়া কোনো একজন শ্রমিককে নৈতিক আত্মহত্যা করিতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নহে।" একাকী কি শর্তে সে তার শ্রম বিক্রয় করবে তা নির্ধারিত করবার কাল্পনিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য শ্রমিকের যৌথ দর কষাকষির মাধ্যমে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হবার অধিকার অস্বীকার করা হল। রক্ষণশীল শিল্পপতিদের শ্রমিক-সংস্থা-বিরোধী দৃষ্টিভংগী এর চেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যেত না।

নতুন শিল্পায়নের প্রবল শক্তি যখন নিজেদের সংগঠিত করতে ও নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে শ্রমিকদের অধিকার পায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছিল, সে সময়ের অন্ধকার দিনগুলিতে আরো কয়েকটি হিংসামূলক ধর্মঘট দেখা গিয়েছিল। আইডাহোর ক্যর ড্য' এলেনের ধাতু খনি শ্রমিকেরা, নিউ ইয়র্কের বাফেলোর রেলকর্মীরা এবং টেনেসির কয়লাখনি শ্রমিকেরা তাদের মালিকদের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে কাজ বন্ধ করেছিল এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজ্য আঞ্চলিক বাহিনীর সাহায্যে বলপ্রয়োগ করে তাদের ধর্মঘট ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। অশুভ আর্থিক মন্দা সমস্ত দেশে বাসা বাঁধলে এবং বেকার শ্রমিক বাহিনীর সংখ্যা তিরিশ লক্ষে বেড়ে গেলে শ্রমিক মালিক বিরোধ ভয়ানকভাবে বেড়ে যায়। এ সব বিরোধে ১৮৮৬ সালের ধর্মঘটের চেয়েও অনেক বেশি শ্রমিক—সংখ্যায় প্রায় ৭৫০,০০০ জড়িত হয়ে পড়েছিল। ১৮৯৪ সালের পুলম্যান্-ধর্মঘট এ সব সংঘর্ষের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

শিল্পে নিযুক্ত বিশাল শ্রমিকবাহিনীর অধিকাংশ সদস্যদের থেকে এক বিষয়ে "পুলম্যান্ প্যালেস্ কার কোম্পানীর" কর্মচারীরা অনেকটা স্বতন্ত্র ছিল। একটা আদর্শ শহরে বাস করার সুযোগ তারা পেয়েছিল। কোম্পানীর মালিকদের

প্রধান জর্জ এম পুলম্যান্ তাঁর শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। একটা ছোট মুক্ত অঙ্গনকে কেন্দ্র করে ছিমছাম ইট দিয়ে তৈরি বাড়ীঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মুক্ত অঙ্গনটিতে রঙ্গীন ফুলের ছোট ছোট বাগান এবং সবুজ ঘাসের মাঠ পাশাপাশি বিরাজ করত। সমস্ত এলাকাটিই "বহু বৃক্ষেব ছায়াসমন্বিত, বহু উদ্যান ও সুন্দর জলাশয় শোভিত ছিল এবং কোনো কোনো স্থানে শিল্প কারুকার্যে সুদৃশ্য বাগানও দেখা যাইত।" কোম্পানীর সংবাদ প্রতিনিধিব উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায়, পুলম্যান্ "ছিল এক কথায় এমনই একটি শহর যেখানে কুৎসিত ও বিসদৃশ বা নৈতিক অবনতিব কাবণ সব কিছুই বর্জন করা হইয়াছে এবং আত্মসম্মান জ্ঞানের প্রেরণাদায়ক সব কিছুর ব্যবস্থাই প্রচুর পবিমাণে রাখা হইয়াছে।"

কিন্তু সুখী জীবনের পরিচায়ক এ সব আয়োজন সত্যিই কি পুলম্যানে "প্রচুর পরিমাণে বাখা" হয়েছিল? কর্মচারীদেব এই সামন্ততান্ত্রিক বাজত্বে বাস করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তারা কোম্পানীর কাছ থেকে বাড়ী বা ফ্ল্যাট ভাড়া কবতে বাধ্য ছিল। কোম্পানীর কাছ থেকেই তাদের জল ও গ্যাস কিনতে হত এবং আবর্জনা পরিষ্কার ও বাস্তাঘাটে দৈনিক জল দেওয়া প্রভৃতি সেবামূলক কাজের জন্য তাদের কোম্পানীকে টাকা দিতে হত। কোম্পানী-পরিচালিত মুদির দোকান থেকে তাদের সব কিছু কিনতে হত এবং কোম্পানীব পাঠাগারের চাঁদাও তাদের দিতে হত। আবার এই আদর্শ শহরে বাড়ীভাড়া নিকটবর্তী অঞ্চলের বাড়ীভাড়ার চেয়ে প্রায় শতকরা পঁচিশ ভাগ বেশি ছিল। তার উপর এ সব বাড়ীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্নান করার আধার ছিল না এবং প্রতি পাঁচটি পরিবারের জন্য কলের জলের মাত্র একটি নল ছিল। সাধারণের সেবাকার্যের জন্যও অত্যন্ত উঁচু হারে টাকা নেওয়া হত। তাঁর সহ-শিল্পপতির সামন্ততান্ত্রিক রাজত্ব সম্বন্ধে স্পষ্টবক্তা মার্ক হানার নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছিল, "আদর্শ শহর না নরক! পুলম্যানে গিয়া দেখিয়া আইস নির্বোধ গরীব বেচারাদের শতকরা দশভাগ বেশি দরে জল ও গ্যাস বিক্রয় করিয়া পুলম্যান্ কত মুনাফা করিতেছে।"

১৮৯৩ সালের ব্যবসায় মন্দা কিছু দিনের জন্য পুলম্যান্ কোম্পানীকে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল এবং ৫,৮০০ শ্রমিকের মধ্যে ৩,০০০ এরও বেশি লোককে ছাঁটাই করে কোম্পানী, যারা রয়ে গেল তাদের মজুরি শতকরা পঁচিশ থেকে চল্লিশ ভাগ কমিয়ে ফেলে। কিন্তু কোম্পানীর বাড়ীগুলির ভাড়া সেই অনুপাতে কিছুই

কমানো হল না। কোম্পানী তার প্রাপ্য কেটে নেবার পর কোনো শ্রমিকই সাধারণতঃ সপ্তাহে দু'ডলারের বেশি উপার্জন করতে পারত না। একজন কর্মচারীর বেলায় দেখা গিয়েছিল যে, বাড়ীভাড়া কেটে নেবার পর তার বেতনের চেক্ দুই সেণ্টে এসে ঠেকেছিল। পুলম্যান্ মেথডিষ্ট এপিস্কোপাল ধর্মসম্প্রদায়ের যাজক রেভারেণ্ড ডব্লিউ এইচ্ কারওয়ার্ডিন বলে গেছেন, "শ্রমিকটি কোনো দিনই এই চেক্ ভাঙ্গায় নাই। সে উহা কাঠের ফ্রেমে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।" তা'হলেও এই একই সময়ে পুলম্যান্ কোম্পানী অংশীদারদের লভ্যাংশ দিয়ে আসছিল। ব্যবসায়ে উন্নতি লক্ষিত হবার পর কোম্পানী ২,০০০ কর্মচারীকে পুনর্নিযুক্ত করলেও মজুরি পুরোনো স্তরে নিয়ে যাবার বা বাড়ীভাড়া কমানোর কোনো চেষ্টাই করা হয় নি।

অবশেষে, ১৮৯৪ সালের মে মাসে, কর্মচারীদের একটি সমিতি তাদের অভিযোগ সম্বন্ধে বিবেচনা করতে কোম্পানীকে অনুরোধ করে। কোম্পানী তখনও লোকসান দিচ্ছে এই যুক্তিতে পুলম্যান্ মজুরি পুনর্বিন্যাস করতে সরাসরি অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং তিনি বাড়ীভাড়ার ব্যাপারেও কিছু করেন নি। তিনি হাল্কাভাবে বলেছিলেন যে, নিয়োগকর্তা ও বাড়ীওয়ালা হিসাবে কোম্পানীর দ্বৈত দায়িত্বের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। অভিযোগকারী সমিতির বিরুদ্ধে কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এই আলোচনার প্রায় পরের মুহূর্তেই সমিতির তিনজন সদস্যকে অবিলম্বে বরখাস্ত করা হয়।

এ বছর বহু দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে পুলম্যান্ কর্মচারীরা "আমেরিকান রেলওয়ে ইউনিয়নের" স্থানীয় সংস্থায় ব্যাপকভাবে সংগঠিত হয়েছিল। অন্যান্য প্রত্যেক শ্রমিক মহাসংঘ থেকে স্বাধীন এই সমিতি মাত্র আগের বছর ইউজিন ভি ডেব্‌স কর্তৃক শিল্পভিত্তিক শ্রমিক সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং রেলপথ কোম্পানীগুলির যে কোনো শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর নিকট সভ্যপদে উন্মুক্ত করা হয়েছিল। অভিযোগকারী সমিতির তিনজন সদস্য "আমেরিকান রেলওয়ে ইউনিয়নের"ও সদস্য ছিল এবং তারা বরখাস্ত হওয়ায় পুলম্যানের স্থানীয় শ্রমিক সংস্থাগুলি ধর্মঘট ঘোষণা করল। সব কর্মচারীদের বরখাস্ত করে এবং কারখানা বন্ধ করে দিয়ে কোম্পানী প্রত্যুত্তর দিলে জাতীয় মহাসংঘের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানানো হল। বিরোধের বিষয়গুলি নিয়ে সালিশের ব্যবস্থা করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু পুলম্যান্ এ সব চেষ্টা, "সালিশ মানিবার

মত কিছু হয় নাই" এই আপোষবিরোধী ঘোষণা-দ্বারা ব্যর্থ করলে "আমেরিকান রেলওয়ে ইউনিয়ন" সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হল। ২১শে জুন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এই সংস্থা জানালো—পাঁচ দিনের মধ্যে সালিশের বন্দোবস্ত না করা হলে সদস্যদের পুলম্যান্‌ কোম্পানীর গাড়ীতে হাত না দিতে নির্দেশ দেওয়া হবে।

এই বয়কট কাজে পরিণত করা হলে শুধু যে পুলম্যান্‌ কোম্পানীই প্রভাবিত হয়েছিল তাই নয়, যে সব রেল কোম্পানী পুলম্যানের গাড়ী ব্যবহার করত তারাও এতে জড়িয়ে পড়ল। শ্রমিক সংস্থার দ্বন্দ্বযুদ্ধের এই আহ্বান "প্রধান পরিচালকদের সমিতি" ('জেনারেল ম্যানেজার্স এসোসিয়েশন') তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে নেয়। এই সমিতি শিকাগোর সঙ্গে যুক্ত চব্বিশটি রেলপথের পরিচালকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল এবং এ সব রেল কোম্পানী একযোগে প্রায় চল্লিশ হাজার মাইল রেলপথ নিয়ন্ত্রিত করত। কোনো রেলগাড়ী থেকে পুলম্যান্‌ কোম্পানীর বগি "কাটিয়া লইলে" যে কোনো শ্রমিককে বরখাস্ত করার হুকুম এই সমিতি দিয়েছিল. কিন্তু "আমেরিকান রেলওয়ে ইউনিয়নের" সদস্যরা এত সহজে ভয় পায় নি। পুলম্যান্‌ কোম্পানীর বগিতে হাত দিতে রাজী না হওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তি বরখাস্ত হলে প্রতিবারই রেলগাড়ীর সব ক'জন কর্মচারীই কাজ ত্যাগ করত। জুলাই-এর শেষ নাগাদ ধর্মঘট এতটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের সব কটি রেলপথই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং দেশের সমস্ত পরিবহণ ব্যবস্থাই বিপন্ন হয়ে উঠেছিল।

রেল শ্রমিকদের প্রতি এক ধ্বনিবহুল আবেদনে ডেব্‌স ঘোষণা করলেন, "বিরোধটি উৎপাদক শ্রেণী ও দেশের অর্থ শক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হইয়াছে। শ্রমজীবীরা তাহাদের শ্রমের ফলের ন্যায্য অংশ পাইবার অধিকারী এই যুক্তির উপরই আমরা নির্ভর করিতেছি।" ধর্মঘটীদের প্রতি কোনো কোনো মহলে সহানুভূতি থাকলেও—(মার্ক হানা সালিশ মানতে পুলম্যানের অসম্মতিতে আবার তাঁর ব্যক্তিগত ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন) রক্ষণশীল পত্রিকাগুলি দৃঢ়ভাবে "প্রধান পরিচালকদের সমিতিকে" (জেনারেল ম্যানেজার্স এসোসিয়েশন) সমর্থন করেছিল। "শিকাগো হেরাল্ড" কাগজটি ঘোষণা করল, "ধর্মঘট পরাস্ত করাই রেলপথের পক্ষে প্রয়োজন।" আবার 'নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' কাগজ লিখল, এই বিরোধ "সরকার ও সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।"

রেল শ্রমিকদের বিদ্রোহের নেতা হিসাবে ইউজিন্‌ ভি ডেব্‌স রাতারাতি দেশব্যাপী খ্যাতিলাভ করলেন। মাত্র এক বছরের পুরোনো হলেও "আমেরিকান

রেলওয়ে ইউনিয়ন'' তাঁর বিচক্ষণ ও সক্ষম নেতৃত্বে এরই মধ্যে ১৫০,০০০ সদস্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল।

রেল শ্রমিকদের চারটি ভ্রাতৃসংঘের সদস্য সংখ্যার চেয়েও এই সংখ্যা বেশি ছিল এবং তা ক্ষীয়মান শ্রমিক-নাইটদের সম্প্রদায় এবং ধীরে ধীরে সম্প্রসারণশীল 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবারের' সদস্য সংখ্যার প্রায় কাছাকাছি গিয়েছিল। শিল্প-পরিচালক এবং শ্রমিক সংস্থাগুলি (ট্রেড ইউনিয়নগুলি) দু'পক্ষই ভয় পেয়েছিল যে, ডেব্‌স রেল কোম্পানীর সঙ্গে এই বিরোধে তাঁর সংগঠনকে সফল করতে পারলে শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনের যে নীতি তাতে অন্তর্নিহিত রয়েছে, তা জয়লাভ করে ভবিষ্যতের শ্রমিক সংগঠনের রূপদান করবে।

ডেব্‌স ছিলেন ফরাসীদেশের আলশাস্ থেকে আগত অভিবাসীদের সন্তান। তাঁর পিতামাতা ইন্‌ডিয়ানার তের্ ওত্ নামক স্থানে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন এবং সেখানে তাঁর বাবার একটা মুদির দোকান ছিল। ১৮৫৫ সালে তাঁর জন্ম হয়েছিল। চোদ্দ বছর বয়সে তিনি রেল কোম্পানীর কারখানায় কাজ করতে গিয়েছিলেন এবং দু'বছরের মধ্যেই ইন্‌জিনিয়ার হতে পেরেছিলেন। কিছুদিনের জন্য রেল কারখানা ত্যাগ করে তিনি মুদির দোকানের কেরানীর কাজ নিয়েছিলেন এবং হাল্‌কাভাবে রাজনীতি করেছিলেন। কিন্তু ১৮৭৮ সালে তিনি শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন এবং দু'বছর পর মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে একই সঙ্গে "ব্রাদারহুড অব্ লোকোমোটিভ্ ফায়ার মেন্" প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদক-কোষাধ্যক্ষ এবং 'লোকোমোটিভ্ ফায়ারমেন্‌স ম্যাগাজিন্' কাগজটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় পরবর্তী বার বছরে এই সংস্থাটি সফল ও আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হতে পেরেছিল। তা'হলেও ডেব্‌স ক্রমেই এই ভ্রাতৃসংঘের সঙ্কীর্ণ মনোভাব সম্বন্ধে এবং এই সংঘের সদস্য ও অন্যান্য রেল কর্মচারীদের মধ্যে সহযোগিতার অভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, দেশের রেলপথগুলিতে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিকদের একটি মাত্র সমিতিতে মিলিত করতে পারলেই শ্রমিক সম্প্রদায়ের এই উল্লেখযোগ্য শাখার স্বার্থ সাফল্যের সাথে প্রসারিত করা যাবে। ১৮৯২ সালে হঠাৎ তিনি 'ব্রাদারহুড অব্ লোকোমোটিভ্ ফায়ারমেন্' প্রতিষ্ঠানে তাঁর বেশি মাইনের চাকরিটি ছেড়ে দিলেন এবং প্রায় একাই 'আমেরিকান রেলওয়ে ইউনিয়ন' গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। ডেব্‌স ছিলেন সংগঠক হিসাবে নিপুণ, বিচক্ষণ ও

বাস্তবধর্মী। তিনি ছিলেন কুশলী ও শক্তিশালী বক্তা এবং নিজের বিশ্বাসের জন্য যে কোনো প্রকার আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত আদর্শবাদী। সমস্ত জীবন ধরে তিনি বিস্ময়জনক পরিমাণে অপরের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। পুলম্যান্‌ ধর্মঘটের সময় যে ভাবে তাঁর নিন্দা করা হয়েছিল এবং তাঁকে গালাগাল দেওয়া হয়েছিল সেরকম নিন্দা ও গালাগাল খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটেছিল। শ্রমিক সম্প্রদায়েব একনায়ক, অপরাধী, নৈরাজ্যবাদী, উন্মাদ, বিকৃতমস্তিষ্ক ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা আক্রান্ত হলেও পরে যে সব লোক তাঁর দৃষ্টিভংগীর বিরোধিতা করেছিল তারাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে থাকতে পারে নি। শতাব্দীর শেষ দশকের আক্রমণাত্মক শ্রমিক নেতা হিসাবেই হোক অথবা পরবর্তী জীবনে আমেরিকায় সমাজবাদের মুখপাত্র হিসাবেই হোক, তাঁর অবিচলিত সততা ও নিষ্ঠা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই উঠতে পারে না। অন্য কেউ তাঁর মত নিজেকে আমাদের জাতীয় জীবনসংগ্রামী জনতার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে এক করে ফেলেন নি অথবা যারা পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা পায় না তাদের পক্ষ এতটা আবেগের সঙ্গে সমর্থন করেন নি।

একটি বহুবার উদ্ধৃত ঘোষণায় ডেব্‌স বলেছিলেন, "যতদিন নিম্নতর শ্রেণী থাকিবে ততদিন আমি ঐ শ্রেণীরই অন্তর্গত। যতদিন সমাজে একটি অপরাধী উপাদান রহিয়া যাইবে আমি ততদিন ঐ উপাদানের অংশ হইয়া রহিব, যতদিন কারাগারে কোনো আত্মা বন্দী অবস্থায় থাকিবে ততদিন আমিও স্বাধীন হইতে পারিব না।"

দীর্ঘদেহ ও মেদবাহুল্যবর্জিত ডেব্‌সের বয়েস পুলম্যান্‌ ধর্মঘটের সময় উনচল্লিশ হলেও তিনি প্রায় কেশহীন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কপাল ছিল প্রশস্ত এবং চোখদুটি সরল। তিনি শান্ত ও নম্রস্বভাবের লোক ছিলেন। তাঁর মধ্যে এমন কিছু ছিল যা শুধু বিশ্বাসই জাগিয়ে তুলত না, তাঁর প্রতি ভালবাসারও সৃষ্টি করত। ক্ল্যারেন্স ড্যারো পরে লিখেছিলেন, "কোনো এক দেশে, কোনো এক সময় ইউজিন ডেব্‌সের চেয়ে অধিকতর দয়ালু, নম্র ও উদারমনা ব্যক্তি থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু আমি সেরকম ব্যক্তির পরিচয়লাভে সক্ষম হই নাই।"

পুলম্যান্‌ কোম্পানীর শ্রমিকদের আবেদনের ফলে 'আমেরিকান রেলওয়ে ইউনিয়নকে' যে ধর্মঘটে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল, তা ডেব্‌স চান নি। 'গ্রেট নর্দান' রেলপথে এই সংস্থা বিস্ময়জনকভাবে একটি ধর্মঘটে জয়লাভ করলেও ডেব্‌স

জানতেন যে তাঁর এই শিশু সংগঠন সম্মিলিত রেল কোম্পানীগুলির প্রবল বিরোধিতার পক্ষে তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে নি। কিন্তু পুলম্যান্ সালিশ ব্যবস্থায় রাজী না হলে তিনি মনে করলেন যে, তাঁর সংস্থা পুলম্যান্ কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রতি বিশ্বসঘাতকতা না করে সরে আসতে পারে না। তাদের সমর্থন করতে বাধ্য হয়ে ডেব্‌স সর্বদাই মধ্যপন্থাবলম্বন ও আত্ম-সংযমের পরামর্শ দিতে লাগলেন। তিনি ধর্মঘটীদের সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় থাকতে এবং কোনো ক্রমেই রেল কোম্পানীর সম্পত্তির ক্ষতি না করতে নির্দেশ দিলেন এবং ধর্মঘটের প্রথম পর্যায়ে তাঁর এই নির্দেশ কড়াকড়িভাবে মেনে চলা হয়েছিল।

'প্রধান পরিচালকদের সমিতি' কিন্তু শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। অবিলম্বে এই সমিতি ধর্মঘট ভাঙ্গাবার জন্য ক্যানাডা থেকে লোক আনতে শুরু করল এবং তাদের গোপনে গোপনে পুলম্যান গাড়ীর সঙ্গে ডাকগাড়ী যোগ করে দিতে নির্দেশ দিল। তাদের মতলব ছিল এই যে, পুলম্যান্ কোম্পানীর গাড়ী ধর্মঘটীরা কেটে নিলে তাদের বিরুদ্ধে ডাকপ্রেরণে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ আনা যাবে। তখন পর্যন্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপের কোনো সম্ভাবনা না দেখা গেলেও এই অমূলক আশঙ্কার নামেই তারা রেল কোম্পানীর মস্ত বড় বন্ধু অ্যাটর্ণী জেনারেল অল্‌নিকে দিয়ে ৩,৪০০ লোককে রেলগাড়ীগুলি চালাতে সাহায্য করার জন্য সহকারী ডেপুটি হিসেবে শপথ করিয়ে নিল। এ সব লোককে প্রকৃতপক্ষে রেল কোম্পানীগুলিই ভাড়া করেছিল এবং তাদের খরচও রেল-কোম্পানীরাই দিত। এই কৌশল সফল হয়েছিল। ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে ডেপুটিদের সংঘর্ষ দেখা দিতে লাগল; দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল এবং রেল কোম্পানীর সম্পত্তিও নষ্ট হতে লাগল। হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এ কথা প্রচার করতে বিলম্ব না করে পরিচালকদের সমিতি প্রেসিডেণ্ট ক্লীভ্‌ল্যাণ্ডের কাছে পুনরায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, ডাকের নিরাপত্তা ও আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের সংরক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী প্রেরণের আবেদন জানাল। পঞ্চদশ পদাতিক বাহিনীর চারটি বিভাগ শিকাগোয় পাঠানো হল।

ইলিনয়ের গভর্ণর অলট্‌গেল্ড্ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানালেন। তিনি প্রেসিডেণ্টকে তার করে জানালেন যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় নি এবং স্থানীয় সরকারের কর্মচারীরা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে সম্পূর্ণ সক্ষম রয়েছেন। তিনি বললেন, "রাজ্য সরকারকে অবহেলা করায় যে সব ব্যক্তির রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত তাহারাই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের

নিকট আবেদন করিয়াছে। বর্তমানে আমাদের কয়েকটি রেলপথ পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এজন্য শ্রমিকদের বাধাদান দায়ী নহে। রেল কোম্পানীরা রেলগাড়ী চালাইবার লোক পাইতেছে না বলিয়াই এইরূপ হইতেছে। ইলিনয় রাজ্যের গভর্ণর হিসাবে আমি সক্রিয় কর্তব্য পালন করা হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীর অবিলম্বে প্রত্যাহার দাবি করিতেছে।” কিন্তু অলট্‌গেল্ডের এই প্রতিবাদ শোনা হয় নি। হেমার্কেট স্কোয়ার ঘটনার সঙ্গে জড়িত নৈরাজ্যবাদীদের দণ্ড তিনি অল্প কিছুদিন আগেই মকুব করেছিলেন এবং খবরের কাগজগুলি “বিশৃঙ্খলার বন্ধু ও সমর্থক” বলে তাঁকে তীব্রভাবে আক্রমণ করতে লাগল। কংগ্রেসের কাছে পূর্বে একটি বাণী পাঠিয়ে ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড মজুরিসংক্রান্ত বিরোধের কারণ অনুসন্ধান ও এ সম্বন্ধে সালিশির ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলেও এ সময় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা ছাড়া অন্য কিছু তিনি দেখেন নি। তিনি যে দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করেছিলেন তা দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে রইলেন এবং রাজ্যসরকারের এলাকায় অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী ব্যবহারের পক্ষে এই যুক্তি দেখালেন যে, ডাকগাড়ীগুলি চালু রাখা তাঁর সাংবিধানিক কর্তব্যের অন্তর্গত। শোনা যায় যে তিনি এ সময়ে বলেছিলেন, “শিকাগোতে একটি পোষ্টকার্ড বিলি করিতে কোষাগারের প্রতিটি ডলার এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি সৈনিক আবশ্যক হইলেও সেই পোষ্টকার্ডটি বিলি করা হইবে।”

কিন্তু তা'হলেও ধর্মঘটীদের দল অবিচলিত থেকে গেল এবং ধর্মঘট ভাঙ্গাবার কাজে নিযুক্ত শ্রমিক, বিশেষ ধরনের সহকারী এবং সৈন্যবাহিনী সত্ত্বেও শিকাগোর সঙ্গে সংযোগস্থাপক রেলপথগুলির তিন-চতুর্থাংশ প্রায় সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে রইল। তার উপর আবার ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ছিল। ইন্‌জিনিয়ার, খালাসি. মিস্ত্রি, সিগন্যালকর্মী ও কারখানার সর্দার ও অন্যান্য কর্মীদের সহানুভূতিমূলক ধর্মঘট পূর্ব ও দূর পশ্চিম অঞ্চলে দেখা যাচ্ছিল। একই সঙ্গে হিংসাত্মক কার্যকলাপও বেড়ে চলছিল। বিরোধ ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠলে শান্তি•বজায় রাখার পক্ষে ডেব্‌সের চুক্তি ধর্মঘটী শ্রমিকদের আটকে রাখতে পারল না। সৈন্যবাহিনীর দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে রেলগাড়ী চলতে শুরু করলে ক্রুদ্ধ জনতা তা থামাতে চেষ্টা করল। ভবঘুরে ও গুণ্ডাদের দল ১৮৭৭ সালের রেল ধর্মঘটের মত এবারও অবিলম্বে এই পরিস্থিতিতে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেবার সুযোগ পেয়ে গেল। রেল কোম্পানীর জিনিসপত্র লুটপাট হল, মালগাড়ী ও যাত্রীবাহী গাড়ী পুড়িয়ে ফেলা হল এবং অন্যান্য সম্পত্তিও ক্ষতিগ্রস্ত করা হল।

বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়লে সংবাদপত্র ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাগুলি 'নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন' যাকে "যুক্তরাষ্ট্রে আজ পর্যন্ত শ্রমিক সম্প্রদায় ও পুঁজিপতিদের মধ্যে সর্ববৃহৎ সংগ্রাম" বলে অভিহিত করেছিল, তা থেকে সমজের সম্ভাব্য বিপদের আলোচনায় মুখরিত হয়ে উঠল। প্রায় সবাই বলতে লাগল যে, আর কোনো দিক চিন্তা না করে "এই বিদ্রোহ দমন করিতে হইবে।" রেল-শ্রমিক ও ধর্মঘটী আন্দোলনকারীদের মধ্যে একটা প্রভেদ দেখাবার চেষ্টা হল। বলা হল যে, প্রথম দলের লোকেরা "স্বার্থপর, নিষ্ঠুর ও উদ্ধত নেতাদের বলি" এবং প্রত্যেক সৎ শ্রমিককে এই "অসহনীয় স্বৈরাচার" থেকে নিজেদের মুক্ত করতে আহ্বান জানানো হল। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' নামে সংবাদপত্র ডেব্‌সকে "মানবজাতির শত্রু, অবাধ আইন ভঙ্গকারী" বলে অভিহিত করল এবং "শিকাগো হেরাল্ড" মত দিল যে, "দুর্দান্ত, বাক্যবাগীশ, একগুঁয়ে, উদ্ধত এই দাম্ভিক লোকটিকে তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া দেওয়া উচিত।"

জনতার কাজকর্ম এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের নানা ভীতিপ্রদ সংবাদ খবরের কাগজে ছাপা হতে লাগল। 'ওয়াশিংটন পোষ্টের' মত সংবাদপত্র বড় অক্ষরে শিরোনামা দিল "শিকাগো বিদ্রোহীদের মশালের আগুনে ভস্ম হইবার অপেক্ষায়"। ফলে সাধারণভাবে একটা ধারণা হয়ে গেল যে, গোটা শহরটাই বিপ্লব ও মাৎস্যন্যায়ের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ অবস্থায়ও 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ডের' একজন সংবাদদাতা অতিরঞ্জিত আতঙ্ক ও ভয়ের মধ্যেও নিজের ভারসাম্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তিনি ৯ই জুলাই তাঁর কাগজে খবর পাঠিয়েছিলেন যে, ব্যবসায়-বাণিজ্য আগের মতই চলছে, দোকানগুলিতে লোকের ভিড় কমে নি এবং "জনতা বা দাঙ্গা বা ধর্মঘটের কোনো চিহ্নই শহরের প্রধান প্রধান অঞ্চলে দেখা যাইতেছে না।"

কিন্তু রেল কোম্পানীগুলি তাদের রঙের তাস খেলে জয়লাভের ফন্দী বের করে রেখেছিল। তারা অ্যাটর্ণী জেনারেল অল্‌নিকে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতে সম্মত করিয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় বিভাগীয় আদালতে বিচারপতি পিটার জে গ্রসকাপের কাছ থেকে তারা একটা ব্যাপক হুকুমনামা করিয়ে নিল। এই হুকুমে প্রত্যেক লোককে ডাকগাড়ীর চলাচলে বাধা দিতে অথবা যার উপর আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য নির্ভর করছে এমন রেল পরিবহণে হস্তক্ষেপ করতে এবং রেল কোম্পানীর কর্ম-চারীদের তাদের দৈনন্দিন কাজ না করতে প্ররোচিত করতে নিষেধ করা হয়েছিল। সরকার ও আদালতগুলির সমস্ত শক্তির বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে ডেব্‌স

হতাশ হয়ে পড়লেন। কিছুদিন তিনি সাধারণ ধর্মঘট করতে শ্রমিক সম্প্রদায়কে রাজী করাতে পারবেন বলে আশা করেছিলেন। কিন্তু 'আমেরিকান ফেডারেশন্‌ অব্‌ লেবার' তাঁর এ আশা পূর্ণ হতে দেয় নি। এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য একটি শ্রমিক সম্মেলন আহ্বান করতে বাধ্য হলেও গম্‌পার্‌স সম্পূর্ণরূপে ধর্মঘটের বিরোধী ছিলেন। বস্তুতঃ, যে প্রতিষ্ঠান শিল্পভিত্তিক শ্রমিক অন্দোলনের বিরোধী নীতির উপর গড়ে উঠেছিল তা যে "আমেরিকান রেলওয়ে ইউনিয়নকে' সমর্থন করতে অসম্মত হবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু ছিল না।

১৩ই জুলাই গম্‌পার্‌স একটি বিবৃতির মাধ্যমে জানালেন, "এই সম্মেলনে প্রকাশিত মনোভাব আমরা এই বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ ধর্মঘট অসুবিধাজনক, অবিবেচনাপূর্ণ এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরোধী। আমরা আরো সুপারিশ করিতেছি যে, 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্‌ লেবারের' সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার জন্য ধর্মঘট করিয়া থাকিলে তাহার কর্মে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। যাহারা অনুরূপ ধর্মঘট করিবার কথা ভাবিতেছে তাহাদেরও নিজ নিজ কার্যে স্বাভাবিকভাবে নিযুক্ত থাকিতে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে।"

কোনো দিক থেকে সাহায্য না পেয়ে ডেব্‌স্‌, পুলম্যান্‌ কোম্পানী কোনো বৈষম্য না দেখিয়ে সমস্ত শ্রমিকদের কাজে পুনরায় বহাল করতে সম্মত হলে ধর্মঘট ও বয়কট তুলে নেবার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু আদালতগুলি তাদের পক্ষে কাজ শুরু করে দিয়েছিল বলে রেল কোম্পানীগুলির চিন্তার কোনো কারণ ছিল না। তারা সোজাসুজি ডেব্‌সের শান্তির প্রস্তাব নাকচ করে দিল এবং জানাল যে, "নৈরাজ্যবাদ কোনো মতেই স্বীকার করা হইবে না।"

ডাকগাড়ী চলাচলে বাধা দিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকদের নেতারা ষড়যন্ত্রের অপরাধে অপরাধী হয়েছে এই অভিযোগ শুনবার জন্য বিচারপতি গ্রসকাপ্‌ একটা বিশেষ জুরী ডাকলেন। আদালতের নির্দেশমত এবং তাঁর তিনজন সহকর্মীর বিরুদ্ধে তৎপরতার সঙ্গে অভিযোগ আনা হল। এই অপরাধে বন্দী করে তাঁদের জামিনে খালাস দেওয়া হল। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই আদালতের প্রথম হুকুমনামা না মানায় আদালত অবজ্ঞার অপরাধে তাঁদের আবার বন্দী করা হল। এবার তাঁদের জেলখানায় যেতে হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে ধর্মঘটীদের উপর অন্যান্য হুকুমনামা বলবৎ করা হয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনভঙ্গের অপরাধে ২০০ লোককে বন্দী করা হয়েছিল। তাছাড়া স্থানীয় পুলিশও কয়েক শ'

লোককে জেলে পাঠিয়েছিল। সম্পূর্ণভাবে নেতৃত্বহীন ও লক্ষ্যহীন হয়ে গিয়ে রেল-শ্রমিকেরা তাদের এই সম্পূর্ণ ব্যর্থ সংগ্রাম ত্যাগ করল এবং ধীরে ধীরে কাজে ফিরে গেল। ২০শে জুলাই সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করা হল। পুলম্যান্ ধর্মঘট সম্পূর্ণভাবে দমন করে সরকার হুকুমনামার সাহায্যে প্রথম জয়লাভে সক্ষম হ'ল।

কিছু বিলম্বের পর ডেব্সের বিরুদ্ধে আনীত আদালত অবমাননার অভিযোগ সার্কিট আদালত গ্রহণ করল। যুক্তি দেওয়া হল যে, সম্প্রতি সম্পাদিত শেরম্যান্ এ্যান্টি-ট্রাস্ট আইনের শর্ত অনুসারে ধর্মঘটের নেতারা আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে বাধা দেবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। পরবর্তী বসন্তকালে সুপ্রিম কোর্ট শেরম্যান্ আইনের প্রযোজ্যতার উপর কোনো বিনির্দেশ না দিয়ে নিম্নতর আদালতের রায় বহাল রাখলেন। আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে অথবা ডাকগাড়ীর চলাচলে কোনো বাধা অপসরণ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের অন্তর্নিহিত অধিকার রয়েছে বলে ঘোষণা করা হল।

ডেব্স ইলিনয়ের উডস্টকে ছ' মাসের জন্য জেলখানায় গেলেন। আদালতের কার্যকলাপ তাঁকে শহীদে পরিণত করেছিল এবং জেলের মেয়াদ শেষ হবার পর শিকাগোতে ফিরে এলে প্রায় এক লক্ষ সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষের জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। একটি বিশাল জনসভায় হেন্‌রি ডেমারেষ্ট লয়ড্ তাঁকে "আজিকার খাঁটি মানুষদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ব্যক্তি……বিচারবিভাগীয় লিঞ্চ আইনের বলি" (বিচারবিভাগীয় স্বৈরাচারের বলি) এই ভাবে সম্বোধন করলেন। জেলে থাকবার সময় ডেব্স দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, ধনতন্ত্রে শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক। তিনি সমাজবাদী হয়ে পড়লেন এবং এ সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে এমন একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে উৎসর্গ করলেন। তিনি বারবার বলতেন যে, এই ব্যবস্থায় মালিকরা "আমরা যাহা দিতে চাহিতেছি তাহা লইয়া কাজ কর অথবা না খাইয়া মর" এই অনুশাসন বলবৎ করার জন্য সরকারের সাহায্য লাভ করতে পারে। ১৯২৬ সালে তাঁর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সমাজবাদী পতাকাতলে শ্রমিকদের অধিকার দাবি করতে তিনি একদিনের জন্যও বিরত হন নি এবং প্রেসিডেন্ট পদের জন্য তাঁর দল তাঁকে পাঁচবার মনোনীত করেছিল।

শ্রমিক সম্প্রদায় ও তাদের সমব্যথীরা তিক্ততার সঙ্গে পুলম্যান্ ধর্মঘটে যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী ব্যবহারের নিন্দা করেছিল। কিন্তু অন্যত্র সরকারী নীতি প্রবলভাবে সমর্থিত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার দুইটি কক্ষ 'সিনেট' ও

'হাউস' প্রেসিডেণ্ট ক্লীভ্‌ল্যাণ্ডকে সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। রাজনীতিক নেতারা এই পরিস্থিতিতে তাঁর শাসনক্ষমতার প্রশংসায় অসংখ্য বিবৃতি দিয়েছিল এবং রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলি সবাই যে ঘটনাকে "ডেব্‌স বিদ্রোহ" বলে অভিহিত করতে শুরু করেছিল, তা শক্ত হাতে দমন করার জন্য ক্লীভ্‌ল্যাণ্ডকে জাতির পরিত্রাতা বলে তুলে ধরল। সরকারী ক্ষমতা সন্দেহহীনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। ইতিহাসবিদ্‌ জেম্‌স ফোর্ড বোড্‌স লিখেছিলেন, "এই দেশের লোক সুবিচারপূর্ণ সিদ্ধান্ত শ্রদ্ধা করে বলিয়া আমরা ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড ও অল্‌নির নিকট অপরিমেয় মূল্যের একটি নজিরের জন্য ঋণী।"

শ্রমিকদের দাবির বিরোধিতায় বিচারবিভাগীয় হুকুমনামা মালিকদের কতটা ক্ষমতাশালী করতে পারে তার পরিচয়ই বোধ হয় পুলম্যান্‌ ধর্মঘটের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতি। মালিকরা যেখানে এত সহজে আদালতে গিয়ে ধর্মঘট ও বয়কটের বিরুদ্ধে হুকুমনামা আদায় করতে পারে সেখানে শ্রমিকদের আর কি করার থাকতে পারে? বিবাদের বিষয় ন্যায্য কি অন্যায্য সে দিকে না তাকিয়ে সরকার শ্রমিকদের বিরুদ্ধে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলে সেখানে শ্রমিকদের কি কোনো আশা থাকতে পারে? মনে হতে লাগল যে, শ্রমিকদের হাত সম্পূর্ণরূপে বেঁধে রাখা হয়েছে। "আমেরিকান ফেডারেশন অব্‌ লেবার" আমেরিকান রেলওয়ে ইউনিয়নকে সমর্থন করে কোনো ঝুঁকি নিতে রাজী না হলেও হুকুমনামার সাহায্যে দেশ শাসনের অবসানের জন্য আন্দোলন তাদের শুরু করতে হয়েছিল এবং সেদিন থেকে এই লক্ষ্য শ্রমিকদের কাছে অত্যন্ত প্রাধান্য পেয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের মত বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকেও এ প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে নি।

হোম্‌ষ্টেড্‌ ও পুলম্যান্‌ ধর্মঘট গায়ের জোরে দমন করা হলে শ্রমিকদের অসন্তোষ আরো বেড়ে গেল। কিন্তু বেকারত্ব আরো বেশি উৎসাহহীনতা ও হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়াল। দেশের প্রত্যেক অঞ্চল থেকে "শ্রমিকবাহিনী" রাস্তায় নেমে এল এবং সাহায্য দাবি করার জন্য দল বেঁধে ওয়াশিংটনের দিকে অভিযান শুরু করল।" "কক্সির বাহিনীই" ছিল এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই বাহিনীটি সত্যি সত্যিই রাজধানীতে পৌঁছেছিল। কিন্তু সেখানে যাওয়া মাত্র 'হোয়াইট হাউসের' (প্রেসিডেণ্টের বাসভবন) মাঠে অনধিকার প্রবেশ করার অপরাধে তাদের নেতা বন্দী হলে এই বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু ছেঁড়া পোষাক পরিহিত দুর্ভাগা শ্রমিকদের আরো কয়েকটি দল রাজপথ দিয়ে

'অগ্রসর হতে লাগল। সমস্ত দেশে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের বিক্ষোভ দমন করতে এবং সব সময়েই জনতাতন্ত্রের এই আশঙ্কার বিরুদ্ধে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বলা হয়। ইতিমধ্যে দেশের কৃষকদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ কৃষকবিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল এবং নিম্নগামী মূল্যস্তর কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্য প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে আনল। "জনতাবাদ" প্রেয়ারী অঞ্চলে অসাধারণ সাফল্য লাভ করল এবং সাধারণভাবে তা মধ্য-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকদের বিদ্রোহ হলেও, পূর্বাঞ্চলের শ্রমিক সম্প্রদায়ও এই মতবাদের দ্বারা আকৃষ্ট না হয়ে পারে নি। কারণ, তারা অনুভব করেছিল সর্বত্র সরকারী ক্ষমতা তাদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করা হচ্ছে। সংগঠিত ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা দেশ শাসনের সম্পূর্ণ ধারনাই "জনতাবাদ" উল্টে দিতে চেয়েছিল। অনেকটা জ্যাকসনীয় গণতন্ত্রের মতই এই মতবাদ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় জনসাধারণের যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অন্যায়ভাবে অধিকার করেছে বলে মনে করা হচ্ছিল, তা তাদের ফিরিয়ে দিতে প্রয়াস পেয়েছিল।

১৮৯২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে 'জনতাবাদী' দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সম্পদ যারা সৃষ্টি করে তারাই সম্পদের মালিক এই ধারণাই দলের মূল নীতি বলে স্বীকৃত হয়েছিল। এই দল নিজেদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে দেশের প্রত্যেক শ্রমিককে একতাবদ্ধ হতে আহ্বান জানায়, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের আনুগত্য লাভের জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করা হয় নি। অবাধ ও অপরিমিত রৌপ্য মুদ্রা প্রচলনের দাবি কৃষক সমাজের অসন্তোষ প্রতিফলিত করলেও শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সম্পূর্ণ অনুকূল অন্যান্য দাবি তুলে ধরা হয়েছিল।

জনতাবাদী বক্তারা ঘোষণা করত, "আত্মরক্ষার জন্য সংগঠিত হইবার অধিকার হইতে শহরের শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হইতেছে। বাহির হইতে আমদানি দুঃস্থ শ্রমিকগণ তাহাদের মজুরি নামাইয়া আনিতেছে। আমাদের আইন দ্বারা স্বীকৃত না হইলেও তাহাদের গুলি করিয়া মারার জন্য এক ভারাটিয়া সৈন্যবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহারা দ্রুত ইয়োরোপের শ্রমিকদের অবস্থায় নামিয়া যাইতেছে।" এই পরিস্থিতি প্রতিরোধ করার জন্য জনতাবাদীরা মুদ্রাব্যবস্থা ও অন্যান্য ধরনের সংস্কারের পরিপূরক হিসাবে 'জাতীয় শ্রমিক সংঘ', শ্রমিক-নাইটদের সম্প্রদায়, এমন কি 'এ এফ্‌ অব্‌ এল' গতানুগতিকভাবে যে সব দাবি জানাত সেগুলির মধ্যে বেশ কয়টি গ্রহণ করেছিল। তারা অভিবাসন

সীমিত করতে, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগ নিষেধ আইন ও সরকারী প্রকল্পে আট-ঘণ্টা দিন আইন বলবৎ করতে, শ্রমিক বিরোধে হুকুমনামা ব্যবহার তুলে দিতে এবং "পিন্‌কারটন্‌ ব্যবস্থা বলিয়া পরিচিত ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনীকে" বেআইনী ঘোষণা করতে চেয়েছিল।

শ্রমিক-নাইটরা তাদের ক্ষীণশক্তি দিয়ে "জনতাবাদী" দলকে সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিল এবং ১৮৯২ সালের সম্মেলনে তাদের বিরাশি জন প্রতিনিধি হাজির ছিল। একটিমাত্র কর প্রয়োগের অভিযানে হেন্‌রি জর্জকে এবং সমাজবাদী সংস্কার প্রসারে জাতীয়তাবাদী ক্লাবগুলি স্থাপন করতে এডওয়ার্ড বেলামিকে যে সব শ্রমজীবী সংঘ সমর্থন করেছিল তারা আনুষ্ঠানিকভাবে জনতা দলের সঙ্গে সংযুক্ত হল। ইউজিন ভি ডেব্‌স এ সময়ে সবেমাত্র সমাজবাদে দীক্ষালাভ করেছিলেন এবং পুলম্যান্‌ ধর্মঘটের ব্যর্থতা নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তা করছিলেন। তিনি ধনবান লোকদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করবে মনে করে সর্বান্তঃকরণে এই কার্যক্রম সমর্থন করেছিলেন। শুধু 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্‌ লেবার' আর একবার স্যামুয়েল গম্‌পার্‌সের প্রভাব প্রতিফলিত করে দূরে সরে থাকল।

মহাসংঘের ভেতরকার সমাজবাদীদের মহাসংঘকে তৃতীয় একটি শ্রমিকদের দল বা দলের সমষ্টির পক্ষে টেনে আনার দৃঢ় প্রচেষ্টা অল্প কিছুদিন আগে ব্যর্থ হয়েছিল। এই তৃতীয় দল বা দলের সমষ্টি "উৎপাদন ও বণ্টনের প্রতিটি উপায় জন-সাধারণের যৌথ মালিকানায়" রাখার দাবি করবে বলে ঠিক হয়েছিল। গম্‌পার্‌স এই প্রশ্নে জয়লাভ করলেও ১৮৯৪ সালে সভাপতি নির্বাচনে পরাজিত হন। "ইউনাইটেড মাইন্‌ ওয়ার্কার্স" নামে সংস্থার নেতা জন ম্যাকব্রাইড্‌ সভাপতি হন এবং মহাসংঘের কেন্দ্র ইণ্ডিয়ানোপলিসে স্থানান্তরিত হল। কিন্তু গম্‌পার্‌সের এই পরাভব বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। পরবর্তী সম্মেলনে তিনি যে সভাপতির পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন শুধু তাই নয়, সমাজবাদের বিরুদ্ধে তাঁর দৃষ্টিভংগীও প্রবলভাবে পুনর্প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'জনতাবাদের' সমর্থনে 'এ এফ্‌ অব্‌ এল্‌' একটি দলীয় মনোভাব গ্রহণ করাকে, এই মর্মে দাবি উঠলে মহাসংঘের পুনর্নির্বাচিত সভাপতি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করতে আরো দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। অবাধ রৌপ্য মুদ্রার সমর্থক দলকে সাহায্য করতে 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্‌ লেবার' প্রস্তুত ছিল না। শ্রমিকদের সমস্ত শক্তি আন্দোলনের সমস্যার উপর কেন্দ্রীভূত করার গুরুত্বের উপর পুনরায় জোর

দিয়ে গম্‌পার্‌স বললেন, "এই সব মধ্যবিত্ত শ্রেণীসুলভ প্রশ্ন শুধু তাহাদের নিজ স্বার্থ হইতে শ্রমিকদের মনোযোগ সরাইয়া নেয়।"

১৮৯৬ সালে গণতন্ত্রবাদী দল জনতাবাদীদের কার্যক্রম অবলম্বন করে শুধু সাধারণতন্ত্রী দলের বিরুদ্ধেই নয়, নিজেদের মধ্যে রক্ষণশীল অংশের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করলে কিন্তু শ্রমিকদের কাছ থেকে তারা ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছিল। দু'টি রাজনৈতিক দলই শ্রমিক সম্প্রদায়ের ভোটের গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান্ শ্রমিকদের সমর্থন লাভে এত দূর গিয়েছিলেন যে, এক বক্তৃতায় তিনি জানান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তিনি গম্‌পার্‌সকে তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সদস্য করে নেবেন। কিন্তু এই সঙ্কেতও 'এ এফ্ অব্ এলে্র' নেতাকে টলাতে পারে নি। মার্ক হানা উইলিয়াম ম্যাক্‌কিনলির নির্বাচন অভিযান পর্দার আড়াল থেকে বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিচালনা করছিলেন এবং সাধরণতন্ত্রী দলের নেতারা অন্য একটি কৌশল খাটিয়েছিল। তাদের মাইনের খামে নোটিশ এঁটে দিয়ে শ্রমিকদের সতর্ক করা হল যে, গণতন্ত্রবাদীরা জয়ী হলে আরো বেশি সংখ্যায় কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে এবং আরো বেশি লোক বেকার হবে। ব্রায়ান্, অল্‌টগেল্ড ও ডেব্‌সের নেতৃত্বে "সমাজবাদী ও বিপ্লবী শক্তিগুলি" নির্বাচনে জয়ী হলে যে আর্থিক বিপর্যয় দেখা দেবে সে সম্বন্ধে ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী করে শ্রমিকদের বাধ্য রাখবার সবরকম চেষ্টাই করা হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত, ধনতন্ত্রের সংগঠিত ক্ষমতা সাধারণতন্ত্রী দলের মাধ্যমে গণতন্ত্রী পতাকাতলে যুদ্ধমান কৃষকও শ্রমিকদের আক্রমণ তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিতে পেরেছিল। ম্যাক্‌কিন্‌লি নির্বাচিত হলেন। এই মৈত্রী যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে নি অথবা যথেষ্ট শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে নি যাতে আর্থিক ও সামাজিক সংস্কারের কার্যক্রম সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করতে সক্ষম একটি কৃষক-শ্রমিক দল গঠিত হতে পারে। স্যামুয়েল গম্‌পার্‌স তাঁর সংগঠনকে রাজনীতির বাইরে রাখতে পেরেছিলেন এবং বোধ হয় দলাদলির অগভীর চড়ায় জলমগ্ন পূর্ববর্তী শ্রমিক সমিতিগুলির ভাগ্য থেকে সংগঠনটিকে টেনে আনতে পেরেছিলেন। কিন্তু যে সমাজ ব্যবস্থা ধর্মঘট ভাঙ্গা, পিন্‌কারটন্ ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং হুকুমনামার সাহায্যে দেশ শাসন সমর্থন করছিল, ১৮৯৬ সালের নির্বাচনে তারই রক্ষণশীল সমর্থকরা জয়লাভ করল।

১৮৯৬ সালের নির্বাচন অভিযানের উত্তেজনা কমে গেলে শ্রমিক সম্প্রদায়

নিজেদের পরিস্থিতি অনুধাবন করে নিরুৎসাহ হওয়ার পক্ষে বহু কারণ পেয়েছিল। আর্থিক মন্দার আগে মজুরিতে যেটুকু বৃদ্ধি হয়েছিল, তা প্রায় সবটাই চলে গিয়েছিল। শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের গড় বাৎসরিক আয় ৪০৬ ডলারের বেশি ছিল না বলে হিসাব করা হয়েছে। অত্যন্ত উচ্চস্তরের দক্ষতা আবশ্যক এমন কয়েকটি পেশা ভিন্ন অন্য সর্বত্র যে 'আট-ঘণ্টা দিনের' জন্য এতদিন ধরে শ্রমিকেরা সংগ্রাম করে আসছিল, তা থেকে অনেক বেশি সময় কাজ করতে হত। সাধারণতঃ কাজের সময় ছিল সপ্তাহে চুয়ান্ন থেকে তেষট্টি ঘণ্টা। ইস্পাত কারখানা, কাপড়ের কলে কাজের সময় ছিল আরো দীর্ঘ। বস্তির মধ্যে অবস্থিত যে সব পোষাকের কারখানায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের অত্যধিক খাটানো হত সেখানে এই অন্তহীন পরিশ্রমের বদলে তাদের যৎসামান্য মজুরিই জুটত। শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের কোথাও কোনো আর্থিক নিরাপত্তা ছিল না।

শ্রমসম্বন্ধে আইন রচনার সূত্রপাত দেখা গেলেও, বিগত শতাব্দীর সপ্তম দশকের শেষ দিকে 'জাতীয় শ্রমিক সংঘ' যে সব লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল সেগুলি লাভ করার পথে সামান্যই অগ্রসর হওয়া গিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার শ্রমিকদের বিষয়ে একটা পরিসংখ্যান দপ্তর স্থাপন করেছিল এবং বত্রিশটি রাজ্যেও অনুরূপ দপ্তর স্থাপন করা হয়েছিল। একটি বিদেশাগত চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক আইনও প্রণীত হয়েছিল এবং "চীনদেশের লোকদের বহিষ্কার আইনও" গৃহীত হয়েছিল। ১৮৯৮ সালে প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিন্‌লি একটি 'শিল্পকমিশন' নিয়োগের সুপারিশ করেছিলেন। শিল্পের কোনো কোনো নির্দিষ্ট পর্যায় নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং খনি ও কলকারখানায় কাজকর্মের পরিবেশে উন্নতি সাধনের জন্য কয়েকটি রাজ্য-আইনও রচিত হয়েছিল। কিন্তু এ সব সামান্য লাভের বিপরীত দিকে লোকসানের খাতায় ছিল শ্রমিক সংস্থাগুলির সাধারণভাবে দুর্বল অবস্থা। বাণিজ্যে বাধা দেবার জন্য এক জোট হওয়া নিষিদ্ধ করা শেরম্যান আইনের উদ্দেশ্য ছিল। এই আইন শ্রমিকদের উপর প্রয়োগ করে এবং ধর্মঘট ও বয়কট দমন করতে হুকুমনামা ব্যবহার করে প্রকৃত পক্ষে পুরোনো ষড়যন্ত্র-আইনই ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।

তার উপর বিগত শতাব্দীর নবম দশকের সর্বোচ্চ শিখর থেকে, সংগঠিত শ্রমিকদের সংখ্যা অনেকটা নেমে এসেছিল। প্রায় দশ লক্ষ থেকে এই সংখ্যা তার এক-তৃতীয়াংশে এসে ঠেকেছিল। ১৮৯৩ সালে গম্‌পার্স জাতীয় সংস্থাগুলি সর্বপ্রথম আর্থিক মন্দা সহ্য করতে পেরেছে বলে দম্ভ করতে পারলেও ১৮৯৭ সালে 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্‌ লেবারের' সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫০,০০০।

রেলপথ ভ্রাতৃসংঘ ও অন্যান্য স্বাধীন শ্রমিক সংস্থায় খুব সম্ভব আরো ১০০,০০০ সদস্য ছিল। পূর্বের তুলনায় শ্রমিকদের এই প্রাণকেন্দ্র অনেকটা দৃঢ় সংবদ্ধ ও কার্যকরভাবে সংগঠিত হলেও মোট সদস্য সংখ্যার দিক দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন চতুর্থ দশকের প্রথমে বা সপ্তম দশকের শেষে যা দাবি করতে পারত তা থেকে বেশি কিছু করা যায় নি।

শিল্পে নিযুক্ত অদক্ষ শ্রমিকদের বিশাল সমষ্টি অসংগঠিত রয়ে গেল। অভিবাসী শ্রমিকদের অন্তহীন প্রবাহ থেকে লোক নিয়ে মালিকরা তাদের বদলে নিযুক্ত করতে পারত এবং সরকার ও বিচার বিভাগ থেকে ধর্মঘট ভাঙবার কাজে সমর্থন পেত। ফলে অদক্ষ শ্রমিকেরা দীর্ঘ কাজের সময়, সামান্য মজুরি ও খুশি মত বরখাস্ত হওয়া থেকে নিজেদের কোনোভাবেই রক্ষা করতে পারত না। হোম্‌ষ্টেড্‌ ও পুলম্যান্‌ দু'টি ধর্মঘটের প্রচণ্ড ব্যর্থতাই,—শ্রমিকেরা নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে চেষ্টা করলে কত প্রবল ক্ষমতা তাদের বিরোধিতা করবার জন্য সংগঠিত হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের তিক্ত শিক্ষা দিয়েছিল। 'এ এফ্‌ অব এলের' পক্ষপুটে আশ্রিত পুরোনো ধরনের শ্রমিক সংস্থাগুলি আরো শক্তিশালী করে চালাতেই সামগ্রিকভাবে শ্রমিক সম্প্রদায়ের কিছুটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা দেখা যাচ্ছিল।

প্রগতির যুগ

১৯০১ সালে প্রেসিডেন্টরূপে থিওডোর রুজভেল্টের নির্বাচন থেকে আরম্ভ করে ষোল বছর পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমাদের যোগদানের দিন পর্যন্ত প্রগতির যুগ। এ যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র উদার মনোভাবের সম্প্রসারণ পরিলক্ষিত হতে দেখা গিয়েছিল। ব্যবসায়ীদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে জনসাধারণের যে অসন্তোষ ১৮৯৬ সালের নির্বাচন অভিযানে জ্বলে উঠেছিল, ব্রায়ান পরাভূত হওয়ার সঙ্গে তার উপশম হয় নি। আরো বেশি ব্যাপক ও আরো কম চরম মতবাদী আন্দোলনের মধ্যে তা নতুন করে প্রকাশিত হয়েছিল। দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলেব মাধ্যমেই এই আন্দোলন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের জন্য বার বার আঘাত হানছিল। অধিকতর সামাজিক সুবিচার অন্বেষণের দৃঢ়তায় জাতি যে কোনো আকারের "অদৃশ্য সরকার" ও কায়েমী স্বার্থের অবসান দাবি করল। উদারপন্থী উদ্দেশ্য সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে লাভ না করা গেলেও বিভিন্ন দিকে কার্যকরভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং "দেশের নীতিবোধ দৃঢ়তর" হওয়ায় প্রগতির যুগ বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের অথবা বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের জনমতের আবহাওয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রলাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

বাণিজ্যজোটগুলিকে শাসন, রেল কোম্পানীদের নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কার ও সাধন এবং আমদানি শুল্ক হ্রাস করতে জাতীয় রঙ্গমঞ্চে প্রবল চেষ্টা করা হয়েছিল। এই একই সময়ে রাজ্যগুলি বস্তি সমস্যার কুফল উপশম করতে, শিল্পে নিযুক্ত নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে এবং সাধারণভাবে কলকারখানার পরিবেশে উন্নতিসাধন করতে নিজ নিজ আর্থিক ও সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল। উনবিংশ শতকের অবাধ বাণিজ্য (লেসে-ফেয়ে) মতবাদের জায়গায় সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত হতে দেখা গেল এবং এই দায়িত্ববোধ শিল্পায়ন ও সহরাঞ্চলের প্রসারজনিত ক্রমবর্ধমান সমস্যার সমাধানে সরকারী

হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা মেনে নিল। অধিকন্তু, শান্তি ও সমৃদ্ধির পটভূমিকাতে এ সব সুবিধালাভ করা গিয়েছিল বলে জীবনযাত্রার মানেও বেশ কিছু উন্নতি দেখা গেল। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের মাঝামাঝি যে গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের উপর তীব্র আঘাত করা হয়েছিল প্রাণবন্ত আশাবাদের মধ্যে তা আবার পুনরুজ্জীবিত হল।

শ্রমিক সম্প্রদায় এ সব সাধারণ সুযোগ সুবিধার অংশ পেয়েছিল এবং কংগ্রেস ও রাজ্য আইনসভার বিভিন্ন জনহিতকর আইন প্রণয়নের ফলে শেষ পর্যন্ত বহুলাংশে উপকৃত হয়েছিল। তা'হলেও সামগ্রিকভাবে জাতির অগ্রগতির মাপকাঠিতে বিচার করলে প্রগতির যুগের এই ক'টি বছরে অধিকাংশ শ্রমিকের অবস্থা বিশেষ উন্নত হতে পারে নি। শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি, অর্থাৎ তাদের মজুরির ক্রয়ক্ষমতা, প্রকৃতপক্ষে কমে গিয়েছিল। অধিকন্তু একদিকে শ্রম-সংক্ষেপক যন্ত্রপাতির ক্রমবর্ধমান প্রবর্তন ও অন্য দিকে অভিবাসীদের তবঙ্গের পর তরঙ্গ পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে সবসময়ই উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের দল সৃষ্টি করেছিল। এই পরিস্থিতি যে শুধু মজুরি কমিয়ে রেখেছিল তাই নয়, শ্রমিকদের মনে সব সময়ই বেকারত্বের ভয়াবহ আশঙ্কা থাকার জন্য তাদের নিরাপত্তাবোধের অভাবও বেড়ে গিয়েছিল।

নতুন নতুন আইন প্রণয়ন সত্বেও অধিকাংশ শ্রমিকের কর্মপরিবেশে অতি মন্থরগতিতে পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছিল। কলকারখানায় পালনীয় আইনকানুন এসময়েও যথেষ্ট ছিল না এবং প্রায়ই সেগুলি অক্ষমভাবে বলবৎ করা হত। কয়লার খনি, ইস্পাতের কারখানা, মোড়কে খাদ্য বাঁধাইয়ের কারখানা, নারী ও শিশু শ্রমিকদের নির্মমভাবে শোষণরত কাপড়ের কলগুলিতে এবং সহরাঞ্চলের অত্যাচারী পোষাক নির্মাণ শিল্পে জীবনের নিষ্করুণ পরিবেশ সামগ্রিকভাবে দেশ যে সমৃদ্ধি ভোগ করছিল তার প্রতি তীব্র দৃষ্টি হেনে চলছিল।

শ্রমিক সংগঠনের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এ ক'টি বছরে প্রাপ্ত সুযোগসুবিধাগুলি ছিল অসম ও অনিশ্চিত। কিছুদিনের জন্য মনে হয়েছিল শিল্পে শান্তিপূর্ণ অবস্থার উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। কিন্তু শ্রমিক সংস্থাগুলি শক্তি সংগ্রহ করতে থাকলে মালিকরা প্রতি আক্রমণ করে। ফলে বিরোধ আরো বেড়ে যায় এবং আদালত ও ধর্মঘটের ক্ষেত্রে শ্রমিক সম্প্রদায় আরো পিছিয়ে পড়ে। এযুগের শেষ কয়েকটি বছরেই

সদস্য সংখ্যা ও দর কষাকষি করার ক্ষমতা বেশ কিছুটা বেড়ে গিয়ে প্রথম দিকের অগ্রগতি নতুন করে দেখা গিয়েছিল।

সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের উপর 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার' প্রায় সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল ('আই ডব্লিউ ডব্লিউ'-এর ভুঁইফোড় আবির্ভাবের কথা আমরা পরে আলোচনা করব)। এই প্রতিষ্ঠান এসময়েও তার সঙ্গে সংযুক্ত সংস্থাগুলির কল্যাণ ও মর্যাদা নিয়ে চিন্তিত ছিল। দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিক নিয়েই আবার প্রধানতঃ এ সব সংযুক্ত শ্রমিক সংস্থা গড়ে উঠেছিল। আগামী কয়েকটি বছরেও এ ধরনের বিবেচনার গুরুত্ব বজায় ছিল। কয়লা খনি, পোষাক নির্মাণ এবং বস্ত্রশিল্পে 'এ এফ্ অব্ এলের' সদস্য সংস্থাগুলির প্রকৃতি শিল্পভিত্তিক হলেও এবং অন্য কয়েকটি সংস্থায় অদক্ষ শ্রমিকদের সদস্য করা হলেও বিশালায়তন উৎপাদন শিল্পগুলিতে নিযুক্ত অধিকাংশ কর্মচারীই শ্রমিক সংস্থাব অন্তর্ভুক্ত হতে পাবে নি। এ ধরনেয় শ্রমিকেরা ছিল প্রধানতঃ বিদেশাগত, নিরক্ষর এবং আমেরিকার সংস্কৃতিতে অনভ্যস্ত। প্রগতির যুগে সংগঠিত শ্রমিকদের ইতিহাস অনুসরণ করবার সময আমাদের মনে রাখা উচিত যে, দেশের শ্রমজীবীদের শতকরা দশ ভাগেরও কম তাতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল।

স্পেনের সঙ্গে,—পররাষ্ট্রসচিব জন্ হের ভাষায়, "আমাদেব চমৎকার ক্ষুদ্র যুদ্ধের" পর জাতীয় শ্রমিক সংস্থাগুলি ও মালিকদের মধ্যে সম্পর্ক এতটা অনুকূল মোড নিয়েছিল যে, ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যবর্তী বছরগুলিকে "শ্রম ও মূলধনের মধুচন্দ্রিমার কাল" বলে অভিহিত করা হয়েছে। কয়েকটি ধর্মঘট মাঝে মাঝে এই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত করলেও অন্ততঃ বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের বিক্ষুব্ধ শিল্পবিরোধের তুলনায় যথেষ্ট উন্নতি দেখা গিয়েছিল। বেশ কয়েকটি শিল্পে মালিক ও শ্রমিক দু'পক্ষই শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। পুলম্যান্ ধর্মঘটে যে ধরনের সংঘর্ষ রূপায়িত হয়েছিল তাব ব্যর্থতার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে দায়িত্বশীল শ্রমিক নেতাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল। বহু শিল্পপতি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ধর্মঘটগুলি দমন করা সম্ভব হলেও তাদের বিপজ্জনক আর্থিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকতে বাধ্য। অতীতের অভিজ্ঞতার ফলে সংযত হয়ে গিয়ে সাধারণভাবে দেশের লোক জনসাধারণের স্বার্থ বিপন্ন না করে শিল্প-বিরোধ মীমাংসার জন্য ক্রমেই অধিকতর প্রবলভাবে দাবি জানাতে লাগল।

শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধে এই নতুন দৃষ্টিভংগী সবচেয়ে স্পষ্টভাবে "জাতীয়

নাগরিক মহাসংঘের" ('ন্যাশনাল সিভিক ফেডারেশন') মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৮৯৬ সালে প্রথমে শিকাগোতে প্রতিষ্ঠিত হলেও শতাব্দী মোড় ঘুরবার সঙ্গে সঙ্গে এই মহাসংঘ ব্যাপকভাবে জাতীয় ভিত্তিতে কাজ শুরু করেছিল। শিল্পে শান্তি বজায় রাখার জন্য একটি সংযুক্ত প্রচেষ্টায় পুঁজিপতি শ্রমিক-সম্প্রদায় ও জনসাধারণকে একত্র করাই ছিল এই মহাসংঘের উদ্দেশ্য। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে যে মনোভাব দেখা যেত তাতে সব রকমের শ্রমিক বিক্ষোভকেই নৈরাজ্যবাদীদের কাজ বলে মনে করার দিকে ঝোঁক ছিল। কিন্তু নতুন দৃষ্টিভংগী ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত এবং "জনসাধারণের মর্যাদাহানি না করিয়া সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়কে দমন করা যাইবে না" এই সূত্রের উপরই তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী মালিকদের চরমপন্থী অথবা সমাজবাদী শ্রমিক নেতাদেরই মত জাতির পক্ষে সমান শত্রু বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। 'জাতীয় নাগরিক মহাসংঘ' শ্রমিক সংস্থা গড়া ও শিল্পে যৌথ চুক্তি মূল নীতি বলে মেনে নিয়েছিল এবং উভয় পক্ষ তাদের বিরোধ মহাসংঘের সালিশির জন্য উপস্থিত করলে "মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত সম্পর্ক" স্থাপনে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে প্রস্তুত ছিল।

মার্ক হানা এবং স্যামুয়েল গম্‌পার্‌স ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা এবং 'জাতীয় নাগরিক মহাসংঘে' তাঁদের সঙ্গে বিশিষ্ট জননেতাদের একটি দলও জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন গ্রোভার ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ইলিয়ট এবং আর্চবিশপ আয়ার-ল্যাণ্ড। জন্‌ ডি রকেফেলার (কনিষ্ঠ), চার্লস এম্‌ শোয়ার ও অগাস্ট বেলমণ্ট মালিক তরফের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের মুখপাত্রদের মধ্যে 'ইউনাইটেড মাইন্‌ ওয়ার্কার্স' সংস্থার জন্‌ মিচেল, 'মেশিনিষ্টদের' জেম্‌স ও'কনেল এবং 'গ্রানাইট কাটারদের' জেম্‌স ডান্‌কান্‌ ছিলেন। সদস্যতালিকার মধ্যে বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম ছিল এবং 'জাতীয় নাগরিক মহাসংঘের' দ্বারা সৃষ্ট প্রভাব কিছুকালের জন্য শ্রমিক-মালিক সহযোগিতার অত্যন্ত আশাজনক সূত্রপাত বলে মনে হয়েছিল।[১]

---

[১] ১৯০২ সালে চার্লস ফ্রান্সিস অ্যাডাম্‌স তৎকালীন শ্রমিক আইন সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। প্রবন্ধটির নাম ছিল 'বাধ্যতামূলক সালিশি বনাম অনুসন্ধান এবং প্রচার।" এই প্রবন্ধে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য কোনো শ্রমিক বিরোধের ফলে ব্যাহত হলে এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন গঠনের জন্য আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করেছিলেন। কমিশনের কোনো দমনমূলক ক্ষমতা থাকবে না প্রস্তাবে তাও বলা হয়েছিল।

উভয় পক্ষেরই গ্রহণযোগ্য শিল্প-চুক্তির ভিত্তিতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মালিক সম্প্রদায় শ্রমিক সংস্থাগুলির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিল। 'ন্যাশনাল ফাউণ্ডার্স এসোসিয়েশন' (মালিক পক্ষ) এবং 'ইন্‌ট্যারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব্ মেশিনিষ্ট' নামে শ্রমিক সংস্থার মধ্যে সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিল। 'নিউজপেপাব পাবলিশার্স এসোসিয়েশন' (মালিকদের) ও 'ইন্‌ট্যারন্যাশনাল টাইপোগ্রাফিকাল ইউনিয়ন' নিজেদের মধ্যে পর পর কয়েকটি চুক্তি মেনে নিয়েছিল। রেলপথের পরিচালকবৃন্দ রেলশ্রমিকদের ভ্রাতৃসংঘগুলিকে স্বীকার করে নিয়েছিল এবং তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিল। শিল্প জগতে শান্তি এবং যৌথ দর কষাকষি স্বীকৃত হবার পথে এই উন্নতির অবশ্য ব্যতিক্রমও দেখা গিয়েছিল। উদাহরণ দিতে গেলে বলা যায় যে, 'অ্যাম্যালগামেটেড্ আয়রন্ অ্যাণ্ড ষ্টিল ওয়ার্কার্স' নামে শ্রমিক সংস্থা ইস্পাত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা করে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। 'ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স ষ্টিল কর্পোরেশনের' নির্দেশক-পরিষদ সংগঠিত শ্রমিক সংস্থা প্রসারের বিরুদ্ধে তাদেব অপরিবর্তিত মনোভাব প্রকাশ করে ও গোপনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে ১৯০১ সালের তীব্র ধর্মঘটটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল বলেই শ্রমিকরা সংগঠিত হতে পারে নি। শ্রমিকদের এই পরাজয় উল্লেখযোগ্য এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তা'হলেও 'এ এফ্ অব্ এলের' কার্যক্রম ও নীতির ফলে ক্রমেই অধিক সংখ্যায় শিল্পচুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় মালিকদের সাধারণ মনোভাব কিছুটা পরিবর্তিত হয় বলে মনে হয়েছিল এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ও যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। গম্‌পার্স আনন্দিত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন, "বহু বৎসরের সংগঠনের ফসল লাভের সময় হইয়াছে।"

এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক সংস্থাগুলি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল এবং দেশের অনেক জায়গায় নতুন করে গুরুত্ব অর্জন করতে পেরেছিল। যেখানে শ্রমিক কার্যকলাপের ইতিহাস সবচেয়ে পুরোনো ছিল সে সব জায়গাতেই শ্রমিক সংস্থাগুলি সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং সবচেয়ে বেশি সুবিধা লাভ করতে পেরেছিল। 'আমেরিকান ফেডারেশন্ অব্ লেবার'-এর সঙ্গে সংযুক্ত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থাগুলির মধ্যে খনি-শ্রমিকদের, মুদ্রাকরদের, চুরুটনির্মাতাদের, ছুতোরদের, ঢালাই-কারিগরদের, বন্দর-শ্রমিকদের, মদ্য-চোলাইকারীদের এবং যন্ত্রনির্মাতাদের সংস্থাগুলিই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই সদস্য সংখ্যায় যথেষ্ট বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল।

এ সময়ে আমাদের শিল্পজীবনের প্রতিটি স্তরের মুনাফাশিকারে ব্যস্ত ফড়েদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হওয়ায়, শ্রমিকদের নিজেদের দর কষাকষি করার ক্ষমতা বাড়াবার প্রয়াস জনসাধারণের সহানুভূতি কিছুটা লাভ করতে পেরেছিল। ১৯০২ সালে 'স্প্রিংফিল্ড্ রিপাব্লিকান' পত্রিকা লিখেছিল, "পুঁজিপতিদের সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের সহিত কাজ চালাইয়া যাইতে মন স্থির করিতে হইবে। সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় পাকাপাকিভাবে আসিয়া পড়িয়াছে এবং শ্রমিক সংস্থা বেআইনী ঘোষণা করা অপেক্ষা শ্রমিক সংস্থার সদস্য হওয়া আইনদ্বারা বাধ্যতামূলক হইবার সম্ভাবনাই অধিক। যত শীঘ্র এই সত্য স্বীকৃত হইবে, তত শীঘ্র এই দেশ শিল্প-জগতে স্থায়ী শান্তি লাভের পথে অগ্রসর হইবে।" কয়েক বছর পর নতুন প্রগতিবাদের মুখপাত্র হিসাবে হার্বার্ট ক্রোলি শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ সমর্থনে একই রকম জোর দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বই 'মার্কিন জীবনের প্রতিশ্রুতি'তে ('দি প্রমিস্ অব আমেরিকান লাইফ') লিখেছিলেন, "শ্রমিক সংস্থাগুলির প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিতে হইবে, কারণ শ্রমিক সম্প্রদায়ের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য আজ পর্যন্ত যে কয়টি উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে শ্রমিক সংস্থাই উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কার্যকর।"

এ সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘটে সরকার যে মনোভাব অবলম্বন করেছিল তা থেকেও জনসাধারণের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০২ সালে অ্যানথ্রাসাইট কয়লা খনির শ্রমিকেরা ঠিকাদারদের সাথে তিক্ত বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়লে, ১৮৯৪ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লীভ্ল্যাণ্ডের মত যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী পাঠিয়ে ধর্মঘট দমন না করে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সালিশি বলবৎ করার জন্যই তাঁর প্রভাব প্রয়োগ করেছিলেন। সম্ভাব্য কয়লা দুর্ভিক্ষের জন্যই মুখ্যতঃ উদ্বিগ্ন হলেও শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অভিযোগও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি।

বিগত শতাব্দীর অষ্টম দশকের 'দীর্ঘ ধর্মঘট' ও 'মলি ম্যাগুয়ারদের' সময় থেকে শুরু করে কয়লা খনি শ্রমিকেরা তাদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশে উন্নতি সাধনের জন্য মাঝে মাঝে ধর্মঘটে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ১৮৯০ সালে 'ইউনাইটেড মাইন্ ওয়ার্কার্স' নামে সংগঠনটি স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত ঠিকাদারদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে তারা একজোট হয়ে কাজ করতে পারে নি। এই নতুন সংস্থাটি কিন্তু পেন্সিলভ্যানিয়া, ওহায়ো, ইণ্ডিয়ানা ও মিসিগানের বাইটুমিনাস্ কয়লার খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংগঠিত করতে পেরেছিল এবং মজুরি ও কার্যকালের সম্বন্ধে একটা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে খনি মালিকদের কাছ থেকে পূর্ণ স্বীকৃতি

আদায় করেছিল। সেখানে সদ্য জয়ী হয়ে উনবিংশ শতকের শেষ দশক সমাপ্ত হবার সময় এই সংস্থা পূর্ব পেন্‌সিলভ্যানিয়ার অ্যানথ্রাসাইট অঞ্চলের দিকে সরে এল।

এখানে এই সংস্থার পক্ষে কিছু করা আরো কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। রেল কোম্পানীগুলির আধিপত্যের অধীনে খনি মালিকরা নিজেদের সত্যিকারের একটা ব্যবসায়-জোটে সংঘবদ্ধ করে তুলেছিল এবং শ্রমিক সংস্থা স্বীকার করে নিতে কোনো মতেই রাজী ছিল না। আবার খনি-শ্রমিকদের মধ্যে পোল্যাণ্ড, হাঙ্গারী, চেকোস্লোভাকিয়া, ইতালী ও অন্যান্য দেশের নবাগত অভিবাসীদের একটা বড অংশ থাকায় তাদের মধ্যে সুসঙ্গতিপূর্ণ একতার অভাব ছিল। অধিকন্তু, মালিকরা পারস্পরিক শত্রুতা ও সংঘর্ষ উস্কে দেবার জন্য সম্ভবপর সব কিছু করে এই একতাবোধের অভাবের সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল।

এ সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে 'ইউনাইটেড মাইন্‌ ওয়ার্কার্স' ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু অ্যানথ্রাসাইট অঞ্চলে এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা ১০,০০০-এর কম হলেও প্রায় এক লক্ষ শ্রমিক ১৯০০ সালে প্রথমবার ধর্মঘটের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। মালিকরা এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু মার্ক হানা হস্তক্ষেপ করলেন এবং তাদের দীর্ঘকালব্যাপী বিরোধ এড়িয়ে যেতে রাজী করালেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক। ১৯০০ সালে সাধারণতন্ত্রীরা সমৃদ্ধির ভিত্তিতে তাদের নির্বাচন-অভিযান চালাচ্ছিল এবং খাবার ভর্তি একটা বালতি ছিল তাদের নির্বাচনী প্রতীক। এ সময়ে কয়লাখনিতে ধর্মঘট দেখা দিলে সাধারণতন্ত্রীদলের বক্তাদের প্রধান বক্তব্যের সঙ্গে তার সঙ্গতি দেখানো সম্ভব হত না। মালিকেরা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে খনি শ্রমিকদের সঙ্গে একটা চুক্তি সম্পাদন করল। শ্রমিকদের সংস্থাকে স্বীকার না করলেও দশ শতাংশ মজুরি বাড়িয়ে তাদের জরুরী দাবিগুলি আংশিকভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু এই সমঝোতাকে স্থায়ী মীমাংসা না বলে যুদ্ধবিরতি বলাই ভালো। ধর্মঘটীরা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভ করতে পারে নি এবং যে সামান্য সুবিধা তারা দিতে বাধ্য হয়েছিল তাতেও মালিকদের যথেষ্ট খেদ ছিল। পরিস্থিতিতে কোনো প্রকৃত উন্নতি না হওয়ায় 'ইউনাইটেড মাইন্‌ ওয়ার্কার্স' ১৯০২ সালে নতুন নতুন দাবি পেশ করল। এবার ঠিকাদাররা রাজনৈতিক চাপের প্রাধান্য স্বীকার করে শ্রমিকদের সঙ্গে মোকাবিলা পিছিয়ে দিতে একেবারেই রাজী

ছিল না এবং তারা সোজাসুজি শ্রমিকদের নতুন প্রস্তাব মেনে নিতে অথবা অন্য কোনোভাবে শ্রমিক সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে অস্বীকার করল। পুনরায় ধর্মঘট আহ্বান করা হ'ল এবং প্রায় ১৫০,০০০ শ্রমিক খনিগুলি থেকে বেরিয়ে এল।

শ্রমিকদের অভিযোগ ছিল খুবই যুক্তিযুক্ত। যে কোনো মাপকাঠিতেই তাদের মজুরি ছিল অত্যন্ত কম, দিনে দশ-ঘণ্টা কাজ কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং প্রায়ই সাময়িকভাবে ছাঁটাই হবার জন্য বছরে তাদের গড় আয় ছিল ৩০০ ডলারেরও কম। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটত এবং ১৯০১ সালে নিহতদের সংখ্যা ছিল ৪৪১। তার উপর, খনির মালিকরা অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অথবা আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে কোনো কিছুই করত না। কিন্তু সামান্য মজুরি ও প্রতিকূল কর্মপরিবেশ ত' ছিলই, তবে শ্রমিকদের মনে বেশি তিক্ততা দেখা দেবার কারণ হ'ল, ঠিকাদাবরা কয়লা কোম্পানীদেব কেন্দ্রগুলি নিয়ন্ত্রণ করে কঠোর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রেখেছিল। স্যামুয়েল গম্পার্স পরে লিখেছিলেন, "কোম্পানীর চিকিৎসকের হস্তেই শ্রমিকগণ ভূমিষ্ঠ হইত, কোম্পানীর গৃহ বা কুটীবেই তাহাবা বাস করিত, কোম্পানীর মুদিখানা হইতে তাহাদের খাদ্য আসিত…এবং কোম্পানীর কবরখানায় তাহারা অন্তিম শয্যা লইত।"

১৯০২ সালের ৯ই মে, ধর্মঘটের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গেই ঠিকাদাররা অবিলম্বে ৩,০০০ কয়লাখনি অঞ্চলে পুলিশ নিয়ে এসেছিল। তাদের সঙ্গে আবার এক হাজার বিশেষ ধরনের সহকারী শেরিফ ছিল। তারা ধর্মঘট ভাঙবার জন্য নতুন শ্রমিক আমদানিও শুরু করে দিল। তারা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক, অন্তর্ঘাতমূলক কাজ ও দাঙ্গাহাঙ্গামার সাজানো অভিযোগ এনেছিল এবং রাজ্য আঞ্চলিক বাহিনীর কাছে আশ্রয় দাবি করেছিল। সম্পত্তির মালিকানার অধিকার ও নাগরিক শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে আরো একটি নৈরাজ্যবাদী, বিপ্লবাত্মক আক্রমণ হিসাবেই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে তারা প্রস্তুত হল।

এ ধরনের প্ররোচনার তুলনায় বিশেষ হিংসাত্মক কার্যকলাপ দেখা যায় নি। কয়লাখনির অভিজ্ঞতায় বোধ হয় সামগ্রিকভাবে সেদিন পর্যন্ত এর চেয়ে সুশৃঙ্খলভাবে কোনো ধর্মঘট পরিচালিত হয় নি। শ্রমিকেরা শুধু খাদে যাওয়া থেকে বিরত হয়েছিল এবং সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় আচরণ করছিল। নিজেদের ও পরিবারের সদস্যদের ধর্মঘটের জন্য যত দুঃখকষ্টই হোক না কেন, সাধারণ

শ্রমিকেরা অবিচলিত রয়ে গিয়েছিল। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন' এই নীতিতে বিশ্বাস করে তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিল। তাদের দাবি না মেনে নেওয়া পর্যন্ত কয়লা কাটা তারা বন্ধ রাখবে বলে স্থির করল।

'ইউনাইটেড মাইন্ ওয়ার্কার্স' সংস্থার সভাপতি ধর্মঘট পরিচালনায় নৈপুণ্য এবং শ্রমিকদের উপর তাঁর শক্তিশালী প্রভাব, এই একতাবোধ ও শৃঙ্খলার জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল। ১৮৯৮ সাল থেকে জন্ মিচেল এই পদে আসীন ছিলেন। তিনি যখন বার বছরের বালক তখনই খনি শ্রমিকের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন এবং শ্রমিক সংস্থার সবচেয়ে অন্ধকার সময়ে নিজের ভাগ্য তার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। মাত্র আটাশ বছর বয়সে তিনি নেতা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিলেন এবং খনিতে নিযুক্ত বিভিন্ন জাতির লোকদের সংঘবদ্ধ করায় তাঁর নৈপুণ্যই ছিল প্রধানতঃ এই সাফল্যের কারণ। তিনি ছিলেন কৃশকায়, নমনীয়, কিন্তু সহ্যশক্তিসম্পন্ন এবং কটা চোখ ও গাঢ় রঙের মুখের জন্য তাঁকে অনেকটা ইতালীর অধিবাসীদের মত দেখাত। তিনি ছিলেন বিনয়ী ও তাঁর আচার-ব্যবহার তাঁকে প্রায় আত্মবিশ্বাসহীন বলে মনে হত। সহ্যশক্তি, শ্রমিক সংস্থার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও মালিকদের সঙ্গে সম্পর্কে তাঁর আপোষপন্থী মনোভাব এবং যে সব বিষয়ে তিনি প্রাধান্য দিতেন না সে সব ব্যাপার নিয়ে রফা করার ইচ্ছাই ছিল তাঁর প্রাধান প্রধান গুণ।

এ যুগের অন্য কোনো শ্রমিক নেতা সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর দিক দিয়ে তাঁর মত রক্ষণশীল, সালিশি স্বীকার করে নিতে তাঁর মত ইচ্ছুক, এবং তাঁর মত চরম মতবাদ ও হিংসাত্মক কাজের বিরোধী ছিলেন না। প্রথমে তিনি ১৯০২ সালের ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছিলেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে অ্যানথ্রাসাইট কয়লাখনির শ্রমিকদের সমর্থনে বাইটুমিনাস্ কয়লাখনির শ্রমিকদের ধর্মঘট আহ্বান করতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। তিনি কারণ দেখিয়েছিলেন এই যে, বাইটুমিনাস্ কয়লাখনির শ্রমিকেরা ঠিকাদারদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছে। তিনি যে কোনো সময় একটি নিরপেক্ষ সমিতির কাছে বিরোধের প্রধান বিষয়গুলি মীমাংসার জন্য উপস্থাপিত করতে প্রস্তুত ছিলেন। 'জাতীয় নাগরিক মহাসংঘ'-দ্বারা নিযুক্ত পাঁচজন নাগরিক নিয়ে গঠিত একটি সমিতি অথবা আর্চবিশপ আয়ারল্যাণ্ড, বিশপ পটার এবং তাঁদের পছন্দমত তৃতীয় যে কোনো ব্যক্তি নিয়ে গঠিত একটি সমিতির প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, "প্রচলিত মার্কিন মানদণ্ড অনুসারে এবং মার্কিন নাগরিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া জীবন যাপন, পরিবার প্রতিপালন ও সন্তানসন্ততির শিক্ষাদানের পক্ষে পর্যাপ্ত বার্ষিক আয় গড়পড়তা হিসাবে অ্যানথ্রাসাইট খনি শ্রমিকের রহিয়াছে বলিয়া যদি তাঁহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা হইলে অধিকতর মজুরি এবং কার্যের অপেক্ষাকৃত ন্যায়সঙ্গত শর্তাবলির দাবি আমরা প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত। অবশ্য উপরোক্ত সমিতি অ্যানথ্রাসাইট খনিগুলির ঠিকাদারদের কর্মচারীদের আয় ও কর্মপরিবেশ সম্বন্ধে কোনো সুপারিশ করিলে তাহা মানিয়া লইতে তাহাদেরও সম্মত হইতে হইবে।"

মিচেলের সংযত ব্যবহারের বিপরীত দুর্দান্ত মনোভাব ছিল ঠিকাদারদের। কঠোরহৃদয় ও কুটিল মুখপাত্র জর্জ এফ্‌ ব্যার মিচেলের প্রস্তাবের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন যে, "অ্যানথ্রাসাইট কয়লা উত্তোলন একটি ব্যবসায়; উহা কোনো ধর্মসংক্রান্ত, নৈতিক বা শিক্ষাবিষয়ক ব্যাপার নহে।" যে কোনো উপায়েই শ্রমিক সংস্থা ভেঙ্গে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তিনি একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে কোনো দ্বিধা করেন নি যে, শ্রমিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ আলোচনা তো দূরের কথা, বাইরের কোনো সমিতিকে বিরোধ মীমাংসা করতে বলা হবে না। ঠিকাদারদের পিতৃবৎ শাসনে তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হিসাবে ধর্মঘটটির সমাপ্তির জন্য চেষ্টা করা তাঁর কর্তব্য, এই আবেদনের উত্তর তিনি যে ভাষায় দিয়েছিলেন, তা 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সের' কাছেও "অজানিতভাবে ঈশ্বরনিন্দার খুবই কাছাকাছি" বলে মনে হয়েছিল।

ব্যার একজন সংবাদদাতাকে জানিয়েছিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া নিরুৎসাহ হইবেন না। শ্রমিকদের অধিকার ও স্বার্থ আন্দোলনকারীদের দ্বারা নহে, ঈশ্বর তাঁহার অপরিসীম বিচক্ষণতায় এই দেশের সম্পত্তির মালিকানা যে সকল খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের উপর অর্পিত করিয়াছেন, তাহাদের দ্বারাই সংরক্ষিত ও প্রতিপালিত হইবে।"

ধর্মঘট চলতে থাকলে কয়লার ক্রমবর্ধমান অভাব ঊর্ধ্বগামী মূল্যান্তরে প্রতিফলিত হয়ে ক্রমেই জনসাধারণের উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠল এবং তারা এই বিরোধের মীমাংসা দাবি করতে শুরু করল। গোড়ার দিকে জনসাধারণের সহানুভূতি খনি-শ্রমিকদের প্রতি থাকলেও রক্ষণশীল পত্রিকাগুলি এ সময় উৎপাদন বন্ধ রাখার জন্য তাদের দোষ দিতে লাগল এবং কয়লা খনি অঞ্চলে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে থাকল। 'জার্নাল অব্

কমার্স' ঘরোয়া সুরে জানালো, "যাহা ঘটিতেছে তাহা বিদ্রোহ, ধর্মঘট নহে" এবং 'নিউ ইয়র্ক ইভনিং পোষ্ট' "কঠোর দমননীতি" দাবি করল।

ঠিকাদাররা মিটমাট করার জন্য কোনো চেষ্টাই না করাতে কিন্তু জনমত অল্পদিনের মধ্যেই খনি শ্রমিকদের অনুকূলে ঘুরে যেতে শুরু করল। ব্যার "ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকার" ঘোষণা করার পর বহু সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও ব্যঙ্গচিত্রে তাঁর তীব্র নিন্দা করা হতে লাগল। নানা দিক থেকে তাঁকে তাঁর দুর্দান্ত এক-গুঁয়েমির জন্য সমালোচনা করা হতে লাগল। কিন্তু দেশের লোকের মুখ্য স্বার্থ শ্রমিক বা ঠিকাদারদের সঙ্গে জড়িত ছিল না। আসলে তাদের কয়লার দরকার ছিল। 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ডে' প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গচিত্রেই বোধ হয় জনমত অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। ছবিটিতে জনসাধারণকে দণ্ডদানের জন্য নির্মিত শয্যায় শায়িত দেখানো হয়েছিল এবং তা নিয়ে একদিকে ঠিকাদাররা এবং অন্য দিকে খনি-শ্রমিকেরা টানাটানি করছিল। চিত্রটির তলায় লেখা ছিল "আগে তাহাদের কোন দল ছাড়িয়া যাইবে সে বিষয়ে শাস্তিলাভকারী জনসাধারণের কোনো পছন্দ অপছন্দ নাই।"

কয়লাখনি অঞ্চলে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবির প্রচণ্ডতা প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অনুভব করতে পেরেছিলেন। শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর মতামত কিছুটা অনিশ্চিত হলেও কয়লাখনিগুলি পুনরায় চালু করাতেই তিনি আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন। তাঁর চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে, কয়লা দুর্ভিক্ষের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ভীত থাকার জন্য এবং জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঠিকাদাররা শেরম্যান্ আইন অনুসারে 'বাণিজ্য ব্যাহত করার জন্য ষড়যন্ত্রের অপরাধে 'ইউনাইটেড্ মাইন্ ওয়ার্কার্স'-এর বিরুদ্ধে হুকুমনামা জারি করতে চাইলেও প্রেসিডেন্ট ধর্মঘট চূর্ণবিচূর্ণ করতে না চেয়ে বাধ্যতামূলক সালিশির আয়োজন করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে মালিক ও ধর্মঘটী শ্রমিকদের নেতাদের একটি আলোচনা সভা তিনি আহ্বান করেছিলেন এবং ৩রা অক্টোবর 'হোয়াইট হাউসে' এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত যে কোনো কমিশনের সুপারিশ মেনে নিতে মিচেল নিজেকে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করলেও ব্যার আবার সালিশির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে সোজাসুজি অস্বীকার করলেন। খনি শ্রমিকদের নেতার আপোষমূলক দৃষ্টিভংগীর বিপরীত তাঁর এই অনমনীয় মনোভাবে রুজভেল্ট ক্ষেপে গিয়েছিলেন। ব্যার যে

শুধু ধর্মঘটীদের আক্রমণ করেছিলেন তাই নয়, "মাৎস্যন্যায়ের প্ররোচক এবং দুর্বিনীত আইনভঙ্গকারীদের" সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাবার চেষ্টার জন্য তিনি প্রেসিডেন্টকেও তিরস্কার করেছিলেন। আলোচনা-সভাটিতে প্রচণ্ড হট্টগোল হয়েছিল। শোনা যায় রুজভেল্ট ব্যার সম্বন্ধে বলেছিলেন, "আমার এই উচ্চপদ না থাকিলে আমি তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রের নিম্নদেশ ও ঘাড় ধরিয়া তাঁহাকে জানালা দিয়া বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিতাম।"

এ সময়েও কিন্তু প্রায় কোনো কয়লাই উত্তোলিত হচ্ছিল না। ধর্মঘট ভাঙ্গাবার জন্য আমদানি শ্রমিকদের রক্ষা করতে ১০,০০০ সৈন্য খনি অঞ্চলে প্রেরিত হলেও শ্রমিকেরা কাজে ফিরে যেতে রাজী ছিল না। জনসাধারণ ক্রমেই অধিকতর অশান্ত হয়ে উঠেছিল। রক্ষণশীল কাগজগুলিও বলতে শুরু করেছিল যে, ঠিকাদাররা জনসাধারণের সমর্থন লাভের সকল অধিকার হারিয়ে ফেলেছে এবং তাদের "ইউনাইটেড্ মাইন্ ওয়ার্কার্স" সংস্থার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ধর্মঘটের মীমাংসা করা উচিত। "শিকাগো ইভনিং পোষ্ট" পত্রিকাটি জানিয়েছিল, "জনসাধারণের'ও সহ্যের সীমা রহিয়াছে এবং তাহারা আর বেশি দিন অপেক্ষা করিবে না।"

রুজভেল্ট আরো সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সালিশির প্রস্তাব ঠিকাদাররা গ্রহণ না করলে তার বিকল্প হিসাবে খনি অঞ্চলে সৈন্যবাহিনী পাঠাবার এবং ঠিকাদারদের বিতাড়িত করে রিসীভার হিসাবে খনি চালানোর ক্ষমতা ভারপ্রাপ্ত সৈন্যাধ্যক্ষকে দেবার একটি গোপন পরিকল্পনা তিনি রচনা করেন। তারপর জে পি মর্গানের কাছে এ খবর দিয়ে যুদ্ধসচিব রুটকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন। মর্গানই ছিলেন ঠিকাদারদের পেছনে প্রধান ক্ষমতা। সরকারের কাছ থেকে সরাসরি এ রকম চাপ আসায় খনি-মালিকরা শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে রাজী হল। তারা প্রেসিডেন্টকে একটি সালিশ-কমিশন বসাতে অনুরোধ করল। এ সময়েও তারা সম্পূর্ণভাবে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারে নি এবং তারা ঘোষণা করল যে, এই কমিশনে কোনো শ্রমিক সদস্য গ্রহণ করতে তারা রাজী নয়। আবার সংকটের সৃষ্টি হলে রুজভেল্ট এই শেষ বাধা রেল কোম্পানীর কণ্ডাক্টরদের প্রধান নেতাকে শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসাবে না নিয়ে "খ্যাতনামা সমাজবিজ্ঞানী" হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে অতিক্রম করেছিলেন। ২৩শে অক্টোবর প্রায় পাঁচ মাস অবিচলিতভাবে প্রায় একটানা ধর্মঘট চালাবার পর খনি শ্রমিকেরা কাজে ফিরে গেল।

প্রেসিডেণ্ট-নিযুক্ত কমিশন ১৯০৩ সালের মার্চ মাসে তাদের রোয়েদাদ জানাল। কমিশন শতকরা দশ ভাগ মজুরি বাড়িয়েছিল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কার্যকালের সর্বোচ্চ সীমা আট ও নয় ঘণ্টা নির্ধারিত করেছিল এবং যে তিন বছর এই রোয়েদাদ বলবৎ থাকবে সে সময়ে কোনো বিবাদ দেখা দিলে তার মীমাংসার জন্য একটি পরিষদ স্থাপন করেছিল। খনি-শ্রমিকদের সংস্থা কিন্তু স্বীকৃত হয় নি। তাদের লক্ষ সম্পূর্ণভাবে লাভ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল এবং এই রোয়েদাদ তারা অনিচ্ছার সঙ্গে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ঠিকাদারদের প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েও তারা যে সব প্রকৃত ও তাৎপর্য-পূর্ণ সুবিধা লাভ করেছিল সেগুলি অ্যানথ্রাসাইট এলাকায় 'ইউনাইটেড্ মাইন্ ওয়ার্কার্স' সংস্থার মর্যাদা অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

শ্রমিক সংস্থাগুলির মোট সদস্য সংখ্যা ১৯০০ সালের ৮৬৮,৫০০ থেকে ১৯০৪ সালে ২,০০০,০০০-এ বেড়ে গেল। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকের বছরগুলিতে এত সব উন্নতি এবং কয়লা ধর্মঘটের সময় জনসাধারণের সাধারণভাবে অপেক্ষাকৃত সহানুভূতিশীল মনোভাব দেখা যাওয়া সত্ত্বেও ভবিষ্যতে সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়কে বিপন্ন হতে হয়েছিল। যে সব মালিক কিছুদিনের জন্য শ্রমিক সংস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছিল তারাও সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। প্রথমে 'জাতীয় নাগরিক মহাসংঘ' প্রস্তাবিত শিল্প-শান্তির কার্যক্রম বহুলাংশে পরিত্যাগ করে ১৯০৩ সালের আরম্ভ নাগাদ শ্রমিকদের আরো সুযোগ-সুবিধা লাভের পথ বন্ধ করার জন্য একটি শক্তিশালী অভিযানে তারা সম্মিলিত হতে শুরু করল।

তারা পুরোনো লৌহনির্মিত শপথের অনুরূপ 'হলদে-কুকুর' চুক্তিতে আবদ্ধ ক'রে শ্রমিকদের কোনো শ্রমিক সংস্থায় যোগ না দিতে সম্মত হতে বাধ্য করার চেষ্টা করতে লাগল। বিভিন্ন অভিবাসী সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বোধ জাগিয়ে তুলে শ্রমিকদের কোনো রকম সহযোগিতাপূর্ণ কার্যক্রম অবলম্বনে মালিকরা বাধা দিতে শুরু করল। শ্রমিকদের মধ্যে গুপ্তচর নিযুক্ত করে আন্দোলনকারীদের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের পর তাদের বিনা বিচারে বরখাস্ত করার ব্যবস্থা এবং চরম মতবাদে বিশ্বাস করার অভিযোগে অভিযুক্ত অবাঞ্ছিত শ্রমিকদের তালিকা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করার আয়োজনও মালিকরা করেছিল। শ্রমিক নিয়োগকারী বড় বড় যৌথ প্রতিষ্ঠান আবার নির্মমভাবে শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী কাজকর্ম চালাতে লাগল এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ও হুকুমনামা

আনায় আদালতের সমর্থন লাভে সফল হয়ে এই অভিযান আরো শক্তিশালী করে তুলল।

মালিকদের সমিতিগুলি পূর্বের শ্রমিকবিরোধী দৃষ্টিভংগী নতুন করে গ্রহণ করায় যন্ত্র নির্মাণ এবং ধাতুশিল্পে শ্রমিক-মালিক চুক্তি ভেঙ্গে গেল। কোনো পরিস্থিতিতেই সংগঠিত শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে "ইউনাইটেড ষ্টীল কর্পোরেশন" একেবারেই অস্বীকৃত হওয়ায় লোহার কাঠামো নির্মাণ শিল্পে খোলাখুলি লড়াই শুরু হয়ে গেল এবং শ্রমিকরা হিংসাত্মক ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ল। মাংস মোড়ক বাঁধাই করার কারখানার মালিকরা একটা ধর্মঘট দমন করল। এই ধর্মঘটের মাধ্যমে শ্রমিকেরা যৌথভাবে দর কষাকষির অধিকার দাবি করেছিল। স্বীকৃতি লাভের জন্য গাড়ী চালকদের একটি ধর্মঘট শিকাগোর মালবাহী কোম্পানীগুলো একজোট হয়ে সম্পূর্ণভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল। কয়েক বছর আগে যে সব মালিক শ্রমিকদের সঙ্গে দর কষাকষি করতে প্রস্তুত ছিল তারাই এখন এ ব্যাপারে অসম্মত হওয়ায় মনে হচ্ছিল সংগঠিত শ্রমিকদের অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হয়েছে।

'জাতীয় নাগরিক মহাসংঘে'র অভিমতও বদলে গিয়েছিল। শিল্প চুক্তিগুলি ক্রমেই অধিক সংখ্যায় ভেঙে পড়তে শুরু করলে শ্রমিক সংস্থা গঠনে মহাসংঘের গোড়ার দিকের উৎসাহ কমে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল। মুখে শ্রমিকদের প্রতি বন্ধুত্ব ঘোষণা করলেও মহাসংঘের মালিক-সদস্যগণ সমাজবাদ ও 'সীমাবদ্ধ কারখানার' নীতি প্রতিরোধ করার জন্যই প্রধানতঃ তাদের শক্তি প্রয়োগ করছিল। গম্পার্সও সমাজবাদের বিরোধিতায় তাদের চেয়ে কম যেতেন না এবং এ কারণে তিনি তাদের দলে সহযোগিতা করে আসছিলেন। কিন্তু তিনি 'জাতীয় নাগরিক মহাসংঘে'র কার্যকলাপ সমর্থন করা সত্বেও শিল্পবিরোধ এই প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে শ্রমিকদের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেল।

'শিল্পবিষয়ক মৈত্রীসমিতিগুলি' ('ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল অ্যালায়ান্সেজ') খোলাখুলি-ভাবে সব রকমের শ্রমিক সংগঠনের বিরোধী ছিল এবং ১৯০৩ সালে একটি জাতীয় সম্মেলনে সমবেত হয়ে তারা 'নাগরিকদের শিল্প বিষয়ক সমিতি' ('সিটিজেন্স ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল এসোসিয়েশন') প্রতিষ্ঠা করল। জনমত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে এই সমিতির গোপন প্রভাব বিস্তার ও প্রচারকার্য অত্যন্ত সফল হয়েছিল। ১৯০৬ সালে প্রায় সমসংখ্যক মালিক সমিতির ৪৮৬ জন প্রতিনিধির একটি সম্মেলনের পর সভাপতি সি ডব্লিউ পোষ্ট তাঁর ধারনায় যে

অগ্রগতি হচ্ছিল সে সম্বন্ধে সোৎসাহে বিবরণ দিয়েছিলেন। "দুই বৎসর পূর্বে সংবাদপত্রগুলি এবং যাজক সম্প্রদায় শ্রমজীবীদের নির্যাতন সম্বন্ধে মামুলি কথাবার্তা বলিতেছিল। বিরাটাকার শ্রমিকজোট স্বাধীন শ্রমিক ও সাধারণ মার্কিন নাগরিকের উপর সমানভাবে প্রচণ্ড অত্যাচার চালাইতেছে এই সত্য আবিষ্কৃত হইবার পর সবকিছু পরিবর্তিত হইয়াছে। জনসাধারণ জাগিয়া উঠিয়াছে এবং এক্ষণে তৎপর হইতেছে ......।"

একই সময়ে "ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব্ ম্যানুফ্যাকচারার্স" ('শিল্পজাত দ্রব্যোৎপাদকদের জাতীয় সমিতি') আরো লক্ষ্যণীয়ভাবে শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৮৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এই সমিতি ১৯০৩ সাল নাগাদ প্রথম সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সত্যিকারের আক্রমণ শুরু করে। এই সমিতির জিগির ও সিংহনাদ ছিল 'উন্মুক্ত কারখানা' নীতি অথবা শ্রমিক সংস্থার সদস্য না হয়েও কাজ পাবার অধিকার। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে এই আবেদন শ্রমিক সংস্থা স্বীকার ও যৌথ দর কষাকষির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ বিশেষ গোপন করতে পারে নি। মজুরি ও কাজের শর্ত নির্ধারণে একমাত্র মালিকদেরই একচেটিয়া অধিকার রয়েছে এই নীতি প্রচার করাই ছিল সমিতিটির উদ্দেশ্য।

১৯০৩ সালের বাৎসরিক সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিদের সভাপতি প্যারী জানাল, "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের পক্ষে সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের নীতি ও দাবিগুলি সম্পূর্ণরূপে অসমর্থনীয় বলিয়া মিটমাটের মনোভাবের অর্থ হইবে মৌল প্রত্যয়ের ব্যাপারেও আপোষ...। শ্রমিক সংস্থাগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়াতেই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বিপদ অন্তর্নিহিত।" এই সমিতির প্রথমদিকের একটি পুস্তিকা, তাদের প্রচার অভিযানের অঙ্গহিসাবে, বিদ্যালয়, ধর্মসমিতি, সংবাদপত্র ও শিল্পসমূহের মুখপত্রগুলির মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়ানো হয়েছিল। এই পুস্তিকায় সোজাসুজি বলা হয়েছিল, "স্বাধীনতা এবং মতামত প্রকাশ ও সংবাদপত্রের অধিকার সম্বন্ধে গম্পার্স ও ডেব্সের আদর্শকে প্রাধান্যলাভ করিতে দিলে আমাদের শাসন ব্যবস্থা অথবা উহার স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির কোনটিই রক্ষা পাইবে না।"

'উন্মুক্ত কারখানা' নীতি যে প্রত্যয়ের সাহায্যে সমর্থিত হত তাতে অনেক ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ আর্থিক বিচার-বিবেচনা অতিক্রম করা হত। শ্রমিক সংস্থা দমন করার জন্য প্রযুক্ত সর্বাপেক্ষা কঠোর উপায় অবলম্বন সমর্থন অথবা মার্জনা করার

জন্যই এই নীতি ব্যবহৃত হচ্ছিল। ১৯১৩ সালে 'কলোরেডো ফুয়েল এ্যাণ্ড আয়রন কোম্পানীর' কর্মীদের ধর্মঘট দমন করার ব্যাপারেই বোধ হয় এই সত্য সবচেয়ে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা গিয়েছিল। বিরোধের প্রকৃত বিষয় ছিল এই অঞ্চলে যে সংস্থা সংগঠক প্রেরণ করেছিল সেই 'ইউনাইটেড্ মাইন্ ওয়ার্কার্স'কে স্বীকার করে নেওয়া। এই সুবিধা দেওয়ার চেয়ে ভাড়াটে গোয়েন্দা, বিশেষভাবে নিযুক্ত সহকারী শেরিফ ও রাজ্য আঞ্চলিক বাহিনীর সাহায্যে হিংস্রভাবে ধর্মঘটীদের সঙ্গে লড়াই চালানোই কোম্পানীর কাছে বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়েছিল।

কলোরেডো খনি অঞ্চলে বেশ কয়েক মাস ধরে খোলাখুলি লড়াই চলতে লাগল এবং আঞ্চলিক বাহিনী লাড্‌লোডে ধর্মঘটীদের উপনিবেশ আক্রমণ করলে একটি রক্তাক্ত পরিণতির মাধ্যমে ব্যাপারটা চরমে পৌঁছোয়। কোনো চিন্তাভাবনা না করে কয়েক রাউণ্ড মেশিনগানের গুলি চালানোর পর শ্রমিকদের পরিবার পরিজন যে সব তাঁবুতে বাস করছিল সেগুলিতে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উত্তপ্ত অগ্নি শিখার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য স্ত্রীলোক ও শিশুর দল কয়েকটি খাদের মধ্যে ভিড় করেছিল এবং পরে একটি খাদে এগারজন শিশু ও দুই জন নারীকে দগ্ধ অথবা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সমস্ত জাতি এই হত্যাকাণ্ডে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেও ধর্মঘট অবসানের জন্য শ্রমিক সংস্থার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার কথা বিবেচনা করতে 'কলোরেডো ফুয়েল অ্যাণ্ড আয়রন্ কোম্পানী' অসম্মত হয়েছিল।

কোম্পানীটি রকেফেলাদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হত এবং 'হাউস কমিটি অফ মাইন্‌স অ্যাণ্ড মাইনিং' ধর্মঘট সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার সময় জন্ ডি রকেফেলার জুনিয়ারকে সাক্ষ্য দেবার জন্য ডেকে পাঠানো হয়। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি কি অনুভব করেন না যে, "মানুষ হত্যা করিয়া ও শিশুদের উপর গুলিবর্ষণ করিয়া" শ্রমিক সম্পর্কে শান্তি পুনর্প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত নয়। উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন যে, খনি-শ্রমিকদের কাছে পরাজয় স্বীকার করা অপেক্ষা তাঁর কোম্পানী অন্য যে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত। তিনি বলেছিলেন, সবকটি খনিতে শ্রমিকদের সংস্থা স্বীকার করলেই একমাত্র ধর্মঘটটির মীমাংসা হতে পারে, কিন্তু এ ব্যবস্থা গ্রহণ যোগ্য নয়, কারণ "শ্রমিকদের সঙ্গে আমাদের স্বার্থ অত্যন্ত গভীরভাবে জড়িত এবং আমরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, এই স্বার্থে খনি অঞ্চলের শিবিরগুলি অবাধ শিবির হওয়া আবশ্যক। এজন্য

আমরা যে কোনো ঘটনায় পরিচালকদের সমর্থন করতে প্রস্তুত।" যে সব শ্রমিক তাদের "কাজের শর্তে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট" বহিরাগত সংগঠকদের তাদের ক্ষেপিয়ে তোলার বিরুদ্ধে তিনি বিশেষ করে আপত্তি জানিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আত্মসমর্পণ করা চলে না। রকেফেলার ঘোষণা করেছিলেন, "অনুরূপ নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই আমেরিকায় বিপ্লব-যুদ্ধ করা হইয়াছিল। ইহা সমস্ত জাতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন।"

শ্রমিকদের সংগঠন স্বীকার করে নিতে আপোষবিরোধী মনোভাবের এটিই একমাত্র দৃষ্টান্ত ছিল না। সাধারণভাবে আদালতগুলিও কাজ দেবার শর্ত হিসাবে শ্রমিকদের শ্রমিক সংস্থার সদস্য না হতে দেওয়ায় মালিকদের সমর্থন করেছিল।

১৮৯৮ সালে এর্ডম্যান আইন নামে একটি আইন পাশ করে কংগ্রেস আন্তঃরাজ্য রেল কোম্পানীগুলিকে শ্রমিক সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য কোনো শ্রমিকের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে নিষেধ করে। দশ বছর পরে "অ্যাডেয়ার বনাম যুক্তরাষ্ট্র" মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারের উপর আক্রমণের জন্য এই আইন অবৈধ বলে ঘোষণা করে। ১৯১৫ সালে "কপেজ্ বনাম কান্সাস্" মামলায় অনুরূপ একটি রাজ্য আইন অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। তারপর ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়ায় 'হিচম্যান কোল অ্যাণ্ড কোক্ কোম্পানীর' অনুরোধে সুপ্রীম কোর্ট একটি হুকুমনামা জারি করে। এই হুকুমনামায় কোম্পানীর যে সব শ্রমিক 'হলদে-কুকুর' চুক্তি অনুসারে শ্রমিক-সংস্থার সদস্য না হতে সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছিল, 'ইউনাইটেড্ মাইন্ ওয়ার্কার্স' সংস্থাকে তাদের সংগঠিত করতে নিষেধ করা হয়েছিল।

সুপ্রীম্ কোর্টের মধ্যেও শ্রমিক সংস্থা প্রসারের পথে এ সব আইনসংক্রান্ত অন্তরায় সমালোচিত হয়েছিল। বিচারপতি অলিভার ওয়েণ্ডেল হোম্স্ দৃঢ় প্রতিবাদ করেছিলেন। কপেজ্ মামলায় তিনি বলেছিলেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো শ্রমিক স্বাভাবিকভাবেই মনে করিতে পারে যে, শ্রমিক সংস্থার সদস্য হইয়াই সে তাহার দিক দিয়া ন্যায্য চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে। কোনো যুক্তিপ্রবণ মানুষের এই বিশ্বাস থাকিলে আমার মনে হয় যে, চুক্তির স্বাধীনতা দুই পক্ষের ক্ষমতার সমান যে অবস্থায় আরম্ভ হয় আইন তাহা বলবৎ করিতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী নীতির দিক দিয়া এ ধরনের আইন প্রণয়ন শ্রমিকদের পক্ষে বিচক্ষণতার পরিচায়ক হইবে কি না তাহা আমার বিবেচ্য নহে। আমি দৃঢ়ভাবে কেবল এই অভিমত জানাইতে চাই যে, এই প্রকার আইনে বাধা দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের

সংবিধানে এমন কিছু নাই……।" কিন্তু সুপ্রীম্ কোর্টে তাঁহার সহকর্মীরা এই মত গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। ১৯৩২ সালে নরিস-লা গুয়ারডিয়া আইন প্রণীত হয়ে শেষ পর্যন্ত সরকারী নীতি পরিবর্তিত না করা পর্যন্ত 'হলদে-কুকুর' চুক্তি সমর্থন ও বলবৎ করে বিচারবিভাগীয় রায় দেওয়া হচ্ছিল।

শ্রমিক সংস্থা-দ্বারা আয়োজিত বয়কটের বিরুদ্ধে মালিকদের প্রতি-আক্রমণও আদালত সমর্থন করেছিল। শ্রমিক সংস্থার স্বীকৃতি লাভে 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার' এই অস্ত্র অত্যন্ত কার্যকর বলে দেখতে পেয়েছিল। শ্রমিক সংস্থার ছাপ না থাকলে কোনো জিনিস কিনতে শ্রমিকদের বারণ করার ফলে বহু বিরূপ মালিক মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল। এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য 'আমেরিকার বয়কট-বিরোধী সমিতি' ('আমেরিকান অ্যান্টি-বয়কট এসোসিয়েশন') স্থাপিত হয়েছিল। এ রকম বয়কট বাণিজ্যে বাধাদায়ক ষড়যন্ত্র এবং সম্পত্তির অধিকারের সঙ্গে জড়িত "ন্যায়সঙ্গত আশা আকাঙ্খার" উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ—এই যুক্তিতে মামলা রুজু করতে সমিতি মালিকদের সাহায্য করত। এ প্রসঙ্গে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মামলা ১৯০২ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত একাধিক আদালতে চলেছিল এবং উভয় ক্ষেত্রেই মামলার ফল স্পষ্টভাবে শ্রমিকদের পরাজয় নির্দেশ করেছিল। স্বীকৃতি লাভের জন্য একটি স্থানীয় সমিতি-দ্বারা আহূত ধর্মঘট সমর্থনে ১৯০২ সালে 'ইউনাইটেড হ্যাটার্স' নামে সংস্থাটি কানেক্‌টিকাটের ড্যানবেরি শহরের ডি ই লাউ-এ কোম্পানীর টুপি বয়কট করতে দেশের প্রত্যেক লোককে আহ্বান করেছিল। শেরম্যান্ আইনের শর্ত ভঙ্গ করে বাণিজ্যে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কোম্পানী তৎক্ষণাৎ 'ইউনাইটেড হ্যাটার্স'-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল। এই মামলায় কোম্পানী স্থানীয় সমিতির যে সব সদস্য ধর্মঘট ঘোষণা করেছিল তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে তিন গুণ ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল। দীর্ঘকালব্যাপী আইনসংক্রান্ত বিতর্কের পর ১৯১৬ সালে কোম্পানীর দাবি মেনে নিয়ে স্থানীয় সংস্থাকে ক্ষতিপূরণ ও খরচ বাবদ ২৫২,০০০ ডলার জরিমানা করা হয়েছিল। শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের ব্যাঙ্কের আমানত ক্রোক করা হয়েছিল এবং তাদের বাড়ীঘর নিলামে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাতীয় সংস্থাটি এবং 'এ এফ্ অব্ এল' চাঁদা দিয়ে জরিমানা দিয়ে দেয়।

শেরম্যান্ আইনের বাধানিষেধের মধ্যে গৌণ বয়কট টেনে আনার জন্য এবং সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিপূরণের মামলায় জড়িয়ে ফেলার জন্য ড্যানবেরির

টুপিনির্মাতাদের এই মোকদ্দমাটি শ্রমিক সম্প্রদায়ের বিশেষ অসন্তোষের কারণ হয়েছিল। কিন্তু আদালতগুলির মধ্য দিয়ে এই মামলাটি আঁকাবাঁকা পথে অগ্রসর হওয়ার সময় 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার' স্বয়ং আর একটি মামলায় জড়িয়ে পড়ে। এই দ্বিতীয় মামলাটির প্রভাব আরো বেশি ব্যাপক হয়েছিল। ১৯০৬ সালে সেন্ট লুইসের 'বাক্স স্টোভ্ অ্যাণ্ড রেঞ্জ কোম্পানী'-দ্বারা ধাতু পালিস করার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা 'নয়-ঘণ্টা দিন' দাবি করে ধর্মঘট ঘোষণা করে এবং সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়। কোম্পানীটিকে 'আমেরিকান ফেডারেশনিষ্ট' কাগজের "আমরা পৃষ্ঠপোষকতা করি না" নামের তালিকায় উল্লেখ করে এবং প্রত্যেক সদস্যকে কোম্পানীর তৈরি জিনিস বর্জন করতে পরামর্শ দিয়ে 'এ এফ্ অব্ এল্' এই ভাবে সাড়া দিয়েছিল। 'বাক্স ষ্টোভ অ্যাণ্ড রেঞ্জ কোম্পানী' এবং 'ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব্ ম্যানুফ্যাকচারার্স' দু'টি প্রতিষ্ঠানেরই সভাপতি জে ডব্লিউ ভ্যান্ ক্লীভ্ ছিলেন সমস্ত শ্রমিক সংস্থাব তীব্র শত্রু। তিনি তৎক্ষণাৎ 'এ এফ্ অব্ এল্'-এর কর্মচারী ও সদস্যদের "আমরা পৃষ্ঠপোষকতা করি না" এই তালিকায় কোম্পানীর নাম লিপিবদ্ধ করতে বারণ করে এবং অন্য যে কোনো উপায়ে ধাতু পালিস কর্মীদের ধর্মঘটের প্রতি, লেখা বা বক্তৃতার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার বিরুদ্ধে আদালতের হুকুমনামা আদায় করলেন।

'এ এফ্ অব্ এল্' আদালতের এই ব্যাপক নির্দেশ মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। দোষী কোম্পানীটির নাম অবাঞ্ছিতদের তালিকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হলেও গম্পার্স বলতে থাকলেন যে, বাক্ কোম্পানীব ষ্টোভ্ ও রান্নার যন্ত্রপাতি কিনতে শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের জোর করে বাধ্য করা যাবে না। এ জন্য তাঁকে আদালত অবমাননার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। মহাসংঘের অপর দু'জন কর্মচারীকেও দোষী প্রমাণ ক'রে অপেক্ষাকৃত হালকা ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। গম্পার্সকে অবশ্য এই শাস্তি ভোগ করতে হয় নি। ভ্যান্ ক্লীভের মৃত্যু, এবং আদি হুকুমনামাটি প্রত্যাহৃত হওয়ার পরও মামলাটি চলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট মামলাটি নাকচ করে দেয়। ফলে 'এ এফ্ অব্ এল্'-এর নেতারা জেলখানা থেকে অব্যাহতি পেলেও তাঁদের কারাদণ্ড তীব্র আঘাত দিয়ে এ বিষয়ে পূর্বের পরাজয়ের সময়ের চেয়েও হুকুমনামা আইনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অনেক বেশি ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। এই অবস্থার সঙ্গে গম্পার্স্ কোনো মতেই নিজেকে

খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলেন না। রক্ষণশীল, মালিকদের বন্ধু, শ্রমিক সমস্যার সমাধানে চরম পন্থার তীব্র বিরোধী হওয়া সত্বেও বিপ্লবী অথবা নৈরাজ্যবাদীদের মত তিনিও সরকারের আক্রমণের পাত্র হয়ে পড়লেন।

এ সব রায় এবং মালিকদের অন্যান্য ক্ষেত্রে সহজেই আদালতের হুকুমনামা লাভের ফলে শ্রমিকেরা মনে করতে লাগল পুরোনো যে ধরনের ষড়যন্ত্র আইনের বিরুদ্ধে তারা এতবার লড়াই করে এসেছে সেগুলিই পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের মামলাগুলির অনুরূপ নীতিই এ সব বিরোধে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়েছিল। বাণিজ্যের বাধাহিসাবে শ্রমিক সংস্থার কাজকর্ম নিষিদ্ধ করে আদালত সম্পূর্ণভাবে মালিক পক্ষে যোগদান করায় শ্রমিক সম্প্রদায় বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে সংগঠিত হবার ও ধর্মঘট করার মূল অধিকার সংরক্ষণের জন্য আবার লড়াই করছে বলে মনে করতে লাগল।

ধর্মঘট বা বয়কটের ফলে কাজের শর্তে উন্নতি সাধনের আইনসংগত উদ্দেশ্যের তুলনায় সম্পত্তির অধিকারে সম্ভাব্য ক্ষতি গৌণ, এই মর্মে যে মত একসময় মেনে নেওয়া হয়েছিল, তা আবার অস্বীকৃত হতে লাগল। এ সব কারণে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তাতে মনে হচ্ছিল যে, শ্রমিক সংস্থাগুলির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

এ ধরনের বাধানিষেধের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য আইনবিভাগীয় সাহায্য লাভের চেষ্টা 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার' অবশ্যই করণীয় বলে মনে করেছিল। তা'হলেও সরাসরিভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করার ইচ্ছা এই মহাসংঘের ছিল না এবং আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে কোনো ধারণাও মহাসংঘের ছিল না। উৎপাদনের উপাদান সরকারী মালিকানায় আনার জন্য কার্যক্রম অবলম্বনে সমাজবাদীদের নতুন প্রস্তাব বার বার অগ্রাহ্য করে ১৯০৩ সালে গম্পার্স ঘোষণা করলেন, "আর্থিক তত্বের দিক দিয়া আপনারা নির্ভুল নহেন; সমাজের দিক দিয়া আপনারা ভুল করিতেছেন এবং শিল্পের দিক দিয়া আপনারা অসম্ভব কথা বলিতেছেন।" তাঁর পক্ষে ১১,২৮২ ও বিপক্ষে ২,১৪৭ ভোট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যে ধরনের অসুবিধা শ্রমিক সংস্থাগুলি ভোগ করছিল সেগুলির হাত থেকে তাদের যে কোনো উপায়ে অব্যাহতি দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। সংগঠিত হবার, যৌথচুক্তি সম্পাদনের ধর্মঘট ও বয়কট করার এবং পিকেটিং করার অধিকার সংরক্ষণ জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল।

এই উদ্দেশ্যে আরো কার্যকরভাবে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার জন্য প্রথম চেষ্টা ১৯০৬ সালে করা হয়। 'এ এফ অব্ এল' প্রেসিডেণ্ট ও কংগ্রেসের কাছে তাদের অভিযোগের একটি তালিকা পেশ করে। গৃহযুদ্ধের সময় থেকে শ্রমিকেরা যে সব গতানুগতিক দাবি জানিয়ে আসছিল, সেগুলি এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। দেশের সর্বত্র প্রগতিবাদীরা যে সব সাধারণ ব্যবস্থা প্রসারিত করছিলেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি এই তালিকা সমর্থন করেছিল। কিন্তু শেরম্যান্ আইনের এক্তিয়ার থেকে শ্রমিক সংস্থাগুলিকে অব্যাহতি দান এবং আদালতের হুকুমনামা থেকে তাদের ছাড় দেওয়াই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি। হুকুমনামা সম্বন্ধে বলা হয়েছিল সেগুলি প্রকৃতপক্ষে আইনবিভাগের ক্ষমতা অন্যায়ভাবে অধিকার করারই দৃষ্টান্ত। অভিযোগের তালিকা একথা বলে শেষ হয়েছিল, "আমরা দীর্ঘকাল সহৃশক্তি দেখাইয়া অপেক্ষা করিয়াও কোনো সুফল পাই নাই···। শ্রমিক সম্প্রদায় এক্ষণে আপনাদের নিকট আবেদন জানাইতেছে এবং আশা করিতেছে এই আবেদন ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনারাও আমাদের কথায় কর্ণপাত না করিলে আমরা আমাদের সহনাগরিকদের বিবেকের উদ্দেশ্যে ও তাহাদের সমর্থনের জন্য আবেদন জানাইব।"

কংগ্রেস শ্রমিক সম্প্রদায়ের মুখপাত্রদের কথা শোনে নি। শ্রমিক সম্প্রদায় যে সব খসড়া প্রস্তাব আনতে চেয়েছিল সেগুলি অগ্রাহ্য বা এড়িয়ে যাওয়া হলে ১৯০৬ সালের কংগ্রেস নির্বাচন অভিযানে 'এ এফ অব্ এল' সক্রিয়ভাবে প্রবেশ করেছিল। শ্রমিকদের আশাআকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতিশীল প্রত্যেক নির্বাচন-প্রার্থীকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েই এই মহাসংঘ ক্ষান্ত হয় নি। দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলই যেখানে তাদের পক্ষে সমর্থনযোগ্য কোনো প্রার্থী দাঁড় করাতে পারে নি, সেখানে মহাসংঘ শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কোনো ব্যক্তিকে মনোনীত করার পরামর্শ দিয়েছিল। দু'বছর পর গম্পার্স দু'টি দলের সম্মেলনের কাছেই সমর্থনলাভের আবেদন জানান। সাধারণতন্ত্রীরা শ্রমিকদের সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করলেও গণতন্ত্রীরা তাদের নির্বাচন অভিযানে হুকুমনামাবিরোধী উপাদান যোগ করেছিল। তারপর 'আমেরিকান ফেডারেশনিষ্ট' ('এ এফ অব্ এলের' মুখপত্র) হুকুমনামা জারিকারক বিচারপতি হিসাবে খোলাখুলি উইলিয়াম হাওয়ার্ড ট্যাফ্‌টের বিরোধিতা করতে এবং উইলিয়াম ব্রায়ান জেনিংসের পক্ষ সমর্থন করবার ব্যবস্থা করেছিল। ট্যাফ্‌ট নির্বাচিত হবার পর সাধারণতন্ত্রীরা শ্রমিকদের দাবি অগ্রাহ্য করতে থাকলে গণতন্ত্রীরা শ্রমিকদের সমর্থন আরো বেশি পাবে বলে

মনে হচ্ছিল। ১৯১২ সালের নির্বাচনে ট্যাফ্‌টকে পুনরায় আক্রমণ করলেও রুজভেল্ট ও উইলসনের মধ্যে 'এ এফ অব্‌ এল' সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা মেনে চলেছিল।

এ সব রাজনৈতিক চাল প্রবলভাবে সমর্থন করে গম্‌পার্‌স জানান যে, এগুলি কোনোক্রমেই 'এ এফ্‌ অব্‌ এলের' শ্রমিক সম্প্রদায়ের বন্ধুদের পুরস্কৃত করার ও শত্রুদের শাস্তি দেবার গতানুগতিক নীতি থেকে বিচ্যুতি নয়। তাঁর প্রতিপাদ্য ছিল এই যে, বর্তমান বাধানিষেধ থেকে শ্রমিক সংস্থাগুলিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়ন আবশ্যক হয়ে উঠেছিল এবং এ বিষয়ে গণতন্ত্রীরা সাধারণতন্ত্রীদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত উদার ও সহানুভূতিসম্পন্ন বলে নিজেদের প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯০৮ সালে 'এ এফ অব্‌ এল'-এর নেতা ঘোষণা করলেন, "এই সময়ে একটি রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করার পবিত্র দায়িত্ব মানিয়া লইয়া শ্রমিক সম্প্রদায় কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিতেছে না, একটি নীতির প্রতি পক্ষপাতিত্বই প্রদর্শন করিতেছে।"

উইলসনের শাসনকালের পূর্বে এ ধরনের রাজনৈতিক কাজকর্ম কতদূর সার্থক হয়েছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। রাজ্যসরকারের আইনসভা কতগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে শ্রমিকদের, স্ত্রীলোক ও শিশু শ্রমিকদের অবস্থায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে সমস্ত প্রগতির যুগের পরিচায়ক নবজাগ্রত সামাজিক দায়িত্ববোধই এজন্য দায়ী ; সংগঠিত শ্রমিকদের দ্বারা প্রযুক্ত রাজনৈতিক চাপ নয়। যে জনহিতকামী মনোভাব থেকে এসব ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তা শ্রমিকদের সংস্থা স্বীকৃত হবার এবং তাদের যৌথ দর কষাকষির অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না। বরং এই মনোভাব এমন একটি সমাজের কয়েকটি ব্যাপক বৈশিষ্ট্য নিয়ে মাথা ঘামাত, যেখানে অতল দারিদ্র্য, রোগ ও অপরাধ দেখা যাচ্ছিল।

শ্রমিক সম্প্রদায় এসব সংস্কার সমর্থন করলেও 'এ এফ অব্‌ এল' এবং স্যামুয়েল গম্‌পার্‌সের দৃষ্টিভংগী অনুসারে এগুলির গুরুত্ব ছিল গৌণ। রাষ্ট্রকে সন্দেহের চোখে দেখতেন বলে গম্‌পার্‌স শ্রমিকদের স্বার্থসংরক্ষণে সরকারের উপর নির্ভর করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। শিল্পে নিযুক্ত স্ত্রীলোক ও শিশুদের নিরাপত্তার জন্য রচিত আইন সমর্থন করলেও তিনি শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের কার্যকাল অথবা মজুরি নির্ধারণের জন্য আইনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে সাধারণ শ্রমিকদের কাজের শর্তে উন্নতিসাধনের একমাত্র উপায় ছিল সংগঠিত শ্রমিকদের

দ্বারা আর্থিক চাপের প্রয়োগ। তিনি রাষ্ট্রের কাছে শুধু এ ধরনের চাপ প্রয়োগের অধিকার সমর্থনই প্রার্থনা করেছিলেন।

বস্তুতঃ 'এ এফ অব্ এল'-এর নেতা অপেক্ষা অবাধ বাণিজ্যনীতির (লেসে ফেয়ার) প্রবলতর সমর্থক রক্ষণশীল শিল্প নেতাদের মধ্যে ছিল না। ১৯১৫ সালে 'আমেরিকান ফেডারেশনিষ্ট' পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে তিনি এই নীতি সমর্থন করেছিলেন এবং তিনি যে সব বাক্য ব্যবহার করেছিলেন সেগুলির সঙ্গে বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকের রাজনৈতিক বিতর্কের ভাষার অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে।

তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "আমরা কোন্ পথে চলিয়াছি?···কার্পাস তুলার বাজার পড়িয়া গেলে সংশ্লিষ্ট স্বার্থসমূহ আইন দাবি করে। মজুরি কম হইলে তাহার প্রতিকার করিতে আইন বা কমিশনের প্রস্তাব করা হয়। জনসাধারণে নৈতিক শক্তির হ্রাস ভিন্ন এই প্রবণতার অন্য কি পরিণতি হইতে পারে? নিজের জীবনের দায়িত্ব লইতে এবং সেই জীবনের পূর্ণ সুযোগ লইতে ইচ্ছা না থাকিলে শক্তিশালী, সতেজ ও কঠোর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং ইচ্ছাশক্তির হানিই দেখা যায়। ···আমেরিকার শ্রমিকদের জীবন, আচরণ ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা সরকারের হস্তে আরো অধিক ক্ষমতা তুলিয়া দিতে চাহি না।"

তা'হলেও প্রগতির যুগের সামনে যে সব আর্থিক ও সামাজিক সংস্কার আইনে রূপান্তরিত করা হয়েছিল সেগুলির যথেষ্ট তাৎপর্য বর্তমান এবং সকল শ্রমিকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তা থেকে উপকৃত হয়েছিল। শিশুদের কার্যে নিযুক্ত করার পক্ষে নিম্নতম বয়েস নির্দিষ্ট করে, তাদের কার্যকাল সীমিত করে এবং অন্যভাবে তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষা করে অন্ততঃ ৩২টি রাজ্যে ১৯১২ সাল নাগাদ শিশুবিষয়ক আইন গ্রহণ করা হয়েছিল। আটাশটি রাজ্যে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কার্যকালের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে নারী শ্রমিকদের রক্ষা করার ব্যবস্থাও হয়েছিল। আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে এই যে, ১৯১৫ সাল নাগাদ অন্ততঃ পঁয়ত্রিশটি রাজ্যে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল। এ সব আইনের সাহায্যে শিল্প দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য অর্থ-সাহায্য করতে মালিকদের বাধ্য করা হয়েছিল। এ ধরনের ব্যবস্থা প্রায়ই পর্যাপ্ত না হলেও এবং বহুক্ষেত্রে কার্যকরভাবে বলবৎ না করা হলেও খনি ও কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে মালিকদের দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা করার পথে লক্ষণীয় উন্নতির পরিচয় দিয়েছিল।

সর্বোচ্চ কার্যকাল সাধারণভাবে নির্দিষ্ট করে আইন প্রণয়নের সূচনাও এ সময় দেখা গিয়েছিল। রাজ্যসরকার কর্তৃক এ ধরনের আইন রচনায় দাবি বিগত শতাব্দীর পঞ্চম ও সপ্তম দশকে খুবই জোরের সঙ্গে করা হলেও শ্রমিকেরা নিজেরা কিন্তু এ সময়ে আগের মত তা নিয়ে বিশেষ চেষ্টা করে নি। আইনের বাধার পরিবর্তে যৌথ চুক্তির মাধ্যমেই প্রধানতঃ শ্রমিক সংস্থাগুলি কার্যকাল হ্রাস করতে প্রয়াস পেয়েছিল। কিন্তু বিশেষ ধরনের শ্রমিক আন্দোলন নয়, প্রগতিশীল মনোভাবের জন্যই এ যুগে প্রায় পঁচিশটি রাজ্যে জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার স্বার্থে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কার্যকাল সীমিত করা হয়েছিল। সর্বোচ্চ কার্যকালের সীমানির্ধারক পূর্ববর্তী আইনের সঙ্গে এসব আইনের প্রধান পার্থক্য ছিল এই যে, আগেকার 'বিশেষ চুক্তির' ক্ষেত্রে অব্যাহতির অনুচ্ছেদ শেষ পর্যন্ত বর্জিত হল। এই প্রথম রাজ্যসরকারের কার্যকালবিষয়ক আইন বলবৎ করার ব্যবস্থা হ'ল।

আদালতগুলি প্রথম প্রথম এ ধরনের আইন প্রণয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। তারা মত দিয়েছিল যে, রাজ্যের পুলিশী ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়ে মালিকের সম্পত্তির অধিকারে অথবা শ্রমিকের ইচ্ছামত চুক্তি সম্পাদনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যায় না। ১৯০৫ সালে 'লক্‌নার বনাম নিউ ইয়র্ক' নামে একটি মামলায় রুটির কারখানার কর্মচারীদের সর্বাধিক কার্যকাল নির্ধারিত করার জন্য একটি আইন সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্ট জানিয়েছিল যে, সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনের ন্যায্য পদ্ধতি সম্বন্ধে অনুচ্ছেদটি স্বাধীনতার যে নিশ্চয়তা দিয়েছে তাতে এ ধরনের আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। যাই হোক, এই আদালত ধীরে ধীরে সাংবিধানিক রক্ষাকবচের অপেক্ষাকৃত উদার ব্যাখ্যা করতে রাজী হয়েছিল ও শেষ পর্যন্ত পুরুষ ও নারী শ্রমিক উভয়েরই ক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্যকাল আইন সমর্থন করেছিল এবং শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নতুন আইনগুলিও মেনে নিয়েছিল। কিন্তু আবার ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে আইন রচনার চেষ্টা হলে এই আইনের সংবিধানের সঙ্গে সংগতির প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্ট সমান দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল এবং ফলে সাতটি রাজ্যে গৃহীত এ ধরনের আইনের বৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ রয়ে গেল। ১৯২৩ সালের আগে এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য তোলা হয় নি। ১৯২৩ সালে 'অ্যাডকিন্‌স বনাম চিলড্রেন্‌স হস্পিটাল' নামে মামলায় রায় দেওয়া হয়েছিল যে, মজুরির উপর বাধানিষেধের সঙ্গে চুক্তির স্বাধীনতার সঙ্গতি নেই। এই সিদ্ধান্ত ১৯৩৭ সাল

পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ঐ বৎসর সুপ্রীম কোর্ট শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিল যে, নিয়োগব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতিতে চুক্তির স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অসার এবং তা কোনো রকমেই কোনো শ্রমিকের নিজের কাজের সময় বা মজুরি নির্ধারণ করার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করতে পারে না।

মোট কথা, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অনুকূলে রাজ্যসরকারের আইন রচনা তখন পর্যন্ত সমসাময়িক ইয়োরোপের পরীক্ষা নিরীক্ষার অনেক পেছনে পড়ে থাকলেও রুজভেল্ট ও ট্যাফ্‌টের প্রশাসনকালে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। ইয়োরোপে অবশ্য বার্ধক্য ভাতা ও বেকারত্বকালীন ভাতার ব্যবস্থা এরই মধ্যে করা হয়েছিল। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, জাতীয় রঙ্গমঞ্চে সন্তুষ্ট হবার পক্ষে সামান্য কাজই করা হয়েছিল। ১৯০৬ সালে 'এ এফ অব্ এল্ অভিযোগের যে তালিকা পেশ করেছিল তা বিরূপ সমিতিগুলি কংগ্রেসের উভয় পক্ষেই পাকাপাকিভাবে চাপা দিতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছিল। শ্রমিক সংস্থার নিরাপত্তা বজায় রাখতে এই তালিকায় সাধারণভাবে যে সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেগুলি আইনে রূপান্তরিত করায় কোনো উন্নতিই দেখা যায় নি। বহু মামলা প্রমাণ করেছিল যে, শেরম্যান্ আইন অনুসারে হুকুমনামা জারি ও শ্রমিক সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন শ্রমিকদের শত্রুদের হাতে ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হচ্ছিল। ১৯১০ সালে নির্বাচিত কংগ্রেসের নিম্নতর কক্ষে গণতন্ত্রীদের প্রাধান্য স্থাপিত হলেই শ্রমিকদের প্রতি অপেক্ষাকৃত অনুকূল মনোভাবের প্রথম চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল। সরকারী ঠিকাদারদের নিযুক্ত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কার্যকর 'আট-ঘন্টা দিন' আইন শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়েছিল। 'শিল্পের পরিবেশে অসন্তোষের অন্তর্নিহিত কারণ আবিষ্কার করার জন্য' 'শিল্প সম্পর্ক কমিশন' ('ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল রিলেশন্‌স কমিশন') নিযুক্ত করা হল এবং বিশেষ করে শ্রমজীবীদের কল্যাণ প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে একটি শ্রম দপ্তর প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন করা হল। কিন্তু জাতীয় সরকারের দ্বারা প্রণীত অধিকতর ব্যাপক আইনের দিক দিয়ে দেখলে বলা যায় যে, ১৯১২ সালের নির্বাচনের আগে কোনো প্রকৃত পরিবর্তন দেখা যায় নি।

উইলসন তাঁর 'নতুন স্বাধীনতা' ('দি নিউ ফ্রিডম') নামক পুস্তকে তাঁর ভাষায় "শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণকারী পুরাতন ও অবাস্তব" বলে অভিহিত আইন-কানুন আক্রমণ করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় তিনি এমন সব আইন প্রণয়নের উপর জোর দিয়েছিলেন যেগুলি শ্রমিকদের জীবন

নিরাপদ করা, তাদের কর্মপরিবেশে উন্নতি সাধন করা এবং যুক্তিযুক্ত ও সহনীয় কার্যকাল নির্দিষ্ট করা ছাড়াও তাদের "নিজেদের স্বার্থানুযায়ী কাজ করিবার স্বাধীনতা" দেবে। এ ধরনের আইনে শুধু বিশেষ শ্রেণীর উপরই দৃষ্টি দেওয়া হয়, এই অভিযোগ তিনি অস্বীকার করলেন এবং জানালেন যে, জাতির সামগ্রিক স্বার্থেই এ রকম আইন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাদের বক্তব্য এভাবে সমর্থিত হওয়ায় শ্রমিক সম্প্রদায় উল্লসিত হয়ে উঠল। তারা এতদিন ধরে যেসব হুকুমনামা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যর্থ সংগ্রাম চালিয়ে আসছিল এবার সেগুলি সংশোধনের জন্য আইন রচিত হবে বলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল। গম্‌পার্‌স ঘোষণা করলেন, "আমরা এক্ষণে আর অরণ্যের মধ্যে বিচরণ করিতেছি না। আমরা আর কেবল বীজবপনের ঋতুতে অবস্থান করিতেছি না। আমাদের ফসল ঘরে তুলিবার সময় আসিয়াছে।"

কিছুদিন মনে হয়েছিল যেন এই আশাবাদ বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। ১৯১৪ সালে কংগ্রেস ক্লেটন আইন পাশ করে আগেকার জোট-বিরোধী আইন আরো শক্তিশালী করে তুলল। শ্রমিকদের অধিকার সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদও এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। "মানুষের শ্রম কোনো দ্রব্য অথবা পণ্য নহে" বিশেষ করে এ কথা উল্লেখ করে নতুন আইনটি ঘোষণা করল যে, এই আইনে এমন কিছু নেই যা শ্রমিক সংস্থাগুলির অস্তিত্বের বিরোধী এবং যা ন্যায়-সঙ্গতভাবে সংস্থাগুলিকে তাদের নিজস্ব বৈধ উদ্দেশ্য লাভ করতে দেয় না অথবা বাণিজ্যে বাধাদায়ক অবৈধ জোট বা ষড়যন্ত্র বলে তাদের পরিগণিত করে। "সম্পত্তির অথবা সম্পত্তির অধিকারে ক্ষতির কোনো যথাযথ প্রতিকার আইনে না থাকিলে ঐ প্রকার অপূরণীয় ক্ষতি নিবারণের জন্য আবশ্যক না হইলে" সব রকম শ্রমিক-মালিক বিরোধেই আদালতের হুকুমনামা প্রয়োগ অবৈধ বলে ঘোষণা করা হল।

গম্‌পার্‌স এই আইনকে শ্রমিক সম্প্রদায়ের 'মহা সনদ' (ম্যাগনা কার্টা) বলে সম্বোধন করলেন। তিনি মনে করলেন এবার সংগঠিত হতে, যৌথ চুক্তি সম্পাদন করতে, ধর্মঘট, বয়কট এবং পিকেটিং করতে শ্রমিকদের অধিকার চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত হল। নতুন আইনটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে একাধিক মত দেখা গিয়েছিল। "ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল" (পুঁজিপতিদের মুখপত্র) কংগ্রেসকে "শ্রমিক-প্রভুর অঙ্গুলি-হেলনের অপেক্ষারত ভীরু কাপুরুষদের জড়সড় জনতা" বলে অভিহিত করলেও বহু সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, রাজনৈতিক নেতা এবং শ্রমিকদের কোনো

কোনো মুখপাত্রও দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, ক্লেটন আইনের সতর্ক বাক্যচ্ছটায় শ্রমিকদের নতুন কোনো অধিকার দেওয়া হয় নি এবং হুকুমনামাও প্রকৃতপক্ষে অবৈধ করা হয় নি। গম্‌পার্‌স এ ধরনের বাস্তবধর্মী বিবেচনা অবহেলা করতে মনস্থির করে শ্রমিকদের বিরাট জয় বলে জোরের সঙ্গে এই সুখবর ছড়িয়ে দিলেন। খুব সম্ভব তিনি এতদিন যে নীতি মেনে চলেছিলেন সেগুলির যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ করার জন্য এবং 'এ এফ অব্‌ এলের' প্রতিপত্তি গড়ে তোলার জন্য গম্‌পার্‌স তত্ত্বের দিক দিয়ে শ্রমিক সংস্থাগুলি যে সব স্বাধীনতা অর্জন করেছিল সেগুলির পূর্ণতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ স্বীকার করেন নি।

কিন্তু সন্দেহবাদীরাই অল্প দিনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নির্ভুল বলে প্রমাণিত হলেন। আদালতগুলি ক্লেটন আইন ব্যাখ্যা করতে শুরু করলে শ্রমিকদের অধিকারের যে সব নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল সেগুলি অনেকটা অলীক বলে মনে হতে লাগল। জোট-বিরোধী আইনের এক্তিয়ার থেকে শ্রমিক সংস্থার অব্যাহতি লাভের পথে অন্তরায় খুঁজে বের করা হল। হুকুমনামার প্রয়োগ সম্বন্ধে আইনের অনুচ্ছেদ এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হল যাতে শ্রমিকদের কোনো প্রকৃত উপকারই হল না। শ্রম কোনো পণ্যদ্রব্য নয় এই নীতি বজায় থাকল এবং জনসাধারণেব দৃষ্টিভংগীতে পরিবর্তন এই ঘোষণায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উপর কোনো প্রকৃত প্রভাব এই নীতি বিস্তার করতে পারে নি।

তা'হলেও উইলসনের প্রশাসনকালে শ্রমিকেরা সত্যিই কিছু কিছু সুবিধা লাভ করতে পেরেছিল। এবং ক্লেটন আইনের পরের দিকের ব্যাখ্যা নিয়ে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হলেও এই কয়েকটি বছরে সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় বিভিন্ন দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে শ্রমিক সম্প্রদায় আইনবিভাগীয় সমর্থনলাভ করতে পেরেছিল। ১৯১৫ সালে লা ফলেট্‌ নাবিক আইন (লা ফলেট্‌ সীমেন্‌স অ্যাক্ট) গৃহীত হলে নাবিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত কয়েকটি ভয়াবহ অন্যায় সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং আমেরিকার বেসরকারী জাহাজগুলির কর্মচারীদের অবস্থার অপরিমেয় উন্নতি সাধন করা গিয়েছিল। পরের বছর রেল শ্রমিকদের কার্যকাল হ্রাসের দাবি অ্যাডাম্‌সন্‌ আইন গ্রহণ করে মেটানো হয়েছিল। এই আইন আন্তঃরাজ্য রেলপথে নিযুক্ত সকল কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই 'আট-ঘণ্টা দিন' প্রবর্তিত করল এবং অতিরিক্ত সময় কাজ করলে স্বাভাবিক মজুরির দেড়গুণ বরাদ্দ করল। কংগ্রেস ১৯১৭ সালে ইয়োরোপ থেকে আগত প্রত্যেক অভিবাসীর অক্ষরজ্ঞান পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করে আইন

প্রণয়ন করলে শ্রমিক সম্প্রদায়ের অভিবাসীদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করার জন্য বহুদিনের দাবি মেটাবার পথে প্রথম পদক্ষেপ দেখা গেল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে শ্রমিক সংস্থাগুলির সম্প্রসারণ ১৯০৪ সালে আরব্ধ শিল্পপতিদের প্রতি-আক্রমণে সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। বস্তুতঃ 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার'-এর সদস্য সংখ্যা ১৯০৫ সালে কমে গিয়েছিল এবং তার পরবর্তী পাঁচ বছরও সদস্য সংখ্যা প্রায় নিশ্চল ছিল। ছ' বৎসর আগের ১,৬৭৬,০০০ সদস্যের তুলনায় ১৯১০ সালে সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১,৫৬২,০০০। কিন্তু ১৯১০ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে 'এ এফ অব্ এল' ৮০০,০০০ নতুন সদস্য লাভ করেছিল এবং সামগ্রিকভাবে শ্রমিক সংস্থাগুলির সদস্য সংখ্যা ৩,০০০,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই সংখ্যা ছিল বিংশ শতাব্দীর সূচনার সময়ের সদস্য সংখ্যার প্রায় চারগুণ।

অন্যান্য সময়ের মত এ যুগেও যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থিক লাভের প্রত্যাশাই শ্রমিক সংস্থায় যোগদানের একমাত্র প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায় নি। শ্রমিক আরো বেশি নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে অর্থাৎ সে ন্যায়সংগত ব্যবহার পাবে এবং তাকে কারো খামখেয়ালের উপর নির্ভর করতে হবে না, এই আশাও সব সময়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হিসাবে কাজ করেছিল। কিন্তু শিল্পপ্রধান সমাজে নিজের ব্যক্তিগত মূল্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে ধারণা শক্তিশালী করে তোলার অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞাত অভিলাষও দেখা গিয়েছিল। যন্ত্রের ব্যবহার ক্রমেই একজন শ্রমিককে উৎপাদন পদ্ধতির সামান্যতম স্বয়ংক্রিয় অংশে পরিণত করছিল এবং এই উৎপাদন পদ্ধতির উপর তার কোনো প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ছিল না। যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকতা এবং কর্মচারী ও পরিচালকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগের অভাব ও এই ব্যক্তিগত মর্যাদাহানি আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। বহু সহস্র বৈশিষ্ট্যহীন শ্রমিকের মধ্যে একজন শ্রমিককে পরিণত করে যে আনন্দ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, শ্রমিক সংস্থার মত অর্থবহ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়ে সেই আনন্দই একজন শ্রমজীবী পেতে সক্ষম হয়েছিল। বস্তুতঃ, বিশেষ করে প্রগতির যুগেই কোনো না কোনো সমষ্টিগত কাজে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই যুগেই সামাজিক ক্লাব, একই সম্প্রদায়ের সদস্যদের মেলামেশার জন্য সভাকক্ষ, ও ভ্রাতৃত্বমূলক সমিতিগুলির দ্রুত সম্প্রসারণ পরিলক্ষিত হয়েছিল। শ্রমিক সংস্থা-গুলিও অনেক সময়ই সাম্প্রদায়িক সভাকক্ষগুলির আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তনের

অনেকটাই নিজেদের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে একটি সত্যিকারের অভাববোধ মেটাতে পেরেছিল এবং যৌথ চুক্তির যে অবলম্বন তারা দিতে সক্ষম হয়েছিল তার সঙ্গে এই অভাববোধের কোনো সম্পর্কই ছিল না।

যাই হোক, পুরোনো সংস্থাগুলির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নতুন সংস্থা স্থাপন করে শ্রমিক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়াতে পারা গিয়েছিল। 'ইউনাইটেড্ মাইন্ ওয়ার্কার্স' নামে সংস্থাটিই ছিল দেশের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৩৪,০০০। গৃহ নির্মাণ শিল্পে ছুতোর, রংমিস্ত্রি ও রাজমিস্ত্রিদের বিভিন্ন সংস্থায় ৩০০,০০০-এরও উপর সদস্য ছিল এবং সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনে নবাগত সংস্থাগুলির মধ্যে পোষাকনির্মাতাদের সংস্থাগুলি ছিল উল্লেখযোগ্য।

নিউ ইয়র্কের 'শার্টনির্মাতাদের' মধ্যে 'বিশ হাজার শ্রমিক বিদ্রোহ' ঘোষণা করলে এই শিল্পে শ্রমিক সংস্থার কার্যকলাপ নাটকীয়ভাবে প্রেরণা লাভ করেছিল। ১৯০৯ সালের হেমন্তকালে এই ধর্মঘটটি এতটা রোমাঞ্চকরভাবে শ্রমিক নির্যাতনের কেন্দ্রগুলির অসহনীয় অবস্থা উদ্ঘাটিত করেছিল যে, জনসাধারণের সহানুভূতি সম্পূর্ণভাবে শ্রমিকদের পক্ষে চলে যায়। 'ইন্ট্যারন্যাশনাল লেডিজ্ গারমেণ্ট ওয়ার্কার্স' নামে সংস্থাটির নেতৃত্বে পোষাকনির্মাতারা "সীমাবদ্ধ কারখানা" ভিন্ন সব কটি প্রধান দাবিতেই জয়লাভ করতে পেরেছিল। কিন্তু এই ধর্মঘট পরের বছরে আরো একটি বিরোধের পূর্বাভাষ হিসাবেই দেখা গিয়াছিল। গাত্রাবরণ ও সুট নির্মাণশিল্পের আরো বেশি নির্যাতিত শ্রমিকদের মধ্যে এই ধর্মঘট দেখা যায়। এসব শ্রমিক বহুলাংশে অসংগঠিত হলেও পুনরায় 'আই এল জি ডব্লিউ ইউ' ধর্মঘটটি পরিচালনার ভার নিয়েছিল। লুইস ডি ব্র্যাণ্ডিস্ সালিশি হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং আবার শ্রমিকদের পক্ষে অনুকূল মীমাংসা হয়েছিল। ব্র্যাণ্ডিস্ পরে সুপ্রীম কোর্টের সহকারী বিচারপতি হয়েছিলেন। পোষাকনির্মাতাদের মজুরি ও কার্যকাল-সংক্রান্ত দাবিই যে শুধু মেটানো হয়েছিল তাই নয়, ভবিষ্যতে কোনো বিরোধ মিটমাট করার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করতে মালিকদের সঙ্গে একটি 'চুক্তির খসড়াও' তারা রচনা করেছিল। 'ইন্ট্যারন্যাশনাল লেডিজ্ গারমেণ্ট ওয়ার্কার্স' জাতির সবচেয়ে শক্তিশালী ও উৎসাহী শ্রমিক সংস্থাগুলির মধ্যে একটিতে পরিণত হয়েছিল। প্রধানতঃ বহিরাগত অভিবাসীদের নিয়েই এই সংস্থা গঠিত ছিল এবং সদস্যদের অধিকাংশই ছিল স্ত্রীলোক। এই সংস্থার দৃষ্টিভংগী কতকটা সমাজবাদী

ছিল এবং সদস্যদের ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধনে সংস্থা অত্যন্ত ব্যাগ্র ছিল।

পুরুষদের পোষাক নির্মাণশিল্পে বহুদিন ধরে প্রধান শ্রমিক সংস্থাটির নাম ছিল, "ইউনাইটেড্ গারমেন্ট ওয়ার্কার্স"। ১৯১৪ সালে আভ্যন্তরীণ কলহের ফলে এই সংস্থার সদস্যদের বৃহত্তর অংশ 'এ এফ্ অব এল্' থেকে বেরিয়ে এসে 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অ্যামালগ্যামেটেড্ ক্লোদিং ওয়ার্কার্স' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এই সংস্থাটি ক্রমেই বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং এই শিল্পের সব কটি প্রধান কেন্দ্রে মালিকদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছিল। 'আই এল্ জি ডব্লিউ ইউ'-এর মত তত্ত্বের দিক দিয়ে সমাজবাদী হলেও গঠনমূলক, উদারহৃদয় নেতাদের নিয়ন্ত্রণে এক্ষেত্রে মালিকদের সঙ্গে ক্রমেই বেশি সহযোগিতার দৈনন্দিন নীতি অনুসৃত হয়েছিল।

'ইউনাইটেড্ মাইন্ ওয়ার্কার্স,' 'ইনট্যারন্যাশনাল লেডিজ গারমেণ্ট ওয়ার্কার্স' এবং 'অ্যামালগ্যামেটেড ক্লোদিং ওয়ার্কার্স' ছিল শিল্পভিত্তিক শ্রমিক সংস্থা। তাদের সদস্যদের মধ্যে যে শিল্পের প্রতিনিধিত্ব তারা করত তার অন্তর্গত সবরকমের শ্রমিকই ছিল। কিন্তু তা'হলেও তারা শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম হিসাবেই ছিল। ইস্পাত, মোটর গাড়ী নির্মাণ, কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ, বৈদ্যুতিক উপকরণ নির্মাণ, জনসেবামূলক প্রকল্প, তামাক নির্মাণ অথবা মাংস মোড়ক বাঁধাই করার শিল্পে কোনো উল্লেখযোগ্য শ্রমিক সংস্থাই ছিল না। দেশের আর্থিক উন্নয়নের ফলে ঠিক যে সব শিল্প ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল এবং ক্রমবর্ধমান অনুপাতে শ্রমিকদের নিযুক্ত করছিল সেগুলি এ সময়ের শ্রমিক আন্দোলনদ্বারা প্রভাবিত হয় নি। যে সব যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত শিল্প নিয়ন্ত্রণ করত তারা এতটা একগুঁয়েভাবে শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী ও শক্তিশালী ছিল যে, তাদেব কর্মচারীদের সংগঠিত করার প্রত্যেক চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

প্রগতির যুগে শ্রমিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশের সুযোগ-সুবিধা লাভে অসমতার জন্য এসব বিশালায়তন উৎপাদন শিল্পের শ্রমিকদের সামান্য মজুরি ও দীর্ঘ কার্যকালই বহুলাংশে দায়ী হয়েছিল। এ যুগের সমাজবিষয়ক আইন-কানুন, 'এ এফ অব্ এল্'-এর সঙ্গে সংযুক্ত সংস্থাগুলির সদস্য দক্ষ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, শ্রমিক সংস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনোভাব ও সরকারী নীতিতে পরিবর্তনের ঠিক আবার উল্টোদিকে সমগ্র শ্রমিকবাহিনীর তখন পর্যন্ত প্রায় শত-করা নব্বই ভাগ অসংগঠিত সাধারণ শ্রমিকদের ভাগ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

বাঁ দিকে বজ্র

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থাব অন্তর্ভুক্ত শ্রমজীবীবা, যে আর্থিক ব্যবস্থায় তারা মন্থরগতিতে হলেও সত্যিকারেব সুবিধা লাভ কবছিল বলে মনে হচ্ছিল, তা মেনে নিতে মোটামুটি প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনের বাইরে অবস্থিত শ্রমিকদেব মধ্যে গভীরতব অসন্তোষের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ প্রগতির যুগেই দেখা গিয়েছিল।

শিল্পভিত্তিক শ্রমিক সংগঠন অথবা শ্রমিক-নাইটদের পতনের পর পরিত্যক্ত ব্যাপক শ্রমিক সংস্থার কাঠামো আবাব দাবি করা হচ্ছিল। সমাজবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল এবং তাদের একটি কার্যকব রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টাও দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রসারণশীল আর্থিক ব্যবস্থার ফলে যে সব সুযোগ-সুবিধা সহজলভ্য হয়ে উঠেছিল, সেগুলির অংশ পাবার উদ্দেশ্যে অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অবলম্বনের জন্য চরমপন্থী আন্দোলন দেখা যাচ্ছিল।

১৯০৬ সালেই রুজভেল্ট কিছুটা ভীতভাবে হেন্‌রি ক্যাবট লজকে চিঠি লিখেছিলেন, "শ্রমিকগণ হিংস্র হইয়া উঠিতেছে এবং বিক্ষোভ কতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। বিগত ছয় হইতে আট বৎসরে শ্রমজীবীদের মধ্যে সমাজবাদী ও চরমপন্থী মনোভাবেব জন্ম হইয়াছে এবং শ্রমিক নেতারাও নিজেদের নেতৃত্ব হারাইবার ভয়ে এই মনোভাবে সাড়া দিতে বাধ্য হইতেছে।"

সমগ্র দেশে প্রাণবন্ত আত্মবিশ্বাসের মনোভাব দেখা গিয়েছিল ও সামগ্রিকভাবে দেশের লোকের অবস্থায় সাধারণ উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল বলে এ যুগে চরম মতবাদের প্রাদুর্ভাব কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে অদক্ষ শ্রমিকদের স্বার্থ এ সময়ে যে কতদূর অবহেলিত হচ্ছিল তারই প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি এই পরিস্থিতিতে পাওয়া যায়। 'আমেরিকান ফেডারেশন

অব্ লেবার' শিল্পভিত্তিক সংগঠন অবহেলা করতে থাকলে এবং মালিকদের মত সমান প্রবলভাবে প্রতিটি চরমপন্থী আন্দোলনের বিরোধিতা করতে থাকলে, অসন্তোষের ছাইচাপা আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। অবিলম্বে মজুরিপ্রথার অবসান ও ধনতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরাজয়অভিলাষী বিপ্লবাত্মক কার্য-কলাপের পক্ষে উর্বর মৃত্তিকা সরবরাহ করা হল। অল্প কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছিল যেন এই বিক্ষোভ সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনের স্থায়িত্ব ও মৌল রক্ষণশীলতা বিপন্ন করে তুলেছে। এই বিক্ষোভের অগ্রভাগে ছিল 'ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স অব্ দি ওয়ার্ল্ড' নামে শ্রমিক সংগঠন।

খনি শ্রমিক, কাঠ চেরাই-মিস্ত্রি, পশ্চিমাঞ্চলের ফসল কাটার কাজে নিযুক্ত ভ্রাম্যমান শ্রমিকরা পূর্বাঞ্চলের অসংগঠিত শ্রমিকদের প্রতিনিধিস্বরূপ সমাজবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে একজোট হয়ে এই নতুন সমিতি গঠন করেছিল। শ্রমিক ও মালিক শ্রেণীর মধ্যে কোনো মিলই 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' মানতে রাজী ছিল না। 'এ এফ্ অব্ এল্' এবং সব রকমের শ্রমিক সংস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে এই নতুন প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের উৎপাদন ব্যবস্থা দখল করতে আহ্বান করেছিল।

"প্রতিদিনের ন্যায়সঙ্গত কাজের পরিবর্তে প্রতিদিনের ন্যায়সঙ্গত মজুরি" রক্ষণশীল এই আদর্শের জায়গায় তাদের ঘোষণাপত্রে লেখা হল, "আমাদের পতাকায় 'মজুরি প্রথার বিলোপ'—বিপ্লবীদের এই জিগির লিখিয়া রাখিতে হইবে। ধনতন্ত্রের অবসানের ব্যবস্থা করা শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব।"

১৯০৫ সালে শিকাগোর একটি গোপন সভায় 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'র জন্ম হয়। এই সভায় শ্রমিক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত সব রকম চরমপন্থী ও ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিল। ধনতন্ত্রের উপর সংযুক্তভাবে প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালাবার জন্য পশ্চিমাঞ্চলের সংগ্রামী খনি শ্রমিক বিভিন্ন ধরনের সমাজবাদী শিল্পভিত্তিক শ্রমিক সংগঠনের সমর্থক ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নৈরাজ্য-বাদী পৃষ্ঠপোষকগণ একজোট হয়েছিল। পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করেছিল যে, 'এ এফ অব্ এলের' কার্যক্রম ও রণকৌশলে তাদের অবজ্ঞা প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনো বিষয়ে তারা একমত হতে পারে নি। শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব গ্রহণের মধ্যে একটি সাধারণ উপাদান লাভ করে তারা এমন একটি আর্থিক সংগঠন গড়ে তুলেছিল যার লক্ষ্য ছিল শ্রমিক সম্প্রদায়ের চূড়ান্ত মুক্তির জন্য রাজনৈতিক ও আর্থিক উভয় দিকেই অভিযান চালিয়ে যাওয়া।

'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' প্রতিষ্ঠানটির পেছনের সংস্থাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'ওয়েষ্টার্ণ ফেডারেশন অব্‌ মাইনার্‌স'। এক সময়ে 'এ এফ অব্‌ এলের' সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও দুর্বল পূর্বাঞ্চলের শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন ক'রে ১৮৯৭ সালে সংস্থাটি 'এ এফ অব্‌ এল' থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সীমান্তের স্বাধীন ও প্রায়ই যথেচ্ছাচারী মনোভাবে ভরপুর এসব খনি-শ্রমিক পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলির স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা ও তাম্র খনিগুলিতে একাদিক্রমে কয়েকটি ধর্মঘট চালিয়ে যায়। ১৯০৩-১৯০৪ সালে তারা কলোরেডোর ক্রিপল্‌ ক্রীক্‌ অঞ্চলের খনি-মালিকদের সঙ্গে সরাসরি লড়াই করতে শুরু করেছিল। এখানে তারা ধর্মঘট ভাঙাবার জন্য বহিরাগত শ্রমিকদের নিয়োগের বিরোধিতা করায় মালিকরা স্থানীয় প্রহরীবাহিনী ও রাজ্য আঞ্চলিক বাহিনীর মাধ্যমে প্রতি-আক্রমণ করেছিল। উভয়পক্ষই সমানভাবে হিংসাত্মক কাজে বিশ্বাস করায় এই বিরোধে খনি-বিস্ফোরণ, রেলগাড়ী ধ্বংস, জনতা বিক্ষোভ, খুনখারাপি, গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড ও খনি-শ্রমিকদের সভায় মেশিনগানের গুলিবর্ষণ নাটকীয়ভাবে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। তের মাস অবিরাম লড়াই-এর পর ধর্মঘটটি শেষ পর্যন্ত দমন করা হয়েছিল এবং প্রহরীবাহিনী, সহকারী শেরিফ, পুলিশ ও রাজ্য আঞ্চলিক বাহিনীর সদস্যরা ক্রিপল ক্রীকে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিল।

এই পরাজয়ের পর 'ওয়েষ্টার্ণ ফেডারেশন অব্‌ মাইনার্‌স' উপলব্ধি করল যে, একা তারা দাঁড়াতে পারে না। এই সংস্থা এরই মধ্যে প্রথমে 'ওয়েষ্টার্ণ লেবার ইউনিয়ন' এবং পরে 'আমেরিকান লেবার ইউনিয়ন' বলে অভিহিত একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে পশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত শ্রমিকদের একটি শিল্পভিত্তিক সংগঠনে একজোট করার প্রয়াস পেয়েছিল। এই সংস্থার নেতারা এ সময়ে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক সংগঠনের দিকে যে কোনো পদক্ষেপ সাদরে আমন্ত্রণ করে নিতে প্রস্তুত ছিল। শিকাগো সম্মেলনের আহ্বানে তারা অনেক আশা নিয়ে সাড়া দিয়েছিল। এই সম্মেলন থেকেই 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'র জন্ম হয়। এই সভায় মোট দু'শ প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র পাঁচজন তারা পাঠিয়েছিল। কিন্তু ২৭,০০০ সদস্যসমন্বিত পশ্চিমের খনি-শ্রমিকদের এই সংস্থাটিই ছিল সম্মেলনের আহূত শ্রমিক সংস্থাগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে শক্তিশালী।

অন্যান্য দল যারা প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল তাদের মধ্যে সমাজবাদীরাই ছিল প্রধান। বহুদিন থেকেই 'শ্রমজীবীদের দলের' জায়গা 'সমাজবাদী শ্রমিকদল'

('সোস্যালিষ্ট লেবার পার্টি') নিয়ে নিয়েছিল। 'সমাজবাদী পোপ' (রোমান ক্যাথলিকদের প্রধান ধর্মগুরুকে 'পোপ' বলা হয়।) বলে পরিচিত ডেনিয়েল্ ডি লিওন নামে একজন প্রতিভাবান বক্তা ও প্রবন্ধ লেখকের সদম্ভ নেতৃত্বে 'এ এফ অব্ এলের' ভীরু ও দুর্বল নীতির বিরুদ্ধে প্রায় এক দশক ধরে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ব্যক্তিগত গালিগালাজে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন ডি লিওন মহাসংঘকে "হাওয়া ভর্তি থলি ও (সঙ্গতিহীন) বালুকার হারের সম্ভার এবং গম্‌পারসকে কখনও "জাল মজদুর", কখনও "ফাঁদে ধরা-পড়া জালিয়াত", আবার কখনও বা ওয়াল ষ্ট্রীটের ঘুষখোর দালাল" বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু সমাজবাদীদের মধ্যে সংহতি আনা সম্ভব হয় নি এবং ১৯০০ সালে সভ্যরা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন ধরনের সমাজবাদের সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলির দীর্ঘ তালিকায় আবো একটি নাম যুক্ত হযেছিল। শুধু 'সমাজবাদী দল' বলে পরিচিত এই উপদলটি পূর্ববর্তী সমাজবাদী দলগুলির চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল এবং প্রগতি যুগেব প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইউজিন ডি ডেব্‌সের নেতৃত্বে বহু ভোট লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। স্বভাবতই 'সমাজবাদী শ্রমিক দল' ও 'সমাজবাদী দলের' মধ্যে সব সময়েই বিরোধ লেগে থাকত। কিন্তু তা'হলেও দু'টি দলের দু'জন প্রধান নেতাই শিকাগোর সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

'আমেরিকান লেবার ইউনিয়ন', 'ইউনাইটেড মেটাল ওয়ার্কার্স', 'ইউনাইটেড ব্রাদারহুড অব্ রেলওয়ে এম্‌প্লয়িজ' ইত্যাদি অন্যান্য স্বাধীন চরমপন্থী শ্রমিক সংস্থা যথারীতি সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করলেও 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' গড়ে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ব্যক্তিরাই বেশি দায়ী। এ সব নেতার পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিত্বের সংঘাতের ফলে সম্মেলন প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ডি লিওন ও ডেব্‌স ছাড়া অন্যান্য প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন 'ওয়েষ্টার্ণ ফেডারেশন অব্ মাইনার্স' সংস্থার উইলিয়াম ডি হেউড্, 'আমেরিকান লেবার ইউনিয়নের' নিজস্ব মুখপত্রের সম্পাদক ও শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রচণ্ড সমর্থক বিশালদেহ এবং কৃষ্ণবর্ণশ্মশ্রুশোভিত ক্যাথলিক ধর্মযাজক ফাদার টি জে হ্যাগার্টি; সমাজবাদী চিন্তাবীর ও 'ইন্‌ট্যারন্যাশনাল সোস্যালিষ্ট রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক এ এম সাইমন্‌স; 'ইউনাইটেড মেটাল ওয়ার্কার্স' নামক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক চার্লস ও শেরম্যান্; 'ইউনাইটেড ব্রুয়ারি ওয়ার্কার্স' সংস্থার চরমপন্থী নেতা এবং এই সংস্থার জার্মান ভাষায় প্রকাশিত মুখপত্রের সম্পাদক উইলিয়াম

ই ট্রাউট্‌ম্যান ; এবং সাদা কোঁকড়ানো চুল ও দয়ালু ধূসর চোখবিশিষ্ট পঁচাত্তর বছরের ক্ষুদ্রকায়, নির্ভীক, উৎসাহী মহিলা মাতা জোন্‌স, শ্রমিক আন্দোলনে আগ্রহের জন্য যাঁকে প্রায় অর্ধ শতক ধরে শ্রমিকদের সংগ্রামের পুরোভাগে দেখা যেত।

এ সমস্ত বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে হেউডের আকর্ষণী শক্তিই ছিল সবচেয়ে প্রবল। তিনি ছিলেন একজন বিশালদেহ দৈত্যাকার ব্যক্তি এবং তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে ক্লান্তভাবে হাঁটাচলা করতেন। তাঁর এই কর্কশ আকৃতি একটা চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে প্রায় অশুভ বলে মনে হত। 'বিগ বিল' হেউড ছিলেন সীমান্তের মনোভাবের প্রবল এবং আগ্রাসী জীবন্ত প্রতীক। তিনি রাখাল, কৃষক ও খনি শ্রমিকের কাজ করেছিলেন, কিন্তু শতাব্দী মোড় ঘোরার সময় আইডাহোর 'সিলভার ক্রীক্' খনি ছেড়ে এসে শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজ-বাদী দলের সক্রিয় সংগঠক হয়ে পড়েন। 'এক গোছা আদিম প্রবৃত্তি' বলে হেউডকে বর্ণনা করা হত। তিনি শ্রমিক সংগ্রামের আবশ্যক পর্যায় হিসাবে হিংসাত্মক কার্য-কলাপে বিশ্বাস করতেন। তিনি সোজাসুজি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সমর্থন করতেন। 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ-এর প্রথম সম্মেলনের সূচনা ঘোষণা করার সময় তিনি এই অধিবেশনকে "শ্রমিক শ্রেণীর মহাদেশীয় সম্মেলন" বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি গোড়াতেই স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, অবহেলিত অদক্ষ শ্রমিকদের এবং বিশেষ করে পশ্চিমের ভ্রাম্যমান শ্রমিকদের সংগঠিত করতেই তিনি উৎসাহী। এ ধরনের শ্রমিকদের তিনি "অনগ্রসর" এবং "প্রাণবন্ত, কঠোর পরিশ্রমী মানুষের" দল বলে অভিহিত করেছিলেন। হেউড্ চীৎকার করে বলে-ছিলেন, "শ্রমিকদের অধিকাংশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য এবং তাহাদের পক্ষে ভদ্র জীবনযাত্রার মান সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য আমরা নর্দমায় নমিতেছি।"

হেউড্ ভিন্ন এই সম্মেলনের প্রতিনিধিদের অন্য কেউ বিশেষ কোনো অনুগত দল 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'তে সঙ্গে করে আনতে পারে নি। তারা নিজেদের বক্তব্যই বলতো এবং সম্মেলনের তর্কবিতর্কের উত্তেজনার মধ্যে শ্রমিক সমস্যার প্রতি তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টিভংগীতে সামঞ্জস্য স্থাপন সম্ভব বলে মনে হয় নি। তাদের বিদ্রূপাত্মক ভাষায় যা তারা 'আমেরিকান সেপারেসন অব্ লেবার' বলে অভিহিত করেছিল সুস্পষ্টভাবে তার বিরোধিতা জানাবার পর কিন্তু তারা 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'-এর জন্য একটি সাধারণ কার্যক্রম গ্রহণে সম্মত হয়েছিল।

এ ধরণের বামপন্থী কৌশলের প্রতি এবং বিশেষ প্রকার শ্রমিক সংগঠন পুনরুজ্জীবিত করার যে চেষ্টাকে তিনি "ভ্রান্ত, ক্ষতিকর, প্রতিক্রিয়াশীল" বলে নিন্দা করেছিলেন সেই চেষ্টার প্রতি গম্‌পারসের অসীম অবজ্ঞা ছিল। তাঁর বহুদিনের শত্রু ডি লিওনের বিরুদ্ধে তিনি আক্রমণ শুরু করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ-এর সঙ্গে ডি লিওনের সম্পর্ক অন্যান্য সমর্থকদের "হৃদয়ে কৃত্রিম উৎসাহের সৃষ্টি" করবে। তিনি লিখেছিলেন, "দেখা যাইতেছে যে, আবার শ্রমিক-সংস্থা চূর্ণবিচূর্ণকারীদের সহিত বহিরাগত বৈরী এবং ঘরের শত্রু বিভীষণরা হাত মিলাইয়াছে। 'জলদস্যু' ও 'ক্যাংগারুদের' পক্ষে ইহা অতীব মনোরম দৃশ্য এবং তাহারা উল্লসিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে।"

এ ধরনের পরস্পরবিরোধী সহকর্মীরা যে বেশিদিন এক সঙ্গে থাকতে পারবে না তাঁর এই বিশ্বাস অল্পদিনের মধ্যেই সপ্রমাণ হয়েছে বলে মনে হল। প্রায় জন্মের পরই 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'-এব সদস্যবা দলাদলি ও তর্কবিতর্কের জন্য টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৬ সালের সম্মেলনে 'সমাজবাদী দলের' নেতৃত্বে অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী সদস্যদের সঙ্গে সোজাসুজি বিপ্লবের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষেব ফলে দক্ষিণপন্থীরা একত্রে 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' থেকে বেরিয়ে আসে। পবের বছর 'ওয়েষ্টার্ণ ফেডারেশন অব্‌ মাইনার্স' স্বয়ং এই সংস্থা পরিত্যাগ করে এবং ফলে 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'-এর সদস্য সংখ্যা ৬,০০০-এর তলায় নেমে যায়। ১৯০৮ সালে রাজনৈতিক না আর্থিক কার্যক্রম গৃহীত হবে এই মূল প্রশ্নে চূড়ান্ত বিবোধ দেখা দিল। প্রথমোক্ত মতের পক্ষপাতী দলের নেতা ছিলেন ডি লিওন্‌ এবং দ্বিতীয় মতের পক্ষপাতী দলের নেতা ছিলেন ট্রাউটম্যান্‌। কিন্তু এই সম্মেলনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল পশ্চিমের বিদ্রোহীদেব একদল প্রতিনিধি। 'ওভারঅল্‌স ব্রিগেড' নামে খ্যাত এ সব প্রতিনিধি মালগাড়ীতে চড়ে শিকাগোতে উপস্থিত হয়েছিল এবং চুলচেরা তাত্ত্বিক বিতর্কে তাদের কোনো আগ্রহই ছিল না।

এই উপদল ডি-লিওন্‌পন্থীদের পরাজিত করলে তারা তৎক্ষণাৎ নতুন একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করাব জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী সম্মেলন সংগঠন করেছিল। উপদলটি তারপর নিজেদের ইচ্ছামত শিকাগো সংবিধি সংশোধন করার প্রয়াস পেয়েছিল। রাজনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করার সকল পরিকল্পনা বর্জিত হল। প্রত্যক্ষ আর্থিক কার্যক্রমের মাধ্যমেই ধনতন্ত্রের পতন সম্ভব করে তোলার চেষ্টা করা হবে বলে

স্থির হল। তত্ত্ব ও আচরণের দিক দিয়ে খোলাখুলিভাবে বিপ্লবী, ধর্মঘট, নাশকতা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে বিশ্বাসী 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' শ্রমিকদের শত্রুদের সঙ্গে কোনো দিন সন্ধি স্থাপন না করতে শপথবদ্ধ হল।

সকল বৃত্তিভিত্তিক ভেদাভেদ ভেঙ্গে দিয়ে 'একটি মাত্র বিশাল সংস্থার' মাধ্যমেই শ্রমিকদের পক্ষে শ্রেণীসংগ্রামে কার্যকর সংযুক্ত সংগ্রাম সমিতি গঠন করা সম্ভব বলে ঘোষণা করা হল। 'এ এফ অব্ এল্' শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং সম্পূর্ণভাবে মালিকদের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছে।

ওব্লিরা ('ওভারঅল্‌স ব্রিগেড-এর সংক্ষিপ্ত নাম) গান গেয়েছিল :—

"ওদের হাত-পা বেঁধে ফেল" :
পুরোনো 'এ এফ অব্ এল-এর সাথে মোদের নেই কোনো বিরোধ।
কিন্তু তোমাদের যা বলছি তা যুক্তি দিয়ে বোঝ।
তোমাদের পেশা এক ধরনের সম্পত্তিরই রক্ষাকবচ,
কিন্তু তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ না তোমাদের দক্ষতা
আর থাকবে না।
যন্ত্রের উন্নতি তোমাদের দক্ষতা ও হাতিয়ার দুইই নিচ্ছে কেড়ে,
আর ভবিষ্যতে তোমরা সাধারণ ক্রীতদাসে পরিণত হবে।
আমরা যা বলছি তাতে নেই কোনো সন্দেহ
কাজেই জয়ী হতে না পারলে লড়াই করে লাভ কী?
ওদের হাত-পা বেঁধে ফেল; তবেই জেতা যাবে।
লড়াই শুরু না করে মালিকদের জানতে দিও না।
গুণ্ডা আর দালালদের কোনো সুযোগ দিও না;
আজ একটি বিশাল সংস্থা ও একটি বিরাট ধর্মঘটই দরকার।

কোনো সময়ে অথবা কোনো পরিস্থিতিতেই ধর্মঘট করার অধিকার পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করত বলে 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' কোনো রকম শিল্পচুক্তি সমর্থন করতে পারে নি। তাদের মতে মজুরি ও কাজের সময় নিয়ে দৈনন্দিন আন্দোলন সংগ্রামের প্রথম পর্যায়, চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য রণক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। "পুরাতন খোলার মধ্যে নতুন সমাজের কাঠামো' শিল্পভিত্তিক শ্রমিক সংস্থাগুলিই গঠন করতে পারে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের "মালিক-শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিযুক্ত নিছক একটি সমিতির" স্থান শ্রমিকদের সরকার অধিকার করবে।

পশ্চিমাঞ্চলের খনি-শ্রমিক, গৃহনির্মাণশিল্পে নিযুক্ত কুলির দল, কাঠ-চেরাইমিস্ত্রি ও ফসল কাটার কাজে নিযুক্ত ভ্রাম্যমান শ্রমিকদের প্রায়ই ভোটাধিকার ছিল না বলে রাজনৈতিক কার্যকলাপে কোনো আগ্রহ না থাকায় 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' তাদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। তাদের সামান্য মজুরি দেওয়া হত, গৃহহীন, অবিবাহিত, কোনো স্থায়ী কাজ তাদের ছিল না এবং সমাজের স্বাভাবিক বন্ধন থেকে তারা বহুলাংশে মুক্ত ছিল। এ সব কারণে তারা নিজেদের এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থার বলি বলে মনে করত যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের শোষণ করা। "আকাশের তারা" লাভের অস্পষ্ট স্বপ্নের জন্য নয়, এই পৃথিবীর উৎপাদনের উপায় হস্তগত করার জন্যই তারা ধর্মঘট, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, এমন কি খোলাখুলি সংগ্রামেও রাজী ছিল। ইস্পাত, মোড়কে বাঁধাই-এর কারখানা ও কাপড়ের কলের অভিবাসী শ্রমিকদেরও "আই ডব্লিউ ডব্লিউ" নিজেদের মতে আনতে পেরেছিল এবং যে কোনো সময়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। পশ্চিমের বিদ্রোহীদের মত এই শ্রমিক সম্প্রদায় ততটা কঠোর ও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন ছিল না। পূর্বাঞ্চলের কল কারখানার শ্রমিকেরা সব সময়ই যে 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ-এর কার্যক্রমের বিপ্লবাত্মক তাৎপর্য মেনে নিত তা নয়। কিন্তু এই কার্যক্রম গ্রহণ করুক বা নাই করুক, তাদের ধর্মঘট সমর্থন করার জন্য তারা এই সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল।

'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'-এর সদস্য সংখ্যা কোনো দিনই খুব বেশি হয় নি। বোধ হয় প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ শিখরেও এই সংখ্যা ষাট হাজার অতিক্রম করে নি। সংস্থার কয়েক লক্ষ পরিচয়পত্র সরবরাহ করা হলেও সাময়িক শ্রমিকেরা বেশি দিন সদস্য থাকত না। আগেই আভাস দেওয়া হয়েছে যে 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'-এর বিপ্লবী নেতৃত্বেই ছিল তার প্রধান তাৎপর্য। পশ্চিমে এই নেতাদের 'ওব্‌লি' বলা হত। 'ওব্‌লিরা' নিজেরাই অনেক সময় হিংসাত্মক কাজ পছন্দ করত বলে মনে হয়। শুধু ঝগড়া করার আনন্দের জন্যই তারা দাঙ্গাহাঙ্গামা করত এবং বিরোধের বিষয়ের বৈধতা সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত না হয়েই তারা শান্তিশৃঙ্খলার অভিভাবকদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেত। ১৯১২ সালে একটি ব্যাপারে 'স্যান ডিয়েগো ট্রিবিউন' নামে কাগজটি তীব্র মন্তব্য করেছিল, "ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইলেও উহাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে না। মানবসমাজের আর্থিক ব্যবস্থায় উহারা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিয়া উহাদের মরণই ভাল। উহারা সৃষ্টির বাতিল পদার্থ এবং বিশুদ্ধির নালা দিয়া উহাদের নিষ্কাশিত করা উচিত

এবং যে কোনো আবর্জনার মত ঐ শীতল অবস্থায় পচাইবার জন্য উহাদের ফেলিয়া রাখা উচিত।" কিন্তু যতই দুর্দান্ত হোক না কেন এ ধরনের শ্রমিক ভিন্ন আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চল এত দ্রুত উন্নতিলাভ করতে পারত না। কঠিন ও ভারি কাজগুলি তারাই করত। কাঠ কাটা, ফসল ঘরে তোলা, খনিজ পদার্থ খুঁড়ে আনা ইত্যাদি কাজ তাদেরই করতে হত। এবং তাদের দৃষ্টিভংগী যতই ভ্রান্ত হোক না কেন ও সমাজের বিরুদ্ধে তাদের অন্ধ সংগ্রাম যতই ব্যর্থ হোক না কেন, তারা বর্ণাঢ্য ও উত্তেজক সাহসিকতা ও সংগ্রামী মনোভাবে পরিপূর্ণ ছিল।

শ্রমিক সংস্থার সভায়, ফসলকাটার শিবিরে এবং পিকেটিং করার সময় 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'-এর নিম্নলিখিত গানের মধ্য দিয়ে এই মনোভাবই ফুটে উঠত : "তুমি কী একজন ওব্‌লি ?" "মালিকদের তোমার পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেল" ; "লাল রঙে রাঙিয়ে দাও" ; "আমরা কী চাই" ; "লাল ঝাণ্ডা" এবং "ধন্য পরমেশ্বর ! আমি একটি গর্দভ" !

মালিককে আমার খুব পছন্দ,
উনি আমার মস্ত বন্ধু,
আর এ জন্যই আমি
পিকেটিং করতে গিয়ে খেতে পাই না।
ধন্য পরমেশ্বর ! আমি একটি গর্দভ !
ধন্য পরমেশ্বর ! আমি গর্দভই !
ধন্য পবমেশ্বর ! আমাদের টেনে তুলতে
তোমার হাতটা একটু এগিয়ে দাও।

উত্তর পশ্চিমের খনি অঞ্চল, কাঠ চেরাই প্রকল্প ও গৃহনির্মাণ শিবিরে, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ফল টিনে ভরার কারখানায় ও পূর্বাঞ্চলের কাপড়ের কলগুলিতে ; মধ্যপশ্চিমাঞ্চলের ইস্পাত ও মাংসের কারখানায় এবং ট্রাম-কর্মচারীদের, জানালা পরিষ্কারকদের ও বন্দরের কুলিদের মধ্যে 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' পরিচালিত ধর্মঘট দেখা গিয়েছিল।

'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'-এর নেতারা এবং বিশেষ করে "বিগ্‌ বিল" হেউড্‌ অসংগঠিত শ্রমিকদের যে কোনো জায়গায়, যে কোনো সময়ে সমর্থন করতে

প্রস্তুত ছিলেন। 'ওয়েস্টার্ণ ফেডারেশন অব্ মাইনার্স' বেরিয়ে এলেও হেউড্ 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'-এর সঙ্গেই থেকে গিয়েছিলেন। নেতারা যেভাবে নিজেরাই ধর্মঘট পরিচালনা করতেন, পিকেটিং করতেন, শ্রমিকদের পরিবারদের সাহায্যের ব্যবস্থা করতেন এবং যে নির্ভীক উদ্যমে আগ্রহের সঙ্গে আন্দোলন চালাতেন ও শ্রমিকদের সংগঠিত করতেন তার পাশে 'এ এফ অব্ এল্'-এর কৌশল ফ্যাকাশে ও জলো বলে মনে হচ্ছিল।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'-এর কার্যকলাপ দমন করতে চেষ্টা করলে এবং এই সংস্থার সংগঠকদের জেলখানায় পাঠালে ওয়াশিংটনের ওয়ালা ওয়ালা থেকে ম্যাসাচুসেট্সের নিউ বেডফোর্ড পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে "মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত" দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগে গেল। কোনো একটি বিশেষ শহরে গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া মাত্র 'ওব্লিরা' দলে দলে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করত এবং পুলিশবাহিনীকে অমান্য করত। একদল লোক জেলখানায় গেলে তাদের জায়গা আর একদল লোক নিয়ে নিত এবং হয়রান হয়ে সমাজের উপর বোঝা এত বেশি হয়ে উঠছে বলে মনে করত যে, কর্তৃপক্ষের সবাইকে মুক্তি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকত না। 'ওব্লিরা' বিজয়গর্বে দলে দলে জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসত এবং আবার আন্দোলন ও পিকেটিং করতে এবং তাদের অধিকারের জন্য লড়াই চালাতে প্রস্তুত হত।

'ওব্লিদের' দ্বারা পরিচালিত ধর্মঘট ও "মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত" দাঙ্গাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে দেখা গেলেও ১৯১২ সালে ম্যাসাচুসেট্সের লরেন্স শহরের কাপড়ের কলের শ্রমিকদের সংগ্রামেই তারা বিরাট একটি জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। সীমান্ত থেকে হিংসাত্মক কার্যকলাপ তাদের আক্রমণ করবে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের মনে এই ভয় দেখা দিলেও কঠোর শৃঙ্খলাবোধই ছিল এই ধর্মঘটটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' শ্রমিকদের পক্ষে জনসাধারণের সহানুভূতি লাভের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাদের পক্ষে সম্ভবপর সব কিছুই করেছিল। বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ সম্বন্ধে সমস্ত ধারণা সেই মুহূর্তের কর্তব্যের কাছে গৌণ বলে মনে করা হয়েছিল। অন্যান্য শ্রমিক সংস্থা 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' পূর্বাঞ্চলের একটি শিল্পকেন্দ্র আক্রমণ করায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদের কোনো রকম সমর্থন ছাড়াই লরেন্সে 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'-এর নেতারা ধর্মঘটীদের সংযুক্ত সংগ্রাম সমিতি

বজায় রাখার কাজে তাদের সমস্ত কর্মশক্তি প্রয়োগ করেছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত মালিকদের হার স্বীকার করতে হয়।

লরেন্সের কাপড়ের কলগুলিতে নিযুক্ত ৩০,০০০ শ্রমিকের মজুরি হ্রাস করা হলেই এই ধর্মঘটটি দেখা দেয়। মোট শ্রমিক সংখার প্রায় অর্ধেকই "আমেরিকান উলেন কোম্পানী'র কাজে নিযুক্ত ছিল। প্রধানতঃ পোল্যাণ্ড, ইতালী, লিথুয়ানিয়া ও রাশিয়া থেকে আগত অভিবাসীদের নিয়ে গঠিত এসব কাপড়ের কলের শ্রমিকদের কারখানা পুরোদমে চলবার সময়ই সাপ্তাহিক আয় ছিল গড়ে ৯ ডলারেরও কম। সামান্য মজুরি ও দীর্ঘ কার্যকালের উপর আবার এক ধরনের অতিরিক্ত পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কাজ ত্বরান্বিত কারার চেষ্টা হয়েছিল। ফলে শ্রমিকদের উপর ভয়ানক চাপ পড়ত ও তাদের মনে চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হত। মজুরি কমানো হলে তা শ্রমিকদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। ১৯১২ সালের ১২ই জানুয়ারী শহরের ঘণ্টাগুলি বিপদের আশঙ্কা জানিয়ে ধ্বনিত হতে থাকলে, ক্রুদ্ধ শ্রমিকের দল স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অন্যায়ের সম্মিলিত প্রতিবাদে কাজে যাওয়া বন্ধ করল। ধর্মঘটটিতে অল্প দিনের মধ্যেই ২০,০০০ পুরুষ ও নারী শ্রমিক জড়িয়ে পড়েছিল।

কারখানাগুলির কিছু কর্মচারী শ্রমিক সংস্থার সদস্য ছিল। কয়েকজন 'এ এফ অব্ এল-এর সঙ্গে সংযুক্ত 'ইউনাইটেড টেক্‌স্টাইল ওয়ার্কার্স' নামে সংস্থার এবং প্রায় এক হাজার লোক 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'-এর সদস্য ছিল। অবশিষ্ট শ্রমিকেরা ছিল অসংগঠিত। ধর্মঘটের সম্ভাবনার কথা ভেবে 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'-এর সদস্যগণ কেন্দ্রীয় দপ্তরে সাহায্যে জন্য আবেদন করেছিল এবং সাধারণ কার্যনির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য, জোসেফ্ জে এটার অবিলম্বে লরেন্সে চলে এসেছিলেন। শীঘ্রই আর্তুরো জিয়োভ্যানিটি নামে আর একজন 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' নেতা তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। এই দুই ব্যক্তি কালক্ষেপ না করে ধর্মঘট পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা হস্তগত ক'রে সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী ভিত্তির উপর ধর্মঘটটি সংগঠিত করেছিলেন এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতা বলবৎ করেছিলেন। ধর্মঘটীদের সংহতি বজায় রাখার জন্য এটার বিরাট জনসভার আয়োজন করতেন, পিকেটিং-এর ব্যবস্থা করতেন এবং যে সব দুঃস্থ ও অভাবী পরিবারের একমাত্র আয়ের পথ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাদের সাহায্য করার ব্যবস্থা করতেন। বস্তুতঃ, সাহায্যদানই ছিল তার সবচেয়ে বড় সমস্যা কারণ শহরের মোট ৮৫,০০০ লোকের অর্ধেকেরও বেশি ছিল হয় ধর্মঘটী শ্রমিক, নয় তাদের উপর নির্ভরশীল।

প্রতিটি ভিন্ন জাতীয় সম্প্রদায়ের জন্য সাধারণ সমিতি গঠন করে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, যৌথ রান্নাঘর চালানো এবং অন্যান্য সাহায্য দেওয়া হত।

সংবাদপত্রের বড় বড় হরফে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ডিনামাইট পোতা হয়েছে বলে জনসাধারণকে ভয় দেখিয়ে খবর বেব হলে অরাজকতার প্রথম আভাস পাওয় যায়। তৎক্ষণাৎ 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'কে সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি আমদানি করার জন্য অভিযুক্ত করা হল এবং শ্রমিকদের পক্ষে যে সহানুভূতি গোড়ার দিকে দেখা গিয়েছিল, তা তাদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ বিরক্তিতে পরিণত হয়ে গেল। একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স' ঘোষণা করল, "ধর্মঘটীরা বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহার করিলে বা ব্যবহাবের জন্য প্রস্তুত হইলে তাহারা শযতান সুলভ মানবতা-বোধের অভাবেরই পরিচয় দেয় এবং যতদিন তাহারা অনুতপ্ত না হয় ততদিন তাহাদের ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা উ‍‍‍‍চিত।"

ধর্মঘটীরা তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ কবে জানাল যে, তারা কখনই ডিনামাইট পোঁতে নি। তাদের এই প্রতিবাদ সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমানিত হয়েছিল। ধর্মঘট সমাপ্ত হবার আগেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, স্থানীয় একজন ঠিকাদার স্পষ্টতই ধর্মঘটীদের এবং বিশেষ করে 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'র সুনামহানি করার জন্য ডিনামাইট পুঁতেছিল এবং ষডযন্ত্রের পরিকল্পনা কারখানার মালিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জডিত কয়েক জন ব্যক্তিই রচনা করেছিল। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জডিত থাকার অপরাধে 'আমেরিকান উলেন্‌ কোম্পানীর' প্রধানকে গ্রেপ্তার করা হলে সবচেয়ে রক্ষণশীল কাগজগুলিও ভূয়ো বোমা ষডযন্ত্রে শ্রমিকদের জড়াবার কৌশল প্রবলভাবে আক্রমণ করেছিল। 'আয়রন এইজ্‌' নামে পত্রিকাটি বলেছিল, এতে "সাধারণভাবে মালিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে", এবং 'নিউ ইয়র্ক ইভনিং পোষ্ট' এই ষডযন্ত্রকে "ধনতন্ত্রকৃত এমন একটি অপরাধ যাহা শ্রমিক সংস্থাগুলির নিকৃষ্টতম কার্যকলাপকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে" বলে নিন্দা করেছিল।

ইতিমধ্যে, 'আমেরিকান উলেন্‌ কোম্পানী' শ্রমিকদের দাবি বিবেচনা করতে তখনও অস্বীকার করে কারখানাগুলি আবার খোলার চেষ্টা করেছিল। এই প্রচেষ্টার ফলে ধর্মঘটীদের সঙ্গে পুলিশের রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটে এবং হাঙ্গামার সময় একজন ইতালীদেশীয় স্ত্রীলোক গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ সামরিক আইন জারি করেছিল এবং রাজ্য আঞ্চলিক বাহিনীর বাইশটি দলকে কোনো জনসভা বা কথোপকথন নিষিদ্ধ করার জন্য রাস্তায় প্রহরা দিতে বলা

হয়েছিল। এটার ও জিওভ্যানিটিকে নরহত্যায় সহায়তা করার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হল।

ধর্মঘট সমিতি অথবা 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' কেউই এ সমস্ত ঘটনাকে তাদের অবাঞ্ছিত প্রতিহিংসাপরায়ণতার পথে ঠেলে দিতে অথবা ধর্মঘটে জয়লাভ করতে তাদের দৃঢ়তা ক্ষয় করতে দিতে দেন নি। এটার ও জিওভ্যানিটিকে গ্রেপ্তার করা হলে 'বিগ বিল' হেউড্ ধর্মঘট পরিচালনার ভার নেন এবং তাঁর নিজের ও 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'-এর বিপ্লবী নীতি সত্ত্বেও তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধমূলক দৃষ্টিভংগীর উপর জোর দিতে থাকেন। এ ধরনের নেতৃত্বে শ্রমিকেরা অবিচলিত হয়ে রইল। আঞ্চলিক বাহিনী নিজ নিজ কাজে যোগদানে অভিলাষী শ্রমিকদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিলেও শ্রমিকদের মধ্যে কেউ শত্রুপক্ষে যোগ দেয় নি। জনৈক সংবাদদাতা একটি কাপড়ের কল পরিদর্শন করে বিবরণী পাঠিয়েছিলেন, "সুতা কাটার ঘরগুলিতে প্রতিটি ফিতা ঘুরিতে থাকিলেও এবং চতুর্দিকে যন্ত্রের ঘর ঘর শব্দ শুনা গেলেও একজন কর্মচারীকেও কর্মস্থলে দেখা যায় নাই এবং একটি যন্ত্রেও সূতার কাটিম বাহির হইতে দেখা যায় নাই।"

কিন্তু ধর্মঘটীদের খাদ্য জোগানোর সমস্যা ক্রমেই অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়ে দাঁড়াল এবং ফেব্রুয়ারীর গোড়ার দিকে ধর্মঘট সমিতি একই সঙ্গে সেই মুহূর্তের প্রয়োজন মেটাবার এবং নাটকীয়ভাবে জনসাধারণের দৃষ্টি তাদের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে একটা নতুন পরিকল্পনা রচনা করল। শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন অন্যান্য শহরের বাসিন্দাদের ধর্মঘটীদের সন্তানসন্ততিদের জন্য সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে বলা হল। অবিলম্বে এই ডাকে সাড়া পাওয়া গিয়েছিল এবং কয়েক শ' শিশুকে অন্যান্য সম্প্রদায়ে পাঠানো হয়েছিল। 'ইউনাইটেড টেকস্টাইল ওয়ার্কার্স'দের প্রধান এই পরিকল্পনাকে শুধু "আন্দোলনটি জীয়াইয়া রাখিবার ও 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'-এর নাম প্রচার করিবার" পন্থা হিসাবে নিন্দা করতে অগ্রসর হয়েছিল। এই ঘটনার পরিণতিতে আতঙ্কিত হয়ে লরেন্স শহরের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করল যে, আর কোনো শিশুকে শহর ছেড়ে যেতে দেওয়া হবে না। ধর্মঘট সমিতি আর একদল শিশু বাইরে পাঠাতে চাইলে পুলিশ বলপ্রয়োগ করে হস্তক্ষেপ করেছিল। কিন্তু ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাতে অন্য যে কোনো ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি সার্থকভাবে জনসাধারণের সহানুভূতি ধর্মঘটীদের পক্ষে আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়েছিল।

ফিলাডেলফিয়ার নারীদের যে সমিতির শিশুদের ভার নেবার কথা ছিল তার

একটি রিপোর্টে জানা যায়, "স্টেশনটিও পুলিশ ও রাজ্য আঞ্চলিক বাহিনীর সদস্যরা ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল···। শিশুদের লইয়া যাইবার সময় আসিলে তাহাদের একটি দীর্ঘ সরল রেখায় দুইজন দুইজন করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড় করানো হইয়াছিল এবং তাহাদের পিতামাতাও নিকটেই অবস্থান করিতেছিল। শিশুরা রেলগাড়ীতে চড়িবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে দরজার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান পুলিশের লোক লাঠি লইয়া আমাদের আক্রমণ করিল এবং শিশুদের পদদলিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার আশঙ্কার কথা বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করিয়া এলোপাথাড়ি লাঠি চালাইতে লাগিল। শিশু ও তাহাদের মাতাদের এইভাবে এক সঙ্গে তাড়না করিয়া গায়ের জোরে একটি সামরিক যানে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। ভীত শিশু ও নারীদের চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া তখনও তাহাদের উপর লাঠি চালনা করা হইতেছিল।"

বোধ হয় এই ঘটনাই ধর্মঘটের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। দেশের প্রত্যেক অঞ্চল থেকে প্রতিবাদের যে বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল লরেন্স শহরের কর্তৃপক্ষ অথবা কারখানার মালিকদের পক্ষে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নি। ধর্মঘটীদের উপর আরো আক্রমণ চালানো হলেও এবং তাদের গ্রেপ্তার করা হলেও (ধর্মঘটের দু'মাসে ২৯৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।) পিকেটিং সমানভাবে চলতে থাকলে ১২ই মার্চ শেষ পর্যন্ত 'আমেরিকান উলেন্ কোম্পানী' হার স্বীকার ক'রে শ্রমিকদের প্রায় সমস্ত দাবি মিটিয়ে চুক্তি করার শর্ত দিল। মজুরি শতকরা পাঁচ থেকে পঁচিশ ভাগ বাড়ানোর ব্যবস্থা হল, অতিরিক্ত কাজের জন্য মজুরির ১¼ গুণ পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থা করা হল। অতিরিক্ত পুরস্কার ব্যবস্থায় ন্যায়-সঙ্গত সামঞ্জস্য সাধন করা হয়েছিল এবং ধর্মঘটীদের পুনর্নিয়োগের সময় কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না বলে স্থির করা হয়েছিল। লরেন্স ময়দানে এক বিরাট জনসভায় হেউড্ এই সব শর্ত মেনে নেবার জন্য শ্রমিকদের পরামর্শ দিলেন এবং কারখানার কর্মচারীরা নিজেদের কাজে ফিরে যেতে রাজী হল।

এটার ও জিওভ্যানিটির বিচার এ প্রসঙ্গে শেষ ঘটনা। কিছুদিন মনে হয়েছিল যে, তাঁদের সুবিচার লাভের সুযোগ দেওয়া হবে না এবং যে নরহত্যার অপরাধে তাঁদের অভিযুক্ত করা হয়েছে তার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক স্থাপন করার মত কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলেও তাঁরা অপরাধী বলে দণ্ডিত হবেন। 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' তাঁদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য যে সমিতি গঠন করেছিল তা ৬০,০০০ ডলার সংগ্রহ করে এবং লরেন্সের ১৫,০০০ শ্রমিক, কর্তৃপক্ষ জেলখানার

দরজা না খোলা পর্যন্ত তারা কারখানার দরজা খুলতে দেবে না এই ঘোষণা ক'রে ২৪ ঘণ্টার জন্য প্রতিবাদ ধর্মঘট করে। শেষ পর্যন্ত দু'জনই নির্দোষ সাব্যস্ত হয়েছিলেন। মুক্তিলাভের পর জনতা তাঁদের বিশাল অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল যে, লরেন্সের কাপড়ের কলের শ্রমিকেরা এই দু'জন নেতার নির্দেশনায় যে জয়লাভ করতে পেরেছে তাতে এটার ও জিওভ্যানিটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

বিচার সমাপ্ত হবার আগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জুরিদের কাছে নিজেদের দৃষ্টিভংগী প্রকাশ ক'রে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'র বিপ্লবাত্মক লক্ষ্য এবং পুলিশের ভয়ে বশ মানতে তাঁদের অসম্মতি খোলাখুলিভাবে তাঁরা স্বীকার করেছিলেন। জিওভ্যানিটির আবার কবি হিসাবেও নাম ছিল এবং তাঁর অনেক কবিতা কাব্যসংকলনে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর বক্তৃতাটি বিশেষ বাগ্মিতাপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

তিনি ঘোষণা করলেন, "আপনাদের আমি বলিতে চাই যে, এই রাজ্য অথবা আমেরিকার অন্য যে কোনো স্থানে প্রথম যে ধর্মঘটে জোসেফ জে এটার ও আর্তুরো জিওভ্যানিটির কর্মশক্তি, সাহায্য ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন ও আবশ্যকতা হইলে কোনো ভয় বা ভীতি প্রদর্শনে বিচলিত না হইয়া আমরা আবার সেখানে যাইব—পৃথিবীর শ্রমজীবী শ্রেণীর মহান সৈন্যদলের আমরা অজ্ঞাত, অপরিচিত সৈনিক এবং আমাদের ভুল বুঝা হইয়াছে। আমরা আবার আমাদের সাধারণ কাজে ফিরিয়া যাইব। পৃথিবীর শ্রমিক সম্প্রদায় অতীতের অস্পষ্টতা ও অন্ধকার অতিক্রম করিয়া তাহাদের পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছে। মানবজাতির চরম মুক্তি অর্থাৎ জগতের প্রতিটি পুরুষ ও প্রতিটি নারীর জন্য প্রেম ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করাই এই লক্ষ্য।

লরেন্সে "আই ডব্লিউ ডব্লিউ" এক বিস্ময়কর জয়লাভে সক্ষম হয়েছিল। কাপড়ের কলের শ্রমিকদের মধ্যে এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা প্রায় রাতারাতি ১৮,০০০ হয়ে গিয়েছিল এবং মনে হয়েছিল এই পুনরুজ্জীবিত প্রাণশক্তি ভবিষ্যতে আরো সম্প্রসারণ সম্ভব করে তুলবে। 'এ এফ অব্ এলের' নেতাদের মধ্যে এ ধরনের আক্রমনাত্মক ধর্মঘট-নীতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। আমেরিকার শ্রমিকদের মধ্যে চরমপন্থী মতবাদের সম্ভাব্য প্রসারে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আরো বেশি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। 'গার্ডে' পত্রিকায় প্রশ্ন করা হয়েছিল, "ইহাই কী আমরা আশা করিব যে, সম্মানজনকভাবে আচরণ

না করিয়া অথবা যে অরাজক দাঙ্গাহাঙ্গামা দমন করিতে আমরা জানি খোলাখুলি-ভাবে সেই প্রকার দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত না হইয়া শ্রমিকেরা সূক্ষ্ম নৈরাজ্যবাদী মতে কর্ণপাত করিবে? এই নৈরাজ্যবাদ আইন ও শৃঙ্খলার মৌল ধারণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম", "সংঘভিত্তিক সমাজবাদ", "সাধারণ ধর্মঘট," "হিংসাত্মক কার্য" প্রভৃতি অদ্ভুত মতবাদ প্রচার করিতেছে। আমরা মনে করি সম্পত্তি এমন কি জীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান নীতিবোধ এ প্রশ্নের সহিত জড়িত।"

অল্পদিনের মধ্যেই এ সব আশঙ্কার অমূলকতা প্রমাণিত হয়েছিল। "আই ডব্লিউ ডব্লিউ" তার ক্ষমতা ও প্রভাবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। পুরোনো শ্রমিক-নাইটদের মতই তাদের মহত্তম বিজয়ের মধ্যেই সর্বনাশা পরাজয়ের এবং যে অবনতি কয়েক বছরের মধ্যেই এই সংস্থার সম্পূর্ণ পতন ডেকে আনবে তার পূর্বাভাস অন্তর্নিহিত ছিল। আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের মুলতঃ রক্ষণশীল মনোভাব আকর্ষণ কবার পক্ষে "আই ডব্লিউ ডব্লিউ" ছিল অতিরিক্ত বিপ্লবাত্মক এবং প্রচারের সময় যতই হিংস্র হোক না কেন বিপ্লবে জয়ী হবার পক্ষে এই সংস্থা ছিল অতিরিক্ত সাবধানী। হিংসাত্মক কার্যকলাপ সম্বন্ধে জনসাধারণের আতঙ্ক জাগিয়ে তোলার ব্যাপারেই তারা একমাত্র সফল হয়েছিল এবং এই আতঙ্ক লরেন্সের আপেক্ষিকভাবে শান্তিপূর্ণ রণকৌশলও প্রশমিত করতে পারে নি।

পরবর্তী যে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘটটিতে "আই ডব্লিউ ডব্লিউ" অংশগ্রহণ করেছিল সেই ধর্মঘটই তাদের অবনতি ডেকে আনে। নিউ জার্সির প্যাটারসন্ শহরের রেশমের কারখানাগুলিতে ১৯১৩ সালে গোলমাল বাধে এবং "ওব্লিদের" অন্যান্য নেতাদের মধ্যে হেউড্ ও এটারকেও সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল ধরে এই তিক্ত ধর্মঘটটি চলেছিল। "আই ডব্লিউ ডব্লিউ'র বিপ্লবাত্মক সম্ভাবনা চূর্ণবিচূর্ণ করায় প্যাটারসনের কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর হয়েছিল এবং "আই ডব্লিউ ডব্লিউ" অনুভব করেছিল যে, এই ধর্মঘটের তাৎপর্য এত বেশি যে, কিছুতেই হার স্বীকার করা চলবে না। যে কোনো ছুতোয় ধর্মঘটীদের গ্রেপ্তার করার সময় পুলিশের পাশবিকতার কুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, শ্রমিকেরা প্রতিবোধ করলে লাঠির বাড়ি দিয়ে তাদের অজ্ঞান করে ফেলা হত এবং জোর করে তাদের পিকেটিং ভেঙ্গে ফেলা হত। তা'হলেও ধর্মঘট চলতে লাগল। রেশম কারখানার কর্মচারীদের প্রতি যাঁদের সহানুভূতি লাভ করা গিয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন জন রীড্ নামে একজন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবক বিপ্লবী। রীডই পরে

"যে দশ দিন পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলেছিল" ('টেন্ ডেজ্ দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্লড') নামে বইটি লিখেছিলেন এবং ক্রেমলিনের দেয়ালের পাশে তাঁকে কবরস্থ করা হয়েছিল। প্যাটারসনের পরিস্থিতি বর্ণনা করে তিনি লিখেছিলেন, "হাসিতে হাসিতে ও গাহিতে গাহিতে নাগরিক কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারী পাশবিকতা সানন্দে অমান্য করিয়া যেভাবে উল্লসিত শ্রমিকের দল কারাগারে যাইতেছিল" তা তিনি জীবনে কোনো দিন ভুলতে পারবেন না। কিন্তু দুঃখদুর্দশাপূর্ণ পাঁচটি মাসের পর তাদের তহবিল নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এবং তাদের পরিবার পরিজনের অভাব ক্রমেই বাড়তে থাকায় ধর্মঘটীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। "আই ডব্লিউ ডব্লিউ" হার স্বীকার করতে বাধ্য হল।

পরবর্তী কয়েকটি বছরে 'ওব্লিরা' বহু ছোটখাট ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল। স্থানীয় শ্রমিক সংস্থাগুলি ভেঙ্গে যাওয়ায় এবং গৃহনির্মাণশিল্পে ও ফসলকাটার কাজে নিযুক্ত ভ্রামামান কর্মীরা কখনও সদস্য হওয়ায় ও কখনও সদস্য পদ ত্যাগ করায় এই সংস্থার মোট সদস্যের সংখ্যা খুবই ওঠানামা করত। বহু জায়গায়ই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ দেখা গিয়েছিল এবং পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যে কোনো উপায়ে এবং যত বেশি অর্থ ব্যয়ই হোক না কেন ধর্মঘট দমন করার একটা ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা লক্ষিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ওয়াশিংটনের এভারেটের 'মতপ্রকাশের অধিকার নিয়ে' সংঘর্ষের কথা। নৌকাবোঝাই 'ওবলিরা' বন্দরে নামবার সময় সহকারী শেরিফরা তাদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করায় এই সংঘর্ষে সাত জন লোক নিহত হয়েছিল।

১৯১৪ সালে ইয়োরোপে যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব দেখা গেলে "আই ডব্লিউ ডব্লিউ" স্পষ্টভাবে যুদ্ধবিরোধী দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করেছিল। ঐ বছরের সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে লেখা হয়েছিল, "শ্রমিক বাহিনীর সদস্য হিসাবে আমরা শিল্পে শ্রমিকদের স্বাধীনতা অর্জন করা ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিতেছি।" তিন বছর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষের সঙ্গে যোগ দেবার পরও এই সংস্থার দৃষ্টিভংগী পরিবর্তিত হয় নি এবং তারা শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষতি করে জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা সমর্থন করতে রাজী হয় নি। ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অসমাপ্ত সংগ্রামে শ্রমিকদের স্বার্থকে,—'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' যে সরকারকে মালিকদের দ্বারা নিযুক্ত একটি সমিতি বলেই মনে করত সেই সরকারে নির্ধারিত জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে রাখা হয়েছিল। মণ্টনার বুটে নামক স্থানে ধাতব পদার্থের খনিগুলিতে এবং উত্তরপশ্চিমের কাঠের গোলায় শ্রমিকদের সঙ্কটজনক ধর্মঘট

বিপজ্জনকভাবে যুদ্ধের কার্যক্রমে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু 'ওব্‌লিরা' বলত যে, তারা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালায় নি—শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টাই করেছে।

জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে "আই ডব্লিউ ডব্লিউ'কে দেশপ্রেমহীন, জার্মানীর প্রতি বন্ধুত্বসম্পন্ন এবং দেশদ্রোহী বলে নিন্দা করা হয়েছিল। যুদ্ধের উত্তেজিত আবহাওয়ায় "সম্রাট উইল্‌হেল্‌মের যোদ্ধাদের" (ইংরাজী "ইম্‌পিরিয়াল উইল্‌হেল্‌ম্‌স ওয়ারিয়ার্স"—অথবা "আই ডব্লিউ ডব্লিউ") বিরুদ্ধে সর্বত্র জনসাধারণকে মারাত্মকভাবে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছিল। মালিকরা দেখতে পেল "আই ডব্লিউ ডব্লিউ'কে চিরদিনের মত শেষ করে দেবার সুযোগ পাওয়া গেছে। তারা সংবাদপত্রগুলির সোৎসাহ সহযোগিতায় 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'র বিরুদ্ধে ঘৃণার যে অগ্নিশিখা জ্বলতে সুরু করেছিল তাতে ঘৃতাহুতি দিতে লাগল। 'শিকাগো ট্রিবিউন' ঘোষণা করেছিল, "দূর পশ্চিমে 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'র এই প্রচণ্ড প্রাদুর্ভাব বিদ্রোহ ভিন্ন অন্য কিছু নহে"। 'ক্লীভল্যাণ্ড নিউজ' প্রতিধ্বনি করে বলল, "দেশ যখন যুদ্ধে ব্যস্ত তখন একমাত্র জেলখানার প্রাচীরের অভ্যন্তরেই "আই ডব্লিউ ডব্লিউ"র স্থান হইতে পারে।"

এ ধরনের মনোভাব বাস্তব রূপ পেয়েছিল। ১৯১৭-১৮ সালে একাদিক্রমে বহু রাজ্য "আই ডব্লিউ ডব্লিউ'কে বেআইনী ঘোষণা করে অপরাধমূলক সংঘভিত্তিক সমাজবাদ সম্পর্কীয় আইন পাশ করেছিল এবং এই সব আইনের প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে অসংখ্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। জাতীয় সরকারও "দেশদ্রোহিতা এবং গুপ্তচরবৃত্তি আইনের" ধারা অনুসারে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করল। যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত করার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ "আই ডব্লিউ ডব্লিউ'র সদস্যদের বিরুদ্ধে ১৬০টি মামলায় জয়ী হয়েছিল। শিকাগোর একটি বিরাট বিচারে দেশদ্রোহিতার অপরাধে হেউড্‌ এবং আরো চুরানব্বই জন লোক অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং তাঁদের কুড়ি বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ অনেক সময়ই হাস্যকর-ভাবে দুর্বল বলে মনে হত। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশপ্রেমের তীব্রতা মতপ্রকাশের এবং সম্মিলিত হবার সাংবিধানিক অধিকার বিবেচনা করে প্রায়ই সীমাবদ্ধ থাকতে চায় নি।

কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হলে আনুগত্য সমিতি ও স্থানীয় প্রহরীদল অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের হাতে বিচারের ভার নিয়েছিল।

বহু সম্প্রদায়ে পাশবিকভাবে লাঠি ও চাবুক ব্যবহার করা হয়েছিল এবং আলকাতরা ও পাখীর পালকের সাহায্যে নির্যাতন চালানো হয়েছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী জনতা 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'র সদস্যদের বাইরে নিয়ে গিয়ে নিজেরাই তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে অ্যারিজোনার বিসৃবি অঞ্চলে ১২০০ ধর্মঘটী শ্রমিককে (এদের মধ্যে অর্ধেকেরও কম প্রকৃতপক্ষে 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'র সদস্য ছিল।) স্থানীয় আনুগত্য সমিতির অনুরোধে শেরিফের নেতৃত্বে একদল সৈন্য গায়ের জোরে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। তাদের গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে রাজ্যের সীমানার বাইরে মরুভূমিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। খাদ্য বা জলহীন অবস্থায় ছত্রিশ ঘণ্টা কাটাবার পর যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের লোক তাদের উদ্ধার করে এবং তাদের নিউ মেক্সিকোর কলাম্বাসের বন্দীদের শিবিরে নিয়ে যায়।

যুদ্ধের এ কয়টি বছরে 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'র কর্মশক্তি তাদের ভাষায় "শ্রেণী সংগ্রামের জন্য আটক বন্দীদের" পক্ষ সমর্থনের চেষ্টাতেই ব্যয়িত হয়েছিল। এ কাজে ব্যর্থ হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই এই সংস্থা নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ল। হেউড্ স্বয়ং জামিনে খালাস হবার পর শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। এই সংস্থাটি কিন্তু ভেঙ্গে গেল না। পরে সংস্থাটি কতকটা পুনরুজ্জীবিত হলেও যুদ্ধপূর্ব যুগের সংগ্রামী ক্ষমতা কোনো দিন ফিরে পায় নি।

কৃষিকার্যে উত্তরোত্তর যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং মোটর গাড়ীর সাহায্যে পরিবহণ ব্যবস্থায় পশ্চিমাঞ্চলের আর্থিক পরিবেশে পরিবর্তনের ফলে এই সংস্থার সদস্যদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভ্রাম্যমান শ্রমিকদের সংখ্যা বহুলাংশে কমে গিয়েছিল। ১৯১৯ সালের 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের' শাখা হিসাবে সংগঠিত সাম্যবাদী দল বহু চরমপন্থী সমাজবাদীকে আকৃষ্ট করেছিল। আবার, 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'র যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও পুরোনো নেতাদের অভাবে অনেক কম আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল। উৎপাদনের উপাদান নিয়ন্ত্রণ বিপ্লবাত্মক কাজের সাহায্যে দখল করার চেয়ে ঐ নিয়ন্ত্রণ পরিচালনার প্রস্তুতির উপরই জোর দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধের পর অনুষ্ঠিত বেকার সমস্যা নিয়ে একটা সম্মেলন সম্বন্ধে 'নিউ ইয়র্ক ওয়ার্লড্' পত্রিকার একজন সংবাদদাতা লিখেছিলেন, " 'ওব্লিরা' বিপ্লব, শ্রেণী সচেতনতা, শোষণ……অথবা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অত্যাবশ্যক পরাজয় সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া বরং 'নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন' এবং 'বিভিন্ন উৎপাদন

পদ্ধতির মধ্যে সংযোগের' কথাই বলিয়াছিল।" এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি নাগাদ পূর্বের সংগ্রামী 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' রূপকথা হয়ে দাঁড়াল।

'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'র সদস্য সংখ্যা অথবা ধর্মঘটের ব্যাপারে তাদের অনিশ্চিত কার্যকলাপ থেকে যেটুকু আভাস পাওয়া যায় শ্রমিক আন্দোলনের উপর তাদের প্রভাব তার চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। পশ্চিমের খনি, কাঠকাটার শিবির, কৃষিক্ষেত্র এবং কখনও কখনও পূর্বাঞ্চলের কলকারখানার কর্মপরিবেশে যে ধরনের প্রত্যক্ষ উন্নতি লাভ করা গিয়েছিল, তা ছাড়াও এই বিপ্লবাত্মক আন্দোলন অসংখ্য অদম্য শ্রমিকের জরুরী প্রয়োজনের প্রতি নাটকীয়ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনে যে নতুন প্রাণসঞ্চার হয়েছিল তা 'এ এফ অব্ এলের' পক্ষেও সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করা সম্ভব হয় নি। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য শ্রেণী সংগ্রামের চরমপন্থী মতবাদ সে সমস্ত রক্ষণশীল শ্রমিক নেতাদের আত্মপ্রসাদে নাড়া দিতে পেরেছিল, যারা গতানুগতিক শ্রমিক আন্দোলনের বাইরে দৃষ্টিপাত করতে রাজী ছিল না।

তা'হলেও 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' ব্যর্থ হয়েছিল। শ্রমিক-নাইটরা তাদের শিক্ষাপ্রসার ও আন্দোলনের মধ্যপন্থী কার্যক্রমের মাধ্যমে মজুরি প্রথার বিলোপে যতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছিল, এই সংস্থা শ্রেণী সংগ্রামে প্ররোচনা দিয়ে তার চেয়ে বেশি এগোতে পারে নি। মালিক পক্ষ এবং সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতই আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সদস্যই মূলতঃ 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'র দৃষ্টিভংগীর বিরোধী রয়ে গেল। 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার' তাদের চরমপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বীর সুনামহানি করার কোনো সুযোগ নষ্ট করে নি এবং তারাই শ্রমিক আন্দোলনের উপর প্রাধান্য বজায় রাখল। বিপ্লবাত্মক শ্রমিক আন্দোলন ব্যবসায়ভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনের তুলনায় প্রকৃতপক্ষে সামান্যই অগ্রসর হতে পেরেছিল। 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' ছিল বামপন্থী মনোবৃত্তির নাটকীয় প্রকাশ। কিন্তু খুব কম লোককেই এই সংস্থা নিজ মতে দীক্ষিত করতে পেরেছিল। আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের মনে এ বিশ্বাস জন্মান গেল না যে, ধনতন্ত্রের বিলোপ সাধনই শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তারপর

আসন্ন যুদ্ধের ছায়া আমেরিকার উপর পড়তে থাকলে এবং ঘটনাপ্রবাহ এই দেশকে ইয়োরোপীয় সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করার পথে দ্রুত চালিয়ে নিতে থাকলে, আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হল। এই সংঘর্ষে শ্রমজীবীদের কোনো স্বার্থ কী জড়িত রয়েছে? যুদ্ধপ্রচেষ্টা সমর্থন করা উচিত, না নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ প্রসারিত করার জন্য শ্রমিক সম্প্রদায়ের জাতীয় সঙ্কটের সুযোগ গ্রহণ করা উচিত? ১৯১৪ সালেই 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' তার পথ বেছে নিয়েছিল এবং এই পথ থেকে বিচ্যুত হয় নি। সমাজবাদীদের মধ্যে মতভেদ দেখা গিয়েছিল, কিন্তু নিজের বিশ্বাসে অবিচলিত থেকে ইউজিন ভি ডেব্‌স যা তিনি সম্পূর্ণভাবে ধনতান্ত্রিক যুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলেন তার বিরোধিতা করতে লাগলেন। ফলে তাঁকে জেলখানায় যেতে হল। দেশের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অধিকাংশকেই সঙ্গে করে নিয়ে 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্‌ লেবার' কিন্তু সরকার ও সম্পূর্ণ সরকারী যুদ্ধ কার্যক্রমের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য ঘোষণা করে আগাগোড়া তা মেনে চলেছিল। শ্রমিক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মুখপাত্র হিসাবে অন্য কোনো জননেতা দেশপ্রেমে স্যামুয়েল গম্‌পার্‌সের চেয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত ছিলেন না অথবা উইলসন্‌ প্রশাসনের তাঁর চেয়ে বেশি বিশ্বস্ত অনুগামী বলে নিজেকে প্রমাণিত করতে পারেন নি।

যুদ্ধ ঘোষণার অব্যহিত পূর্বে অতীতের যে কোনো সময় অপেক্ষা সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় অধিকতর শক্তিশালী ছিল এবং কার্যতঃ জাতির আর্থিক ব্যবস্থায় তাদের ভূমিকার সরকারী স্বীকৃতি লাভ করতে পেরেছিল। 'শিল্পসম্পর্ক বিষয়ক কমিশনের' ('কমিশন অন্‌ ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্‌স') রিপোর্টে সংগঠিত হবার অধিকারে শ্রমিকদের বঞ্চিত করাই তাদের অসন্তোষের একটি প্রধান কারণ বলে দেখিয়েছিল এবং সুস্পষ্টভাবে 'শিল্পবিরোধ মীমাংসার অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান' হিসাবে

শ্রমিক সংস্থার পক্ষ সমর্থন করেছিল। জোট-বিরোধী আইন অনুসারে অভিযুক্ত হওয়া থেকে ক্লেটন আইন শ্রমিক সংস্থাদের অব্যাহতি দিয়েছে বলে মনে হয়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রেসিডেন্ট উইলসন শ্রমিকদেব প্রতি তাঁর বন্ধুত্বের নিদর্শন রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন ভবিষ্যতের কোনো প্রেসিডেন্টই সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনকে কখনও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারবেন না।

উপরন্তু, ১৯১৬ সালে কংগ্রেস অ্যাডামসন্ আইন পাশ করলে শ্রমিকেরা যে জয়লাভ করেছিল তার ফলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে সরকারী কর্তৃত্ব তাৎপর্যপূর্ণ-ভাবে প্রসারিত হয়েছিল। একথা অবশ্য সত্য যে কংগ্রেস জাতির প্রতিরক্ষা কার্যক্রম পঙ্গু করে ফেলতে সক্ষম আসন্ন রেল ধর্মঘটের ভয়ে ভীত হয়েই কতকটা এই আইন পাশ করেছিল এবং রেলপথে নিযুক্ত শ্রমিকদের ভ্রাতৃসংঘগুলির অবলম্বিত কৌশলের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বীকার যে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ উঠতে পারে না।

প্রায় তিরিশ লক্ষ শ্রমজীবীদের মুখপাত্ররা ক্ষমতা ও দায়িত্বের এই নবজাগ্রত বোধ নিয়েই যুদ্ধের প্রতি শ্রমিকদের দৃষ্টিভংগী নির্ধারিত করার কাজ নিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালের ১লা মার্চে, আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেবার প্রায একমাস পূর্বে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে সর্বপ্রথম এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তখনকার সময়ে যখন যুদ্ধ আসন্ন বলে মনে হয়েছিল, সম্মেলনে উনআশিটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা, রেল শ্রমিকদের ভ্রাতৃসংঘ এবং 'এ এফ অব্ এলের' কার্যনির্বাহী সমিতির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন সমাপ্ত হলে সমবেত প্রতিনিধিরা "শান্তি অথবা যুদ্ধে আমেরিকার শ্রমিকদের দৃষ্টিভংগীর" উপর একটি প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছিলেন। এই বিবৃতিতে আমেরিকা জার্মানীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জড়িত হয়ে পড়লে সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের সম্পূর্ণ সমর্থন সরকারকে দেওয়া হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়েছিল।

অবশ্য এই অঙ্গীকার শর্তহীন ছিল না। সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় বদ্ধপরিকর হয়েছিল যে, সাম্প্রতিককালে যে সব সুবিধা লাভ করা হয়েছে, তা যুদ্ধের সময়ও সংরক্ষণ করতে হবে এবং তারা উইলসন সরকারকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেবার সময় তাদের সদ্য অর্জিত মর্যাদার পূর্ণ স্বীকৃতি দাবি করল। শ্রমজীবীদের সহযোগিতা পাবার চেষ্টা সরকারকে শ্রমিক সংস্থাগুলির মাধ্যমেই করতে হবে এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা সম্পর্কে প্রতিটি পরিষদে তাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা

করতে হবে। সংগঠিত হবার অধিকার প্রয়োগে শ্রমিকদের স্বাধীনতা থাকবে এবং যতদূর সম্ভব সংযত হয়ে চলতে প্রস্তুত থাকলেও তারা ধর্মঘটরূপ অস্ত্র পরিত্যাগ করতে সম্মত ছিল না। দেশ যে সব লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে যুদ্ধে যোগ দিতে চাচ্ছিল সেগুলিই শ্রমিকদের সহযোগিতার এ সব শর্ত আবশ্যক করে তুলেছিল।

শ্রমিক নেতারা ঘোষণা করলেন, "এই সাধারণতন্ত্রের নিরাপত্তার সহিত গণতন্ত্রের আদর্শ, আমাদের পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঐতিহ্য জড়িত রহিয়াছে। যাহাতে এই দেশে স্বাধীনতা বাঁচিয়া থাকিতে পারে সেই জন্যই তাঁহারা সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং আমাদের এই ঐতিহ্য বজায় রাখিতে হইবে এবং উহার শক্তি ও উপযোগিতা কোনো প্রকারেই খণ্ডিত না করিয়া পরবর্তী পুরুষের নিকট হস্তান্তরিত করিতে হইবে।"

সরকার এ সব শর্তের ভিত্তিতে শ্রমিকদের সঙ্গে একত্র কাজ করতে প্রস্তুত ছিল এবং যুদ্ধে যোগ দেবার পর শিল্প-সম্পর্ক প্রসঙ্গে এমন একটি নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল যা ধর্মঘট বর্জন করতে পারবে। 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার'-এর সঙ্গে চুক্তি সকল সরকারী ঠিকা কাজে শ্রমিক সংস্থার অনুমোদিত মানদণ্ড বলবৎ করার সুস্পষ্ট ব্যবস্থা করেছিল। প্রতিটি সরকারী সংস্থায় যথোচিতভাবে শ্রমিকদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং গম্পার্সকে জাতীয় প্রতিরক্ষা সমিতির পরামর্শদাতা কমিশনের ('অ্যাড্ভাইজরি কমিশন্ অব্ দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ ডিফেন্স') সদস্য করা হয়েছিল। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে 'এ এফ্ অব এল্'-এর সম্মেলনের প্রতিনিধিদের প্রেসিডেন্ট উইলসন বলেছিলেন, "স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে রত থাকিবার অন্যান্য বিষয়ের সহিত আমাদের দেখিতে হইবে যে, শ্রমিক সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রহিয়াছে।"

কিন্তু ১৯১৭ সালে অত সহজে শিল্পে শান্তি বজায় রাখা যায় নি। যুদ্ধকালীন ক্রয়নীতির প্রভাবে সমানুপাতিক মজুরি বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও মূল্যস্তর বেড়ে গেলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ এবং মজুরি বৃদ্ধির দাবি দেখা গিয়েছিল। এ সব দাবি মানা না হলে যুদ্ধপূর্ব বছরগুলির চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় ধর্মঘট সংঘটিত হতে লাগল। ১৯১৭ সাল শেষ হবার আগেই ধর্মঘটের সংখ্যা হয়েছিল মোট ৪,৪৫০ এবং এক লক্ষেরও উপর শ্রমিক এ সব ধর্মঘটের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিল।

'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' এ সমস্ত ধর্মঘটের অনেকগুলিই প্ররোচিত করেছিল। উত্তরপশ্চিমের কাঠ কাটার শিবির, প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের জাহাজ

নির্মাণ শিল্প এবং আরিজোনার তামার খনিতে এই চরমপন্থী সংস্থার নেতৃত্বে মারাত্মক গোলযোগ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের চরমপন্থী প্রান্তে অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের মধ্যেই বিক্ষোভ সীমাবদ্ধ ছিল না। 'এ এফ অব্ এল্'-এর সঙ্গে সংযুক্ত বহু রক্ষণশীল ও দেশপ্রেমিক শ্রমিক সংস্থাও যুদ্ধকালীন দাবি পেশ করা এবং ধর্মঘটের সাহায্যে এ সব দাবি আরো শক্তিশালী করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছিল। এ সব ধর্মঘট প্রতিরক্ষা শিল্পে উৎপাদনে গুরুতর বাধাদান করেছিল।

১৯১৮ সালের আরম্ভ নাগাদ শ্রমিক পরিস্থিতি বিদেশে সামবিক দ্রব্যাদির সরবরাহে বাধার সৃষ্টি করতে যাচ্ছিল। বিশেষভাবে সংগঠিত মজুরি নিয়ন্ত্রণ পরিষদ এবং প্রেসিডেণ্ট উইলসন প্রতিষ্ঠিত একটি মধ্যস্থতা কমিশনের মাধ্যমে শ্রমিক বিরোধের মীমাংসার চেষ্টা সব সময়ই করা হতে থাকলেও, সরকার অতি প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সম্বন্ধে নিশ্চিত হবাব জন্য আরো বেশি হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হল। সংগঠিত শ্রমিকদের প্রতি এই সরকারের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব এবং নিছক উপযোগিতার প্রশ্ন এমন একটি নীতি নির্দিষ্ট করেছিল যাতে গায়ের জোরে ধর্মঘট দমন না করে শ্রমিকদের সমর্থন অর্জন করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হল। শ্রমিক ও মালিকদের কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়ে 'ওয়র্ লেবার কন্‌ফারেন্স বোর্ড' ('যুদ্ধকালীন শ্রমিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা পর্ষৎ') গঠিত হল। ভবিষ্যতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য এই পর্ষৎ সর্বসম্মত-ভাবে কয়েকটি নীতি মেনে নেবাব পর প্রেসিডেণ্ট, ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে, তাদের সুপারিশ অনুসারে 'ন্যাশনাল ওয়র্ লেবার বোর্ড ('জাতীয় যুদ্ধকালীন শ্রমিক সম্পর্ক পর্ষৎ') নিযুক্ত করলেন। এই পর্ষৎ যে সমস্ত শিল্প বিরোধ অন্য কোনো উপায়ে মীমাংসা করা যায় না সেগুলির সমাধানের জন্য শুনানির চূড়ান্ত আদালত হিসাবে কাজ করবে বলে স্থির করা হয়েছিল। শ্রমিকদের পাঁচজন ও মালিকদের পাঁচজন প্রতিনিধি এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে দু'জন সভাপতি নিয়ে এই পর্ষৎ গঠিত হয়েছিল। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের একজন ছিলেন ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট ট্যাফ্‌ট এবং অপর একজন 'শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক কমিশনের' সভাপতি ফ্র্যাঙ্ক পি ওয়াল্‌স। কিছুদিন পর 'ওয়র্ লেবার পলিসিজ্ বোর্ড' ('যুদ্ধকালীন শ্রমনীতি পর্ষৎ') নামে অন্য একটি সংস্থা স্থাপন করা হয়েছিল। এই পর্ষদের প্রধান ছিলেন ফেলিক্স ফ্যাঙ্কফুর্টার এবং যুদ্ধের জন্য আবশ্যক জিনিসপত্র উৎপাদনরত বিভিন্ন শিল্পের মজুরি ও কার্যকাল সম্বন্ধে

বিভিন্ন দপ্তরের শ্রমনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজ এই পর্ষদকে দেওয়া হয়েছিল।

শ্রমিকদের প্রতি নতুন সরকারী মনোভাব প্রতিফলিত করার জন্যই সে সমস্ত সাধারণ নীতি এতটা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে, তাদের উপর ভিত্তি করে 'জাতীয় যুদ্ধকালীন শ্রমিক-সম্পর্ক পর্ষৎ' কাজ করেছিল। 'নয়া বন্দোবস্তের' ('নিউ ডীল্') আমলে শ্রমবিষয়ক আইন রচনায় যে সব নীতি গৃহীত হবে তাদের পূর্বাভাস হিসাবেও পূর্বোক্ত নীতিগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব বর্তমান। যুদ্ধ চলবার সময় আর কোনো ধর্মঘট বা 'কাজ-বন্ধ' করা হবে না, এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে উইলসন সরকার শ্রমিকদের প্রায় প্রত্যেকটি গতানুগতিক দাবি সমর্থনে প্রস্তুত ছিল। সংগঠিত হবার এবং "নির্বাচিত প্রতিনিধিদের" মাধ্যমে যৌথ চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছিল এবং মালিকরা কোনো ক্রমেই এই অধিকার সীমাবদ্ধ করতে পারবে না অথবা তা থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করতে পারবে না বলে স্থির করা হয়েছিল। শ্রমিক সংস্থা অথবা 'উন্মুক্ত কারখানা' সম্বন্ধে যে সব চুক্তি বিদ্যমান ছিল সেগুলিকে তাদের যুদ্ধপূর্ব শর্তের ভিত্তিতে বজায় রাখার কথা হল। ঠিক হল, যতদূর সম্ভব 'আট-ঘণ্টা দিন' মেনে চলা হবে। পুরুষদের সমান কাজের জন্য নারী শ্রমিকদের সমান মজুরি দেবার ব্যবস্থা হল এবং "জীবনধারণের পক্ষে উপযুক্ত মজুরিতে অর্থাৎ শ্রমিক ও তাহার পরিবারের সদস্যদেব স্বাস্থ্য ও যুক্তিসঙ্গত আরামের পক্ষে পর্যাপ্ত মজুরিতে সাধারণ অদক্ষ শ্রমিকসহ প্রত্যেক শ্রমজীবীর অধিকার" সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয়েছিল।

এ সমস্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতির ফলে ধর্মঘটের সংখ্যা কমে গিয়েছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরোধের দ্রুত মীমাংসা সম্ভব হয়েছিল। যুদ্ধে ব্যবহার্য দ্রব্যোৎপাদনে বাধা দেবার মত কাজ-বন্ধ কমই দেখা গিয়েছিল। এজন্যই বাধ্যতামূলক শ্রমদান, বাধ্যতামূলক সালিশি অথবা ধর্মঘট-বিরোধী আইনের মত কঠোর ব্যবস্থা বিবেচনা করার কোনো আবশ্যকতা রয়েছে বলে মনে হল না। শ্রমিক সম্প্রদায় নীরবে যে চুক্তিতে সম্মতি জানিয়েছিল সেই চুক্তির তাদের পালনীয় দিক মোটামুটি মেনে চলেছিল এবং যুদ্ধসচিব বেকার কোনো এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, শ্রমিক সম্প্রদায় নিজেদের "সরকারকে সাহায্য করিতে পুঁজিপতিদের অপেক্ষা অধিক ইচ্ছুক" বলিয়া প্রমাণিত করেছে।

শ্রমিকদের প্রধান মুখপাত্র হিসাবে গম্‌পার্স সম্ভাব্য প্রত্যেক উপায়ে

যুদ্ধপ্রচেষ্টা সমর্থন করতে লাগলেন এবং আমাদের পররাষ্ট্রনীতির সাথে 'এ এফ অব্ এল্'কে সম্পূর্ণভাবে এক করে ফেলতে সক্ষম হলেন। তিনি প্রতিটি শান্তিবাদী অথবা সন্দেহভাজন জার্মানীর পক্ষ সমর্থকের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়েছিলেন, সমাজবাদীদের শান্তির সপক্ষে প্রচারের প্রতিকার হিসাবে 'শ্রমিক সম্প্রদায় ও গণতন্ত্রের জন্য আমেরিকার মৈত্রী' ('আমেরিকান অ্যালায়ান্স ফর্ লেবার্ এ্যাণ্ড ডেমোক্র্যাসি') নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন এবং দৃঢ়ভাবে 'আমেরিকাবাদ' সমর্থন করলেন। প্রেসিডেণ্ট উইলসন সপ্রশংসভাবে বলেছিলেন, "আমি দেশপ্রেমে তাঁহার সাহসিকতা, তাঁহার প্রশস্ত দর্শনশক্তি এবং কি করিতে হইবে সে বিষয়ে তাঁহার রাষ্ট্রশাসকসুলভ বোধশক্তি সম্বন্ধে আমার উচ্চ ধারণা প্রকাশ করিতে চাই।" ১৯১৮ সালের হেমন্তকালে গম্পার্স মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির শ্রমিক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য ইয়োরোপে গিয়েছিলেন এবং সন্ধি স্থাপিত হবার সময় তিনি 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিশনের' ('কমিশন্ অন্ ইন্ট্যারন্যাশনাল লেবার লেজিসলেশন') সদস্য হিসাবে প্যারী নগরীতে উপস্থিত ছিলেন।

যুদ্ধের সময় শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা লাভে এবং শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতিতে এই শ্রমনীতি প্রতিফলিত হয়েছিল। শিল্পোৎপাদন, পরিবহন ও কয়লাখনি শিল্পে গড় আয় ১০০০ ডলারের উপরে না উঠা পর্যন্ত মজুরি উত্তরোত্তর বেড়ে গিয়েছিল এবং ১৯১৬ সালের তুলনায় ১৯১৯ সালে শ্রমিক সংস্থাগুলির সদস্য সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশি বেড়ে গিয়েছিল এবং মোট সদস্য সংখ্যা হয়েছিল ৪,১২৫,০০০। সরকার রেলপথগুলির নিয়ন্ত্রণের ভার নিলে শুধু রেল শ্রমিকদের ভ্রাতৃসংঘগুলিকে পূর্বে যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল তা রেল কারখানার ও ইয়ার্ডের কর্মী, রেলপথ মেরামতকর্মী, রেল-কেরাণী ও তার বিভাগের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছিল।

অন্যান্য যে সব শিল্পে শ্রমিক সংস্থা সংগঠন অতীতে কষ্টসাধ্য হয়েছিল সে সব জায়গায়ও—মাংস মোড়কজাত করার কারখানার কর্মচারী, নাবিক ও বন্দরের কুলি, বিদ্যুৎকর্মী ও যন্ত্রনির্মাতাদের মধ্যে—এ ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রগতি লক্ষিত হয়েছিল। যুদ্ধ বিরাট সুযোগ তুলে ধরেছিল এবং আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায় এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল।

যুদ্ধের সমাপ্তি তৎক্ষণাৎ এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। যুদ্ধকালীন বাধানিষেধ অপসারিত হলে এবং সরকার 'জাতীয় যুদ্ধকালীন শ্রম পর্ষৎ' দ্বারা

প্রযুক্ত নিয়ন্ত্রণ তুলে নিলে শ্রমিক সম্প্রদায় ও পুঁজিপতিদের ঐতিহাসিক সংঘর্ষের অপরিহার্য পুনরাবৃত্তি দেখা দিল। অনিশ্চিত ও সাময়িক যুদ্ধবিরতির অবসান হল। যুদ্ধের সময় যে সব সুবিধা লাভ করা গেছে সেগুলি শুধু বজায় রাখাই নয়, নিজেদের অধিকারের আরো বেশি স্বীকৃতি অর্জনে সংগ্রামী শ্রমিক সম্প্রদায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। মালিকপক্ষ সব রকম সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে, শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে এবং নিজেদের ক্ষমতা নতুন করে জাহির করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল। ১৯১৯ সাল দেশের অভিজ্ঞতায় অভূতপূর্ব মাত্রায় শিল্পবিরোধ দেখা দিলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই দ্বন্দ্বযুদ্ধের সব রকম কৌশল অবলম্বন করতে প্রস্তুত ছিল। ঐ বৎসর ধর্মঘটগুলি সমস্ত দেশ জুড়েই দেখা গিয়েছিল এবং প্রায় পঁচিশ বছর পরের ধর্মঘটগুলির মতই প্রত্যক্ষ ও বিপজ্জনকভাবে জাতির শান্তির যুগে প্রত্যাবর্তনের সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা প্রভাবিত করেছিল।

মজুরির প্রশ্ন অনেকগুলি বিরোধেরই অব্যবহিত কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যুদ্ধকালীন মূল্যবৃদ্ধি ১৯১৯ সালেও বাধাপ্রাপ্ত হয় নি এবং জীবনযাত্রার ব্যয় শেষ পর্যন্ত যুদ্ধপূর্ব কালের দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। শ্রমিকেরা তখন পর্যন্ত উচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া সত্বেও জিনিসপত্রের উচ্চমূল্যের জন্য অসুবিধা ভোগ করতে লাগল। কিন্তু শ্রমিক সংস্থার নিরাপত্তার মৌল সমস্যার সমাধান মজুরিতে সামঞ্জস্য বিধানের চেয়ে অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মালিকদের মধ্যে অনেকেই মজুরি বৃদ্ধির দাবি মেনে নিতে অথবা অন্ততঃ সে বিষয়ে আপোষ করতে প্রস্তুত থাকলেও যৌথ দর কষাকষি পদ্ধতির সম্প্রসারণের ফলে তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে নিজ নিজ কর্তৃত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে বলে মনে করত। শ্রমিক সংস্থার মুখপাত্রদের স্বীকার করতে তারা অসম্মত হল এবং যুদ্ধের চাপে যে সব সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকগুলিই ফিরিয়ে নেওয়া হল।

পরিচালক ও শ্রমিক পক্ষের বিরোধ দূর করতে উইলসন সরকারের যুদ্ধোত্তর যুগের একটি প্রচেষ্টায় শ্রমিক সংস্থাকে স্বীকৃতির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয়েছিল। যুদ্ধবিরতির পর শ্রমিকবিরোধ মীমাংসার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংস্থা অবিলম্বে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ধর্মঘটের সংখ্যা বাড়তে থাকলে প্রেসিডেন্ট শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে শান্তি স্থাপনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার আশায় একটি 'জাতীয় শিল্পমূলক সম্মেলন' ('ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনফারেন্স') আহ্বান করলেন।

এবার এই সম্মেলন শ্রমিক, শিল্পমালিক ও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। যৌথ দর কষাকষি প্রসঙ্গে এবং যে বা যারা কোনো মালিকের দ্বারা নিযুক্ত হয় নি তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোয় সেই মালিকের দায়িত্ব নিয়ে তৎক্ষণাৎ মৌল মতভেদ দেখা দিল। শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা জাতীয় শ্রমিক সংস্থাগুলিকে স্বীকৃতি দেবার একমাত্র নিশ্চিত পদ্ধতি হিসাবে "কোনো রকম বৈষম্য ব্যতীত সংগঠিত হইবার অধিকারের" উপর জোর দিলেন। জনসাধারণের প্রতিনিধিরা, এঁদের মধ্যে বিস্ময়করভাবে জন ডি রকেফেলার (জুনিয়ার) ও 'ইউনাইটেড ষ্টেট্স ষ্টীল কর্পোরেশনের' সভাপতি এল্‌বার্ট এইচ গ্যারী ছিলেন, এই সুবিধাদানে মালিকদের আপত্তি সমর্থন করলে সম্মেলন ভেঙ্গে গেল।

ইতিমধ্যে, ১৯১৯ সালের ধর্মঘটগুলির প্রসার ও বৈশিষ্ট্য জনসাধারণকে উত্তরোত্তর আতঙ্কিত করে তুলছিল। মনে হচ্ছিল যেন এ সব ধর্মঘট শুধু আর্থিক ব্যবস্থার শান্তিকালীন পরিবেশে প্রত্যাবর্তনই বিপন্ন করছিল না, মার্কিন প্রতিষ্ঠান-সমূহের স্থায়িত্বও বিপন্ন করে তুলছিল। রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব দ্বারা জাগ্রত কমিউনিজমের সম্প্রসারণের প্রচণ্ড ভয় অনেক লোককেই প্রভাবিত করেছিল, বস্তুতঃ ১৯১৯ সালের ধর্মঘট সম্পর্কে জনমত গড়ে তুলতে এই 'লালাতঙ্কের' অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করায় মস্কোর কল্পিত ভূমিকা সম্বন্ধে প্রচলিত হিস্টিরিয়ার ফলে জনসাধারণের একটা বড় অংশ বিশ্বাস করেছিল ক্রেমলিনের সরাসরি হুকুমে কমিউনিস্টরাই অধিকাংশ ধর্মঘট প্ররোচিত করছে। সব রকম শ্রমিক অসন্তোষের জন্য বলশেভিকবাদকে দায়ী করার সভয় ব্যগ্রতায় শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ বিস্মৃত হয়েছিল। মালিকরা এ ধরনের ভয় ও আতঙ্কের সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল এবং প্রত্যেক ধর্মঘটীকেই 'লাল' প্রতিপন্ন করতে অক্লান্ত অভিযান চালিয়েছিল। যুদ্ধের সময়ের উচ্চ প্রত্যাশার পর সর্বত্র শ্রমিক সম্প্রদায় নিজেদের আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে উঠল এবং নিজেদের অবস্থার উন্নতি তো দূরের কথা, তা বজায় রাখাই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ল।

জনসাধারণের এই মনোভাব একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। 'কমিউনিস্ট ইন্‌ট্যারন্যাশানাল' বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের আবশ্যকতা প্রচার করছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রেও এই মতে বিশ্বাসী লোকজন দেখা গিয়েছিল। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় কমিউনিস্ট দল 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' এবং অন্যান্য বামপন্থী দলের সঙ্গে সংযুক্ত ও শ্রমিক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত বহু চরমপন্থী উপাদান আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

কমিউনিস্ট দলের সদস্যরা বহু শ্রমিক সংস্থায় ঢুকে পড়েছিল এবং নিজেদের প্রকৃত সংখ্যার তুলনায় অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল, কয়েকটি ধর্মঘটে প্ররোচনা দিয়েছিল এবং কখনও কখনও হিংসাত্মক কার্যকলাপ উত্তেজিত করেছিল। কিন্তু অন্যান্য সময়ে যেমন আতঙ্কিত জনসাধারণ শ্রমিক বিক্ষোভে চরমপন্থীদের দ্বারা সমাজ বিপন্ন হবার আশঙ্কা দেখতে পেয়েছিল—যথা, ১৮৭৭ সালের রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট, পুলম্যান্ ধর্মঘট, এমন কি ১৯০২ সালের কয়লা খনিতে ধর্মঘট—এবারও তেমনই সাম্যবাদীদের প্রভাব অনেকটা অতিরঞ্জিত হয়েছিল।

উপরন্তু সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে বলশেভিকবাদের অভিযোগ আরোপ করতে রক্ষণশীল মালিকদের চেষ্টাও ছিল বহুলাংশে ভ্রান্ত। 'এ এফ অব্ এল'-এর নেতারা 'ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব্ ম্যানুফ্যাকচারার্স'-এর কার্য-নির্বাহী পরিষদের মতই সমান হিংস্রভাবে সাম্যবাদের বিরোধিতা করেছিল। এ যুগের হিস্টিরিয়াগ্রস্ত পরমত-অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করতে যে সব কমিউনিস্টবিরোধী লোক সাহায্য করেছিল গম্পার্স্ ছিলেন তাদেরই পুরোভাগে। বস্তুতঃ, শ্রমিক আন্দোলনকে মালিকদের দ্বারা আরোপিত চরমপন্থী ও নাশকতামূলক কার্য-কলাপে লিপ্ত হবার অভিযোগ থেকে মুক্ত করার চেষ্টায় গম্পার্সের বল-শেভিকবাদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত আক্রমণ বুমেরাং-এর মতই কাজ করেছিল। দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে তিনি 'লালাতঙ্ক' অতিরঞ্জিত করায় সামাজিক বিরোধ সম্বন্ধে জনসাধারণের আতঙ্ক এবং তারই পরিণতিতে বলপ্রয়োগ করে ধর্মঘট দমনের দাবি তীব্রতর হয়ে উঠেছিল।

যাই হোক, ১৯১৯ সাল অগ্রসর হতে থাকলে, ধর্মঘট সম্বন্ধে খবরের কাগজের বিবরণ, সম্পাদকীয় মন্তব্য, ব্যঙ্গচিত্র এবং জননেতাদের বিবৃতিতে বোঝা যাচ্ছিল যে, শ্রমিকদের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব কঠিন হয়ে উঠছে। উইলসনের "নতুন স্বাধীনতার" সমগ্র ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে প্রগতির যুগের সহানুভূতিশীল মনোভাব বিলুপ্ত হয়ে গেল। কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে বিদ্রূপ করা হতে লাগল যে, যখন তারা মজুরি বৃদ্ধি দাবি করছিল সেই একই সময়ে মোটর গাড়ীতে চড়ে তারা কাজে যাচ্ছিল, নিজেদের জন্য রেশমী শার্ট এবং স্ত্রীদের জন্য রেশমী মোজা কিনছিল। একটি সংবাদপত্র লিখেছিল, "ধর্মঘট সমাজের প্রতিটি অংশদ্বারা তীব্রভাষায় নিন্দিত হইয়াছিল।" আর একটি সংবাদ-পত্র ঘোষণা করল, 'একমাত্র যে বিশাল শ্রমিক সংস্থা' জাতি সহ্য করবে তা হচ্ছে সেই সংস্থা "তারকা এবং ডোরা-কাটা দাগ যাহার প্রতীক"।

আর্থিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার নামে ধর্মঘট দমন করতে জাতীয় নীতি নির্ধারিত করার জন্য জনসাধারণ দাবি করতে লাগল, 'লিটারারী ডাইজেস্ট' পত্রিকা দেখিয়েছিল যে, মালিকদের পক্ষে এবং শ্রমিকদের বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় পুলিশবাহিনীর হস্তক্ষেপ জনমত প্রবল ও স্পষ্টভাবে সমর্থন করায় একটার পর একটা ধর্মঘট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, সিয়াটল্ শহরে যে তথাকথিত সাধারণ ধর্মঘট দেখা দিয়েছিল যুদ্ধোত্তর যুগে সেই ধর্মঘটটিই সর্বপ্রথম জনমত জাগ্রত করতে পেরেছিল। ধর্মঘটটির বিশেষ গুরুত্বের প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, হিংসার যে পটভূমিকায় তার উদ্ভব হয়েছিল এবং যেভাবে সমস্ত শ্রমিকদের ধর্মঘটে যোগ দিতে আহ্বান জানানো হয়েছিল, তাতে সমস্ত জাতির উদ্বেগের কারণ ঘটেছিল এবং বলশেভিকবাদের যে অভিযোগ এরই মধ্যে অপরিহার্য হয়ে উঠছিল তাও শুনতে পাওয়া গিয়েছিল।

সিয়াটলে জাহাজের কারখানার শ্রমিকেরা মজুরি বৃদ্ধি দাবি করাতে ধর্মঘটের সূত্রপাত হয়। মালিকপক্ষ এই দাবি সরাসরি নাকচ করলে শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে। এ সময়ে সিয়াটলের কেন্দ্রীয় শ্রমিক সমিতি জেম্‌স এ ডান্‌কান নামে একজন আগ্রাসী ও চরমপন্থী শ্রমিক নেতার নিয়ন্ত্রণে ছিল। সমস্ত উত্তরপশ্চিম আমেরিকায় 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' কর্তৃক তিক্ত শিল্প বিরোধ সৃষ্টির মধ্যেই ডান্‌কান ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি 'এ এফ অব্‌ এল'-এর রক্ষণশীল শ্রমনীতির স্পষ্টভাষী শত্রু ছিলেন, আমাদের যুদ্ধে যোগদানের প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন এবং সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। গোলমাল সৃষ্টির এই সুযোগ হস্তগত করে তিনি সিয়াটলের সমস্ত শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করলেন। প্রায় ৬০,০০০ শ্রমিক এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল এবং শহরের শিল্পজীবন পাঁচ দিন ধরে প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছিল এবং নাগরিকরা তাদের স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধার অধিকাংশ থেকেই বঞ্চিত হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ ধর্মঘট ছিল সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা এবং উত্তরপশ্চিম ও দেশের সর্বত্র জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার ফলে ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিক সংস্থাগুলি অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পারল যে, এই কৌশল অনুসরণ করে তারা জনসাধারণের সমস্ত সহানুভূতি হারাতে বসেছে। তারা কেন্দ্রীয় শ্রমিক সমিতিকে আর সমর্থন করতে রাজী হল না এবং ধর্মঘট সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু

এরই ভেতর নগরপাল ওলে হ্যান্‌সন্‌ সমস্ত ঘটনাটা একটি বল্‌শেভিক ষড়যন্ত্র এবং তাঁর বীরোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনেই শুধু ষড়যন্ত্র চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারা গেছে, এই মর্মে রোমাঞ্চকর বিবৃতি দিয়ে দেশের সংবাদপত্রসমূহে বড় বড় হরফে নিজেকে জাহির করে ফেললেন।

কয়েক মাস পর বস্টনের পুলিশবাহিনীর ধর্মঘট আরো অশান্তির কারণ হয়েছিল। অল্প মজুরি এবং তাদের মতে চাকরির অন্যান্য কয়েকটি অন্যায় বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে তারা 'বস্টন সোশ্যাল ক্লাব' ('বস্টন সামাজিক ক্লাব') নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্‌ লেবারের' কাছে সনদের জন্য আবেদন করেছিল। পুলিশবাহিনীর অধ্যক্ষ কার্টিস তৎক্ষণাৎ জানালেন যে, বাহিনীর কোনো সদস্যকে শ্রমিক সংস্থায় যোগ দেবার সম্মতি দেওয়া হবে না এবং যে উনিশ জন পুলিশ তা করেছিল তাদের তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছিলেন। শ্রমিক সংস্থার কার্যকলাপ চলতে থাকলে সদস্যদের সরিয়ে সে জায়গায় তিনি স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ কবতে শুরু করেছিলেন। পুলিশবাহিনীর সদস্যদের মতে তাঁর এই কাজ অনধিকারচর্চা ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিচায়ক হয়েছিল। এ ব্যাপারে ভয়ানক অপমানিত হয়ে তারা নিজেরাই বিরোধটির নিষ্পত্তির ভার নিল এবং এই সেপ্টেম্বরে হঠাৎ ধর্মঘট ঘোষণা করল। সে রাত্রিতে বস্টনে পুলিশ প্রহরার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না এবং আতঙ্কিত নাগরিকরা যে কোনো রকমের অপরাধ ও হিংস্রতার আশঙ্কায় সময় কাটাতে লাগল। গুণ্ডাদের কয়েকটি দল উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করলেও যে রকম অরাজকতার আশঙ্কা করা হয়েছিল তা কিন্তু দেখা যায় নি। পর দিন স্বেচ্ছাসেবক ও রাজ্য সরকারের রক্ষীদল পুলিশবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল এবং সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।

এই বিরোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জটিল সমস্যাগুলির নিষ্পত্তি সহজে করা যায় নি। ধর্মঘটটির দায়িত্ব এবং ঠিক এ ধরনের আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য যে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তাদের অবিলম্বে কর্তব্যে প্রেরণ করতে ব্যর্থতা নিয়ে অভিযোগ ও প্রতি-অভিযোগের ঝড বয়ে গেল। পুলিশ-বাহিনীর অধ্যক্ষ ও নগরপালের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ধর্মঘটের জন্য দায়ী অভিযোগগুলি বিবেচনা করতে এবং ধর্মঘটে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের পুনরায় বহাল করতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু নগরপাল ধর্মঘটীদের প্রতি অনেক বেশি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন এবং অভিযোগ

এনেছিলেন যে সমস্ত ব্যাপারটা শোচনীয়ভাবে ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে। 'এ এফ অব, এল'-এর কর্মচারীরা অভিযোগ করলেন যে, পুলিশবাহিনীর অধ্যক্ষ শ্রমিক সম্প্রদায়ের সুনামহানি করতে যতটা উৎসাহ দেখিয়েছেন, বিরোধের নিষ্পত্তিতে ততটা উৎসাহ দেখান নি এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে পুলিশবাহিনীর সদস্যদের ধর্মঘট করতে বাধ্য করেছেন।

পুলিশের সমর্থনে যাই বলা হোক না কেন, জনসাধারণ নিজ নিজ কর্তব্য পরিত্যাগ করার জন্য তাদের নিন্দা করেছিল এবং তাদের পুনরায় বহাল করতে অধ্যক্ষ কার্টিসের অসম্মতি সমর্থন করেছিল। প্রেসিডেন্ট উইলসনের তীব্র মন্তব্যে ধর্মঘটটিকে "সভ্যতার বিরুদ্ধে অপরাধ" বলা হয়েছিল এবং ভবিষ্যতের একজন প্রেসিডেন্ট আরো খোলাখুলি বিবৃতির জন্য দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ক্যালভিন্ কুলিজ তখন ছিলেন ম্যাসাচুসেট্সের গভর্ণর পুলিশবাহিনীর অধ্যক্ষকে অপসৃত করতে গম্পার্স কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি তাতে অসম্মতি জানান। তাঁর সংক্ষিপ্ত তারে লেখা ছিল, "জনসাধারণের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তির, কোনো স্থানে, কোনো সময়ে ধর্মঘট করিবার কোনো অধিকার নাই।" জনসাধারণ এ ধরনের মনোভাব সপ্রশংসভাবে প্রতিধ্বনিত করেছিল। বস্টনের পুলিশ কর্মচারীদের পুনরায় বহাল করা হল না এবং কুলিজের 'হোয়াইট হাউসের' পথে যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

সিয়াটলের সাধারণ ধর্মঘট এবং বস্টনের পুলিশবাহিনীর ধর্মঘট সমস্ত দেশের মনোযোগ আকর্ষণ করলেও সেগুলি ছিল স্থানীয় ঘটনা। ইস্পাত ও কয়লা শিল্পে ধর্মঘট দুটির দেশব্যাপী ও শিল্পব্যাপী তাৎপর্য ছিল অনেক বেশি। ১৯১৯ সালের পরিস্থিতিতে এই দু'টি ধর্মঘট ব্যর্থ হলেও তারা এক নতুন ধরেনের শিল্পবিরোধের পূর্বাভাস দিয়েছিল যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর খুবই প্রকট হয়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ, ইস্পাত শিল্পের ধর্মঘটটিই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ইস্পাত শ্রমিকেরা সফল হলে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শ্রমিকদের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্নপথে চালিত হত। কিন্তু ধর্মঘটটি দমন করার ফলে এই মৌল শিল্পে শ্রমিকদের কার্যকর সংগঠন আরো আঠার বছরের জন্য স্থগিত হয়ে গিয়েছিল।

ইস্পাত কারখানাগুলির পরিবেশ সর্বজনীন অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল এবং শ্রমিকদের অভিযোগ বিবেচিত হবার কোনো আশা সম্ভবপর করে তুলতে শ্রমিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার জরুরী প্রয়োজন সপ্রমাণ করেছিল। যুদ্ধের সময় কিছুটা বেড়ে গেলেও মজুরি ছিল সামান্য এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়তে

থাকায় প্রকৃত মজুরি ক্রমেই কমে যাচ্ছিল। শ্রমিকবাহিনীর অর্ধেকেরও বেশি লোকের বেলায় দিনে বার ঘণ্টা এবং সপ্তাহে দু'দিন কাজ তখনও বলবৎ ছিল এবং গড়ে সপ্তাহে উনসত্তর ঘণ্টার সামান্য কম সময় কাজ করতে হত। শ্রমিকদের অধিকাংশই বহু বিচিত্র অভিবাসীদের মধ্য থেকে এসেছিল এবং জীবনযাত্রার মান, 'সুযোগ সুবিধার দেশে' অধিকতর প্রাচুর্যপূর্ণ জীবনের যে প্রতিশ্রুতি তাদের টেনে এনেছিল তার তিক্ত ও হাস্যকর অনুকরণ বলে মনে হচ্ছিল।

শ্রমিক সম্প্রদায়ের অন্যান্য অংশের তুলনায় কোনো রকম সাংগঠনিক অগ্রগতি ইস্পাতশিল্পে দেখা যায় নি। ১৯০১ ও ১৯১০ সালে পুরোনো 'অ্যামালগ্যামেটেড এসোসিয়েশন্ অব্ আয়রন্, ষ্টীল অ্যাণ্ড টিন ওয়ার্কার্স' দ্বারা আহূত দু'টি ধর্মঘট দমন করার পর শ্রমিক সংস্থা সংগঠনের আর কোনো চেষ্টা দেখা যায় নি। 'অ্যামালগ্যামেটেড' তখনো পর্যন্ত টিকে থাকলেও তা ছিল সামান্য একটি বৃত্তি-ভিত্তিক ইউনিয়ন এবং অসংখ্য অদক্ষ শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার কোনো চেষ্টাই তা করত না।

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে ইস্পাত শিল্পের অন্তর্গত চব্বিশটি শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংগঠনী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ধর্মঘটের প্রথম আয়োজন দেখা যায়। এই সমিতির লক্ষ্য শুধু কারখানাগুলিতে কর্মপরিবেশের উন্নতিই ছিল না। সমিতি এই মৌল শিল্পটি শ্রমিক সংস্থার হস্তগত করতে চেয়েছিল। আন্দোলনের নেতা ছিলেন প্রত্যক্ষ আর্থিক কার্যকলাপের চরমপন্থী সমর্থক উইলিয়াম জেড্ ফষ্টার। শিল্পবিরোধে ফষ্টারের অভিজ্ঞতা 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'র সদস্য হিসাবে অর্জিত হয়েছিল এবং তিনি পরে একজন কমিউনিস্ট নেতাতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর সংগঠনশক্তি ছিল অসাধারণ এবং শ্রমিক সংস্থাগুলির সংযুক্ত সমিতির সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসাবে তাঁকে "আমেরিকার ইস্পাত কারখানার শ্রমিকদের সংগঠিত করিবার এই বিরাট প্রয়াসের" কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল।

এক বছরের মধ্যেই ইস্পাত কারখানাগুলিতে সংগঠিত শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ১০০,০০০ হয়ে দাঁড়াল এবং একটা শিল্প-চুক্তির জন্য "ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স ষ্টীল কর্পোরেশনের" সভাপতি গ্যারীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছিল। গ্যারী এই অনুরোধে কর্ণপাত না করলে ধর্মঘটের পক্ষে ভোট নেওয়া হয়। ইস্পাতকর্মীদের হয়ে সংযুক্ত সমিতি যৌথ দর কষাকষি 'আট-ঘণ্টা দিন'

এবং মজুরি বৃদ্ধি দাবি করল। এ সমস্ত দাবি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে চাইলে গ্যারী স্পষ্টভাবে এবং কোনো রকম দ্ব্যর্থবোধক ভাষা না ব্যবহার করে উত্তর দিয়েছিলেন, "আমাদের মূল প্রতিষ্ঠান এবং উহার অধীনস্থ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান শ্রমিক সংস্থাদের সহিত সংগ্রাম না করিলেও উহাদের সহিত ব্যবসায় লইয়া আলাপ চালাইতে রাজী নহে।" তখন ২২শে সেপ্টেম্বর ধর্মঘট শুরু হবে বলে ঘোষণা করা হল এবং ঐ মাসের শেষ নাগাদ ন'টি রাজ্যে প্রায় ৩৫০,০০০ শ্রমিক কাজে যাওয়া বন্ধ করেছিল।

বিশ্বের সবচেয়ে প্রবল ধনতান্ত্রিক ক্ষমতা এই ইস্পাত শিল্প শ্রমিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত ছিল এবং ধর্মঘট ভাঙ্গবার জন্য তাদের দৃঢ় প্রচেষ্টায় তারা স্থানীয়, রাজ্য এমন কি যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেছিল। ধর্মঘট ভাঙ্গবার জন্য বাইরে থেকে হাজার হাজার শ্রমিক আমদানি করা হয়েছিল এবং এদের মধ্যে বিশেষ করে নিগ্রোদের দেখা গিয়েছিল। কারখানাগুলির বিদেশী শ্রমিকদের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ ও শত্রুতা উস্কে দেবার জন্য সম্ভবপর সব কিছু করতে গুপ্তচর ভাড়া করা হয়েছিল। সহকারী প্রহরী, স্থানীয় পুলিশ এবং রাজ্য সরকারের পুলিশবাহিনী নাগরিক স্বাধীনতার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পিকেটিং-এ জমায়েত ধর্মঘটীদের গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ও শ্রমিকদের সভা ভেঙ্গে তছনছ করেছিল। বহু অঞ্চলে সামরিক আইন বলবৎ করে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করা হয়েছিল। এমন কি ইণ্ডিয়ানার গ্যারী শহরে মেজর জেনারেল উডের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যদলও প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু ধর্মঘট সমাপ্ত হবার আগে আঠার জন শ্রমিক নিয়ে কুড়িজন লোক নিহত হয়েছিল।

ইস্পাত কোম্পানীগুলি ধর্মঘটীদের নিরুৎসাহ করতে এবং আমেরিকার ধনতন্ত্র ধ্বংস করার জন্য সমস্ত ব্যাপারটা যে মস্কোতে রচিত একটি ষড়যন্ত্র, জনসাধারণকে তা বিশ্বাস করাতে খবরের কাগজের মাধ্যমে সাংঘাতিক প্রচারকার্য চালানো হয়েছিল। ইস্পাত কোম্পানীগুলি ঘোষণা করল যে, ধর্মঘট শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের নয়, বিপ্লবীদের সঙ্গে আমেরিকার। এই ধর্মঘট কখনও জয়ী হতে পারবে না, কারণ যুক্তরাষ্ট্র "কখনই বলশেভিকবাদের 'লাল' শাসন, 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ-বাদ' অথবা অন্য কোনো বাদ সহ্য করিবে না, যাহা সংবিধান ছিন্নভিন্ন করিতে চাহিতেছে।" এমন কি গুজবও রটানো হয়েছিল যে, "ধর্মঘটের ব্যাপারে হুনদের হাত ছিল, কারণ তাহারা শিল্পোন্নতি ব্যাহত করিতে চাহিয়াছিল।"

এই পরিস্থিতিতে এত বেশি উত্তেজনা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয় যে, প্রোটেষ্ট্যান্ট

ধর্ম সম্প্রদায়ের একটি প্রতিষ্ঠান 'ইনটার-চার্চ ওয়ার্লড মুভমেণ্ট' ধর্মঘটের বিষয়ে একটি অনুসন্ধান কমিশন নিযুক্ত করেছিল। এই কমিশন ইস্পাত কোম্পানীগুলি যে সব মারাত্মক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছে বলে দাবি করেছিল তার কোনো প্রমাণই পেল না। কমিশন ঘোষণা করেছিল, শ্রমিকদের এই বিদ্রোহ "বলশেভিকবাদ লইয়া অমূলক উত্তেজনার আলোকে" বিবেচনা না করে শিল্পের ইতিহাসের আলোকে বিবেচনা করলে অনেক বেশি লাভবান হওয়া যেত। কিন্তু ধর্মঘটটির চরমপন্থী, নৈরাজ্যবাদী ও কমিউনিস্ট দিকগুলির উপর এবং ফষ্টারের বামপন্থী মতবাদের উপর পর পর জোর দেওয়ার ফলে ইস্পাত কারখানার কঠোর পরিবেশ অবিসংবাদিতভাবে উদ্ঘাটিত হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের সহানুভূতির অনেকটাই শ্রমিক সম্প্রদায় হারিয়েছিল। জনসাধারণ সক্রিয় বলশেভিকবাদ দেখতে অতি প্রস্তুত হয়েই ছিল। ইস্পাত শ্রমিকদের একটা বড় অংশ 'হাংকিজ' 'ড্যাগোজ' এবং 'ওয়পস্'দের (বিদেশীদের অবজ্ঞাসূচক নাম নিয়ে) গঠিত ছিল, এই ঘটনায় তারা যে আমেরিকা বিরোধী, বিপ্লবী ও মস্কোদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এই সত্যের সন্দেহাতীত প্রমাণ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

এ ধরনের প্রচারের সার্থক বিরোধিতা করার কোনো উপায় ধর্মঘট সমিতি খুঁজে পায় নি। ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিক সংস্থাদের মধ্যে কয়েকটি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করল, 'এ এফ অব্ এল' ফষ্টারের নেতৃত্ব অস্বীকার করল এবং ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে উৎসাহহীনতার প্রবাহ বয়ে গেল। ফলে নভেম্বর মাসের শেষদিকে সংযুক্ত সমিতি 'ইন্টার-চার্চ কমিশনকে' মধ্যস্থতা করার অনুরোধ জানাল এবং এই কমিশন বিরোধটির নিষ্পত্তির জন্য যে পরিকল্পনা সুপারিশ করবে তাই মেনে নিতে স্বীকার করল। গ্যারী শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কোনো প্রস্তাব বিবেচনা করতে অসম্মত হলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, ধর্মঘটীরা "সীমাবদ্ধ কারখানা, সোভিয়েট রাশিয়ার ব্যবস্থা এবং বল প্রয়োগ দ্বারা সম্পত্তির বণ্টন" দাবি করিতেছে এবং "ধর্মঘটের কোনো কারণই নাই।" ধর্মঘট চলতে থাকলেও নিরুৎসাহ শ্রমিকের দল কাজে ফিরে যেতে লাগল। ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে নেতারা হার স্বীকার করলেন। ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হল এবং যে সব শ্রমিকের নাম অবাঞ্ছিতের তালিকায় ওঠে নি, তারা একটিও সুবিধা আদায় না করে কাজে ফিরে গেল।

একটি চূড়ান্ত রিপোর্টে 'ইন্টার-চার্চ কমিশন' জানায়, "ইউনাইটেড ষ্টেটস ষ্টীল কর্পোরেশন' ৩০০,০০০ শ্রমজীবীদ্বারা পরাজিত হইবার পক্ষে অত্যধিক

শক্তিশালী ছিল। উহার উদ্বৃত্ত নগদ অর্থ ছিল অসম্ভব রকমের অধিক এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে উহার অসংখ্য মিত্র ছিল; স্থানীয় ও জাতীয় সরকারের কর্মচারীদের নিকট হইতে এই প্রতিষ্ঠান অত্যধিক সমর্থনলাভ করিয়াছিল এবং সংবাদপত্র ও ধর্মসম্প্রদায়ের ন্যায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর উহার প্রভাব ছিল অতিরিক্ত প্রবল; উহা পৃথিবীর বিরাট অঞ্চল জুড়িয়া প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল। এই সকল কারণেই বহু মন, বহু আশঙ্কা ও বিভিন্ন আর্থিক সামর্থ্যের অধিকারী এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রস্তুত নেতৃত্বের অধীন ব্যাপকভাবে বিক্ষিপ্ত শ্রমজীবীরা উহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই।"

এ সময় পর্যন্ত যে সব বৃহদাকার উৎপাদন শিল্প শ্রমিক সংস্থা স্থাপন করতে দেয় নি সেখানে শ্রমিক আন্দোলন প্রসারিত করার পক্ষে ইস্পাত শিল্পের শ্রমিকদের সংগঠিত করা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্যবসায়ী ও অর্থলগ্নীকারী সম্প্রদায় উন্মুক্ত কারখানা ও শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনের মোলাকাত হিসাবে ১৯১৯ সালের ধর্মঘটের তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেছিল। তারা 'ইউনাইটেড ষ্টেট্স ষ্টীল কর্পোরেশনকে' যতদূর সম্ভব সাহায্য করেছিল। গ্যারী শ্রমিক সংস্থাগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে অসম্মত হয়ে যে মনোভাব দেখিয়েছিল জে পি মর্গান তাতে তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। শ্রমিকদের দাবি বিবেচনা পর্যন্ত করতে রাজী না হওয়ার যুক্তি হিসাবে বলশেভিক-বাদের ভয় সাফল্যের সঙ্গে দেখানো হয়েছিল। ধর্মঘটের ফলে যে শুধু 'বার ঘণ্টা দিনে' ফিরে যাওয়া হয়েছিল তাই নয়, দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে নিয়ন্ত্রিত পিতৃত্ববাদ এবং শ্রমিক সংস্থা বিরোধী মনোভাবেও ফিরে যাওয়া হয়েছিল।

ইস্পাত শিল্পে ধর্মঘট সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই বাইটুমিনাস্ কয়লার খনিগুলিতে সংঘর্ষ বেঁধে গেল। যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য 'ইউনাইটেড মাইন্ ওয়ার্কার্স' ঠিকদারদের সঙ্গে একটা চুক্তি সম্পন্ন করেছিল। ১৯১৯ সালে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় এই সংস্থা মজুরি হারে সামঞ্জস্য সাধনের কথা তুলল। ১৯১৭ সালের পর মজুরি আর যে বাড়ে নি, তাও এই সংস্থা জানাল। এই সংস্থা শতকরা ষাটভাগ মজুরি বৃদ্ধি এবং যুদ্ধকালীন জ্বালানির চাহিদা পড়ে যাওয়ায় সম্ভাব্য বেকার সমস্যা প্রতিরোধ করার জন্য সপ্তাহে ত্রিশ ঘণ্টা কাজের প্রস্তাব করেছিল। ঠিকাদাররা যে শুধু খনিশ্রমিকদের নিঃসন্দেহে অত্যধিক দাবি বিবেচনা করতে অসম্মত হয়েছিল তাই নয়, তারা বলতে লাগল যে,

আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ শেষ না হওয়ায় পুরোনো যুক্তি তখন পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। ১লা নভেম্বর যে ধর্মঘট ঘোষণা করা হয় তাতে ৪২৫,০০০ শ্রমিক জড়িয়ে পড়েছিল।

১৯১৯ সালের আগে ও পরে অন্যান্য সময়ের মত এবারও দীর্ঘদিন ধরে কয়লা উত্তোলন বন্ধ থাকার দরুন জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য বিপদ জনসাধারণের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। সরকার এরই মধ্যে সতর্ক করে দিয়েছিল যে, কয়লা শিল্পের নিয়ন্ত্রণকারী যুদ্ধকালীন আইন অনুসারে ধর্মঘট হবে বেআইনী। শুধু 'ইউনাইটেড মাইন্ ওয়ার্কার্স' নয়, সাধারণভাবে আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায় আতঙ্কিত হয়ে অতীতের বন্ধুভাবাপন্ন উইলসন সরকারকে এবার হুকুমনামা সংগ্রহ করার মত কঠোর নীতি গ্রহণ করতে দেখল। ইণ্ডিয়ানা-পোলিসের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিভাগীয় বিচারপতি অ্যালবার্ট বি অ্যাণ্ডার্সন্ এই হুকুমনামা জারি করে শ্রমিক সংস্থার কর্মীদের ধর্মঘট সংক্রান্ত নতুন কোনো কাজ করতে নিষেধ করলেন এবং তাদের ধর্মঘটের ডাক রদ করতে বললেন।

সরকার তার যুদ্ধকালীন ক্ষমতা ধর্মঘট দমনে প্রয়োগ করবে না, এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ, শ্রমিক সম্প্রদায়ের এই ধারণা সত্ত্বেও কয়লা শ্রমিকদের ধর্মঘটে হস্তক্ষেপ করার প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল। 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার' হুকুমনামাটিকে "একটি অসংযত আচরণ, যাহা সুবিচার ও স্বাধীনতার মূল ভিত্তিতে আঘাত করিতেছে" বলে নিন্দা করল। খনি শ্রমিকদের সরকারী চাপের কাছে আত্মসমর্পণ না করতে এই সংস্থা আহ্বান জানাল এবং সংগ্রাম চালিয়ে গেলে সম্পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিল।

১৯১৯ সালে 'ইউনাইটেড মাইন্ ওয়ার্কার্স' সংস্থার অস্থায়ী সভাপতি ছিলেন চল্লিশ বছর বয়সের একজন শ্রমিক নেতা। যুদ্ধের বছর কটিতে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য পরিসংখ্যানবিদ্ হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং তিনি জনসাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। কিন্তু এই শ্রমিক নেতা জন্ এল লুইস অবিলম্বে জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। ধর্মঘটটি প্রত্যাহার করেই তিনি তা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট উইলসনকে হুকুমনামার ব্যবহার মেনে নেওয়ার জন্য তীব্র আক্রমণ করলেও 'এ এফ অব্ এলের' সংগ্রামী পরামর্শ গ্রহণ করতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। পরে যা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিরোধী বলে মনে হয়েছিল তিনি তাই করলেন। তিনি আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিলেন। ধর্মঘট পরিচালনায় তাঁর এই প্রথম অভিজ্ঞতায়

সময় তিনি সংবাদপত্রদের জানালেন, "আমরা আমেরিকাবাসী, আমাদের সরকারের সঙ্গে আমরা সংগ্রাম করিতে পারি না।"

খনি শ্রমিকেরা কিন্তু, তাদের এই ভূমিকা অস্বাভাবিক মনে হলেও, লুইসের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করল। ধর্মঘটের নির্দেশ রদ করা হলেও তারা খাদে যাওয়া বন্ধ করল। তাদের কাজে ফিরে যেতে সম্মত করার আগে ওয়াশিংটনে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং একটি সমঝোতা গৃহীত হয়েছিল। ঠিকাদাররা তৎক্ষণাৎ শতকরা চোদ্দভাগ মজুরি বাড়াতে এবং মজুরি বৃদ্ধি ও বিরোধের অন্যান্য দাবির চূড়ান্ত মীমাংসা বিশেষভাবে গঠিত 'বাইটুমিনাস্ কোল কমিশনের' হাতে ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই কমিশনের রোয়েদাদের ফলে সাতাশ শতাংশ, অর্থাৎ শ্রমিকেরা প্রথমে যা চেয়েছিল তার প্রায় অর্ধেক মজুরি বেড়েছিল। কিন্তু কমিশন 'ত্রিশ-ঘণ্টা সপ্তাহের' দাবি সম্পূর্ণ অবহেলা করেছিল।

সরকারী হস্তক্ষেপের সাহায্যে ধর্মঘটের নিষ্পত্তি হয়েছিল। খনি-শ্রমিকেরা যথেষ্ট সুবিধা লাভ করলেও হুকুমনামা আইন প্রয়োগই ছিল বিতর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। একটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ নজির প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সরকারের নির্দেশ মেনে চলতে তাঁর আগ্রহ দেখিয়ে লুইস কিন্তু 'এ এফ অব্ এল'-এর নেতাদের চেয়ে অধিকতর দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। জনমত ধর্মঘট দমন করবার জন্য কতদূর যেতে প্রস্তুত 'এ এফ অব্ এলের' নেতাদের চেয়ে তিনি তা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। কয়লা খনি শ্রমিকেরা শীতকাল অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে জাতিকে জ্বালানি-দুর্ভিক্ষের ভীতি প্রদর্শন করতে থাকলে ইস্পাত ধর্মঘটের চেয়ে তীব্রতর অসন্তোষ প্রকাশ পেতে লাগল।

প্রেসিডেণ্ট উইলসন কয়লা ধর্মঘটটিকে "নীতিবোধ ও আইন উভয় দিক হইতেই ভ্রান্ত" বলে ঘোষণা করলেন। কংগ্রেস তাঁকে সমর্থন করল এবং দেশের সর্বত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে হুকুমনামার ব্যবহার প্রশংসিত হতে লাগল। 'চেম্বার্স-বুর্গ পাব্লিক-ওপিনয়ন্' মন্তব্য করেছিল, "খনি শ্রমিক অথবা অন্য কোনো সংগঠিত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমগ্র দেশকে আর্থিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত করিবার অধিকার নাই……। ধনতন্ত্রের স্বৈরাচারের মতই শ্রমিকদের স্বৈরাচার সমান বিপজ্জনক।" 'ফিলাডেলফিয়া পাব্লিক লেজার' বলেছিল, "শ্রমজীবীদের বিরাট বিরাট জোট সুচিন্তিতভাবে দেশব্যাপী পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতির গলা টিপিয়া ধরিতে এবং শিল্পের বিশেষ অংশের মালিকদের তাহাদের দাবি মানিতে বাধ্য করিতে চাহিলে তাহারা বে-আইনী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।" আবার

'শিকাগো ডেইলী নিউজ' খোলাখুলিভাবে বলেছিল, "জনসাধারণ শিল্পবিরোধ লইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা আত্মরক্ষা করিতে বদ্ধ পরিকর।"

অবশ্যই বলশেভিকবাদের প্রশ্ন আবার তোলা হয়েছিল। পয়ন্‌ডেক্‌স্টার নামে একজন সিনেট-সদস্য বলেছিলেন যে, "নৈরাজ্যবাদী ও খুনী সাম্যবাদীদের" প্রতি অতিরিক্ত নরম সরকারী নীতির শাস্তিই এই ধর্মঘট।" ধর্মঘট নিষ্পত্তির পর 'নিউইয়র্ক ট্রিবিউন' ঘোষণা করল যে, সরকার শেষ পর্যন্ত যে দৃঢ় নীতি অবলম্বন করেছিল তা একই সঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত এবং একটি সতর্কীকরণ: "রাশিয়ায় ইহা জানাইয়া দাও, মস্কোর রাস্তায় রাস্তায় ইহা ঘোষণা কর, দেশের ভিতরের সমস্ত নাশকদের মনে ইহা স্থায়ীভাবে দাগিয়া দাও।"

১৯১৯ সালের ধর্মঘটের ফলে শ্রমিক সম্প্রদায়ের অবস্থার অবনতি ঘটলেও এবং উইলসন্ সরকারের তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার তিক্ত মোহমুক্তির অনুভূতি উপলব্ধি করা গেলেও শ্রমিক আন্দোলনের প্রসারে যুদ্ধকালীন অগ্রগতি তখনও ব্যাহত হয় নি। কয়েকটি ক্ষেত্রে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক সম্প্রদায়ের সংগ্রামী মনোভাব তখনও বজায় ছিল। অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে তাদের লড়াই-এর প্রধান লক্ষ্য মজুরি বৃদ্ধি লাভ করতে শ্রমিক সংস্থা-গুলি সফল হয়েছিল এবং শ্রমিক সংস্থার সদস্য সংখ্যার সম্প্রসারণ অব্যাহত ছিল। 'এ এফ অব্‌ এল্'এর সঙ্গে সংযুক্ত ১১০টি শ্রমিকসংস্থার মধ্যে যন্ত্র-নির্মাতা, রেলগাড়ী চালানো ভিন্ন অন্য কাজে নিযুক্ত রেলকর্মচারী, কাপড়ের কলের শ্রমিক এবং নাবিকেরা বিশেষভাবে সুবিধা লাভ করতে পেরেছিল। খাদ্যনির্মাণ ও পোষাক তৈরী শিল্পে অদক্ষ ও অর্ধদক্ষ উভয় প্রকারের শ্রমিকদেরই সংগঠিত করা হচ্ছিল।

তা'হলেও 'এ এফ অব্‌ এল' নিজেদের উত্তরোত্তর দুরূহ পরিস্থিতিতে দেখতে পাচ্ছিল। ব্যবসায়ভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনের নীতি অনুসরণ করতে যে সরকারী সমর্থনের উপর এই সংস্থা নির্ভর করেছিল তার জায়গায় আবার হুকুমনামার আইন পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল এবং এই ঘটনারই পরিণতি হিসাবে অপেক্ষাকৃত আক্রমণাত্মক কৌশল অবলম্বনের জন্য প্রবল চাপ দেওয়া হচ্ছিল। এই মহাসংঘের নেতারা কিন্তু তখনও রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে অস্বীকার করছিলেন এবং শ্রমিকদের দল গঠন সম্বন্ধে নতুন প্রস্তাবের সম্মুখীন হয়ে সুস্পষ্টভাবে সে সব গতানুগতিক অরাজনৈতিক উদ্দেশ্যের উপর নতুন করে জোর দিলেন, যেগুলি সব সময়ই 'এ এফ অব্‌ এল্'-এর নীতি

নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি সম্মেলনে নতুন একটি 'শ্রমিকদের অধিকারের তালিকা' ঘোষণা করে শ্রমিক সংস্থাকে স্বীকৃতি দান, সুষ্ঠু জীবনের পক্ষে যথেষ্ট মজুরি এবং হুকুমনামা প্রয়োগে বাধা-নিষেধ দাবি করা হল। কিন্তু মহাসংঘ এ সবের বেশি কিছু করতে রাজী ছিল না।

পরিস্থিতি এ ধরনের কার্যক্রম অনুসরণ আগের চেয়েও বেশি কষ্টসাধ্য করে তুলল। পরের বছর শেষ হবার আগেই আকস্মিক ও তীব্র আর্থিক মন্দা দেশকে আক্রমণ করল। মুদ্রাস্ফীতি সমন্বিত, যুদ্ধোত্তর সমৃদ্ধির অবসান সর্বত্র নিম্নগামী মূল্যস্তর, ব্যবসায়ীদের ব্যর্থতা, শিল্পের নিশ্চলতা, সর্বজনীন মজুরি হ্রাস এবং বিশাল মাত্রার বেকারত্বের সৃষ্টি করল। ১৯২১ সালে, গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছিল বলে হিসাব পাওয়া যায়। মালিকরা শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী অভিযান তীব্রতর করে তুলতে এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে বিলম্ব করে নি। হুকুমনামা আর গ্রেপ্তারের সাহায্যে নাবিকদের একটি সংস্থা আহূত ধর্মঘট ভেঙে ফেলা হয়েছিল এবং পরে অবাঞ্ছিত শ্রমিকদের তালিকা রচনা করে ঐ সংস্থার সদস্য সংখ্যা যুদ্ধকালীন সদস্য সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশে নামিয়ে আনা হয়েছিল। মাংস মোড়কজাত বরবার কারখানার কর্মচারীরা এত বিশ্রীভাবে পরাজিত হয়েছিল যে, এই শিল্প 'উন্মুক্ত কারখানার' নীতিতে ফিরে গিয়েছিল। আবার ১৯২২ সালে রেল কারখানার কর্মীরা চারদিক দিয়ে আক্রান্ত হয়ে আরো মারাত্মকভাবে পরাভূত হয়েছিল।

১৯২০ সালে রেল কোম্পানীগুলি বেসরকারী মালিকানায় ফিরিয়ে দেওয়া হলে শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে 'রেলপথ শ্রম পর্ষৎ' ('রেলওয়ে লেবার বোর্ড') প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই পর্ষৎ যুদ্ধের সময় সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করে দিলে, অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরির ব্যবস্থা বিলুপ্ত করলে এবং মোট ৬০,০০০,০০০ ডলার মজুরি হ্রাসের অনুমতি দিলে দ্বিতীয় ধর্মঘটটির প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। রেল শ্রমিকদের ভ্রাতৃসংঘগুলি এই মজুরি হ্রাসে প্রভাবিত হয় নি এবং রেলপথ মেরামত কর্মীরা সালিশিতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু কারখানা কর্মীদের ছ'টি বৃত্তিভিত্তিক সংস্থা মালিকদের চাপের কাছে পর্ষদের পরাজয় স্বীকারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ১৯২২ সালের ১লা জুলাই, ৪০০,০০০ কারখানা কর্মী কাজে যাওয়া বন্ধ করল।

প্রথম থেকেই তারা ব্যাপার সুবিধার নয় বুঝতে পেরেছিল। 'রেলপথ শ্রম

পর্ষৎ' তাদের আচরণ বেআইনী ধর্মঘট বলে ঘোষণা করল। ভ্রাতৃসংঘ রেলগাড়ী-গুলি চালু রাখতে পরিচালকদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল এবং প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং ডাকগাড়ীর চলাচলে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সতর্ক বাণী জানিয়েছিলেন। জনসাধারণের সহানুভূতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে রেল কর্মচারীদের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। জনসাধারণের মনোভাব সবচেয়ে স্পষ্টভাবে এই ঘটনায় প্রকাশিত হয়েছিল যে, সহকারী প্রহরী ও রাজ্য আঞ্চলিক বাহিনীর দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে বাইরে থেকে ধর্মঘট ভাঙ্গবার জন্য যে সমস্ত লোক আমদানি করা হয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েক শত কলেজের ছাত্রও ছিল। কিন্তু এখানেই সব কিছু শেষ হল না। ১লা সেপ্টেম্বর যখন মনে হচ্ছিল ধর্মঘট আর বেশি দিন টিকবে না তখন সরকার শেষ আঘাত দেবার জন্য রণক্ষেত্রে প্রবেশ করল। অ্যাটর্ণি জেনারেল ডঘার্টি শিকাগোব বিভাগীয় যুক্ত রাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারপতি জেম্‌স এইচ্‌ উইল্‌কার্‌-সনের কাছ থেকে একটা হুকুমনামা জোগাড় করলেন। এই হুকুমনামাকে প্রায়ই "শ্রমিক বিরোধে আজ পর্যন্ত যত হুকুমনামা জারি করা হইযাছে তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক" বলে বর্ণনা করা হয়।

এই হুকুমনামা সব রকমের পিকেটিং, ধর্মঘটেব ব্যাপারে সভা, জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিবৃতি, ধর্মঘট চালিয়ে নেবার জন্য সংস্থার তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় এবং ধর্মঘট পরিচালনার উদ্দেশ্যে নেতাদের দ্বারা মতামত প্রকাশের যে কোনো উপায় ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল। "চিঠিপত্র, তার, টেলিফোন বা মৌখিক শব্দ দ্বারা" ধর্মঘটীদের সাহায্য করার আথবা "বিদ্রূপ, অনুবোধ, যুক্তি, প্রত্যয়োৎপাদন, পুরস্কার দান বা অন্য কোনো ভাবে" কোনো লোককে কাজ বন্ধ করতে রাজী করা বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ডঘার্টি যে কোনো উপায়ে ধর্মঘট ভাঙ্গতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের তিনি বলেছিলেন, "যতদিন ও যতদূর পর্যন্ত আমি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের হইয়া বিবৃতি দিবার অধিকারী থাকিব ততদিন ও ততদূর পর্যন্ত আমার নিয়ন্ত্রণে সরকারী ক্ষমতা এই দেশের শ্রমিক সংস্থা সমূহের 'উন্মুক্ত কারখানা' নষ্ট করিবার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিব।"

এই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে সারা দেশে তীব্র বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। শুধু শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল সংবাদপত্রগুলিই নয়, অন্য অনেকেই, খুব সম্ভব অনেক ক্ষেত্রে দলীয় বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই হুকুমনামাকে সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা অস্বীকার

বলে আক্রমণ করেছিলেন। 'নিউ-ইয়র্ক ইভনিং পোষ্ট' ঘোষণা করেছিল যে, ধর্মঘটের আসন্ন পরাজয় যথাযথ এই বোধ নিয়েই তারা সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছিল। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা "অন্যায় আক্রমণে" পরিণত হল। 'নিউ ইয়র্ক নিউজ' হুকুমনামাটিকে "মুখ বন্ধ করিবার আইন" বলে উল্লেখ করেছিল এবং 'নিউ ইয়র্ক ওয়ার্লড্' "স্থূল ব্যবস্থা" বলে তার তীব্র সমালোচনা করেছিল। অন্যদিকে রক্ষণশীল সাধারণতন্ত্রী কাগজগুলি সরকারী নীতি সমর্থন করার চেষ্টা করেছিল। 'নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন্', 'ফিলাডেল্‌ফিয়া এন্‌কোয়ারার্', 'বস্টন ট্রান্‌স্ক্রিপ্ট', এবং 'শিকাগো ডেইলী নিউজ' একমত হয়েছিল যে, হুকুমনামাটি যতই ব্যাপক হোক না কেন, সমস্ত রেলপথ পরিবহন পঙ্গু করে দেবার ভয় দেখিয়ে রেল কারখানার কর্মচারীরা যে অরাজকতার পরিচয় দিচ্ছিল, তা ছিল আরো ব্যাপক। 'ম্যানুফ্যাক্‌চারার্স রেকর্ড' নামক পত্রিকাটিই বোধ হয় শ্রমিক সম্প্রদায়ের শত্রুদের শেষ কথা বলে দেয়—এই পত্রিকা ঘোষণা করল যে, হুকুমনামাটি কেবল "অরাজকতার সহিত তাহাদের ব্যভিচারী মিলন বন্ধ করিতে" শ্রমিকদের হুকুম দিয়েছিল।

রেল কারখানার কর্মচারীদের পক্ষে সরকারী হস্তক্ষেপ শেষ খড়ের টুকরো (শেষ ভরসা) হয়ে দাঁড়াল। তারা 'বাল্টিমোর এ্যাণ্ড ওহায়ো' রেল কোম্পানীর সভাপতি উইলার্ডের একটা প্রস্তাব ব্যাগ্রভাবে গ্রহণ করে ভিন্ন ভিন্ন রেল কোম্পানীর সঙ্গে স্বতন্ত্র মীমাংসা করতে রাজী হল এবং তাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব অনুকূল শর্তে চুক্তিবদ্ধ হল। কয়েকটি কোম্পানীর অপেক্ষাকৃত বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভংগীর ফলে ২২৫,০০০ সদস্য নিয়ে গঠিত তাদের সংস্থাটি টিঁকিয়ে রাখা গেলেও ১৭৫,০০০ রেল শ্রমিককে কোম্পানী পরিচালিত সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য করা হয়েছিল। সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে মানদণ্ড মালিকদের অনুকূলে চলে গিয়েছিল .এবং রেল শ্রমিকেরা একটি মারাত্মক আঘাত পেয়েছিল।

১৯২১-২২ সালের আর্থিক মন্দার সময় সমগ্র শ্রমিক আন্দোলন পিছিয়ে পড়েছিল এবং বেকারত্বের মনোবলবিনাশকারী প্রভাবে হুকুমনামা আইনের সাহায্যে অধিকতর প্রবল ধনতান্ত্রিক আক্রমণ উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে উঠলে তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট ক্ষমতা সংগ্রহ করতে পারে নি। কয়েকটি শ্রমিক সংস্থা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল; অন্যান্য সংস্থারও প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছিল। যুদ্ধের মধ্য থেকে শ্রমিক সম্প্রদায় দৃঢ়ভাবে সংগঠিত হয়ে,

এবং অর্জিত সুবিধা প্রসারিত করতে বদ্ধপরিকর হয়ে বেরিয়ে এসেছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ সরকারের অভিভাবকত্বে সকল মার্কিন শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। কিন্তু তা'হলেও ১৯২০ এবং ১৯২৩ সালের মধ্যে শ্রমিক সংস্থার মোট সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ৫,০০০,০০০ এর কিছু বেশি থেকে প্রায় ৩,৫০০,০০০-এ নেমে গিয়েছিল।

শ্রমিক সম্প্রদায়ের পশ্চাদপসরণ

১৯২২ থেকে ১৯২৯ সালেব অন্তবর্তী সাত বছরে উৎপাদন উত্তরোত্তর বেড়ে গিয়েছিল, আর্থিক ক্ষমতা আরো বেশি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, জাতীয় আয়ে উন্নতি দেখা দিয়েছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীতে যে রক্ষণশীল অবাধ বাণিজ্যনীতি ('লেসে ফেয়ের') আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করত তাতে প্রত্যাবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বহুলাংশে শাসন-ব্যবস্থার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং যুদ্ধপূর্ব প্রগতিপন্থীদের পরিকল্পিত পথে কোনো নতুন সামাজিক ও আর্থিক সংস্কার গৃহীত হয় নি। সমৃদ্ধি এবং উর্ধ্বগামী শেয়ার বাজার, ফাটকাবাজি এবং প্রতিটি গ্যারাজে দুটো মোটরগাড়ী ভিন্ন অন্য কোনো ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হ'ত না। ১৯২৮ সালে আত্মসন্তুষ্ট মার্কিন জাতি সানন্দে প্রেসিডেন্ট হুভারের বাণী ("পৃথিবীর যে কোনো দেশের ইতিহাসেব তুলনায় আমেরিকায় আমরা দারিদ্র্যের উপর চূড়ান্ত জয়লাভের অনেক বেশি বেশি নিকটে উপস্থিত হইয়াছি") গ্রহণ করেছিল।

বর্তমান শতকের তৃতীয় দশক আবার 'অপূর্ব অর্থহীনতার যুগও' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তরুণ সমাজ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল: ('স্পিকইজি') চোরাই মদের ব্যবসা ও সংগঠিত রাহাজানি অসম্ভব বকম ফেঁপে উঠেছিল এবং রোমহর্ষক সংবাদ পরিবেশন, লক্ষ লক্ষ ডলাবের মুষ্টিযুদ্ধ, দূরপাল্লার ম্যাবাথন দৌড় প্রতিযোগিতা, মানবজাতি বানর হতে সম্ভূত এই মত প্রচারের জন্য স্কোপ্‌সের বিচার, অ্যাটল্যান্টিকের উপর দিয়ে লিণ্ডবার্গের আকাশপথে ভ্রমণ এবং স্নানরতা সুন্দরীদের সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট করে ফেলেছিলেন। আমেরিকার পরিস্থিতি ছিল প্রাণবন্ত, বর্ণাঢ্য এবং রোমাঞ্চকর।

আমেরিকার তিন কোটি দশ লক্ষ অকৃষিনির্ভর শ্রমিক জাতীয় উন্নয়নে তাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করেছিল এবং দেশের উর্ধ্বমুখী সমৃদ্ধির অংশ তারাও লাভ করেছিল। মজুরি বেড়ে গিয়েছিল এবং প্রতিটি গ্যারাজে দু'টি করে মোটরগাড়ী

তখন পর্যন্ত বহুদূরের স্বপ্ন হয়ে থাকলেও খাদ্য, আশ্রয় এবং জামাকাপড়ের ব্যয় মিটিয়ে একজন সাধারণ শ্রমজীবীর বাজেটে যা উদ্বৃত্ত থাকতো, আমাদের ইতিহাসে পূর্বে সে রকম আর কখনও দেখা যায় নি। জনসাধারণের সঙ্গে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ও কিস্তিতে টাকা দিয়ে মোটরগাড়ী, স্বয়ংক্রিয় সাফাই যন্ত্র ও জামাকাপড় পরিষ্কার করার যন্ত্র এবং বৈদ্যুতিক রেফ্রিজারেটার কেনার মত্ততায় মেতে উঠেছিল, আমোদপ্রমোদ ও চিত্তবিনোদনের জন্য বছরে অবিশ্বাস্যভাবে যে হাজার কোটি ডলার ব্যয় করা হচ্ছিল তার একটি অংশও শ্রমিক সম্প্রদায় দিয়ে আসছিল। এমন কি মাঝে মাঝে তারা শেয়ার বাজারেব অভিজ্ঞতাও কিছুটা পাবার চেষ্টা করছিল। ওয়াল ষ্ট্রীটের (নিউ ইয়র্কের অর্থবিনিয়োগ কেন্দ্র) অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান 'হ্যালজি, ষ্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড কোম্পানী'র হয়ে উইলিয়াম গ্রীণ 'শ্রমিক ও তার অর্থ' নামে নিয়মিত বেতার বক্তৃতা করতেন।

১৯২৭ সালে একজন উৎসাহী ফরাসী পর্যটক আঁদ্রে সিগ্‌ফ্রিদ্‌ লিখলেন, "পৃথিবীর অন্য যে কোনো স্থান অপেক্ষা আমেরিকায় শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বেশি এবং তাহাদের জীবনযাত্রার মানও অনেক উচ্চস্তরের। যুদ্ধের পূর্বে এই প্রভেদ দেখা গেলেও তাহার পর হইতে আরো বাড়িয়া গিয়াছে এবং পুরাতন ও নতুন মহাদেশ দুইটির মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈপরীত্য।"

বস্তুতঃ, সামগ্রিকভাবে মার্কিন পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মনে হচ্ছিল যেন শ্রমজীবীরা ক্রমেই বেশি সংখ্যায় সাধারণভাবে অভিহিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে মিশে যাচ্ছে। বর্ধিত আয় যে শুধু অতীতে তাদের নাগালের বাইরে অবস্থিত আরামদায়ক জিনিস ও বিলাস দ্রব্য কেনা সম্ভব করে তুলেছিল তাই নয়, কাজের সময় কমে যাওয়ায়, অবসর প্রথম পেতে শুরু করায় জীবনের অন্যান্য দিক উপভোগও তারা করতে পাচ্ছিল। ফলে পূর্বের মত একটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে বোধ হয় তাদের ধরে রাখা যাচ্ছিল না। তাদের আমোদপ্রমোদ ও চিত্তবিনোদনের পদ্ধতি ক্রমেই জাতির সাধারণ আদর্শের অনুগামী হয়ে পড়ছিল। প্রতি রবিবারে বড় বড় রাজপথে মোটরগাড়ীর ভিড়, চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে প্রতি সপ্তাহে অসংখ্য দর্শকের আগমন, সদ্য প্রবর্তিত বেতার-প্রচারিত কার্যক্রমে শ্রোতাদের উত্তরোত্তর সংখ্যাবৃদ্ধি—সবই অপেক্ষাকৃত বৈষম্যহীন সমাজের প্রসার প্রতিফলিত করছিল। কারখানার শ্রমিকরা জামাকাপড়ের পেছনে আরো বেশি আয়ের লোকদের মত অত খরচ না করলেও তাদের পোষাকের কাটছাঁটে কোনো তফাৎ বোঝা যেত না। বিশাল বিশাল রাষ্ট্রসমর্থিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে

অধ্যয়ন করতে গিয়ে সমান শিক্ষা লাভের শতাব্দীব্যাপী স্বপ্নের আরো বাস্তব রূপ দিতে পেরেছিল। নানাভাবে শ্রমিক সম্প্রদায় দেশে প্রচলিত সাধারণ প্রথা, নীতিবোধ, আশাআকাঙ্খা আপন করে নিচ্ছিল। মার্কিন জীবনযাত্রা পদ্ধতি হিসাবে সামাজিক গণতন্ত্র নতুন বৈধতা অর্জন করেছে বলে মনে হচ্ছিল।

অভিবাসন সীমিত করে এই পরিবর্তনে সহায়তা করা হয়েছিল। শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের পদমর্যাদা অজ্ঞ, নিঃসম্বল ও অদক্ষ অভিবাসীদের বাৎসরিক প্রবাহের ফলে গতানুগতিকভাবে অবনত হয়ে যেত। তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি কোটা-প্রথা অবলম্বন করে বহিরাগত বিদেশীদের বাৎসরিক সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ থেকে ১৫০,০০০-এ কমিয়ে এনে এই নতুন বন্দোবস্ত শুধু আর্থিক নয়, সামাজিক দিক দিয়েও শ্রমিকদের প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের এই গতানুগতিক সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করা হলে উন্নতির নতুন নতুন পথ দেখা গিয়েছিল। এ সব পথের ফলে সব সময়ই যে শ্রমজীবী শ্রেণী থেকে মালিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হওয়া যেত তা নয়, কিন্তু তাহলেও আমাদের এই বিবর্তনশীল সমাজে শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত মর্যাদার প্রতিশ্রুতি তাতে পাওয়া গিয়েছিল।

কিন্তু সমস্ত দেশে সমৃদ্ধির সাধারণ বন্টনের মত শ্রমিকদের মধ্যে এ সব বস্তুগত ও সামাজিক সুযোগসুবিধা বন্টনেও যে তীব্র অসমতা বর্তমান ছিল, শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সে দিকে কারো দৃষ্টি পড়ে নি। আর্থিক সম্প্রসারণের ফলে প্রাপ্ত প্রাচুর্যের এই ভোজসভায় শ্রমিকদের বহু অংশ নিমন্ত্রিত হয় নি বলে মনে হয়েছিল। এমন কি মজুরির ঊর্ধ্বগামী প্রবণতার ফলে শ্রমিকদের অন্তর্গত যে সব গোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল তারাও অনুভব করছিল যে, সমৃদ্ধির পুরস্কারে তাদের অংশ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বহুলাংশে অধিক পরিমাণের মুনাফার সমানুপাতিক ছিল না।

আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এই যে, এ দেশ থেকে বেকারত্ব তখনও নির্বাসিত হয় নি এবং কোনো অঞ্চলে বেকারদের সংখ্যা ছিল অস্বাভাবিক রকম বেশি। যন্ত্রবিজ্ঞানে উন্নতির ফলে সর্বদাই শিল্পে কম লোক দিয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করা যাচ্ছিল। ফলে বহু মৌল শিল্পে কলকারখানার কর্মচারীদের মোট মজুরি কমে যেতে দেখা যাচ্ছিল। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, রাস্তা নির্মাণ, কাপড়ের কল, রবার শিল্প ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মান শিল্পে নতুন নতুন যন্ত্র ও শ্রমসংক্ষেপক পদ্ধতি নির্দিষ্ট পরিমানে উৎপাদনের

জন্য আবশ্যক শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা পঁচিশভাগ থেকে ষাটভাগ কমিয়ে ফেলেছিল। হিসাব করা হয়েছিল যে, বৃহদাকার উৎপাদনশিল্পে, রেলপথ এবং কয়লা উত্তোলনশিল্পে উৎপাদনের পুরোনো হার বজায় রাখলে ৩,২৭২,০০০ জন শ্রমিকের পরিশ্রম না হলেও চলবে এবং বর্ধিত আর্থিক কার্যকলাপের জন্য এদের মধ্যে মাত্র ২,২৬৯,০০০ শ্রমিক আবশ্যক হবে। এ সব শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখায় এ জন্য নীট হ্রাস হয়েছিল ১,০০০,০০০-এরও বশি, বাণিজ্য ও সেবামূলক শিল্পে নতুন নতুন সুযোগ এই পরিস্থিতির বিপদ লাঘব করতে কিছুটা সাহায্য করেছিল। কিন্তু তা'হলেও তৃতীয় দশকের আগাগোড়া বেকারত্ব বজায় ছিল এবং হিসাব করা হয়েছিল যে, শ্রম-বৎসরের দিক দিয়ে বিচার করলে বেকারত্ব শ্রমিকদের মোট যোগানের শতকরা দশ থেকে তেব ভাগে ওঠানামা করেছিল। খুব সম্ভব ১৯২৮ সালে অন্তত: কুড়ি লক্ষ ব্যক্তি বেকার ছিল।

এ অবস্থায় শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের কাজের নিরাপত্তার অভাবের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ যে সময়ে কাজ পেত তখনকার উচ্চ মজুরি দ্বারা মেটানো সম্ভব হত না। 'মিডল্‌টাউন' নামে সহর সম্বন্ধে (নামটি কাল্পনিক) লিণ্ডদের (স্বামী-স্ত্রী) অনুসন্ধান থেকে জানতে পারা যায় যে, সমৃদ্ধিশালী হলেও এই সম্প্রদায়ের যে সব শ্রমজীবী পরিবারে সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকার হয়েছিল সে সব পবিবারে সাময়িক-ভাবে চাকরি হারাবার ভয় সব সময়ই মনের উপর বোঝা হিসাবে কাজ করত। মজুরি অথবা কার্যকালের চেয়ে চাকরি পাওয়াতেই তাদের আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। কর্মনিয়োগের পরিসংখ্যান যাই বলুক না কেন, কোনো ব্যক্তির কাজ না থাকলে সব সময়েই তাঁর সামান্য সঞ্চয় নিঃশেষ হবার আগে অন্য কাজ খুঁজে নেবার জন্য তাঁকে মারাত্মক চেষ্টা করতে হত।

সাধারণভাবে শ্রমজীবীদের কথা বিবেচনা না করে সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের অবস্থা বিবেচনা করলে বলা যায় যে, তৃতীয় দশকের পরিবেশ তার উপর আপাতদৃষ্টিতে আত্মবিরোধী প্রভাব বিস্তার করেছিল। জাতীয় সমৃদ্ধির পূর্ববর্তী বা কোনো যুগের অভিজ্ঞতার প্রতিবাদ করে শ্রমিক আন্দোলন পিছিয়ে গেল। বিশালকায় উৎপাদন শিল্পের অদক্ষ শ্রমিকদের সংগঠিত করার ব্যাপারেই যে আর কোনো উন্নতি দেখা গেল না শুধু তাই নয়, যে সব শ্রমিক সংস্থা আগে থেকেই বর্তমান ছিল তাদের সদস্য সংখ্যাও ক্রমেই কমতে লাগল। আমরা দেখেছি যে, ১৯২১ সালে আর্থিক মন্দার প্রভাবে আমেরিকার শ্রমিক সংস্থাগুলির সদস্য সংখ্যা ৫,০০০,০০০ থেকে কমে প্রায় ৩,৬০০,০০-এ এসে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তী কয়েকটি

বছরে সদস্য সংখ্যা বাড়াতে ব্যর্থতাই অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯২৯ সালের সমৃদ্ধির শিখরে শ্রমিক সংস্থাগুলির মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩,৪৪৩,০০০—১৯১৭ সালের পর এত কম সংখ্যা আর কোনো বছর দেখা যায় নি।

নিরবচ্ছিন্ন সমৃদ্ধি ও শ্রমিকদের সাধারণভাবে উর্ধ্বগামী মজুরি লাভের আনন্দের আতিশয্যে এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। মালিকদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে চাকরির নিরাপত্তার অভাববোধ কিছু কর্মচারীকে শ্রমিক সংস্থায় যোগদানে বাধা দিলেও অনেকেই মনে করেছিল যে, তারা আগে যতটা বিশ্বাস করত শ্রমিক সংস্থা এখন আর ততটা প্রয়োজনীয় নয়। দারিদ্র্য চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার পথে আমরা দ্রুত অগ্রসর হওয়ায়, অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভ করায় এবং বেতনের টাকা নিজে থেকেই বাড়তে থাকায় প্রশ্ন উঠেছিল ধর্মঘট বা যৌথ চুক্তির জন্য অন্য কোনো আন্দোলনে লাভ কী?

এই দিনগুলির সুখশান্তিপূর্ণ পরিবেশে শ্রমিকদের কোন রকমেই বুঝবার উপায় ছিল না যে, এরই মধ্যে আকাশে আরও একটি আর্থিক মন্দার কালো মেঘ জমে উঠেছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ, অষ্টম অথবা শেষ দশকের মন্দার চেয়েও এই মন্দা মারাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং দেড় কোটি অসহায় শ্রমিককে রাস্তায় আশ্রয় নিতে, পথের ধারে আপেল ফেরি করতে, লঙ্গরখানায় কিউ দিতে এবং রুটির জন্য ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু এই আসন্ন বিপর্যয়ের কালো ছায়া অল্পদিনের মধ্যেই তৃতীয় দশকের 'সোনালী আভা' দূর করেছিল এবং চমকপ্রদভাবে শ্রমিকদের অবস্থার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল। নতুন আর্থিক ব্যবস্থার আকস্মিক পতনের ফলে সমস্ত দেশ শোচনীয় দুর্দশার মধ্যে পতিত হলেও, এবারও শ্রমজীবীদের উপরেই আর্থিক মন্দার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিল।

১৯২১ সালের অল্পস্থায়ী বিপর্যয়ের পর আর্থিক পুনরুন্নয়ন দেখা দিলে মালিক-পক্ষ যুদ্ধের সময় সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় যে ক্ষমতা লাভ করেছিল, তা যাতে তারা ফিরে না পায় সেজন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল। ১৯১৯ সালে পুনরুজ্জীবিত শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী অভিযান তীব্রতর করা হল এবং 'উন্মুক্ত কারখানা' নীতি সমর্থনের উপর নতুন করে জোর দেওয়া হল। তত্ত্বের দিক দিয়ে 'উন্মুক্ত কারখানার' তাৎপর্য ছিল শ্রমিক সংস্থার সদস্য হোক বা না হোক, মালিকের যে কোনো লোককে নিযুক্ত করার অধিকার। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের মত প্রকৃত পক্ষে তার অর্থ যে শুধু শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের প্রতি

প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বৈষম্য মূলক আচরণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাই নয়, কর্মচারীদের অধিকাংশ এই সংস্থার অন্তর্গত হলেও সংস্থাটিকে স্বীকার করতে অসম্মতি জানানো হ'ত। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে যৌথ দর কষাকষি পদ্ধতি অস্বীকার করার একটি সাধারণ পন্থা হিসাবেই 'উন্মুক্ত কারখানা' নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছিল।

তৃতীয় দশকে শ্রমিক সংস্থাগুলির বিরোধিতা করার জন্য সারা দেশে 'উন্মুক্ত কারখানা' সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। মালিকদের পূর্ববর্তী প্রতি-আক্রমণের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার লক্ষিত হয়েছিল। মালিকদের এ ধরনের সংঘ নিউ ইয়র্কে পঞ্চাশটি, ম্যাসাচুসেট্সে আঠারটি, কানেটিকাটে কুড়িটি, ইলিনয়ে ছেচল্লিশটি, ওহায়োতে সতেরটি এবং মিশিগানে তেইশটি স্থাপিত হয়েছিল। স্থানীয় বণিক্ সমিতি, উৎপাদকদেব সংঘ ও নাগবিক সংঘ এই অভিযান সমর্থন করেছিল এবং তাদের পেছনে 'ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব্ ম্যানুফ্যাকচারার্স', 'ন্যাশনাল মেটাল্ ট্রেড্স এসোসিয়েশন' এবং 'লীগ ফর্ ইন্ডাষ্ট্রিযাল রাইট্স' ছিল। যুদ্ধোত্তর যুগের প্রবল জাতীয়তাবাদ দ্বাবা অনুপ্রাণিত হয়ে এসমস্ত বিভিন্ন সমিতির একটি সম্মেলন ১৯২১ সালে শিকাগোতে মিলিত হয়ে 'উন্মুক্ত কারখানা' নীতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে "মার্কিন পরিকল্পনা" এই নামকরণ কবল। নাশকতামূলক ও বৈদেশিক সংঘক্রিয়া বাদের বিরুদ্ধে কঠোব ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের ঐতিহ্যগত আদর্শ তুলে ধবা হয়েছিল। "মার্কিন পবিকল্পনার" প্রবক্তারা ঘোষণা করেছিল, "প্রতিটি মানুষকে তাহার মুক্তির পথ নিজেকেই খুঁজিয়া বাহির কবিতে হইবে এবং তাহার পক্ষে ক্ষতিকর সংগঠনের শৃঙ্খলে সে আবদ্ধ থাকিবে না।"

যৌথ দর কষাকষির কল্পিত সুবিধা তাদের প্রতাবিত করছে শ্রমিক সম্প্রদায় ও জনসাধাবণ যাতে একথা বিশ্বাস করে সেজন্য শ্রমিক সংস্থাব দূষিত নেতৃত্ব এবং অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের প্রতিটি দৃষ্টান্তের পূর্ণ সুযোগ নেওয়া হচ্ছিল। তৃতীয় দশকের উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলিতে অসদাচার ও অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জন দুই-ই কয়েকটি শ্রমিক সংস্থার বেলায় দেখা যাচ্ছিল। শ্রমিক-সংস্থার নেতা ও মালিকদের মধ্যে অবৈধ ষড়যন্ত্র, নেতাদের শ্রমিকদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় এবং খোলাখুলি উৎকোচ গ্রহণ, নিউ ইয়র্ক, শিকাগো ও স্যান্ ফ্রান্সিসকোর মত শহরের গৃহনির্মাণ ও সেবামূলক শিল্পে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। কোনো কোনো জায়গায় চোরাই মদ চালানের চেয়েও বেশি মুনাফা লাভের সুযোগ দেখতে পেয়ে দলবদ্ধ গুণ্ডারা শ্রমিক সংস্থাগুলি হাত করে ভয় দেখিয়ে ও হিংসাত্মক কাজকর্মের সাহায্যে শ্রমিক ও মালিক উভয়

পক্ষকেই শোষণ করেছিল। শ্রমিক সংস্থার উপর রক্ষণশীল ব্যক্তিদের আক্রমণে কিন্তু দূষিত ও সমাজবিরোধী নীতির এধরনের বিরল দৃষ্টান্ত এবং অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল নেতৃত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হত না। শ্রমিক নেতাদের বিপ্লবের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলশেভিকপন্থী বলে ভয়াবহভাবে চিত্রিত করা না হলে বলা হত যে, তারা বিবেকহীন লুটেরা এবং নিজেদের ক্ষমতা ও সম্পদ গড়ে তোলার জন্য সদস্যদের কাছ থেকে সবরকম সুবিধা আদায় করতে ব্যস্ত।

'এন্ এ এম্' ('ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব্ ম্যানুফ্যাকচারার্স')-এর সভাপতি জন ই এজারটন ১৯২৫ সালে বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় ঘোষণা করলেন, "দেশের সর্বত্র গর্বমত্ত জাঁকজমকের মধ্যে নির্মিত শ্রমিক সংস্থাগুলির প্রাসাদোপম অট্টালিকার সুবর্ণখচিত গম্বুজ এবং মণিমাণিক্যখচিত লোভী হস্তের দ্বারা লুণ্ঠিত এবং অত্যধিক বেতন দিতে নিঃশেষিত লক্ষ লক্ষ ডলারের মধ্যে এমন এক ক্রীতদাসত্বের কাহিনী প্রচ্ছন্ন আছে যাহার অনুরূপ দাসত্ব এই দেশ পূর্বে কোনো দিন জানে নাই।" "শ্রমিকদের হস্তের শৃঙ্খল" ভাঙবার জন্য এবং "শ্রমজীবীদের বন্ধুর ছদ্মবেশে ফন্দিবাজ দস্যুদের জাল নেতৃত্বের" কবল থেকে তাদের মুক্তি দেবার জন্য দেশের পুঁজিপতিদের আহ্বান জানানো হয়েছিল।

শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধিতায় ও 'উন্মুক্ত কারখানা' নীতি প্রসারে শুধু প্রচারের সাহায্যই নেওয়া হয় নি। অনেক মালিক তাদের কর্মচারীদের 'হলদে কুকুর' চুক্তিতে সই করতে বাধ্য কবেছিল, তাদের কারখানায় শ্রমিকবেশী গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিল। নিজেদের মধ্যে অবাঞ্ছিত শ্রমিকদের তালিকা বিনিময় এবং শ্রমিক নিযোগে খোলাখুলিভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ অবলম্বন করেছিল। ভীতিপ্রদর্শন ও অত্যাচারেব পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। এসব সতর্কতা সত্ত্বেও গোলমাল দেখা দিলে শ্রমিক নেতাদের মারধোর করার জন্য প্রায়ই সশস্ত্র রক্ষীদের নিযুক্ত করা হত এবং ধর্মঘটের উপক্রম হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অভিভাবকত্বে বাইরে থেকে শ্রমিক আমদানি করে তা চূর্ণবিচূর্ণ করা হত।

উদাহরণ হিসাবে কয়লাখনিগুলির কথা বলা যেতে পারে। এই শিল্পে দলাদলি ও নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে বিব্রত শ্রমিক আন্দোলন সহজেই মালিকদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। কয়লা শিল্প শক্তির নতুন নতুন উৎসবের প্রতিযোগিতার ফলে দেশের সাধারণ সমৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করতে

ব্যর্থ হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং খনি-মালিকেরা শ্রমিকদের সায়েস্তা করে উৎপাদন ব্যয় কমানোর সমস্যা সমাধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। খনি শ্রমিকদের সঙ্গে যে সব মজুরিসংক্রান্ত চুক্তি ইতিপূর্বে স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেগুলির ক্ষতিসাধন করতে তারা চেষ্টা করতে লাগল এবং শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে আরো ক্ষতিকর একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করল। মালিকেরা মধ্যাঞ্চলের বাইটুমিনাস্ কয়লাখনি থেকে ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া, কেন্‌টাকি, টেনেসি ও অ্যালাবামার শ্রমিক-সংস্থাবিহীন খনিগুলিতে উৎপাদন সরিয়ে নিতে চেষ্টা শুরু করেছিল। এ সব নতুন খনিতে মজুরি ও কাজের সময়ের উপর শ্রমিক-সংস্থাদ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ ছাড়াই কাজ চালানো তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল।

'ইউনাইটেড মাইন্ ওয়ার্কার্স' একটি জটিল উভয়সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে পড়ল। শ্রমিক-সংস্থাবিহীন খনিগুলিতে ধর্মঘটের সূচনা হলে সাহায্যের জরুরী আবেদন জানানো হতে লাগল।

এই শ্রমিক সংস্থার পক্ষে কী সহানুভূতিশীল ধর্মঘট ঘোষণা করে মধ্যাঞ্চলের খনিগুলির সাথে চুক্তি অমান্য করা উচিত হবে? অথবা সংস্থাটি কী নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা নিয়ে শ্রমিক-সংস্থাবিহীন খনিগুলিতে পরিস্থিতির অবনতি এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত শিল্পের ক্ষতি ঘটতে দেবে? জন এল লুইস চুক্তির শর্ত মানার উপর জোর দিয়েছিলেন। সংস্থার দ্বারা সমর্থিত নয় এমন কোনো ধর্মঘটে কোনো সাহায্য করতে তিনি অস্বীকার করলেন এবং দক্ষিণাঞ্চলের শ্রমিকদের সংগঠিত করে এবং তাদের সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে তিনি এই সমস্যার সমাধান করতে চাইলেন।

তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। ঠিকাদারদের সঙ্গে নতুন চুক্তি সম্পাদন করে সেগুলি বজায় য়াখা সত্ত্বেও যেসব খনিতে শ্রমিক সংস্থা গড়ে উঠেছিল সেখানে 'ইউনাইটেড মাইন ওয়ার্কার্স' হটে গেল এবং শ্রমিক-সংস্থাবিহীন কয়লা খনিগুলিতে সংগঠন বিশেষ অগ্রসর হল না। এই শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধিদের যেভাবে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল তার সঙ্গে দক্ষিণের ঐতিহ্যগত অতিথিপরায়ণার কিছুটা প্রভেদ ছিল। তাদের গায়ে আলকাতরা ও পাখীর পালক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কোম্পানীর নিয়ন্ত্রাণাধীন খনি-শহরগুলির বাইরে রেলগাড়ীতে চাপিয়ে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সশস্ত্র রক্ষীরা তাদের মারধোর করেছিল এবং কোনো কোনো জায়গায় তাদের খুনও করা হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান ধর্মঘট ও

বিশৃঙ্খলার ফলে কয়েকটি খনি অঞ্চলে প্রায় গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি হয়েছিল এবং হিংস্রতা, গুলিবর্ষণ ও নরহত্যার অনেক কুৎসিত দৃশ্য দেখা গিয়েছিল।

'ইউনাইটেড মাইন ওয়ার্কার্স' সংস্থার অপেক্ষাকৃত চরমপন্থী অংশ শ্রমিক-সংস্থাবিহীন খনি শ্রমিকদের সমর্থনে লুইসের সাধারণ ধর্মঘট আহ্বানে ব্যর্থতায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। যে নীতি একই সঙ্গে অসংগঠিত শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং শ্রমিক সংস্থাটির সর্বনাশ ডেকে এনেছে বলা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলতে তারা সাহায্য করেছিল। লুইসের সহকর্মীদের মধ্যেই কয়েকজন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল এবং সংগঠনের অন্তর্গত সংস্থাতেও বেআইনী ধর্মঘট দেখা দিয়েছিল। লুইস তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের খোলাখুলিভাবে সাম্যবাদী বলে অভিহিত কবে প্রতি-আক্রমণ করলেন এবং তাঁর নেতৃত্বের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য দাবি করলেন। অসমর্থিত ধর্মঘটের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন স্থানীয় শ্রমিক নেতাদের তিনি তাঁর সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত করলেন। তাঁর এ ধরনের আচরণের ফলে সাধারণ সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। লুইসের চুক্তি বজায় রাখার আগ্রহে তারা শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী ঠিকাদারদের কাছে আত্মসমর্পণই শুধু দেখতে পেয়েছিল।

লুইস এই সঙ্কটময় দিনগুলিতে কোনো রকমে সংস্থাটির নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে রাখতে সমর্থ হলেও তা শোচনীয়ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং খনি অঞ্চলে আগের প্রভাব বজায় রাখা সংস্থাটির পক্ষে আর সম্ভব হল না। ঠিকাদাররা আগের দেশব্যাপী ধর্মঘটের ফলে প্রাপ্ত শ্রমিকদের সুযোগসুবিধা কমিয়ে দিতে সক্ষম হল এবং শ্রমিক-সংস্থাবিহীন খনিগুলিতে মনোবলের যে অবনতি পরিলক্ষিত হয়েছিল তা অল্পদিনের মধ্যেই মধ্যাঞ্চলের বাইটুমিনাস্ কয়লাক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ল। ১৯২২ সালে 'ইউনাইটেড মাইন ওয়ার্কার্স'-এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০০,০০০ অথবা সমস্ত কয়লা খনি শ্রমিকদের শতকরা প্রায় সত্তর ভাগ। তাদের অবনতির কাহিনী সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বোধ হয় এই তথ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল যে, দশ বছর পর এই সংখ্যা ১৫০,০০০-এ কমে এসেছিল।

কয়লাখনি অথবা অন্যত্র মালিকদের শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী অভিযান প্রতিরোধের চেষ্টায় শ্রমিক সম্প্রদায়, সরকার অথবা আদালত থেকে কোনো সাহায্য বা সমর্থন আশা করতে পারে নি। দক্ষিণের কয়লাখনিগুলিতে বহুল প্রচারিত 'হলদে-কুকুর' চুক্তি তখন পর্যন্ত বৈধ ছিল। শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের কোনো আইনসঙ্গত প্রতিকার ছিল না এবং আদালতের

একটার পর একটা সিদ্ধান্ত হুকুমনামা আইনের বিরুদ্ধে ক্লেটন আইনের প্রস্তাবিত রক্ষাকবচগুলি সম্পূর্ণ অবৈধ ঘোষণা করল।

১৯২১ সালে সুপ্রীম কোর্ট 'ডুপ্লেক্স প্রিন্টিং প্রেস বনাম ডিয়ারিং' মামলার রায় দিল যে, ক্লেটন আইনে এমন কিছু নেই যা গৌণ ধর্মঘট বৈধ ঘোষণা করে অথবা যা বাণিজ্যে বাধা দেবার জন্য ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে শ্রমিক-সংস্থাদের উপর হুকুমনামার প্রয়োগের বিরুদ্ধে শ্রমিক সংস্থাগুলিকে রক্ষা করে। একই বছরের শেষের দিকে "ট্রুয়্যাক্স্ বনাম করিগান' নামে উল্লেখযোগ্য মামলাটিতে শ্রমিকদের পক্ষে আইনের কোনো সাহায্য লাভের আশা আরো কার্যকরভাবে বিলুপ্ত করা হয়েছিল। অ্যারিজোনা রাজ্য একটি আইন করে শ্রমিকবিরোধে হুকুমনামার প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে দূর করতে চেয়েছিল এবং সুপ্রীম কোর্ট প্রকৃতপক্ষে এই আইন সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষণা করল। সুপ্রীম কোর্ট রায় দিল যে, কোনো মালিকের পক্ষে হুকুমনামা সংগ্রহ নিষিদ্ধ করে রাষ্ট্র তাকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় থেকে বঞ্চিত করেছে এবং আইনের যথাযথ পদ্ধতি ছাড়াই তার সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে। এভাবে সমর্থিত হয়ে মালিক পক্ষ ক্লেটন আইন পাশ হবার পূর্ববর্তী যুগের চেয়েও বেশি ঘন ঘন হুকুমনামা ব্যবহার করতে লাগল। ১৯২৮ সালে 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার' হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় অথবা রাজ্য আদালতগুলি দ্বারা অনুমোদিত পূর্ববর্তী দশ বছরের ৩৮৯ টি হুকুমনামার একটি তালিকা পেশ করেছিল। নিম্নতর আদালতে বহু মামলা নথিভুক্ত না হওয়ায় এই তালিকা মোটেই সম্পূর্ণ ছিল না।

১৯২৩ সালে 'অ্যাড্‌কিন্স বনাম চিলড্রেন্স হস্পিটাল' নামে যে মামলাটির রায়ের কথা আগেই বলা হয়েছে তাই বোধ হয় এ সময়ের আদালতের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি তথ্যপূর্ণ। চুক্তিবদ্ধ হবার স্বাধীনতার সংবিধানিক রক্ষাকবচ লঙ্ঘন করার জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্দিষ্টকারী একটি আইন অবৈধ ঘোষণা করে এই রায় হঠাৎ এ ধরনের আইন সমর্থন করায় আদালতের পূর্ববর্তী প্রবণতা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই রায়ের আরো উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য ছিল এই যে, শ্রম একটি পণ্য পুরোনো এই ধারণার উপর আবার জোর দেওয়া হয়েছিল। "প্রত্যেক শ্রমিকের, পুরুষ বা স্ত্রীলোক, জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট মজুরিলাভের অধিকার" মেনে নিলেও সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করল আইনের সাহায্যে এই অধিকার বলবৎ করার কোনো অধিকার রাষ্ট্রের নেই এবং মালিক সেই মজুরি দিতে বাধ্য নয়। কোর্ট বলেছিল, "নীতির দিক দিয়ে শ্রম বিক্রয়

এবং কোনো দ্রব্য বিক্রয়ের মধ্যে প্রভেদ না থাকায় মালিককে নির্দিষ্ট মজুরি দিতে বাধ্য করার কোনো চেষ্টা "এত স্পষ্টভাবে নগ্ন ও স্বৈরাচারী ক্ষমতা হইতে সম্ভূত যে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুসারে উহা মানিয়া লওয়া যায় না।"

"হুকুমনামা বিচারক" বলে খ্যাত প্রধান বিচাপতি ট্যাফ্‌ট্‌ও এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, মালিকদের সঙ্গে চুক্তি করার সময় একজন শ্রমিক কখনই সমান শক্তিশালী নয় এবং সে "নির্দয় ও লোভী মালিকের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের নিয়ন্ত্রণাধীন।" সহকারী বিচারপতি হোম্‌সও তাঁর মতানৈক্য প্রকাশ করেছিলেন এবং আদালতের "চুক্তির স্বাধীনতা সম্বন্ধে গোঁড়ামির" পক্ষপাতিত্বপূর্ণ সমর্থনের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

সরকার ও বিচারবিভাগ দুই-ই তত্ত্বের দিক দিয়ে শ্রমিক সংস্থার প্রয়োজন স্বীকার করলেও এবং প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং শ্রমিকদের সংগঠিত হবার অধিকার মালিক ও পুঁজিপতিদের এই অধিকারের চেয়ে "বিন্দুমাত্র কম চূড়ান্ত" নয় বলে ঘোষণা করলেও তারা যে সব কাজের উদ্দেশ্যে শ্রমিক সংস্থা সংগঠিত হয়েছিল তাতে বাধা দিচ্ছিল। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এ ধরনের নির্যাতনমূলক "নীতির একটি মাত্র ব্যতিক্রম" ১৯২৬ সালের 'রেলপথ শ্রমিক আইন' গৃহীত ও সমর্থিত হওয়ায় দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। এই আইন রেলশ্রমিকদের মধ্যে "বাধাদান, প্রভাব বিস্তার অথবা অত্যাচার" ব্যতীত শ্রমিক সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা করেছিল এবং রেলশ্রমিকদের সবরমক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল। এই আইন সমর্থন করে সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করল যে, "নির্বাচনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যর্থ করিয়া দিলে" শ্রমিকদের যৌথ কার্যকলাপের বৈধতা "তামাশায়" পরিণত হবে। কিন্তু রেল শ্রমিকদের যে সব অধিকার অনুমোদিত হয়েছিল বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকের আগে সেগুলি অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারীদের বেলায় প্রসারিত করা হয় নি।

শ্রমিক সংস্থার কার্যকলাপের উপর আইনের দ্বারা প্রযুক্ত বাধানিষেধ ও আদালতের প্রতিকূল রায়ের মুখোমুখি হয়ে সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় ১৯০৬ সালে "অভিযোগের তালিকা" পেশ করার সময়ের মত এ সময়েও আবার অনুভব করতে লাগল যে, মালিকদের শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী অভিযান প্রতিরোধ করবার স্বাধীনতা লাভ করতে হলে আরো প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে। ১৯১৯ সালে "শ্রমিক সম্প্রদায়েব অধিকারের তালিকা" রচনা করার সময় সর্বপ্রথম

শ্রমিক দল সংগঠন করার যে প্রেরণা দেখা গিয়েছিল সুপ্রীম কোর্টের মনোভাব আরো উদ্ঘাটিত হবার পর তা জোরালো হয়ে উঠল। যে কোনো রকম সংযুক্ত রাজনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণের চাপের কাছে 'এ এফ অব্‌ এল'কেও কিছুটা নতি-স্বীকার করতে হয়েছিল।

কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য উদারপন্থী গোষ্ঠীর প্রায় ১২৮ জন প্রতিনিধি ১৯২২ সালে শিকাগোয় মিলিত হয়ে 'প্রগতিপন্থী রাজনৈতিক কার্যক্রমের' জন্য সম্মেলন ('কনফারেন্স ফর্‌ প্রগ্রেসিভ্‌ পলিটিক্যাল অ্যাকশন্‌') প্রতিষ্ঠা করলে এই আন্দোলন সর্বপ্রথম দানা বাধে। শক্তিশালী 'ইন্‌ট্যারন্যাশনাল এসোসিয়েশন্‌ অব্‌ মেশিনিষ্টস'দের নেতা উইলিয়াম এইচ্‌, জনষ্টন এই আন্দোলনের পুরো-ভাগে ছিলেন। রেলপথ ভ্রাতৃসংঘগুলি পুরোনো 'রেলপথ শ্রম পর্যদের' ('রেলওয়ে লেবার বোর্ড') দ্বারা প্রযুক্ত বাধানিষেধ এবং হুকুমনামা আইনের পুনরুজ্জীবনে তীব্র বেদনা বোধ করছিল। তারাও এই আন্দোলন প্রবলভাবে সমর্থন করেছিল। আটাশটি জাতীয় শ্রমিক সংস্থা, আটটি রাজ্য শ্রমিক মহাসংঘ, মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদের কয়েকটি দল, 'নারীদের শ্রমিক সংস্থা সমিতি ('উইমেন্‌স ট্রেড্‌ ইউনিয়ন লীগ্‌') এবং সমাজবাদীরাও এই আন্দোলন সমর্থন করেছিল। দু'বছর পর সাধারণতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী দু'টি দলই যথাক্রমে ক্যালভিন কুলিজ্‌ ও জন ডব্লিউ ডেভিসের মত অত্যন্ত রক্ষণশীল প্রার্থীদের মনোনীত করলে প্রগতিপন্থীরা উইসকন্‌সিন্‌ থেকে নির্বাচিত সিনেট সদস্য লা ফলেট্‌কে নির্দলীয় প্রার্থী মনোনীত করল। প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ ভিন্ন অন্য কোনো পদের জন্য প্রার্থী মনোনীত করা হবে না, এই শর্তে (মন্‌টানা থেকে নির্বাচিত সিনেট সদস্য হুইলারকে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনীত করা হয়েছিল) লা ফলেট্‌ এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং 'প্রগতিপন্থী রাজনৈতিক কার্যক্রমের জন্য সম্মেলন' আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯২৪ সালের নির্বাচন-অভিযানে যোগ দিল।

এই সম্মেলন ঘোষণা করেছিল যে, বেসরকারী একচেটিয়া ব্যবসায়দ্বারা শাসনব্যবস্থা ও শিল্পের নিয়ন্ত্রণই দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই সম্মেলন বহুলাংশে যুদ্ধপূর্ব বছরগুলির প্রগতিবাদী নীতির সম্প্রসারিত রূপ। সম্মেলন জাতির জলসম্পদ ও রেলপথের সরকারী মালিকানা, প্রাকৃতিক সম্পদে সংরক্ষণ, কৃষকদের সাহায্যদান, মাঝারি আয়ের লোকদের কর হ্রাস, আমদানি শুল্ক হ্রাস এবং শ্রমিকদের সমস্যা দূরীকরণে আইন প্রণয়ন দাবি করেছিল। বলা হয়েছিল, "আমরা শ্রমিক বিরোধে হুকুমনামা ব্যবহার বিলোপের পক্ষপাতী এবং কৃষিজীবী

ও শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংগঠিত হইবার, তাহাদের পছন্দমত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে যৌথ দর কষাকষি করার এবং কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া সমবায়ী প্রতিষ্ঠান চালাইয়া যাইবার অধিকারের সম্পূর্ণ সংরক্ষণ দাবি করিতেছি।"

'আমেরিকান্ ফেডারেশন অব্ লেবার' গোড়ায় 'প্রগতিপন্থী রাজনৈতিক কার্যক্রমের জন্য সম্মেলনের' বিরোধী ছিল। কিন্তু প্রধান দু'টি দলই শ্রমিকদের দাবি অবহেলা করলে এই প্রতিষ্ঠান লা ফলেটের প্রার্থীপদ সমর্থন করার মত অভূতপূর্ব কাজ করে ফেলল। কার্যনির্বাহী পরিষদ ঘোষণা করল, সাধারণতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী দল দু'টি শ্রমিক সম্প্রদায়ের আশাআকাঙ্খার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছে" এবং "উহারা এমন এক নৈতিক দেউলিয়া অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যাহা আমাদের দেশ ও উহার প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে।" প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিকে এই আক্রমণ করা সত্বেও কিন্তু 'এ এফ অব্ এল' অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রগতিপন্থীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। যুদ্ধপূর্ব বছরগুলিতে তাঁর রাজনৈতিক প্রেমাভিনয়ের নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে গম্পার্স একথা পরিষ্কার করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন যে তাঁরা এই একটিমাত্র অভিযানে "শ্রমিক সম্প্রদায়ের একজন বন্ধু হিসাবে" লা ফলেট্‌কে সমর্থন করা ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্ব নেয় নি এবং তৃতীয় দল মেনে নেওয়ার পক্ষেও মত দেয় নি। হুকুমনামার আইনে যে ধরনের বাধানিষেধ প্রতিফলিত হচ্ছিল তাদের হাত থেকে শ্রমিক সম্প্রদায়কে অব্যাহতি দিতে হলে আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা স্বীকার করলেও তিনি "স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্যে" আবার তাঁর বিশ্বাস জানিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, "জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হিসাবে সরকারকে স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নই।"

এ সব শর্ত ও বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও 'এ এফ অব্ এল'-এর বেশ কয়েকজন নেতা কার্যনির্বাহী পরিষদের এই নীতি মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। জন্ এল, লুইস এবং ছুতোরদের নেতা উইলিয়াম হাচিসন্ কুলিজ্‌কে সমর্থন করেন এবং ছাপাকল কর্মীদের নেতা জর্জ এল বেরী শেষ মুহূর্তে জন্ ডব্লিউ ডেভিসের দলে যোগ দিয়েছিলেন। খোলাখুলিভাবে তৃতীয় একটি রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সমর্থন করে তাদের গতানুগতিক নীতি থেকে অনেকটা সরে এলেও 'এ এফ অব্ এল'-এর সমর্থন কিছুটা সন্দেহজনক প্রকৃতির হয়েছিল এবং নির্বাচন তহবিলের জন্য মাত্র ২৫,০০০ ডলার সংগৃহীত হয়েছিল।

লা ফলেট প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ভোট পেয়েছিলেন—সাধারণতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষের যথেষ্ট পরিচয় এতে পাওয়া গিয়েছিল—কিন্তু নিজের রাজ্য উইস্‌কন্‌সিন্‌ ছা'ড়া অন্য কোনো রাজ্যে তিনি জয়লাভ করতে পারেন নি। শ্রমিক সম্প্রদায়ের ভোট লা ফলেট্‌ পান নি এবং প্রগতিপন্থীদের ব্যর্থতা শ্রমিকদের ব্যর্থতা বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। 'সিয়াটল্‌ টাইম্‌স' পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতা লিখেছিলেন, "এই বৎসরের চরমপন্থী আন্দোলন তাহাদের কার্যনির্বাহী সমিতিগুলির মাধ্যমে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক কার্যকলাপ অবলম্বনে সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রথম প্রয়াস প্রতিফলিত করিয়াছিল। চরমপন্থীদের ব্যর্থতা আগামী বেশ কয়েক বছরের জন্য তৃতীয় দলের মনোনীত প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থীর শ্রমিকদের সমর্থন লাভের সম্ভাবনা দূর করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' লিখেছিল, "শ্রমিকদের ভোট বলিয়া কোনো ভোটের সন্ধান পাওয়া যায় নাই" এবং একমত হয়ে 'ওয়াশিংটন ষ্টার' লিখেছিল, "প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে এই দেশের শ্রমজীবী সম্প্রদায় যোগ দেয় নাই।" আর 'ফিলাডেলফিয়া বুলেটিন' শুধুই লিখেছিল, "রাজনীতিতে শ্রমিক সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।"

মনে হয় যে, 'এ এফ অব্‌ এল'-ও এই নির্বাচনে একই অর্থ খুঁজে পেয়েছিল। অবিলম্বে এই সংস্থা 'প্রগতিপন্থী রাজনৈতিক কার্যক্রমেব জন্য সম্মেলনকে' সমর্থন বন্ধ করে দিল এবং তৃতীয় রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের বিরোধিতা আবার জোর দিয়ে জানালো। সমস্ত আন্দোলন ভেঙ্গে পড়ল। পরবর্তী কয়েকটি বছরে শ্রমিকেরা হুকুমনামার হাত থেকে মুক্তি দাবি করলেও রাজনীতিতে প্রবেশ করার কোনো প্রত্যক্ষ চেষ্টা আর করে নি। সমাজবাদীদের ভোটও দ্রুত পড়ে যেতে থাকলে মনে হল যেন শ্রমিকেবাও দেশের অন্য সবাইয়ের মত রক্ষণশীল রাজনৈতিক কাঠামো গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছে। ''নয়া বন্দোবস্তের'' আগমন পর্যন্ত এই কাঠামোই জাতীয় পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হিসাবে বজায় ছিল।

এই নিষ্ফল নির্বাচন অভিযানের সামান্য কিছুদিন পরে ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে 'এ, এফ্‌ অব্‌ এল্‌'এর মহান বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি স্যামুয়েল গম্‌পার্‌স চুয়াত্তর বছর বয়সে মারা গেলেন। তাঁর জীবনের শেষ কয়টি বছরে তাঁর পক্ষে কাজ চালিয়ে যাওয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছিল। কিন্তু মৃত্যু ভিন্ন

অন্য কিছু চল্লিশ বছর আগে মহাসংঘটি প্রতিষ্ঠিত হবার দিনটি থেকে তিনি যে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ছিলেন তা পরিত্যাগ করতে তাঁকে রাজী করাতে পারে নি। ১৯২১ সালে লুইস মহাসংঘের সভাপতি পদের প্রার্থীহিসাবে দাঁড়ালে গম্‌পার্‌সের কর্তৃত্ব সাময়িকভাবে বিপন্ন হয়েছিল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্য অনেক বিদ্রোহের মত এই সদ্য উদ্ভূত বিদ্রোহও গম্‌পার্‌স দমন করেছিলেন। তিনি সংগঠিত শ্রমিকদের সর্বজনস্বীকৃত নেতা ছিলেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতির কোনো প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। 'এ, এফ অব্‌ এল্‌'এর সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই-ই তিনি যে রক্ষণশীল, বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভংগী সব সময় অনুমোদন করতেন বহুলাংশে তারই প্রয়োগ প্রতিফলিত করেছিল।

শ্রমিক সম্প্রদায়ের মত ব্যবসায়ীরাও তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছিল। তাঁর মধ্যপন্থী নীতি যে কতদূর লোকের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিল এবং দেশের শ্রমিকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত চরমপন্থী প্রবণতার প্রতিষেধক হিসাবে যে কতটা গৃহীত হয়েছিল তার পরিচয় সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া গিয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে গম্‌পার্‌স শুধু তাঁর ব্যক্তিত্বের জোরেই শ্রমিক আন্দোলনকে খোলাখুলি অরাজনৈতিক পথে চালিত করতে পেরেছিলেন এবং শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে ব্যবধান দূর করায় তাঁর অবিরত চেষ্টা সাধারণভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে 'এ, এফ্‌ অব্‌ এল্‌'এ দলাদলি শুরু হয়ে গিয়ে অপেক্ষাকৃত চরমপন্থী ব্যক্তিদের ক্ষমতালাভের আশংকাই দেখা দেবে। প্রধানতঃ এ কারণেই তাঁর মৃত্যু আমেরিকার পক্ষে ক্ষতিকর বলে বর্ণনা করা হয়েছিল।

মহাসংঘ সভাপতি পদে উইলিয়াম গ্রীন্‌কে নির্বাচিত করলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। কারণ, গ্রীন্‌ও শ্রম নীতিতে রক্ষণশীলতার সমর্থক ছিলেন এবং অবিলম্বে সংবাদপত্রসমূহে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়ে তিনি এই প্রতিশ্রুতি আরো দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "শ্রমিক আন্দোলনের যে সব মৌল নীতি মিঃ গম্‌পার্‌স এতটা সাফল্যের সঙ্গে সমর্থন করিয়াছিলেন সেগুলি অনুসরণ করাই হইবে আমার ধ্রুব উদ্দেশ্য।" দেশ অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পারেন যে 'এ এফ অব্‌ এল'-এর গতানুগতিক কার্যক্রম থেকে সরে গিয়ে সমাজবাদী অথবা তৃতীয় দলের পক্ষপাতিত্ব করার সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই। গ্রীন্‌ নির্বাচিত হওয়ায় 'রিচমণ্ড টাইম্‌স ডেস্‌প্যাচ' জনমত প্রতিফলিত করে মন্তব্য করেছিল, "তাঁহার নেতৃত্বে শ্রমিক

সম্প্রদায় নিরাপদ, পুঁজিপতিদেরও ভয়ের কোনো কারণ নাই এবং নাগরিকদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসাবে তাঁহাকে পাওয়ায় জনসাধারণও সৌভাগ্যবান।"

১৮৭৩ সালে ওহায়োর কশকৃটন নামক স্থানে গ্রীণ জন্মগ্রহণ করেন। অন্য অনেক শ্রমিক নেতার মত তিনি ছিলেন দ্বিতীয় পুরুষের আমেরিকাবাসী। তাঁর পিতামাতা ছিলেন গ্রেট ব্রিটেনের ওয়েল্‌স থেকে আগত অভিবাসী। বাল্যকালে ওহায়োর কয়লার খাদে তাঁর পিতার মত তিনিও কাজ করতেন। 'ইউনাইটেড্‌ মাইন ওয়ার্কার্সএ যোগ দেবার পর ১৯০৬ সালে তিনি উপ-বিভাগীয় শ্রমিক সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং উত্তরোত্তর সংগঠিত শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য পদলাভ করতে শুরু করেছিলেন। ওহায়োর খনি-শ্রমিকদের নেতা হিসাবে শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাঁকে রাজ্য আইনসভায় প্রেরণ করা হয়েছিল। তারপর তাঁর বিশ্বস্ত সেবার পুরস্কার হিসাবে তাঁকে ইউনাইটেড্‌ মাইন্‌ ওয়ার্কার্স'-এর সম্পাদক-কোষাধ্যক্ষ করা হয়। ১৯১৩ সালে গম্‌পার্‌স স্থির করলেন যে 'এ এফ অব্‌ এল'-এর কার্যনির্বাহী পরিষদে খনি-শ্রমিকদের প্রতিনিধি থাকা উচিত। তিনি এ কাজের জন্য গ্রীন্‌কে নির্বাচিত করে তাঁকে অষ্টম সহ-সভাপতির পদ দিলেন। উর্দ্ধতন কর্মচারীদের মৃত্যুর ফলে গ্রীন্‌ ধীরে ধীরে তৃতীয় সহ-সভাপতির ধাপে এসে পৌঁছেছিলেন। এখান থেকেই লুইসের সমর্থনে তাঁকে 'এ এফ অব্‌ এল'এর সভাপতিত্বের উচ্চ শিখরে বসিয়ে দেওয়া হল।

১৯২৪ সালে তাঁকে অনেকটা বৈশিষ্ট্যহীন বলে মনে হয়েছিল। বিভিন্ন ভাবে গম্‌পার্‌স, মিচেল্‌ ও লুইসের চরিত্রে যে সব জোরালো, নাটকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর মধ্যে সেগুলির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। অচঞ্চল ও গম্ভীর, যৌবনে তিনি রবিবারের ধর্ম বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন এবং প্রথমে ধর্মযাজকবৃত্তির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। গম্‌পার্‌সের মত তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে বীয়ার পান করতে রাজী ছিলেন না। তাঁর মদ্যপানপরিহার টেরেন্‌স পাউডার্‌লির কথা মনে করিয়ে দিত। শ্রমসচিব পার্‌কিন্‌স পরে তাঁকে 'সর্বাপেক্ষা শান্ত ও ভদ্রমানুষ' বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং তাঁর গোলগাল শরীর, গোল নিস্তেজ মুখ, মৃদু কণ্ঠস্বর ও ধীর স্বভাব মিলে তাঁকে খুব চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব দেয় নি। কিন্তু তিনি 'দি এল্‌ক্‌স, দি অড্‌ ফেলোজ অ্যাণ্ড দি ম্যাসন্‌স' সম্প্রদায়ভুক্ত একজন বিরাট সংযোগ স্থাপক ছিলেন এবং তাঁর অমায়িক স্বভাব ও সাধারণ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার তাঁকে জনপ্রিয় করেছিল। তাঁর অবিসংবাদিত সততা ও সংগঠিত শ্রমিক

সম্প্রদায়ের কাজে তাঁর বিবেকবুদ্ধিপূর্ণ অকুণ্ঠ নিষ্ঠার জন্য তাঁকে সম্মান করা হত।

'ইউনাইটেড্ মাইন্ ওয়ার্কার্স' সংস্থায় তাঁর অভিজ্ঞতার ফলে ১৯১৭ সালে গ্রীন্ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষপাতী বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং অন্যান্য কারণের মধ্যে একারণেও লুইস তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। "বৃত্তির ভিত্তিতে না করিয়া শিল্পের ভিত্তিতে শ্রমিকদের সংগঠিত করিলে অপেক্ষাকৃত নিখুঁত সংগঠন ও ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা সম্ভব হইবে। ইহা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে অদক্ষ শ্রমিকদেব দীর্ঘ সময় এবং সামান্য মজুরির জন্য কাজ করিতে বাধ্য করা হইলে দক্ষ শ্রমিকদের স্বার্থও সর্বদা বিপন্ন হইয়া পড়িবে।" ওই উক্তিটি গ্রীনের। কিন্তু নতুন পদলাভ কবার পর সব কিছুই তিনি ভুলে গেলেন। শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে বৃত্তিভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলন সমর্থন 'এ, এফ অব্ এল'এর মূল নীতি রয়ে গেল এবং তৃতীয় শতকে বৃহদাকার উৎপাদনশিল্পের অদক্ষ শ্রমিকদেব শ্রমিক-সংস্থা স্বীকার করানোর জন্য সত্যিকারের কোনো চাপ এই প্রতিষ্ঠান দেয় নি।

নিজেকে গম্পার্সের সমান রক্ষণশীল প্রমাণ করে গ্রীন্ পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য 'এ এফ অব্ এল্'-এর নীতিতে কোনো সম্ভাব্য পরিবর্তনের প্রয়োজন স্বীকারে গম্পার্সের মতই অসম্মত হয়েছিলেন। 'প্রবল, সতেজ, কঠোর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের' উপর জোব দিয়ে গম্পার্স স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কার্যকলাপের যে মতবাদ নির্ভীকভাবে সমর্থন করেছিলেন গ্রীন্ তাই তুলে ধরতে লাগলেন। এই মতবাদ গম্পার্সের কাছ থেকে না এসে প্রেসিডেন্ট হুভারের কাছ থেকেও আসতে পারত। ১৯৩২ সালে আর্থিক বিপর্যয় 'এ এফ অব্ এল'-এর অনেকগুলি নীতি ক্ষুণ্ণ করার পবই গ্রীন্ বার্ধক্যভাতা ও বেকারী বীমার মত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রতি তাঁর বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মালিকদের শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী অভিযানের সম্মুখীন হয়ে 'এ এফ অব্ এল' যে ভীরুতা অথবা অন্ততঃ রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছিল তারই ফলে সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় দুর্বল হয়ে যায়। শ্রমিক-সংস্থার প্রসারের পথে 'হল্‌দে-কুকুর' চুক্তি ও হুকুমনামাই শুধু বাধা ছিল না, দয়াদাক্ষিণ্যও শ্রমিক আন্দোলনকে নষ্ট করছিল। উন্মুক্ত কারখানার' নীতি আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে বলবৎ করার সঙ্গে মালিকপক্ষ তার পরিপূরক

হিসাবে জনকল্যাণকর ধনতন্ত্রের প্রসারশীল কার্যক্রম অবলম্বন করেছিল। এই কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ শ্রমিক-পরিচালক সহযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন বা শিল্পের কার্যকারিতা বাড়াবার সঙ্গে কাজের পরিবেশ এমনভাবে অনুকূল করতে চেয়েছিল, যাতে শ্রমিকদের মনে হয় শ্রমিক সংস্থাগুলি অপ্রয়োজনীয়। শ্রমিক আন্দোলন এভাবে হতোদ্যম করা যাবে বলে আশা করা গিয়েছিল।

মালিকপক্ষ বহুদিন ধরেই শ্রমিক পিছু উৎপন্ন বাড়াতে, শ্রমিকদের এক কাজ থেকে অন্য কাজে বদলী কমাতে এবং শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে 'যুক্তিপ্রয়োগ' পদ্ধতির সাহায্যে যান্ত্রিক মানের উন্নতি করতে চেষ্টা করছিল। প্রগতির যুগে ফ্রেডারিক ডব্লিউ টেলরের প্রবর্তিত একটি কার্যক্রম ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল। সময় ও গতি সম্বন্ধে গবেষণা ('টাইম্ অ্যাণ্ড মোশন্ ষ্টাডিজ্'), কাজের ফলের ভিত্তিতে মজুরি নির্ধারণ ব্যবস্থার প্রসার, সামগ্রিকভাবে কাজ করে বর্ধিত উৎপাদনক্ষমতা অর্জন এবং শ্রমিক সম্পর্কে 'বিজ্ঞানসম্মত' সামঞ্জস্যসাধন সর্বজনীন পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয় হয়ে উঠেছিল। উৎপাদনব্যয় কমাবার অবিরাম অন্বেষণে যুদ্ধোত্তরযুগে "টেলরবাদ" আরো বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। শিল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধির এই কার্যক্রমে শ্রমিক আন্দোলনের কোনো স্থান ছিল না। কিন্তু মালিকপক্ষ এমন একটি বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন স্বীকার করেছিল যা শিল্প ও শ্রমিকদের যৌথস্বার্থে একসঙ্গে কার্যরত ('বড় যৌথ পরিবারে') ধারণার জন্ম দিতে সাহায্য করবে। তারা মনে করেছিল কারখানা পরিষদ, কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বের পরিকল্পনা এবং বিশেষ করে কোম্পানী পরিচালিত শ্রমিক সংস্থায় এই বিকল্প ব্যবস্থা পাওয়া গেছে।

১৯১৪ সালে যে ধর্মঘটের পরিণতি লাডলোর রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডে দেখা গিয়েছিল তার অবসানে 'কলোরেডো ফুয়েল অ্যাণ্ড আয়রন কোম্পানী' এ ধরনের কার্যক্রমই গ্রহণ করেছিল। রকেফেলার গোষ্ঠী "ইউনাইটেড মাইন্ ওয়ার্কার্স"কে স্বীকৃতি দিতে রাজী হয় নি এবং তার পরিবর্তে নিজেরাই একটি শ্রমিক সংস্থা গঠন করেছিল। কোম্পানীপরিচালিত এই সংস্থা সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগের ফলে সৃষ্ট বিপজ্জনক তাৎপর্য ছাড়াই "শিল্প গণতন্ত্র" সম্ভব করে তুলবে বলে দাবি করা হয়েছিল। রকেফেলারদের এই প্রচেষ্টার অনুকরণ বহু যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে করা হয়েছিল। এ ধরনের ১২৫টি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রকমের কোম্পানী পরিচালিত শ্রমিক সংস্থা স্থাপন করেছিল. এবং যুদ্ধোত্তর যুগের 'উন্মুক্ত কারখানা' অভিযান বাইরের লোকদের সংগঠিত

সংস্থার বিকল্প হিসাবে কোম্পানী পরিচালিত সংস্থা গঠনের প্রবণতার উপর আরো বেশি জোর দিয়েছিল। ১৯২৬ সাল নাগাদ কোম্পানী পরিচালিত শ্রমিক সংস্থার সংখ্যা ৪০০-র উপরে চলে গিয়েছিল এবং এদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১,৩৬৯,০০০ অথবা 'এ এফ অব্ এল'-এর সঙ্গে সংযুক্ত শ্রমিক সংস্থাগুলির মোট সদস্য সংখ্যার প্রায় অর্ধেক।

কর্মচারী পরিচালকেরা শ্রমিক সমস্যা নিয়ে আরো গবেষণা করার পর (যুদ্ধের পরবর্তী পাঁচ বছরে এ বিষয়ে প্রায় তিন হাজার বই ছাপা হয়েছিল।) কোম্পানী নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংস্থার ভূমিকা আরো শক্তিশালী করবার জন্য এবং কর্মচারীদের আনুগত্য লাভের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। প্রথমে কয়েকটি এবং তারপর বহু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের মুনাফার অংশ দেবার পরিকল্পনা প্রবর্তিত করেছিল এবং কোম্পানীর শেয়ারের মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যে অতিরিক্ত লভ্যাংশ বণ্টন করে এবং অন্যভাবে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের সঙ্গে শ্রমিকদের আর্থিক স্বার্থ জড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। ১৯২৮ সালে হিসাব করা হয়েছিল যে, প্রায় দশলক্ষ শ্রমিকের, তারা যে সব কোম্পানীতে নিযুক্ত ছিল সে সব কোম্পানীর, এক শ' কোটি ডলারেরও বেশি শেয়ারের মালিকানা সত্ব রয়েছে। কর্মচারী চাকরি পরিবর্তন করলে গোষ্ঠীগত বীমা ব্যবস্থার সুবিধা তাকে আর দেওয়া হত না। এই ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়েছিল এবং ১৯২৬ সালের মধ্যে শিল্পে নিযুক্ত প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমিকের জীবন এই পরিকল্পনা অনুসারে বীমা করা হয়েছিল। একই সময় বিভিন্ন বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প প্রবর্তিত হয়েছিল, স্বাস্থ্যের মান বজায় রাখার জন্য অবৈতনিক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আহারগৃহ সংযুক্ত হয়েছিল। কর্মচারী-সম্পর্ক বিভাগ অথবা কোম্পানী পরিচালিত শ্রমিক সংস্থার তত্ত্বাবধানে শ্রমিকদের চড়ুইভাতি, গানের আসর, নাচ ও খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। একই সময় শত শত কোম্পানী নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মানবিক সংযোগ ও পারস্পরিক হিতকামনা সম্বন্ধে পরিবর্তনের কথায় মুখর হয়ে উঠেছিল।

জনকল্যাণকর ধনতন্ত্র প্রসারের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না এবং কাজের পরিবেশে উন্নতিসাধন করতে এবং পরোক্ষভাবে কর্মচারীদের মজুরি বাড়াতে এই কার্যক্রম যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছিল। শ্রমিকদের পক্ষে এই কার্যক্রমের তাৎক্ষণিক সুবিধাগুলি ছিল অত্যন্ত বাস্তব।

তা'হলেও সমস্ত পরিকল্পনাটি যৌথ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে গিয়েছিল এবং এই অবস্থায় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বের কোনো প্রকৃত অর্থই ছিল না। যে সব ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মূল নীতি প্রবলভাবে শ্রমিকসংস্থা-বিরোধী ছিল তারাই যে সবচেয়ে উদার হাতে শ্রমিকদের কল্যাণের আয়োজন করেছিল এ সত্যের যে তাৎপর্য নেই তা নয়—সমৃদ্ধির জায়গায় আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিলে কত অল্প সময়ের মধ্যে জনকল্যাণকর ধনতন্ত্র এবং বিশেষ করে তার শেয়ার বণ্টন পরিকল্পনা, ভেঙে পড়তে পারে এ সময়ে তা মোটেই বোঝা যায় নি। শ্রমিক সংস্থার স্বীকৃতি ও যৌথ দর কষাকষির ফলে সম্ভব প্রকৃত সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে যে সব সুবিধা কোম্পানী নিয়ন্ত্রিত সংস্থার সদস্যরা পাচ্ছিল সেগুলির জন্য তারা যে তাদের মালিকদের উপর কতটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে সে সম্বন্ধে ধারণা খুব বেশী লোকের ছিল না।

১৯২৯ সালের পর এই শিক্ষা লাভ করা গিয়েছিল, কিন্তু তার আগে জনকল্যাণকর ধনতন্ত্র অনেক জায়গায় সফল হয়েছিল। 'এন্ এ. এম্'-এর 'উন্মুক্ত কারখানা' সমিতির সভাপতি এস বি পেক্ ঘোষণা করেছিলেন, "সাহসের সহিত এই ঘোষণা করা যাইতে পারে যে, অধিকাংশ শ্রমিক সংস্থার নিম্নগামী সদস্য সংখ্যা এবং সদস্যদের মধ্যে সংহতি রক্ষায় তাহাদের ক্রম-বর্ধমান অসুবিধার জন্য মালিকদের, বিশেষতঃ তথাকথিত 'দয়ামায়াহীন মালিকদের', শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য শ্রমিকসংস্থা অপেক্ষা অনেক বেশি কাজ করাই দায়ী।" ৭৬তম কংগ্রেসের শিক্ষা ও শ্রমিকদের জন্য নিযুক্ত সমিতি ১৯২৬ সালে রিপোর্ট দেয় যে, 'এন্ এ এম্' শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধিতা এত সুষ্ঠুভাবে করেছে যে "সমৃদ্ধির বৎসরগুলিতে তাহাদের প্রচেষ্টার ফল তাহারা শান্তভাবে উপভোগ করিতে পারিতেছে।"

প্রকৃত শ্রমিক সংস্থা দমন করার এবং কোম্পানী পরিচালিত সংস্থা ও জনকল্যাণকর ধনতন্ত্রের সাহায্যে নানাবিধ সুবিধাদানের মাধ্যমে কর্মচারীদের আনুগত্য অর্জন করার দ্বিমুখী কার্যক্রমের পরিণতি শুধু যে 'এ এফ. অব. এল্'-এর সদস্যসংখ্যা হ্রাসেই দেখা গিয়েছিল, তাই নয়, এই কার্যক্রমের ফলে দেশের শিল্পে যে শান্তি লাভ করা গিয়েছিল, তা বহু বৎসরের মধ্যে দেখা যায় নি। এ-কথার অর্থ এ নয় যে, কোনো ধর্মঘট হয় নি। উদাহরণ হিসাবে বিপর্যস্ত কাপড়ের কলের কর্মীদের অবিরাম, তীব্র এবং হিংসাত্মক কার্য ও

রক্তপাত চিহ্নিত ধর্মঘটগুলির কথা বলা যেতে পারে। নর্থ ক্যারলিনার গ্যাষ্টনিয়া ও ম্যারিয়ন এবং টেনেসির এল্‌জ বেথ্‌টনের মত দক্ষিণাঞ্চলের কারখানা নগরে ধর্মঘটী শ্রমিক ও রাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষে বহু লোক মারা গিয়েছিল। কিন্তু সব মিলিয়ে শ্রমিক বিরোধ যে কমে যাচ্ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যুদ্ধের সময় ধর্মঘটের মোট সংখ্যা গড়ে প্রতি বৎসর ৩,০০০-এর উপরে যেত এবং এ সব ধর্মঘটে বছরে দশ লক্ষের বেশি শ্রমিক জড়িয়ে পড়ত। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি দু'টি সংখ্যাই অর্ধেকে নেমে এসেছিল! তৃতীয় দশকের শেষ নাগাদ বছরে ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০০ এবং সেগুলিতে মাত্র ৩০০,০০০-এর মত অথবা মোট শ্রমিক বাহিনীর এক শতাংশের চেয়ে সামান্য বেশি, শ্রমিক জড়িত হত।

শ্রমিক সম্প্রদায়ের সংগ্রামী মনোভাব পুনরুজ্জীবিত কারা তো দূরের কথা 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্‌ লেবার' শ্রমিক পরিচালক সহযোগিতার উৎসাহ দেবার জন্য সব রকম চেষ্টা করেছিল। ১৯৩০ সালে গ্রীন্‌ শিল্পবিরোধ উপশম করায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য 'রুজভেল্ট স্মারক সমিতি' ('রুজভেল্ট মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন') প্রদত্ত স্বর্ণপদক গর্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। 'এ এফ অব্‌ এল' কোম্পানী নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংস্থা না মেনে নিতে পারলেও জনকল্যাণকর ধনতন্ত্রের অনেক দিকে নিষ্ক্রিয়ভাবে সম্মতি জানিয়েছিল। দক্ষ শ্রমিকদের চাহিদা বাড়ায়, নিজেদের সদস্যদের মজুরিতে উন্নতি ঘটতে থাকায়, সন্তুষ্ট হয়ে তারা শ্রমিক সংস্থার কার্যকলাপ প্রসারিত করার প্রায় কোনো চেষ্টাই করে নি। তৃতীয় দশকের শেষ নাগাদ আমাদের জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থার অন্য যে কোনো অংশের মত সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়ও নিশ্চিত আর্থিক অগ্রগতির প্রতিশ্রুতি আত্মপ্রসাদের সঙ্গে মেনে নিয়েছিল বলে মনে হচ্ছিল।

বলা হয়ে থাকে যে, তুলনীয় অন্য যে কোনো সময়ের অপেক্ষা বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই দেশের শ্রমিক সম্প্রদায় সাধারণভাবে বেশি মজুরিবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। বস্তুতঃ ১৯২১ সাল থকে ১৯২৮ সালের মধ্যে গড় বাৎসরিক আয় ১,১৭১ ডলার থেকে বেড়ে ১,৪০৮ ডলারে দাঁড়ায়। প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতার হিসাবে এই বৃদ্ধিতে শতকরা কুড়ি ভাগেরও বেশি সুবিধা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কারণ, এ সময়ে জীবনযাত্রার ব্যয়ে তুলনীয় কোনো বৃদ্ধি দেখা যায় নি।

কিন্তু মোট মজুরি এবং তার বৃদ্ধির হার দুইই অত্যন্ত অসমভাবে বেড়ে চলেছিল। নিউ ইয়র্কে রাজমিস্ত্রিদের ঘণ্টাপিছু মজুরি ১৯২০ থেকে ১৯২৮

সালের মধ্যে ১'০৬ ডলার থেকে বেড়ে ১'৮৭ ডলারে পরিণত হয়েছিল এবং খবরের কাগজের কম্পোজিটরদের পারিশ্রমিক ৯২ সেণ্ট থেকে বেড়ে ১'২০ ডলার হয়েছিল। কিন্তু বাইটুমিনাস কয়লা খনির শ্রমিকদের প্রতি ঘণ্টার মজুরি ৮৩ সেণ্ট থেকে ৭৩ সেণ্টে এবং সূতো কাটায় কাজে নিযুক্ত কাপড়ের কলের শ্রমিকদের মজুরি ৮৩ সেণ্ট থেকে ৬৩ সেণ্টে নেমে এসেছিল। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে যে সব সুবিধা লাভ করা গিয়েছিল সেগুলি দক্ষ শ্রমিক ও শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের ভাগেই পড়েছিল। ১৯'৯ সালেও লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী পরিবারের বাৎসরিক আয় ছিল ১,০০০ ডলারেরও কম।

কাজের সময়ের দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে, এ সময়ে সাধারণভাবে যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। সাধারণতঃ, 'আট-ঘণ্টা দিনই' ছিল রেওয়াজ এবং হিসাব করা হয়েছে যে, বিংশ শতাব্দীর সূচনার পব শ্রমজীবীদের সাপ্তাহিক কাজের সময় শতকরা পনের থেকে ত্রিশ ভাগ কমে গিয়েছিল। কিন্তু এই পরিসংখ্যান ভেঙ্গে দেখলে অনেক বৈষম্য দেখা যেতে পারে। গৃহনির্মাণ শিল্পে গড়ে ৪৩'৫ ঘণ্টা কাজের সময় থাকলেও ইস্পাত কারখানার ব্লাষ্ট ফার্‌নেসে নিযুক্ত শ্রমিকদের তখন পর্যন্ত সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ করতে হত।

অন্যান্য সময়ের মত একটি বছরেও মজুরি ও কার্যকাল ভিন্ন অন্যান্য উপাদানও দেশের শ্রমিক সম্প্রদায়ের কল্যাণ প্রভাবিত করেছিল। উৎপাদন পদ্ধতি ত্বরান্বিত হওয়ায় যন্ত্র নিয়ে কাজ করায় অথবা বিভিন্ন অংশ জুড়ে কোনো কিছু তৈরি করায় নিযুক্ত শ্রমিকদের পরিশ্রম ও স্নায়বিক উত্তেজনা বেড়ে গিয়েছিল। কারখানার বহু শ্রমিকদের ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রয়োগের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভাবে যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে যে একঘেয়েমি ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়েছিল সবসময় বেশি মজুরি ও কাজের সময় হ্রাস করে তার ক্ষতিপূরণ করা যেত না। শিল্পায়ণের ইতিহাসে এ ঘটনা নতুন না হলেও পূর্ববর্তী যে কোনো সময়ের চেয়ে তৃতীয় দশকেই প্রবল ভাবে দেখা গিয়েছিল।

যন্ত্রের ব্যবহার বাড়তে থাকলে সবসময়ই শ্রমিকদের চাকরি হারাবার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল, ফলে সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের নিরপত্তা ও কল্যাণের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া এদেশের শ্রমিকদের পক্ষে তখনও সম্ভব হয় নি। নৈর্ব্যক্তিক পরিসংখ্যান যে সব সুবিধাপ্রাপ্তির আভাস দেয় প্রকৃতপক্ষে সেগুলি তার চেয়ে অনেক অনিশ্চিত ছিল। এ মন্তব্য বিশেষভাবে জনকল্যাণকর ধনতন্ত্রের দ্বারা প্রসারিত সুযোগসুবিধাগুলি সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কারণ এ সব সুযোগসুবিধা কোনো

রকম চুক্তি বা লিখিত সমঝোতার দ্বারা সংরক্ষিত ছিল না। প্রকৃত যৌথ চুক্তির জায়গায় শ্রমিক-পরিচালক সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে সাংগঠনিক শক্তি এবং আক্রমণাত্মক শ্রমিক আন্দোলন পরিত্যাগ করার ফলে শ্রমজীবীরা তাদের বহু কষ্টে অর্জিত নিজেদের স্বার্থ নিজেরাই রক্ষা করার ক্ষমতা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। মালিকদের তাদের সঙ্গে ন্যায়সংগত আচরণ করার ইচ্ছা ও ক্ষমতার উপর তারা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

১৯২৯ সালে শেয়ার বাজার হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় আর্থিক মন্দা ধীরে ধীরে দেশকে গ্রাস করার সময় এই ছিল পরিস্থিতি। এ কাহিনী বহুবার বলা হয়েছে: কোটি কোটি টাকা মূল্যের শেয়ার বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ায় জাতির বিশ্বাসের উপর আঘাত পড়েছিল, মরিয়া হয়ে বার বার ঘোষণা করা হচ্ছিল যে, পরিস্থিতি মূলতঃ সন্তোষজনক; এবং আমাদের শিল্প ব্যবস্থার ফাটলগুলো ধীরে ধীরে বড় হতে থাকলে ও সমস্ত কাঠামো বিপন্ন হয়ে পড়লে ব্যবসায়-বাণিজ্যকে ক্রমেই গলা টিপে মেরে ফেলা হচ্ছিল। আর্থিক কালচক্রে এই মন্দা একটি পর্যায় মাত্র হলেও অতীতের যে কোনো মন্দার চেয়ে তা সমাজকে অনেক বেশি প্রভাবিত করেছিল।

আর্থিক মন্দার মেয়াদ শেষ হবার আগে কৃষিজাত পণ্যের মূল্যস্তর পূর্বের মূল্যস্তরের চল্লিশ শতাংশ নেমে এসেছিল, রপ্তানি বাণিজ্যের মূল্য পূর্বের সর্বোচ্চ পরিমাণের এক তৃতীয়াংশে পরিণত হয়েছিল, শিল্পোৎপাদন অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির হিসাবনিকাশপত্র ৫,৬৫০,০০০,০০০ ডলার লোকসান দেখা গিয়েছিল। তিন বছরে জাতীয় আয় ৮২,৮৮৫,০০০,০০০ কোটি ডলার থেকে ৪০,০৭৪,০০০,০০০ ডলারে নেমে গিয়েছিল। আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণভাবে ও আরো বেশি ক্ষতিজনকভাবে ১৯৩০ সালের শেষ নাগাদ বেকারদের সংখ্যা ৭০ লক্ষে দাঁড়িয়েছিল এবং তার দু'বছর পর এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ হয়েছিল।

পরিসংখ্যান কিন্তু আর্থিক মন্দার কুফলের সম্পূর্ণ ধারণা দিতে পারে না। লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্ত পরিবারকে যেভাবে খরচ কমাতে এবং অল্প জিনিসে সংসার চালাতে বাধ্য হতে হয়েছিল, নিম্ন আয়ের পরিবারদের যে সব দুঃখকষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল এবং বেকার শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের যে নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, এসব পরিসংখ্যানে তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। রুটির জন্য লাইন দেখা যেত। অসংখ্য শহরের প্রান্তদেশে ভবঘুরেদের আস্তানা গজিয়ে উঠেছিল এবং এগুলিকে যেন বিদ্রূপ করেই 'হুভার-

পুরী' ('হুভারভিল্‌') বলা হত। অল্প বয়স্ক যুবক ও বালকদের বাহিনীকে কাজ পাবার বৃথা চেষ্টায় সমস্ত দেশ চষে বেড়াতে দেখা যেত। এ যুগে দারিদ্র্য বিলুপ্ত হবে বলে যে মরীচিকা উত্তরোত্তর প্রবাহিত হচ্ছিল এসব ঘটনা তারই উপর দুঃখজনক মন্তব্যের মতই মনে হয়েছিল।

আর্থিক মন্দা উৎপাদন হ্রাস করে এবং স্বাভাবিক ব্যবসায়-বাণিজ্য পঙ্গু করে ফেলে বহু কল, কারখানা ও খনি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ার সময় দেশের শ্রমজীবীদের হতাশভাবে তা দেখা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। ১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে ওয়াশিংটনে কয়েকটি শিল্পসংক্রান্ত আলোচনা সভা বসেছিল। এসব সভায় মালিকপক্ষ মজুরি না কমাবার এবং কর্মচারীদের কাজে বহাল রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। শ্রমজীবীরা এসব প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছিল। দেশের অন্য সবাইর মত তারাও বিশ্বাস করতে পারে নি যে, এত আকস্মিকভাবে সমৃদ্ধির সমাপ্তি দেখা যেতে পারে। তাদের তখনও আশা ছিল যে, অল্পদিনের মধ্যেই আগের সুসময়ে ফিরে যাওয়া যাবে। কিন্তু ইস্পাত, মোটরগাড়ী, বৈদ্যুতিক উপকরণ প্রভৃতি বিশালাকার উৎপাদনশিল্পে যৌথ দর কষাকষির দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো চুক্তি ছিল না, যা দিয়ে মজুরির কাঠামো বজায় রাখা যায়। বেতন প্রায়ই কমানো এবং তারপর প্রায়ই বরখাস্তের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হতে লাগল।

সমৃদ্ধির সময় মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্তে যে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল মালিকরা তা প্রত্যাহার করায়, জনকল্যাণকর ধনতন্ত্রের কার্যক্রমও বানচাল হয়ে গেল। মুনাফা-বণ্টন পরিকল্পনা, কর্মচারীদের শেয়ারের মালিকানা দান, শিল্পে বিভিন্ন ধরনের ভাতা এমন কি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত প্রকল্পগুলিও পবিত্যক্ত হল। ঘটনাচক্র কর্মচারী ছাঁটাই বাধ্যতামূলক করে তুললেগুও অনেক সময় কর্মচারীদের বরখাস্ত করেও শেয়ারের উপর লভ্যাংশ ঠিকই দেওয়া হচ্ছিল। কোম্পানীনিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলি তাদের সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল, জনকল্যাণকর ধনতন্ত্রের উপর নির্ভরশীলতা যে মোহের সৃষ্টি করেছিল তা দূর হয়ে গেল।

সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে বলে মনে হয়েছিল। জাতীয় সংস্থাগুলি পুনরুন্নয়নের ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সরকারের উপর কোনো প্রত্যক্ষ চাপ প্রয়োগ করার চেষ্টা পর্যন্ত করে নি। জনকল্যাণকর ধনতন্ত্রের আগমনে পশ্চাদপসরণ করায় তাদের ক্ষমতা এতদূর কমে গিয়েছিল যে, দেশব্যাপী

বেকারের সম্মুখীন হয়ে একজোট হয়ে আর্থিক কার্যক্রম গ্রহণ করার কোনো সম্ভাবনাই আব ছিল না। ধর্মঘটসংক্রান্ত কার্যকলাপ সর্বনিম্ন স্তরে নেমে এসেছিল এবং ১৯৩০ সালে সমস্ত ধর্মঘটে মাত্র ২০০,০০০-এর কম শ্রমিক জড়িত হয়েছিল। শ্রমিক সংস্থাগুলির সদস্যপদের সংখ্যাও ক্রমেই কমে যাচ্ছিল। ১৯৩৩ সাল নাগাদ সংগঠিত শ্রমিকদেব মোট সংখ্যা কমে গিয়ে ৩,০০০,০০০ অথবা ১৯১৭ সালেব সংখ্যায় নেমে এসেছিল।

রুটির জন্য লাইন দীর্ঘতর হতে থাকলে এবং বেকারদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকলেও শ্রমিকদেব উদাসীন মনোভাবই বোধ হয় আর্থিক মন্দার সময়ের সবচেয়ে বিস্ময়জনক অভিজ্ঞতা; যে আর্থিক ব্যবস্থা তাদের এই সর্বনাশ করেছে তাব বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোনো চিহ্নই দেখা যায় নি। ১৮৭৭ সালেব বেলশ্রমিকদের রক্তাক্ত ধর্মঘট অথবা ১৮৯৪ সালের ডেব্‌সের বিদ্রোহের সঙ্গে তুলনীয় কোনো ঘটনা এসময় দেখা যায় নি। পার্ক অ্যাভেনিউএর (নিউ ইয়র্কেব অভিজাতপল্লী) বৈঠকখানা ও ওযাল ষ্ট্রীটেব (নিউ ইয়র্কের ব্যবসায় কেন্দ্র) দপ্তরে "ভাবী বিপ্লব" সম্বন্ধে অনেক আলাপ আলোচনা হলেও বেকাররা নিজেবা এতটা ভগ্নোদ্যম ও নিস্তেজ হয়ে পডেছিল যে, এ বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না।

১৯৩২ সালেব গ্রীষ্মকালেব মাঝামাঝি 'হার্‌পার্‌স্‌' পত্রিকায় লিখতে গিয়ে জর্জ সুল্‌ চিন্তাশীলব্যক্তিদের মধ্যে চরমপন্থী শিবিরের দিকে ঝুঁকবার স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন। সাম্যবাদে তাদের আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছিল। কিন্তু শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুরূপ কোনো প্রবণতা দেখা যায় নি। তিনি লিখেছিলেন, "জনসাধাবণ বিপর্যয়কব অবস্থায় পৌঁছাইয়াছে সত্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহারা যে বিন্দুমাত্র বিক্ষুব্ধ হইয়াছে তাহার কোনো চিহ্নই নাই। তাহারা ঘরে বসিয়া থাকে আর মদ্যপানবিরোধী আইনের নিন্দা করে……। সাধারণতন্ত্রী সরকাবেব মত সমৃদ্ধির প্রত্যাবর্তন ভিন্ন অন্য কোনো চরম ব্যবস্থার অপেক্ষায় তাহারা বসিয়া নাই।" একই পত্রিকায় অন্য একটি প্রবন্ধে এল্‌মার ডেভিস বিস্ময়েব সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন যে, "দারিদ্র্য বিলোপের জন্য যে সকল নীতি গৃহীত হইয়াছিল সেগুলি শ্রমিকদের কর্মহানি এবং সর্বনাশের জন্য দায়ী হওয়ায় তাহারা কী করিয়া এই পরিস্থিতি শান্তভাবে মানিয়া লইতে পারে?"

এ বিষয়ে একটিমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল। 'লিটারেরী ডাইজেস্ট' পত্রিকায় বিবরণ পাওয়া যায় যে, গ্রীন্‌ 'এ এফ অব. এল্‌'-এর নিকট বক্তৃতা দেবার

সময় "তাঁহার শান্ত আচরণ পরিত্যাগ করিয়া এমন এক প্রচণ্ড মৌখিক বিস্ফোরণ শুরু করিয়াছিলেন যাহার বজ্রনির্ঘোষ তিনি যে খনিতে গাঁইতি চালাইতেন সেখানকার কয়লার ধ্বসের মতই শুনাইয়াছিল।" সপ্রশংস শ্রোতাদের তিনি জানিয়েছিলেন যে, অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব দিন ও সপ্তাহের ব্যবস্থা করে কর্মনিয়োগ বাড়াবার চেষ্টা না করা হলে "আমরা এক প্রকারের বলপ্রয়োগের সাহায্যে উহা লাভ করিব।" ব্যগ্র সংবাদদাতারা বলপ্রয়োগের অর্থ জানতে চাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি আর্থিক বলপ্রয়োগের কথাই বলেছিলেন। শ্রমিকদের সংগ্রামী মনোভাবের এই অস্পষ্ট আভাসও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'বস্টন ট্রান্‌স্ক্রিপ্ট' সংবাদপত্রটি প্রশ্ন করেছিল, "এই কী শিল্পবিরোধের উপযুক্ত সময়?" 'ওয়াশিংটন পোস্ট' "ধর্মঘট পদ্ধতির সাহায্যে মালিকদের উপর জুলুমের" নিন্দা করেছিল। 'হেরাল্ড ট্রিবিউন' মনে করেছিল যে, গ্রীন্ "স্নায়বিক দুর্বলতা দ্বারা আক্রান্ত" হয়েছেন।

কিন্তু 'আমেরিকান 'ফেডারেশন অব্ লেবার'-এর সাধারণভাবে সাবধানী মনোভাবের ব্যতিক্রম হিসাবেই এই উত্তেজনাপূর্ণ উক্তিকে দেখতে হবে। ১৯৩২ সালের শেষ পর্যন্ত এই সংস্থা বেকারত্ব বীমা ব্যবস্থার প্রবল বিরোধিতা করেছিল। আর্থিক পুনরুন্নয়ন অথবা বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য সাপ্তাহিক কাজের সময় সংক্ষিপ্ত করে চাকরির সংখ্যা বাড়িয়ে "শিল্পের স্থিরতা" আনা ছাড়া অন্য কোনো রকমের বাস্তব সরকারী কার্যক্রমের দাবি এই সংস্থা করে নি।

সংবাদপত্রগুলি এই দৃষ্টিভংগীর প্রশংসা করেছিল। 'ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড প্লেইন ডীলার' লিখেছিল, "শ্রমিক সম্প্রদায় আজ ধৈর্যশীল ও আশাপূর্ণ। আর কোনো আর্থিক মন্দাকে শ্রমিক বিরোধ হইতে এতটা মুক্ত হইতে দেখা যায় নাই। বেকারত্ব শ্রমিকদের উত্যক্ত করিয়াছে। কলকারখানা উঠিয়া গিয়া তাহাদের জীবিকার সুযোগ অপহরণ করিয়াছে। কিন্তু প্রবল দুর্দশার সম্মুখীন হইয়াও শ্রমিক সম্প্রদায় তাহাদের সুনাগরিকতা এবং বলিষ্ঠ মার্কিন সহ্যশক্তি সপ্রমাণ করিয়াছে। শ্রমিক সম্প্রদায় আমাদের অভিনন্দন অর্জন করিয়াছে।" শ্রমিকেরা নিজেরা কাজের বদলে এই উদার অভিনন্দনে সন্তুষ্ট হয়েছিল কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। 'ফিলা-ডেলফিয়া রেকর্ড' 'প্লেইন ডীলার'-এর থেকে বেশি বাস্তবধর্মী মনোভাব প্রতিফলিত করে ঘোষণা করেছিল যে, বেকারত্ব বীমা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মহাসংঘের আপত্তি একটি ভয়ানক রকমের ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু নয়। এই কাগজটি প্রশ্ন করেছিল, "না খাইয়া মরিবার স্বাধীনতা? ইহার জন্যই কী মিঃ গ্রীন্ লড়াই করিতেছেন?"

সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্যের পরিণতি রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল কর্মহীন শ্রমিকদের প্রতি মাসে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় প্রতিফলিত হয়েছিল। অনেকের মধ্যে কাজ ছড়িয়ে দেওয়ার বহুলপ্রচারিত কার্যক্রমে শ্রমিকদের আয় হ্রাস ছাড়া আর কিছু সম্ভব হয় নি এবং যারা আগেই বরখাস্ত হয়েছিল তাদের এই পরিকল্পনা খুব কম ক্ষেত্রেই নতুন কোনো সুযোগ দিতে পেরেছিল।

কয়েকটি রাজ্য আইন প্রণয়ন করে কর্মপরিবেশে উন্নতিসাধনের প্রয়াস পেয়েছিল। শ্রমজীবীদের ক্ষতিপূরণের নতুন আইন কয়েকটি ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছিল। চোদ্দটি রাজ্য বার্ধক্যভাতা অনুমোদন করেছিল এবং উইসকন্‌সিন সর্বপ্রথম 'শ্রমিকদের অধিকারের তালিকা' ও বেকারী বীমা প্রকল্প রচনা করেছিল। ১৯৩২ সালের মার্চ মাসের গোড়ায় কংগ্রেস নরিস-লাগুয়ারডিয়া আইন পাশ করায় সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ জয়লাভ করেছিল। অবশেষে এই আইন ঘোষণা করেছিল যে, মালিকদের কোনো রকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই শ্রমিকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সংঘবদ্ধ হবার অধিকার সমর্থনই সরকারী নীতি। এই আইন 'হলদে কুকুর' চুক্তি বেআইনী ঘোষণা করেছিল এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্ধারিত পরিস্থিতি ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে শ্রমিকবিরোধের প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতগুলিকে হুকুমনামা জারি করা থেকে নিরস্ত করেছিল। অন্ততঃ একজন কংগ্রেস সদস্য এই আইনের খসড়াকে "মস্কো অভিমুখে অগ্রগমন" বলে অভিহিত করলেও কংগ্রেসের দু'টি কক্ষই বহুভোটাধিক্যে খসড়াটি অনুমোদন করেছিল এবং জনসাধারণও ব্যাপকভাবে তা সমর্থন কবেছিল। 'নয়া বন্দোবস্তে'র শ্রমনীতি নির্ধারণে পথ নির্দেশ করায় নরিস-লাগুয়ারডিয়া আইনের গুরুত্ব যাই থাক না কেন দেশের শ্রমিক সম্প্রদায়ের তাৎক্ষণিক সমস্যার কোনো সমাধান তাতে ছিল না। বেকারত্বের কোনো সমাধান এই আইন করতে পারে নি।

১৯৩২ সালের গ্রীষ্মকালে পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ হয়ে দাঁড়ালে আর্থিক মন্দার উপশমে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে হুভার সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিবাদের প্রথম বাস্তব সুযোগ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অভিযানে পাওয়া গেল। গণতন্ত্রীদের মনোনীত প্রার্থী ফ্র্যাংকলিন ডি. রুজভেল্ট দেশের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের এবং "আর্থিক পিরামিডের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত বিস্মৃত ব্যক্তিদের" প্রতি তাঁর সহানুভূতির যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ

সাহায্যদানের জরুরী আবশ্যকতার উপর তিনি বার বার জোর দিয়েছিলেন এবং প্রবলভাবে বেকারত্ব বীমা প্রকল্প সমর্থন করেছিলেন। তাহলেও 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্‌ লেবার' নির্বাচনী অভিযানে তাদের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করল। কংগ্রেসের সদস্যপদপ্রার্থীদের মধ্যে শ্রমিক সম্প্রদায়ের বন্ধুদের সমর্থন করতে গিয়ে এই সংস্থা হুভার অথবা রুজভেল্ট কোনো প্রার্থীরই অনুকূলে নিজেদের ঘোষণা করতে অসম্মত হল। ১৯৩২ সালে রুজভেল্ট বিপুল ভোটাধিক্যে যে জয়লাভ করেছিলেন তা সম্ভব করার জন্য শ্রমজীবীরা যে দলে দলে তাঁকে ভোট দিয়েছিল সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারেনা। কিন্তু 'এ এফ অব্‌ এল' আনুষ্ঠানিকভাবে এই নির্বাচনে কোনো অংশ নেয় নি।

নির্বাচনের সমাপ্তিতে শ্রমিক সমস্যার ক্ষেত্রে নতুন কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হল না। আর্থিক পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্‌ লেবার' সপ্তাহে ত্রিশ ঘণ্টার কাজ প্রবর্তন এবং সম্প্রসারিত সরকারী কার্যক্রম দাবি করল। শেষ পর্যন্ত এই সংস্থা বেকারত্ব বীমা প্রকল্পের অনুকূলে মত দিল। কিন্তু এ সব ব্যবস্থা অবলম্বনের কোনো প্রকৃত চেষ্টা করা হল না। দেশের অন্য সকলের মত শ্রমিক সম্প্রদায়ও সদ্যনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট কী করবেন তার প্রতীক্ষায় বসে রইল।

নয়া বন্দোবস্ত

"…অসংখ্য বেকার নাগরিক কোনো রকমে বাঁচিয়া থাকার সমস্যার সম্মুখীন এবং সমান সংখ্যক ব্যক্তিরা সামান্য পারিশ্রমিকের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতেছে। মূর্খ আশাবাদীরাই বর্তমানের অন্ধকার বাস্তবকে অস্বীকার করিতে পারে…। সকলকে কাজে ফিরাইয়া লওয়া আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক দায়িত্ব।"

ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হলেন। তাঁর উত্তেজনাপূর্ণ প্রারম্ভিক ভাষণে জাতির এই আপৎকালীন পরিস্থিতির উপযোগী কার্যক্রম অবলম্বনের যে অঙ্গীকার ছিল তা সমস্ত দেশে নতুন আশা ও প্রত্যয়ের সৃষ্টি করল। অবশেষে সরকার শিল্পের মত কৃষি ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতিও প্রত্যক্ষ সাহায্য সম্প্রসারণের কর্মসূচী গ্রহণের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত হলেন এবং এই ব্যবস্থাই আমাদের জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থার বিপর্যস্ত ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে পারবে বলে মনে হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট যখন জোরালো ভাষায় ঘোষণা করলেন, "একমাত্র ভয়কেই আমাদের ভয় করিতে হইবে", তখন সমস্ত দেশ অনুভব করল যে, ব্যবসায় মন্দার ক্রমবর্ধমান পাঁকে তারা যে নেতৃত্বের অভাবে তলিয়ে যাচ্ছিল অবশেষে সে নেতৃত্ব লাভ করা গেছে।

রুজভেল্টের তাৎক্ষণিক কর্মসূচীতে লোকের কর্মসংস্থান সম্পর্কে তাঁর প্রতিশ্রুতি ভিন্ন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রযোজ্য আর কিছু ছিল না। বেকারী ও বার্ধক্য বীমা ব্যবস্থাসমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তার পরিকল্পনা এরই মধ্যে বিবেচিত হচ্ছিল। কিন্তু শ্রমিকদের সম্বন্ধে যে সব শর্ত 'জাতীয় পুনরুন্নয়ন প্রশাসন সংহিতা' ('ন্যাশনাল রিকভারি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোড্‌স'), 'ওয়াগ্‌নার আইন' ও 'ন্যায়সংগত শ্রম মান আইনে' ('ফেয়ার লেবার ষ্ট্যাণ্ডার্ডস্‌ এ্যাক্ট') অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল সেগুলি তিনি প্রেসিডেন্ট হবার পরই পরিকল্পিত হয়। পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে ক্রমে সেগুলির বিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু তা হলেও

'নয়া বন্দোবস্তের' ('নিউ ডীল') নয়া দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্রমিক সম্প্রদায়ের অধিকার সম্বন্ধে একটি সমঝোতা ও সহানুভূতি অন্তর্নিহিত ছিল। আমাদের ইতিহাসে এই প্রথম জাতীয় সরকার শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের কল্যাণ শাসনব্যবস্থার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব বলে মেনে নিয়েছিল এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মধ্যে ন্যায্য ভারসাম্য রাখার কাজে একমাত্র সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়ই সংগঠিত পুঁজিপতিদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে এই নীতির উপর ভিত্তি করে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। এতদিন শ্রমিক সংস্থা সহ্য করা হত, এখন থেকে শ্রমিক সংস্থা গঠনে উৎসাহ দেওয়া হতে লাগল।

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে 'নয়া বন্দোবস্তের' আগমন এভাবেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলবিভাজিকার ভূমিকা নিয়েছিল। পুরোনো ঐতিহ্য চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়েছিল। নতুন ও গতিশীল শক্তি শৃঙ্খলমুক্ত করা হয়েছিল। আমাদের ইতিহাসের পূর্ববর্তী যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধা শ্রমজীবীরা এ যুগে পেয়েছিল এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অপরিমেয়ভাবে বর্ধিত হয়েছিল। শ্রমিকদের ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সাধিত হওয়ার সম্ভাবনায় শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম, দুঃখকষ্ট ও পরাজয় স্বীকার চরম পরিণতি লাভ করেছে বলে মনে হল।

'নয়া বন্দোবস্তের' শ্রমনীতি যে যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিল তা ইতিপূর্বেই 'নরিস লাগুয়ারডিয়া' আইনে শ্রমিকদের সংগঠিত হবার অধিকার সাধারণভাবে স্বীকৃত হবার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। রুজভেল্ট সরকার আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে কংগ্রেসের কতকটা সন্দেহজনক ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে আর্থিক শাসনের সামগ্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য 'জাতীয় শিল্প পুনরুন্নয়ন আইন' ('ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিকভারি এ্যাক্ট') গ্রহণ করলে ঐ আইনের বিখ্যাত, অথবা কোনো গোষ্ঠির মতে কুখ্যাত, ৭ (ক) ধারার সাহায্যে সংঘবদ্ধ হবার অধিকার কার্যকর করার প্রথম চেষ্টা করা হয়েছিল।

শ্রমিকদের স্বার্থে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত জটিল ও কুশল পরিচালনার পরিণতি। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেসের উচ্চতর কক্ষ সিনেটের সদস্য ব্ল্যাক এবং নিম্নতর কক্ষ 'হাউস্ অব্ রিপ্রেজেণ্টেটেভিজ্'-এর সদস্য কনারি,—কাজ অনেকের মধ্যে ভাগ করে বেকারত্বের যে সমাধান 'এ, এফ্ অব্ এল্' দাবি করছিল তা কার্যকর করতে 'ত্রিশ-ঘণ্টা সপ্তাহ' প্রবর্তনের জন্য একটি বিল উত্থাপন করেছিলেন। মজুরি না কমাবার সর্ত অন্তর্ভুক্ত না করা গেলে রুজভেল্টের

এই বিল সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। ফলে প্রেসিডেন্টের হয়ে শ্রমসচিব পার্‌কিন্‌স কার্যকাল হ্রাসের সঙ্গে ন্যূনতম মজুরি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা সংযুক্ত করার সংশোধনী প্রস্তাব করেছিলেন। নতুন বিলটির পেছনের তত্ত্বটির সঙ্গে বিগত শতাব্দীর সপ্তম দশকে আইরা ষ্টুয়ার্ড প্রবর্তিত পরিকল্পনার সামান্যই প্রভেদ ছিল। কার্যকাল হ্রাস করে মজুরি বাড়ানোর চেয়ে মজুরির অস্থিরতা দূরীকরণ নতুন বিলে প্রাধান্য পেয়েছিল। তখন পর্যন্ত আর বেশি দূর অগ্রসর হওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না। শ্রমসচিব পার্‌কিন্‌স লিখে গেছেন, "ব্ল্যাক খসড়া-আইনটি সম্বন্ধে আমি যখন প্রেসিডেন্টের সহিত ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে আলাপ করিয়াছিলাম তখন 'এন্‌, আর, এ' ('ন্যাশনাল রিকভারি এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন' বা 'জাতীয় পুনরুন্নয়ন প্রশাসন') সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তাঁহার মনে ছিল না।"

ন্যূনতম মজুরির পরিকল্পনা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড বিরোধিতার জন্ম দিয়েছিল এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ও তার সমর্থনে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি। ব্যবসায় মন্দা সম্বন্ধে এ ধরনের সীমিত দৃষ্টিভংগী না রেখে সরকারের দৃষ্টি আরো প্রসারিত করা উচিত এবং আরো ব্যাপক পুনরুন্নয়ন কার্যক্রম অবলম্বন করা উচিত—শ্রমিক সম্প্রদায় ও মালিকপক্ষ উভয় দলই একথা বলেছিল। 'ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স চেম্বার অব্‌ কমার্স' ('যুক্তরাষ্ট্র বণিক সমিতি') প্রস্তাব করল যে জোটবিরোধী আইনের বাধানিষেধ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যকে মুক্ত করতে হবে এবং নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে নিতে তাদের উৎসাহিত করতে হবে। শ্রমিকদের মুখপত্র হিসাবেই জন এল লুইস প্রস্তাব করলেন যে তিনি কয়লা খনি শিল্পে উৎপাদন, মূল্যান্তর ও মজুরির উপর যে ধরনের নিয়ন্ত্রণ দাবি করেছিলেন, তা সমস্ত শিল্পের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করতে হবে। এ ধরনের বহু পরিকল্পনা কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরে আগ্রহ সৃষ্টি করতে থাকলে প্রেসিডেন্টের পরামর্শদাতাকে নিয়ে গঠিত কয়েকটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠি বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশেষ কোনো উন্নতি দেখা না যাওয়ায় রুজভেল্ট হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। যে ব্ল্যাক-কনারি বিলে তাঁর আগ্রহ কোনোদিনই বেশি ছিল না তার সরকারী সমর্থন প্রত্যাহার করে তিনি তাঁর পরামর্শদাতাদের একটা সংযুক্ত কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করতে এ বিষয়ে একমত না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজন হলে ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকতে তাঁদের আহ্বান করলেন।

শেষ পর্যন্ত যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল এবং 'জাতীয় শিল্প পুনরুন্নয়ন

আইনের' অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তা শিল্পপতিদের ন্যায়সংগত প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে নিয়ম কানুন রচনার অধিকার দিয়েছিল। কিন্তু শিল্পপতিদের এতটা স্বাধীনতা দেবার ক্ষতিপূরণ হিসাবে শ্রমিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণে কয়েকটি বিশেষ রক্ষা-কবচ দেওয়া হয়েছিল। নতুন ব্যবস্থার ৭(ক) ধারাটি আংশিকভাবে ১৯২৬ সালের 'রেলপথ শ্রম আইনের' কয়েকটি শর্ত গ্রহণ করেছিল। এই ধারাটি নির্দেশ দিল যে শিল্পবিষয়ক নিয়মকানুনগুলিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত থাকবে :

(১) মালিকদের হস্তক্ষেপ, বাধা, বা নির্যাতন ছাড়া নিজেদের সংঘবদ্ধ করার ও নিজেদের পছন্দমত প্রতিনিধি মারফৎ যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার কর্মচারীদের থাকবে ;

(২) চাকরিপ্রার্থী কোনো ব্যক্তিকে কোম্পানী নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংস্থায় যোগ দিতে অথবা তার নিজের পছন্দমত অন্য কোনো সংস্থায় যোগ দেওয়া থেকে বিরত করতে বাধ্য করা হবে না ;

(৩) এবং মালিকরা প্রেসিডেন্টের দ্বারা অনুমোদিত হলে সর্বোচ্চ কার্যকাল, ন্যূনতম মজুরি এবং শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত অন্যান্য শর্ত মেনে চলবে।

নতুন আইনটিকে একসঙ্গে বিচার করলে দেখা যাবে যে তাতে বণিক সমিতির কার্যক্রমের অন্তর্নিহিত ধারণা, শ্রমিক সংস্থা স্বীকৃতির জন্য শ্রমিক সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত দাবি ও ব্ল্যাক-কনারি খসড়া-আইনের কয়েকটি পরিবর্তিত ধারা একটি ব্যাপক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং তার সঙ্গে একটি ভিন্ন তালিকায় প্রেসিডেন্টকে ৩,৩০০,০০০,০০০ ডলার ব্যয় করার অধিকার দিয়ে একটি বিরাট পাবলিক ওয়ার্কস কার্যক্রম যোগ করা হয়েছিল।

প্রেসিডেন্টের নিজের কথায় ১৯৩৩ সালের জুন মাসে অনুমোদিত 'জাতীয় শিল্প পুনরুন্নয়ন আইনের' মূল উদ্দেশ্য ছিল, "সকলকে কাজে ফিরাইয়া লওয়া"। একই সঙ্গে অন্যায় প্রতিযোগিতা ও মারাত্মক অতি-উৎপাদন নিষিদ্ধ করে শিল্পপতিদের যুক্তিসংগত মুনাফা অর্জন করতে দেওয়া এবং কার্যকাল হ্রাসের মাধ্যমে কর্মসংস্থান প্রসারিত করে শ্রমিকদের জীবন ধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত মজুরির ব্যবস্থা করাই ছিল এই আইনের লক্ষ্য। এই আইন সম্বন্ধে রুজভেল্ট বলেছিলেন যে, "আজ পর্যন্ত আমেরিকার কংগ্রেস (আইন বিভাগ) যত আইন প্রণয়ন করিয়াছে ইহাই তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী।"

'এন্, আর, এ' সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা অবৈধ বলে শেষ পর্যন্ত ঘোষিত হওয়ার আগেই আভ্যন্তরীণ চাপ ও অস্বস্তির জন্য ভেঙ্গে পড়েছিল। 'নয়া বন্দোবস্তের'

প্রথমদিকের উচ্ছ্বাসের এই শোচনীয় পরিণতির জন্য কেউই প্রায় শোক প্রকাশ করে নি। তা'হলেও শ্রমিকদের ব্যাপারে এই পরিকল্পনার গভীর তাৎপর্য রুজভেল্টের বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করেছিল। যৌথ দর কষাকষির নিশ্চয়তা এবং আইন বিভাগীয় কার্যকলাপের সাহায্যে কাজের সময় ও মজুরির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, আইনটি বলবৎ করার সময় ভেতরের অনেক ফাঁকি ধরা পড়লেও, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে এতদিন পর্যন্ত সরকারযে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে প্রগতিপন্থী ছিল। 'নয়া বন্দোবস্ত'-এর ৭(ক) ধারার টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিয়ে আরো অনেক সতর্কভাবে সেগুলি 'ওয়াগনার আইন' ও 'ন্যায়সংগত শ্রমিক মান আইনে' বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। রুজভেল্টের শাসন-কালে শ্রমিক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায় প্রগতিপন্থী অগ্রগমন থেকে আর পশ্চাদপসরণ করা হয় নি।

১৯৩৩ সালের জুন মাসে সমস্ত দেশ 'এন আরএ'কে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে-ছিল। 'ম্যানুফ্যাকচারার্স রেকর্ড'-এর মত রক্ষণশীল পত্রিকা সব সময়ই শ্রমিকদের প্রতি সম্প্রসারিত যে কোনো সুবিধাই বিরাগের চোখে দেখত। একথা সত্য যে এই পত্রিকা অবিলম্বে লিখেছিল, "এই দেশে শ্রমিক বিক্ষোভের পাণ্ডারা শ্রমিক একনায়কতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে।" কিন্তু নতুন পুনরুন্নয়ন কার্যক্রম যে ভাবে সমস্ত দেশ উত্তেজিত হয়ে সমর্থন করেছিল তার মধ্যে এ ধরনের সমালোচনা অত্যন্ত ক্ষীণ মনে হয়েছিল। 'এন আর এ'র শুভারম্ভের উজ্জ্বল প্রভাতে বহু দেশপ্রেমিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং জনসাধারণ বিভিন্নভাবে তাদের সমর্থনের পবিচয় দিয়েছিল। জেনারেল হিউ জনসনের সক্ষম নিয়ন্ত্রণে নতুন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। এই নতুন সংহিতা গ্রহণের প্রতীক হিসাবে সমস্ত দেশে গর্বের সঙ্গে নীল বাজপাখির ছবি প্রদর্শন করা হচ্ছিল।

শ্রমিক সম্প্রদায় উল্লসিত হয়ে ৭(ক) ধারাটি অনুমোদন করেছিল। উইলিয়াম গ্রীন্ ঘোষণা করেছিলেন, "লক্ষ লক্ষ শ্রমিক তাহাদের জীবনে সর্বপ্রথম স্বাধীনতার সনদ গ্রহণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিল।" অসংখ্য শ্রমিক সংস্থা রাতারাতি ব্যবসায়-মন্দা-জনিত জড়িমার ফলে তাদের মনমরা অবস্থা কাটিয়ে জেগে উঠেছিল। আইনের সমর্থন সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে সংগঠকরা মৃতপ্রায় স্থানীয় সংস্থাগুলির দ্রুত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও নতুন সংস্থা স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগল। তারা অতীতে যে সব অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারে নি সেখানেও এবার শ্রমিক সংস্থা গঠনের প্রয়াস পেল। কয়লাখনি অঞ্চলের

খাদে ইস্তাহার প্রচারিত করে ঘোষণা করা হ'ল, "প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আপনাদের শ্রমিক সংস্থায় যোগ দিতে বলিতেছেন"। শ্রমিকেরা অনেক ক্ষেত্রেই 'এ এফ্ অব্ এল' এর কেন্দ্রীয় দপ্তরের দূতদের অপেক্ষায় না বসে থেকে নিজেরাই স্থানীয় সংস্থা স্থাপন করেছিল এবং তারপর মূল প্রতিষ্ঠানের কাছে সনদের জন্য আবেদন করেছিল। খুব সম্ভব অর্ধ শতাব্দী পূর্বে শ্রমিকনাইটদের নাটকীয় প্রসার ভিন্ন শ্রমিকদের মধ্যে এতটা কর্মতৎপরতা কোনো দিন দেখা যায় নি।

'এ এফ্ অব্ এল' অক্টোবর মাসে বাৎসরিক সম্মেলনে সমবেত হলে সভাপতি গ্রীন্ সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন, বেসরকারী হিসাব অনুসারে জানা গেছে যে ১,৫০০,০০০ নতুন সদস্য মহাসংঘে যোগদান করেছে এবং গত দশ বছরেব লোক-সানের ক্ষতিপূরণ তাতে হয়ে গেছে এবং মোট সদস্য সংখ্যা চল্লিশ লক্ষের কাছাকাছি চলে গেছে। (১) তিনি এক কোটি সদস্যের কথা ভাবছিলেন এবং মনে করেছিলেন শেষ পর্যন্ত তা আড়াই কোটিতে দাঁড়াবে।

তথাকথিত শিল্পভিত্তিক শ্রমিক সংস্থাগুলিতেই সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বেড়েছিল (২)। বিশেষ করে ব্যবসায় মন্দার জন্য যে সব সংস্থায় সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছিল তারাই আবার এগিয়ে গেল। কয়েক মাসের মধ্যেই 'ইউনাইটেড্ মাইন ওয়ার্কার্স' ৩০০,০০০ নতুন সদস্য লাভ করল এবং কেন্টাকি ও অ্যালাবামায় অবস্থিত অতীতের শ্রমিকসংস্থাবিহীন কয়লাখনিগুলির সঙ্গে নতুন চুক্তি করল। 'ইনট্যারন্যাশনাল লেডিজ গাবমেণ্ট ওয়ার্কার্স'এ ১০০,০০০ নতুন সদস্য যোগ দিল এবং এই সংস্থা নিউ ইয়র্ক ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অবস্থিত পলাতক কয়লাখনিগুলির হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করল। 'অ্যামালগ্যামেটেড্ ক্লোদিং ওয়ার্কার্স' তাদের গোড়ার দিকের লোকসানের আঘাত কাটিয়ে উঠে প্রায় ৫০,০০০ নতুন সদস্য সংগ্রহ করল। এখানেই সব শেষ হয নি। ৭(ক)

(১) এ সব হিসাব একেবারে অভ্রান্ত নয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শ্রমিক সংস্থার সদস্য সংখ্যা সম্বন্ধে এ সব সাধারণ পরিসংখ্যান একেবারে সঠিক নয়, কারণ এ বিষয়ে বিবরণ দেবার সময় বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হত একেবারে যথাযথ সংখ্যা নির্দিষ্ট করা অসম্ভব। লিও উলম্যান রচিত এবং ন্যাশনাল বু্যরো অব ইকনমিক রিসার্চ দ্বারা ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত 'এব্ অ্যাণ্ড ফ্লো ইন্ ইউনিয়নিজম' দ্রষ্টব্য।

(২) বৃত্তিভিত্তিক শ্রমিক সংস্থাগুলি একটি মাত্র পেশা বা পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্রে আবদ্ধ কয়েকটি পেশা নিয়ে গঠিত হত। কিন্তু শিল্পভিত্তিক সংস্থাগুলির এলাকা কোনো শিল্পের অন্তর্গত প্রত্যেক বৃত্তি এবং দক্ষ ও অদক্ষ সব রকম শ্রমিক নিয়েই গড়া হত। এ সময়ে তাদের প্রায়ই 'উল্লম্ব শ্রমিক সংস্থা' বলে অভিহিত করা হত।

ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে 'এ, এফ অব্ এল্' "বিশালাকার দ্রব্যোৎপাদন শিল্প-গুলিতে অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত কর" এই জিগির তুলল এবং যে সব অঞ্চল থেকে তারা এত দিন সরে ছিল সেগুলি আক্রমণ করতেও প্রস্তুত বলে মনে হল। মোটর গাড়ী শিল্পে প্রায় ১০০,০০০, ইস্পাত শিল্পে ৯০,০০০, কাঠের কারখানা ও কাঠ চেরাই এর কলে ৯০,০০০ এবং রবারশিল্পে ৬০,০০০ নতুন সদস্য করা হল।

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে শ্রমিক সংস্থার কর্মচাঞ্চল্যের এই ধূমধাম অত্যন্ত অনিশ্চিত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল এবং সভাপতি গ্রীনের সদম্ভ ঘোষণাও যুক্তিসংগত ছিল না। শিল্পভিত্তিক শ্রমিক সংস্থা সম্বন্ধে 'এ এফ্ অব্ এল'এর সন্দেহ বরাবরের, তার সঙ্গে পুরোনো ধরনের বৃত্তিভিত্তিক সংস্থাগুলির নেতাদের শ্রমিক আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখবার সঙ্কল্প সংযুক্ত হওয়ায় বিশালায়তন উৎপাদন শিল্পের শ্রমিকদের শিল্প ভিত্তিক সংস্থায় সংঘবদ্ধ করার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 'এ, এফ্ অব এল'এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তথাকথিত 'সংযুক্ত' সংস্থা গঠনের পদ্ধতিই গৃহীত হয়েছিল। নিজ নিজ এলাকা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত এবং ইস্পাত, মোটরগাড়ী, রবার ও অন্যান্য শিল্পের নতুন সদস্যদের ধীরে ধীরে পুরোনো সংস্থাগুলিতে অন্তর্ভুক্ত না করা পর্যন্ত এধরনের সংযুক্ত সংস্থা বজায় রাখাই স্থির হয়েছিল। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে সংযুক্ত সংস্থার চালু সনদ ৩০৭ থেকে বেড়ে ১৭৯৮ হয়েছিল। কিন্তু অদক্ষ শ্রমিকদেব প্রকৃত অভাব বোধ এধরনের প্রতিষ্ঠান মেটাতে পারে নি এবং অল্প দিনের মধ্যেই গোড়ার দিকের কর্মচাঞ্চল্য কমতে লাগল।

এ ভাবে বার্থতা প্রমাণিত হয়ে যাওয়ায় 'এ, এফ্ অব্ এল্'এর অপেক্ষাকৃত প্রগতিপন্থী নেতারা জোর দিয়ে দাবি করলেন যে সংগঠন পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। তাঁরা অসংগঠিত শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার জন্য আরো বেশি আক্রমণাত্মক অভিযান আহ্বান করলেন এবং মোটরগাড়ী, ইস্পাত, রবার, অ্যালুমিনিয়াম ও বেতার গ্রাহক যন্ত্রনির্মাণশিল্পে অবিলম্বে শিল্প ভিত্তিক সংস্থা গঠনের সনদ দাবি করল। 'এ, এফ্ অব এল'এর নিয়ন্ত্রণকারী মুষ্টিমেয় রক্ষণশীল নেতারা এই দাবি না মেনে নিলে বৃত্তিভিত্তিক ও শিল্পভিত্তিক শ্রমিক সংস্থার সমর্থকদের ভেতর যে ক্রমবর্ধমান মতভেদ দেখা দিল তা শেষ পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফাটলে পরিণত হয়েছিল। সবচেয়ে বড় সুযোগের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শ্রমিক সম্প্রদায়ের সংহতি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। বিদ্রোহী শ্রমিক নেতারা তাঁদের

নিজস্ব 'কমিটি ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন' স্থাপন করেছিল এবং শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযুক্ত হল। যে পরিস্থিতিতে এ ঘটনা ঘটেছিল তা আমরা পরে আলোচনা করব।

ইতিমধ্যে অপেক্ষাকৃত পুরোনো সংস্থাগুলি উপলব্ধি করেছিল যে আরো সংগ্রাম না করে তাদের স্বাধীনতার নতুন সনদ বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে না। 'এন্‌, আর, এ'র শিল্প সংক্রান্ত সংহিতা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক নিয়োগ-কর্তাকে 'প্রেসিডেন্টের পুনর্নিয়োগ চুক্তি'তে ('প্রেসিডেন্ট্‌স রি-এম্‌প্লয়মেন্ট এগ্রিমেন্ট') স্বাক্ষর দিতে বলা হল। এই ব্যাপক সংহিতায় সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারিত হয়েছিল, ঘণ্টায় ৪০ সেণ্ট অথবা সপ্তাহে ১৫ ডলার ন্যূনতম মজুরি ঠিক করা হয়েছিল এবং ষোল বছরের কম বয়সের শিশুদের নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। বণিক সমিতিগুলিকে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী চুক্তি রচনার ভার দেওয়া হয়েছিল এবং শ্রমিকদের স্বার্থ একটি শ্রমসংক্রান্ত পরামর্শদাতা পর্ষৎ সংরক্ষণ করবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে সাধারণতঃ বণিক সমিতিগুলি স্বাধীনভাবে কাজ কবেছিল এবং স্থায়ী সংহিতা রচনায় কর্মচারীদের কোনো হাতই ছিল না। অধিকাংশ বণিক সমিতিই 'চল্লিশ-ঘণ্টা সপ্তাহ', সপ্তাহে ১২ থেকে ১৫ ডলার ন্যূনতম মজুরি প্রবর্তিত করেছিল। কিন্তু দেশের শিল্পে নিযুক্ত শতকরা পঁচানব্বই ভাগ শ্রমিককে শেষ পর্যন্ত এভাবে সংরক্ষিত করা হলেও শ্রমিক সম্প্রদায়ের অন্যান্য অধিকার বহুলাংশে অবহেলিত হয়েছিল। যৌথ দর কষাকষির রক্ষা কবচ হয় স্পষ্ট ভাবে স্বীকৃত হয় নি অথবা তা ধীরে ধীরে দুর্বল করে ফেলা হয়েছিল। যেমন, মোটরগাড়ী নির্মাতারা তাদের সংহিতায় একটি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করতে সফল হয়েছিল যা 'ব্যক্তিগত গুণের ভিত্তিতে' শ্রমিকদের নির্বাচন করবার, তাদের চাকরি বজায় রাখবার এবং তাদের উন্নতির ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা মালিকদের হাতে রেখেছিল। তত্ত্বের দিক দিয়ে এই অধিকার নিয়ে প্রশ্ন না তোলা গেলেও শ্রমিক সংস্থা বিরোধী নিয়োগকর্তারা এই অধিকারের সাহায্যে সুবিধামত যে কোনো ছুতোয় শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারত। পরে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আদেশ দিয়েছিলেন যে ৭ (ক) ধারার ব্যাখ্যা কোনো সংহিতাতে থাকতে পারবে না। তিনি বলেছিলেন, নিয়োগ কর্তাদের পছন্দ মত কর্মচারী নিয়োগের প্রকৃত অধিকারে এই ধারা পদক্ষেপ করে না, কিন্তু এই অধিকার প্রয়োগ করে কর্মচারীদের

শ্রমিক সংস্থায় যোগ দিতে না দেওয়া স্পষ্টভাবে ধারাটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

শিল্পে পুনরুন্নয়ন শুরু হলে এবং সন্ত্রস্ত্র নিয়োগকর্তারা ব্যবসায় মন্দা দ্বারা তাড়িত হয়ে যে সব গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল সেখান থেকে সতর্কভাবে বেরিয়ে আসতে থাকলে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য নির্ধারণে মালিকদের স্বাধীনতার বিনিময়ে শ্রমিকদের যে সব সুবিধা দেওয়া হয়েছিল সেগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো হতে লাগল। 'আয়রন এইজ' পত্রিকা যে ব্যবস্থাকে 'যৌথ মুগুরপেটা' বলে অভিহিত করেছিল তার বিপদসম্পর্কে সতর্ক করে দিল। 'ষ্টীল' পত্রিকাটি লিখল যে সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় আক্রমণের জন্য "মুখ ব্যাদান করিয়াছে" বলে 'উন্মুক্ত কারখানা' বজায় রাখার জন্য সব রকম চেষ্টাই করতে হবে। এ এফ অব্ এল'-এব সদস্যসংখ্যা ১০,০০০,০০০ হয়ে দাঁড়াবে এই সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে 'কমার্শিয়াল অ্যাণ্ড ফাইনান্সিয়াল ক্রনিকল' ঘোষণা করেছিল যে, এ সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হলে দেশে "রাষ্ট্র অপেক্ষা ক্ষমতাবান একটি সংগঠিত সম্প্রদায় অথবা রাষ্ট্রেব অন্তর্ভুক্ত একটি শ্রেণী দেখা দিবে। ইহাই স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যেব বিলোপের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। শেষ পর্যন্ত সর্বত্র নির্যাতন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে···।" এ সব ভয়াবহ সতর্কবাণীর ডাকে সাড়া দিয়ে কোনো কোনো মালিক সংহিতাগুলিব শ্রম-সংক্রান্ত সর্ত মেনে চলতে খোলাখুলি অস্বীকাব করে ছিল এবং অন্য কয়েকজন নিয়োগকর্তা আক্ষরিকভাবে না হোক তার মর্ম এড়িয়ে যাবার জন্য যতদূব সম্ভব চেষ্টা করতে লাগল।

৭ (ক) ধারাটির সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য প্রতিরোধ করার একটি মুখ্য অস্ত্র কোম্পানী নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। কর্মচারীদের এসব সংস্থায় যোগ দিতে বাধ্য না করা গেলেও এই সংস্থায় যোগদান যে সুবিধাজনক তা প্রমাণ করার জন্য সব বকমেব চাপ দেবার অধিকার ছিল নিয়োগকর্তাদের। এতটা সাফল্যের সঙ্গে এই চেষ্টা করা হয়েছিল যে কোম্পানী নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলির সদস্য সংখ্যা ১,২৫০,০০০ থেকে বেড়ে ২,৫০০,০০০ হয়ে গিয়েছিল। 'এন্, আর, এ' শুধু যে, সরকার "কোনো বিশেষ ধরণের সংগঠন" অনুমোদন করে নি এই যুক্তিতে এধরনের শ্রমিক সংস্থাকে অলিখিত সমর্থন জানিয়েছিল তাই নয়, যৌথ দর কষাকষি সম্পাদনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দিয়ে তাদের উৎসাহিত করেছিল। কোন কারখানার অধিকাংশ কর্মীকে সদস্য করলেও কোনো জাতীয় সংস্থাকে সমস্ত শ্রমিকদের মুখপাত্র বলে

মেনে নেওয়া হত না এবং পরিচালক পক্ষ শ্রমিকদের অন্য যে কোনো দলের সঙ্গে সরাসরি আলাপ-আলোচনা চালাতে পারত। শ্রমিক সম্প্রদায় আইনের এই ব্যাখ্যাকে যৌথ দরকষাকষির নীতি সম্পূর্ণ বানচাল করে দেবার জন্য আক্রমণ করেছিল। 'এন্ আর এ'কে তিক্তভাবে 'ন্যাশনাল রান অ্যারাউণ্ড' (অর্থাৎ উদ্দেশ্যহীন কার্যক্রম) বলে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, নীল বাজ পাখি শকুনিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

পুরোনো ধরনের শিল্পবিরোধ নতুন করে দেখা দিলে 'এন্ আর এ' উভয়সঙ্কটে পড়ল: একদিকে বহু নিয়োগকর্তার বিরূপ মনোভাব এবং অন্যদিকে সংগ্রামী শ্রমিকদের প্রচণ্ড দাবি। প্রথমে একটি 'জাতীয় শ্রম পর্ষৎ' ('ন্যাশনাল লেবার বোর্ড'), তারপর কয়েকটি শিল্পের জন্য বিশেষ পর্ষৎ এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে একটি 'জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষৎ' ('ন্যাশনাল লেবার রিলেশন্স বোর্ড') প্রতিষ্ঠা করে ক্রমবর্ধমান শিল্পবিরোধের মীমাংসা করার চেষ্টা হতে লাগল। শ্রমিক বা মালিক কোনো পক্ষেরই বিশ্বাস অর্জন করতে এ সব পর্ষৎ সক্ষম হয় নি এবং অনেক সময় মনে হয়েছিল যেন 'এন্ আর এ'র উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কাজ করছে। 'জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষৎ' কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিত্ব, গোপন নির্বাচন ও প্রকৃত যৌথ দরকষাকষি সমর্থন করে এবং কোম্পানী নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংস্থা মেনে নিতে অসম্মত হয়ে এই প্রতিষ্ঠান একই নামের পরবর্তী পর্ষদের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। কিন্তু আদি 'জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষৎ' 'জাতীয় পুনরুন্নয়ন প্রশাসনের' কার্যকলাপের দ্বারা ব্যাহত ও সীমিত হয়ে পড়েছিল এবং সিদ্ধান্ত বলবৎ করার কোনো ক্ষমতা এই প্রতিষ্ঠানের ছিল না।

শ্রমিক সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ক্রমেই বেশি সংখ্যায় ধর্মঘট করতে বাধ্য হ'ল। ১৯৩৩ সালের শেষার্ধে শিল্পবিবোধের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। এই ছু'মাসে ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল সম্পূর্ণ ১৯৩২ সালের মোট ধর্মঘটের সমান। ১৯৩৪ সালে শিল্পবিরোধের সংখ্যা ১,৮৫৬-এ দাঁড়াল। সমগ্র শ্রমিক বাহিনীর সাত শতাংশেরও বেশি প্রায় ১,৫০০,০০০ শ্রমিক এ সব শিল্পবিরোধে জড়িত হয়ে পড়েছিল। ইস্পাত, মোটরগাড়ী, বস্ত্রশিল্প, প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের বন্দরশ্রমিকদের মধ্যে, উত্তর পশ্চিমের কাঠের কলগুলিতে এবং অন্য অনেক শিল্পে হয় ধর্মঘটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল; নতুবা তৃতীয় দশকের সঙ্গে তুলনীয় বিশাল মাত্রায় প্রকৃতই ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছিল। এ সব ধর্মঘটের অনেকগুলিই

মজুরি বাড়াবার জন্য করা হলেও বেশ কয়েকটি ধর্মঘট, মোট সংখ্যার অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ, শ্রমিক সংস্থার স্বীকৃতির প্রশ্নে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এই অসন্তোষ উপশম করার জন্য সরকার সাধ্যমত চেষ্টা করেছিল। সরকার কয়েকটি বিশেষ পরামর্শদাতা পর্ষৎ ও মধ্যস্থতা কমিশন স্থাপন করেছিল। এসব পর্ষৎ ও কমিশন সংশ্লিষ্ট শিল্পে অনুসন্ধান চালানোর সময় ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করত। ইস্পাত ও মোটরগাড়ী শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে গোলযোগ শেষ মুহূর্তে দেশব্যাপী ধর্মঘটে পরিণত হতে দেওয়া হয় নি। মধ্যস্থতার সাহায্যে স্যানফ্রান্সিসকোর বন্দর শ্রমিকদের যে ধর্মঘট সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হয়েছিল বলে ভয় পাওয়া গিয়েছিল তার মীমাংসা করা হয়। কিন্তু শ্রমিকেরা অসন্তুষ্ট হয়ে ও সরকারী নীতি সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে নিজ নিজ কাজে ফিরে গিয়েছিল।

কাপড়ের কলের শ্রমিকদের ধর্মঘটটিই সবচেয়ে গুরুতর ও হিংসাত্মক হয়েছিল। মালিকরা ইচ্ছামত সংহিতার শর্তগুলি অমান্য করছিল এবং 'কটন কোড্ অথরিটি' ('কার্পাস সংহিতা নিয়ন্ত্রণ') সেগুলি বলবৎ করার কোনো চেষ্টাই করে নি। ১৯৩৪ সালের আগষ্ট মাসে ন্যূনতম সাপ্তাহিক ১৩ ডলার মজুরি না কমিয়ে 'ত্রিশ-ঘণ্টা সপ্তাহ' অতিরিক্ত কাজ বিলোপ এবং 'ইউনাইটেড টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স'-এর স্বীকৃতি দাবি করে ম্যাসাচুসেট্সে ১১০,০০০, রোড্ আইল্যাণ্ডে ৫০,০০০, জর্জিয়ায় ৬০,০০০, অ্যালাবামায় ২৮,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট ঘোষণা করেছিল। আগষ্ট মাসের শেষাশেষি কুড়িটি রাজ্যে ৪০০,০০০ থেকে ৫০০,০০০ পুরুষ ও নারী শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল বলে হিসাব পাওয়া যায়। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এর আগে এত বড় ধর্মঘট আর হয় নি। দক্ষিণাঞ্চলে একটি কারখানা-নগর থেকে অন্য নগরে 'উড়ন্ত বাহিনী' ছুটে গিয়ে শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তাদের পিকেটিং করতে সংগঠিত করেছিল। পুলিশ ও সহকারী শেরিফদের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল। বিরোধটি চরমে উঠলে আটটি রাজ্যে প্রায় ১১,০০০ জাতীয় রক্ষী শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অস্ত্রধারণ করেছিল।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট হস্তক্ষেপ করার পর ঐ শিল্পের পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য নতুন 'বস্ত্রশিল্প শ্রম সম্পর্ক পর্ষৎ' ('টেক্সটাইল লেবার রিলেশন্স বোর্ড') নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিলে ৭ই সেপ্টেম্বর শ্রমিকসংস্থার নেতারা ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছিল। তাদের এই কাজ কী রণকৌশলসম্মত পশ্চাদপসরণ না

পরাজয়? এ বিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিল এবং শ্রমিকনেতারা কর্মচারীদের কাজে ফিরে যেতে নির্দেশ দেবার জন্য নিন্দিত ও প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে বস্ত্রশিল্পে কোনো প্রকৃত শান্তি দেখা যাবে না। নিয়োগকর্তারা শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে লাগল। যে সব শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল, দক্ষিণাঞ্চলের শহরগুলিতে অবস্থিত কলকারখানায় তাদের কাজ পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের মনোবল ভেঙ্গে গেল।

'এন্ আর এ'র গোড়ার দিকে শ্রমিক সম্প্রদায় যে সব সুবিধা লাভ করেছিল সেগুলি ম্লান হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হল। সংহিতার শর্ত মানতে অসম্মত এবং খাঁটি যৌথ দর কষাকষির বিরোধী শিল্পপতিদের অনমনীয় মনোভাব, ধর্মঘটের ফয়সালার সময় শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় সরকারের ব্যর্থতা, যে সমর্থন পেলে বৃহদাকার শিল্পগুলিতে শ্রমিকেরা সার্থকভাবে সংগঠিত হতে পারত তা দিতে 'এ এফ অব্ এল'-এর অনিচ্ছা, সব কিছু মিলে শ্রমিক সম্প্রদায়ের আশাআকাঙ্ক্ষা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল। ১৯৩৩ সালের তুলনায় ১৯৩৫ সালে শ্রমিক সংস্থাগুলির সদস্য সংখ্যা দশ লক্ষ বেশি হলেও শুধু 'এ এফ অব্ এল'-এরই ১৯৩৩ সালের শেষে চল্লিশ লক্ষ সদস্য হবে বলে গ্রীনের গর্বিত ঘোষণা মোটেই সত্য হয় নি। সমস্ত শ্রমিক সংস্থাগুলির সদস্য সংখ্যাও চল্লিশ লক্ষ হতে পারে নি। লক্ষ লক্ষ নতুন সদস্য সংগঠন ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল এবং প্রায় ছ'শ 'সংযুক্ত' সংস্থা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। মোটরগাড়ীশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ১০,০০০ শ্রমিক সংস্থার সদস্য ছিল। ইস্পাতশিল্পে কর্মচাঞ্চল্যের অবসানে 'অ্যামাল-গ্যামেটেড এসোসিয়েশন অব্ আয়রণ, টিন এ্যাণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কার্স'এ মাত্র ৮,৬০০ সদস্য অবশিষ্ট রইল। বস্ত্রশিল্পে ধর্মঘটের সময় কয়েক লক্ষ শ্রমিক 'ইউনাইটেড্ টেক্সটাইল্ ওয়ার্কার্স' সংস্থাটিতে যোগ দিয়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র ৮,০০০০ সদস্যপদ বজায় রাখল। ৭(ক) ধারা গ্রহণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাটকীয় আন্দোলন তার শক্তি হারিয়ে ফেলল।

শ্রমসম্পর্কে সমস্যার সমাধানই শুধু নয়, সার্থক ব্যবসায় সংগঠনের ব্যবস্থা করতে 'এন্ আর, এ'র ব্যর্থতা ১৯৩৫ সালের গোড়ার দিকে আর ঢেকে রাখা যাচ্ছিল না। শোভাযাত্রা ও পতাকা উত্তোলন করে প্রবল উচ্ছ্বাসের মধ্যে প্রথমে এই প্রশাসনকে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতিতে দুঃখজনক-ভাবে এখন প্রত্যেক দলই খোলাখুলি 'এন্ আর এ'কে আক্রমণ করতে শুরু

করল। পুনরুন্নয়ন প্রচেষ্টায় প্রাথমিক প্রেরণা সঞ্চার করা সম্ভব হলেও তার মানসিক প্রভাব বেশিদিন স্থায়ী হয় নি।

বড় বড় ব্যবসায়ীরা সাধারণভাবে শিল্পসংহিতাগুলির শ্রমসংক্রান্ত ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি একচেটিয়া ব্যবসায়ের পুনরাগমন ও শ্রমিক সংস্থার দাবির চাপে রক্তশূন্য হয়ে পড়ছিল। শ্রমিক সম্প্রদায়ের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। অন্তর্নিহিত অসঙ্গতির জন্য সমস্ত কার্যক্রম পাঁকে ডুবে যেতে থাকলে জাতি আর্থিক নিয়ন্ত্রণ সমন্বিত যে ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর করা যায় না এবং যার সমস্ত চাপ ব্যবহারকদের উপর পড়ে তা সমর্থন করতে আর প্রস্তুত ছিল না। ১৯৩৫ সালের মে মাসে বিখ্যাত 'শেখটার মুর্গিপালন মামলায়' ('শেখটার পোলট্রি কেস্') সুপ্রীম কোর্ট 'জাতীয় শিল্প পুনরুন্নয়ন আইন' সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষণা করে সমস্ত প্রতিষ্ঠানটির উপর শেষ আঘাত দিয়েছিল। জনসাধারণ তাতে মোটেই দুঃখিত হয় নি। বরং তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

এই ঘটনা ৭(ক) ধারাব অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের রক্ষাকবচগুলি সম্পূর্ণরূপে দূর করে দিল। কিন্তু 'রেলপথ শ্রম আইনে'র একটি সংশোধনের দ্বারা এসব সুযোগ সুবিধা বাস্তবিকই রেলশ্রমিকদের বেলায় প্রসারিত করা হয়েছিল। অন্যান্য শ্রমিকের বেলায়ও আরো সুদৃঢ় ভিত্তির উপর এসব রক্ষাকবচ স্থাপন করার প্রচেষ্টাও এরই মধ্যে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসেই সিনেটের সদস্য ওয়াগ্‌নার সিনেটে একটি খসড়া আইনের প্রস্তাব আনলেন।

শিল্পপতিরা আইনের যে সব ফাঁকির সাহায্যে কোম্পানী নিয়ন্ত্রিত শ্রমিকসংস্থা স্থাপন করে এবং এরকম সংস্থা ছাড়া অন্য কোন দলের সঙ্গে যৌথ দরকষাকষি করতে অস্বীকার করে শ্রমিকদের ক্ষমতা পঙ্গু করে ফেলছিল, সেগুলিকে বন্ধ করাই ছিল এই বিলের উদ্দেশ্য। প্রেসিডেন্ট সে সময়ের আইনের সাহায্যে এ বিষয়ে পরীক্ষা চালাবার জন্য আরো সময় চাইলে ওয়াগ্‌নার সাময়িকভাবে বিলটি স্থগিত রেখেছিলেন। ১৯৩৫ সালের গোড়ার দিকে তিনি আবার বিলটি তুললেন। 'এন্, আর, এ' সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষিত হবার ঠিক এগার দিন আগে সিনেট এই বিল পাশ করেছিল।

শ্রমিক সম্প্রদায় ওয়াগ্‌নার বিলটি প্রবলভাবে সমর্থন করেছিল এবং 'এন্, আর, এ'র ব্যর্থতা স্বাভাবিকভাবেই আইনসভার নিম্নতর কক্ষ দ্বারা ('হাউস')

এই বিলটি অবিলম্বে গৃহীত হওয়ার দাবি তীব্রতর করে দিয়েছিল। কংগ্রেসের একটি সমিতির কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে গ্রীন্ তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ কড়া মেজাজে বলেছিলেন, "আপনাদের একথা জানাইতে আমার কোনো দ্বিধা নাই যে আমেরিকার শ্রমিকদের সাহস জাগিয়া উঠিয়াছে। যৌথ দর কষাকষি করিবার কোনো পন্থা তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিবেই……। শ্রমিক সম্প্রদায়কে সমাজে উপযুক্ত মর্যাদা দিতেই হইবে। ওয়াগ্‌নারের বিল আইনে পরিণত না হইলে এবং আইনে পরিণত হইবার পর উহা বলবৎ না করা হইলে শ্রমিকদের অসহিষ্ণু হইতে বারণ করিতে পারিব না এবং বারণ করিব না।"

এই নতুন আইনটির প্রবর্তনে রুজভেল্টের কোনো ভূমিকাই ছিল না এবং শ্রমসচিব পার্কিন্স ও রেমণ্ড মলির সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে আইনটি তাঁর কাছে বর্ণনা করার সময় তিনি তা বিশেষ পছন্দ করেন নি। সমস্ত ব্যাপারটি সিনেট সদস্য ওয়াগ্‌নারের জন্যই সম্ভব হয়েছিল। মলি লিখে গেছেন, কিন্তু 'এন্, আর, এ' বান্‌চাল হয়ে যাওয়ায়, প্রেসিডেন্ট "দুই বাহু বিস্তার করিলেন" এবং হঠাৎ তাকে (আইনকে) আলিঙ্গন করলেন। শ্রমিকদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা করা যায় না এবং যৌথ দরকষাকষির দিক দিয়ে দেখতে গেলে ৭(ক) ধারার চেয়েও শক্তিশালী একটি ব্যবস্থা নতুন করে আইনে পরিণত করার একটা উপায় পাওয়া গেল। প্রশাসন বিভাগের সমর্থন লাভ করে বিলটি অবিলম্বে নিম্নতর কক্ষের ('হাউস অব্ রিপ্রেজেন্‌টেটিভস্'-এর) অনুমোদন লাভ করল। জুলাই মাসের ৫ তারিখে রুজভেল্ট তাতে স্বাক্ষর দিলেন।

ওয়াগ্‌নার আইনের অথবা সরকারী ভাষায় 'জাতীয় শ্রম সম্পর্কে আইন'-এর ('ন্যাশনাল লেবার রিলেশন্স অ্যাক্ট'), সাধারণ নীতির পূর্বাভাস 'জাতীয় শিল্প পুনরুন্নয়ন আইনে' পাওয়া গেলেও নতুন আইনটি শ্রমিকদের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভংগীতে মৌল পরিবর্তন আরো স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করেছিল। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে অবাধ বাণিজ্য নীতিসূচক ('লেসে-ফেয়ের') পুরোনো ধারণাই যে শুধু অবহেলিত হয়েছিল তাই নয়, রুজভেল্ট সরকার 'এন্, আর, এ'র অন্তর্ভুক্ত পরিচালকদের প্রতি অনুরূপ সুবিধা প্রসারিত না করেই শ্রমজীবীদের সংঘবদ্ধ হবার অধিকার সমর্থন করল। শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ানো এবং তার ফলে মালিকদের দাবি যাই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে জাতীয় আয়ের আরো বড় ভাগ শ্রমিকদের পাবার সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য এই আইন রচনা করা হয়েছিল। আমাদের শিল্পপ্রধান সমাজে সরকারের

সমর্থন ভিন্ন শ্রমিকদের পক্ষে সমানে সমানে মালিকদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, এই যুক্তিই দেওয়া হয়েছিল। আরো বলা হয়েছিল যে, এতদিন তুলাদণ্ড মালিকদের পক্ষেই ঝুঁকে ছিল এবং এই তুলাদণ্ড শ্রমিকদের অনুকূলে নিয়ে এসে তাদের অভিযোগের প্রতিকার করার সময় এসেছে। ওয়াগ্‌নার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ শ্রমসংক্রান্ত সবরকম অন্যায় আচরণ মালিকদের উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং এই আইন শ্রমিক সংস্থাগুলির উপর কোনো বাধানিষেধই আরোপ করে নি।

অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক স্থাপন আইনটির উদ্দেশ্য, এই ঘোষনা করলেও রুজভেল্ট অলিখিতভাবে এ ব্যবস্থার একদেশদর্শিতা স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "যে সকল আচরণ শ্রমিকদের স্বাধীনতা বিনষ্ট করে সেগুলি নিবারণ করিয়া এই আইন উহার এক্তিয়ারের অন্তর্গত প্রতিটি শ্রমিকের জন্য নির্বাচন ও কার্যকলাপের সেই স্বাধীনতা সম্ভব করিবার চেষ্টা করিতেছে, যাহা ন্যায়ের দিক দিয়া শ্রমিকদের প্রাপ্য।"

এই স্বাধীনতা নিশ্চিত করবার জন্য শুধু যে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হবার অধিকার স্পষ্টভাবে পুনর্বর্ণিত হয়েছিল তাই নয়, মালিকদের যে কোনো রকম হস্তক্ষেপ খোলাখুলিভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কোনো নিয়োগকর্তা নিজেদের অধিকার ব্যবহার করায় শ্রমিকদের বাধা দিলে বা তাদের নির্যাতন করলে, কোনো শ্রমিক সংগঠনের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের অথবা অর্থ সাহায্য দেবার চেষ্টা করলে, নিয়োগ ও দরখাস্ত করার সময় শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করলে এবং যৌথ দরকষাকষি করতে না চাইলে সে শ্রমসংক্রান্ত অন্যায় আচরণের অপরাধে অপরাধী বলে পরিগণিত হবে। উপরন্তু, নিয়োগকর্তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, অথবা কোনো বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান, অথবা কোনো কারখানা, যাই হোক না কেন কোনো যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের দ্বারা যৌথ দরকষাকষির জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধিদেরই সকল কর্মচারীর হয়ে দরকষাকষি করার একচেটিয়া অধিকার থাকবে। কাজেই নতুন আইনটি স্পষ্টভাবে 'এন্‌ আর এ'র আমলের বর্ধিষ্ণু কোম্পানী নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংস্থাগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করার দায়িত্ব নিয়েছিল এবং প্রকৃত শ্রমিক আন্দোলনের উদ্ভব ও প্রসারের জন্য চেষ্টা করেছিল।

ওয়াগ্‌নার আইন বলবৎ করার দায়িত্ব নতুন 'জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষদের' হাতে তুলে দেওয়া হল। তিনজন সদস্য নিয়ে এই পর্ষৎ গঠিত হয়েছিল এবং

দরকষাকষির উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত সংস্থা নির্ধারিত করার জন্য এবং যে নির্বাচনের মাধ্যমে শ্রমিকেরা মালিকপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি নিযুক্ত করত সেগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য এই পর্ষদকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। পর্ষদকে শ্রমসংক্রান্ত অন্যায় আচরণের অভিযোগ শোনার, এধরনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে "বন্ধ কর ও নিরস্ত হও" আদেশ জারি করার এবং আদালতগুলিকে এসব আদেশ বলবৎ করবার জন্য আবেদন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। 'জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষৎ' মজুরি ও কার্যকাল অথবা কর্ম-পরিবেশের অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে বিরোধের সারবত্তায় সংশ্লিষ্ট ছিল না। পর্ষদের একমাত্র কাজ ছিল যৌথ দরকষাকষিতে উৎসাহ দেওয়া ও যৌথ দরকষাকষির পথ সুগম করে তোলা।

এই প্রশাসনিক পর্ষদের প্রায়-বিচারবিভাগীয় কর্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেছিলেন, "ইহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইবে যে এই পর্ষৎ শ্রমিক-মালিক বিরোধে মধ্যস্থ অথবা সালিশের কাজ করিবে না। এই আইনে মধ্যস্থতার দায়িত্ব শ্রমসচিব ও শ্রমদপ্তরের সালিশ বিভাগের উপর বর্তাইতেছে।··· বিচারবিভাগীয় কর্তব্য ও মধ্যস্থতা সংক্রান্ত কর্তব্যের মধ্যে গোলমাল না করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যস্থতার সারমর্ম আপোষের কোনো স্থান আইনের ব্যাখ্যা ও বলবৎকরণে নাই।"

আইন সভা দ্বারা গৃহীত হইবার সময় ওয়াগ্‌নার আইন ব্যাপক ভাবে সমর্থিত হয়েছিল। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল অংশ আইনটির একদেশদর্শিতার সমালোচনা করেছিল, এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হলে শ্রমিক সংস্থাগুলি যে দায়িত্ব বোধহীনতার পরিচয় দেবে সে সম্বন্ধে অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল এবং সাধারণ ভাবে পরিচালকদের পক্ষে বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়েছিল। কিন্তু জনমত পরীক্ষা করার জন্য এ সময়ে যে সব কৃত্রিম ভোট গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলি প্রত্যেকটিই শ্রমিকদের আশাআকাঙ্খার প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি সপ্রমান করেছিল। সাধারণভাবে ধারণা হয়েছিল যে মালিকদের ক্ষতি হলেও শ্রমিক সম্প্রদায়ের সরকারী আশ্রয় লাভে অধিকার রয়েছে। জনসাধারণ বিশ্বাস করেছিল যে এই সব নতুন সুযোগসুবিধার অপব্যবহার শ্রমিকেরা করবে না।

এই নতুন আইনটির পক্ষে বা বিপক্ষে যাই বলা হোক না কেন তার তাৎপর্য ছিল অত্যন্ত বেশি। অবশেষে 'ক্লেটন আইন' 'নরিস-লাগুয়ারডিয়া আইন', 'জাতীয় শিল্প পুনরুন্নয়ন আইনে' সাধারণভাবে সমর্থিত শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হবার

অধিকার বাস্তবে রূপান্তরিত করা গেল। শ্রমিক সম্প্রদায় এক শতাব্দীরও বেশি সময় তাদের কাজে আইনের দ্বারা প্রযুক্ত বাধানিষেধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছিল। ষড়যন্ত্র আইনের বিরুদ্ধে, 'হলদে কুকুর' চুক্তি বলবৎ করার বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার যে সব বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা প্রকৃত পক্ষে শ্রমিকদের স্বাধীনতা নাকচ করে দিত সেগুলির বিরুদ্ধে ইচ্ছামত হুকুমনামা ব্যবহারের বিরুদ্ধে তারা এতদিন সংগ্রাম করে যাচ্ছিল। ওয়াগ্‌নার আইন শুধু যে শ্রমিক সংস্থার কার্যকলাপে পুরোনো বাধাগুলো দূর করেছিল তাই নয়, শ্রমিকদের আর্থিক ক্ষমতার পূর্ণ সংগঠনে মালিকদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রাচীরও স্থাপন করেছিল।

নতুন আইনের সম্পূর্ণ সুবিধা বাস্তবে রূপান্তরিত করার লড়াই কিন্তু তখনও শুরু হয় নি। অনেক নিয়োগকর্তা এই আইনের ধারাগুলি মেনে নিতে এবং কোনো রকম প্রতারণা না করে তাদের কর্মচারীদের সঙ্গে যৌথ দরকষাকষি করতে রাজী থাকলেও, অন্যান্য অনেক শিল্পপতির শ্রমিক সংস্থা সংগঠনের বিরুদ্ধে আপত্তি এতটা অনমনীয় ছিল যে, যে কোনো পরিস্থিতিতেই তাদের বিরোধিতা চালিয়ে যেতে তারা বদ্ধপরিকর হয়েছিল। বহু জায়গায় পূর্বের যে কোনো সময়ের মত সমান হিংস্র বিরোধিতার সঙ্গে শ্রমিক সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ হবার লড়াই চালিয়েছিল। সব রকম সরকারী গ্যারান্টি সত্ত্বেও বহু কোম্পানী তাদের সংস্থা স্বীকার না করায় তাদের আবার ধর্মঘটের সাহায্য নিতে হয়েছিল।

যৌথ দরকষাকষি সংক্রান্ত নতুন আইন দ্বারা প্রযুক্ত ব্যবস্থা মেনে নিতে আপত্তির পক্ষে যুক্তি দেওয়া হত যে ওয়াগ্‌নার আইন সংবিধানবিরোধী। শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী নিয়োগকর্তাদের তাদের উকিলরা পরামর্শ দিয়েছিল যে সুপ্রীম-কোর্ট আন্তরাজ্য বাণিজ্যের উপর কংগ্রেসের ক্ষমতা অতিক্রম করার জন্য নিশ্চয়ই এই আইন অবৈধ ঘোষণা করবে। আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের উপর কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাই ছিল এই আইনের ভিত্তি। এই পরামর্শ লাভ করে মালিকরা আইনটি অমান্য করতে দ্বিধা করে নি এবং জাতীয় শ্রম সম্পর্কে পর্ষদকে ওয়াগ্‌নার আইন বলবৎ করতে না দেবার জন্য অজস্র হুকুমনামা দায়ের করেছিল। ইস্পাত, মোটরগাড়ী, রবার ও অন্যান্য বৃহদাকার উৎপাদনশিল্পে শ্রমিক সংস্থা সংগঠনের বিরুদ্ধেই বিশেষ করে তারা আক্রমণ চালিয়েছিল। তারা কোম্পানীপরিচালিত শ্রমিক সংস্থার উপর তখন পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। গুপ্তচর, দালাল, অপরাধমূলক কাজে প্ররোচক গোয়েন্দাদের শ্রমিক সংস্থার যে কোনো কাজের খবর বের করার জন্য, শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে অবিশ্বাস ও

সন্দেহ জাগাবার জন্য এবং যাদের শ্রমিকদের নেতা বলা যেতে পারে তাদের বরখাস্ত করতে মালিকদের সাহায্য করার কাজে সংবাদ সংগ্রহের জন্য ভাড়া করা হত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুণ্ডার দল পুষে শ্রমিক সংস্থার সদস্য হওয়া থেকে নিরস্ত করার জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তি প্রয়োগ করা হত। বহিরাগত সংগঠকদের উপর মারপিট করা হত, শহর থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হত এবং ফিরে এলে আরো বেশি মারধোরের ভয় তাদের দেখানো হত।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য আইন ও সাংবিধানিক অধিকারের সম্পূর্ণ অবহেলার ভয়াবহ চিত্র 'লা ফলেট্ নাগরিক স্বাধীনতা সমিতি'র ('লা ফলেট্ সিভিল লিবার্টিজ্ কমিটি') রিপোর্টে পাওয়া যায়। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত রিপোর্টটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে দিয়েছিল যে, ২,৫০০টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (এদের তালিকা "আমেরিকার শিল্পের কার্যবিবরণী বলিয়া" মনে হচ্ছিল) শিল্পসংক্রান্ত গুপ্তচরবৃত্তিতে বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান থেকে গুপ্তচর ভাড়া করে আনছিল। 'পিন্‌কারটন' ও 'বার্ণস' এজেন্সি', 'রেলওয়েজ অ্যাণ্ড অডিট ইন্‌স্পেকৃশন কোম্পানী' এবং 'কর্পোরেশন অক্‌জিলিয়ারি কোম্পানী'র নথিপত্র থেকে জানা যায় যে এ সব কোম্পানী আলোচ্য তিন বছরে শ্রমিক সংস্থাগুলির কার্যকলাপের খবর সংগ্রহের জন্য, কর্মচারীদের অসন্তোষে উস্‌কানি দেবার জন্য এবং সাধারণভাবে শ্রমিক সংগঠন ব্যাহত করার জন্য মোট ৩,৮৭১ জন লোক দিয়েছিল। তাদের এই গোপন দায়িত্ব পালনের জন্য একজন গুপ্তচর তিরানব্বইটি শ্রমিক সংস্থার সদস্য হয়েছিল এবং পিন্‌কারটনের লোকদের মধ্যে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ শ্রমিক সংস্থার কর্মচারী হতে পেরেছিল। আরো বলা হয়েছিল যে একটি নির্বাচিত তালিকার অন্তর্গত কোম্পানীগুলি (কয়েকটি প্রধান কোম্পানী ধরা হয়েছিল, সব কোম্পানী নয়।) ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে গুপ্তচর, ধর্মঘট ভাঙ্গাবার জন্য বাইরের লোক ও গোলাবারুদের উপর মোট ৯,৪৪০,০০০ ডলার খরচ করেছিল। 'জেনারেল মোটরস্ কর্পোরেশন' একলাই ৮৩০,০০০ ডলার ব্যয় করেছিল।

লা ফলেট্ সমিতি একথা বলে তাদের রিপোর্ট সমাপ্ত করেছিল যে, "শিল্প-সংক্রান্ত গুপ্তচর বৃত্তির এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ডাকে জনসাধারণ সাড়া না দিয়া পারে না। এই গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের কর্মচারীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, কর্মচারীদের তাহাদের সাংবিধানিক

অধিকার হইতে বঞ্চিত করে, বিশৃঙ্খলা ও অসদ্ভাব বর্ধিত করে এবং সরকারের ক্ষমতা পর্যন্ত অস্বীকার করে।"

এই একই সমিতি ১৯৩৭ সালের 'লিটল্ ষ্টীল' ধর্মঘট সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্রের যে বিবরণ উদ্ঘাটিত করেছিল তা শিল্পসংক্রান্ত গুপ্তচরবৃত্তির চেয়েও বেশি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। 'ইয়ঙ্গস্‌টাউন শীট অ্যাণ্ড টিউব কোম্পানীর' হাতে ৮টা মেসিনগান্, ৩৬৯টা রাইফেল, ১৯০টা শট্‌গান্ ও ৪৫০টি রিভলভার এবং ৬০০০ রাউণ্ড গুলি, ৩,৯৫০ রাউণ্ড ছররা, ১০৯ টা গ্যাস্ বন্দুক ও ৩,০০০ রাউণ্ড গ্যাসের বারুদ ছিল। 'রিপাবলিক ষ্টীল কোম্পানীর'ও অনুরূপ অস্ত্রশস্ত্র ছিল এবং এই কোম্পানী ৭৯,০০০ ডলারের কাঁদুনে ও বমনেচ্ছাউদ্রেককারী গ্যাস কিনেছিল। বলা হয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্রে এসব জিনিসের খরিদ্দারদের মধ্যে, এদের ভেতর পুলিশ বিভাগও অন্তর্গত, এত বেশি খরচ আর কোনো প্রতিষ্ঠান করে নি। সিনেটর লা ফলেট্ ঘোষণা করেছিলেন যে, এই দুটি ইস্পাত কোম্পানীর অস্ত্রাগার "একটি ছোটখাট যুদ্ধের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল।"

শ্রমিক সংস্থা প্রতিরোধে মালিকদের দ্বারা ব্যবহৃত পদ্ধতির মধ্যে একটি বিশেষ কুখ্যাত পদ্ধতিও প্রকাশ পেয়েছিল। সর্বপ্রথম 'রেমিংটন র‍্যাণ্ড কোম্পানী' এই পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং 'ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব্ ম্যানুফ্যাকচারার্স' 'মোহাওয়াক্ উপত্যকা সংকেত' ('মোহাওয়াক্ ভ্যালী ফরমুলা') নামে পদ্ধতিটির বহুল প্রচার করে। সংকেতটিতে একটি প্রণালীবদ্ধ অভিযানের ছক এঁকে রাখা হয়েছিল। শ্রমিক সংগঠকদের বিপজ্জনক বিক্ষোভকারী বলে নিন্দা করা, আইন ও শৃঙ্খলার নামে মালিকদের সমর্থনে সম্প্রদায়কে টেনে আনা, স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে সভা ভেঙ্গে দিয়ে ধর্মঘটীদের ভয় দেখানো, 'অনুগত কর্মচারীদের' গোপনে সংগঠিত করে 'কাজে ফিরিয়া যাইব' আন্দোলনে প্ররোচনা প্রদান, ধর্মঘট দ্বারা আক্রান্ত কারখানায় উৎপাদন আবার শুরু করার জন্য রক্ষী দল স্থাপন, এসব ব্যবস্থা অভিযানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। 'মোহাওয়াক্ উপত্যকা সংকেতের' অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক নেতাদের নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত বলে প্রচার করে এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা নিরপেক্ষ থেকে চরমপন্থী আন্দোলনের নেতাদের মালিকদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত ও আগ্রহী শ্রমিক সম্প্রদায়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে দিলে আক্রান্ত শিল্প সেই অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেবার ভয় দেখিয়ে জনসাধারণের সমর্থন লাভ।

'শা ফলেট্ সমিতি' দ্বারা প্রকাশিত সাক্ষ্য প্রমাণ শ্রমিক-মালিক সংগ্রামের কয়েকটি দিক উদ্ঘাটিত করে আগে যেগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, রক্ষণশীল কাগজগুলি অবশ্য আভাস দিয়েছিল যে সমিতির অনুসন্ধান একদেশ-দর্শিতা দোষে দুষ্ট এবং সমিতির রিপোর্ট নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জিত। কিন্তু তাহলেও তারা স্বীকার করেছিল যে এই অবস্থা কোনো রকমেই মার্জনা করা যায় না এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের নাগরিক অধিকারের সমর্থনে অগ্রসর হয়েছিল। বস্তুতঃ, এসব তথ্য প্রকাশিত হওয়ার ফলে বহু যৌথ প্রতিষ্ঠান বুঝতে পেরেছিল যেসব আচরণ প্রকাশ্যে করা যায় না সেগুলি পরিত্যাগ করাই বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

ইতিমধ্যে শ্রমিক সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব মারমুখী কৌশলের সাহায্যে শ্রমিকসংস্থাবিরোধী অভিযান প্রতিরোধ করছিল। এ সময়ে ওয়াগ্‌নার আইনের অন্তর্নিহিত মৌল নীতিগুলি বিপন্ন হয়েছিল এবং ব্যাপক শিল্পবিরোধ লেগেই ছিল। ১৯৩৭ সালে ধর্মঘটের সংখ্যা ১৯৩৪ সালেরও উপরে উঠে গেল। ধর্মঘটগুলির সংখ্যা হয়েছিল ৪,৭২০ এবং প্রায় কুড়ি লক্ষ শ্রমিক এগুলিতে জড়িত ছিল।

অসন্তোষের এই নতুন তরঙ্গ 'জেনারেল মোটরস' কোম্পানীর মোটরগাড়ী নির্মাণে নিযুক্ত শ্রমিকদের 'নিজ নিজ আসনে বসে থেকে' ধর্মঘটে নাটকীয়ভাবে চরম পরিণতি লাভ করার সময়েও ওয়াগ্‌নার আইনের সঙ্গে সংবিধানের সংগতি নির্ধারিত হয়নি। অবশেষে ১৯৩৭ সালের ১২ই এপ্রিল সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল পর পর কয়েকটি রায়ের মাধ্যমে (এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় "জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষৎ বনাম জোন্‌স ও লাফলিন ইস্পাত কোম্পানী" মামলাটিতেই দেওয়া হয়েছিল)। আইনটি অনুমোদিত হয়েছিল। 'নয়া বন্দোবস্ত' ও সংগঠিত শ্রমিকদের পক্ষে এই চাঞ্চল্যজনক জয়লাভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। এ বছরের গোড়ার দিকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সুপ্রীম কোর্ট পুনর্গঠন করার জন্য যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা বিচার ও শাসন বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছিল। এই জয়লাভ সুপ্রীম কোর্টের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন প্রতিফলিত করেছিল এবং পূর্বোক্ত সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল। আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য প্রভাবিত হয়েছে বলে শ্রম সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্য ধারা অনুসারে কংগ্রেসের এলাকাভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং নিয়োগকর্তা অথবা কর্মচারীর অধিকার আইনটির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, এই অভিযোগ

স্পষ্টভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। 'এন্‌, এল, আর্‌, বি বনাম জোন্‌স ও লাফলিন' মামলায় ৫-৪ রায়ে (পাঁচজন বিচারপতি পক্ষে ও চারজন বিপক্ষে) প্রধান বিচারপতি হিউজেস্‌ বলেছিলেন, বিবাদীর নিজ ব্যবসায় সংগঠিত করিবার ও নিজের কর্মচারী ও প্রতিনিধি নিয়োগ করিবার অধিকারের মতই কর্মচারীদের সংঘবদ্ধ হইবার ও বৈধ উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবার সুস্পষ্ট অধিকার রহিয়াছে। কর্মচারীদের সংগঠিত হইবার ও প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকারের অবাধ প্রয়োগে বৈষম্যমূলক আচরণ ও নির্যাতনের সাহায্যে বাধাদান উপযুক্ত আইন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিন্দার ন্যায্য বিষয়। বহুদিন পূর্বে আমরা শ্রমিক সংগঠনের কারণ বর্ণনা করিয়াছিলাম। আমরা বলিয়াছিলাম যে পরিস্থিতির প্রয়োজনেই তাহারা সংগঠিত হয়, এবং নিয়োগকর্তার সহিত তাহার সম্পর্কে এককভাবে অসহায়, এবং নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জীবিকানির্বাহের জন্য শ্রমিক সাধারণতঃ তাহার দৈনিক মজুরির উপর নির্ভরশীল, এবং শ্রমিকের বিবেচনানুসারে ন্যায্য মজুরি দিতে মালিক অস্বীকার করিলেও তাহার পক্ষে কর্মত্যাগ করা এবং স্বৈরাচারী ও অন্যায় ব্যবহার প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, এ অবস্থায় মালিকদের সহিত সমানে সমানে মোকাবিলা করিবার সুযোগ দানের জন্য শ্রমিক সংস্থা অপরিহার্য।"

'জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষদের' ক্ষমতা স্বীকৃত হবার পর অবশেষে এই সংস্থা কার্যকরভাবে আইনটি বলবৎ করার সুযোগ পেল। নিয়োগকর্তার পক্ষে কর্মচারীদের অধিকারে হস্তক্ষেপ, বাধাদান অথবা নির্যাতন যে শ্রম সংক্রান্ত অন্যায় আচরণ, আইনের এই ধারাটির পর্ষৎ ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করেছিল। শুধু যে পুরোনো 'হলদে-কুকুর চুক্তি', অবাঞ্ছিত শ্রমিকদের তালিকারচনা, এবং অন্যান্য প্রকাশ্য বৈষম্যমূলক আচরণ বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছিল তাই নয়, শ্রমিক গুপ্তচর নিয়োগ ও শ্রমিকসংস্থাবিরোধী প্রচারকার্যও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কোম্পানীনিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংস্থা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল, শ্রমিকসংস্থাসমন্বিত কারখানা ও 'সীমাবদ্ধ কারখানা' নীতি অনুমোদিত হয়েছিল এবং শান্তিপূর্ণ পিকেটিং-এ হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

পর্ষদের কাছে শ্রমসংক্রান্ত অন্যায় আচরণের যে সব মামলা আসত প্রকৃতপক্ষে সেগুলির অধিকাংশই শিল্পের স্বার্থ সম্বন্ধে কোনো প্রতিকূল ধারণা না নিয়েই মীমাংসা করা হত। অবশ্য একথা সত্য যে অনেক সময় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং মালিকপক্ষও অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের দিক থেকে

কোনো অন্যায় আচরণ প্রমাণ করতে পারে নি। সাধারণ ভাবে শত্রুভাবাপন্ন পত্রপত্রিকাগুলি পর্ষদের শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতি কল্পিত পক্ষপাতিত্বের জন্য তাদের আক্রমণ করবার কোনো সুযোগ হারায় নি। 'এন্ এল আর্ বি'র যে চিত্র এ সব কাগজে পাওয়া যায় তা থেকে এই সংস্থার কৃতিত্ব ছিল বহুলাংশে ভিন্ন ধরনের।

১৯৩৫ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে শ্রমসংক্রান্ত অন্যায় আচরণের অভিযোগে মোট ৩৬,০০০ মামলা এবং কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে মোট ৩৮,০০০ মামলা পর্ষৎ বিচার করেছিল। এক সঙ্গে এসব মামলা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তাদের ২৫.৯ শতাংশ কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগেই প্রত্যাহার করা হয়েছিল; ১১.৯ শতাংশ আঞ্চলিক অধিকারিকদের দ্বারা নাকচ হয়ে গিয়েছিল; ৪৬.৩ শতাংশ ঘরোয়া আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক বোঝাপড়ার সাহায্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, এবং মাত্র ১৫.৯ শতাংশ মামলায় সরকারীভাবে শুনানির প্রয়োজন হয়েছিল। শেষোক্ত মামলাগুলির ফলে ২,০০০ কোম্পানী-নিয়ন্ত্রিত সংস্থা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, এবং মালিকরা প্রকৃত সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করায় ৩০০,০০০ শ্রমিককে পুনরায় বহাল করা হয়েছিল এবং মোট ৯,০০০,০০০ ডলার বকেয়া মজুরি দেওয়া হয়েছিল।

শ্রম সংক্রান্ত অন্যায় আচরণের মামলার শুনানি এবং এ সব মামলা প্রমাণিত হলে 'বন্ধ কর ও নিরস্ত হও' নির্দেশ দেওয়া ছাড়া 'জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষৎ ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে ২৪,০০০ নির্বাচনের তত্ত্বাবধান করেছিল। এ সব নির্বাচনে ৬,০০০,০০০ শ্রমিক যৌথ দর কষাকষির জন্য প্রতিনিধি নিয়োগে অংশগ্রহণ করেছিল। 'সি, আই, ও' এ সব নির্বাচনের শতকরা ৪০ ভাগে, 'এ, এফ অব্ এল' শতকরা ৩৩.৪ ভাগে এবং স্বতন্ত্র সংস্থাগুলি শতকরা ১০.৫ ভাগে জয়ী হয়েছিল। নির্বাচনগুলির শতকরা ১৬.১ ভাগে কোনো প্রতিনিধি বাছাই করা যায় নি। আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে মজুরি ও কাজের সময় নিয়ে বিরোধের ব্যাপারে পর্ষদের কোনো হাতই ছিল না। কিন্তু তার নিজের এলাকায় পর্ষদের কার্যকলাপ শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে স্থিরতা নিয়ে আসতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

'নয়া বন্দোবস্তে' সাধারণভাবে শ্রমিকদের অনুকূল যে নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল তার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হবার এবং যৌথ দর কষাকষির অধিকার সংরক্ষণ। একবার এই পথ বেছে নেবার পর রুজভেল্ট

সরকার শ্রমিকসংস্থার প্রসারে উৎসাহদান এবং আমাদের জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়নে তাদের মৌল ভূমিকা স্বীকার করায় পূর্ববর্তী যে কোনো সরকার থেকে অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সাহায্য করায় অথবা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে ওয়াগ্‌নার আইনই একমাত্র 'নয়া বন্দোবস্ত' ছিল না।

প্রেসিডেন্টের কার্যকালের একেবারে গোড়ার থেকেই তিনি বেকারত্ব ও সাহায্যদানের মৌল সমস্যা সমাধানে সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্বের উপর বার বার জোর দিয়েছিলেন। এই মনোভাব মার্কিণ গণতন্ত্রের প্রগতিপন্থী নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং দেশের শ্রমিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অভাবঅভিযোগ সম্বন্ধে সহানুভূতির সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়েছিল। 'জাতীয় শিল্প পুনরুন্নয়ন আইনের' অন্তর্গত সরকারী নির্মাণ কার্যক্রম প্রধানতঃ শিল্পকে অনুপ্রেরিত করার উপায় হিসাবে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু 'নাগরিক সংরক্ষণ বাহিনী' (সিভিলিয়ান কনজারভেটিভ্‌ কোর') এবং 'যুক্তরাষ্ট্রীয় আপৎকালীন সাহায্য প্রশাসনের' ('ফেডারেল ইমার্‌জেন্সি রিলিফ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন') প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল বেকারদের বিরাট বাহিনীকে সাহায্যদান। এ সব প্রকল্পে অভাবগ্রস্ত মানুষের অতীব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি যে দৃষ্টিভংগী প্রতিফলিত হয়েছিল তার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট হুভারের দৃষ্টিভংগীর যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। হুভার প্রত্যক্ষ সাহায্যদান ব্যক্তির কর্মপ্রেরণার এবং আত্মসম্মানের পক্ষে ক্ষতিকর বলে বহুদিন তাতে সম্মত হন নি। বেকাররা যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল তা বোঝার ব্যাপারে এবং পুনরুজ্জীবিত শিল্প কর্ম-সংস্থানের স্বাভাবিক সুযোগসুবিধা না দেওয়া পর্যন্ত সরকারী সাহায্যের আবশ্যকতা স্বীকারে রুজভেল্ট সবকার অনেক বেশি বাস্তবধর্মী ছিল।

'ওয়ার্কস উন্নতি প্রশাসনে' ('ওয়ার্কস্ প্রগ্রেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন') যে প্রকল্প চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল তা এই সত্য আরো ভালোভাবে প্রমাণিত করেছিল। এই সরকারী প্রতিষ্ঠান শুধু বেকারদের সাহায্য করার জন্যই স্থাপিত হয় নি। বেকারদের চাকরি দিয়ে তাদের আত্মসম্মান বজায় রাখতে সাহায্য করাও ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। পুনরুন্নয়নের মন্থরগতি ও ১৯৩৭ সালের আর্থিক পশ্চাদপসরণের ফলে সরকারকে প্রথমে যা ভাবা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি গভীরভাবে এই প্রকল্পে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু সম্ভাব্য ব্যয় হ্রাস অপেক্ষা শ্রমিকদের কল্যাণকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং প্রভূত পরিমাণে অর্থব্যয়ের জন্য সমালোচনার বিষয় হলেও সরকার তার নীতি থেকে সরে আসে নি।

রুজভেল্ট যে ব্যবস্থাকে তাঁর শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি বলে মনে করতেন সেই 'সামাজিক নিরাপত্তা আইনের, ('সোস্যাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট') প্রভাব আরো অনেক সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এই আইনে বেকারত্ব বীমা, বার্ধক্য বীমা এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করার অন্যান্য ব্যবস্থা ছিল। আমরা আগেই দেখেছি যে ১৯৩২ সালের সম্মেলনে বেকারত্ব বীমা প্রকল্প সম্বন্ধে তাদের ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার' এই আইনের অন্তর্নিহিত নীতির বিরোধিতা করে আসছিল। এ সময়ে এই সংস্থা সরকারী কার্যক্রমের সমর্থনে এগিয়ে এল। কিন্তু প্রেসিডেন্টের নিজের আগ্রহই সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পটিকে কার্যকরভাবে জীইয়ে রেখেছিল। শ্রমসচিব পার্কিন্স লিখে গেছেন, "তিনি মনে করিতেন যে, এই প্রকল্প তাঁহার নিজস্ব।"

রুজভেল্ট সামাজিক নিরাপত্তা সম্ভব করে তোলার শ্রেষ্ঠ উপায় সম্পর্কে গবেষণা ১৯৩৩ সালের গোড়ার দিকে শুরু করিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত হবার বহুপূর্বে তাঁর পরামর্শদাতাদের কাছে তিনি সব সময়ই তাঁর ভাষায় "দোলনা হইতে কবর" (অর্থাৎ, জন্ম থেকে মৃত্যু) বীমা ব্যবস্থার কথা বলতেন। সমস্ত কার্যক্রম কীভাবে পরিচালিত হবে এ নিয়ে পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য তিনি তাঁর মন্ত্রিপরিষদেব মধ্যে একটি 'আর্থিক নিরাপত্তা সমিতি' ('কমিটি ফর ইকনমিক্ ফ্রীডম্') নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর "অবশ্য করণীয় তালিকায়" ১৯৩৪ সালে একটি বিলের প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। এ বিষয়ে কিছু করতে সে বছর কংগ্রেস ব্যর্থ হলে পরবর্তী অধিবেশনে এই বিল অনুমোদনের জন্য দৃঢ়ভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন। তখন শেষ পর্যন্ত কাজ হয়েছিল এবং ১৯৩৫ সালের আগষ্ট মাসে প্রচুর ভোটাধিক্যে 'সামাজিক নিরাপত্তা আইন' গৃহীত হল।

নতুন আইনটির তিনটি প্রধান অংশ ছিল :

প্রথমত: রাজ্যগুলির মাধ্যমে বেকারত্বের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে ঠিক করা হল। যে সব রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে বীমা ব্যবস্থা অবলম্বন করবে বেতন প্রাপকদের তালিকা অনুসারে নির্ধারিত একটি কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থের শতকরা নব্বই ভাগ রেহাই দিয়ে এই কার্যক্রম পরিচালনা করার আয়োজন হল।

দ্বিতীয়ত:, বার্ধক্যজনিত ভাতা কার্যক্রম যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করবে। নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীদের উপর আরোপিত একটা সমান

হারের করের সাহায্যে এ জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হবে। এই কর কর্মচারীদের মজুরির শতকরা একভাগ থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে শতকরা তিন ভাগে বেড়ে যাবে।

তৃতীয়তঃ, অন্যান্য অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের রাজ্য সরকারগুলিকে বৃদ্ধ ও অন্ধ, পরনির্ভর শিশু, পঙ্গু ও অক্ষম ব্যক্তিদেব জন্য অর্থানুকূল্য দিয়ে সাহায্য করার ব্যবস্থা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অর্থ মাতৃমঙ্গল ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নতি, শিশুকল্যাণ, অক্ষম ব্যক্তিদের পুনর্বাসন এবং জনসাধাবণের স্বাস্থ্যের জন্য বণ্টন করার ব্যবস্থা হয়েছিল।

কয়েক ধরনের কর্মচারীদের বাদ দেওয়ার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি সীমিত হয়ে গিয়েছিল। কোনো মাপকাঠিতেই এই কার্যক্রমের প্রদত্ত সুযোগসুবিধাকে অতিরিক্ত উদার বলা যায় না এবং যে "দোলনা হইতে কবর" বীমা ব্যবস্থার কথা বলতে রুজভেল্ট ভালবাসতেন তার ধারে কাছেও এই কার্যক্রম যেতে পারে নি। অন্যান্য কয়েকটি দেশ আরো ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করেছিল এবং যুক্তরাষ্ট্র এ সময়েও তাদের পিছনে পড়েছিল। তা'হলেও যে জাতি এতদিন আর্থিক ও সামাজিক বিষয়ে সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে লেসে-ফেয়ের মতবাদে বিশ্বাস করত তার ইতিহাসে নতুন আইনটি আর একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন। সামাজিক নিরাপত্তা শিল্পশ্রমিক সম্প্রদায় এবং জনসাধারণেব সমর্থন লাভ করতে পেরেছিল। ব্যবসায় মন্দা শুরু হবার পর আর্থিক চাপ জনসাধারণের দৃষ্টিভংগী কীভাবে পরিবর্তিত করেছে, এই ঘটনায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে তার নির্দেশ পাওয়া যায়।

গ্রীন্ লিখেছেন, "এই কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে আর্থিক সঙ্কটজনিত বিপর্যয়, এতদিন যাহা সরকাবেব কর্মক্ষেত্রের বাহিরে অবস্থিত বলিয়া মনে করা হইত সেই সকল দায়িত্ব স্বীকার করিতে এবং বেসরকারী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সেই সকল কর্তব্য পালন করিতে সরকাবকে বাধ্য করিয়াছিল। জাতীয় সরকার জনসাধারণের কার্যনির্বাহী অঙ্গ হিসাবে অভাবগ্রস্ত ও বেকার ব্যক্তিদের যত্ন লইতে বাধ্য হইয়াছিল।"

বেকারদের প্রত্যক্ষ সাহায্যদান ও সামাজিক নিরাপত্তা ছাড়াও 'নয়া বন্দোবস্ত' শ্রমিকদের কর্মপরিবেশে উন্নতি সাধনেব দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। 'এন আর এ' সংহিতাগুলির মজুরি ও কার্যকলাপ সংক্রান্ত শর্তগুলিতে এ ধরনের প্রথম চেষ্টা করা হয়। 'জাতীয় শিল্প পুনরুন্নয়ন আইন' সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষিত হলে

তৎক্ষণাৎ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য উপায় অন্বেষণ করা হয়েছিল। এই দিকে প্রথম ব্যবস্থা 'ওয়াল্স-হীলি সরকারী ঠিকা আইন' ('ওয়াল্স-হীলি পাব্লিক কন্ট্রাকট্স অ্যাক্ট') প্রণয়ন করে নেওয়া হয়েছিল। এই আইন যেসব ঠিকাদার সরকারকে জিনিসপত্র সরবরাহ করত তাদের নিযুক্ত সব শ্রমিকের জন্য সপ্তাহে চল্লিশ-ঘণ্টা কাজ ও ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু স্পষ্টতই এই আইনের এক্তিয়ার খুবই সীমিত ছিল। শুধু 'এন্ আর, এ'র বিরুদ্ধেই নয়, বিভিন্ন রাজ্যের ন্যূনতম মজুরি আইনের বিরুদ্ধে সংবিধান সংক্রান্ত আপত্তি অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক আইন রচনাই ছিল প্রকৃত সমস্যা। শ্রমসচিব পার্কিন্স এই সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন এক দৃষ্টিভংগীর সম্ভাবনা অন্বেষণ করছিলেন। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের মনোভাব দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বলে মনে হয়েছিল।

১৯৩৬ সালের নির্বাচন অভিযানে এই প্রশ্ন উঠেছিল। সাধারণতন্ত্রীরা রাজ্য আইন অথবা আন্তঃ রাজ্য বোঝাপড়ার মাধ্যমে ন্যূনতম মজুরি আইন প্রবর্তন করতে চেয়েছিল। কিন্তু গণতন্ত্রীরা ঘোষণা করেছিল যে, "সংবিধানের ভিতরে থাকিয়া" তারা জাতীয় পর্যায়ে আইন রচনার চেষ্টা করবে। ১৯৩৭ সালের গোড়ার দিকে সুপ্রীম কোর্ট নিয়ে লড়াই শুরু হবার আগে কিন্তু রুজভেল্ট সর্বোচ্চ কার্যকাল, ন্যূনতম মজুরি, এবং একেবারে প্রায় শেষ মুহূর্তে, শিশু শ্রমের বিলোপের ব্যাপারে একটি বিল উত্থাপন করতে সম্মতি দিয়েছিলেন। এ ধরনের পরিবর্তন সর্বপ্রথম 'এন্ আর্ এ' সংহিতাগুলির মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

'ন্যায়সংগত শ্রমমান বিল' বলে পরিচিত প্রস্তাবটি প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। এই বিরোধিতা আংশিকভাবে আদালতের বাইরে রাজনৈতিক বিদ্বেষ প্রতিফলিত করেছিল। এমন কী শ্রমিক সম্প্রদায়ও প্রথমে বিলটি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে নি। 'এ এফ অব্ এল'এর মধ্যে বেশ কিছু রক্ষণশীল লোক এ সময়েও নীতির দিক দিয়ে মজুরি সম্বন্ধে আইন রচনার বিরোধী ছিল। তারা ভয় পেয়েছিল ন্যূনতম মজুরিই সর্বোচ্চ মজুরি হয়ে দাঁড়াবে। সরকারের প্রস্তাবে গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা রয়েছে মনে করে সভাপতি গ্রীন্ এই বিলের বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছিলেন। 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার' ও 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব্ ম্যানুফাকচারার্স' এর মুখপত্রেরা সন্দেহ জনক মৈত্রীতে একতাবদ্ধ হয়ে পড়াতে 'নয়া বন্দোবস্তের' অন্যান্য প্রস্তাবের চেয়ে এই বিল পাশ করানো বেশি কঠিন হয়ে উঠল।

রুজভেল্ট কংগ্রেসের নিকট প্রেরিত তাঁর বাণীতে এবং সাধারণ লোকের সঙ্গে

ঘরোয়া আলোচনায় বারবার ও দৃঢ়তার সঙ্গে বিলটির গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৩৭ সালের মে মাসে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "একটি স্বয়ংনির্ভর ও আত্মসম্মানবোধসমন্বিত গণতন্ত্র শিশুশ্রমের অস্তিত্বের সমর্থনে কোনো ন্যায়সংগত কারণ এবং শ্রমিকদের মজুরি হ্রাসের অথবা তাহাদের কার্যকাল বৃদ্ধির পক্ষে কোনো আর্থিক যুক্তি দেখাইতে পারে না।" কিন্তু শ্রমজীবীদের প্রতি সুবিচারের প্রশ্ন ছাড়াও প্রস্তাবিত বিলটি জাতীয় ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখা ও বাড়ানোর উপায় হিসাবে সমর্থিত হয়েছিল।

এদিক থেকে উচ্চ মজুরির গুরুত্ব স্বীকার অবশ্য নতুন কোনো ঘটনা নয়। শ্রমিক সম্প্রদায় সব সময়ই বলে এসেছে যে নিজেদের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যাদি কিনতে সমর্থ হবার মত মজুরি তাদের দেওয়া হলেই আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে পারবে। এই নীতির উল্লেখ ১৮২৭ সালের মত অতদিন আগেও মজুরি, ভোগব্যয় ও শিল্পজাত দ্রব্যসম্বন্ধে বিবৃতিতে 'মেকানিক্‌স ইউনিয়ন অব্‌ ট্রেড্‌ এসোসিয়েশন্‌স' করেছিল। কিন্তু এই যুক্তি মন্থরগতিতে জনসাধারণের প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পেরেছিল এবং বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সবেমাত্র ধীরে ধীরে গৃহীত হওয়া শুরু হয়েছিল। আর অবশ্য এ যুক্তি মেনে নেওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। উচ্চ মজুরির সমর্থনে এই ক্রয়-ক্ষমতা তত্ত্বের বিরুদ্ধে গতানুগতিকভাবে বিপরীত যুক্তি দেওয়া হত যে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়ে দিয়ে উচ্চ মজুরি প্রকৃতপক্ষে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সঙ্কীর্ণ করে এবং ফলে উৎপাদনই কমিয়ে দেয়।

১৯৩৭ সালের গ্রীষ্মকালে কংগ্রেস 'ন্যায়সঙ্গত শ্রম মান বিলের' উপর কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অক্ষম হলে রুজভেল্ট আবার এই ব্যাপক কার্যক্রমের প্রসঙ্গে তাঁর আক্রমণে ফিরে গেলেন এবং নভেম্বর মাসে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করে অবিলম্বে বিলটির অনুমোদন দাবি করলেন।

তিনি বললেন, "আমি বিশ্বাস করি আজ সমগ্র জাতি স্বীকার করিতেছে যে শিল্পের সাধারণ পরিস্থিতিতে পশ্চাদপসরণের জন্য যে সব প্রভাব দায়ী উহাদের বিরুদ্ধে মজুরি বৃদ্ধি ও জাতির ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখিতে কংগ্রেসের সক্রিয় হওয়া আবশ্যক। শিশু শ্রমিকদের শোষণ এবং সর্বাপেক্ষা অল্প মজুরির শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস ও কার্যকাল বৃদ্ধি ব্যবসায়ে পশ্চাদপসরণের সময় ক্রয়ক্ষমতার উপর গুরুতর প্রভাব বিস্তার করে……। আমেরিকার শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইতে ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করিবার সহিত যদি আমরা এই বর্ধিত উৎপাদন গ্রহণ

করার জন্য বাজার সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্টভাবে আমাদের শ্রমিকদের আয় না বাড়াই তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত জাতির কী লাভ হইবে ?"

বার বার বিলম্ব শ্রমিকদের আপত্তি দূর করার জন্য মূল বিলটি নতুন করে লেখা ও শাসনবিভাগীয় প্রবল চাপের পর অবশেষে বিরোধীপক্ষ হার স্বীকার করল। 'ন্যায়সঙ্গত শ্রম মান বিলটি' ১৯৩৮ সালের জুন মাসে গৃহীত হল। এই আইন ঘণ্টায় ২৫ সেণ্ট ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত করল এবং সাত বছরের মধ্যে ন্যূনতম মজুরি ঘণ্টায় ৪০ সেণ্টে বাড়াবার ব্যবস্থা করা হল। সপ্তাহে চুয়াল্লিশ ঘণ্টা সর্বোচ্চ কার্যকাল ঠিক হল। তবে তিন বছরের মধ্যে এই কার্যকাল চল্লিশ ঘণ্টায় নামিয়ে আনার ব্যবস্থা রইল। এই আইন যে সব শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে প্রবেশ করে তাদের বেলায় ষোল বছরের কম বয়সের শ্রমিকদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করল। প্রায় এক শতাব্দী আগে শ্রমিক সম্প্রদায় আইনের দ্বারা দিনে দশ-ঘণ্টা কাজের সময় নির্দিষ্ট করার জন্য দাবি করলে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, এতদিন পরে তার ফললাভ করা গেল। মজুরি ও কার্যকালের নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র যতটা প্রত্যক্ষ ও ব্যাপকভাবে প্রবেশ করল তা আর্থিক মন্দার আগেও প্রায় অসম্ভব বলে মনে করা হত। সরকারের যৌথ দরকষাকষি সমর্থনের মতই এই ঘটনা সমান সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। আবার, অবাধ বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল আর্থিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নীতিগুলি অন্য কোনো ব্যবস্থা এতটা প্রত্যক্ষভাবে অস্বীকার করতে পারে নি। স্যামুয়েল গম্‌পার্স, এমন কি উইলিয়াম গ্রীনের মত শ্রমিকনেতাও সবচেয়ে রক্ষণশীল পুঁজিপতিদের মত সমান উৎসাহের সঙ্গে এ সব নীতি সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু এখন সর্বোচ্চ কার্যকাল ও ন্যূনতম মজুরি সম্বন্ধে আইন অধিকাংশ ব্যক্তিদের দ্বারাই সাধারণভাবে সমর্থিত এবং আবশ্যক বলে গৃহীত হয়েছিল।

সরকার এবং আদালতগুলিও শ্রমিক সম্প্রদায়ের সমর্থনে নিজেদের নিযুক্ত করেছিল। একাদিক্রমে কয়েকটি মামলায় 'ওয়াগ্‌নার আইন', 'সামাজিক নিরাপত্তা' ও 'ন্যায়সংগত শ্রম মান আইন' অনুমোদিত হয়েছিল। এ সব সিদ্ধান্ত বিচারবিভাগের পূর্ববর্তী রায়ের বিপরীত মনোভাব প্রতিফলিত করেছিল এবং 'নয়া বন্দোবস্তের' বিভিন্ন নীতির উপর চূড়ান্ত অনুমোদনের ছাপ মেরে দিয়েছিল। সুপ্রীম কোর্ট জানাল যে "যাহাদের নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে, তাহাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইলে এবং সম্প্রদায়ের স্বার্থে করা হইলে" কোনো নিয়ন্ত্রণে সংবিধানের পঞ্চম অথবা চতুর্দশ সংশোধনের ন্যায্য পদ্ধতি

ধারা ভাঙ্গা হয়েছে বলা যাবে না। শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের বিষয়ে অথবা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে আইন রচিত হলে তা চুক্তিবদ্ধ হবার স্বাধীনতার সাংবিধানিক রক্ষাকবচ অমান্য করে, এই মত সুপ্রীম কোর্টের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের পর পরিত্যক্ত হল।

উপরন্তু, আদালতগুলি এখন জোটবিরোধী আইন অনুসারে অভিযুক্ত হওয়া থেকে শ্রমিক সংস্থাদের সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি দিল এবং সাধারণভাবে ধর্মঘট, বয়কট ও পিকেটিং করার অধিকার অনুমোদন করে নিজেদের পূর্বের নীতি উল্টে দিল। প্রগতির যুগেও শ্রমিক সম্প্রদায়ের যে সব অধিকার সংরক্ষিত বলে কল্পনা করা হয়েছিল সেগুলি সুপ্রিম কোর্ট বার বার নাকচ করে দিয়েছিল। কিন্তু এসময়ে শ্রমিকদের মর্যাদা সর্বদাই সুপ্রীম কোটের অনুকূল সিদ্ধান্তের ফলে বেড়ে যাচ্ছিল। 'থর্নহিল বনাম অ্যালবামা' নামে একটি বিখ্যাত মামলায় শান্তিপূর্ন পিকেটিং সংবিধানের অন্তর্গত কথাবার্তার স্বাধীনতার আইনসংগত প্রয়োগ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

বস্তুতঃ, সুপ্রীম কোর্ট এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে ১৯৪৫ সালে 'হান্ট বনাম ক্রাম্‌বক্' নামে একটি মামলায় বিচাবপতিদের অধিকাংশ অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতিতে একটি শ্রমিক সংস্থার বয়কট প্রয়োগ করার অধিকার সমর্থন করেছিলেন। যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বয়কট প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেই প্রতিষ্ঠান প্রায় কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। বিচারপতি জ্যাকসনের কাছে এই মামলা শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতি বিচার বিভাগীয় নীতি পুনর্বিচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে মনে হয়েছিল।

তিনি প্রবলভাবে মতানৈক্য প্রকাশ করে বলেছিলেন, "এই সিদ্ধান্তের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হইল। শ্রমজীবীরা দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিয়াছিল, এই সংগ্রামে বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ পাইয়াছিল এবং সংঘর্ষ বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন শুধু নিয়োগকর্তারা শ্রমিক সংস্থার বিরোধিতা করে বলিয়া এবং তাহারা শ্রমিক সংস্থার পক্ষপাতী বলিয়া শ্রমিকদের জীবিকা হইতে বঞ্চিত করা চলিবে না। শ্রমিক সম্প্রদায় অন্যান্য অধিকারও অর্জন করিয়াছে—বেকারত্বের ক্ষতিপূরণ, বার্ধক্যজনিত সুযোগসুবিধা। কিন্তু যে অধিকার সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধার ভিত্তি বিশেষ তাহা হইতেছে এই স্বীকৃতি যে শ্রমিকের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ কেবল একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন নহে। প্রত্যেক সংগঠিত সমাজকে এই সমস্যার সহিত সংগ্রাম

করিতে হইবে এবং উহাকে পরাজিত করিতে হইবে। অন্যথায় সেই সমাজ বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। এক্ষণে এই আদালত (সুপ্রিম কোর্ট) শুধু শ্রমিক সংস্থা অপছন্দ করে বলিয়া নিয়োগ কর্তাকে আর্থিক জগতে অংশগ্রহণ করিতে দিতে অস্বীকার করায় তাহাদের অধিকার মানিয়া লইতেছে। আর্থিক ক্ষেত্রে যে স্বৈরাচারী আধিপত্যের বিরুদ্ধে শ্রমিক সম্প্রদায় এতদিন ধরিয়া এত তিক্ততার সহিত এবং এতটা ন্যায়সঙ্গতভাবে আপত্তি করিয়া বলিয়াছে যে, কোনো ব্যক্তির এই ক্ষমতা থাকা উচিত নহে, এই আদালত এক্ষণে শ্রমিকদের সেই একই ক্ষমতার অধিকারে সম্মতি দিতেছে।"

বিচারপতি জ্যাকসনের দৃষ্টিভংগীর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠিলেও এবং শ্রমিকদের অধিকার কখনও কখনও কিছুটা খামখেয়ালের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভবিষ্যতে কয়েকটি সমস্যার উদ্ভব হলেও, শক্তিশালী শ্রমিক সংস্থার ক্রমোন্নতিতে উৎসাহ দেবার জন্য এবং অন্যভাবে সংগঠিত শ্রমিকদের মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য 'নয়া বন্দোবস্তের' সাধারণ কার্যক্রম এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মাঝামাঝিও জাতির মুখে প্রশংসিত হচ্ছিল। জনমত জানবার জন্য যে সব কৃত্রিম ভোট গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলিতে ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে গৃহীত কংগ্রেসের শ্রমসংক্রান্ত প্রতিটি আইনের প্রবল সমর্থন প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এসময়ে জানিয়েছিলেন যে তাঁর বিশ্বাস, জাতির অধিকাংশ লোকই "আমরা ধীরে ধীরে শ্রমিকদের আরো বেশি সুযোগ এবং একই সঙ্গে আরো বেশি দায়িত্ব দিতেছি বলিয়া" আনন্দিত। তিনি যে একথা ন্যায্যভাবেই বলেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ উঠতে পারে না।

এ যুগের বিরামহীন ধর্মঘটগুলি এবং বিশেষ করে ১৯৩৭ সালের কয়েকটি ধর্মঘট সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করল যে, শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের কোনো চূড়ান্ত সমাধান পাওয়া যায় নি। অল্প দিনের মধ্যেই 'নয়া বন্দোবস্তের' শ্রমিক ঘেঁষা নীতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শ্রমিক-বিশৃঙ্খলা ও ওয়াগনার আইন-সংশোধনের জন্য তীব্র দাবি সত্ত্বেও শ্রমিক সংস্থাগুলির বর্ধিত ক্ষমতা যে কালে শিল্পের অধিকতর স্থিরতা সম্ভব করে তুলবে, রুজভেল্টের এই বিশ্বাস অবিচলিত ছিল। তিনি সম্পূর্ণভাবে যৌথ দরকষাকষির নীতিতে বিশ্বাস করতেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "ইহা ভবিষ্যতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের বনিয়াদ হিসাবে থাকিতে বাধ্য।" শ্রমিকদের

সুযোগ সুবিধা সংরক্ষণই শুধু নয়, তারা যাতে আরো অগ্রসর হতে পারে সেজন্য তিনি তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন।

১৯৪০ সালে 'ইণ্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড্ অব্ টীমষ্টার্স' নামে শ্রমিকসংস্থার সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "একমাত্র স্বাধীন দেশেই স্বাধীন শ্রমিকসংস্থা বজায় রহিয়াছে। এই ধরনের সম্মেলনে যে শ্রমিক সংস্থার কর্মীরা অবাধে ও স্বাধীনভাবে সমবেত হইতে পারে, ইহাই প্রমাণ করে যে আমেরিকার গণতন্ত্র অক্ষত রহিয়াছে এবং ইহাই এই গণতন্ত্রকে স্বাধীন রাখায় আমাদের দৃঢ়তার প্রতীক।"

তাঁর মতে শ্রমিক সম্প্রদায় তখনও দেহবৃদ্ধির জন্য বেদনা ভোগ করছিল। আরো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নেতৃত্ব আসতে বাধ্য ও তা সমান দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মালিকদের সঙ্গে আবো বেশি সহযোগিতা সম্ভব করে তুলবে, একথাও তিনি মনে করতেন। একবার তাঁকে সতর্ক করার জন্য বলা হয়েছিল যে শ্রমিক সংস্থাগুলি অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পাবে। উত্তরে রুজভেল্ট বলেছিলেন, "অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উহারা কী কবিবে?" তিনি মনে করতেন যে শ্রমিক সংস্থাদের ক্ষমতা বিরাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করবে। শ্রমিকদের উপর ও স্বাধীন শ্রমিক সংস্থার অতীব গুরুত্বের উপর তাঁর বিশ্বাস কোনো দিন বিচলিত হয় নি।

'নয়া বন্দোবস্তের" কার্যক্রমের মৌল তাৎপর্য এ নয় যে শ্রমিক সম্প্রদায় তৎক্ষণাৎ কিছু লাভ করতে পেরেছিল বা তাদের কোনো লোকসান হয়েছিল। এই কার্যক্রম স্বীকার করেছিল যে কর্মপরিবেশের প্রশ্নে আজ আর শুধু নিয়োগকর্তা ও তার কর্মচারী জড়িয়ে নেই, সমস্ত সমাজ এতে জড়িয়ে রয়েছে। বিশাল শ্রমিক বাহিনীর সদস্যবা ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপ্রধান সমাজে তাদের যে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করতে অক্ষম, একজোট হয়ে তা লাভ না করতে পারলে গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের টি঳কবার সম্ভাবনা কম। 'নয়া বন্দোবস্তের' নীতি ছিল শ্রমিকদের অনুকূল। কিন্তু এত দিন যে তুলাদণ্ড মালিকদের দিকে ঝুকে ছিল তাতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এই আনুকূল্যের উদ্দেশ্য। প্রাথমিকভাবে শ্রমিকদের কল্যাণের দিকে তাকালেও "নয়া বন্দোবস্ত" দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে শ্রমিকদের কল্যাণেই সমস্ত দেশের কল্যাণ।

'সি আই ও'র অভ্যুদয়

'নয়া বন্দোবস্তের' যুগে সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় এসব সুস্পষ্ট সুযোগ-সুবিধা পেতে থাকলেও, অন্যদিকে তাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ,—এতদিন ধরে যে আপেক্ষিক সংহতি তারা বজায় রাখতে পেরেছিল তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল। 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার'-এর মধ্যে শিল্পভিত্তিক বনাম বৃত্তিভিত্তিক শ্রমিক সংস্থা গঠন নিয়ে বিতর্ক বিদ্রোহের জন্ম দিল এবং 'কমিটি ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন'-এর প্রতিষ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ফলে এমন এক দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হল, যা একদিকে শ্রমিক সংস্থাগুলির ক্রমোন্নতিতে উৎসাহ প্রদান করলেও একই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ কলহ ও মতবিরোধের জন্ম দিয়ে শ্রমিকদের কর্মশক্তি বিক্ষিপ্ত করে ফেলেছিল।

অর্ধশতাব্দী আগে 'এ এফ্ অব্ এল' শ্রমিক-নাইটদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান করার সময়ে যে ধরনের বিতর্ক উঠেছিল এ সময়ের বিরোধের বিষয়গুলি তাদের সঙ্গে তুলনীয়। শ্রমিক সংগঠন কী মুখ্যত: দক্ষ শ্রমিকদের স্বার্থেই করা হবে? না, এই সংগঠনের মধ্যে বিশাল সংখ্যক অদক্ষ শ্রমিকদেরও অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা হবে? নাইটরা একটি ব্যাপক শ্রমিক সংস্থা প্রসারের সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল। কিন্তু 'এ এফ অব্ এল,-এর নতুন শ্রমিক আন্দোলনের কার্যক্রম দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত বৃত্তিভিত্তিক শ্রমিক সংস্থার উপর জোর দিয়েছিল এবং আর্থিক পরিস্থিতি এধরনের কার্যক্রম অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করেছিল। বিগত শতাব্দীর নবম দশকে কোনো রকম শিল্পভিত্তিক শ্রমিক সংস্থা গঠনের চেষ্টাই সফল হয়নি, কারণ অদক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে সর্বদাই দলে দলে অভিবাসী যোগ দেওয়ায় তাদের দরকষাকষি করার ক্ষমতা এ সময়ে দুর্বল ছিল। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকের পরিবর্তিত পরিস্থিতি সুস্পষ্ট শিল্পভিত্তিক সংস্থা গড়ে তোলার গুরুত্ব ও কার্যকরতার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল। বিশালায়তন দ্রব্যোৎপাদন শিল্পগুলিতে নিযুক্ত অদক্ষ শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ

মেটাতে ব্যর্থতা সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করে তুলেছিল। সরকারের সমর্থন লাভ করায় এবং অভিবাসীদের সংখ্যা সীমিত হয়ে যাওয়ায় তাদের দর কষাকষি করার ক্ষমতা বহুলাংশে বেড়ে যায় ও অদক্ষ শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার সুযোগও এসময়ে অনেক বেশি বলে মনে হয়েছিল।

ক্ষমতার জন্য 'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও'র মধ্যে বিরোধ এবং এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের নেতাদের ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু বৃত্তিভিত্তিক বনাম শিল্প-ভিত্তিক শ্রমিক সংস্থা গঠনের মূল প্রশ্নের চেয়ে অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। গোড়ার দিকের বিতর্কের বিষয়গুলির জায়গায় শ্রমিক সংস্থা-রাজনীতির হিংস্র ঘাতপ্রতিঘাত এবং উচ্চাকাঙ্খী ব্যক্তিদের সংঘাত দেখা দিয়েছিল। উইলিয়াম গ্রীন্ ও জন এল লুইসের মধ্যে অভিযোগ ও পালটা অভিযোগের পালা চলতে লাগল।

গ্রীন্ লিখেছিলেন, "সকল শ্রমিকের কল্যাণ প্রসারে আমাদের সংযুক্ত প্রচেষ্টায় এক ব্যক্তি আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল অন্য। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খার বশবর্তী হইয়া, এই ব্যক্তি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি তাঁহার নেতৃত্ব গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় সেই পদ্ধতিই অস্বীকার করিলেন। তিনি দ্বৈতবাদ ও অনৈক্যের বাণী শুনাইলেন। তাঁহার এই বাণী সংহতি আহ্বানের ভান করিয়া ঐক্যনাশ করিতে চাহিয়াছিল। তাঁহার বাণী গণতান্ত্রিক আদর্শ ঘোষণার অন্তরালে একনায়কতন্ত্র আনিতে চাহিয়াছিল।"

লুইস হিংস্রভাবে 'এ এফ অব্ এল'-এর বাধাদায়ক দৃষ্টিভংগী এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের নেতাদের অন্ধ রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আঘাত করলেন। মহাসংঘের সংগঠন প্রচেষ্টাকে তিনি "পঞ্চবিংশ বৎসরব্যাপী অবিরাম ব্যর্থতার ইতিহাস" বলে অভিহিত করলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন যে, এই ব্যক্তি দেশের আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তন উপলব্ধি করতে এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে অক্ষম। ১৯৩৬ সালে তাঁরা যে সময় পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে মৌখিক ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেছিলেন তখন লুইস সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের বলেন, "আপনারা হতভাগ্য লুইসের কথা বলিতেছেন। হায়, আমি তাঁহাকে ভালোভাবেই জানিতাম। তিনি আমাকে তাঁহার অনিশ্চিত দীর্ঘসূত্রতায় যোগ দিতে ডাকিতেছেন এবং একই সঙ্গে উচ্চারণ করিতেছেন, 'অহো, কী দুঃসময়, কী দুর্ব্যবহার'।"

শিল্পভিত্তিক শ্রমিকসংস্থা গঠন আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং প্রত্যক্ষ-

ভাবে 'এ এফ অব্ এল'-এর ভাগ্যনিয়ন্ত্রণকারী মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির কর্তৃত্ব অস্বীকার করে লুইস অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের সবচেয়ে আক্রমণাত্মক মনোভাবপূর্ণ এবং বর্ণাঢ্য চরিত্র বলে প্রমাণ করলেন। 'নয়া বন্দোবস্তের' গোড়ার দিকে 'ইউনাইটেড মাইন ওয়ার্কার্স' সংস্থাটি পুনরুজ্জীবিত করায় তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্য সমস্ত জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'ফরচুন' পত্রিকা অসন্তোষ জানিয়ে মন্তব্য করেছিল, "তিনি সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনের মত শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন" এবং কালে এই শব্দ কর্ণবিদারক গর্জনে পরিণত হয়েছিল। এই সময়ে লুইসের সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা, তা বন্ধুত্বমূলক অথবা শত্রুভাবাপন্ন যাই হোক না কেন, সর্বক্ষণ 'তম' প্রত্যয়ান্ত শব্দের সাহায্যে বর্ণনা করা হত।

ফিলিপ মারে পরে তাঁর জায়গায় 'সি আই ও'র সভাপতি হয়েছিলেন। মারে বলেছিলেন যে, "সমস্ত আমেরিকায় কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না"। সাম্যবাদীদের সঙ্গে একত্র হয়ে আন্দোলন চালাবার সময় আর্ল ব্রাউডার তাঁকে শুধু আমেরিকার শ্রমিক নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব বলে বর্ণনা করেন নি, ব্রাউডার তাঁকে সমস্ত জগতের 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোভাগের' নেতা বলে সম্ভাষণ করেছিলেন। হুয়ে লং তাঁকে "শ্রমিক সম্প্রদায়ের হুয়ে লং" বলে অভিহিত করার জন্য বেছে নেওয়ার চেয়ে বেশি সম্মানজনক আখ্যা খুঁজে পান নি। যুদ্ধের সময় তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ সবচেয়ে বেশি শোনা যেত। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর ব্যক্তিদের সম্বন্ধে অভিমত নেবার জন্য 'ফরচুন' পত্রিকা ১৯৪৩ সালে একটি কৃত্রিম ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিল। ভোটপত্রের শতকরা সত্তর ভাগেই জন এল্ লুইসের নাম ছিল।

তাঁর পারিবারিক পটভূমিকা এবং গোড়ারদিকের জীবন দুইই শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। উইলিয়াম গ্রীনের মত তিনিও ওয়েলসের খনিশ্রমিক বংশে জন্ম নিয়েছিলেন। ১৮৭৫ সালে তাঁর বাবা আমেরিকায় বসবাসের জন্য চলে এলে পরিবারটি আইওয়া রাজ্যের লুকাস্ নামে ছোট একটি কয়লা খনি শহরে বাস করতে লাগল। এখানে লুইসের বাবা অবিলম্বে শ্রমিক-নাইটদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। জন্ এল লুইস ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র বার বছর বয়সেই কয়লার খাদে কাজ করতে শুরু করেন। বাল্য ও যৌবনকালে একাধিক রাজ্যের খনি অঞ্চলে চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াবার পর লুইস ১৯০৯ সালে শ্রমিক রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ইলিনয়ের

পানামা নামে একটি জায়গায় 'ইউনাইটেড মাইন্ ওয়ার্কার্স'-এর স্থানীয় সমিতির সভাপতি পদলাভ করার পর লুইস এই সংস্থার রাজ্য আইনসভা-সংক্রান্ত কর্মচারী নিযুক্ত হন। তারপর তিনি 'এ এফ অব্ এল'-এর আঞ্চলিক প্রতিনিধি, এবং যথাক্রমে 'ইউনাইটেড মাইন্ ওয়ার্কার্স'-এর প্রধান পরিসংখ্যানবিদ, প্রথম সহ-সভাপতি ও শেষকালে সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯১৯ সালের কয়লা সঙ্কটের সময় তিনি যে সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে শ্রমিকদের টেনে আনতে অস্বীকার করে সমস্ত দেশে পরিচিত হয়েছিলেন, তা আমরা আগেই দেখেছি। পরবর্তী কয়েকটি বছরে কয়লাখনি মালিকেরা তাঁর সংস্থার বিরুদ্ধে অনবরত আঘাত করতে থাকায়, তাঁর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চরমপন্থী ব্যক্তিরা বিদ্রোহ করায় এবং 'ইউনাইটেড মাইন্ ওয়ার্কার্স'-এর ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যাওয়ায় লুইসকে মরিয়া হয়ে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। 'এন আর এ' তাঁকে নিজের এবং 'ইউনাইটেড মাইন্ ওয়ার্কার্স'-এর হৃত গৌবব পুনরুদ্ধার করাব যে সুযোগ দিয়েছিল তার সদ্ব্যবহার করতে তিনি কালক্ষেপ কবেন নি। যে তীক্ষ্ণ সংগ্রাম-কৌশল, বিচক্ষণ সুযোগ-সন্ধান ক্ষমতা এবং প্রচণ্ড সাহস তাঁকে জাতীয় নেতাতে পরিণত করেছিল তার প্রথম পরিচয় এই ঘটনাতেই পাওয়া গিয়েছিল।

১৯৩৩ সালের পর তিনি অত্যন্ত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, দুর্দম কর্মজীবন যাপন করেছিলেন। শিল্পপতিদের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না কবে তিনি তাদের যুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন ("উহারা আমাকে আগাপাস্তলা পিটাইতেছে…এবং আমি খুবই আহ্লাদের সহিত তাহাদের প্রতিটি আঘাত ফিরাইয়া দিব")। শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর শত্রুদের তিনি যথেচ্ছ নিন্দা করেছিলেন। নিজেব সুবিধামত আক্রমণের ধারা বদলাতে এবং মিত্রতা গঠন করতে বা ভাঙতে তিনি কোনো দিন দ্বিধা করেন নি এবং নিজের উদ্দেশ্যসাধনে বদ্ধপরিকর হয়ে সরকারকে অমান্য করতেও পেছপাও হন নি। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ছাড়া অন্য কোনো জননেতা এ সময়ে লুইসের মত এতটা সুপরিচিত ছিলেন না। একবার তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, "আমাকে কোন্ শক্তি প্রেরণা দিতেছে? আমি কী ক্ষমতার পিছনে ছুটিতেছি, না আমি একজন ছদ্মবেশী সেণ্ট ফ্রান্সিস? তাহা না হইলে আমি কী?" অসংখ্য প্রবন্ধে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করা হয়েছিল। একটি আদিম শক্তি, একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা, না একগুঁয়ে সুবিধাবাদী… জন এল লুইস বাস্তবিক কী ছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হয় তিনি ছিলেন সেণ্ট ফ্রান্সিসের মত একজন মুক্তিদাতা, তা'হলে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে

যে, তাঁর ছদ্মবেশ খুবই নিখুঁত হয়েছিল। ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের এই প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী নেতার অভিক্ষিপ্ত চোয়াল, কুটিল ভ্রূকুটি এবং প্রশস্ত ভ্রূযুগল অঙ্কন করত।

তাঁর কর্মজীবনের আঁকাবাঁকা পথের পেছনে কোনো সঙ্গতিপূর্ণ দৃষ্টিভংগী দেখতে পাওয়া যায় নি। এক সময় তিনি হার্বার্ট হুভারের "গঠনমূলক রাষ্ট্রনেতাসুলভ প্রতিভা" সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে 'নয়া বন্দোবস্ত' গ্রহণ কবেছিলেন এবং ১৯৩৬ সালে রুজভেল্টের সমর্থনে তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রভাব নিয়োগ করেছিলেন। চার বছর পর লুইস নাটকীয়ভাবে রুজভেল্টের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং ওয়েণ্ডেল উইল্‌কির নির্বাচনে 'সি আই ও'-তে নিজেব উচ্চপদও বাজি রাখেন। কি রাজনীতি, কি শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর মত বা আচরণে কখনই কোনো স্থিরতা ছিল না এবং জন এল লুইসের ব্যক্তিগত স্বার্থই অনিশ্চিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর একমাত্র ধ্রুবতারা বলে মনে হয়েছিল। তিনি অবাধ বাণিজ্য নীতিতে বিশ্বাস করতেন, না নিয়ন্ত্রিত আর্থিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস করতেন সে বিষয়ে প্রায়ই সন্দেহ দেখা দিলেও তাঁর যে নিজের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল তাতে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে যেসব সাক্ষাৎকারী তাঁর সঙ্গে জাতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে যেতেন তাঁদের তিনি গালভরা কথায় শিল্পমূলক গণতন্ত্রের কথা বলতেন। কিন্তু শব্দটির অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সম্পূর্ণভাবে তা ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হতেন। শুধু এটুকুই বোঝা যেত যে সে সময়ের আর্থিক ব্যবস্থা উল্‌টে ফেলতে অথবা গুরুতরভাবে তা বিপন্ন করতে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর কোনো দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম অথবা চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল না এবং সেদিক দিয়ে তাঁর নীতির সঙ্গে টেরেন্স. ভি পাউডারলি ও শ্রমিক-নাইটদের সংস্কারবাদী উৎসাহের চেয়ে স্যামুয়েল গম্‌পার্স ও 'এ এফ অব্ এল'-এর গতানুগতিক সুবিধাবাদের মিল ছিল বেশি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শ্রমিক সম্প্রদায়ের শাসন ব্যবস্থায় আরো বেশি অংশগ্রহণ করা উচিত। কিন্তু তৃতীয় একটি দলগঠনের ঔচিত্য সম্বন্ধে মতবাদের সঙ্গে তাঁর প্রেমের ভান কোনো একটি বিশেষ কার্যক্রম প্রসারিত করার ইচ্ছাদ্বারা অনুপ্রেরিত হয় নি, জন্ এল, লুইসের উন্নতির ইচ্ছা দ্বারাই অনুপ্রেরিত হয়েছিল। শ্রমিক সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি অস্পষ্ট ও

বাগাড়ম্বরপূর্ণ মামুলি কথাবার্তার সাহায্যে তার উত্তর দিতেন। একজন উৎসুক সংবাদপত্র-প্রতিনিধিকে তিনি বলেছিলেন, "যে চিত্র শুধুই ভবিষ্যতে আমাদের শত্রুদের আতঙ্কিত করিবে তাহা অঙ্কন করা বিচক্ষণতার পরিচায়ক হইবে না। আমি আগামীকল্যের শ্রমিক আন্দোলনের উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা অথবা প্রশাসনিক সততা সম্বন্ধে কোনো প্রতিশ্রুতিও দিতে পারি না।"

বক্তৃতামঞ্চ, জনসভা অথবা বেতার-ভাষণ, সর্বত্রই লুইসের নাটকীয়ভাবে নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা ছিল এবং এই ক্ষমতা অপরিহার্যভাবে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করত। অভিনেতা হিসাবে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন (একবার তিনি বলেছিলেন, "আমার জীবন একটি রঙ্গমঞ্চ ভিন্ন অন্য কিছু নহে।") এবং তিনি সমান আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে স্তোকবাক্য ব্যবহার করতে, নিন্দা করতে এবং নিজেকে জাহির করতে পারতেন। নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল বিস্ময়জনক।

"ইউনাইটেড মাইন ওয়ার্কার্স" গড়ে তোলায় এবং 'সি আই ও' সংগঠন করার কাজে তিনি অসাধারণ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। শ্রমিক সম্প্রদায় তাঁর কাছে অসামান্য ঋণে ঋণী। কিন্তু তাঁর তৃপ্তিহীন ক্ষমতা-লিপ্সা শ্রমিক আন্দোলনের সংহতি নষ্ট করতে সাহায্য করেছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় সরকারের প্রতি তাঁর বিরোধিতা প্রদর্শন 'নয়া বন্দোবস্তের' গোড়ার দিকে শ্রমিক সম্প্রদায় জনসাধারণের যে সহানুভূতি লাভ করে ছিল তা থেকে বঞ্চিত হবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জনসাধারণ অথবা শ্রমিকদের সমর্থন তিনি যতই হারান না কেন লুইসকে কোনোদিন যবনিকার অন্তরালে সরিয়ে দেওয়া যায় নি। তাঁর অনুগত খনিশ্রমিকরা তাদের সংস্থার উপর তাঁর একনায়কসুলভ নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়েছিল। কারণ তারা দেখেছিল যে লুইসের নেতৃত্ব তাদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। এই সমর্থনের জোরে শ্রমিক রাজনীতিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অধিকার করেছিলেন।

'এ এফ অব এল্'-এর যে দ্বিধাপূর্ণ নীতি লুইসকে শিল্পভিত্তিক শ্রমিকসংস্থা গঠনের আন্দোলনের নেতৃত্ব করার সুযোগ দিয়েছিল তা ১৯৩৪ সালে স্যানফ্রান্সিসকোতে অনুষ্ঠিত মহাসংঘের বার্ষিক সম্মেলনে চরমে পৌঁছায়। বস্ত্র, ইস্পাত, মোটরগাড়ী ও রবার শিল্পের শ্রমিক সংস্থার সদস্যরা সরে যেতে থাকলে সংযুক্ত সনদের জায়গায় শিল্পভিত্তিক সনদের দাবি অত্যন্ত সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। 'এ এফ অব্ এল্'-এর অন্তর্ভুক্ত শিল্পভিত্তিক শ্রমিকসংস্থা-

গুলির নেতারা নতুন কোনো সংস্থাকে নির্দিষ্ট এলাকার পুরোনো বৃত্তিভিত্তিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার নীতি তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন। একমাত্র শিল্পভিত্তিক শ্রমিক সংস্থায় দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে বিশালকায় উৎপাদন শিল্পের শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে, এই মর্মে তাঁদের বিশ্বাস তাঁরা আবার জোর দিয়ে জানালেন।

পুরোনো বৃত্তিভিত্তিক শ্রমিক সংস্থার নেতারা কিন্তু এই যুক্তি মেনে নেন্ নি। পূর্ববর্তী কয়েক বছরে বিদ্যমান শিল্পভিত্তিক সংস্থাগুলির সদস্যসংখ্যা ১৩০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল, আর বৃত্তিভিত্তিক সংস্থাগুলির সদস্যসংখ্যা বেড়ে ছিল মাত্র ১০ শতাংশ। এই ঘটনা শুধু তাঁদের কাছে বিদ্রোহীরা যে ধরনের শিল্প-ভিত্তিক সনদ দাবি করেছিল তা গ্রাহ্য করার বিপদ সম্বন্ধে সজাগ করে। তাঁরা আবার জোর দিয়ে বললেন ঐতিহ্যগত নীতির থেকে এই বিচ্যুতি, যে বনিয়াদের উপর 'এ এফ অব্ এল্' প্রতিষ্ঠিত সেই বনিয়াদই ভেঙে ফেলবে। আবার বলা হল, 'যে সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অধিকারক্ষেত্র নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে,' শ্রমজীবীদের একমাত্র সে সব সংস্থার মধ্যেই সাফল্যের সাথে সংঘবদ্ধ করা যাবে।

দুই পক্ষেরই মধ্যপন্থী ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত একটি আপোষের সাহায্যে স্যানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে সাময়িকভাবে এই বিতর্কের সমাধান করা গিয়েছিল। ঠিক করা হল যে, মোটরগাড়ী, রবার, সিমেন্ট, রেডিও ও অ্যালুমিনিয়াম শিল্পে নতুন সনদ দেওয়া হবে এবং ইস্পাত শিল্প সংগঠিত করার জন্য নিবিড়ভাবে চেষ্টা করা হবে। আরো ঠিক হল যে, বর্তমান বৃত্তিভিত্তিক সংস্থাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা হবে এবং অধিকারক্ষেত্র নিয়ে সবরকম বিরোধ কার্যনির্বাহী সমিতির কাছে পেশ করা হবে। শিল্পভিত্তিক সংস্থার প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কার্যনির্বাহী সমিতিও বাড়িয়ে নেওয়া হল।

এতে বিদ্রোহীদের পক্ষে অন্ততঃ আংশিক সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়েছিল এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের শুভদিনের সূচনা করেছিল। কিন্তু পরের বছর এই চুক্তি বাস্তবে রূপায়িত করার সামান্য চেষ্টাই হয়েছিল অথবা কোনো চেষ্টাই হয় নি। 'এ এফ অব্ এল্'-এর নেতারা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের আত্মসন্তুষ্ট রক্ষণশীলতা তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। বৃত্তিভিত্তিক সংস্থার নেতারা, বিশেষ করে নির্মাণশিল্পের নেতারা, শিল্পভিত্তিক শ্রমিকসংস্থার প্রয়োজন মানতে রাজী হয় নি। শ্রমিক আন্দোলনের ভিত্তি প্রশস্ততর হলে তাঁদের

ক্ষমতা বিপন্ন হবে বলে তাঁরা মনে করতেন। তাঁরা যে কার্যক্রম অবলম্বন করতে রাজী হয়েছিলেন বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল তা যতদিন সম্ভব মুলতবী রাখতে তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৯৩৫ সালে অ্যাটলান্টিক সিটিতে মহাসংঘের পরবর্তী সম্মেলন বিশালাকার উৎপাদনশিল্পের শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের ভগ্ন মনোবলের পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং কার্যনির্বাহী সমিতি রিপোর্ট দিল যে, "ইস্পাতশিল্পে শ্রমিক সংস্থা গঠনের অভিযান শুরু করার পরামর্শ আমরা দিতে পারি না।"

লুইস অ্যাটলান্টিক সিটিতে এসে কৈফিয়ৎ দাবি করলেন। তিনি বিশেষ করে ইস্পাত শিল্পের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ইস্পাত-শিল্পের অধীনস্থ কয়লাখনির শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করতে সফল হয়েছিলেন এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, ইস্পাতশিল্পের শ্রমিকরাও সংঘবদ্ধ না হলে এই নতুন সংস্থাটি টিকিয়ে রাখা যাবে না। এবার তিনি শিল্পভিত্তিক সংস্থার পক্ষপাতী অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে একজোট হয়ে কার্যনির্বাহী সমিতিকে তার প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য করতে সঙ্কল্প করেছিলেন। অন্যথায় কি করবেন তাও তিনি স্থির করে রেখেছিলেন।

সম্মেলনের কাছে বিতর্কের বিষয়টি প্রস্তাব সমিতির সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যা-লঘিষ্ঠ রিপোর্টের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গতভাবে পেশ করা হয়েছিল। সংখ্যা-গরিষ্ঠ রিপোর্টটি ঘোষণা করল, "সকল বৃত্তিভিত্তিক সংস্থার অধিকারক্ষেত্রে সংরক্ষণ করা" 'এ এফ অব্ এল'-এর প্রধান দায়িত্ব বলে মহাসংঘ এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত বৃত্তিভিত্তিক সংস্থাগুলির মধ্যে যেসব চুক্তি বিদ্যমান, শিল্পভিত্তিক সংস্থার সনদ দিলে সেগুলি ভাঙ্গা হবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ রিপোর্টটি জোর দিয়ে বলল যে, কোনো শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অধিকাংশের কাজ একাধিক বৃত্তিভিত্তিক সংস্থার অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্গত হলে শিল্পভিত্তিক সংস্থাই "একমাত্র পদ্ধতি যাহা শ্রমিকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে অথবা যাহা তাহাদের প্রয়োজন পর্যাপ্তভাবে মিটাইতে পারিবে।"

এই তিক্ত বিতর্কের একদিকে ছিলেন উইলিয়াম গ্রীন্, উইলিয়াম এল্, হাচিসন্, ড্যানিয়েল জে টোবিন, ম্যাথু ওল এবং জন পি ফ্রে। গ্রীন্ পূর্বে শিল্পভিত্তিক সংস্থার সমর্থন করলেও অত্যন্ত সতর্কভাবে স্যামুয়েল গম্পারসের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নীতির অনুসরণ করছিলেন। ছুতোরদের সংস্থার অভিজ্ঞ ও সংগ্রামী নেতা উইলিয়াম এল্ হাচিসন্ কাঠ ও কাঠের

বিকল্প দ্রব্যাদির ব্যবহারক সব শ্রমিককেই নিজের সংস্থার উত্তপ্ত আলিঙ্গনের মধ্যে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। গাড়ীচালকদের কলহপ্রিয় নেতা ড্যানিয়েল জে টোবিন বৃহদাকার উৎপাদনশিল্পের অদক্ষ্য শ্রমিকদের "জঞ্জাল" এই অবজ্ঞাজনক আখ্যা দিয়েছিলেন। ম্যাথু ওল ছবি বাঁধাইকারীদের নেতা ছিলেন এবং তিনি যে কতটা রক্ষণশীল ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় পুরোনো ও মৃতপ্রায় 'জাতীয় নাগরিক মহাসংঘের' অস্থায়ী সভাপতি হিসাবে তাঁর ভূমিকায়। 'এ এফ অব্ এল'-এর অন্তর্ভুক্ত 'মেটাল ট্রেড্স ডিপার্টমেন্টের' প্রধান জন পি ফ্রের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। এঁরাই ছিলেন রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সদস্য এবং তাঁদের হাতের সবরকম অস্ত্র দিয়ে শিল্পভিত্তিক সংস্থা গঠন আন্দোলন প্রতিরোধ করতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন।

লুইস ছিলেন বিদ্রোহীদের নেতা এবং সে সময়ের সবচেয়ে প্রগতিপন্থী ও শক্তিশালী শ্রমিকনেতাদের মধ্যে কয়েকজন তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। চার্লস পি হাওয়ার্ড, ফিলিপ মারে, সিডনি হিল ম্যান ও ডেভিড ডুবিন্‌স্কি এই নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। 'টাইপোগ্রাফিকাল ইউনিয়নের' প্রাধন হাওয়ার্ড ধীর স্বভাবের মানুষ ও সুবক্তা ছিলেন এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে সংখ্যালঘিষ্ঠ রিপোর্টটি রচনা করেছিলেন। ফিলিপ মারে কিছুটা লাজুক স্বভাবের লোক ছিলেন এবং অত্যন্ত নীচু স্বরে কথা বলতেন। 'ইউনাইটেড মাইন ওয়ার্কার্স' সংস্থায় তিনিই ছিলেন লুইসের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর কর্মদক্ষতারও অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। সিড্‌নি হিলম্যানের পিতামাতা ছিলেন লিথুয়ানিয়ার অধিবাসী এবং তিনি সীবন-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের নেতৃত্ব করতেন। তাঁর ধীরস্থির চালচলনের অন্তরালে প্রচণ্ড কর্মশক্তি ও উচ্চাকাঙ্খা লুকানো ছিল এবং তিনিই স্বতন্ত্র 'অ্যামাল-গ্যামেটেড' 'ক্লোদিং ওয়ার্কার্স' সংস্থাটিকে 'এ এফ অব্ এল'-এর সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন। ডেভিড্ ডুবিন্‌স্কি ছিলেন একজন অত্যন্ত চতুর শ্রমিক নেতা এবং সত্তোজাত 'ইন্‌ট্যারন্যাশনাল লেডিজ্ গারমেন্ট ওয়ার্কার্স' সংস্থাটির সভাপতি।

'এ এফ অব্ এল'-এর নীতি নিয়ে সর্দারদের এই বিতর্ক কয়েকদিন ধরে চলেছিল এবং সম্মেলনের মধ্যে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের ফলে বিতর্কের বিষয় খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যে কৌশলের ফলে নতুন সংস্থাগুলি "শরৎকালের সূর্যের তাপে দগ্ধ তৃণের মত বিনষ্ট" হবে তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে লুইস পূর্ববর্তী সম্মেলনের অঙ্গীকারভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন। ফলে সমস্ত বিরোধ চরমে উঠল।

বজ্রনির্ঘোষে তিনি জানালেন, "স্যান ফ্রান্সিস্কোতে উঁহারা আমাকে মিষ্ট বাক্যদ্বারা পথভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। এক্ষণে, অবশ্য, আমি তাহা জানিতে পারিয়া ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছি এবং যাঁহারা আমাকে বিপথে চালনা করিয়াছিলেন, প্রতিনিধি ওল তাঁহাদের একজন, তাঁহাদের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িতে প্রস্তুত। অবশ্য, এখানে শব্দটি আমি আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহার করিতেছি।" লুইস্ সম্মেলনের প্রতিনিধিদের তাদের অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবান ভাইদের মঙ্গলের জন্য কিছু করতে, ম্যাসিডোনিয়া থেকে তাদের যে চীৎকার ভেসে আসছিল তাতে কর্ণপাত করতে, অসংগঠিতদের সংঘবদ্ধ করতে, এবং মানবজাতির কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে মহাসংঘকে সবচেয়ে মহান অস্ত্রে পরিণত করতে আহ্বান জানালেন। একই সঙ্গে তিনি তাদের সতর্ক করে দিলেন যে, এ সুযোগ হারালে শ্রমিকদের শত্রুরা উৎসাহিত হয়ে উঠবে এবং "শক্তিমানদের ভোজনাগারে মদ্যপানোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।"

কিন্তু তাঁর বাগ্মিতা, আবেদন ও সতর্কবাণী সত্বেও লুইস্ গতানুগতিক নীতি পরিবর্তনের আবশ্যকতা প্রতিনিধিদের বোঝাতে পারলেন না। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আলঙ্কারিক অর্থে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ডবিখণ্ড হবার ভীতিপ্রদর্শনেও অবিচলিত রইল। ম্যাসিডোনিয়ার কোনো চীৎকারেই তারা কর্ণপাত করল না। শক্তিমানদেব ভোজনাগাবে মদ্যপানোৎসবের চিত্র তাদের উত্তেজিত করতে পারল না। চূড়ান্ত ভোট নেবার সময় দেখা গেল যে, বৃত্তিভিত্তিক সংস্থার অনুকূলে প্রস্তাব সমিতির সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্টটিব পক্ষে ১৮,০২৪ ও বিপক্ষে ১০,৯৩৩ ভোট দেওয়া হয়েছে। ফলে শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনের কার্যক্রম পরাজিত হল।

কিছুক্ষণ পরেই একটা ঘটনা ঘটেছিল। মনে হয়েছিল যেন এই ঘটনা ভোট-গ্রহণের মধ্যে যে ফাটল দেখা দিয়েছিল তারই প্রতীকবিশেষ। ঠিক কি হয়েছিল তা খুবই অস্পষ্ট। সম্মেলনের কার্যপরিচালনা পদ্ধতি নিয়ে আরো টানাহেঁচড়া হওয়ার সময় হাচিসন্ পার্লামেন্টীয় শোভনতা ভুলে গিয়ে লুইসকে গালমন্দ করে-ছিলেন। আশেপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের ধারণা হাচিসন্ "জারজ" কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। উত্তরে খনি শ্রমিকদের প্রধান তাঁর সমস্ত শরীরের ওজন দিয়ে (২২৫ পাউণ্ড) বিরাট ঘুষি মেরেছিলেন। ছুতোরদের একচ্ছত্র অধিপতিও অত্যন্ত শক্তিশালী দেহের অধিকারী ছিলেন এবং ঘুষিটি তাঁর চোয়ালের উপর পড়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীদের ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সৌভাগ্যবশতঃ মারামারি

আর ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। কিন্তু এই ঝগড়া শ্রমিক সম্প্রদায় যে দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল তাদের অভিমান আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।

'এ এফ অব্ এল'-এর সম্মেলনের ঠিক পরেই শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থকরা ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য মিলিত হয়েছিলেন। বিশালায়তন উৎপাদনশিল্পে সার্থক সাংগঠনিক কাজকর্ম স্থগিত রাখার উদ্দেশ্যে কোনো সিদ্ধান্ত মেনে নিতে তাঁদের আপত্তি ছিল এবং ১৯৩৫ সালের ৯ই নভেম্বর তাঁরা তাঁদের নিজস্ব 'কমিটি ফর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন' (সংক্ষেপে 'সি আই ও') প্রতিষ্ঠা করার প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। সর্বপ্রথম যে সমিতি গঠিত হয়েছিল তাতে লুইস, হাওয়ার্ড, হিলম্যান ও ডুবিন্‌স্‌কি এবং তাঁদের সঙ্গে 'ইউনাইটেড হ্যাটারস্' সংস্থার 'ক্যাপ অ্যাণ্ড মিলিনারি বিভাগের' ম্যাক্‌স জারিট্‌স্‌কি, 'ইউনাইটেড্ টেক্‌স্‌টাইল ওযার্কার্স'-এর টমাস্ এফ ম্যাকমাহন, 'মাইন, মিল অ্যাণ্ড স্মেলটার ওয়ার্কার্স'-এর টমাস্ এইচ্ ব্রাউন এবং অয়েল ফিল্ড, গ্যাস ওয়েল্ অ্যাণ্ড রিফাইনিং ওয়ার্কার্স'-এর হার্ভি সি ফ্রেমিং ছিলেন। এই সমিতি ঘোষণা করেছিল যে, একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান না গড়ে তুলে 'এ এফ অব্ এল'-এর কাঠামোর মধ্যেই তারা কাজ করে যাবে। বিশালায়তন উৎপাদনশিল্পগুলিতে "আধুনিক যৌথ দরকষাকষি" স্বীকৃত ও গৃহীত করার চেষ্টায় "শিক্ষাপ্রসার ও পরামর্শদানই" হবে এই সমিতির কাজ। এ সব বিবৃতি দেওয়া সত্ত্বেও 'সি আই ও'র নেতাদের গ্রীন্ তৎক্ষণাৎ 'এ এফ অব্ এল' সম্মেলনের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন। তিনি বারবার ঘোষণা করেছিলেন যে, 'সি আই ও'র নেতাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের নিজেদের মত গ্রহণ করাতে 'এ এফ অব্ এল'কে বাধ্য করা। লুইস কার্যনির্বাহী সমিতিকে আরো বেশি অগ্রাহ্য করে এই অভিযোগের উত্তর দিয়েছিলেন।

২৩শে নভেম্বর তিনি গ্রীন্‌কে চিঠি লিখেছিলেন, "প্রিয় মহাশয় ও ভ্রাতা, অদ্য হইতে আমি 'আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার'-এর সহ-সভাপতি পদে ইস্তফা দিতেছি।"

'সি আই ও' আর বিলম্ব না করে নিজেদের সংগঠন অভিযানের পরিকল্পনা শুরু করেছিল এবং ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে 'এ এফ অব্ এল-'এর কার্যনির্বাহী সমিতিকে শেষবারের মত ইস্পাত, মোটরগাড়ী, রবার ও বেতারযন্ত্রশিল্পে শিল্পভিত্তিক সনদ প্রদানের জন্য দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু

রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সদস্যদের মনে তা কোনো রেখাপাত করে নি। এই নতুন সমিতির আক্রমণাত্মক কৌশল 'এ এফ অব্ এল'-এর অন্তর্ভুক্ত বৃত্তিভিত্তিক সংস্থাগুলির সুপ্রতিষ্ঠিত মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর হবে, তাঁদের এই ভয় আরো বেড়ে গিয়েছিল। অবিলম্বে 'সি আই ও' ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়ে কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যরা এই দাবির জবাব দিয়েছিলেন। তাঁরা অভিযোগ করলেন যে, 'সি আই ও' বিদ্রোহ বাধাবার চেষ্টা করছে এবং 'কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি'র সুবিধার জন্য এই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে।

পরবর্তী কয়েক মাস 'এ এফ অব্ এল'-এর এবং 'সি আই ও'র ক্রুদ্ধ নেতাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলেছিল এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল ক্রমেই বড় হয়ে উঠেছিল। গ্রীন্ বিদ্রোহীদের ঘরে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় কখনও তাঁদের অনুরোধ করেছিলেন, কখনও বা ভয় দেখিয়ে ছিলেন। লুইস্ একগুঁয়েভাবে তাঁর ইচ্ছামত কাজ করতে লাগলেন। অবশেষে গ্রীষ্মের শেষ দিকে 'এ এফ অব্এল'-এর কার্যনির্বাহী সমিতি যে দশটি সংস্থা এরই ভেতর 'সি আই ও'র সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল তাদের সনদ সাময়িকভাবে কেড়ে নিলেন। এধরনের শাসন মেনে নেওয়া তো দূরের কথা, লুইস ঘোষণা করলেন যে, সমিতি তাঁদের ক্ষমতার বাইরে কাজ করেছেন। একবার গ্রীনের অভিযোগের জবাবে তিনি বলেছিলেন, "তাঁহার প্রতিশ্রুতিতে আমি যতটুকু বিশ্বাস করি তাঁহার ভীতি প্রদর্শনে আমার তাহা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস নাই।" ফ্লোরিডার টাম্পা নামক স্থানে মহাসংঘের ১৯৩৬ সালের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে দেখা গেল 'সি আই ও'র অন্তর্ভুক্ত সংস্থা থেকে কোনো প্রতিনিধিই আসেন নি। বিপুল অথচ অর্থহীন সংখ্যাধিক্যে ভোট গ্রহণ করে 'এ এফ অব্ এল' পালটা জবাব দিল, "কার্যনির্বাহী সমিতির অনুমতি অনুসারে নির্ধারিত শর্তে মতভেদ দূর না হওয়া পর্যন্ত এবং সংহতি স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত" পূর্ববর্তী নির্দেশ বলবৎ থাকবে।[৭]

'সি আই ও' তাদের নিজস্ব সংগঠনী কার্যক্রম অনুসারে এগিয়ে যেতে থাকল। ইস্পাত, মোটরগাড়ী, কাচ, রবার ও বেতার যন্ত্রশিল্পের নতুন সংস্থাগুলি আদি সদস্যদের সঙ্গে যোগ দিল। আরো আতঙ্কিত হয়ে 'এ এফ অব্ এল' শ্রমিক সংহতির সম্পূর্ণ বনিয়াদ নষ্ট করার জন্য এই নতুন আন্দোলনকে নিন্দা করতে লাগল এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তার নেতাদের আক্রমণ করল। ইস্পাত, ও মোটরগাড়ী শিল্পে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার

অভিযানের ফলে সৃষ্ট দেশব্যাপী উত্তেজনার মধ্যে ১৯৩৭ সালে কার্যনির্বাহী সমিতি 'এ এফ অব্ এল,'-এর রাজ্য ও নগর সংগঠন থেকে 'সি আই ও'র অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সংস্থার নাম কেটে দেবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

১৯৩৭ সালের শেষ দিকে শান্তি স্থাপনের জন্য কয়েকটি চেষ্টা করা হয়েছিল। এবারও দু'পক্ষের মধ্যপন্থী নেতারাই এসব প্রচেষ্টা সম্ভব করে তুলেছিলেন। কিন্তু খুবই দেরী হয়ে গিয়েছিল এবং এসব প্রচেষ্টা যে, সফল হবে না তা আগেই জানা গিয়েছিল। আদি 'সি আই ও' সংস্থাগুলির প্রত্যাবর্তন এবং 'সি আই ও'র নতুন সংস্থাগুলির বর্তমান 'এ এফ অব্ এল' সংস্থাদের সঙ্গে মিলনের প্রস্তাব 'এ এফ অব্ এল' করেছিল। 'সি আই ও'র অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলির সংখ্যা বত্রিশে দাঁড়িয়েছিল। 'সি আই ও' দাবি করল যে, তার সমস্ত সভ্যদের মেনে নিতে হবে এবং এই বত্রিশটি সংস্থাকে পূর্ণ ভোটদানক্ষমতা দিতে হবে। যে কোনো রকমের মিলনের প্রস্তাব দু'টি প্রতিষ্ঠানই অপরের আধিপত্য স্থাপিত হবে বলে মনে করছিল এবং অপর পক্ষকে যে ধরনের সুবিধা দিলে একযোগে কাজ করা সম্ভব হত তা 'এ এফ অব্ এল' বা 'সি আই ও' কোনো দলের নেতারাই মানতে রাজী হন নি। অতীতে কোনো দিন প্রকৃতপক্ষে শিল্পভিত্তিক বনাম বৃত্তিভিত্তিক সংস্থা নিয়ে বিরোধ বাধলেও এখন তা আর বিতর্কের বিষয় ছিল না। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল। একগুঁয়ে, জেদী উচ্চাকাঙ্খার জন্য সমস্ত শ্রমিক সম্প্রদায়ের কল্যাণ বিসর্জন দেওয়া হল।

অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন যে, এ সময়ই লুইস বিপজ্জনকভাবে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে, যা সংযুক্ত শ্রমিক আন্দোলনের রূপ নিতে পারত তার নেতৃত্বের সুযোগ হারান। কারণ, এ সময়ে 'সি আই ও'র সদস্য সংখ্যা 'এ এফ অব্ এল'-র সদস্য সংখ্যা অতিক্রম করে গিয়েছিল। ১৯৩৭ সালের শেষে এই সংখ্যা হয়েছিল ৩,৭০০,০০০। আর তার প্রতিদ্বন্দ্বি সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩,৪০০,০০০ এবং মিলনের শর্তাবলী যাই হোক না কেন পুনর্গঠিত 'এ এফ অব এল'-এর উপর শিল্পভিত্তিক সংস্থাগুলিই আধিপত্য বিস্তার করতে পারত। কিন্তু 'সি আই ও'র ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার ফলে লুইসের বিশ্বাস জন্মেছিল যে দায়িত্ব না নিয়েও তিনি আরো বড় বড় জয়লাভ করতে পারবেন এবং তিনি স্বনির্বাচিত পথে অগ্রসর হতে জেদ করেছিলেন। শ্রমিক সম্প্রদায়ের সংহতি পুনর্প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে এতটা অনুকূল সুযোগ আর কোনো দিন পাওয়া যায় নি।

১৯৩৭ সালের হেমন্তকালে শান্তিস্থাপনের জন্য এসব আলাপ-আলোচনা

ব্যর্থ হলে 'এ এফ অব্ এল' কার্যনির্বাহী সমিতি দ্বারা গৃহীত 'সি আই ও'র সবকয়টি সদস্যকে তাড়িয়ে দিবার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করল। অবশ্য 'লেডিজ গার্মেণ্ট ওয়ার্কার্স' সংস্থাটি অল্পদিনের মধ্যেই 'এ এফ অব্ এল'-এ ফিরে এসেছিল এবং তাদের এই সিদ্ধান্তের অন্তর্গত করা হয় নি। অবশেষে, ১৯৩৮ সালের মে মাসে লুইস ও তাঁর সহকর্মীরা গোড়ায় যা শুধু একটা সংগঠনী সমিতি ছিল তাকে স্থায়ী 'কংগ্রেস অব্ ইন্ডাষ্ট্রীয়াল অর্গানাইজেশন্‌স'-এ ('শিল্পভিত্তিক সংস্থাসমূহের মহাসভা') রূপান্তরিত করার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করলেন। এ সব ব্যবস্থা কিন্তু শুধু কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু ছিল না। শ্রমিকদের পরিবারে ভাঙন আগেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

'সি আই ও' শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রসার এবং অসংখ্য অদক্ষ শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা চালিয়ে গেলেও প্রকৃতপক্ষে 'এ এফ্ অব্ এল্'-এর সঙ্গে তার বিশেষ প্রভেদ ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নানাবিধ আক্রমণ করা হলেও এবং তা সাম্যবাদের প্রচারে সাহায্য করছে, এই অভিযোগ তোলা হলেও 'এ এফ অব্ এল'-এর চেয়ে 'সি আই ও' মৌল নীতির প্রশ্নে কম রক্ষণশীল ছিল না। পূর্বের শ্রমিক-নাইটদের সম্প্রদায়, 'সোস্যালিষ্ট ট্রেড অ্যাণ্ড লেবার অ্যালায়েন্স' ও 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'র মত বৃত্তিভিত্তিক সংস্থা-বিরোধী সংগঠনের সঙ্গে 'সি আই ও'র প্রধান পার্থক্য ছিল এই যে 'সি আই ও' গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিল। অতীতে 'এ এফ্ অব এল্' রাজনৈতিক কর্মসূচীর উপর যতটা জোর দিয়েছিল তার চেয়ে বেশি জোর দিতে অবশ্য 'সি আই ও' প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এ ঘটনা শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের সম্প্রসারিত ভূমিকারই যুক্তিসংগত পরিণতি। আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তিত করার জন্য কোনো চরমপন্থী অথবা বিপ্লবী দাবি এতে প্রতিফলিত হয় নি।

সাংগঠনিক কাঠামোর ব্যাপারেও 'সি আই ও', 'এ এফ অব্ এল্'-এর সাধারণ ধাঁচ অনুসরণ করেছিল। একটি মাত্র ব্যতিক্রম এই ছিল যে 'সি আই ও' কোনো বিশেষ বিভাগ রাখে নি। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটি একটি 'বিল্ডিং অ্যাণ্ড কনষ্ট্রাক্‌শন ট্রেইড্‌স ডিপার্টমেণ্ট', একটি 'মেটাল ট্রেইড্‌স ডিপার্টমেণ্ট', একটি 'রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ডিপার্টমেণ্ট এবং একটি

'ইউনিয়ন লেবেল ট্রেইড্‌স ডিপার্টমেন্ট' স্থাপন করা আবশ্যক মনে করেছিল। কিন্তু 'সি আই ও'র অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলি শিল্পভিত্তিক হওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের এ ধরনের বিভাগের প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান রাজ্য ও শহরে শিল্পভিত্তিক সংস্থাদের নিয়ে সমিতি গড়ে তুলেছিল এবং এই সমিতিগুলির সঙ্গে 'এ এফ অব্‌ এল্'-এর রাজ্য শ্রমিক মহাসংঘ ও শহরাঞ্চলের কেন্দ্রীয় সংস্থার তুলনা করা চলে। সদস্য সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় 'সি আই ও'র কর্তৃত্ব 'এ এফ অব্‌ এল'-এর কর্তৃত্বের চেয়ে ব্যাপক হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এই প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী সমিতি স্থানীয় সংস্থাগুলির ব্যাপারে অনেক বেশি বার হস্তক্ষেপ করত।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, 'সি আই ও' ইয়োরোপীয় শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত শ্রেণী-সচেতন ঐতিহ্য অনুসরণ না করে আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যই অনুসরণ করেছিল। অদক্ষ শ্রমিকদের প্রয়োজন সম্বন্ধে এই প্রতিষ্ঠান 'এ এফ অব এল'এর চেয়ে বেশি সচেতন ছিল বলে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষায় অপেক্ষাকৃত সক্রিয় ও সংগ্রামী মনোভাবপূর্ণ ছিল বলেই প্রধানতঃ 'সি আই ও' শ্রমিক আন্দোলনের উপর এতটা চমকপ্রদ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল।

১৯৩৫ সালে এ, এফ অব্‌ এল'-এর দীর্ঘসূত্রী কৌশলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার অল্প দিনের মধ্যেই 'সি আই ও' শিল্পভিত্তিক শ্রমিক সংস্থা গঠনের যে প্রবল অভিযান শুরু করেছিল তাতে সমস্ত দেশের শ্রমিকেরা অবিলম্বে সাড়া দিয়েছিল। এরকম একটি প্রতিষ্ঠানের জন্যই বিশালায়তন 'উৎপাদন শিল্পের শ্রমিকেরা এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল এবং এসব সংস্থা সত্যিই তাদের প্রয়োজন মেটাতে এবং সংযুক্ত সংস্থাগুলির বৈষম্যমূলক নিয়ন্ত্রণ থেকে তাদের মুক্তি দিতে পেরেছিল বলে তারা দলে দলে সেগুলিতে যোগ দেয়। সদ্য গঠিত 'সি আই ও'র কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে সংগঠকদের দল দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। খনি শ্রমিক, সীবন শিল্পী সহানুভূতিসম্পন্ন অন্যান্য সংস্থাপ্রদত্ত চাঁদা এদের ব্যয়নির্বাহ করেছিল এবং সর্বত্রই তাদের উৎসাহের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। লুইস, মারে, হিলম্যান ও ডুবিন্‌স্কির কর্মচঞ্চল ও সুদক্ষ নেতৃত্বে অসাধারণ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল।

১৯৩৬ সালের জুন মাসে 'ইস্পাত কর্মীদের সংগঠক সমিতি' ('ষ্টীল ওয়ার্কার্স অরগানাইজিং কমিটি') প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের ইস্পাতশ্রমিকদের ভেতর

'সি আই ও'র গুরুত্বপূর্ণ অভিযান শুরু হয়। মারের নেতৃত্বে এই সমিতি মৃতপ্রায় 'অ্যামালগ্যামেটেড্ এসোসিয়েশন অব্ আয়রন, ষ্টীল, এ্যাণ্ড টিন ওয়ার্কার্স'-এর নিয়ন্ত্রণ হস্তগত করে এবং পিট্সবার্গ, শিকাগো এবং বার্মিংহ্যামে বিভাগীয় কেন্দ্র স্থাপন করে। অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় চার শ' সংগঠককে পেন্সিলভ্যানিয়া, ওহায়ো, ইলিনয় ও অ্যালাবামার ইস্পাতকেন্দ্রগুলিতে সংস্থার বিজ্ঞাপন পুস্তিকা বণ্টন করতে, জনসভা অনুষ্ঠান করতে এবং বাড়ী বাড়ী প্রচারকার্য চালাতে দেখা গেল। এই শিল্পের শ্রমিকদের গড় বাৎসরিক আয় ছিল মাত্র ৫৬০ ডলার, আর মোটামুটি জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে এ সময়ে প্রয়োজন হত বছরে ১৫০০ ডলার। কাজেই সংগঠকরা শ্রমিক সংস্থার পক্ষে সার্থক প্রচারকার্য চালাতে খুবই উর্বর ভূমি পেয়েছিল। ইস্পাত শিল্পের মালিকদের একগুঁয়ে শ্রমিক সংস্থাবিরোধী মনোভাব হোমষ্টেড থেকে শুরু করে ১৯১৯ সালে মহান ইস্পাত ধর্মঘটে প্রতিফলিত হয়েছিল। মালিকপক্ষ নতুন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানের তাৎপর্য সম্পূর্ণ স্বীকার করে তার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত ছিল। 'আয়রন্ এ্যাণ্ড ষ্টীল ইন্স্টিটিউট' সমস্ত দেশের খবরের কাগজগুলিতে পাতাভর্তি বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষণা করেছিল যে, মালিকদের কর্মচারী প্রতিনিধিত্ব পরিকল্পনা শ্রমিকদের প্রয়োজন মেটাতে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং 'সি আই ও' শ্রমিকদের ভয় দেখিয়ে ও তাদের উপর অত্যাচার ক'রে তাদের শ্রমিক সংস্থায় যোগ দিতে বাধ্য করার চেষ্টা করছে। এ সব বিজ্ঞাপনে আরো বলা হয়েছিল যে, চরমপন্থী ও সাম্যবাদী প্রভাব আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

লুইস এই প্রচার-অভিযানের জবাব দেবার জন্য বেতার ভাষণের সাহায্য নিয়েছিলেন এবং দেশের কাছ এ সব ভাষণে তিনি শুধু ইস্পাতশিল্পের মালিকই নয়, সমস্ত পুঁজিপতিদের সতর্ক করেছিলেন যে, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের শ্রমিক সংস্থার সদস্য করতে 'সি আই ও'র নেতৃত্বাধীন অভিযানে বাধা দেওয়া অসম্ভব।

তিনি বেতারপ্রেরকযন্ত্রে গর্জন করে উঠেছিলেন, "ত্রিশ লক্ষ শ্রমিক শিল্পভিত্তিক গণতন্ত্র স্থাপনের জন্য এবং এই গণতন্ত্রের বাস্তগত সুযোগসুবিধার অংশ পাইবার জন্য দাবি করিতেছে; তাহাদের হৃদয়ে মানবিক অনুভূতির যে প্রচণ্ড তরঙ্গ দানা বাঁধিতেছে তাহার বিরুদ্ধে, আর্থিক জগতের একনায়ক অথবা ইতর অর্থগৃধ্নু, যে কোনো ব্যক্তি নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পারে। বাধানিষেধের

স্বেচ্ছাচারী, প্রাকারদ্বারা মানবিক অনুভূতির এই বৈতরণীকে বাঁধ দেওয়া যাইবে বা আটকানো যাইবে বলিয়া যে বিশ্বাস করে সে হয় উন্মাদ, না হয় মূর্খ।"

যে শিল্প এতদিন সাফল্যের সঙ্গে শ্রমিক সংস্থার প্রসার প্রতিরোধ করে এসেছিল, কয়েক মাসের মধ্যেই তাকে আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হতে দেখা গেল। হাজার হাজার শ্রমিক 'ইস্পাত কর্মীদের সংগঠক সমিতিতে' যোগ দিল। পূর্বের কোম্পানীনিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলি অনেকক্ষেত্রেই নিজেদের নতুন সংস্থার স্থানীয় শাখায় রূপান্তরিত করল এবং মালিকপক্ষ জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে মজুরি বৃদ্ধি যুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা দখল করতে চাইলে এ সব সংস্থার সদস্যরা সরাসরি এ ধরনের চুক্তি করতে নারাজ হল। ১৯৩৬ সালের শেষ নাগাদ 'ইস্পাতকর্মীদের সংগঠক সমিতি' ১৫০টি সংস্থা কেন্দ্র এবং মোট ১০০,০০০ এর-ও বেশি সদস্য নিয়ে গর্ব করতে পেরেছিল। স্বীকৃতি ও যৌথ দর কষাকষির অধিকার দাবি করার পক্ষে এই সমিতি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। শ্রমিকদের দাবি শুনতে ইস্পাতশিল্প অসম্মত হলে সমস্ত দেশ জুড়ে ধর্মঘট আহ্বান করার পক্ষেও এই সমিতি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

ধর্মঘটের প্রস্তুতি চলতে থাকার সময় কিন্তু ১৯৩৭ সালের ১লা মার্চ একটি অপ্রত্যাশিত নাটকীয় ঘোষণা করা হল। কিছুদিন ধরে লুইস এবং 'ইউনাটেড্ ষ্টেট্স ষ্টীল কর্পোরেশনের' এর নির্দেশক-পর্ষদের সভাপতি মাইরন্ সি টেলারের মধ্যে গোপন আলাপ-আলোচনা চলছিল। এই আলোচনার ফলে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে "বড় ইস্পাতশিল্প" 'ইস্পাতকর্মীদের সংগঠক সমিতিকে' তার সদস্যদের হয়ে দর কষাকষি অধিকারী বলে স্বীকার করল, দশ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি অনুমোদন করল, 'আট-ঘণ্টা দিন' এবং 'চল্লিশ-ঘণ্টা সপ্তাহ মেনে নিল। কোম্পানী তত্ত্বের দিক দিয়ে 'উন্মুক্ত কারখানা' নীতি বজায় রাখলেও শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে এই চুক্তি বিরাট এক সাফল্যের সূচনা করল। বস্তুতঃ, সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই জয়লাভের সঙ্গে তুলনীয় খুব বেশি সাফল্য দেখা যায় নি। 'সি আই ও'র আক্রমনে একটি বিশাল দুর্গ আত্মসমর্পণ করল এবং এই আত্মসমর্পণ সমগ্র বিশালায়তন উৎপাদনশিল্পে শ্রমিক সম্পর্কের ধাঁচ কী হবে, তার ছবি তুলে ধরল।

"বড় ইস্পাতশিল্প" ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের চাপে পড়ে আত্মসমর্পণ করেছিল বলে সে সময়ে ধারণা হয়েছিল। ওয়াগ্নার আইন পাশ হবার পর ব্যাঙ্কব্যাবসায়ীরা

স্পষ্টভাবে ভবিষ্যতে কী হবে তা বুঝতে পেরেছিল। কোম্পানীর কর্মচারীদের (আরো নির্ভুলভাবে বলতে গেলে কোম্পানীর অধীনস্থ প্রধান প্রতিষ্ঠান 'কার্নেগি ইলিনয় ষ্টীল কোম্পানীর) অধিকাংশ এরই মধ্যে 'ইস্পাতকর্মীদের সংগঠক সমিতির' পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হতে দেখে তারা বুঝতে পেরেছিল যে, উৎপাদন যখন সবে আগের হারে চালু হচ্ছে এবং যখন নতুন নতুন ফরমাস আসছে, তখন ধর্মঘট শুরু হলে সমূহ সর্বনাশ হবে। এই যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এক সময় সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের সম্বন্ধে নিজের অপরিবর্তনীয় বিরুদ্ধ মনোভাব ঘোষণা করেছিল। যে প্রবণতা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করা আর সম্ভব ছিল না, তা শান্তভাবে মেনে নিয়ে তাকে রাজী করানো হল।

এক শ'র বেশি স্বতন্ত্র কোম্পানী 'ইউনাইটেড ষ্টেট্স স্টীল'-এর নেতৃত্ব অনুসরণ করেছিল এবং 'ইস্পাতকর্মীদের সংগঠক সমিতির' সভ্যসংখ্যা বেড়ে গিয়ে ৩০০,০০০ অতিক্রম করেছিল। কিন্তু তখনও কয়েকটি বাধা বর্তমান ছিল। "ছোট ইস্পাতশিল্প" বলে পরিচিত 'রিপাব্লিক' 'ইয়ংসটাউন ষ্টীল অ্যাণ্ড টিউব', 'ইনল্যাণ্ড ষ্টীল অ্যাণ্ড বেটেলহেম' কোম্পানীসমূহ 'ইস্পাতকর্মীদের সংগঠক সমিতির' সঙ্গে সন্ধি করতে অস্বীকার করল এবং শ্রমিক সংস্থার নতুন কোনো চাপ প্রতিরোধ করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে লাগল। 'রিপাব্লিক' ইস্পাত কোম্পানীর কঠিন হৃদয় প্রতিক্রিয়াশীল এবং ভয়ানক রকম শ্রমিকবিরোধী সভাপতি টম্ এম্ গার্ডলারের নেতৃত্বে যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করা হল।

'ইস্পাতকর্মীদের সংগঠক সমিতির' নেতারা ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে এই প্রচেষ্টার জবাব দিলেন এবং "ছোট ইস্পাতশিল্পের" অন্তর্গত কারখানাগুলির প্রায় ৭৫,০০০ শ্রমিক মে মাসে একসঙ্গে কাজ বন্ধ করে দিয়ে তাদের শ্রমিক সংস্থার স্বীকৃতিদানে মালিকদের বাধ্য করার চেষ্টা করল। কোম্পানীগুলো পাল্টা লড়াই শুরু করল এবং ইস্পাতনগরীগুলির উপর তাদের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে এই সংগ্রামে তারা সফল হয়েছিল। ভীতিপ্রদর্শন ও হিংস্র নির্যাতনের অভিযানের সমর্থনে নাগরিকদের সমিতি গঠন করা হয়েছিল এবং স্থানীয় পুলিশ ও বিশেষ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত সহকারী ডেপুটিদের সাহায্যের কাজে ফিরে যাবার আন্দোলন শুরু করা হয়েছিল। পিকেটিং-এ নিযুক্ত শ্রমিকদের উপর আক্রমণ, শ্রমিক সংস্থার কেন্দ্রীয় দপ্তরে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, ধর্মঘটী নেতাদের গ্রেপ্তার এবং ধর্মঘট ভাঙবার জন্য নিযুক্ত শ্রমিকদের রক্ষার্থে আঞ্চলিক বাহিনীর প্রয়োগ ক্রমে শ্রমিকদের মনোবল নষ্ট করে দিয়েছিল।

ইস্পাতশিল্পের কুড়িটি নগরীতে হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং 'রিপাব্লিক ষ্টীল কোম্পানীর' দক্ষিণ শিকাগোর একটি কারখানায় একটি রক্তাক্ত সংঘর্ষে এ ধরনের হিংসাত্মক কাজ চরমে পৌঁছেছিল। মে মাসের ত্রিশ তারিখে প্রায় তিন শ' শ্রমিকের একটি পিকেটিং দলকে পুলিশবাহিনী আটকে দিলে কয়েকটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। পুলিশ তারপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। অস্ত্রহীন শ্রমিকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পুলিশের গুলিবৃষ্টি থেকে বাঁচবার নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে উন্মত্তের মত পালিয়ে যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে দশজন নিহত হয়ে রাস্তায় পড়েছিল এবং এক শ' জনেরও বেশি আহত হয়েছিল। এই সংঘর্ষে পুলিশবাহিনীরও প্রায় বাইশ জন লোক আহত হলেও তাদের মধ্যে একজনের আঘাতও বিপজ্জনক হয় নি।

সংঘবদ্ধ শ্রমিকেরা তৎক্ষণাৎ এই ঘটনাকে 'মেমোরিয়াল ডে ম্যাসাকার্' ('স্মারক দিবস হত্যাকাণ্ড') নাম দেয় এবং এই হত্যাকাণ্ডের ফলে ধর্মঘটীরা জনসাধারণের ব্যাপক সহানুভূতি লাভ করে। পরবর্তীকালে অনুসন্ধান করে সুস্পষ্টভাবে জানা গিয়েছিল (এ সব অনুসন্ধানে চলচ্চিত্রের ফিল্মও ব্যবহার করা হয়েছিল) যে, শ্রমিকেরা প্রথম আক্রমণ করে নি। কিন্তু ইস্পাত কেন্দ্র-গুলিতে সাধারণভাবে শ্রমিকসংস্থাবিরোধী মনোভাব বজায় রইল এবং এভাবে সমর্থিত হয়ে কোম্পানীগুলি অত্যন্ত সুরক্ষিত হয়ে উঠেছিল। ফলে শ্রমিকদের পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল। প্রচারঅভিযান, শক্তিপ্রয়োগ ও সন্ত্রাসবাদী কার্য কলাপ ধর্মঘট ভেঙ্গে দিল এবং 'সি আই ও' এই সর্বপ্রথম পরাজয়েব স্বাদ পেল।

কিন্তু এই জয়লাভের জন্য "ছোট ইস্পাতশিল্পকে" অসম্ভব রকম বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল। চার বছর পর 'জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষৎ' এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত কোম্পানীগুলিকে, যে সংস্থা এতদিনে 'ইউনাইটেড স্টীল ওয়ার্কার্স অব্ আমেরিকা'য় রূপান্তরিত হয়েছে তাকে স্বীকার কবে নিতে, ধর্মঘটে অংশগ্রহণের জন্য অথবা শ্রমিক সংস্থার সদস্য হবার জন্য যে সব শ্রমিকের কাজ চলে গিয়েছিল তাদের আবার বহাল করতে এবং যৌথ দর কষাকষি মেনে নিতে নির্দেশ দেয়। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত শ্রমিকদের চাপ অনমনীয়ভাবে প্রতিরোধ করেও সরকারী হস্ত-ক্ষেপের ফলে "ছোট ইস্পাত শিল্পকে" অবশেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। ততদিনে, অর্থাৎ ১৯৪১ সালের মধ্যে, 'সি আই ও' ৬০০,০০০ ইস্পাতকর্মীকে সংঘবদ্ধ করতে সফল হয়েছিল। প্রায় সম্পূর্ণ ইস্পাতশিল্পই শ্রমিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল।

ইতিমধ্যে মোটরগাড়ীশিল্পে আরো নাটকীয় ও রক্তাক্ত একটি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। 'এন আর এ'র সূচনা এবং ১৯৩৪ সালের জারমান ধর্মঘটগুলির ব্যর্থতার পর থেকেই শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের আগুন ধিকি ধিকি জলছিল। ঘণ্টা-পিছু উচ্চ মজুরি সত্বেও মাঝে মাঝে সাময়িকভাবে বরখাস্ত হওয়ার জন্য শ্রমিকদের গড় বাৎসরিক মজুরি ১,০০০ ডলারেরও কম দাঁড়াত। শ্রমিকদের আর একটি অভিযোগ ছিল এই যে, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সংযুক্ত করে গাড়ী তৈরি করার সময় অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো করা হত। কোনো শ্রমিকের একমাত্র কাজ ছিল একটা 'কন্‌ভেয়ার বেল্টের' পাশে দাঁড়িয়ে থেকে মোটরগাড়ীর কাঠামোর একটা চাকা লাগানো। অন্য কোনো শ্রমিক হয়ত একটা 'ফেন্‌গর' ('মোটরের যন্ত্রবিশেষ) বসাতো অথবা শুধুই একটা বোল্‌টু শক্ত করে এঁটে দিত। ক্রমেই বেশি চাপ দেওয়ার ফলে এ সব শ্রমিকদের যে কষ্ট হত তা অনেক সময় প্রায় অসহ্য হয়ে উঠত। কিন্তু একত্র হয়ে শ্রমিকরা এই পরিস্থিতি সংশোধনের জন্য যে কটি চেষ্টা করেছিল তাদের প্রতিটিই পরিচালকরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। মোটরগাড়ীশিল্প এতটা ব্যাপকভাবে গুপ্তচর নিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে পেরেছিল যে, শ্রমিক সংস্থার কাজকর্ম শুরু হবার আগেই তা বাধাপ্রাপ্ত হত।

তা'হলেও শ্রমিক সংস্থা গঠনের চেষ্টা পরিত্যাগ করা হয় নি। 'এ এফ অব্‌ এল' গোড়ায় যে সব 'সংযুক্ত' সংস্থা স্থাপন করেছিল তাদেরই মিলনের ফলে 'ইউনাইটেড্‌ অটোমোবাইল ওয়ার্কার্স' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংস্থার সংগঠকরা সক্রিয়ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু উন্নতি মন্থর গতিতেই সম্ভব হচ্ছিল। মহাসংঘের দুর্বল সাহায্যে অসন্তুষ্ট হয়ে ১৯৩৬ সালে এই নতুন সংস্থাটি 'এ এফ অব্‌ এল্‌' থেকে বেরিয়ে আসে এবং 'সি আই ও'র সঙ্গে যোগ দেয়। হোমার এস্‌ মার্টিন সভাপতি পদে নির্বাচিত হন এবং একটি পুনরুজ্জীবিত সংগঠনিক অভিযানের প্রস্তুতি চলতে থাকে। এই অভিযানই শেষ পর্যন্ত 'ইউনাইটেড অটোমোবাইল এয়ারক্র্যাফ্‌ট অ্যাণ্ড অ্যাগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স' নামে সংস্থাটিকে এদেশের সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংস্থায় পরিণত করেছিল।

মার্টিন ছিলেন একজন আদর্শবাদী যুবক এবং শ্রমিক অথবা সংগঠক হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল যৎসামান্য। মিজুরির একটি ছোট কলেজ থেকে স্নাতক উপাধি পাবার পর তিনি ব্যাপটিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ে ধর্মযাজকের কাজ নিয়েছিলেন এবং ১৯৩২ সালে কান্‌জাস সিটি শহরটির উপকণ্ঠে একটি ছোট গির্জার ধর্মোপদেশক নিযুক্ত হয়েছিলেন। খোলাখুলিভাবে শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতেন

বলে অবিলম্বে তাঁকে কাজটি হারাতে হয় এবং তারপর তিনি শেভ্রোলে কোম্পানীর একটি কারখানায় যোগ দেন। এ সময় থেকেই তিনি শ্রমিক সংস্থা গঠনের জন্য অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে প্রচার কার্য চালাতে শুরু করেন। শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তোলার অপরাধে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। তখন থেকে তিনি নিজেকে শ্রমিক আন্দোলনের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন এবং পরে সংগ্রামরত 'ইউ এ ডব্লিউ'র ('ইউনাইটেড্ অটোমোবাইল ওয়ার্কার্স) সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁর আকৃতি ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে কোনো 'ওয়াই এম সি'-এর ('যুবকদের খ্রীষ্টীয় সমিতি'—'ইয়ংমেন্স ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশন') সম্পাদকের বর্ণনা অনেকটা মিলে যায়। বন্ধুত্বপূর্ণ, শান্ত, চশমাপরিহিত মার্টিন সভাপতি পদে নির্বাচিত হবার পর সংস্থাটি তাঁর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন এবং তার সঙ্গে নতুন কর্মপ্রেরণা যোগ করে দেন। তাঁর অভিজ্ঞতার ঘাটতি তিনি তাঁর কর্মশক্তির প্রাচুর্য দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রেরণাদায়ী আবেদনের জন্য শ্রমিক সংস্থার সভা অনেকটা পুরোনো দিনের ধর্মীয় পুনর্জীবনের জন্য অনুষ্ঠিত সভার মত মনে হত এবং তাঁর এই প্রেরণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মোটরগাড়ীশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা ক্রমেই অধিক সংখ্যায় সংঘবদ্ধ হতে লাগল।

১৯৩৬ সালেব গ্রীষ্মকালে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি ধর্মঘট দেখা গিয়েছিল এবং হেমন্তকালের শেষ নাগাদ 'ইউনাইটেড অটোমোবাইল ওয়ার্কার্স' ৩০০,০০০ সদস্য সংগ্রহ করে মোটরগাড়ীশিল্পের তিনটি অতিকায় প্রতিষ্ঠান, 'জেনারেল মোটরস্, ক্রাইসলার ও ফোর্ডের কাছ থেকে স্বীকৃতি দাবি করতে প্রস্তুত হয়ে খোলাখুলি-ভাবে কাজ শুরু করে দিয়েছিল। শ্রমিকেরা নতুন জিগির তুলেছিল, "আমরা চাই না যে, আমাদের তাড়াইয়া দেওয়া হয়, আমরা চাই না যে, আমাদের উপর গুপ্তচর লাগানো হয়।" কিন্তু ওয়াগ্নার আইনের শর্তাবলী কোম্পানীগুলো অগ্রাহ্য করেছিল এবং কোনো রকম সুবিধা দিতেই প্রস্তুত ছিল না। মার্টিন 'জেনারেল মোটরস' কোম্পানীর পরিচালকদের যৌথ দর কষাকষি সম্বন্ধে আলোচনায় বসার জন্য বললে সহ-সভাপতি উইলিয়াম এস ক্নুড্সেন্ শুধু প্রস্তাব করলেন যে, শ্রমিকদের কোনো অভিযোগ থাকলে সেগুলি স্থানীয় কারখানার পরিচালকদের কাছে নিয়ে যেতে পাবে। উত্তরে শ্রমিক সংস্থা ধর্মঘট ঘোষণা করল। ধর্মঘট মিশিগানের ফ্লিট শহরে কোম্পানীর 'ফিশার বডি' কারখানায় ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে শুরু হয়ে ক্রমে ডিট্রয়েট, ক্লীভ্ল্যাণ্ড, টলেডো ও দেশের অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। 'জেনারেল মোটরস'

কোম্পানীর ১৫০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে ১১২,০০০ শ্রমিক কাজ বন্ধ করায় উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে স্থগিত হয়ে গেল।

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই ধর্মঘট একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। ফ্লিন্টে শ্রমিকরা কারখানার মধ্যেই বসে থাকল। এই মৌলিক পদ্ধতি কোনো কোনো জায়গায়, বিশেষ করে এক্রন শহরের রবারশিল্পের কর্মীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও, 'জেনারেল মোটর্‌স' ধর্মঘটেই সর্বপ্রথম প্রকৃতপক্ষে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। মোটরশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরা কারখানা ত্যাগ করতে অস্বীকার করল। তারা শুধু চুপ করে তাদের নিজ নিজ জায়গায় বসে রইল। তাদের এই আচরণ হিংসাত্মক ছিল না। বরং, বলা যেতে পারে যে, তারা অহিংস সত্যাগ্রহের আশ্রয় নিয়েছিল এবং তাদের এই কৌশল দু'দিক থেকেই সার্থক হয়েছিল এই কারণে যে, একমাত্র বলপ্রয়োগ করে তাদের কারখানার বাইরে সরিয়ে ফেলেই এই ধর্মঘট ভাঙ্গা চলত।

ফ্লিন্ট এবং প্রতিবেশী ডিট্রয়েট শহরে উত্তেজনা ভয়ানক বেড়ে গেল। 'জেনারেল মোটর্‌স'-এর পরিচালকবৃন্দ এবং 'ফ্লিন্ট অ্যালায়েন্স' ('ফ্লিন্ট মৈত্রীসংঘ') নামে বিশ্বস্ত শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত একটি কোম্পানী নিয়ন্ত্রিত সংস্থা এই অভিনব ধর্মঘটটিকে সম্পত্তির অধিকারে অবৈধ আক্রমণ বলে ঘোষণা করল এবং ধর্মঘটীদের অবিলম্বে কারখানা থেকে বিতাড়িত করার জন্য দাবি জানাল। মার্টিন 'জেনারেল মোটর্‌স' শ্রমিকদের সম্পত্তির অধিকার আক্রমণের প্রস্তাব করছে এই অভিযোগ এনে প্রত্যুত্তর দিলেন।

তিনি জানতে চাইলেন, কোনো ব্যক্তির নিজ চাকরিতে অধিকার অপেক্ষা পবিত্রতর সম্পত্তির অধিকার এই পৃথিবীতে আর কী হইতে পারে? সম্পত্তির এই অধিকারের তাৎপর্য শ্রমিকের পরিবার প্রতিপালন করিবার অধিকার, তাহার সন্তানসন্ততির মুখে অন্ন যোগানোর অধিকার এবং অনশন হইতে অব্যাহতি পাইবার অধিকার। আমেরিকার পরিবারসমূহের ইহাই ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ···ইহাই আমেরিকার পবিত্রতম ও সর্বাপেক্ষা মৌল সম্পত্তির অধিকার।"

প্রথমে 'সি আই ও' এই ধর্মঘটটিকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল এবং কারখানায় বসে থাকা সম্বন্ধে মোটেই উৎসাহ দেখায় নি। ইস্পাতশিল্পে সংগঠনী অভিযানে 'সি আই ও' গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিল এবং এই অভিযানের সাফল্যের উপর শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলন নির্ভরশীল বলে মনে করা হয়েছিল। একারণে মোটরগাড়ীশিল্পে এই ধর্মঘট অত্যন্ত অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু 'সি আই ও' এই আন্দোলন সমর্থন না করে পারে নি এবং 'জেনারেল মোটর্‌স' কোম্পানীর কর্মচারীদের সর্বপ্রকার সাহায্য দেবার অঙ্গীকার এই মহাসভা করেছিল। লুইস্‌ ঘোষণা করেছিলেন, "শ্রমিকগণ, শিল্পবিরোধে ধর্মঘটীরা আজ পর্যন্ত যে সকল সংগ্রাম চালাইয়াছে তোমরা নিঃসন্দেহে তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ ধর্মঘট সাফল্যের পথে পরিচালিত করিতেছ। সমগ্র মার্কিন জাতির দৃষ্টি তোমাদের উপর রহিয়াছে।"

তাঁর বিবৃতির দ্বিতীয় অংশ নিঃসন্দেহে অভ্রান্ত ছিল এবং ফ্লিণ্টে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ঘটতে থাকায় ও ধর্মঘটীরা নিজ নিজ জায়গা থেকে না সরবার অনমণীয় সংকল্প করায় তা আরো সত্য বলে মনে হল। শীতকালের ঠিক মাঝামাঝি ধর্মঘটটি ঘটেছিল এবং কারখানা গরম রাখার ব্যবস্থা কেটে দেওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকেরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি। পুলিশবাহিনী ২নং 'ফিশার বডি' কারখানায় ঢুকতে চেষ্টা করলে তাদের লক্ষ্য করে কফি-পেয়ালা, সোডার বোতল, লোহার বোল্‌টু ও ভারী মোটর গাড়ীর দরজার কব্‌জা ছোঁড়া হয়েছিল। পুলিশবাহিনী কাঁদুনে গ্যাসবোমা নিয়ে আবার আক্রমণ সুরু করলে ধর্মঘটীরা আগুন নেভাবার নল দিয়ে জলের স্রোত বইয়ে দিয়ে তার উত্তর দিয়েছিল। শান্তি ও শৃঙ্খলার অভিভাবকের দলকে ফলে পালিয়ে যেতে হয়েছিল এবং উল্লসিত শ্রমিকেরা এই সংঘর্ষকে অবিলম্বে "পলায়নরত ষণ্ডদের (পুলিশ সিপাহীদের) যুদ্ধ" নাম দিয়েছিল।

'জেনারেল মোটরস' কোম্পানীর কর্মচারীরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ কারখানায় বসে থেকে ধর্মঘট চালিয়ে যেতে লাগল। পিকেটিং-এ নিযুক্ত কর্মীদের সাহায্য, খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস সরবরাহ করা হত। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়েছিল। একজন শ্রমিক-সংস্থা সংগঠকের তৎকালীন বিবরণ থেকে জানা যায়, "উজ্জলভাবে আলোকিত এই বিশাল কারখানার ভিতরে ও বাহিরে, ধর্মঘট ভঙ্গকারী ও অন্যান্য অনধিকার হস্তক্ষেপকারীদের প্রবেশ করিতে না দিবার জন্য এবং অট্টালিকাটি ও অন্যান্য সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য বহু প্রহরীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ধর্মঘটীরা বিশেষ করিয়া কোম্পানীর ছাঁচগুলির প্রহরার ব্যবস্থা করিয়াছিল। কারখানার মধ্যে কোনরকম মদ্য আনিবার সম্মতি দেওয়া হয় নাই এবং উৎপাদন মঞ্চে ধূমপানও নিষিদ্ধ হইয়াছিল। পঁয়তাল্লিশ জন শ্রমিককে কারখানায় মধ্যে প্রহরার কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহাদের বাক্যই ছিল আইন।"

কোম্পানী ও 'ফ্লিন্ট মৈত্রীসংঘ' উভয়েই দাবি করল যে, পুলিশবাহিনী কারখানাগুলি পরিষ্কার করতে ব্যর্থ হওয়ায় রাজ্য আঞ্চলিক বাহিনীকে এ কাজে নিযুক্ত করা হোক। কিন্তু মিশিগানের গভর্ণর মার্ফি মোটর গাড়ী শিল্পের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ায় এবং নির্ঘাত রক্তপাত ঘটবে এই আশঙ্কা করায় এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অস্বীকার করলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য 'জেনারেল মোটরস্' কোম্পনী আদালত থেকে একটা হুকুমনামা আদায় করতে পেরেছিল। এই হুকুমনামায় বলা হয়েছিল যে, ৩রা ফেব্রুয়ারী বিকেল ৩টার মধ্যে কারখানাগুলি ছেড়ে চলে যেতে হবে, অন্যথায় অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড বরণ করতে হবে। ধর্মঘটীবা তাতেও ভয় পেলে না। তারা গভর্ণরকে তার করে জানালো "আমরা 'জেনারেল মোটরস্' কোম্পানীকে আইন মানিয়া চলিতে এবং যৌথ দর কষাকষিতে বাধ্য করিবার জন্য মাসাধিককাল ধরিয়া কারখানার মধ্যে বসিয়া থাকিয়া ধর্মঘট করিতেছি…। আমাদের কোন অস্ত্রশস্ত্র নাই বলিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সমন্বিত আঞ্চলিক বাহিনী, পুলিশ ও শেরিফ নিয়োগ করার অর্থ হইবে অস্ত্রহীন শ্রমিকদের রক্তস্নান।……আমরা কারখানার মধ্যে থাকিয়া যাইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি।"

ধর্মঘটীরা যা বলেছিল তা তারা করবে বুঝতে পেরে মার্ফি অবিলম্বে একটি শান্তিসভা আহ্বান করলেন। জন্ এল্ লুইস্ ডিট্রয়েটে ছুটে আসেন (ওয়াশিংটনে রেলগাড়ীতে চড়ার সময় সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের তিনি রহস্যজনকভাবে বলেন, "আমার সমুদ্রযাত্রার প্রক্কালে বন্দরে কোনো বিলাপ যেন না হয়।") এবং সহসভাপতি ক্নুডসেনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। মার্ফি ক্নুডসেন্‌কে লুইসের সাথে সাক্ষাতে রাজী করিয়েছিলেন। কিন্তু কোনোরকম মিটমাটে পৌছোবাব আগেই ৩রা ফেব্রুয়ারীর সকাল এসে গেল উপবেশন ধর্মঘটীরা কারখানার মধ্যে নিজেদের সুরক্ষিত করে রেখেছিল এবং প্রত্যাসিত কাঁদুনে ও বমনেচ্ছাউদ্রেককারী গ্যাস থেকে আত্মরক্ষার জন্য পাতলা তৈলাক্ত কাগজে তৈরী মুখোস পরেছিল। অবরুদ্ধ কারখানাগুলির বাইরে হাজার হাজার সহানুভূতি সম্পন্ন শ্রমিক ও নারীদের নিয়ে গঠিত জরুরী বাহিনীর সদস্যরা পায়চারি করছিল এবং ট্রাক থেকে মাইক দিয়ে ঘোষণা করা হচ্ছিল, "শ্রমিক-ঐক্য জিন্দাবাদ"।

নির্দিষ্ট সময় এল এবং চলে গেল। গভর্ণর মার্ফি আদালতের নির্দেশ বলবৎ করার জন্য জাতীয় রক্ষীদের নিয়োগ করতে অস্বীকার করলেন। জন-

সাধারণ ক্রমেই বেশি চাপ দিতে থাকলেও তিনি এমন কিছু করতে রাজী হলেন না, যা অনির্দিষ্ট মাত্রায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ সম্ভব করে তুলতে পারে।

পরদিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাবার জন্য গভর্নর মার্ফির অনুরোধের সঙ্গে তাঁর নিজের অনুরোধ যোগ করলেন এবং লুইস-নুডসেন্ কথাবার্তা ('জেনারেল মোটর্‌স' ও ধর্মঘটীদের অন্যান্য প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন) নতুন করে শুরু হল। এক সপ্তাহ ধরে এই সভা চলার সময় উপবেশন-ধর্মঘটীরা দৃঢ়ভাবে নিজেদের জায়গায় অটল হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত গভর্নর ঘোষণা করতে পারলেন যে, একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। 'জেনারেল মোটর্‌স' কোম্পানী দর কষাকষির ব্যাপারের সদস্যদের প্রতিনিধিত্বের জন্য 'ইউনাইটেড অটোমোবাইল ওয়ার্কার্স'কে স্বীকার করে নিল, ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে হুকুমনামা অনুসারে কোনো মামলা না করতে এবং শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের প্রতি কোনোরকম বৈষম্যমূলক আচরণ না করতে রাজী হল। কাজ ত্বরান্বিত করা ও অন্যান্য বিষয়ে শ্রমিকদের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করতেও কোম্পানী সম্মত হল।

শ্রমিক সংস্থাটির পক্ষে এই চুক্তিকে সম্পূর্ণ বিজয় বলা যায় না। 'ইউ এ ডব্লিউ' 'জেনারেল মোটর্‌স'-এর সব কর্মচারীদের হয়ে একচেটিয়া দর কষাকষির অধিকার, সকলের জন্য সমান ন্যূনতম মজুরি এবং সপ্তাহে ত্রিশ ঘণ্টা কাজ দাবি করেছিল। কিন্তু "বড় ইস্পাতশিল্পের" সঙ্গে "ইস্পাতকর্মীদের সংগঠক সমিতি"র চুক্তির মতই এখানেও শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী অপর একটি দুর্গ দখল করা গিয়েছিল। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকেরা পরে যে আন্দোলনের ফলে মোটরগাড়ী-শিল্পের সমস্ত কর্মী শ্রমিক সংস্থার সদস্য হয়েছিল সে দিকে প্রথম পদক্ষেপ করা হল। উপবেশন-ধর্মঘটের বৈধতা বা নৈতিক দিক নিয়ে যাই বলা হোক না কেন, এই পদ্ধতি যে কার্যকর ধর্মঘটটির ফলই তার পরিচয় দিল।

'জেনারেল মোটর্‌স' কোম্পানীর শ্রমিকদের উপবেশন—ধর্মঘটটি সফল হওয়ার পর দেশের সর্বত্র শ্রমিকদের মধ্যে অনুরূপ ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল। 'ক্রাইসলার কর্পোরেশন'-এর কর্মচারীরা অল্পদিনের মধ্যে তাদের পদাংক অনুসরণ করেছিল এবং 'জেনারেল মোটর্‌স'-এর চুয়াল্লিশ দিনব্যাপী ধর্মঘটের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত উপবেশন-ধর্মঘটের সাহায্যে শ্রমিক সংস্থার স্বীকৃতি আদায় করতে এবং 'জেনারেল মোটরসে'র কাছ থেকে যে ধরনের সুযোগসুবিধা পাওয়া গিয়েছিল তার অনুরূপ

চুক্তি সম্পাদন করতে সাফল্য লাভ করল। বস্তুতঃ, মোটরগাড়ী কোম্পানীগুলির মধ্যে একমাত্র ফোর্ডকেই পথে আনা যায় নি। এই কোম্পানী আরো চার বছর 'ইউনাইটেড্ আটোমোবাইল ওয়ার্কার্স'-এর শ্রমিকদের সংগঠিত করার সকল চেষ্টা প্রতিরোধ করতে সফল হয়েছিল।

অন্যান্য শিল্পও শ্রমিকদের এই নতুন অস্ত্রদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর এবং ১৯৩৭ সালে জুন মাসের মধ্যে প্রায় ৫০০,০০০ শ্রমিক উপবেশন-ধর্মঘটে জড়িত হয়ে পড়েছিল। রবারশিল্প, কাঁচশিল্প ও বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরা তাদের কাজ করবার বেঞ্চের সামনে চুপ করে বসে ছিল। উলওয়ার্থ কোম্পানীর ধর্মঘটী শ্রমিককের দল দোকানের ঝাঁপের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও খদ্দেরদের সেবা করে নি। মাংসের পিঠাপ্রস্তুতকারী, চশমাশিল্পী, পোষাকনির্মাতা ও ফ্ল্যাটবাড়ির দারোয়ানরা উপবেশন-ধর্মঘট করেছিল। এধরনের দীর্ঘতম ধর্মঘট ফিলাডেলফিয়ার ১,৮০০ বিদ্যুৎকর্মীর মধ্যে দেখা গিয়েছিল। দু'জন সদ্যবিবাহিত ব্যক্তি তাদের মধুচন্দ্রিমার কাল বসে থেকেই কাটিয়ে দিয়েছিল এবং ছ'জন বিবহিত ধর্মঘটীর স্ত্রীরা সদ্যজাত শিশুহস্তে তাদের স্বামীদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

দেশের সর্বত্র শ্রমিকেরা শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী নিয়োগকর্তাদের পথে আনবার জন্য সাগ্রহে এই সংগ্রাম কৌশল প্রয়োগ করার সময় তাদের বিদ্রোহের গান গেয়ে উঠেছিল :

"ওরা যখন শ্রমিক সংস্থার সদস্যকে দেয় তাড়িয়ে,
বসে পড, বসে পড় !
ওরা তার চাকরি খেলে, আবার তাকে ফিরিয়ে নেবে,
বসে পড, বসে পড় !
তাড়া হুড়ো করতে চাইলে, আঙুলটা মটকে দিয়ে
বসে পড়, বসে পড় !
কর্তারা না বললে কথা, যেও না চলে,
বসে পড়, বসে পড় !"

এ সব ধর্মঘটের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলি সম্পত্তির অধিকারের উপর এই নিদারুণ আক্রমণের

নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল এবং কোনো দিক থেকেই উপবেশন ধর্মঘট বিশেষ সমর্থন করা হয় নি। আপটন সিন্‌ক্লেয়ার ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে লিখে পাঠালেন, "পঁচাত্তর বৎসর ধরিয়া বড় বড় ব্যবসায়ীরা আমেরিকার অধিবাসীদের বুকের উপর বসিয়া আছে এবং এক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটি উল্‌টাইয়া যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত।" কিন্তু শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লোকদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন এই মনোভাবের পুনরাবৃত্তি করেছিল। 'এ এফ অব্ এল' খোলাখুলিভাবে উপবেশন-ধর্মঘট অস্বীকার করল এবং 'সি আই ও' মোটরগাড়ী-শিল্পের শ্রমিকদের সমর্থন করলেও এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগে কখনই সম্মতি দেয় নি। প্রচণ্ড তর্কাতর্কির পর সিনেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, এ ধরনের ধর্মঘট "অবৈধ ও সরকারী নীতির বিরোধী" এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ বলে আদালতগুলি তা নিষিদ্ধ করে দিল।

১৯৩৭ সালের প্রথমার্ধে যত উত্তেজনার সৃষ্টিই করুক না কেন, উপবেশন-ধর্মঘট ছিল প্রকৃত পক্ষে একটি সাময়িক ঘটনা এবং এই পদ্ধতি গৃহীত হবার অল্পদিন পরেই পরিত্যক্ত হয়েছিল। শ্রমিক সংস্থাবিরোধী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাছে স্বীকৃতির জন্য সংগ্রামরত এবং ওয়াগনার আইনের শর্ত মানতে নিয়োগকর্তারা অস্বীকার করায় তিক্তবিরক্ত নতুন অধৈর্য শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর এই পদ্ধতির রূপ নিয়েছিল। ওয়াগ্‌নার আইন বলবৎ করা হলে এবং "জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষৎ" যৌথ দর কষাকষি করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা পেলে উপবেশন-ধর্মঘট পরিত্যক্ত হয়েছিল।

কিন্তু তার আগে ১৯৩৭ সালের গোড়ার দিকের ধর্মঘটগুলি জনমত জাগিয়ে তুলেছিল এবং জনসাধারণের দ্বারা উপবেশন-ধর্মঘটের নিন্দার বেশির ভাগই শ্রমিকদের সহ্য কবতে হয়েছিল। গ্যাল্‌প ভোটগ্রহণে জানা গিয়াছিল যে, যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাদের প্রায় সবাই শ্রমিকদের এই নতুন অস্ত্র প্রয়োগের বিরোধী ছিল এবং তাদের সত্তর শতাংশের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শ্রমিক সংস্থাগুলিকে শাসন করার জন্য নতুন নিয়ন্ত্রণকারী আইনের আবশ্যকতা বর্তমান। "জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষদের" 'বন্ধ কর ও ক্ষান্ত হও' নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে মালিকপক্ষে যতটা অবৈধ কাজ করেছিল উপবেশন-ধর্মঘট তার চেয়ে বেশি অবৈধ ছিল না বলে এই পদ্ধতির ব্যাখ্যা করা গেলেও এ সব ধর্মঘট যে ধরনের ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল তা সহজে শান্ত হয় নি।

১৯৩৭ সালে 'সি আই ও'র কার্যকলাপ কিন্তু সদস্য সংস্থাগুলির পক্ষে খুবই

লাভজনক হয়েছিল। বিশালাকার উৎপাদনশিল্পের উপর ব্যাপক আক্রমণের ফলে ইস্পাত ও মোটরগাড়ীশিল্পে দু'টি নাটকীয় জয়লাভ সম্ভব হলেও আরো কয়েকটি পরিবর্তন ঘটেছিল, যা শ্রমিক পরিস্থিতিতে বিপ্লব আনতে সাহায্য করে। অন্যান্যদের মধ্যে রবার, বেতারযন্ত্র, কাঠচেরাই কলের শ্রমিক ও বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠিত অভিযান প্রবল ও শক্তিশালী সংস্থা স্থাপনে সাহায্য করেছিল। সিড্নি হিলম্যানের নিপুণ নেতৃত্বে একটি 'বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের সংগঠক সমিতি' ('টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স অর্গানাইজিং কমিটি') গঠনের জন্য অভিযান বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ 'এ এফ অব্ এল' দক্ষিণের যে সব কাপড়ের কলে বিশেষ অগ্রসর হতে পারে নি সেখানে এই অভিযান সফল হয়েছিল। যে সব শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিক সংগঠকরা ভয়ে তাদের মুখ দেখাতে পারে নি সে সব জায়গায় হাজার হাজার শ্রমিককে সংস্থার সদস্য করা গিয়াছিল এবং এক বছরের মধ্যেই এই সংস্থা সমস্ত বস্ত্রশিল্প জুড়ে শতশত যৌথ চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছিল।

১৯৩৭ সালের শেষ নাগাদ 'সি আই ও' সংস্থাগুলির সদস্যদের মধ্যে ৬০০,০০০ খনিশ্রমিক, ৪০০,০০০ মোটরগাড়ী কর্মী, ইস্পাতশিল্পে নিযুক্ত ৩৭৫,০০০ এবং বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত ৩০০,০০০ শ্রমিক, ২৫০,০০০ জন মহিলাদের পোষাকনির্মাতা, ১৭৭,০০০ পোষাকনির্মাতা, ১০০,০০০ কৃষিকর্মী ও মোড়ক বাঁধাইশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক দেখা গিয়েছিল। কিন্তু 'সি আই ও'র অভিযান শেষ পর্যন্ত সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে সামগ্রিকভাবে যে প্রশস্ততর বনিয়াদ গড়ে তুলতে পেরেছিল তা তাদের সদস্য সংখ্যার চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। অদক্ষ শ্রমিকদের শিল্পভিত্তিক সংস্থায় সংঘবদ্ধ করতে এবং 'এ এফ অব্ এল' দ্বারা প্রসারিত বৃত্তিভিত্তিক সংস্থার সঙ্কীর্ণতা ভেঙ্গে ফেলতে 'সি আই ও' সফল হয়েছিল। মহাসংঘ যা কোনো দিন করে নি এই মহাসভা তা করেছিল। অভিবাসী, নিগ্রো, নারীশ্রমিকদের স্ত্রী-পুরুষ, বর্ণজাতি নির্বিশেষে 'সি আই ও' বুকে টেনে নিয়েছিল।

তার উপর 'সি আই ও'র প্রভাব সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের উপরই ছড়িয়ে পড়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, 'এ এফ অব্ এল' দেখতে পেল যে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী যখন অদক্ষ শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার কাজে এতটা এগিয়ে এসেছে তখন তার পক্ষে তাদের অবজ্ঞা করা চলে না। অবশ্য একথা সত্য যে, 'এ এফ অব্ এল' কোনো দিনই অদক্ষ শ্রমিকদের সম্পূর্ণ অবহেলা করে নি। যন্ত্রের অগ্রগতিতে ও বিভিন্ন অংশ জুড়ে কিছু তৈরী করার কারখানা গড়ে ওঠায় দক্ষ, অদক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং মহাসংঘের

অন্তর্গত বেশ কয়েকটি সংস্থায় সবরকম শ্রমিকই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কয়লা খনিশ্রমিক ও পোষাকনির্মাতাদের মধ্যে সংগঠনের ক্রমোন্নতি আলোচনা করার সময় আমরা দেখেছি যে, মহাসংঘের মধ্যে কয়েকটি শিল্পভিত্তিক সংস্থা সব সময়ই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু ইস্পাত, মোটরগাড়ী এবং অন্যান্য বিশালাকার উৎপাদনশিল্পে যা করা হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত নতুন সংস্থা গঠনের সুযোগ সম্পূর্ণভাবে দখল করা থেকে 'সি আই ও'কে নিবারণ করার জন্য নিজের সংগঠন প্রসাসিত করা সম্বন্ধে 'এ এফ অব্ এল'কে সচেতন করেছিল। এ ধরনের বহুবৃত্তিক অথবা উপশিল্পভিত্তিক সংস্থার সহস্র সহস্র শ্রমিককে টেনে আনা হয়েছিল যাদের দক্ষতা শিল্পভিত্তিক শ্রমিক সংস্থার সাধারণ সদস্যদের চেয়ে বেশি ছিল না। এদের মধ্যে যন্ত্রনির্মাতা, বয়লারনির্মাতা, কসাই, রেঁস্তোরা কর্মী, রাজমিস্ত্রিদের সহায়ক ইট চুণ সুরকিবাহক ও সাধারণ শ্রমিক এবং গাড়ীচালকরা ছিল। পূর্বের চেয়ে বেশি কাজ করতে অনুপ্রেরিত হয়ে মহাসংঘ যেখানেই সম্ভব নতুন সদস্য সংগ্রহ করেছিল। এই সংস্থার উন্নতি 'সি আই ও'র মত নাটকীয় না হলেও সদস্যসংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। আমরা আগেই দেখেছি যে কয়েকটি সংস্থা 'এ, এফ অব্ এল' ত্যাগ করে প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থায় যোগ দিলেও ১৯৩৭ সালের শেষ নাগাদ মহাসংঘের সদস্যসংখ্যা ১৯৩৩ সালের চেয়ে প্রায় দশ লক্ষ বেশি হয়েছিল।

'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও' নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে নিজ নিজ শক্তি বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। মহাসংঘ শিল্পভিত্তিক সংস্থাগুলি মেনে নিয়েছিল, আর মহাসভা কয়েকটি বৃত্তিভিত্তিক সংস্থাকে সনদ দিতে দ্বিধা করে নি। শ্রমিক নেতারা যতই উপলব্ধি করতে লাগলেন যে শ্রমিক সংস্থা সংগঠনের একটি সূত্রই শুধু নেই এবং কাজের বিভিন্ন পরিবেশে শ্রমিক সংস্থার সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করা উচিত, পুরোনো বিবাদের প্রশ্নে যে তর্ক শ্রমিক সম্প্রদায়কে বিভক্ত করেছিল ততই তা সম্পূর্ণরূপে কেতাবী হয়ে যেতে লাগল। বিশালাকার উৎপাদন শিল্পের অধিকাংশ শিল্পভিত্তিক সংস্থা 'সি আই ও'র এবং তখন পর্যন্ত যেগুলিকে বৃত্তিভিত্তিক সংস্থা বলা যেত তাদের অধিকাংশ 'এ এফ অব্ এল'-এর অন্তর্গত হলেও পুরোনো পার্থক্য মুছে যাচ্ছিল এবং দু'টি প্রতিষ্ঠানই একে অন্যের মত হয়ে গিয়ে সবাইকে স্বাগত অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাগুলির মধ্যে অধিকার ক্ষেত্র নিয়ে বিবাদ এই ঘটনার একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হিসাবে দেখা গিয়েছিল। 'এ এফ অব্ এল'-এর

ছুতোররা 'সি আই ও'র কাষ্ঠশিল্পীদের সঙ্গে লড়াই করছিল; 'সি আই ও'র মোটরগাড়ী নির্মাতারা 'এ এফ অব্ এল্'-এর যন্ত্র নির্মাতাদের সঙ্গে বিরোধ বাঁধিয়েছিল, এবং 'এ এফ অব্ এল্' ও 'সি আই ও'র বন্দর শ্রমিক, কাপড়ের কলের শ্রমিক, বিদ্যুৎকর্মী, জিনিসপত্র মোড়কজাত করার কারখানার কর্মী ও খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রের কেরাণীরা ভাবনাচিন্তা না করে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করতে শুরু করেছিল। শ্রমিক সংস্থার উপর আক্রমণ, দালালি ও পারস্পরিক বিশ্বাসঘাতকার অভিযোগ আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছিল। শ্রমিক পরিবারের মধ্যে এ'সব কলহের তিক্ততা অনেক সময় শ্রমিক-মালিক বিরোধের তিক্ততা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই দুটি সংগঠনের অভিযোগ ও পালটা অভিযোগের পালা এবং কখনও কখনও 'এ এফ অব্ এল' অথবা 'সি আই ও'র মধ্যে শ্রমিক সংস্থাগুলির অন্তর্বিবাদ মালিকদের উপর শ্রমিকদের আক্রমণের চেয়েও হিংস্র রূপ নিয়েছিল। শুধু অধিকারক্ষেত্র নিয়ে বিরোধের ফলে বাব বার ধর্মঘট দেখা যাচ্ছিল। একারণে এসব ধর্মঘটে প্রত্যক্ষ-ভাবে জড়িত শ্রমিকদের ভয়ানক লোকসান এবং সমগ্র সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায়ের অশেষ ক্ষতি হয়েছিল।

নিজ নিজ সংস্থার জন্য স্বীকৃতি লাভের প্রয়াসে 'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও' 'জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষৎকে' নিজেদের কলহের মধ্যে টেনে এনেছিল। এই পর্ষদের দৃষ্টি ছিল শ্রমিকদের হয়ে দরকষাকষি করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা নির্বাচনের কাজে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। কিন্তু বার বার পর্ষদের এই কাজ, মালিকপক্ষ নয়, শ্রমিকদেব আক্রমণের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। শ্রমিকদের দু'টি সংগঠনই এই পর্ষদের সমালোচনা করেছিল। তা-ই বোধ হয় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা পর্ষদের সাফল্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কিন্তু এ ধরনের সমালোচনার ফলে যারা পর্ষদকে নিজ অধিকার অতিক্রম করার এবং শিল্পবিরোধী মনোভাব প্রদর্শন করার অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অভিযোগে অভিযুক্ত করছিল তাদের সুবিধা হয়ে যায়। শ্রমিক সম্প্রদায়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব শুধু যে তাদের শক্তির অপচয় ঘটাচ্ছিল তাই নয়, তাদের স্বীকার করে নেবার জন্য স্থাপিত সরকারী প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে ওঠার আশঙ্কাও তাতে দেখা গিয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রমিক নেতাদের উজ্জ্বল স্বপ্ন 'শ্রমিক সংহতি' হারিয়ে গিয়েছিল। তর্ক উঠতে পারে যে, অতিরিক্ত দৃঢ়সংবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনে

অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত শাসনের ও শ্রমিকদের উপর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অবিশ্বাসী স্বৈরাচারী নেতাদের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি অন্তর্নিহিত ছিল। শ্রমিকদের মধ্যে মতানৈক্য এরকম বিপজ্জনক ঘটনা নিবারণ করার পক্ষে সবচেয়ে বড় সহায়ক। তা'হলেও, শ্রমিকদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ অথবা জনসাধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের মর্যাদা শিল্পভিত্তিক বনাম বৃত্তিভিত্তিক সংস্থার আদি কলহের সময় অথবা 'এ এফ্ অব্ এল' ও 'সি আই ও'র পুনর্মিলনের সময় সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া গেলে যতটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারত প্রকৃতপক্ষে তা সম্ভব হয় নি। বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষ দিকে অনেকেই অনুভব করছিলেন যে, অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় সংহতি পুনর্প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে পারবে না। আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার স্থিরতা বজায় রাখতে ও সামাজিক গণতন্ত্রের বনিয়াদ দৃঢ়তর করতে শ্রমিক সম্প্রদায়ের পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করার পক্ষে এই দায়িত্বশীলতা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রমিক সম্প্রদায় ও রাজনীতি

'নয়া বন্দোবস্ত' প্রবর্তনে রাজনীতিতে শ্রমিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা অভিনব তাৎপর্য লাভ করেছিল। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে সরকারী হস্তক্ষেপ এতটা বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিকদের আশা-আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতিশীল জাতীয় সরকারকে ক্ষমতায় আসীন রাখা পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্যামুয়েল গম্পার্স যখন "জনসাধারণের নীতিবোধ দুর্বল" করবে বলে ন্যূনতম মজুরি, বার্ধক্য-ভাতা ও বেকারত্ব বীমা ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছিলেন সে সময়ের 'এ এফ অব্ এল'-এর গোপনে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারকারী কার্যকলাপের সীমিত লক্ষ্য দেশের শ্রমিকদের প্রয়োজন আর মেটাতে পারছিল না। বিশেষ করে নতুন শিল্পভিত্তিক সংস্থাগুলি 'নয়া বন্দোবস্তের' সময় রচিত আইন কানুনের দ্বারা প্রদত্ত নিরাপত্তার উপর নির্ভরশীল হয়েছিল এবং একারণেই ওয়াশিংটনে শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সরকার বজায় রাখতে নিজেদের ক্ষমতার মধ্যে সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিল।

রাজনীতিতে আরো ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করার এই সুস্পষ্ট ঝোঁক যে শুধু শ্রম সংক্রান্ত নতুন আইনকানুন কার্যকরভাবে বলবৎ করার ইচ্ছা থেকে এসেছিল তা নয়। রুজভেল্ট কার্যক্রমের অন্তর্নিহিত অপেক্ষাকৃত ব্যাপক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে শ্রমিক সম্প্রদায় ক্রমেই বেশি সজাগ হয়ে উঠছিল। তারা সাধারণভাবে অনুভব করেছিল যে, 'নয়া বন্দোবস্ত' মার্কিন গণতন্ত্রের প্রগতিপন্থী শক্তিগুলির প্রতিনিধিত্ব করছে এবং জ্যাকসনের সময় থেকে প্রাপ্ত সাধারণ মানুষের স্বার্থে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। 'নয়া বন্দোবস্তের' এই সমর্থনে গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের সমস্ত তাৎপর্য গৃহীত হয়েছিল। শ্রমিক সম্প্রদায় শিল্পভিত্তিক সাধারণতন্ত্র অথবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা ভাবে নি। তাদের লক্ষ্য ছিল আর্থিক ও সামাজিক জীবনে সেই পরিস্থিতি সম্ভব করে তোলা যা

সবচেয়ে বেশি মাত্রায় সামাজিক সুবিচারের সঙ্গে স্বাধীন উদ্যোগ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করতে পারবে।

রাজনৈতিক কার্যকলাপের এই উচ্ছ্বাসে 'সি আই ও' স্বাভাবিকভাবেই 'এ এফ অব্ এল'-এর চেয়ে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল। শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থনে যে উদারপন্থী ও বিদ্রোহী দৃষ্টিভংগী দেখা গিয়েছিল তা সামাজিক সংস্কার প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হল। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের বন্ধুদের পুরস্কৃত করার ও শত্রুদের শাস্তি দেবার পুরোনো ঐতিহ্য থেকে বেশি দূর না সরে গিয়ে 'সি আই ও' এই নীতি কার্যকর করার জন্য আরো অনেক সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। 'এ এফ অব্ এল' তখনও প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে নিরপেক্ষতার পক্ষপাতী থাকলেও, 'সি আই ও' প্রবলভাবে রুজভেল্টকে সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিল।

আবার, শ্রমিক সম্প্রদায় যে কতটা সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বৃত্তিভিত্তিক সংস্থাগুলির চেয়ে 'সি আই ও'র সদস্য শিল্পভিত্তিক সংস্থাগুলির ধারণা স্পষ্টতর ছিল। ব্যবসায় মন্দা জাতির আর্থিক জীবনের উপর আরো নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন তাদের কাছে তুলে ধরেছিল।

লুইস বিশালায়তন উৎপাদনশিল্পগুলি সম্বন্ধে লিখেছিলেন " 'সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার' সংরক্ষিত হইলে এই সব শিল্পে শ্রমিক সংস্থা গঠন করা যাইতে পারে। কিন্তু পক্ষান্তরে আর্থিক পরিকল্পনা, মূল্য, উৎপাদন ও মুনাফা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন বিভাগীয় অথবা অন্য ধরনের ব্যবস্থা না করা গেলে এই সব সংস্থার সদস্যদের উন্নততর জীবনযাত্রার মান, কার্যকাল হ্রাস ও উন্নত কর্মপরিবেশের আশা করা যায় না। এই সকল কারণে ইহা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিকট খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে শ্রমিক আন্দোলন নিজেকে শুধু আর্থিক ক্ষেত্রে সংগঠিত করিলে এবং ঐ ধরনের কার্যকলাপে সযত্ন হইলেই চলিবে না, রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেও অনুরূপ কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতে হইবে।"

এই কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য 'সি আই ও'র নেতারা ১৯৩৬ সালে 'শ্রমিকদের নিরপেক্ষ সমিতি' ('লেবারস নন্-পার্টিজান লীগ') গঠনে সাহায্য করেছিলেন এবং নিউ ইয়র্কে 'আমেরিকার শ্রমিক দল' ('আমেরিকান লেবার পার্টি') প্রতিষ্ঠা অনুমোদন করেছিলেন। এ সব প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রুজভেল্টকে পুনরায় নির্বাচিত করা এবং 'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই

ও' দু'টি প্রতিষ্ঠানেরই সদস্য-সংস্থাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সবরকম চেষ্টা করা হয়েছিল। 'এ এফ অব্ এল'-এর সঙ্গে সংযুক্ত 'প্রিন্টিং প্রেসমেন্‌স ইউনিয়ন'-এর ('ছাপাখানার কর্মীদের সংস্থা') নেতা জর্জ এল্ বেরী নিরপেক্ষ সমিতির প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু অনেকগুলি রাজ্য শ্রমিক মহাসংঘ ও সদস্যসংস্থা সমিতির সঙ্গে সহযোগিতা করলেও 'এ এফ অব্ এল' নিজে তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে স্বীকার করে নি। কার্যনির্বাহী সমিতি রাজনৈতিক প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। উইলিয়াম হাচিসন 'সাধারণতন্ত্রী শ্রমিক সমিতি' ('রিপাব্লিকান লেবার কমিটি') ও ড্যানিয়েল টোবিন 'গণতন্ত্রী শ্রমিক সমিতি' ('ডেমোক্র্যাটিক লেবার কমিটি') নেতৃত্ব করেছিলেন। গ্রীন্ ব্যক্তিগতভাবে রুজভেল্টকে সমর্থন করলেও, আর্থিক সংগঠনে দ্বৈত আন্দোলন পরিচালনার জন্য 'সি আই ও'র মতই রাজনীতিতে দ্বৈত আন্দোলন আমদানী-কারী হিসেবে নিরপেক্ষ সমিতির নিন্দা করেছিলেন।

কিন্তু 'সি আই ও'র অথবা নতুন শিল্পভিত্তিক সংস্থাগুলির সমর্থন সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ওঠে নি। 'নিরপেক্ষ সমিতির' নির্বাচন অভিযানে প্রচুর পরিমাণে অর্থ চাঁদা হিসাবে পাওয়া যেতে লাগল এবং শুধু 'ইউনাইটেড মাইন ওয়ার্কার্সই' ৫০০,০০০ ডলার আগাম দিয়েছিল। লুইস 'নয়া বন্দোবস্ত'কে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থনের আহ্বান জানালেন। তিনি ঘোষণা করলেন, "অতীতের যে কোনো প্রেসিডেন্টের আমল অপেক্ষা বেশি সুযোগসুবিধা শ্রমিক সম্প্রদায় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের আমলে লাভ করিয়াছে। কাজেই আগামী নির্বাচনে সম্পূর্ণভাবে রুজভেল্টকে সমর্থন করা শ্রমিকদের দায়িত্ব।"

গণতন্ত্রীরা শ্রমিক সম্প্রদায়ের সমর্থন প্রার্থনা করেছিল এবং তা পাবার সম্পূর্ণ আশা তারা করতে পারত। ব্যবসায় মন্দার ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলি সমাধানের সরাসরি চেষ্টা রুজভেল্ট সরকার করেছিল এবং শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়ে নেওয়া, মজুরি বৃদ্ধি ও শ্রমিক সংস্থা গঠনে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিল। গণতন্ত্রীদের নির্বাচন-ইস্তাহারে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, "আমরা শ্রমিককে রক্ষা করিতে থাকিব এবং শ্রমজীবী ও ব্যবহারক হিসাবে তাহার স্বার্থ সংরক্ষণ করিব।" সাধারণতন্ত্রীরা সংঘবদ্ধ হবার অধিকার সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিলেও তাদের অতীত কার্যকলাপ অথবা সাধারণ দৃষ্টিভংগী, শ্রমিকদের ব্যাপক লক্ষ্য সমর্থনে 'নয়া বন্দোবস্তে' যে সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল, সে রকম সাহায্যের কোন নিশ্চয়তা দিতে পারে নি।

১৯৩৬ সালের নির্বাচন-অভিযানে বেশ তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। মার্কিন সমাজে মতানৈক্য রাজনৈতিক দলগুলির সীমা অতিক্রম করেছিল এবং শ্রেণীগুলিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করেছিল। চল্লিশ বছর আগে 'জনতাবাদে' ক্ষমতাশালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করার পর থেকে আমেরিকার ইতিহাসে এ রকম ঘটনা ঘটে নি। ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট হার্বার্ট হুভার এবং 'স্বাধীনতা সমিতি' ('লিবার্টি লীগ্') অভিযোগ এনেছিলেন যে, সরকার "একীকরণ, সমাজবাদ ও ফ্যাসিবাদের মত বৈদেশিক মতবাদ প্রবর্তন করিতে চাহিতেছেন।" রুজভেল্ট সমান প্রবলভাবে এই আক্রমণের জবাব দিয়ে বলেছিলেন যে, "আর্থিক রাজপক্ষীয় ব্যক্তিগণ" সরকারকে নিজেদের ব্যবসায়ের উপাঙ্গ বলে মনে করে। তিনি ঘোষণা করলেন, "সংগঠিত ধনী ব্যক্তিদের সরকার সংগঠিত জনতার সরকারের মতই সমান বিপজ্জনক।"

'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও' দু'টি প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত সংস্থাগুলির সদস্যদের ভোট ১৯৩৬ সালে রুজভেল্টকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। শ্রমজীবীরা পুনরুন্নয়ন ও সংস্কারের এক গতিশীল কার্যক্রমের জবাব দিতে দেশের উদারপন্থী উপাদানের সঙ্গে একত্র হয়েছিল। শ্রমিক সম্প্রদায় শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে নতুন ব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তার মতই কৃষকদের সাহায্যদান এবং ব্যবসায়ের সংস্কার অনুমোদন করেছিল। ক্রমহ্রাসমান বেকারত্ব ও বর্ধিত মজুরির মতই ব্যবসায়ে ক্রমবর্ধমান তৎপরতা ও কৃষকদের আয়ের উন্নতিতে প্রতিফলিত আর্থিক পুনরুন্নয়ন ব্যবস্থা তারা অনুমোদন করেছিল।

'নিরপেক্ষ সমিতির' নির্বাচন অভিযানসংক্রান্ত কার্যকলাপ এবং নিউ ইয়র্কে 'আমেরিকার শ্রমিকদল' কর্তৃক অর্জিত রুজভেল্টের পক্ষে অসংখ্য ভোট রাজনীতিতে শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মূল্য সপ্রমাণ করেছিল। 'সি আই ও' একটি প্রশস্ত ও ব্যাপক আইন বিভাগীয় কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। 'নিরপেক্ষ সমিতি' নতুন একটি উদ্দেশ্য-ঘোষণায় বলেছিল যে, ভবিষ্যতে তারা শ্রমিকদের ও অন্যান্য প্রগতিপন্থী ব্যবস্থা সমর্থনে অঙ্গীকারবদ্ধ প্রার্থীদের মনোনয়ন ও নির্বাচনের জন্য চেষ্টা করবে। "উদারপন্থী ও লোকহিতকামী আইন রচনায় অভিলাষী যে কোনো প্রগতিপন্থী দলের" সঙ্গে সহযোগিতা করতে তারা প্রস্তুত ছিল।

পরবর্তী কয়েক বছরে 'নিরপেক্ষ সমিতি' কয়েকটি রাজ্যের স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ ক'রে পেন্সিলভ্যানিয়ার গণতন্ত্রী দলের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে, নিউজার্সির রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে এবং ডিট্রয়েট শহরের শ্রমিকদের

দ্বারা শাসিত পৌরব্যবস্থার সমর্থনে নিজেদের সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছিল। নিউ ইয়র্কের 'আমেরিকার শ্রমিকদলের' সদস্যরা প্রধানতঃ সমাজবাদী মনোভাবসম্পন্ন সীবনশিল্পীদের মধ্য থেকেই এসেছিল। কিন্তু শ্রমিক-সম্প্রদায়ের বাইরে উদারপন্থী সমর্থকদের আকর্ষণ করে, ১৯৩৭ সালে নগরপাল লা গুর্ডিয়ার পুনর্নিবাচনে এই দল ৫০০,০০০ ভোট সংগ্রহ করতে পেরেছিল। জাতীয় রঙ্গমঞ্চে 'নয়া বন্দোবস্তের' সময় রচিত আইনকানুন ও সুপ্রীমকোর্ট পুনর্গঠনে রুজভেল্ট পরিকল্পনার সমর্থনে এবং এ ধরনের সংস্কারমূলক নতুন নতুন ব্যবস্থা প্রসারে তৎপরতা দেখা দিল। 'নিবপেক্ষ সমিতি' ১৯৩৮ সালের কংগ্রেসের নির্বাচনে অংশগ্রহণ কবেছিল এবং 'নযা বন্দোবস্তের' প্রত্যেক শত্রুকে পরাজিত করতে ও দলনির্বিশেষে 'নয়া বন্দোবস্তের' সমর্থকদের নির্বাচিত করতে প্রয়াস পেয়েছিল। চতুর্থ দশকের শেষ কয়েকটি বছরের রাজনৈতিক কার্যকলাপে সিড্‌নি হিলম্যান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। অবশ্য ১৯৪৪ সালে 'সি আই ও'র 'রাজনৈতিক সংগ্রাম সমিতি' ('পলিটিকাল অ্যাকশন্ কমিটি') গঠিত হলে তাঁর ভূমিকা আবো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হযে গিয়েছিল। তিনি শ্রমিক ও পরিচালকদের মধ্যে "গঠনমূলক সহযোগিতার" প্রবল সমর্থক ছিলেন এবং এই সহযোগিতা সম্ভব করে তোলার পক্ষে উপযোগী প্রাথমিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য রাজনীতিতে শ্রমিক-দের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ দাবি কবেছিলেন। তাঁর 'অ্যামালগ্যামেটেড ক্লোদিং ওয়ার্কার্স'-এর চেয়ে বেশি বাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শ্রমিকসংস্থা কমই ছিল। তাঁর এই নীতি অনেক সময় 'সমাজগঠনমূলক' শ্রমিক নেতৃত্বের মূর্ত রূপ বলে অভিহিত করা হয়। হিলম্যান একই সঙ্গে অত্যন্ত বাস্তবপন্থী ও আদর্শবাদী দুইই ছিলেন। সে সময়েব শ্রমিক নেতাদেব মধ্যে অত্যন্ত নিপুণ নেতা হিলম্যানের, আমেরিকায় যে সমাজ সৃষ্টি করা সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন সেই সমাজ সম্বন্ধে উদার দূরদৃষ্টি ছিল।

১৯৩৮ সালে শ্রমিকসংস্থার একটি সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের গতকালের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত কবিবাব পর ভবিষ্যতের এক নতুন স্বপ্নে আমরা নিজেদের উৎসর্গ করিব—এই ভবিষ্যতে বেকারত্ব থাকিবে না এবং প্রত্যেক মানুষ আর্থিক নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিবে।"

'নিরপেক্ষ সমিতির' চেয়ে বেশি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা এ সময়ে বহুলভাবে বিতর্কিত হয়েছিল। অতীতে শ্রমিকদল গঠনের যে পুরোনো প্রশ্ন বার বার উত্থাপিত হয়েছিল তা আবার নতুন করে উঠল। কোনো কোনো

ব্যক্তি এই সমিতিকে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য উদারমতবাদী দলের সহযোগিতার সম্ভাব্য প্রাণকেন্দ্র বলে ধারণা করেছিলেন। তাঁদের মতে এই সহযোগিতার ফলে হয় গণতন্ত্রী দলের উপর আধিপত্য বিস্তার করা যাবে অথবা বাঞ্ছনীয় মনে হলে তৃতীয় একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা যাবে। কিন্তু এই মত প্রকৃতপক্ষে বিশেষ অগ্রসর হতে পারে নি। 'এ এফ অব্ এল' এ ধরনের মতবাদের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক রাখতেই অস্বীকার করেছিল এবং 'সি আই ও' বার বার আর্থিক নিরাপত্তাসংক্রান্ত গঠনমূলক কর্মসূচীর কথা বললেও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক কার্যকলাপ সমর্থন করার পক্ষে যথেষ্ট অগ্রসর হতে পারে নি। তৃতীয় দল নিয়ে অতীতের পরীক্ষানিরীক্ষার অভিজ্ঞতা ঐ ধরনের কোনো নতুন আন্দোলনে উৎসাহ দেয় নি এবং 'নয়া বন্দোবস্তের' শ্রমিকদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব এই প্রচেষ্টার যুক্তিযুক্ততার বিরুদ্ধে গিয়েছিল। শ্রমিকেরা কোনো উপদল অথবা সামাজিক শ্রেণী নয়, বরং জাতির মধ্যে বহু বিচিত্রস্বার্থসম্পন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর প্রস্থচ্ছেদ এবং শ্রমিক দলের পক্ষে কোনো প্রকৃত যুক্তি নাই, এই মর্মে গ্রীনের অভিমত শ্রমিক সম্প্রদায় অনুমোদন করেছিল বলে মনে হয়। সম্পূর্ণ ঊনবিংশ শতকের মতই সমাজবাদে অথবা অন্য কোনো নিশ্চিত মতবাদে প্রত্যেকের বিশ্বাস শ্রমিকদের একসূত্রে গাঁথতে পারে নি। কিন্তু শ্রমজীবীরা প্রধান দল দু'টির উপর, বিশেষ করে গণতন্ত্রীদের উপর, যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে অক্ষম হলে তাদের মৌল লক্ষ্য সমর্থনের জন্য তৃতীয় একটি দল গঠনের সম্ভাবনা সব সময়ই যবনিকার অন্তরালে বিরাজ করছিল।

তৃতীয় দল হোক বা না হোক চতুর্থ দশকের শেষে শ্রমিকেরা যে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছিল-তার প্রভাব রক্ষণশীল ও 'নয়া বন্দোবস্তের' বিরোধী ব্যক্তিদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। অভিযোগ করা হয়েছিল যে, বামপন্থী ব্যক্তিরাই 'নিরপেক্ষ সমিতিকে' সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সাম্যবাদী দলের নীতি অনুসরণ করতে তাকে বাধ্য করছে। 'ন্যাশনাল' এসোসিয়েশন অব্ ম্যানুফ্যাকচারার্স' ও মালিকদের অন্যান্য গোষ্ঠী এ ধরনের আক্রমণ জোরদার করার প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন শ্রমিকসংস্থাবিরোধী গোষ্ঠীদ্বারা প্রচারিত একটি পুস্তিকার চিত্তাকর্ষক শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল, " 'সি আই ও'তে যোগ দিন এবং সোভিয়েট আমেরিকা গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করুন।" 'নিরপেক্ষ সমিতি' ও 'আমেরিকার শ্রমিকদলের' সক্রিয় নেতাদের সাম্যবাদের প্রতি তাঁদের কল্পিত সহানুভূতি ও মস্কো থেকে প্রাপ্ত আদেশ অনুসারে কাজ করার জন্য

আক্রমণ করা হয়েছিল। এ সব নেতাদের মধ্যে হিলম্যান ও লুইসও ছিলেন।

'সি আই ও'র শত্রুরা যেখানে গাঢ় কালো ধোঁয়া দেখেছিল, আসলে তা ছিল নিভন্ত আগুনের ছাই। শ্রমিক আন্দোলনে সব সময়ই কিছু কিছু চরমপন্থী দেখা গিয়েছিল এবং অতীতে শিকাগোর নৈরাজ্যবাদীরা, বামপন্থী সমাজবাদীরা ও 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ' তাদের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এ সময়ে তারা সাধারণভাবে সাম্যবাদীদের দলে ভিড়েছিল। সাম্যবাদীরা শ্রমিকদের মধ্যে গোড়ায় 'শ্রমিক সংস্থা শিক্ষা সমিতি' ('ট্রেড ইউনিয়ন এডুকেশনে লীগ্') মারফৎ কাজ করত। ১৯১৯ সালের ইস্পাত ধর্মঘট ব্যর্থ হবার পর উইলিয়াম জেড ফস্টার এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দশ বছর পরে সাম্যবাদীরা 'এ এফ অব্ এল' থেকে পৃথক হয়ে 'শ্রমিক সংস্থা ঐক্য সমিতি' ('ট্রেড ইউনিয়ন ইউনিটি লীগ') প্রতিষ্ঠা করে শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলন সম্প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি মস্কোতে দলের নীতি পরিবর্তিত হওয়ার ফলে সাম্যবাদীরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংযুক্ত গণতান্ত্রিক বাহিনী সমর্থন করতে শুরু করে। এজন্য তারা দ্বৈত শ্রমিক সংগঠন পরিত্যাগ করে এবং সমাজবাদীদের অপেক্ষাকৃত পুরোনো পদ্ধতি ভেতর থেকে আধিপত্য বিস্তার করার নীতি গ্রহণ করে। শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনে উৎসাহ দেবার জন্য সাম্যবাদীরা সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিল এবং আশা করেছিল 'সি আই ও' ও তার সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অথবা অন্ততঃ তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে।

'সি আই ও' এবং 'নিরপেক্ষ সমিতি' গড়ে তোলার কাজে লুইস তাদের অভিজ্ঞতা ও সংগঠন ক্ষমতা ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি। তাঁর সবরকম সাহায্যই দরকার হয়েছিল। তিনি বলতেন, "আমাদের হস্তে যেটুকু সম্পদ রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে হইবে।" সাম্যবাদীরা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য নতুন সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করবে একথা তিনি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন যতদিন সাম্যবাদীরা তাঁকে শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলন প্রসারিত করায় সাহায্য করবে, ততদিন তিনি তাঁদের রাজনীতি উপেক্ষা করতে পারবেন। এই আতিথেয়তার ফলে সাম্যবাদী ও তাদের সহ-পর্যটকগণ কয়েকটি শ্রমিক সংস্থায় এবং 'সি আই ও'র উচ্চতর সমিতিগুলিতেও গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করতে পেরেছিল। বামপন্থী ও

রক্ষণশীল উপদল দু'টি ক্ষমতার লড়াই চালাতে থাকলে বহুদিন ধরে 'ইউনাইটেড অটোমোবাইল ওয়ার্কার্স' সংস্থায় অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছিল। সাম্যবাদীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা 'ইলেক্‌ট্রিকাল, রেডিও অ্যাণ্ড মেশিন ওয়ার্কার্স', 'ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স', 'মেরি টাইম ইউনিয়ন', 'স্টেট, কাউন্টি এ্যাণ্ড মিউনিসিপাল ওয়ার্কার্স', 'ফার এ্যাণ্ড লেদার ওয়ার্কার্স' এবং 'উড ওয়ার্কার্স অব্‌ আমেরিকা' প্রভৃতি সংস্থার নিয়ন্ত্রণ অনেকটা নিজেদের হাতে আনতে পেরেছিল। পার্লামেণ্টীয় কৌশল, সাংগঠনিক বনিয়াদ তৈরী এবং আঞ্চলিক নির্বাচনে গুণ্ডাদের নিয়ে গঠিত বাহিনীর চাপ সৃষ্টিতে তাদের উৎসাহ ও উদ্যম তাদের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি প্রভাবশালী করে তুলেছিল।

'এ এফ অব্‌ এল' অথবা 'সি আই ও' যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই সংযুক্ত হোক না কেন, পূর্ববর্তী যে কোনো যুগের মত এসময়েও শ্রমিক সংস্থার অধিকাংশ সদস্যের মৌল রক্ষণশীলতা ও আনুগত্য সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। কোনো শ্রমিক সংস্থার সাম্যবাদী নেতৃত্বের অর্থ এই ছিল না যে, সদস্যগণ দলের নীতি মেনে চলেছিল। বরং, তারা যে কোনো স্থান থেকেই আসুক না কেন যে পরিচালনা সার্থক হত তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। পঁচিশ বছর আগে যেমন বিপ্লবী না হয়েও শ্রমিকেরা 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'র সংগঠকদের সাহায্য সানন্দে মেনে নিয়েছিল, ঠিক তেমনই বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকের ধর্মঘটী শ্রমিকেরা সাম্যবাদীদের সাহায্য গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক ছিল। 'সি আই ও'র নেতারা সাম্যবাদীদের বিশ্বাস করতেন না, কারণ তাঁরা জানতেন যে তারা নিজেদের দলকে অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। কিন্তু সাম্যবাদীরা যতদিন শ্রমিকদের উদ্দেশ্য সাধনে সহযোগিতা করছে ততদিন তাদের সাহায্যের সুযোগ নিতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। লুইস সাম্যবাদীদের সঙ্গে সত্যি সত্যি ঘনিষ্ঠ মৈত্রীর বন্ধনে বদ্ধ হয়ে কাজ না করলেও মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে বিপজ্জনকভাবে প্রেমের ভান করছিলেন বলে মনে হচ্ছিল। মারে ও হিলম্যান প্রভৃতি 'সি আই ও'র অন্যান্য নেতা তাদের প্রভাব প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শ্রমিক আন্দোলনে সাম্যবাদী প্রাণ-কেন্দ্র যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, অত্যন্ত দৃঢ়সংবদ্ধ ও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় তা সব সময়ই গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলন বিপন্ন করার ক্ষমতা রাখত।

সংযুক্ত সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বামপন্থীরা রুজভেল্ট ও 'নয়া বন্দোবস্তকে' যে রাজনৈতিক সমর্থন দিতে প্রস্তুত ছিল, তার ফলে শ্রমিক

পরিস্থিতিতে আরো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। 'নয়া বন্দোবস্তের' শত্রুরা তাদের মতে যা রুজভেল্ট সরকারের সমাজবাদী ও চরমপন্থী নীতি, তাকে আক্রমণ করার সময় সাম্যবাদীদের রুজভেল্টকে সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাম্যবাদীদেব সমর্থন প্রত্যাখ্যান কবতে পারলেও তাঁর (প্রেসিডেন্টের) সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা আবশ্যক ছিল। কাজেই সাম্যবাদীদের তাড়িয়ে দেবার পক্ষে, সংখ্যালঘিষ্ঠ চরমপন্থীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করার পক্ষে এবং দেশের প্রগতিপন্থী শক্তিগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে তাঁর নীতির সমর্থনে একজোট করার পক্ষে যথেষ্ট ক্ষমতাবান সংযুক্ত আন্দোলনে রুজভেল্টের স্বার্থ ছিল। ১৯৩৭ সাল থেকে এ ধরনের সম্ভাবনা মনে রেখে তিনি ক্রমাগত 'এ এফ অব্ এল' ও "সি আই ও'র পুনর্মিলন সমর্থন করছিলেন এবং ১৯৩৯ সালে আবার দু'টি প্রতিষ্ঠানকেই তাদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে আহ্বান জানান।

রুজভেল্ট এভাবে জোব করায় সে বছর নতুন করে মিলনের জন্য আলাপ-আলোচনা শুরু হল এবং 'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও'র প্রতিনিধিরা একত্র হতে সচেষ্ট হলেন। আমবা আগেই দেখেছি যে বৃত্তিভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলন বনাম শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে বিতর্কের কোনো প্রকৃত বৈধতা অনেক দিন থেকেই ছিল না। কিন্তু ক্ষমতাব জন্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর অভিযান গত কয়েক বছবের বিরোধের ফলে আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল। 'এ এফ অব্ এল', 'সি আই ও' ও রেল শ্রমিকদের ভ্রাতৃসংঘগুলির মিলনের একটি উচ্চাকাঙ্খী প্রস্তাব লুইস তুলে ধরলেন। প্রস্তাবটি সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর ছিল, কারণ বেলপথ ভ্রাতৃসংঘগুলি এ ধবনেব প্রকল্পতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিল না এবং লুইসের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ অভিযোগ আনা হল যে, এ ব্যাপারে তাঁর কোনো আন্তরিকতা ছিল না।

'সি আই ও'র অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলিকে আদি প্রতিষ্ঠানে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে 'এ এফ অব্ এল' এই প্রস্তাবের জবাব দিয়েছিল। কিন্তু এসব সংস্থার বর্ধিত অধিকারক্ষেত্র 'এ এফ অব্ এল' স্বীকার করতে রাজী ছিল না। এই প্রস্তাবের কোনো স্পষ্ট উত্তর না দিয়েই লুইস আলোচনা স্থগিত রাখলেন। কিন্তু অবিলম্বে তিনি বলতে শুরু করলেন যে, 'এ এফ অব এল'-এর নেতারা "নিয়ন্ত্রণ কর অথবা ধ্বংস কর" নীতি অনুসরণ করে বাধাদায়ক মনোভাব অবলম্বন করেছে বলে কোনো রকম ঐক্য "অসম্ভব"। প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রতিষ্ঠানই পরস্পরকে কোনো আসল সুযোগসুবিধা দিতে প্রস্তুত ছিল না। শ্রমিক ঐক্যের

প্রয়োজন স্বীকার করেছে বলে প্রচার করলেও 'এ এফ অব্. এল' ও 'সি আই ও' নিজেদের স্বার্থই দেখছিল। গ্রীন্ তাঁর 'শান্তির আগ্রহ' প্রকাশ করতে থাকলেন, কিন্তু এই শান্তি তাঁর নিজের শর্তাবলী অনুযায়ী হতে হবে, এই ছিল তাঁর মত। লুইস্ "আমাদের আন্দোলন সম্প্রসারিত করিতে হইবে" ঘোষণা করে বোধ হয় নিজেকে দু'জনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন।

সাম্যবাদীদের চক্রান্ত অথবা অধিকার ক্ষেত্র নিয়ে কলহ, কারণ যাই হোক না কেন শ্রমিকদের আভ্যন্তরীণ গোলমাল ১৯৩৯ সালে কোনো রকমেই মিটে যায় নি। এরই মধ্যে কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল, যেগুলির প্রতিক্রিয়া অনিবার্যভাবে শ্রমিক সম্প্রদায় ও জাতীয় রাজনীতির উপর দেখা গিয়েছিল। আগষ্ট মাসের শেষ নাগাদ রাশিয়া ও জার্মানী তাদের বিখ্যাত চুক্তি সম্পাদিত করে এবং প্রায় তৎক্ষণাৎ হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণের ফলে সমস্ত ইয়োরোপে যুদ্ধ দেখা দেয়। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এই প্রচণ্ড সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ার ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা দেখা দিলে জনসাধারণের মনোযোগ ক্রমেই জাতীয় সমস্যা থেকে সরে গিয়ে পররাষ্ট্র নীতির বৃহত্তর প্রশ্নের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। মিত্রপক্ষকে সাহায্য করলে আমাদের দেশকে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে কী না, অথবা আমাদের দেশের নিরাপত্তা সংরক্ষণের একমাত্র উপায় হিসাবে আমরা অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক পরিহার করব কী না ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে জাতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

'এ এফ অব্. এল' ও 'সি আই ও' উভয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা গৃহীত প্রস্তাব থেকে জানা যায় যে, শ্রমিক সম্প্রদায় যুদ্ধে যোগ দেবার বিরোধী থাকলেও মিত্রপক্ষকে সাহায্য দান ও নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলায় রুজভেল্টের নীতি সমর্থন করেছিল। কিন্তু জনসাধারণের অন্যান্য অংশের মতই শ্রমিক সংস্থাগুলির মধ্যেও নানা মত দেখা গেল এবং সাম্যবাদী দল হঠাৎ সংযুক্ত সংগ্রাম পরিষদের নীতি ত্যাগ করে প্রবলভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রেব সঙ্গে সম্পর্ক পরিহার দাবি করতে লাগল। আগে রুজভেল্ট সরকারকে যতটা প্রবলভাবে সমর্থন করা হয়েছিল এখন তাকে সেই অনুপাতেই আক্রমণ করা হল। ১৯৪০ সালের নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় শ্রমিক সম্প্রদায় কীভাবে ভোট দেবে, এই প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। ১৯৩৬ সালে রুজভেল্ট পুনর্নির্বাচিত

হওয়ার পরবর্তী সময়ে লুইস্ সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছিলেন যে, গণতন্ত্রীরা শুধু শ্রমিকদের সমর্থন লাভের জন্যই এই বিপুল জয়লাভ করে নি, তারা জয়লাভ করেছে, কারণ তিনি, জন্ এল লুইস্ রুজভেল্টকে ভোট দিতে শ্রমিকদের রাজী করাতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই মত অনুসারে বলা হয়েছিল, 'সি আই ও' ও 'নিরপেক্ষ সমিতি' 'নয়া বন্দোবস্ত' কার্যক্রম বাঁচিয়ে দিয়েছে এবং এই রাজনৈতিক ঋণ শোধ করার জন্য 'সি আই ও'র নীতি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করার দায়িত্ব রুজভেল্টকে নিতে হবে। ক্ষমতা লাভ করে লুইস এতটা বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি মনে করেছিলেন যে প্রেসিডেন্ট তাঁর তাঁবেদার। ১৯৩৭ সালের গোড়ায় 'জেনারেল মোটরস্ কোম্পানী'র কারখানায় উপবেশন-ধর্মঘটের মাঝে লুইস তাঁর মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করলেন।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের লুইস বলেছিলেন, "ছয় মাস ধরিয়া 'জেনারেল মোটরস্ কোম্পানী'র নেতৃত্বে রক্ষণশীল অর্থনীতির সমর্থকগণ এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছে এবং তাহাদের কর্মশক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। সরকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল এবং শ্রমিক সম্প্রদায় তাহা দিয়াছিল। এক্ষণে রক্ষনশীল অর্থনীতির সমর্থকগণ শ্রমিক সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিয়াছে। এই দেশের শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রত্যাশা এই যে, সবকার যে কোনো বৈধ উপায়ে শ্রমিকদের সাহায্য করিবে এবং 'জেনারেল মোটরস্'-এর কারখানার শ্রমিকদের সমর্থন করিবে।"

এই বিবৃতিতে যথেষ্ট ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছিল এবং 'সি আই ও'র কাছে তিনি ঋণী, এই ধারণার বিরুদ্ধে রুজভেল্ট তাঁর অসন্তোষ জানিয়েছিলেন। কিন্তু মোটরগাড়ী শিল্পে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে তাঁর চেষ্টা এ কারণে বিন্দুমাত্র কমে নি। তিনি মনে করেছিলেন যে, জনসাধারণের স্বার্থেই তাঁর একাজ করা উচিত। কিন্তু অতীতে লুইসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে রাজনৈতিক দরাদরির প্রশ্ন জড়িত ছিল, এই ধারণা তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন। প্রেসিডেন্টের অন্ততঃ প্রচ্ছন্ন তিরস্কারে অপমানিত বোধ করে লুইস তাঁর বিরুদ্ধে মনে মনে একটা শত্রুতার মনোভাব পোষণ করতে লাগলেন। 'ইস্পাত কর্মীদের সংগঠক সমিতি' ও ছোট 'ইস্পাতশিল্পে'র অন্তর্ভুক্ত কোম্পানীগুলির মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের সময় রুজভেল্ট একবার উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, "আপনাদের দুই পক্ষেরই সর্বনাশ হউক।" রুজভেল্টের এই উক্তি লুইসকে আরো শত্রুভাবাপন্ন করে তুলেছিল। রুজভেল্টের নতুন এই তিরস্কার নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবার

পর লুইস "শ্রম দিবস" উপলক্ষে একটি বেতার ভাষণের সুযোগ নিয়ে আবার আক্রমণ শুরু করলেন। এই বেতার ভাষণে তিনি ইস্পাত ধর্মঘটে হতাহতের সংখ্যাও বর্ণনা করেছিলেন।

বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় লুইস ঘোষণা করলেন, "শ্রমিকদের গৃহে যে ব্যক্তি আহার্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং আশ্রয় পাইয়াছেন তাঁহার পক্ষে, যখন শ্রমিক সম্প্রদায় ও তাহাদের শত্রুগণ মরণালিঙ্গনে পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, দুই দলকেই সমান উৎসাহের সঙ্গে ও সূক্ষ্ম নিরপেক্ষতা দেখাইযা অভিশাপ দেওয়া সাজে না।"

রুজভেল্ট ও লুইসের মধ্যে ক্রমবর্ধমান এই ফাটলের অন্য একটি দিক ছিল। 'সি আই ও' একটার পর একটা জয়লাভ করতে থাকলে এবং তার খ্যাতি বিস্তারিত হতে থাকলে লুইসের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা জাগ্রত হয়েছিল। রুজভেল্টের তৃতীয়বারের জন্য প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হবার সম্ভাবনা ব্যাপক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠার কিছুদিন পর ১৯৩৯ সালের শেষ অথবা ১৯৪০ সালের শুরুতে তিনি প্রেসিডেন্টের কাছে একটি প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন। ফ্রান্সেজ্ পার্কিন্স রুজভেল্টের সঙ্গে তাঁর ও 'এ এফ অব্ এল্'-এর গাড়ীচালকদের সংস্থার নেতা ড্যানিয়েল টোবিনের একটি কথোপকথনের বিবরণে কীভাবে লুইস্ তৃতীয় বার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবার পথে রুজভেল্টের সমস্ত বাধা দূর করার প্রস্তাব করেছিলেন সে কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

মিসেস পার্কিন্স রুজভেল্টের মুখ থেকে শোনা লুইসের প্রস্তাব উদ্ধৃত করেছেন, "প্রেসিডেন্ট মহাশয়, আমি এই বিষয়ের সকল দিক লইয়া চিন্তা করিয়াছি এবং আপনার বিবেচনার জন্য আমার একটি প্রস্তাব আছে। আপনার সঙ্গে ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদের জন্য যদি জন্ এল্ লুইসকে মনোনীত করা হয় তাহা হইলে এই সকল আপত্তি দূর করা যাইবে। শ্রমিকদের একজন শক্তিশালী নেতার নাম শুধু যে শ্রমিক সম্প্রদায়ের তাহা নহে, তৃতীয় বার প্রেসিডেন্ট পদ লইয়া যে সকল উদারপন্থীর দুশ্চিন্তা রহিয়াছে, তাহাদেরও পূর্ণ সমর্থন নিশ্চিত করিবে।"

এই প্রস্তাব প্রেসিডেন্টের পছন্দ হয় নি। তিনি তা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু এই ঘটনার আর একটি, খুব সম্ভব অপ্রামাণিক, বিবরণ পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে লুইস্ রুজভেল্টের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন যে, "জাতির সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত দুই ব্যক্তি, রুজভেল্ট ও তিনি প্রার্থী হিসাবে অপরাজেয় হইতে পারিবেন।"

প্রেসিডেন্ট নাকি তখন তাঁকে গোবেচারার মত প্রশ্ন করেছিলেন, "জন, তুমি কোন্ পদের জন্য প্রার্থী হইবে (অর্থাৎ, রুজভেল্টের জিজ্ঞাস্য ছিল লুইস্ প্রেসিডেন্ট হতে চান না ভাইস-প্রেসিডেন্ট হতে চান) ?"

লুইসের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী নির্ধারণে তাঁর ব্যর্থ উচ্চাভিলাষ যে অংশই গ্রহণ করে থাকুক না কেন, ১৯৪০ সাল নাগাদ তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে, শিল্পভিত্তিক গণতন্ত্রের যে মহান সমর্থককে সাহায্য করার জন্য তিনি চার বছর আগে সমস্ত শ্রমিক সম্প্রদায়কে আহ্বান করেছিলেন, রুজভেল্ট এখন আর তা নন। তিনি এখন সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং মন্ত্রিপরিষদ অথবা নীতিনির্ধারক অন্য কোনো সরকারী প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ আনলেন। জানুয়ারী মাসে 'ইউনাইটেড্ মাইন্ ওয়ার্কার্স'-এর একটি সম্মেলনে তিনি নাটকীয়ভাবে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর পূর্বের সব সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেললেন। বিস্মিত শ্রোতাদের কাছে তিনি ঘোষণা করলেন, "গণতন্ত্রীদলের জাতীয় সমিতি যদি তাঁহাকে (রুজভেল্টকে) তৃতীয়বারের জন্য মনোনয়নপত্র দিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে তাঁহাকে যে কলঙ্কজনভাবে পরাজিত হইতে হইবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

লুইস্ অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলা খেলছিলেন। তাঁর আচরণ থেকে মনে হচ্ছিল তিনি গণতন্ত্রী দলকে সম্পূর্ণরূপে শ্রমিকদের দলে রূপান্তরিত করতে এবং নিজেকে রুজভেল্টের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, শ্রমিকদের 'নিরপেক্ষ সমিতিকে' একটি তৃতীয় দলে পরিণত করা যাবে এবং ১৯৪৪ সালে দলটির মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করা যাবে। 'সি অই ও'র অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে কলহ এবং বামপন্থী ও সাম্যবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সমস্ত প্রশ্নটিকে আরো গোলমেলে করে তুলেছিল। পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভংগীর সঙ্গেও এই প্রশ্ন জড়িয়ে পড়েছিল। কারণ, ইয়োরোপের যুদ্ধ ঘোষিত হবার পর তিনি স্বাতন্ত্র্যবাদীদের শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন এবং ক্রুদ্ধভাবে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করার সম্পূর্ণ কার্যক্রমের বিরোধিতা করছিলেন।

কিন্তু ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও রাজনৈতিক ব্যর্থতার তুলনায় পররাষ্ট্রনীতি লুইসের রুজভেল্টকে ত্যাগ করার জন্য কতদূর দায়ী এ প্রশ্নের উত্তর সততার সঙ্গে লুইস্ নিজেও দিতে পারতেন কি না সন্দেহ।

যাই হোক, ১৯৪০ সালের নির্বাচন অভিযান শুরু হলে তিনি খোলাখুলিভাবে

প্রেসিডেন্টের বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, 'নয়া বন্দোবস্ত' আর্থিক পুনরুন্নয়নে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রকৃত পক্ষে এই নীতিই ব্যবসায় মন্দার মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছে। কিছুদিন রুজভেল্টের বিরোধিতার অর্থ সাধারণতন্ত্রীদের মনোনীত প্রার্থী ওয়েণ্ডেল উইল্‌কিকে সমর্থন কি না সে বিষয়ে তিনি কোনো কথা বলেন নি। কিন্তু তাঁর অভিমত সম্বন্ধে সবরকম সন্দেহ ২৫শে অক্টোবররের একটি বেতারবক্তৃতায় মিটে গিয়েছিল। লক্ষ্য করার বিষয় যে, বক্তৃতাটির সময় পূর্ণ নাটকীয় প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল।

লুইস্ বলেছিলেন, "আমি মনে করি তৃতীয়বারের জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পুনর্নির্বাচন জাতির পক্ষে ভয়ানকভাবে অকল্যাণকর হইবে। তিনি আর জনসাধারণের অভাব অভিযোগে কর্ণপাত করেন না। আমার মনে হয় যে, দেশের বর্তমান প্রয়োজনে মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্‌কির প্রেসিডেন্ট লাভ অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের কাছে আমি তাঁহাব নাম সুপারিশ করিতেছি।······

"ইহা সুস্পষ্ট যে শ্রমিক সম্প্রদায়ের বিপুল সমর্থন না পাইলে তৃতীয়বাবেব জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট নির্বাচিত হইবেন না। অতএব, তিনি যদি পুনর্নির্বাচিত হন তাহার অর্থ হইবে এই যে, 'সি আই ও'র সদস্যরা আমাব পরামর্শ ও সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়াছে। আমি এই পরিণতি আমার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক ভোট বলিয়া ধরিয়া লইব এবং নভেম্বর মাসে 'সি আই ও'র সভাপতিত্ব পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিব।"

শ্রমিক সম্প্রদায়ের সদস্যরা কিন্তু তাদের রাজনৈতিক মতামত লুইসের দ্বাবা নির্ধারিত হতে দিতে প্রস্তুত ছিল না। পূর্ববর্তী সময়ের মত ১৯৪০ সালেও শ্রমিকদের ভোট ইচ্ছামত পরিচালিত করা যায় নি। 'সি আই ও' সভাপতির সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করে তাঁর বহু সহকর্মী খোলাখুলিভাবে গণতন্ত্রী প্রার্থীর সমর্থন করতে লাগলেন এবং একটির পর একটি শ্রমিক সংস্থা রুজভেল্টকে তৃতীয়বার নির্বাচিত করার সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করতে লাগল। 'এ এফ অব্ এল'-এর নেতা ও সংযুক্ত সংস্থাগুলির অধিকাংশও প্রেসিডেন্টের মনোনয়ন অনুমোদন করেছিল এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ হতে পারে না যে, তাঁর পূর্ববর্তী দু'টি নির্বাচনের মত রুজভেল্টের তৃতীয় জয়লাভে শ্রমজীবীদের ভোট তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। খনি অঞ্চলগুলিতে সাধারণতঃ লুইসের

নেতৃত্বে অন্ধ বিশ্বাস থাকলেও ভোটের ফলাফলে দেখা যায় যে, জাতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর পরামর্শ 'ইউনাইটেড্ মাইন্ ওয়ার্কার্স'-এর সদস্যরাও গ্রহণ করে নি।

সুখের কথা এই যে, গ্রীনের ঘোষণা লুইসের বিবৃতির ঠিক বিপরীত হয়েছিল। গ্রীন্ নির্বাচনের পর বলেছিলেন যে, শ্রমজীবীরা রুজভেল্টকে ভোট দিয়েছে কারণ "তাহারা বিশ্বাস করে তিনি সামাজিক সুবিচার ও আর্থিক স্বাধীনতার বন্ধু ও সমর্থক।"

লুইস সম্পূর্ণভাবে নিজের ক্ষমতা অতিক্রম করে বাড়াবাড়ি করেছিলেন। শ্রমিক সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাঁকে অনুসরণ করবে, এই ধারণার বিরুদ্ধে 'সি আই ও'র সভাপতিত্ব বাজি ধবে তিনি যে শুধু নিজেকে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে সরিয়ে নিলেন তাই নয়, যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে তিনি এতটা সাহায্য করেছিলেন তার নিয়ন্ত্রণও তিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন। কারণ, পরবর্তী সম্মেলনে 'সি আই ও'র সভাপতিত্ব থেকে অবসর গ্রহণের অঙ্গীকার তিনি পালন করেছিলেন। শ্রমিক সমিতিগুলির উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার কবা পরেও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল, কিন্তু তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে প্রকৃত পক্ষে এখানেই যবনিকা পড়েছিল। তাঁর পরবর্তী কার্যকলাপে যথেষ্ট দুঃসাহসিক স্বাতন্ত্র্য ও নাটকীয় ভাবভঙ্গীর পরিচয় থাকলেও এবং যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধোত্তর যুগে ধর্মঘট-নেতা হিসাবে তিনি যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারলেও 'সি আই ও'র সভাপতি হিসাবে তাঁর যে ক্ষমতা ও সম্মানছিল তিনি তা আর কোনো দিন ফিরে পান নি।

অবশ্যই তিনি 'ইউনাইটেড্ মাইন্ ওয়ার্কার্স' সংস্থাটির প্রধান থেকে গেলেন এবং এই সংস্থার সদস্যরা শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপারে তাঁকে অন্ধভাবে অনুসরণ করত। সমস্ত ব্যাপারটা কৌতুকজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লুইস্ অল্পদিনের মধ্যেই এই সংস্থাটিকে 'সি আই ও'র বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং কিছুদিন পরে আবার 'এ এফ অব্ এল'-এর সঙ্গে সংস্থাটিকে যুক্ত করেছিলেন। খনি শ্রমিকরা তারা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তা বুঝতেই পারত না, লুইস্ নিজে মনস্থির করতেন এবং তাঁর সহকর্মী ও অনুগামীদের চিন্তাভাবনা গ্রাহ্যই করতেন না। ১৯৪৭ সালের শেষে তাদের অনিশ্চিত নেতা দ্বিতীয়বার 'এ এফ অব্ এল্' থেকে বেরিয়ে এলে খনিশ্রমিকেরা আবার নিজেদের বেওয়ারিশ জমিতে অবস্থিত দেখতে পেল। এবার 'এ এফ অব্ এল্' থেকে বেরিয়ে আসার

সময় তিনি যে অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতা দেখিয়েছিলেন তা তাঁর পক্ষেও বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছিল। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের 'ইউনাইটেড্ মাইন্ ওয়ার্কার্স'-এর কেন্দ্রীয় দপ্তরে আহ্বান ক'রে তাদের নীল পেন্‌সিলে লেখা একটি ২×৪ ইঞ্চি চিরকুট দেখানো হয়েছিল। চিরকুটে লেখা ছিল, গ্রীন্, 'এ এফ এল্' আমরা বিচ্ছিন্ন হইতেছি, লুইস্। ১২।১২।৪৭।"

১৯৪০ সালে নির্বাচিত নতুন 'সি আই ও'র সভাপতি ছিলেন ফিলিপ মারে। মারে 'ইস্পাতকর্মীদের সংগঠক সমিতি'র সংগঠনী অভিযানের প্রধান পরিচালক ছিলেন এবং বহু বৎসর 'ইউনাইটেড্ মাইন্ ওয়ার্কার্স' সংস্থায় লুইসের নিপুণ ও বিশ্বস্ত সহকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। গ্রীন্ ও লুইস্ উভয়ের পটভূমিকার সঙ্গেই তাঁর পটভূমিকার একটা উল্লেখযোগ্য মিল ছিল। মারেও ব্রিটিশ কয়লা-খনি-শ্রমিকদের বংশে জন্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু মারে নিজে বিদেশে, স্কটল্যাণ্ডের লানার্কশায়ারে ১৮৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ষোল বছর বয়স হবার পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। তারপর খনিশ্রমিকের কাজ গ্রহণ করে তিনি তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন। দু'বছর পর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর প্রথম সংঘর্ষ বাধে এবং ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করায় তাঁর চাকরি যায়। তিনি লিখে গেছেন, "সেইদিন হইতে জীবনে আমি কি করিতে চাই সে সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহই রহিল না।"

১৯১৬ সালে তিনি 'ইউনাইটেড্ মাইন্ ওয়ার্কার্স' সংস্থার ৫ নম্বর বিভাগের সভাপতি এবং চারবছর পর আন্তর্জাতিক সংস্থাটির সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক ও সংগঠক হিসাবে তাঁব সুনাম ছিল। কিন্তু তাঁর নেতা যে সব নীতি নির্ধারিত করতেন সুসময়ে ও দুঃসময়ে বিশ্বস্তভাবে সেগুলি সমর্থন করার জন্যই তিনি আরো বেশি পরিচিত ছিলেন। সামাজিক সংস্কারের কোনো ব্যাপক ধারণা তাঁর ছিল না। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে সুষ্ঠু ও শোভন জীবনযাত্রার পক্ষে যথেষ্ট মজুরিতে শ্রমিকদের অধিকার যে কোনো রকম অবাধ উদ্যোগব্যবস্থাতেই মেনে নিতে হবে। তাঁর মতে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রমিক সংগঠন ও যৌথ দরকষাকষি ছিল অপরিহার্য।

শান্ত ও লাজুক মারেকে বহুদিন লুইসের অবিচ্ছেদ্য সহকর্মী ভিন্ন অন্য কিছু ভাবা হয় নি। কিন্তু 'সি আই ও'র সভাপতি হবার পর তিনি মজবুত মন ও একগুঁয়ে স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। মারের এ সব গুণ তাঁকে নিজস্ব পথ বেছে নিতে এবং যে ব্যক্তিকে তিনি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতেন এবং

যাঁর সম্বন্ধে মারের গভীর ভালবাসা ছিল তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটলেও এই পথ অনুসরণ করতে সক্ষম করেছিল। সময় প্রমাণ করেছিল যে, মারের কয়েকটি গুণ ছিল, যা দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন শ্রমিকনেতা হিসাবে তাঁকে দাঁড়াতে সহায্য করেছিল। মারের ব্যক্তিগত আনুগত্য অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতাও ছিল যথেষ্ট।

সম্মেলন সাম্যবাদ ও অন্যান্য বিদেশাগত মতবাদ খোলাখুলি নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করলেই তিনি 'সি আই ও'র সভাপতিত্ব স্বীকার করবেন, এই শর্তের উপর জোর দিয়ে মারে সর্বপ্রথম এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর স্বাধীন মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। লুইস্ বামপন্থীদের সঙ্গে অস্পষ্ট মৈত্রীবন্ধন রচনা করেছিলেন বলেই মারে এ বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক বলে মনে করেছিলেন। তিনি সব সাম্যবাদী ও তাদের সহযাত্রীদের তাড়িয়ে দেবার অভিযান শুরু করতে চান নি। অতিরিক্ত লালাতঙ্কের প্রশ্রয় দিযে শ্রমিক আন্দোলন নষ্ট করে ফেলার কোনো ইচ্ছাও তাঁব ছিল না। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে সাম্যবাদের বিরোধী ছিলেন এবং 'সি আই ও'কে নাশকতামূলক রাজনৈতিক কার্যকলাপের মঞ্চে পরিণত হতে দিতে রাজী ছিলেন না। একইরকম স্বাধীন মনোভাবের পরিচয় দিয়ে লুইস্ ও সাম্যবাদীদের দ্বারা প্রচারিত পররাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক পরিহারের নীতি অগ্রাহ্য করলেন। তখন পর্যন্ত আমেবিকার যুদ্ধে যোগদানের বিরেধিতা করলেও তিনি রুজভেল্টের পররাষ্ট্রনীতি ও জাতীয় প্রতিরক্ষা কার্যক্রম সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি নিজেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এক বছর পর 'সি আই ও' সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "আমি যে সকল নীতি সুপারিশ কবিতেছি সেগুলি ভিতর বা বাহিবের কোনো গোষ্ঠী আমার উপর চাপাইয়া দেয় নাই। আপনারা জানেন যে, আমি এমনই একজন লোক যে কোনো ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীদ্বারা এ ধরনের চাপ সৃষ্টির বিরোধী। মানুষ হিসাবে আমার ব্যক্তিগত সততার উপরই আমি দাঁড়াইয়া আছি।"

১৯৪০ সালের নির্বাচনের পর দেশ আরো প্রবলভাবে জাতীয় প্রতিরক্ষার কর্মসূচী সমর্থন করতে লাগল। মিত্রপক্ষকে সাহায্যদানে রুজভেল্ট সরকার যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করল, বিশেষ করে 'ধার দাও ও ভাড়া দাও' (লেণ্ড-লীজ্) নীতি গ্রহণ, সেগুলিই জাতির কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। আমেরিকাকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে রাখার পক্ষপাতী এবং যুদ্ধে আমেরিকার হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী দু'টি দলের মধ্যে আরো তিক্ততার সৃষ্টি হল। কিন্তু

গোঁড়া শান্তিবাদী ভিন্ন অন্য কোনো দল একথা অস্বীকার করতে পারল না যে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অনিবার্যভাবে অত্যাবশ্যক। 'নয়া বন্দোবস্ত' যা করতে পারে নি বিদেশ থেকে প্রাপ্ত যুদ্ধ সামগ্রীর ফরমাশ তা সম্ভব করে আর্থিক পুনরুন্নয়নে উৎসাহ দিয়েছিল। প্রতিরক্ষা কর্মসূচীর চাহিদার ফলে আর্থিক ব্যবস্থার সর্বত্র উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশু সম্ভাবনা দেখা দিলেও এ সময়ে এই দেশ অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ভোগ করতে শুরু করেছিল।

শ্রমিক সম্প্রদায় এ সব পবিবর্তনে নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। উৎপাদন বৃদ্ধি বেকারদের সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনল। রুজভেল্ট সরকারের সব রকম চেষ্টা সত্বেও এই সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে উচ্চ ছিল। আবার উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে মজুরিও বাড়বার সুযোগ পেয়েছিল। প্রতিরক্ষা শিল্পে দক্ষ শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা শ্রমের বাজরের নতুন বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দিল এবং বিগত দশ বছর ধরে যে পরিস্থিতি বজায় ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। ১৯৪০ সালের এপ্রিল ও ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কাজে নিযুক্ত অকৃষিজীবী শ্রমিকদের সংখ্যা তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ থেকে বেড়ে চার কোটি দশ লক্ষ হয়ে দাঁড়াল। প্রতিরক্ষা কার্যক্রমের পক্ষে অত্যাবশ্যক স্থায়ী দ্রব্যাদি নির্মাণশিল্পে সপ্তাহে গড আয় ২৯.৮৮ ডলার থেকে বেডে ৩৮.৬২ ডলার হয়ে দাঁড়াল। যুদ্ধ মার্কিন শিল্পকে সাহায্য করার জন্যই যেন এসে পড়ল এবং 'এ এফ অব্ এল্' ও 'সি আই ও' দু'টি প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলিতে সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের শক্তি তাদের যুদ্ধকালীন ব্যবসায়ের উর্ধ্বগামী মুনাফার অংশলাভে সক্ষম করল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে "গণতন্ত্রের বিশাল অস্ত্রাগারে" রূপান্তরিত করার কাজে শ্রমিক সম্প্রদায় পূর্ণ সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ মনে রেখে তারা দাবি করেছিল যে, 'নয়া বন্দোবস্তের' যুগে যে সব সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছিল সেগুলি যেন কোনো রকমেই ক্ষুণ্ণ না হয়। অধিকন্তু, শ্রমিক সম্প্রদায় শ্রমিক সংস্থার স্বাকৃতি ও যৌথ দরকষাকষি প্রসারের জন্য অভিযান চালাবার অধিকারের উপর জোর দিয়েছিল এবং জীবনযাত্রার ব্যয় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে দ্রুত বাড়তে থাকলে শ্রমিকদের উপার্জনের ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য আরো বেশি মজুরি দাবি করেছিল। শিল্পের সমৃদ্ধি ও শ্রমিকসংস্থার শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের সম্প্রসারণ-

শীল আর্থিক ব্যবস্থায় পরস্পরের ভূমিকা নিয়ে কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে নতুন সংঘর্ষের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছিল। শ্রমিক সম্প্রদায়ের ইতিহাসে ১৯৪১ সাল অত্যন্ত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ একটি বছর।

অধিকাংশক্ষেত্রেই শ্রমিকেরা যুক্তিসংগত ও গঠনমূলক নীতি অনুসরণ করছিল, এবং মালিকপক্ষ যৌথ দরকষাকষির নীতি মেনে নিয়ে মজুরি, কার্যকাল ও কর্মপরিবেশের ব্যাপারে উভয়ের পক্ষে সুবিধাজনক চুক্তি সম্পাদন করে তাদের সঙ্গে মাঝ রাস্তায় মিলিত হচ্ছিল। "ছোট ইস্পাতশিল্পের" অন্তর্ভুক্ত কোম্পানীগুলি এবং 'ইউনাইটেড্ স্টীল ওয়ার্কার্স অব্ আমেরিকা' শেষ পর্যন্ত সন্ধি করল এবং হেনরি ফোর্ড একটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে 'ইউনাইটেড আটোমোবাইল ওয়ার্কার্স' সংস্থাটি কোনো রকম শর্ত ভিন্নই স্বীকার করে নিয়ে, এমন কি এই সংস্থাকে 'সীমাবদ্ধ কারখানার' অধিকার দিয়ে, তাঁর আগেকার শ্রমিকসংস্থাবিরোধী নীতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করলেন। কিন্তু নতুন নতুন বিবাদের প্রাদুর্ভাব অল্পদিনের মধ্যেই শিল্পবিরোধের কারণ দূর করায় এ ধরনের অগ্রগতি ছাপিয়ে উঠল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রমিকসংস্থাগুলির অত্যাধিক ও অযৌক্তিক দাবি এ ধরনের বিরোধেব জন্য দায়ী হলেও, অন্য অনেক ক্ষেত্রেই অভিনব শিল্পভিত্তিক ব্যবস্থার তাৎপর্য স্বীকার করতে অসম্মত মালিকদের অনমনীয় মনোভাব এ সব সংঘাতের সৃষ্টি করেছিল।

শ্রমিকসংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্বন্ধে প্রচণ্ড ভয় শুধু যে কয়েকটি কোম্পনীকে মজুরিসম্বন্ধে শ্রমিকদের নতুন দাবি মেনে নিতে অসম্মত করেছিল তাই নয়, তাবা প্রত্যেক সম্ভাব্য উপায়ে শ্রমিকদের দুর্বল করে ফেলতেও চেয়েছিল। এই গোষ্ঠী শ্রমিকসংস্থার স্বীকৃতির প্রশ্নে নতুন কোনো সুবিধা দিতে অস্বীকার করল, 'সীমাবদ্ধ কারখানার' নীতিকে গণতন্ত্রবিরোধী ও আমেরিকাবিরোধী বলে আক্রমণ করল এবং যেখানে সম্ভব সেখানেই যৌথ দরকষাকষি সংক্রান্ত আইনের শর্তাবলী এড়িয়ে গেল। অনেক জায়গায়ই দেশপ্রেমের মুখোশের অন্তরালে তারা তাদের শ্রমিকসংস্থাবিরোধী কার্যকলাপ গোপন করেছিল এবং বলেছিল যে, নিরবচ্ছিন্ন শিল্পোৎপাদন বজায় রাখাই তাদের উদ্দেশ্য।

বস্তুতঃ, জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজন জনসাধারণকে শ্রমিকদের দাবির ব্যাপারে অধৈর্য করে তুলেছিল এবং শ্রমিকদের ভেতরকার কলহ মোটেই তাদের পক্ষে যায় নি। প্রতিদ্বন্দ্বী নেতাদের ক্রুদ্ধ অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের

পালা, অধিকারক্ষেত্র নিয়ে ধর্মঘট এবং শ্রমিকসংস্থার নেতাদের অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টা ও উৎকোচ গ্রহণের কয়েকটি বহুল প্রচারিত 'কেলেঙ্কারি' ক্রমবর্ধমান জাতীয় বিপদের মুখোমুখি সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের দায়িত্ব জ্ঞান সম্বন্ধে জনসাধারণের বিশ্বাস দুর্বল করে ফেলছিল। এ কথা সত্য যে নতুন ও বিদ্রোহী সংস্থাগুলির মধ্যে কয়েকটি সংস্থা তাদের সদ্য সংগঠিত হাজার হাজার সদস্যের মধ্যে শৃঙ্খলা বোধ বজায় রাখতে পারে নি। নিয়োগকর্তাদের প্রতি তাদের কলহপ্রিয় মনোভাব এবং মজুরি বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুবিধা দাবি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবসায়ীদের শ্রমিক-সংস্থাবিরোধীর নীতির মতই সমান প্রবলভাবে শিল্পের শান্তি বিঘ্নিত করেছিল।

১৯৪১ সালের শ্রম বিরোধের সংখ্যা একমাত্র ১৯৩৭ সাল ভিন্ন অন্য যে কোনো বছরের চেয়ে বেশি হয়েছিল। মোটরগাড়ী শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প পরিবহণ, গৃহ নির্মাণ শিল্প, কাপড়ের কল, ইস্পাত ও কয়লা উত্তোলন শিল্পে ধর্মঘট দেখা গিয়েছিল। প্রায় কোনো শিল্পই ধর্মঘটের হাত থেকে অব্যাহতি পায় নি এবং অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য এ সব ধর্মঘট গুরুতরভাবে উৎপাদনে বাধা দিয়েছিল। সব মিলিয়ে ৪,২৮৮টি ধর্মঘট হয়েছিল এবং এ সব বিরোধে ২,০০০,০০০ শ্রমিক জড়িত হয়ে পড়েছিল। বিরোধের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের প্রায় দ্বিগুণ এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় চতুর্গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মোটামুটি দেশের শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক বাহিনীর শতকরা ৮.৪ ভাগ এ সব বিরোধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং ২৩,০০০,০০০ শ্রম-দিবস নষ্ট হয়েছিল।

সাম্যবাদীদের উস্‌কানি কয়েকটি ধর্মঘটের জন্ম দিয়েছিল। জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ না করা পর্যন্ত সাম্যবাদী দল মিত্রপক্ষকে সাহায্যদানে প্রবল বিরোধিতা করেছিল এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা কর্মসূচী বানচাল করে দেবার উদ্দেশ্যে চরম মতবাদী বামপন্থীরা অনেক চেষ্টা করেছিল। ১৯৪১ সালের জুন মাসের পর রাতারাতি আবার একবার এই নীতি পাল্টে যায়। দায়িত্বশীল শ্রমিক নেতারা সাম্যবাদীদের দ্বারা প্ররোচিত ধর্মঘট নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও এ বছরের প্রথমার্ধের শ্রমিক বিক্ষোভে এ ধরনের ধর্মঘট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

প্রতিরক্ষা কার্যক্রম এ ধরনের কাজ বন্ধের ফলে বিপন্ন হয়ে উঠায় ১৯৪১ সালের গোড়ার দিকে মার্চ মাসেই 'জাতীয় প্রতিরক্ষা মধ্যস্থতা পর্ষৎ' ('ন্যাশনাল ডিফেন্স মিডিয়েশন্ বোর্ড') প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান ছিল ত্রিদলীয়

এবং শ্রমিক, কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয়েছিল। মধ্যস্থতা অথবা স্বেচ্ছাধীন সালিশির মাধ্যমে প্রতিরক্ষা শিল্প বিরোধ মীমাংসার ক্ষমতা এই পর্ষদকে দেওয়া হয়েছিল। পর্ষদকে নিজ সিদ্ধান্ত বলবৎ করার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি এবং শিল্পের বহুক্ষেত্রে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারলেও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনায় আরো কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়েছিল।

কালিফোর্নিয়ার ইঙ্গলউড্ শহরের বিমানপোতনির্মাণশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের একটি ধর্মঘটের ফলে কোনো রকম আপোষে পৌঁছবার আগেই যুদ্ধ মন্ত্রককে 'নর্থ আমেরিকান এভিয়েশন্' কোম্পানীর কারখানা হস্তগত করতে হয়েছিল। নিউ জার্সির কেয়ার্নি শহরে অবস্থিত 'ফেডারেল শিপবিল্ডিং অ্যাণ্ড ড্রাই ডক্ কোম্পানী' শ্রমিক সংস্থাকে সদস্য গ্রহণ করার অধিকার দিয়ে একটি প্রস্তাবিত মীমাংসায় আসতে অসম্মত হলে নৌ-মন্ত্রক জাহাজ-নির্মাণশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের এই ধর্মঘটে হস্তক্ষেপ করেছিল। শিল্প-বিরোধ ও "জাতীয় প্রতিরক্ষা মধ্যস্থতা পর্ষদের" অসুবিধা কয়লা খনিশ্রমিকদের একটি ধর্মঘটে চরমে পৌঁছেছিল। এই ধর্মঘট এত গুরুতরভাবে উৎপাদন ব্যাহত করেছিল যে, সমস্ত প্রতিরক্ষা কর্মসূচী বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।

বিরোধের প্রধান বিষয় ছিল ইস্পাত শিল্প দ্বারা পরিচালিত তথাকথিত "বন্দী" কয়লা খনিগুলিতে শ্রমিক সংস্থাকে প্রত্যেক শ্রমিককে সদস্য হতে বাধ্য করার ক্ষমতা দান। 'প্রতিরক্ষা মধ্যস্থতা পর্ষৎ' শ্রমিক সংস্থার সঙ্গে প্রণীত চুক্তিতে এ ধরনের দাবি অন্তর্ভুক্ত করার বৈধতা সম্বন্ধে মনস্থির করতে পারে নি এবং ১৯৪১ সালের হেমন্তকালে এই বিরোধ পর্ষদের কাছে তোলা হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান চুক্তির ভিত্তি হিসাবে শ্রমিক সংস্থাকে এই ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করল। লুইস্ অতঃপর পর্ষদকে অগ্রাহ্য করলেন এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁকে অনুগত নাগরিক হিসাবে দেশের কাজে সাহায্য করতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও ২৭শে অক্টোবর 'বন্দী' কয়লা খনিগুলিতে তিনি ধর্মঘট অহ্বান করলেন। এই ধর্মঘটে সমস্ত ইস্পাত শিল্প বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল।

সরকারকে লুইসের এভাবে অমান্য করার তাৎপর্য শুধু কয়লা খনি শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণেই সীমাবদ্ধ ছিল না, শ্রমিকদের একটি নাটকীয় জয়লাভের সাহায্যে লুইস্ তাঁর হৃত খ্যাতি পুনরায় ফিরে পেতে চেয়েছিলেন এবং পররাষ্ট্র বিষয়ে রুজভেল্টের কার্যক্রমের প্রতি খোলাখুলিভাবে বিচ্ছিন্নতার সমর্থক হিসাবে

তাঁর বিরোধিতাও তিনি এভাবে দেখাতে চেয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে তিনি প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এখন তার পরের বছর লুইস তাঁকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে প্রস্তুত ছিলেন। শ্রমিক সংস্থার প্রত্যেক শ্রমিককে সদস্য হতে বাধ্য করার ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম শক্তিপরীক্ষায় পরিণত করা হবে বলে ঠিক করা হয়েছিল এবং দেশের প্রয়োজন ও তাঁর কৌশলের প্রতি জনসাধারণের বিরূপ মনোভাব সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে লুইস্ তাঁর নিজের মতলব অনুযায়ী অগ্রসর হতে লাগলেন।

ধর্মঘট ঘোষিত হবার পর কালাতিপাত না করে রুজভেল্ট বেতার বক্তৃতার সাহায্যে জানালেন যে, দেশের কয়লা পেতেই হবে; জাতীয় উৎপাদন "শ্রমিক নেতাদের সংখ্যালঘিষ্ঠ অথচ বিপজ্জনক অংশের স্বার্থপর বিরোধিতা দ্বারা" ব্যাহত হতে দেওয়া চলবে না। আভাস দেওয়া হচ্ছিল যে, তিনি শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে ধর্মঘট-বিরোধী আইনের যে প্রস্তাব এরই মধ্যে করা হয়েছিল, তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে লুইস্ 'ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স ষ্টীল কর্পোরেশন'-এর মাইরন্ সি টেলারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে একটা মীমাংসায় এসেছিলেন। এই চুক্তি অনুসারে নির্ধারিত হয়েছিল যে, শ্রমিক সংস্থাকে প্রত্যেক শ্রমিককে সদস্য করার ক্ষমতা আবার 'প্রতিরক্ষা মধ্যস্থতা পর্ষৎ' পর্যালোচনা করবে। আরো ঠিক হয়েছিল যে পর্ষদের সিদ্ধান্ত কোনো পক্ষই মানতে বাধ্য হবে না। লুইসের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, দেশের জরুরী কয়লার চাহিদা মেটাতে তাঁর দাবি মেনে নেওয়া হবে। পর্ষৎ মামলাটি আবার বিবেচনার জন্য গ্রহণ করলে তিনি সাময়িক যুদ্ধ বিরতি কালের জন্য ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেন।

পর্ষৎ ১০ই নভেম্বর তাদের সিদ্ধান্ত জানাল এবং শ্রমিক সংস্থাকে প্রত্যেক শ্রমিককে সভ্য হতে বাধ্য করার ক্ষমতাদানের বিপক্ষে নয় জন ও পক্ষে দুই জন ভোট দিয়েছিলেন। শুধু কর্তৃপক্ষ এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিরাই নন, 'এ এফ অব্ এল'-এর প্রতিনিধিরাও সে সিদ্ধান্তের সমর্থন করেছিলেন, একমাত্র 'সি আই ও'র দু'জন প্রতিনিধি তার সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। 'বন্দী' কয়লা খনি-গুলির ৫৩,০০০ শ্রমিকের শতকরা পঁচানব্বই জন এরই মধ্যে 'ইউনাইটেড্ মাইন্ ওয়ার্কার্স'-এর সদস্য হয়ে গেলেও বলা হল যে, শ্রমিক সংস্থাকে এধরনের ক্ষমতা দান যৌথ দরকষাকষির অন্তর্গত এবং এ বিষয়ে সরকারের নির্দেশ দেবার কোন অধিকার নেই। আরো বলা হল যে, 'প্রতিরক্ষা মধ্যস্থতা পর্ষৎ' ২,৫০০ শ্রমিককে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো সংস্থায় যোগ দিতে বাধ্য করলে অন্যায় কাজ করবে।

এই বিরোধে একটি মূলনীতি জড়িয়ে পড়েছিল এবং লুইস্ ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অনিবার্য বলে মনে হচ্ছিল। সাময়িক বিরতিকাল অতিক্রান্ত হলে খনি শ্রমিকদের নেতা ধর্মঘট পুনরায় শুরু করার জন্য তাঁর নির্দেশ পরিবর্তন করতে অস্বীকার করলেন। সংগঠনের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কলহ সত্ত্বেও 'সি আই ও' তাঁকে এ ব্যাপারে সমর্থন করেছিল, 'প্রতিরক্ষা মধ্যস্থতা পর্ষদে' 'সি আই ও'র প্রতিনিধিরা তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করলেন এবং সে সময়ে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তা লুইসের দৃষ্টিভংগী সমর্থন করল। ওদিকে রুজভেল্ট ঘোষণা করলেন যে, কোনো পরিস্থিতিতে সরকার শ্রমিক সংস্থার সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক বলে নির্দেশ দেবে না। তিনি খনি শ্রমিক ও ইস্পাত কোম্পানীগুলিকে আরো আলাপ-আলোচনা চালাতে বললেন এবং কোনো মীমাংসা না হলে সরকার যাতে খনিগুলি হস্তগত করতে পারে সে ব্যবস্থাও করলেন। কংগ্রেসে এ সময়ে নিরপেক্ষতা-সংক্রান্ত আইন সংশোধনের প্রশ্নে তর্কবিতর্ক চলছিল। কংগ্রেসের যে সব সদস্য মনে করতেন যে, রুজভেল্ট বড বেশি শ্রমিকদেব দিকে ঝুঁকছেন অংশত: তাঁর পররাষ্ট্র কার্যক্রমে তাঁদের সমর্থন লাভের জন্য প্রেসিডেন্ট অঙ্গীকার করলেন যে লুইস্ যাই করুন না কেন, কয়লা উত্তোলন করা হবে এবং "সরকার এই ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত দেখিতে চায়।"

এক সপ্তাহ ধরে উত্তেজিত আলাপ-আলোচনা চলেছিল এবং সমস্ত দেশে মিটমাটের জন্য দাবি শোনা যাচ্ছিল কিন্তু খনি শ্রমিকেরা অথবা ইস্পাত কোম্পানী-গুলি কেউই শ্রমিক সংস্থার সদস্যপদ বাধ্যতামূলক করার প্রশ্নে হার মানতে প্রস্তুত ছিল না। ১৭ই নভেম্বর আবার ধর্মঘট শুরু করা হয়েছিল। 'বন্দী' কয়লাখনি-গুলির কর্মচারীরা কাজ বন্ধ করল এবং অল্পদিনের মধ্যেই অন্যান্য অঞ্চলের সহানু-ভূতি সম্পন্ন শ্রমিকেরা ধর্মঘট শুরু করায় কয়লাখাদে কর্ম পরিত্যাগকারী লোকদের সংখ্যা ২৫০,০০০-এ দাঁড়াল। ইস্পাতশিল্প জাতীয় আপৎকালীন পরিস্থিতি ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠার সঙ্গে পঙ্গু হয়ে পডল। খবর পাওয়া গেল যে রুজভেল্ট শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে প্রস্তুত হয়েছেন এবং ৫০,০০০ সৈন্যকে কয়লাখনিগুলি দখল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি প্রতিমুহূর্তে ক্রমেই বেশি উত্তেজনা-পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হল। লুইস তিনজন সদস্য দ্বারা সংগঠিত একটি সালিশি-সভা গঠনের জন্য প্রেসিডেন্ট একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ঠিক হল যে শ্রমিক সংস্থার সদস্যপদ বাধ্যতামূলক করা সম্পর্কে এই শালিসি-সভার সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষকে চূড়ান্ত বলে

মেনে নিতে হবে। লুইস নিজে, 'ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স ষ্টীল কর্পোরেশন'-এর সভাপতি ফেয়ারলেস্ এবং নিরপেক্ষ সদস্য হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ দূরকারী কৃত্যাকের জন্ আর ষ্টীলম্যানকে নিয়ে এই শালিসিসভা গঠন করা হল।

লুইস কী হার স্বীকার করলেন? তাঁর এই আকস্মিক চালের রহস্য শালিসি-সভার নিরপেক্ষ সদস্যের মধ্যে নিহিত ছিল। ষ্টীলম্যান ছিলেন শ্রমিকদের বন্ধু এবং শ্রমিক সংস্থার সদস্যপদ বাধ্যতামূলক করায় তাঁর সহানুভূতি ছিল বলে জানা যায়। খনিশ্রমিকদের নেতা তিনি কী সিদ্ধান্ত দেবেন সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন এবং পরবর্তী ঘটনাবলী লুইসের এ ধারণা যে অভ্রান্ত ছিল তা প্রমাণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে রুজভেল্টই হার স্বীকার করেছিলেন। বস্তুতঃ নতুন শালিসি-সভা নিয়োগের অর্থ হয়েছিল 'প্রতিরক্ষা মধ্যস্থতা পর্ষদের' সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করা এবং লুইসের দাবি মেনে নেওয়া। ধর্মঘট প্রত্যাহার হল, আবার কয়লা উত্তোলন শুরু হল, কিন্তু সরকারের ক্ষমতা খোলাখুলিভাবে অমান্য করা হয়েছিল। জাতির আপৎকালীন পরিস্থির গুরুত্ব প্রেসিডেন্টের মনে বিশ্বাস জন্মিয়েছিল যে, লুইসের অভিপ্রায় সিদ্ধ হলেও প্রতিরক্ষা কর্মসূচী আর বিপন্ন করা যায় না। এই ধর্মঘটের দ্বারা স্থাপিত নজিরের গুরুতর পরিণতি দেখা গিয়েছিল।

প্রতিরক্ষামূলক শিল্পগুলিতে বেশ কিছুদিন আগে ধর্মঘটের প্রাদুর্ভাব হলে সমস্ত দেশে শ্রমিকদের প্রতি বিরূপ যে মনোভাব ছড়িয়ে পড়ছিল, কয়লা ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়া হিসাবে তা আরো তীব্র হয়ে উঠল। এই বছরের প্রথমার্ধের ধর্মঘটগুলি, এবং বিশেষ করে যেসব ধর্মঘট সাম্যবাদীদের দ্বারা প্ররোচিত বলে মনে হয়েছিল, সেগুলি আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে কর্মচঞ্চল জাতিকে উত্তেজিত করেছিল। সংবাদ-পত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, জাতীয় নেতাদের বিবৃতি ও জনমত নির্ধারণের জন্য গৃহীত ভোটে শ্রমিকদের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব যে অনেকটা কঠিন হয়ে উঠছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রমিক সংস্থাগুলির ক্ষমতা হ্রাস ও ভবিষ্যতে শিল্পোৎপাদনে বাধাদান নিষিদ্ধ করে জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নতুন আইন প্রণয়নের দাবি কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরে শোনা যেতে লাগল। কয়লা ধর্মঘট এবং লুইসের উদ্ধতভাবে 'জাতীয় প্রতিরক্ষা মধ্যস্থতা পর্ষৎ' এবং প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা অমান্য করার শোচনীয় ঘটনা শুধু ব্যাপারটা চরমে নিয়ে এসেছিল। ইতিমধ্যে বাইশটি রাজ্যে কম বেশি কঠোর শ্রমিকবিরোধী আইন পাশ করা হয়েছিল এবং শ্রমিক সংস্থার ক্ষমতা সীমিত করার জন্য কংগ্রেসে প্রায় ত্রিশটি বিল উত্থাপন করা হয়েছিল।

কয়লা ধর্মঘট নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং বহু কষ্টে এড়িয়ে যাওয়া রেলপথকর্মীদের একটি ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের নিম্নতর সভা ৩রা ডিসেম্বর এধরনের একটি শ্রমিক-বিরোধী বিল গ্রহণ করল। বিলটির পক্ষে ২৫২ এবং বিপক্ষে ১৩৬টি ভোট দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যবস্থা প্রতিরক্ষা শিল্পসমূহে 'সীমাবদ্ধ কারখানা' নীতির সঙ্গে জড়িত অথবা শ্রমিক সংস্থাগুলির অধিকারক্ষেত্র নিয়ে বিবাদসম্ভূত ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারত। উত্তেজনা প্রশমনের জন্য ত্রিশ দিন সময় কাটবার পর সরকার-পরিচালিত নির্বাচনে শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সমর্থন না করলে অন্য কোনো ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার ক্ষমতাও এই ব্যবস্থায় ছিল। গ্রীন্ এই বিলটিকে "অত্যাচারের যন্ত্র" বলে নিন্দা করেছিলেন। মারে বলেছিলেন, "মার্কিন গণতন্ত্রের পক্ষে এতটা নাশকতামূলক ব্যবস্থা পূর্বে কখনও গৃহীত হয় নাই।" উচ্চতর সভা (সিনেট) এই বিলটিকে সংশোধন করবে বলে মনে হয়েছিল এবং সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়েছিল যে, প্রেসিডেণ্ট আরো নরম ব্যবস্থার পক্ষপাতী। সুদীর্ঘ ধর্মঘটগুলি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পঙ্গু করে তুলছিল এবং এই পরিস্থিতি "জাতীয় বিপদে" বলে অভিহিত হয়েছিল। এই বিপদ কাটাবার জন্য যে অবিলম্বে একটি আইন প্রণীত হবে সে বিষয়ে কিন্তু বিশেষ সন্দেহ ছিল না।

সমস্ত দেশ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। শ্রমিকদের বন্ধুরাও ভয় পাচ্ছিলেন যে, শ্রমিক সংস্থাগুলির প্রতি জনসাধারণের বিরূপ মনোভাব ওয়াগ্‌নার আইন দ্বারা প্রদত্ত মৌল অধিকারগুলি খণ্ডন করতে পারে। তাঁরা 'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও' দু'টি প্রতিষ্ঠানকেই সংযত হতে আহ্বান করলেন। 'নিউ রিপাব্লিক' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখল, "এই দেশেব শ্রমিক আন্দোলন এখন আর শিশু নহে যে উহাকে সংরক্ষণ কবিতে হইবে। শারীরিক দিক দিয়া উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং উহাকে কোনো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করাইতে হইলে, সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট অংশ যে সামাজিক শৃঙ্খলা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, সেই একই শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা উহার উপর প্রয়োগ করিতে হইবে।"

১৯৪১ সালের জনমতে এই প্রতিক্রিয়ার ফলে ঘড়ির দোলক কতদূর শ্রমিকদের বিরুদ্ধে তা জানা প্রায় অসম্ভব। ৭ই ডিসেম্বর, অর্থাৎ ঠিক সেই দিনে যখন শালিসি-সভা ঘোষণা করেছিল যে 'বন্দী' কয়লাখনিগুলিকে শ্রমিক সংস্থার সদস্যপদে বাধ্যতামূলক করায় লুইসের দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে এবং যখন নিম্নতর সভা দ্বারা গৃহীত ধর্মঘট-বিরোধী বিল সিনেটে আলোচিত হবার জন্য এসেছিল— জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করল। মার্কিন জাতি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ

জাপানের পার্লহার্বার আক্রমণ রাতারাতি জাতীয় সংহতির যে মনোভাব সৃষ্টি করেছিল দেশে সে রকম মনোভাব খুব সম্ভব পূর্বে আর কোনো দিন দেখা যায় নি। প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ শুরু হলে এবং প্রায় একই সময়ে জার্মানী ও ইতালী যুদ্ধ ঘোষণা করলে জাতীয় প্রতিরক্ষার অত্যাবশ্যক প্রয়োজন ছাড়া অন্য সব কিছু ভুলে যাওয়া হল। বিচ্ছিন্নতার পক্ষপাতী ও হস্তক্ষেপের পক্ষপাতীদের মধ্যে বিতর্ক হঠাৎ থেমে গেল, রাজনৈতিক প্রভেদ ধামাচাপা পড়ল, এবং শ্রমিক নেতারা এক সঙ্গে জাতীয় স্বার্থের প্রতি তাঁদের চূড়ান্ত আনুগত্যের অঙ্গীকার করলেন। লুইস ঘোষণা করলেন, "জাতি যখন আক্রান্ত, তখন প্রত্যেক আমেরিকাবাসীকে উহার প্রতিরক্ষায় সম্মিলিত হইতে হইবে। এই সময়ে অন্য সকল বিবেচনাই তুচ্ছ হইয়া দাঁড়ায়…।"

দেশপ্রেমের এই সুন্দর উচ্ছ্বাস সব সময়েই এতটা উঁচু সুরে বেঁধে রাখা যায় নি। জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষের আগাগোড়া আমেরিকার সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি গোষ্ঠী নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধপ্রচেষ্টা সমর্থন করেছিল। কিন্তু যুদ্ধকালীন আর্থিক ব্যবস্থা জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক ভারসাম্য বিপন্ন করে তুললে শিল্পপতি, শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায় একই সময়ে নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়াস পেয়েছিল। শ্রমিক সম্প্রদায় অনিবার্যভাবে শ্রমিক সংস্থার নিরাপত্তা, সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব এবং মজুরি ও মূল্যস্তরের সম্পর্ক নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। শ্রমিকেরা তাদের যুদ্ধপূর্ব ক্ষমতা ও প্রভাব বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। কয়েকটি ধর্মঘট দেখা দিয়েছিল, এগুলির মধ্যে জন্ এল লুইসের দ্বারা আহূত ধর্মঘটগুলিই বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য এবং এ সব ধর্মঘটের ফলে সাময়িকভাবে সামরিক সরবরাহের প্রবাহ ব্যাহত হয়েছিল।

তা'হলেও, বলা যেতে পারে যে, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি খুবই অনুকূল ছিল। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিক নেতারা ধর্মঘটের সংখ্যা কমিয়ে ফেলার জন্য যথাসাধ্য

চেষ্টা করেছিলেন এবং ধর্মঘটের প্রাতুর্ভাব হলে উৎপাদন যতদূর সম্ভব কম ক্ষতিগ্রস্ত করে শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়ে আনতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। কয়লা ধর্মঘটগুলি হিসাবে ধরলেও যুদ্ধকালীন কাজ-বন্ধের জন্য নষ্ট শ্রম দিবসের সংখ্যা ছিল সমস্ত শিল্পের মোট কার্যসময়ের শতকরা এক ভাগের এক দশমাংশ। ১৯২৯ ও ১৯৩০ সাল ছাড়া এত ভাল পরিস্থিতি যতদিন থেকে পরিসংখ্যান রাখা হয়েছিল তারমধ্যে আর দেখা যায় নি। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে প্রতি শ্রমিক পিছু বছরে এক দিনের বেশি সময় নষ্ট হয় নি।

বস্তুতঃ, ধর্মঘটের চেয়ে শ্রমিকদের সংখ্যাল্পতা, এক কাজ ছেড়ে অন্য কাজে যাওয়া ও পুনঃপুনঃ অনুপস্থির সমস্যাই শিল্পোৎপাদনের পক্ষে বেশি বিপজ্জনক হয়েছিল। অবশ্য, এ সব বৈশিষ্ট্য ছিল যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির স্বাভাবিক পরিণতি। অসামরিক কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ৫৩,০০০,০০০ হয়েছিল। এই সংখ্যার মধ্যে প্রায় ৬,০০০,০০০ নারী সশস্ত্র বাহিনীর কাজে অপসারিত পুরুষদের পরিবর্তে নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে সব রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দক্ষ শ্রমিকদের সঙ্কটজনক অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। 'যুদ্ধ জনশক্তি কমিশন' ('ওয়র ম্যানপাওয়ার কমিশন্') শ্রমিকদের ব্যাপারে বিভিন্ন শিল্পের অগ্রাধিকার ও শ্রমিক নিয়োগ স্থগিত রাখার প্রশ্নে একটি জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করলেও সময়ে সময়ে স্থল ও নৌবাহিনীর সৈন্যসংগ্রহকারী কর্মচারীদের সতর্কবাণী এবং সংবাদপত্রের অতিরঞ্জিত শিরোনামা থেকে মনে হচ্ছিল যেন পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

১৯৪৪ সালে একটি জাতীয় কৃত্যক আইনের জন্য সুপারিশ করাও আবশ্যক বলে মনে করা হয়েছিল। বস্তুতঃ, এই আইনের ফলে শিল্পের জন্য শ্রমিকদের বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ করা সম্ভব হত। কিন্তু কংগ্রেস এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনিচ্ছুক ছিল এবং সামরিক কার্যকলাপ ক্রমেই অনুকূল হয়ে উঠায় এই চরমপন্থী কার্যক্রমের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হল। এ ধরনের কঠোর নিয়ন্ত্রণ শ্রমিকদের উপর প্রযুক্ত হবার আগেই যুদ্ধ সমাপ্ত হল।

যুদ্ধ শুরু হবার বেশ কিছুদিন আগেই শ্রমিক সম্প্রদায় দাবি করেছিল জাতীয় আপৎকালীন পরিস্থিতিতে বিবিধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য যে সব সরকারী সংস্থা আবশ্যক হয়ে উঠেছে তাতে প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার তাদের রয়েছে। কিছু দিন পর্যন্ত সরকার এ বিষয়ে শ্রমিক সংস্থাগুলির অভিলাষ সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করতে অনিচ্ছুক বলে মনে হয়েছিল। শ্রমিক সম্প্রদায় বার বার

জানাতে লাগল যে, নীতি নির্ধারক স্তরে তাদের অবহেলা করা হচ্ছে। 'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও' ক্রমাগত এ ধরনের চাপ দেওয়ার ফলে যুদ্ধকালীন আর্থিক ব্যবস্থার দৈনন্দিন কার্যকলাপ নির্ধারণে শ্রমিকেরা যে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেছিল তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাদের গুরুত্ব অনেকটা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং শ্রমিকদের নতুন ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করেছিল।

১৯৪১ সালে সিড্নি হিলম্যান উৎপাদন পরিচালনা দপ্তরে ('অফিস অব্ প্রডাকশন ম্যানেজমেণ্ট') উইলিয়াম এস ক্নুডসেনের সঙ্গে একযোগে সহ-নির্দেশকের কাজ করেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট হিলম্যানকে বেছে নিয়েছিলেন কারণ হিলম্যান "জন লুইস ও বিল গ্রীনের মাঝামাঝি" মত পোষণ করতেন বলে মনে করা হত। এই সংস্থার পরিবর্তে ডোনাল্ড এম্ নেলসনের সভাপতিত্বে 'যুদ্ধ উৎপাদন পর্যৎ' ('ওয়র প্রোডাক্শস বোর্ড') প্রতিষ্ঠিত হলে কয়েকটি শ্রমসংক্রান্ত পরামর্শ সমিতি নিযুক্ত হয়েছিল এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা 'জনশক্তি চাহিদা' ('ম্যানপাওয়ার রিকোয়ারমেণ্ট) ও 'শ্রম উৎপাদন' ('লেবার প্রডাক্শন') উপসমিতির ভারপ্রাপ্ত সহ-সভাপতিরূপে কাজ করেছিলেন। ১৯৪২ সালে আরব্ধ যুদ্ধকালীন উৎপাদন অভিযানে দেশের সর্বত্র প্রতিরক্ষা শিল্পগুলিতে শ্রমিক-পরিচালক সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। দেশের পক্ষে যেসব জাহাজ ও বিমানপোত, ট্যাঙ্ক ও গোলাবারুদ অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল সেগুলি তৈরি করায় আরো অধিক সহযোগিতার প্রসারই ছিল এসব সমিতির লক্ষ্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব সমিতির বিরোধিতা করা হয়েছিল। 'ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব্ ম্যানুফ্যাকচারার্স'-এর সভাপতি এক সময় বলেছিলেন, "শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণই তো আমাদের শিল্পব্যবস্থা চালু রাখিতেছে। নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন কী?" কিন্তু তা'হলেও উৎপাদন ত্বরান্বিত করায় এবং ছোটখাটো বিরোধের মীমাংসা করায় শ্রমিক ও নিয়োগকর্তাদের কাছাকাছি নিয়ে আসতে এসব সমিতি সত্যিই যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এক বছরের মধ্যেই এধরনের সমিতির সংখ্যা ১,৯০০ হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রতিরক্ষা শিল্পে নিযুক্ত প্রায় চল্লিশ লক্ষ শ্রমিক তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে এধরনের সমিতির সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ৫,০০০ হয়েছিল।

'যুদ্ধকালীন জনশক্তি কমিশনের' ('ওয়র ম্যান্পাওয়ার কমিশন') 'শ্রমিক-পরিচালক নীতি নির্ধারক সমিতিতে'ও ('লেবার-ম্যানেজমেণ্ট পলিসি কমিটি') শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। 'মূল্য প্রশাসন দপ্তর' ('অফিস অব্ প্রাইস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন') এবং 'অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরে'

('অফিস অব্ সিভিলিয়ান ডিফেন্স') শ্রমনীতি নির্ধারণের জন্য সমিতি গঠন করা হয়েছিল। ছ'জন সদস্য নিয়ে গঠিত "আর্থিক স্থিরতাস্থাপক পর্ষদে" ('ইকনমিক ষ্ট্যাবিলাইজেশন বোর্ড') 'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও' দু'টি প্রতিষ্ঠানের সভাপতিদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যুদ্ধ প্রচেষ্টার তলার দিকে শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের মূল্য ও খাদ্যবন্টন পর্ষদগুলিতে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তারা অসামরিক প্রতিরক্ষা কার্যক্রম প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এবং যুদ্ধকালীন সাহায্য কর্মসূচীতে তাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

কিন্তু এসব পদে নিয়োগ অপেক্ষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং শিল্প সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তারকারী সম্পূর্ণ যুদ্ধ কর্মসূচীর ভিত্তিস্বরূপ হয়েছিল 'জাতীয় যুদ্ধ শ্রম পর্ষদে' ('ন্যাশনাল ওয়র লেবার বোর্ড') শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব। এই সংস্থাকে শুধু শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করার ক্ষমতাই দেওয়া হয় নি, মজুরি ও কার্যকাল সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল। এই পর্ষদের ইতিহাস ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের ইতিহাস যুদ্ধের বছরগুলিতে প্রধানতঃ এক ও অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

জাপান পার্লহার্বার আক্রমণ করার অব্যবহিত পরে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসের বিবেচনাধীন শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী আইনপ্রণয়ন এড়িয়ে যাবার জন্য এবং সম্ভাব্য ধর্মঘট যতদূর সম্ভব কমিয়ে ফেলতে যুদ্ধকালীন সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপন করবার জন্য শ্রমিকনেতা ও শিল্পপতিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। এই সম্মেলন থেকেই 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষদের' জন্ম। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর ওয়াশিংটনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং দীর্ঘ দিন ধরে আলোচনার পর একটি ত্রিমুখী কার্যক্রম সম্বন্ধে মতৈক্য দেখা যায়। স্থির হল যে যুদ্ধ চলতে থাকার সময় কোনো ধর্মঘট করা বা কারখানা বন্ধ করা চলবে না, শিল্পবিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করতে হবে এবং যে সব বিরোধের অন্যভাবে সমাধান সম্ভব হয় নি সেগুলির জন্য একটি 'শ্রম পর্ষৎ' স্থাপন করতে হবে। এই সম্মেলনে শ্রমিক সংস্থার নিরাপত্তার মূল প্রশ্ন নিয়ে শ্রমিক ও পরিচালক উভয় পক্ষেরই গ্রহণযোগ্য কোন বোঝাপড়ায় আসা সম্ভব হয় নি। এই বোঝাপড়ার অভাবই 'জাতীয় প্রতিরক্ষা মধ্যস্থতা পর্ষদকে' অকেজো করেছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। রুজভেল্ট জোর দিয়ে বললেন নবগঠিত 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষৎ' ভবিষ্যতে এই প্রশ্নের মীমাংসা করবে এবং এভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বের সাহায্যে বিপদ কাটিয়ে উঠলেন।

তারপর ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে প্রশাসনিক নির্দেশের সাহায্যে পর্ষৎ

প্রতিষ্ঠা করা হল। সংগঠনের দিক দিয়ে এই পর্ষৎ ছিল ত্রিদলীয় এবং মালিকদের চারজন, শ্রমিকদের চারজন ও সরকারের চারজন, অর্থাৎ মোট বারজন, প্রতিনিধি পর্ষদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হলেন। 'প্রতিরক্ষা মধ্যস্থতা পর্ষদের' ভূতপূর্ব প্রধান উইলিয়াম এইচ ডেভিস্ নতুন প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি নিযুক্ত হলেন। পরে একই অনুপাতে বিকল্প সদস্য ও সহকারী সদস্য সংযুক্ত করা হয়েছিল। এই পর্ষদের আদি সংবিধান অনুসারে তার প্রধান দায়িত্ব ছিল, সাধারণতঃ শ্রমসচিবের অনুমোদনের পর, "কার্যকরভাবে যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাহত করিতে পারে" এমন কোনো অমীমাংসিত শিল্প বিরোধ সমাধানের চেষ্টা করা। শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষই পর্ষদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য ছিল।

'যুদ্ধ শ্রম পর্ষদকে' প্রদত্ত ক্ষমতার প্রকৃত অর্থ হল স্বাভাবিক যৌথ দরকষাকষি ব্যবস্থাটি যুদ্ধ চলতে থাকার সময় স্থগিত রাখা। নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের চরম উপায় হিসাবে ধর্মঘট করার অধিকার শ্রমিকেরা পরিত্যাগ করল এবং পর্ষদকেই কর্মপরিবেশের শর্তাবলী নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হল। অধিকন্তু, ত্রিদলীয় সিদ্ধান্তের দ্বারা বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করা হলেও মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি একমত না হতে পারলে সরকারী প্রতিনিধির অভিমতই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে।

তথাকথিত সদস্য পদ বজায় রাখা নিয়ে চুক্তিতে সংস্থার নিরাপত্তার প্রশ্নের সমাধান খুঁজে বের করে ১৯৪২ সালে 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষৎ' ভালোভাবেই কাজ শুরু করল। 'সীমাবদ্ধ কারখানা' অথবা বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিক সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ বলবৎ করা হবে না বলে ঠিক করা হল। কিন্তু শ্রমিক সংস্থার সদস্য অথবা যারা শ্রমিক সংস্থায় যোগ দিয়েছে তাদের, যে চুক্তি তাদের হয়ে করা হয়েছে তার শর্ত হিসাবে, চুক্তি চালু থাকা কালে সংস্থার সদস্য থাকতে হবে। কোনো সময় শ্রমিক সংস্থার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক না রাখতে পারলে তাদের পদচ্যুত করা হতে পারে বলে স্থির করা হল। 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষদে' মালিকদের প্রতিনিধিরা এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেছিল এবং কখনই সম্পূর্ণভাবে তা মেনে নেয় নি। কিন্তু চুক্তির প্রথম পনেরো দিন অব্যাহতিকাল বলে নির্দিষ্ট করে কোনো রকমে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়ে যে কোনো শ্রমিককে সদস্যপদ ত্যাগ করার অধিকার দেওয়ায় মালিকরা অন্ততঃ আগ্রহহীনভাবে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিল। একবার নির্ধারিত হওয়ার পর সদস্যপদ বজায় রাখার নীতি যতদিন যুদ্ধ চলেছিল ততদিন সন্ততিপূর্ণভাবে

মান্য করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ লক্ষ শ্রমিক অথবা বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে চুক্তির এলাকাভুক্ত শ্রমিকদের কুড়ি শতাংশের উপর এই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা হয়েছিল।

শ্রমিক সংস্থার নিরাপত্তা ও ব্যক্তির ইচ্ছামত কাজ করার স্বাধীনতা দুই-ই সংরক্ষিত হবে, এই নিশ্চয়তা শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে শান্তি স্থাপনে সবচেয়ে সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। এই মূল বিতর্কের বিষয়ে 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষদের' নীতি ১৯৪২ সালে ধর্মঘটের সংখ্যায় অবনতির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। বৎসরান্তে 'এ এফ অব এল'-এর বাৎসরিক সম্মেলনে সভাপতি গ্রীন্ সম্পূর্ণ ন্যায়সংগতভাবে দাবি করতে পেরেছিলেন যে, শ্রমিক সম্প্রদায় "নিরবচ্ছিন্ন অব্যাহত উৎপাদনের অনতিক্রান্ত পারদর্শিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছে।" সামরিক অথবা অসামরিক প্রত্যেক জননেতাই এই কৃতিত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সম্মেলনে প্রেরিত একটি বাণীতে রুজভেল্ট জানিয়েছিলেন যে, যুদ্ধ প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের সহযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন নেই, "ইহা অপূর্ব"।

কিন্তু শ্রমিক সংস্থার নিরাপত্তা অপেক্ষা কঠিন একটি সমস্যা অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল। যুদ্ধকালীন মূল্যবৃদ্ধির জন্য জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মজুরি বাড়ানোর দাবি তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল। 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষৎ' প্রথম প্রথম এক একটি শিল্পে পৃথকভাবে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে চেষ্টা করেছিল এবং পরিস্থিতি অনুসারে মজুরি বৃদ্ধিতে সম্মতি দিয়েছিল। কিন্তু সরকার মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল এবং ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে আর্থিক স্থিরতা বজায় রাখার চেষ্টায় মূল্য ও মজুরির স্থিরতাসাধনের জন্য একটি ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করল। 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষদকে' এমন একটা সূত্র খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতে হল যা ন্যায্য পরিস্থিতিতে মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে সামগ্রিকভাবে মজুরিস্তর বজায় রাখার প্রয়োজনের একটা সমন্বয় সাধন করতে পারে। এই প্রসঙ্গে রুজভেল্ট কোনো স্পষ্ট নির্দেশ দেন নি কারণ মজুরিস্তর সম্পূর্ণভাবে নিশ্চল করে তোলা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। ফলে পর্ষদকে সে সময়ে বিদ্যমান অবিচার ও অত্যাল্প মজুরির হারের প্রতি নজর রেখে মজুরিস্তরে যথাসাধ্য স্থিরতাস্থাপনের চেষ্টা করতে হয়েছিল।

দিনে এক ডলার মজুরি বৃদ্ধির জন্য 'ছোট ইস্পাতশিল্পের' কর্মচারীরা দাবি জানালে, 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষৎ' এ বিষয়ে একটি ব্যাপক নীতি অবলম্বনের প্রথম সুযোগ

পায়। দীর্ঘ কালব্যাপী শুনানির পর স্থির করা হল যে, ১৯৪১ সালের জানুয়ারী ও ১৯৪২ সালের মে মাসের জীবনযাত্রার ব্যয় যতটুকু বেড়েছে, মজুরি তার চেয়ে বেশি বাড়তে দেওয়া হবে না। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে আপেক্ষিকভাবে মূল্যস্তরে বিশেষ ওঠানামা দেখা যায় নি এবং ১৯৪২-এর মে মাসে মুদ্রাস্ফীতি-বিরোধী কার্যক্রম সরকারীভাবে চালু করা হয়েছিল। 'শ্রম পরিসংখ্যান দপ্তরের' জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচকের (পরে ব্যবহারক দ্রব্যের মূল্য সূচক বলে অভিহিত) ভিত্তিতে মজুরি বৃদ্ধির এই সীমা পনের শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। 'ছোট ইস্পাতশিল্পের' কর্মীদের মজুরি শেষ পর্যন্ত এই অনুপাতে বাড়ানো হয়েছিল। তারা গোড়ায় দিনে এক ডলার মজুরি বৃদ্ধি দাবি করলেও পর্ষদের সিদ্ধান্ত সূত্র অনুসারে দিনে তাদের চুয়াল্লিশ সেণ্ট মজুরি বেড়েছিল।

এই নীতিই তথাকথিত 'ছোট ইস্পাতশিল্প' সূত্র। মজুরি নিয়ে সমস্ত বিরোধে 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষৎ' এই মানদণ্ড অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছিল। "মজুরি ও মূল্যস্তরের মধ্যে মর্মান্তিক দৌড় প্রতিযোগিতা" স্থিরতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে রচিত কার্যক্রমের জন্য আর অগ্রসর হতে পারবে না এই ধারণার উপরই সূত্রটি গৃহীত হয়েছিল। মনে রাখতে হবে যে, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্বপ্রথম ১৯৪১ সালে দেখা যায়। এই সম্ভাবনা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলে মজুরি সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসায় পর্ষদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত। কিন্তু মূল্যস্তর অতটা দৃঢ়তার সঙ্গে বজায় রাখা যায় নি এবং 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষদকে', সর্বদাই যে পরিসংখ্যানের উপর জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচক নির্ধারিত হয়েছিল, জীবন-যাত্রায় প্রকৃত ব্যয় তা অতিক্রম করায় এই পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের সূত্রটির সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করতে হয়েছিল।

সরকারী নির্দেশ অনুসারে অল্পদিনের মধ্যেই অন্যান্য বিরোধের বেলায়ও 'ছোট ইস্পাতশিল্পের' সূত্রটি প্রয়োগ করতে হয়েছিল। ১৯৪২ সালের 'আর্থিক স্থিরতাস্থাপক আইন' ('ইকনমিক স্ট্যাবিলাইজেশন্ অ্যাক্ট') গৃহীত হবার পর মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষদকে' শিল্পের সর্বত্র মজুরি বৃদ্ধি শতকরা পনের ভাগে সীমিত রাখতে বলা হয়েছিল। পর্ষৎ ইস্পাত-কর্মীদের ঘণ্টাপিছু পারিশ্রমিকে সোজাসুজি পনের শতাংশ বৃদ্ধিতেই ইতিমধ্যে সম্মত হয়েছিল। অবশ্য বলা হয়েছিল যে, যেখানে মজুরি অত্যল্প এবং যেখানে স্পষ্টতই বৈষম্য বর্তমান সেখানে এই নির্দেশমত কাজ করার দরকার নেই। কাজেই যুদ্ধের বাকী বছরগুলিতে পর্ষৎকে দু'টি স্বতন্ত্র কাজ করতে

হয়েছিল। প্রথম, শ্রমিক-মালিক বিরোধের মীমাংসা এবং দ্বিতীয়, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মজুরিসংক্রান্ত চুক্তি সমর্থন। উভয়ক্ষেত্রেই গোড়ায় জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে মজুরির সামঞ্জস্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত 'ছোট ইস্পাতশিল্পের' সূত্রটিকে মজুরিতে যে কোনো রকম সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্যই সর্বোচ্চ সীমা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

শ্রমিক সম্প্রদায় এই ব্যাপক স্থিরতাস্থাপক কর্মসূচী সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিল এবং যতক্ষণ দ্রব্যমূল্য সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল ততক্ষণ 'ছোট ইস্পাতশিল্পের' নীতির সঙ্গে তাদের কোনো বিরোধ ছিল না। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির বন্যা প্রতিরোধের জন্য যে সব বাঁধ রচিত হয়েছিল তাতে ক্রমাগত ফাটল দেখা যেতে থাকলে এই সূত্রের প্রয়োগ অসন্তোষের সৃষ্টি করতে লাগল। ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকেই ব্যবহারক দ্রব্যমূল্যের সূচক ১২৪-এ উঠেছিল। সূত্রটি যখন নির্ধারিত করা হয় তখন এই সূচক ছিল ১১৫। শ্রমিক সংস্থাগুলি আরো অভিযোগ করেছিল যে, জীবনযাত্রার ব্যয় এই সূচকে প্রতিফলিত বৃদ্ধির চেয়েও প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশি বেড়েছিল। শ্রমজীবীরা মনে করতে লাগল যে, উচ্চ মূল্যস্তরের বোঝা তাদেরই বহন কবতে হচ্ছে এবং কৃষক ও অন্যান্য উৎপাদকেরা এই ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তর থেকে লাভবান হচ্ছে।

সরকার এই পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত বিপদ সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও মজুরি বাড়ানো অপেক্ষা দ্রব্যমূল্য কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টাই অধিকতর শ্রেয় বলে মনে করল। এপ্রিল মাসে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁর বিখ্যাত মূল্যস্তরবৃদ্ধি-প্রতিরোধসংক্রান্ত নির্দেশ দিলেন এবং মজুরি ও মূল্যস্তরের মধ্যে একটি ন্যায়সংগত সম্পর্ক বজায় রাখার প্রবল চেষ্টা করা হল। এ সব নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আপেক্ষিক-ভাবে সফল হয়েছিল। ১৯৪৪ সালের শেষ নাগাদ ব্যবহারক দ্রব্যমূল্যের স্তর মাত্র এক পয়েণ্ট বেড়েছিল এবং ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসেও ১২৯-এর বেশি ওঠে নি। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা গেল না যে, মূল্যস্তর বজায় রাখলেও তা আর কমানো গেল না। 'ছোট ইস্পাতশিল্পের' সূত্র অনুসারে যেটুকু মজুরি বাড়ানো হয়েছিল, জীবনযাত্রার ব্যয় তার চেয়ে অনেক বেশি বেড়েছিল।

এ সব ঘটনার ফলে শ্রমিক সম্প্রদায় ১৯৪৩ সালে ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠেছিল এবং পূর্ববর্তী বার মাসের শিল্প-শান্তি বজায় রাখার অস্বাভাবিক কৃতিত্বের পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয় নি। বছর ঘুরবার আগেই প্রায় বিশ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে জড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৪২ সালের তুলনায় এই সংখ্যা ছিল

দ্বিগুণেরও বেশি। ১৯৪২ সালে ৪,১৮৩,০০০ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল, আর ১৯৪৩ সালে নষ্ট হয়েছিল ১৩,৫০০,০০০ শ্রমদিবস। মোট শ্রমদিবসের শতকরা এক ভাগের এক-সপ্তমাংশ হলেও এই পরিবর্তন পরিস্থিতির অবনতি সূচিত করেছিল।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সব ধর্মঘট ছিল স্থানীয় প্রাদুর্ভাব বিশেষ এবং 'এ এফ অব্ এল্' অথবা 'সি আই ও'র শ্রমিক নেতারা এগুলি অনুমোদন করে নি। কিন্তু এ জন্যই এগুলি নিয়ন্ত্রণ করা আরো বেশি কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষৎ' বিরোধ মীমাংসায় প্রায়ই বিলম্ব কবলে অধৈর্য হয়ে অথবা ছোটখাটো অভিযোগ সন্তোষজনকভাবে না মেটানোর জন্য প্রায়ই শ্রমিকেরা নিজেরাই প্রতিকার করার চেষ্টা করত এবং এক সঙ্গে কাজ বন্ধ করে দিত। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি নানাপ্রকার উদ্বেগ ও স্নায়বিক চাপ সৃষ্টি করেছিল। ফলে অন্য সময়ে যে সব ব্যাপার অত্যন্ত সামান্য ঘটনা বলে পরিগণিত হত তা নিয়ে এ সময়ে ক্রুদ্ধ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। বহুক্ষণ ধরে কাজ করার জন্য শরীরের উপর অত্যধিক চাপ পড়ায় এবং যুদ্ধজনিত বাসস্থানাভাব ও অতিরিক্ত ভিড়ের সমস্যাদ্বারা আক্রান্ত হয়ে শ্রমিকদের প্রায়ই স্নায়বিক উত্তেজনা দেখা দিত। কাজেই শ্রমিকেরা কর্তৃপক্ষ তাদের অভিযোগ বিবেচনা করতে ব্যর্থ হলে যে মাঝে মাঝে তাদের হাতিয়ার ফেলে দিতে অথবা যন্ত্র ত্যাগ করতে প্রণোদিত হত তাতে অবাক হবার কিছু ছিল না। কখনও কখনও এ সব ধর্মঘট খুবই কম সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যেত। শ্রমিকেরা একবার নিজেদের দাবি জানিয়ে নিজেদের উত্তেজনার উপশম করলেই অল্পদিনের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা হত এবং উৎপাদন গুরুতরভাবে বাধা পাবার আগেই আবার কাজ শুরু হয়ে যেত।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে লুইস কয়েকটি কয়লা ধর্মঘট একাদিক্রমে পরিচালনা করেছিলেন। পূর্বোক্ত অল্পকালস্থায়ী ও অননুমোদিত ধর্মঘট থেকে কয়লা ধর্মঘটগুলির প্রকৃতি ছিল স্বতন্ত্র। কয়লাখনি অঞ্চলের ধর্মঘটগুলি সরকারের মজুরি নীতির বিরোধিতা করেছিল এবং 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষদের' ক্ষমতা অমান্য করেছিল। এ কারণে পরে ব্যাপক ও গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল।

এপ্রিলে 'ইউনাইটেড্ মাইন্ ওয়ার্কার্স' ও কয়লাখনি মালিকদের মধ্যে বাৎসরিক চুক্তি নতুন করে সম্পাদন করার সময় হলে লুইস্ মজুরি বৃদ্ধি দাবি করলেন। তাঁর দাবিতে কিছু ছিল না। তিনি তাঁর সংস্থার অন্তর্গত ৫৩০,০০০

খনি শ্রমিকের মজুরি দিনে ২ ডলার বাড়াবার কথা বলেছিলেন। এর মধ্যে মাটির নীচে একটা খাদ থেকে অন্য খাদে যাবার সময়ও ধরা হয়েছিল এবং কোনো আপোষ মেনে নিতে অস্বীকার করলেন তিনি। 'যুদ্ধ' শ্রম পর্ষৎ' এই বিরোধটি সমাধানের ভার নিল। লুইস পর্ষদের অধিকার স্বীকার করতে অসম্মত হলেন। অবজ্ঞার সঙ্গে পর্ষদকে "পক্ষপাতদুষ্ট" ও "ক্ষতিকর" বলে আক্রমণ করে তিনি কোনো শুনানিতে হাজির থাকাও আবশ্যক মনে করলেন না। তিনি জানালেন যে, তাঁর দাবি না মানা হলে কোনো চুক্তি করা হবে না এবং আপনাথেকেই অত্যন্ত শোচনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। যুদ্ধের সময় অবশ্যই তিনি ধর্মঘট আহ্বান করবেন না। কিন্তু "কোনো চুক্তি না থাকিলে খনি শ্রমিকগণ কয়লাখনির মালিকদের সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ করিতে সম্মত হইবে না।"

'ইউনাইটেড্ মাইন ওয়ার্কার্স'-এর সদস্যদের আব কোনো নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন হয় নি। ৩০শে এপ্রিল পুরোনো চুক্তিগুলির মেয়াদ শেষ হবার আগেই তারা কাজ বন্ধ কবতে শুরু করলে একথা পবিষ্কার হয়ে গেল যে, বহুদিন ধরে কয়লা উত্তোলন বন্ধ থাকলে যুদ্ধকালীন আর্থিক ব্যবস্থার উপর মারাত্মক প্রভাব পড়তে বাধ্য। ১৯৪১ সালের হেমন্তকাল অপেক্ষাও বর্তমান পরিস্থিতি বেশি সঙ্কটজনক হয়ে উঠল এবং একটি বিরাট ও ক্ষতিকর ধর্মঘট এড়িয়ে যাবার জন্য রুজভেল্ট অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন মনে করলেন। তিনি কয়লাখনিগুলি দখল করবার জন্য প্রশাসন বিভাগকে নির্দেশ দিলেন এবং ২রা মে বেতাবে ধর্মঘটীদের কাজে ফিবে যেতে আবেদন জানালেন।

চুক্তি নিয়ে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব 'ইউনাইটেড্ মাইন্ ওয়ার্কার্স' সংস্থার কর্মচারীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল। প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করলেন যে, লুইস্ কোনো ধর্মঘট করা হবে না এই অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং শিল্প বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য স্থাপিত সরকারী প্রতিষ্ঠান 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষদের' সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে রাজী না হয়ে লুইস সরকারের ক্ষমতাই অগ্রাহ্য করছেন। রুজভেল্ট খনি শ্রমিকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রদর্শন করলেন ও প্রতিশ্রুতি দিলেন তাদের যে সব জিনিস কিনতে হয় সেগুলির দাম কমানোর ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু তিনি তাদের একথাও মনে করিয়ে দিলেন, যারা কয়লা উত্তোলন বন্ধ করছে, তারা যুদ্ধ প্রচেষ্টাই ব্যাহত করছে, আমেরিকার স্থল ও নৌবাহিনীর সৈন্যদের জীবন নিয়ে জুয়া খেলছে এবং সমস্ত জাতির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বিপন্ন করছে।

উৎপাদন চালু রাখতেই হবে। স্বরাষ্ট্র সচিব পুরোনো চুক্তি অনুসারে কয়লা-খনিগুলি সক্রিয় রাখবেন বলে তিনি ঘোষণা করলেন। তবে 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষদের' অনুমোদিত কোনো নতুন চুক্তি অতীত সম্বন্ধে প্রযোজ্য করা হবে। রুজভেল্ট তাঁর বেতার ভাষণের সমাপ্তিতে বলেছিলেন, "আগামীকল্য কয়লাখনিগুলির উপর তারকা ও ডোরাদাগসম্বলিত পতাকা (আমেরিকার জাতীয় পতাকা) উড়াইয়া দেওয়া হইবে। আমি আশা করি প্রত্যেক খনি শ্রমিক এই পতাকার অধীনে কাজে ব্যাপৃত হইবে।"

রুজভেল্ট তাঁর আবেদন সমাপ্ত করলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই খনি-শ্রমিকেরা কাজে ফিরে এল। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার মোটেই কোনো ভূমিকা ছিল না। প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের ঠিক কুড়ি মিনিট আগে লুইস্ স্বরাষ্ট্র সচিব ইক্‌সের সহযোগিতায় নতুন একটি চুক্তি রচনার জন্য পনের দিনব্যাপী সাময়িক সংগ্রাম বিরতি (পরে এই সময় বাড়িয়ে একমাস করা হয়েছিল) ঘোষণা করেছিলেন। তিনি আত্ম সমর্পণ তো করেনই নি, পশ্চাদপসরণ করেছেন বলেও মনে করা যায় নি। তিনি তাঁর কোনো দাবি প্রত্যাহার না করে শুধু সাময়িক বিরতির সুযোগ দিয়েছিলেন।

পরবর্তী ছ'মাস ধরে এই বিরোধ চলল। একবার কাজ বন্ধ হত, তারপর সাময়িক যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা হত। আবার কাজ বন্ধ হত। শেষ পর্যন্ত কয়লা-খনিগুলি বে-সরকারী কর্তৃপক্ষের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল সরকারের নতুন কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই মালিক পক্ষ ও শ্রমিক সংস্থার মধ্যে একটা মিটমাট সম্ভব হবে। কিন্তু 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষৎ' ছোট ইস্পাত-শিল্পের' সূত্র লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে এই মীমাংসার সর্ত বলে মেনে নিতে অস্বীকার করল। পর্ষদের অধিকার মেনে নিতে অথবা কয়লা উৎপাদনে জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করতে লুইস্ একবারও বিন্দুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। অক্টোবর মাসের শেষ নাগাদ চতুর্থ বারের জন্য পাঁচ লক্ষ খনি শ্রমিক কাজ বন্ধ করলে এবং লুইসের উহ্য নির্দেশ অনুসারে খাদে যেতে বিরত হলে চরম সঙ্কটের মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। সরকার কয়লাখনিগুলি আবার দখল করল এবং স্বরাষ্ট্র সচিব ইক্‌সকে 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষদের' অনুমোদন সাপেক্ষ একটি বিশেষ মজুরি সংক্রান্ত চুক্তি রচনা করতে বলা হল। এই চুক্তি সরকারী নিয়ন্ত্রণের সময়ই বলবৎ থাকবে বলে স্থির করা হল।

গোড়ায় যা বিরোধের বিষয় ছিল তা জনসাধারণ বহুদিন আগেই ভুলে গিয়েছিল এবং সমস্ত পরিস্থিতি মারাত্মক রকম গোলমেলে হয়ে উঠেছিল। খনি-শ্রমিক ও ঠিকাদারদের মধ্যে, খনি শ্রমিক ও সরকার, এমন কি 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষৎ' ও স্বরাষ্ট্র সচিবের মধ্যে বার বার সংঘাত দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সবার ওপর লুইসের আধিপত্য বজায় থাকল। কয়লার জরুরী প্রয়োজনের মুখোমুখি তাঁর অবাধ্য, একগুঁয়ে মনোভাব বিরোধের অন্য প্রতিটি দিক আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আরো কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করে গড়িমসি করার জন্য প্রেসিডেন্টকে ব্যাপকভাবে সমালোচনা করা হয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণের এই নাটকের খল নায়ক হয়েছিলেন লুইস্। শ্রমিক সম্প্রদায় কয়লা শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি দেখালেও এবং দ্রব্য মূল্য বাড়তে না দেওয়ার ব্যর্থতা নাটকীয় ভাবে দেখানোর জন্য ধর্মঘটটিকে অভ্যর্থনা জানালেও তাদের নেতারা খনি শ্রমিকদের একচ্ছত্র অধিপতিকে আক্রমণ করেছিলেন। 'সি আই ও'র কার্যনির্বাহী সমিতি 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষদের' প্রতি তাঁর এই মনোভাব এবং "যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার অভিলাষের" জন্য লুইসকে খোলাখুলি ভাবে নিন্দা করেছিল।

কয়লাখনিগুলি সরকার দ্বিতীয়বার দখল করার পর শেষ পর্যন্ত লুইস্ ও স্বরাষ্ট্রসচিব ইক্‌সের মধ্যে একটা মিটমাট হয়েছিল। এই মিটমাট অত্যন্ত জটিল একটি আপোষের রূপ নিয়েছিল। প্রধানতঃ খাদ থেকে খাদে ভ্রমণ অন্তর্গত করে ও খনি শ্রমিকদের কার্যকাল বাড়িয়ে দিনে তাদের মজুরি দেড় ডলার বাড়ানো হয়েছিল। মূল মজুরির হার সম্বন্ধে 'ছোট ইস্পাতশিল্পের' সূত্র আক্ষরিক অর্থে পালিত হওয়ার জন্য 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষদকে' ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই চুক্তি মেনে নিতে হল। যাই হোক, লুইস্ সরকারকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন এবং তিনি যতটা সাফল্য লাভ করেছেন বলে দাবি করতেন, ততটা না হলেও একটি উল্লেখ-যোগ্য জয়লাভ করেছেন বলে মনে হয়েছিল। অধিকন্তু, নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরই তিনি খনিশ্রমিকদের কাজে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

লুইস্ তাঁর বলিষ্ঠ মনোভাবের ফলেই সফল হয়েছিলেন। পার্ল হার্বারের অব্যবহিত পূর্বের ধর্মঘটটির মত এবারও তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন জাতীয় আপদকালীন পরিস্থিতি খনি শ্রমিকদের শোষণ করার ছুতো হতে পারে না। তাদের আরো বেশি মজুরি দাবি শুধু ন্যায়বিচারের সংগে সংশ্লিষ্ট একটি প্রশ্ন ও তার কাছে কয়লা উৎপাদনের আবশ্যকতা অথবা জাতীয় আপৎকালীন

পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোনো বিবেচনা গৌণ হতে বাধ্য। খনিশ্রমিকেরা কোনো দ্বিধা না করে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছিল। যখন তিনি তাদের কয়লা উত্তোলন করতে বলেছিলেন, তারা কয়লা তুলেছিল ; যখন তিনি তাদের বাড়ীতে বসে থাকতে অথবা মাছ ধরতে যেতে বলেছিলেন, তারা বাড়ীতে বসেছিল অথবা মাছ ধরতে গিয়েছিল। তারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের আদেশ মানে নি, তাদের নিজেদের সংস্থার সভাপতির আদেশই মেনে নিয়েছিল।

তারা কাজ বন্ধ করে দিলে জনসাধারণের ক্রোধের ঘূর্ণিবাত্যা মোটেই তাদের মনোভাবের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি তাদের মজুরি ছাপিয়ে উঠেছিল, তাতে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে, বিপজ্জনক ও কঠোর পরিশ্রমের সাহায্যে অর্থোপার্জনে ব্যাপৃত হয়েছিল তারা। অতীতে লড়াই করেই তারা কয়েকটি সুযোগ সুবিধা আদায় করতে পেরেছে, এই সত্য উপলব্ধি করেছিল তারা। জনমতের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে দূরে বিক্ষিপ্ত কয়লা-উত্তোলন কেন্দ্রগুলিতে বিচ্ছিন্ন খনি শ্রমিকেরা যে অত্যাবশ্যক উৎপাদনের উপর অন্য প্রত্যেক শিল্প নির্ভরশীল তা ব্যাহত করা সত্বেও নিজেদের আচরণ সম্পূর্ণ ভাবে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেছিল।

১৯৪৩ সালে বসন্তের শেষ ও গ্রীষ্মকালে কয়লা নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকলে, যুদ্ধ প্রচেষ্টার পথে এই বিপদ ও অন্যান্য ধর্মঘট সম্বন্ধে জনসাধারণের অসন্তোষের ফলে জোরালো শ্রমিক-বিরোধী জোয়ার দেখা দিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জুন মাসে ঘোষণা করলেন যে, খনি শ্রমিকদের মনোভাব "অসহ্য" হয়ে উঠেছে এবং অসামরিক বাধ্যতামূলক কাজের বয়:সীমা বাড়িয়ে তাদের সৈন্যদলে আনার প্রস্তাব করলেন। তিনি সতর্ক করে দিলেন যে, কয়লা ধর্মঘটগুলি "মার্কিন জাতির অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তিরই ক্রোধ ও বিরাগের সৃষ্টি করিয়াছে।" এই শেষ মন্তব্যটিতে সত্য ঘটনাকে অনেক কম করে বর্ণনা করা হয়েছিল। সংবাদপত্রগুলি প্রায় সবই কয়লাখনিতে শ্রমিক নেতাদের দেশের স্বার্থ হানিকর মনোভাবের নিন্দা করেছিল। ধর্মঘটগুলি অন্যান্য অঞ্চলে প্রসারিত হওয়ায় যুদ্ধ প্রচেষ্টায় শ্রমিক সম্প্রদায়ের পূর্ণ সহযোগিতা নিশ্চিত করে ধর্মঘট করা হবে না বলে যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, তা ভাঙ্গা হয়েছে বলে সংবাদপত্রগুলি মনে করেছিল।

ধর্মঘট না করার প্রতিশ্রুতি শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সর্বদা মেনে চলেছিল এবং অননুমোদিত ধর্মঘটের সংখ্যা যতদূর সম্ভব কমিয়ে ফেলতে দায়িত্বশীল শ্রমিক নেতারা প্রবল চেষ্টা করেছিলেন। কাজেই সংবাদপত্রগুলির

পূর্বোক্ত ধারণা যুক্তিযুক্ত ছিল না। তারা কম সময়েই শ্রমিকদের ন্যায়সংগত অভিযোগ বিবেচনা করে দেখত। কিন্তু কয়লা ধর্মঘট ছাড়াও একই সময়ে এমন কতগুলি প্রভাব কাজ করছিল, যেগুলি জনসাধারণকে দিয়ে শ্রমিক সংস্থা অনুসৃত নীতির সমালোচনা প্রবলতর এবং ১৯৪১ সাল থেকে বিবেচনাধীন শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করার দাবি তীব্রতর করে তুলেছিল।

একথা সত্য যে, যুদ্ধের সময় অনেক বারই শ্রমিক সংস্থাগুলি তাদের সদস্যদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টায় স্বেচ্ছাচারীর মত অথবা খেয়ালখুশিমত কাজ করেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বহুদিন ধরে শ্রমসংক্ষেপক যন্ত্র অথবা নিম্নব্যয় উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগে বাধা দিয়ে শ্রমিকদের একচেটিয়া আধিপত্য সৃষ্টি করার অথবা বজায় রাখার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। কয়েকটি পেশা ও বৃত্তি 'নরম তোষক' প্রথার ('ফেদ ারবেডিং') জন্য কুখ্যাত ছিল। এই প্রথায় প্রকৃতপক্ষে যে সব অতিরিক্ত শ্রমিক আবশ্যক নয়, তাদেরও নিয়োগ করতে শ্রমিক সংস্থা মালিকদের উপর চাপ দেয় অথবা বিকল্প শ্রমিকদের ব্যবস্থা করে, যারা শ্রমিক সংস্থার কায়েমী স্বার্থের দেখাশোনা ছাড়া অন্য কোনো কাজ করে না। মালিকপক্ষ ও জনসাধারণকে অধিকারক্ষেত্র নিয়ে ধর্মঘট এবং শ্রমিক সংস্থার আভ্যন্তরীণ কলহের কুফল ভোগ করতে হত। এধরনের আভ্যন্তরীণ কলহের ফলে 'কাজ-বন্ধ' সম্পূর্ণভাবে শ্রমিক সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল এবং কোনো না কোনো শ্রমিক উপদলের স্বার্থপর উদ্দেশ্যসিদ্ধি ব্যতীত অন্য কোনো কাজ এতে হত না। আবার যেসব অত্যাবশ্যক জনকল্যাণকর সেবাকার্যের উপর সমস্ত সম্প্রদায় নির্ভরশীল সেগুলি যে ইচ্ছামত ধর্মঘটের দ্বারা ব্যাহত করা হবে না, এ বিষয়ে সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায় কোনো নিশ্চয়তা দিতে না পারায় জনসাধারণ আরো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। বলাই বাহুল্য যে, যুদ্ধের প্রয়োজনে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে এসব সেবাকার্য চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল।

শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী নিয়োগকর্তাদের প্রচার-অভিযানে শ্রমিকনেতাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রতিটি দৃষ্টান্তের পূর্ণ সুযোগ নেওয়া হত এবং শিল্পব্যাপী ধর্মঘটের বিপদ ফলাও করে দেখানো হত। তাদের শত্রুরা যে তাদের দোষত্রুটি, ভুলভ্রান্তি ও ঠিকমত জনমত বিবেচনা করার ব্যর্থতার সুযোগ নেবে না, তা সংঘ-বদ্ধ শ্রমিকদের আশা করা উচিত ছিল না। কিন্তু যৌথ দরকষাকষি চুক্তিগুলি ক্রমেই অধিক সংখ্যায় বিশ্বস্তভাবে মেনে চলা হতে থাকলেও যুদ্ধের সময় শ্রমিক

সম্প্রদায় যে কখনও কখনও জাতীয় স্বার্থ আপাত দৃষ্টিতে হৃদয়হীনভাবে অবহেলা করেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। যাই হোক, ১৯৪৩ সালে জনসাধারণের মনোভাব কংগ্রেস ও রাজ্য আইনসভাগুলিতে ধর্মঘট ও অন্যান্য শ্রমিকদের বাড়াবাড়ির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়নের পুনরুত্থাপিত দাবিতে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই ব্যবস্থা এত ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়েছিল যে, এই দাবি শুধু যে 'ন্যাশনাল এসোশিয়েশন অব্ ম্যানুফাকচারার্স' অথবা 'ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স চেম্বার অব্ কমার্স'-এর অন্তর্ভুক্ত রক্ষণশীল লোকদের কাজ, তা কোনো মতেই বলা চলে না।

নিম্নতর কক্ষের সদস্য স্মিথ ও উচ্চতর কক্ষের কনালি কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটিই কংগ্রেসের বিবেচনাধীন বাধাদায়ক বিলগুলির মধ্যে ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিলটির পেছনে জোরালো সমর্থন ছিল এবং কয়লা ধর্মঘটগুলির ফলে সৃষ্ট উত্তেজনার মধ্যে অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে জুন মাসে উভয় কক্ষেই সুস্পষ্ট সংখ্যাধিক্যের সাহায্যে বিলটি গৃহীত হয়েছিল। প্রথমতঃ, এই বিলটি 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষৎকে' আইন দ্বারা সমর্থিত ক্ষমতা দিয়েছিল, কোনো বিরোধ পর্ষদের হস্তক্ষেপ ব্যর্থ হবার পর সেই শিল্প বা কারখানায় উৎপাদন বন্ধের জন্য যুদ্ধপ্রচেষ্টা বিপন্ন হলে প্রেসিডেণ্টকে সেই শিল্প বা কারখানা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তারপর কোনো লোক ধর্মঘটের প্ররোচনা দিলে অথবা ধর্মঘট প্রসারে সাহায্য করলে তাকে অপরাধী হিসাবে দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সরকার হস্তক্ষেপ আবশ্যক মনে না করলে ধর্মঘট এতটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয় নি। কিন্তু উত্তেজনা উপশমের জন্য ত্রিশ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল এবং এসময়ে 'জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষৎ' ('ন্যাশনাল লেবার রিলেশন্স বোর্ড') সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে ধর্মঘট নিয়ে ভোটের আয়োজন করবে এই ব্যবস্থা করে ধর্মঘটে কিছুটা বাধা দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে, স্মিথ-কনালী বিল রাজনৈতিক নির্বাচন-অভিযান তহবিলে শ্রমিক সংস্থার চাঁদা দেওয়া বন্ধ করেছিল।

যুদ্ধের সময় যে কোনো ধর্মঘটের বিরুদ্ধেই জনসাধারণের রুষ্ট অসন্তোষ জেগে উঠেছিল। জন্ এল্ লুইসের উদ্ধত আচরণ আবার এই অসন্তোষের আগুন আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রধানতঃ এই কারণেই এত তাড়াহুড়ো করে এই বিল পাশ করিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। যুদ্ধকালীন শিল্পোৎপাদনে বাধাবিপত্তি দূর করার ব্যবস্থার প্রয়োজন থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস আরো অনেক দূর

অগ্রসর হয়েছিল। এই বিলের অপরাধসংক্রান্ত ধারাগুলির মাধ্যমে কংগ্রেস ধর্মঘট না করার প্রতিশ্রুতি যে ব্যাপকভাবে রক্ষিত হয়েছিল তা মানতে অস্বীকার করে। আবার একই সঙ্গে অন্য পরিস্থিতিতে ধর্মঘট নিয়ে ভোটের আয়োজন করে কংগ্রেস শ্রমিকদের ধর্মঘট না করার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দায়িত্ব থেকে তাদের অব্যাহতি দিয়েছিল। অর্থাৎ, শ্রমিক সংস্থাগুলি যুদ্ধের সময় তাদের একটি অবিসংবাদিত অধিকার স্থগিত রাখতে স্বীকার করলেও এবং সাধারণভাবে এই প্রতিশ্রুতি মেনে চললেও এই অধিকার সীমিত করে তাদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়েছিল। 'এ এফ অব্ এল্'-এর কার্যনির্বাহী সমিতি তিক্ততার সঙ্গে ঘোষণা করল যে, বিলটি "প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস সদস্যদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ সম্ভূত"। আর মারে এক প্রশংসমান 'সি আই ও' সম্মেলনের কাছে বলেছিলেন যে, দেশ "জাতির ইতিহাসে শ্রমিকদের ও শ্রমিকদের অধিকারের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বিদ্বেষপূর্ণ ও অবিচ্ছিন্ন আক্রমণ" দেখতে পাচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট স্মিথ-কনালী বিল নাকচ করে দিয়েছিলেন। দায়িত্বজ্ঞানহীন শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়ে তিনি এই বিলটির কয়েকটি শর্ত সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ করে উত্তেজনা উপশমের জন্য ত্রিশ দিন ধর্মঘট সম্বন্ধে ভোট নেবার ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। তিনি কংগ্রেসকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, সরকারের অভিভাবকত্বে ধর্মঘট না করার যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল এবং 'ইউনাইটেড মাইন ওয়ার্কার্স'-এর স্বেচ্ছাচারিতা সত্ত্বেও সাধারণভাবে শ্রমিকেরা যে কার্যক্রম মেনে চলেছিল এই শর্ত সম্পূর্ণভাবে তার বিপরীত কথা বলছে এবং ফলে শিল্পে শান্তি আসার চেয়ে শ্রমিকদের অসন্তোষই বেড়ে যাবে বেশি। কিন্তু, সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কংগ্রেস তাঁর আপত্তিতে কর্ণপাত করল না এবং অবিলম্বে তাঁর নিষেধ অগ্রাহ্য করল। 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স' পত্রিকাটি সরকারীভাবে 'যুদ্ধ শ্রম বিরোধ আইন' ('ওয়র লেবার ডিসপিউট্‌স অ্যাক্ট') বলে অভিহিত এই আইনটিকে "অবিবেচনাপ্রসূত ও বিভ্রান্তিজনক ব্যবস্থা" বলে বর্ণনা করেছিল। কিন্তু তা'হলেও যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আইনের নথিপত্রে এই ব্যবস্থা স্থান পেয়েছিল।

স্মিথ-কনালী আইন 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষৎকে' আইন দ্বারা সমর্থিত ক্ষমতা দিয়েছিল। নতুন আইনটি শ্রমিকদের অসন্তোষ কমাতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হওয়ায় এই অসন্তোষের মুখোমুখি হয়ে শিল্প বিরোধ সমাধানে পর্ষদের সমস্যা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। সবাই স্বীকার করেছিল যে, জীবনযাত্রার ব্যয় ভয়ানক

বেড়ে গেছে এবং এজন্য 'ছোট ইস্পাতশিল্পের' সূত্র অনুসারে নির্ধারিত সীমানার বেশি মজুরি বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের দাবির পেছনে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। যতই অনিচ্ছার সঙ্গে হোক না কেন, কয়লা ধর্মঘটের চূড়ান্ত চুক্তির সমর্থনে অলিখিতভাবে এই চুক্তি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। পর্ষদে মালিকদের প্রতিনিধিরা ঘোষণা করলেন যে, বহুল প্রচারিত সরকারী নীতি উল্টে দিতে হলে শ্রমিক সংস্থাকে শুধু যথেষ্ট জোর দিয়ে ধর্মঘট করলেই হবে। লুইসের দাবি সম্পর্কে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা শ্রমিকদের তোষণ করার জন্যই নেওয়া হয়েছে এবং এর দ্বারা স্থিতিস্থাপক কার্যক্রম পরিত্যাগ করা হয়েছে বলে তাঁরা মন্তব্য করলেন। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য হয়ে রইল যে, সামগ্রিকভাবে দেশ যুদ্ধকালীন সমৃদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করতে থাকলেও মজুরি ও মূল্যান্তরের মধ্যে প্রভেদ শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান অনেকটা বিপন্ন করেছিল।

উপরন্তু, ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে সরকার মজুরি নিয়ে একটি বিরোধ মীমাংসা করার সময় 'ছোট ইস্পাতশিল্পের' সূত্র অতিক্রম করে গিয়েছিল। এই ঘটনা 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষদের' অধিকারক্ষেত্রের বাইরে সংঘটিত হলেও পর্ষদের নীতি প্রভাবিত না করে পারে নি। ঘটনাটি ছিল রেলপথ শ্রমিকদেব ধর্মঘটের আশঙ্কা এবং সরকার রেলপথগুলি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসায় অল্পের জন্য এই ধর্মঘট থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

যুদ্ধ ও শান্তির সময় সমানভাবে রেলপথ শ্রমিকদের ব্যাপারে ১৯২৬ সালের 'রেলপথ শ্রমিক আইন' (পরে সংশোধিত) বলবৎ করা হয়েছিল। এই আইন অনুসারে নির্ধারিত হয়েছিল যে, 'জাতীয় মধ্যস্থতা পর্ষদের' অভিভাবকত্বে মধ্যস্থতা বা সালিশির মাধ্যমে কোনো বিরোধের নিষ্পত্তি না হলে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত একটি বিশেষ 'জরুরী পর্ষদ' ('ইমারজেন্সি বোর্ড') বিরোধটি বিবেচনা করার ভার নেবে এবং উত্তেজনা উপশমের জন্য নির্দিষ্ট ত্রিশ দিনের মধ্যে ধর্মঘট করা চলবে না। ১৯৪৩ সালের হেমন্তকালে মজুরিতে সামঞ্জস্য স্থাপন নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে মতৈক্য আনার প্রাথমিক চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় প্রেসিডেন্ট যথাযথভাবে একটি 'জরুরী পর্ষৎ' নিযুক্ত করলেন। এই পর্ষদের সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে রেলপথ শ্রমিক সংস্থাগুলির দাবি মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত 'ছোট ইস্পাতশিল্পের' সূত্র অতিক্রম করায় 'আর্থিক স্থিতিস্থাপক দপ্তর' তা অনুমোদন করতে অস্বীকার করে। তখন রেলপথ কর্মীরা ৩০শে ডিসেম্বর থেকে কার্যকর একটি ধর্মঘটের পক্ষে ভোট দেয়।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব করলেন যে 'জরুরী পর্ষৎ' ও 'আর্থিক স্থিরতাস্থাপক দপ্তরের' মধ্যে সালিশ হিসাবে সমস্ত বিরোধটি তাঁর কাছে চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্তের জন্য আনা হোক। যে সব রেল শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে রেলগাড়ী চালানোর সঙ্গে সংযুক্ত নয় তাদের সংস্থাগুলি ও রেলগাড়ী চালানোর সঙ্গে সংযুক্ত শ্রমিকদের দু'টি সংস্থা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। কিন্তু 'লোকোমোটিভ ফায়ারমেন', 'রেলওয়ে কন্‌ডাক্‌টরস' ও 'সুইচমেন্‌স ইউনিয়ন্‌স' এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। তারা ধর্মঘটের নোটিশ প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করল। অবিলম্বে সরকার কর্তৃক রেলপথগুলি বাজেয়াপ্ত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং এই নির্দেশ কাজে পরিণত করা হয়েছিল। রুজভেল্ট ঘোষণা করেছিলেন, "যুদ্ধ অপেক্ষা করিতে পারে না এবং আমি অপেক্ষা করিতে পারি না। মার্কিন নাগরিকদের জীবন এবং মার্কিনজাতির জয়লাভ আজ বিপন্ন।"

ব্যাপারটা চরমে পৌঁছোবার আগেই যে সব শ্রমিক সংস্থা প্রেসিডেণ্টের হস্তক্ষেপে সম্মত হয়েছিল তাদের সদস্যদের সম্বন্ধে সালিশের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল। 'আর্থিক স্থিরতাস্থাপক দপ্তর' নয়, 'জরুরী পর্ষদের' সিদ্ধান্তই বজায় রাখা হল। 'ছোট ইস্পাতশিল্পের' সূত্র অতিক্রম করে মজুরি বৃদ্ধির পক্ষে প্রেসিডেণ্ট এই যুক্তি দেখালেন যে, শ্রমিকেরা অতিরিক্ত কাজ ও অবসর সময়ের কাজের পরিবর্তে যে বেতন পেতে অধিকারী তার বদলেই মজুরি বাড়ানো হয়েছে। এসব সুযোগ-সুবিধা প্রায় সম্পূর্ণভাবে তাদের দাবি মেটাতে পারায়, প্রেসিডেণ্টের সালিশিতে অসম্মত এবং তাতে রাজী উভয় ধরনের সংস্থাই এই নতুন রায় মেনে নিয়েছিল। প্রথমোক্ত সংস্থাগুলি ধর্মঘটের নোটিশ প্রত্যাহার করে নিল। রেলপথ পরিবহনে প্রকৃতপক্ষে কোনো বাধা দেওয়া হয় নি এবং ১৯৪৪ সালের ১৮ই জানুয়ারী অল্প দিনের জন্য নামমাত্র সরকারী নিয়ন্ত্রণের পর রেলপথগুলি বে-সরকারী কর্তৃপক্ষের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ভ্রমণকালে অথবা অবসর সময়ে কাজের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রচ্ছন্ন হলেও রেলকর্মী ও খনি শ্রমিকেরা উল্লেখযোগ্য মজুরি বৃদ্ধি লাভ করায় 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষৎ' বর্তমানে প্রান্তিক সুবিধা বলে পরিচিত ব্যবস্থার সাফল্যে শ্রমিকদের দাবি মেটাতে বাধ্য হয়েছিল। এ সময়ের মধ্যে দেশের প্রায় সমস্ত শ্রমিকই 'ছোট ইস্পাতশিল্পের' সূত্র অনুসারে প্রাপ্য সর্বোচ্চ মজুরি পেয়ে গিয়েছিল।

সোজাসুজি ঘণ্টাপিছু মজুরীর বেলায় এই সূত্র তখন পর্যন্ত প্রযুক্ত হলেও, এসব সুযোগ-সুবিধা মোট বেতন বাড়িয়ে দিয়েছিল। পূর্ণ বেতনে অবকাশ যাপন ও ছুটি ভোগ, ভ্রমণকাল ও আহার্য গ্রহণ সময়ের জন্য ভাতা, বন্টিত লভ্যাংশ ও কর্ম-প্রেরণাদায়ী অর্থদান এবং পালা করে কাজ বদলীর ব্যাপারে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য দেয় অর্থ, এইসব সুযোগসুবিধার মধ্যে পড়েছিল। আবার, স্বাস্থ্য ও বীমা তহবিল প্রতিষ্ঠা যৌথ দরকষাকষির ন্যায়সংগত বিষয় এবং পর্ষদের অধিকার ক্ষেত্রের বহির্ভূত, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষৎ' আরো অনেক পরোক্ষ মজুরি বৃদ্ধির রাস্তা খুলে দিয়েছিল।

যুদ্ধের সময় শিল্পবিরোধ প্রশমিত করায় এবং যে মূল্যান্তরের উপর 'ছোট ইস্পাতশিল্পের' সূত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল প্রকৃত মূল্যান্তর তা অনেক দূর ছাড়িয়ে গেলেও এই সূত্র অনমনীয়ভাবে প্রয়োগ করলে যে সব ধর্মঘট অতি অবশ্য দেখা দিত সেগুলি এড়িয়ে যাওয়ায় এসব প্রান্তিক সুবিধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচের আচরণ প্রবর্তনে সাহায্য করে এসব সুবিধা আরো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় পূর্ণ বেতনে অবকাশ ভোগের ব্যবস্থা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার হয়েছিল এবং ক্রমেই অধিকতর ব্যাপকভাবে এই সুবিধা গৃহীত হয়েছিল। উপরন্তু আরো কয়েকটি বিষয়ে 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষদের' নীতি দেশের শ্রমজীবীদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। পর্ষৎ নারী কর্মীদের ক্ষেত্রে সমান কাজের জন্য সমান বেতন অনুমোদন করেছিল, একই কারখানায় অথবা বিভিন্ন কারখানার মধ্যে শ্রমিকদের মজুরিতে অন্যান্য বৈষম্য দূর করতে সর্বদাই চেষ্টা করেছিল, এবং সাধারণভাবে অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও অভিন্ন মজুরি নীতি রচনার পক্ষে নিজস্ব প্রভাব প্রয়োগ করেছিল।

যুদ্ধের সময় নিজ কর্তব্য পালন করতে গিয়ে পর্ষৎ ৪১৫,০০০ ব্যবস্থাপ্রণোদিত মজুরি চুক্তি সমর্থন করে ছিল এবং এসব চুক্তিতে দুই কোটি শ্রমিক সংশ্লিষ্ট ছিল। আবার পর্ষৎ বাধ্যতামূলকভাবে প্রায় ২০,০০০ শিল্প বিরোধের নিষ্পত্তি করেছিল এবং এসব বিরোধেও প্রায় সমসংখ্যক শ্রমিক জড়িত ছিল। এই কাজটি ছিল বিপুল, এজন্য অনেক সময় ব্যয় করতে হয়েছিল এবং অতীতে এ ধরনের কাজ আর কখনও করা হয় নি। এ সব বিরোধ নিয়ে কাজের সময় পর্ষদকে দেরী করার জন্য সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। কিন্তু

১৯৪৩ সালের পর পুঞ্জীভূত কাজের বিরাট স্তূপের কথা মনে রাখলে বলা যায় যে, পর্ষৎ মোটামুটি যথেষ্ট নৈপুণ্যের সঙ্গেই নিজ দায়িত্ব পালন করেছিল।

প্রশাসনিক নির্দেশ অথবা স্মিথ-কনালী আইন কোনোটিই পর্ষদকে বিরোধের ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষভাবে বলবৎ করার ক্ষমতা দেয় নি। কিন্তু পর্ষদের নিজের ক্ষমতা ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে পর্ষদের চাপ ব্যর্থ হলে পর্ষদ প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক যে কোনো কারখানা বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করতে পারত এবং তাবপর তার নির্দেশ মানতে বাধ্য করার জন্য প্রত্যক্ষ শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারত। সাধারণতঃ এ ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের আগেই এই পর্ষদের সিদ্ধান্ত বিবাদমান দল দু'টি মেনে নিত। মাত্র চল্লিশ বার প্রেসিডেণ্টকে কারখানা বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিতে হয়েছিল—শ্রমিক সংস্থা পর্ষদের হুকুম অমান্য করার জন্য ছাব্বিশ বার, নিয়োগ কর্তারা বিরূপ হবার জন্য তেইশবার এবং শ্রমিক ও মালিক পক্ষ দু'দলই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করায় একবার।

মালিকদের দিক থেকে বিরোধিতার সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা 'মণ্টগোমারি ওয়ার্ড কোম্পানীর' বেলায় দেখা গিয়েছিল। ডাকের মাধ্যমে ফরমায়েশি জিনিস সরবরাহ প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এই যুক্তিতে কোম্পানীটি 'যুদ্ধশ্রম পর্ষদের' অধিকার ক্ষেত্র অস্বীকার করেছিল। কর্মচারীদের নিযুক্ত দর কষাকষির প্রতিনিধি হিসাবে 'সি আই ও'র সদস্য একটি সংস্থাকে স্বীকার করার নির্দেশ অমান্য করায় রুজভেল্ট কারখানা বাজেয়াপ্ত করতে বলেছিলেন এবং শিল্পে শান্তি রক্ষার জন্য সরকারী কার্যক্রম অবিবেচকের মত অবহেলা করায় কোম্পানীর কর্মচাবীদের তিনি খোলাখুলি ভাবে নিন্দা করেছিলেন। কোম্পানীর সভাপতি সি উ এল অ্যাভারি কোম্পানীর সম্পত্তি সরকারের বাজেয়াপ্ত করার অধিকার মেনে নিতে একগুঁয়েভাবে অস্বীকার করলেন। 'সীমাবদ্ধ কারখানা' ও সংবিধান পরস্পর বিরোধী এই মতেই শ্রমিক সংস্থার প্রতি তাঁর মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। ব্যাপারটা মিটবার আগে সাবা দেশ দখলকারী সেনাবাহিনীর দু'জন পালোয়ান সদস্য অ্যাভারিকে জোর করে তাঁর দপ্তরের বাইরে নিয়ে আসছে, এই চিত্তাকর্ষক দৃশ্য উপভোগ করতে পেরেছিল।

আরো কঠোর ভাবে 'ছোট ইস্পাতশিল্পের সূত্র' মেনে না চলার জন্য এবং সুযোগ-সুবিধা দিয়ে অযৌক্তিকভাবে মজুরি বাড়ানোর জন্য শিল্পপতিরা 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষদের' সমালোচনা করেছিল। শ্রমিকেরা ঠিক বিপরীত কারণে 'ছোট ইস্পাত-

শিল্পের' সূত্র অনমনীয়ভাবে ব্যাখ্যা করে মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্ন যথাযথ বিবেচনা করতে অনিচ্ছুক হওয়ার জন্য এই প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করেছিল। জনসাধারণ প্রায়ই মামলা শুনতে ও নির্দেশ জারি করতে পর্ষদের বিলম্বকে শ্রমিক অসন্তোষ ও অনাবশ্যক কাজ বন্ধের জন্য দায়ী করেছিল। তা'হলেও এই ত্রিদলীয় সালিশি-ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষার সম্পূর্ণ কার্যক্রম যে সফল হয়েছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। ধর্মঘট কমিয়ে ফেলা হয়েছিল—যুদ্ধ পূর্ব বছরগুলিতে সংঘটিত ধর্মঘটের তুলনায় এসময়ের ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। যুদ্ধের পর এব্যবস্থা ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত বোঝা যায় নি যে পর্ষদের স্থিরতাস্থাপক কার্যক্রম কতটা সাফল্যের সঙ্গে চালানো হয়েছিল। আবার শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার-গুলিও সহানুভূতির সঙ্গে সংরক্ষিত হয়েছিল। বস্তুতঃ, 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষদের' শ্রমিক সংস্থার সদস্যপদ বাধ্যতামূলককরণ, অবকাশ সময়েব বেতন, স্বাস্থ্য ও বীমা তহবিল সমর্থন, নারী শ্রমিকদের একই বেতন দান এবং মজুরির কাঠামো সম্বন্ধে সাধারণ সমীক্ষার দেশব্যাপী প্রভাব সকল শ্রমজীবীর পক্ষেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দীর্ঘ মেয়াদী সুবিধা হিসাবে দেখা দিয়েছিল।

'জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষৎ' তখন পর্যন্ত যৌথ দর কষাকষির প্রকৃত অধিকাবী নির্ণয় করবার জন্য নির্বাচন পরিচালনা করত এবং শ্রমিক সংস্থাগুলিকে নিয়োগ-কর্তাদের অন্যায় আচরণ থেকে রক্ষা করত। তার উপর 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষৎ' আরোপ করায় শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে সরকার যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করছে তা আরো স্পষ্টভাবে বোঝা গেল। সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠলেও তাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পূর্ববর্তী যে কোনো সময়ের চেয়ে সরকারের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শ্রমিক নেতারা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করলেন যে, শুধু শ্রমিকদের যুদ্ধকালীন অবস্থাই নয়, শান্তির সময়ে তাদের ভবিষ্যৎ মর্যাদাও, ওয়াশিংটন কী দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করবে, তার উপর অনেকটা নির্ভরশীল। সহানুভূতিসম্পন্ন সরকার নিশ্চিত করার জন্য দেশের সর্বত্র শ্রমিকসংস্থার সদস্যদের রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণের গুরুত্ব 'নয়া বন্দোবস্তের' সময়ের চেয়েও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হল।

ফলে ১৯৪৪ সালের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও যেসব কংগ্রেস সদস্যপদপ্রার্থী শ্রমিক সম্প্রদায়ের ১৯৩৩ সাল থেকে অর্জিত সুযোগ-সুবিধা যুদ্ধোত্তর যুগেও মেনে নেবেন বলে মনে করা গিয়েছিল তাদের সমর্থনে শ্রমিকদের নতুন করে চেষ্টা শুরু করতে দেখা গেল।

স্মিথ-কনালী আইন পাশ হওয়ায় একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল যে, শ্রমিকেরা সত্যিকারের সার্থক রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার না করতে পারলে ১৯১৯ সালের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। 'এ এফ অব্ এল' তাদের ঐতিহ্যগত নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিল এবং ১৯৪৪ সালের নির্বাচন-অভিযানে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেয় নি। তা'হলেও 'এ এফ অব্ এল'-এর অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ শ্রমিক সংস্থাই রুজভেল্টকে সমর্থন করেছিল এবং তাঁর পুনর্নির্বাচনের জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেছিল। 'সি আই ও' প্রেসিডেন্টের চতুর্থবারের জন্য নির্বাচনে শুধু তাদের সংগঠনের সমর্থনই জানাল না, শ্রমিকদের ভোটগুলো সংগ্রহ করার খোলাখুলি উদ্দেশ্যে সমস্ত দেশে একটি 'রাজনৈতিক কার্যকলাপ সমিতি' ('পলিটিকাল অ্যাকৃশন কমিটি') গঠন করল।

'সি আই ও'র কার্যনির্বাহী সমিতি পূর্ববর্তী গ্রীষ্মকালে এই চাল চালার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ১৯৪২ সালেব অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনে প্রগতিপন্থী ও শ্রমিকদের পক্ষপাতী শক্তিগুলির আপেক্ষিক পরাজয় তাদের একাজ করতে প্রণোদিত করেছিল। সভাপতি হিসাবে সিড্নি হিলম্যানের নিপুণ নির্দেশনায় এবং 'ইউনাইটেড অটোমোবাইল ওয়ার্কার্স'-এর নতুন প্রধান আর জে টমাসের (টমাস ছিলেন 'পি এ সি'র কোষাধ্যক্ষ) নেতৃত্বে 'পি এ সি' ('পলিটিকাল অ্যাকশন্ কমিটি') একটি দেশব্যাপী বাড়ী-বাড়ী দরজা ধাক্কানো অভিযানের পরিকল্পনা করেছিল। শ্রমিকদের রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাদান, কংগ্রেস সদস্যদের শ্রমিকদের প্রতি আচরণ প্রকাশ এবং প্রগতিপন্থীদের সাফল্যের জন্য বেশি সংখ্যায় শ্রমিকদের তালিকাভুক্ত হতে উৎসাহ দান ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। জাতীয় সংস্থা বিশেষভাবে রুজভেল্টের মনোনয়ন সমর্থন করলেও স্থানীয় শাখাগুলিকে কংগ্রেসের সদস্যপদ প্রার্থীদের সুপারিশ করায় বাছবিচার করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল।

গোড়ারদিকে 'পি এ সি'র নির্বাচন অভিযানের ব্যয় শ্রমিক সংস্থাগুলির দেওয়া ৬৭০,০০০ ডলার চাঁদা থেকে মেটানো হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনয়ন হয়ে গেলে এই তহবিল গুটিয়ে ফেলা হয়েছিল এবং স্মিথ-কনালী আইনের সম্ভাব্য শাস্তির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের ব্যয় ব্যক্তিগত চাঁদার সাহায্যে নির্বাহ করা হয়েছিল। প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে ভোটদাতাদের আগ্রহ জাগানোর অভিযানই ছিল এই সমিতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাছাড়াও 'পি এ সি' নির্বাচন-সংক্রান্ত অজস্র কাগজপত্র প্রকাশ ও

বণ্টন করেছিল। এগুলি পুস্তিকা, ইস্তাহার ও বিমানের সাহায্যে প্রচারিত ইস্তাহারের রূপ নিয়েছিল। শত্রু ও মিত্র দুই দলই এ সব কাগজপত্রের কার্যকারিতা স্বীকার করেছিল। 'টাইম্স' সাপ্তাহিক পত্রিকা সংক্ষেপে মন্তব্য করেছিল, "বর্তমান পুরুষে যুক্তরাষ্ট্রে সম্পাদিত সর্বাপেক্ষা চতুর রাজনৈতিক প্রচার-অভিযান।" পুস্তিকাগুলিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল, দেশের প্রাথমিক দায়িত্ব অক্ষশক্তিগুলিকে দ্রুত ও সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করা এবং তারপর যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে সমাজ সংস্কারের ব্যাপক কার্যক্রমের প্রবর্তন। এই কার্যক্রমে থাকবে পূর্ণ নিযোগ, ন্যায্য মজুরি, শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকার সংরক্ষণ, পর্যাপ্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা, যুদ্ধফেরত সৈনিকদের সাহায্য ও সামাজিক নিরাপত্তা। শুধু 'সি আই ও'র সদস্যদের মধ্যেই নয়, অন্যান্য সমস্ত শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের সমর্থনলাভ করে এ সব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রয়াস পেয়েছিল 'পি এ সি'।

১৯৪৩ সালে যে সব ধর্মঘট দেখা দিয়েছিল সেগুলির পটভূমিকায় এই অভিযান রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গ ও শ্রমিক সংস্থাবিরোধী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। 'পি এ সি' খোলাখুলিভাবে জানিয়েছিল যে, তৃতীয় রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার কোনো ইচ্ছাই তাদের নেই। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্ভাব্য শ্রমিক আধিপত্যের আশঙ্কা,—যে সব ভয়ের ফলে স্মিথ-কনালী আইনে রাজনৈতিক প্রচার তহবিলে শ্রমিক সংস্থার চাঁদা দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল, সেগুলিকেই আরো প্রবল করে তুলল। শ্রমিক সংস্থাগুলিকে জনসাধারণ তখনও ভালো চোখে দেখছিল না। ১৯৪৪ সালের জনমত নির্ধারণের জন্য গৃহীত কৃত্রিম ভোট থেকে জানা যায় যে, যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করা হয়েছিল তাদের শতকরা ৬৭ ভাগই শ্রমিক সংস্থার কার্যকলাপের উপর আরো বাধানিষেধ আরোপ করতে চেয়েছিল। খবরের কাগজগুলির মন্তব্যও ক্রমেই অধিকতর বিরূপ হয়ে উঠছিল।

'পি এ সি' সাধারণতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী উভয় দলের সম্মেলনেই নিজেদের মতামত প্রকাশ করার আকাঙ্খা জানিয়েছিল। স্যামুয়েল্ গম্পারসের আমল থেকেই এই রেওয়াজ চলে আসছিল। কিন্তু 'পি এ সি'র ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক স্বভাবতঃই গণতন্ত্রীদের সঙ্গেই ছিল। গণতন্ত্রীরা উল্লেখযোগ্যভাবে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে সাহায্য করেছিল এবং নিজেরাও শ্রমিকদের রাজনৈতিক সমর্থনের উপর অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল। সে সময়ে বলা হয়েছিল যে, প্রেসিডেন্ট

রুজভেল্টের সহকর্মী নির্বাচনে 'পি এ সি'র প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। হেন্‌রি ওয়ালেস্‌কে মনোনীত না করতে পেরে 'পি এ সি' জেম্‌স এফ বিরন্‌সের মনোনয়নে বাধা দিয়ে হ্যারী ট্রুম্যানের পথ খুলে দিয়েছিল। শোনা যায়, এসব রাজনৈতিক চালের অন্তরালে অবস্থিত সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তিদের মধ্যে হিলম্যানও ছিলেন। তাঁর উর্ধ্বগামী প্রভাবের একটি গল্প সমস্ত দেশে প্রচারিত হয়ে যাওয়ার ফলে লোকের মুখে মুখে ফিরছিল। রুজভেল্ট বলেছিলেন, "সিডনির সহিত সব কথা পরিষ্কার করিয়া লও"। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেই এই ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করলেও খবরের কগেজগুলি তা চালু করে দিয়েছিল এবং প্রেসিডেন্টের প্রতিপক্ষরাও যতদূর সম্ভব এই ঘটনা নিজেদের কাজে ব্যবহার করেছিল।

'পি এ সি'কে চরমপন্থী, আমেরিকাবিরোধী ও সাম্যবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত বলে আক্রমণ করা হয়েছিল, সাম্যবাদীরা এই যুদ্ধকালীন নির্বাচনে রুজভেল্টকে প্রবলভাবে সমর্থন কবছিল। আমেরিকা-বিরোধী কার্যকলাপ সম্বন্ধে 'ডাইস সমিতির' ('ডাইস কমিটি অন্‌ আন্‌-আমেরিকান্‌ অ্যাক্‌টিভিটিজ') একটি দীর্ঘ রিপোর্টের সমাপ্তিতে অভিযোগ কবা হয়েছিল যে, সমস্ত আন্দোলনটি ছিল "যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসকে তাহাদের সর্বগ্রাসী কার্যক্রমের যন্ত্রহিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য সাম্যবাদীদের নাশকতামূলক অভিযান"। 'ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলপথের সভাপতি গুরুগম্ভীরভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, 'পি এ সি' "একটি বিপজ্জনক নতুনত্ব এবং আক্ষরিক অর্থে উহা সর্পিল ভংগীতে রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়াছে।" ওহায়োর গভর্ণর ব্রিকার ঘোষণা করেছিলেন যে, 'পি এ সি' "চরমপন্থী ও সাম্যবাদী চক্রান্তের দ্বারা আমাদের সরকারকে অভিভূত করার চেষ্টা করিতেছে।"

হিলম্যানের বিদেশে জন্ম হয়েছিল ও তিনি ইহুদী ছিলেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতার পরিচায়ক অন্যান্য আক্রমণ করা হয়েছিল। নির্বাচনের পর 'সি আই ও' সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'পি এ সি'র নামে কলঙ্ক দেবার ব্যাপক প্রয়াস "মিথ্যার উপর রূপ লইয়াছিল। পুঁজিপতিদের হস্তগত একই মালিকানার অন্তর্গত সংবাদপত্রগুলিতে প্রচুর মিথ্যা কথা প্রচার করা হইয়াছিল। আমার কোনোই সন্দেহ নাই যে, এই সকল পত্রিকার সম্পাদকগণ এখন তাঁহাদের লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়িতেও লজ্জিত…। তাঁহাদের নিকট কোনো প্রকার অপবাদই যথেষ্ট নীচ বলিয়া মনে হয় নাই,

কুসংস্কারের প্রতি কোনো প্রকার আবেদনই অন্ধ গোঁড়ামির পরিচায়ক বলিয়া মনে হয় নাই এবং তাঁহাদের ব্যবহৃত কোনো কৌশলই যথেষ্ট দুর্নীতিমূলক বলিয়া মনে হয় নাই।" তাঁর এই অভিযোগ ছিল যথাযথ এবং 'এফ বি আই'-এর ('যুক্তরাষ্ট্রীয় অনুসন্ধান দপ্তর') অনুসন্ধানে জানা গিয়েছিল যে, হিলম্যানের বিরুদ্ধে সাম্যবাদে বিশ্বাস করার অভিযোগের কোনো ভিত্তিই ছিল না।

'এ এফ অব্ এল' ও এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংস্থাগুলির বহু শ্রমিক নেতা 'সি আই ও'—'পি এ সি'র সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। অন্যান্য উদারপন্থী গোষ্ঠী হয় প্রত্যক্ষভাবে 'পি এ সি'র সঙ্গে কাজ করেছিলেন, নয় এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত 'ন্যাশনাল সিটিজেন্‌স পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি'র সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। 'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও'র অন্তর্গত ১৪০টি সংস্থাপত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা ছিল ষাট লক্ষ। এই পত্রিকাগুলি সমস্ত দেশে শ্রমিকদের মত জানবার জন্য যে ভোট নিয়েছিল তাতে শ্রমিকরা যে রুজভেল্টকে সমর্থন করছে তা স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল। শহরাঞ্চলের বড বড় সংবাদপত্রগুলি যে ভোট নিয়েছিল তার ফলের সঙ্গে শ্রমিকদেব কাগজগুলির ভোটের ফলাফলে প্রচণ্ড প্রভেদ দেখা গিয়েছিল। শ্রমিকদের কাগজগুলি দ্বারা পরিচালিত ভোটে একটি ক্ষেত্রে ডিউইকে সমর্থন করা হয়েছিল এবং মাত্র এগারটি ক্ষেত্রে 'এ এফ অব এল' কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষতা অনুমোদন করা হয়েছিল। শ্রমিকদের ভোট সংগ্রহে 'পি এ সি'র প্রবল অভিযান যে রুজভেল্টের সপক্ষে বিপুল সংখ্যাধিক্যের একটি কারণ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই উঠতে পারে না। আরো দাবি করা হয়েছিল যে, এই সমিতি ১৭ জন সিনেট-সদস্য, ১২০ জন নিম্নতর কক্ষের প্রতিনিধি ও ছ'জন গভর্ণর নির্বাচনের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী ছিল। এঁদের স্থানীয়ভাবে সমর্থন করা হয়েছিল।

নির্বাচন অভিযানের সমাপ্তিতে 'সি আই ও' আবার তৃতীয় দল গঠনে তাদের বিরোধিতা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সমস্ত দেশ জুড়ে সংযুক্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রসারের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মাধ্যম হিসাবে 'পি এ সি'কে স্থায়ী মর্যাদা দিতে 'সি আই ও' রাজী হয়েছিল। সভাপতি মারে বলেছিলেন, "শ্রমিক সম্প্রদায় বহুদিন ধরিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে, আর্থিক কার্যকলাপ দ্বারা উহারা যে সকল সুযোগসুবিধা লাভ করে, আইন প্রণয়নের প্রগতিপন্থী কার্যক্রম প্রসারিত করিয়া ও জাতির রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের

সাহায্যে এই সকল আইন সংবিধিবদ্ধ করিয়াই মাত্র সেগুলির সংরক্ষণ, প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ সম্ভব।[৩]

জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী অগ্রসর হওয়ার পর এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সফল অভিযান চালানোর পর শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যবনিকা পড়তে শুরু করলে পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখা গেল যে, সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায় অবিশ্বাস্যভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। একই সঙ্গে তারা যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব করার জন্য উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা করেছিল এবং নিজেদের দিক দিয়ে আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রভাব অর্জনে লক্ষ্যণীয়ভাবে অগ্রসর হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত এবারও জাতির আপৎকালীন পরিস্থিতি শ্রমিকদের কাছে সুযোগ হিসাবে দেখা দিয়েছিল এবং শ্রমিকেরাও এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল।

মিত্রপক্ষের জয়লাভে শ্রমিকদের অবদান শিল্পোৎপাদনের মহান কৃতিত্বে প্রতিফলিত হয়েছিল। জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজন মেটাবার জন্য আর্থিক ব্যবস্থার বিস্ময়কর রূপান্তরে আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায় সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ না করলে এই উৎপাদন সম্ভব হত না। ১৯৪০ সালের জুলাই থেকে ১৯৪৫ সালের জুলাই পর্যন্ত সময়ে, মার্কিন শিল্পের দুই অঙ্গ শ্রমিক ও পরিচালকদের যুক্ত প্রচেষ্টার ফলে ২০০,০০০ যুদ্ধবিমান, ৭১,০০০ যুদ্ধ জাহাজ, ৫,০০০ মালবাহী জাহাজ, ৯,০০০ ভারী কামান, প্রায় ২,০০০,০০০ ভারী মেশিনগান্, ১২,০০০,০০০ রাইফেল ও বন্দুক, ৮৬,০০০ ট্যাঙ্ক, ১৬,০০০ সাঁজোয়া গাড়ী, ২,৪০০,০০০ সামরিক ট্রাক্, প্রায় ৬,০০০,০০০ বিমানপোতে ব্যবহার্য বোমা, ৫৩৭,০০০ জলে ব্যবহার্য বোমা উপৎন্ন হয়েছিল। কয়লা উত্তোলন বছরে ৬০০,০০০ টন হয়ে গিয়ে রেকর্ড স্থাপন করেছিল। বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন ১,৩০০,০০০ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা থেকে বেড়ে ২,৩০০,০০০ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টায় পরিণত হয়েছিল এবং ইস্পাত পিণ্ডের উৎপাদনের পরিমাণ ৪৭,০০০,০০০ টন থেকে বেড়ে ৮০,০০০,০০০ টনে দাঁড়িয়েছিল।

দেশে ও বিদেশে আমেরিকার জননেতারা এই আশ্চর্যজনক সাফল্যে শ্রমিক সম্প্রদায়ের ভূমিকার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। জেনারেল আইজেনহাওয়ার ও অ্যাডমিরাল কিং, যুদ্ধসচিব ও নৌ-সচিব, 'যুদ্ধ উৎপাদন পর্ষদের' ডোনাল্ড নেলসন্ ও 'যুদ্ধ জনশক্তি কমিশনের' পল্ ভি ম্যাকনাট্, আমেরিকার স্থল ও নৌ-বাহিনীকে এত উঁচুদরের অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত

সামরিক শক্তিতে পরিণত করার বিরাট সাহায্যের জন্য বার বার শ্রমিকদের অভিনন্দিত করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করেছিলেন যে, ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্য তাদের উত্তরাধিকার সংরক্ষিত করার দৃঢ় সঙ্কল্পই "পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বোচ্চ উৎপাদনের এই কৃতিত্ব" সম্ভব করে তুলেছিল।

তাদের নিজেদের দিক থেকে বিচার করলে, যুদ্ধের সময় সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের সুবিধালাভের মধ্যে সদস্যসংখ্যায় প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের শেষে মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ১৪,০০০,০০০। 'এ এফ্. অব্. এল'-এর অংশে ছিল ৬,৮০০,০০০ সদস্য এবং 'সি আই ও'র প্রায় ৬,০০০,০০০। 'রেলপথ ভ্রাতৃসংঘ', 'ইউনাইটেড্ মাইন ওয়ার্কার্স' ও অন্যান্য স্বতন্ত্র সংস্থাগুলিতে অবশিষ্ট সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বিরাট বৃহদাকার উৎপাদন শিল্পগুলি দশ বছর আগেও প্রায় সম্পূর্ণভাবে অসংগঠিত ছিল। এখন এসব শিল্পেও যৌথ দরকষাকষি চুক্তি প্রায় সমস্ত শ্রমিকদের উপর প্রযুক্ত হয়েছিল। 'এ এফ্. অব্ এল' ও 'সি আই ও'র মধ্যে ফাটল বোজানো যায় নি এবং শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় তাদের চাপ আরো কার্যকর করার পক্ষে আবশ্যক সহযোগিতা এ কারণে মাঝে মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তা'হলেও এ সময়ে আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠিত শক্তি অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়ভাবে সুসংহত করা গিয়েছিল।

একই সঙ্গে এ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এত দ্রুত ও এতটা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছিল যে, কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ বিপন্ন হওয়ার আশংকায় শুধু ব্যবসায়ী-গোষ্ঠীই তাতে আতঙ্কিত হয় নি। আমরা আগেই দেখেছি যে, জনসাধারণের অন্যান্য অংশেও শ্রমিক সম্প্রদায় তাদের এই নবলব্ধ ক্ষমতা জনকল্যাণের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখে প্রয়োগ করবে কি না তা নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল। কয়েকটি সংস্থার বিভিন্ন ধরনের বাড়াবাড়ি এবং বহু সাধারণ সদস্যের বেপরোয়া আক্রমণাত্মক মনোভাব, •যৌথ দরকষাকষি প্রসারিত হওয়ার ফলে সাধারণভাবে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে যে স্থিরতা সম্ভব হয়েছিল তা রাহুগ্রস্ত করে তুলেছিল। ফলে শ্রমিকদের সুযোগসুবিধা আরো খর্ব করার যে ব্যাপক দাবি এরই ভেতর স্মিথ্-কনালী আইনে প্রকাশ পেয়েছিল, তা আরো প্রবল হয়ে উঠল। শ্রমিক সংস্থার শক্তি খর্ব করার প্রতিটি প্রচেষ্টা মালিকপক্ষ সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করতে প্রস্তুত থাকায় সংস্থাগুলি প্রকৃত পক্ষে তাদের যুদ্ধকালীন ক্রমোন্নতির তুলনায় অনেকটা সহজভেদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইয়োরোপ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কামানের গর্জন স্তব্ধ হলে, শ্রমিক সম্প্রদায় নিজেদের অতীব তাৎপর্যপূর্ণ চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। সংগঠন অটুট রাখতে হলে, জনসাধারণের আস্থা ফিরে পেতে হলে এবং জাতির আর্থিক ব্যবস্থায় স্থিরতাস্থাপন ও শিল্পজগতে শান্তি বজায় রাখতে হলে অত্যন্ত উঁচু দরের নেতৃত্বের যে প্রয়োজন হবে তা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে শ্রমিক সম্প্রদায়

যুদ্ধের আরম্ভের মতই যুদ্ধের শেষ মার্কিন জাতির সামনে সমান বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। জার্মানী ও জাপানকে পরাভূত করার জন্য আবশ্যক জনশক্তি ও সম্পদ যোগান যে আর্থিক ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তাকে শান্তির সময়ের সমান জরুরী প্রয়োজন মেটাবার জন্য রূপান্তরিত করা দরকার হয়ে উঠেছিল। বেকারত্বকে অবিলম্বে ব্যবসায় মন্দার গভীর গহ্বরে দেশকে টেনে ফেলতে না দিয়ে, অথবা মুদ্রাস্ফীতির চাপকে সমান বিপজ্জনক সমৃদ্ধি ও মন্দার চক্রাবর্ত সৃষ্টিকারী উর্ধ্বগামী মূল্যান্তর ও উর্ধ্বগামী মজুরির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পথ খুলতে না দিয়ে কীভাবে এই রূপান্তর সংঘটিত করা যায়, তাই ছিল জাতির সমস্যা।

শ্রমিক সম্প্রদায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের অবসানের আগেই আশঙ্কা করা হয়েছিল যে, শান্তির অর্থ হবে বেকারত্ব ও মজুরি হ্রাস, এবং শ্রমিক সংস্থার ক্ষমতা খর্ব করার পক্ষপাতী শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী উপাদানগুলোর আরো বেশি প্রাবল্য। জাপান পরাজয় স্বীকার করার পর নিরাপত্তার এই অভাববোধ, ১৯৪৬ সালের বসন্তকাল নাগাদ বেকার ব্যক্তিদের সংখ্যা এক কোটিতে দাঁড়াবে, এই মর্মে সর্বজনীন ভবিষ্যদ্বাণীর ফলে আরো বেড়ে গিয়েছিল। শ্রমিক সম্প্রদায়, ব্যবসায়ীগোষ্ঠী ও সরকারের দ্বারা নিযুক্ত অর্থবিজ্ঞানীরা প্রত্যেকেই এই ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। 'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও' দু'টি প্রতিষ্ঠানই বলতে শুরু করেছিল যে, জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থার এই শোচনীয় পরিণতি থেকে অব্যাহতি পেতে হলে দেশের ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখা ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান বাজার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে পূর্ণ নিয়োগ ও মজুরি বৃদ্ধির কার্যক্রমকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করতে হবে।

শান্তি স্থাপিত হবার অব্যবহিত পরে 'চল্লিশ-ঘণ্টা' সপ্তাহে ফিরে আসার জন্য মোট সাপ্তাহিক মজুরি কমে গিয়েছিল এবং কলকারখানাগুলি যন্ত্রপাতি মেরামত

ও নতুন যন্ত্র বসাবার জন্য বন্ধ হয়ে গেলে ব্যাপকভাবে শ্রমিকদের বরখাস্ত করা হয়েছিল। এই অবস্থায় শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি আরো অনমনীয় হয়ে উঠল। সমালোচকদের দল এই দাবিতে "আর্থিক ভাণ্ডারটি লইয়া কাড়াকাড়ি করিবার" চেষ্টা ভিন্ন অন্য কিছু দেখতে পায় নি। কিন্তু শ্রমিকরা নিজেরা মনে করছিল যে, সরকার কর বাবদ আদায়ীকৃত অর্থ ফেরৎ দিয়ে ও অন্যান্য পরোক্ষ সাহায্যের মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ীদের সাহায্য করছিল এবং শ্রমিকদেরই আর্থিক ব্যবস্থার রূপান্তরের সমস্ত বোঝা বইতে হচ্ছিল। উপরন্তু, জিনিসপত্রের দামও দিন দিন বাড়ছিল। আগেকার নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হলে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষৎ' কর্তৃক অনুমোদিত সীমাবদ্ধ মজুরি বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে অপর্যাপ্ত হয়ে গেল। একটির পর একটি শ্রমিক সংস্থা দাবি করতে লাগল যে, প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা অনুসারে যুদ্ধকালীন মোট মজুরির স্তর বজায় রাখতে ঘণ্টা-পিছু মজুরি বাড়াতে হবে।

শিল্পমালিকরা এই দাবি অগ্রাহ্য করলে জবাবে শ্রমিক সম্প্রদায় ধর্মঘট করেছিল। সম্ভাব্য ব্যবসায় মন্দা ও বেকারত্ব সদস্যদের দুর্বল করে ফেলার আগে তাদের যথেষ্ট শক্তি থাকতে থাকতেই শ্রমিকেরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংগ্রাম করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। এই আন্দোলনের পেছনে প্রধানতঃ 'সি আই ও' দ্বারা উদ্ভাবিত একটি সর্বব্যাপী কৌশল ছিল এবং শ্রমিক নেতারা কি করতে যাচ্ছেন তা ভালো করেই জানতেন। তাঁরা জাতীয় নীতির পটভূমিকায় নিজেদের দাবি উপস্থাপিত করেছিলেন এবং সর্বদাই শ্রমিকদের অধিকারের সঙ্গে ব্যবহারকদের ক্রয়ক্ষমতার উপরও জোর দিতেন।

এ সময়ের পরিস্থিতি ১৯১৯ সালের পরিস্থিতি থেকে অনেকটা ভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে সময়েও শ্রমিক সম্প্রদায় যুদ্ধকালীন সুযোগসুবিধা বজায় রাখার জন্য মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাদের এখনকার মত সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত ও পরস্পরসম্বন্ধ লক্ষ্য ছিল না। সম্ভবতঃ ইস্পাতশিল্পের ধর্মঘটটি ছাড়া ১৯১৯ সালে যে সব ধর্মঘট দেখা গিয়েছিল সেগুলি ছিল বিক্ষিপ্ত, বিকেন্দ্রীভূত এবং কখনও কখনও কার্যকর সংগঠন বা সক্ষম নেতৃত্বহীন প্রায় স্বতস্ফূর্ত বিদ্রোহ। এসব ধর্মঘটের ফলে হিংসা এবং প্রতিহিংসার প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। আবার, শ্রমিক সংস্থার প্রতি ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার মালিকদেরই সমর্থন করেছিল। কয়েকটি সাময়িক সুবিধা লাভের কথা বাদ দিলে বলা যায় যে, সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায় আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল

এবং বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

১৯৪৫ সালের শক্তিশালী সংস্থাগুলির এক জোট হওয়ার ক্ষমতা এই ছবিটি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল এবং যুদ্ধোত্তর ধর্মঘটে জড়িত শিল্পপতিরা উৎপাদন বজায় রাখার ,চেষ্টাও করে নি। এই সংঘর্ষের কঠোরতা ১৯১৯ সালের অপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম ছিল না। কিন্তু আগে যা গুলিনিক্ষেপের প্রতিযোগিতা ছিল, তা এ সময়ে সহনশীলতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অধিক সংখ্যায় শ্রমিকেরা ধর্মঘটে যোগ দিলেও সঙ্কটজনক শ্রমিক বিরোধের ইতিহাসে এই প্রথম রক্তপাতের বিশেষ কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় নি।

মানসিক আবেগ প্রচণ্ডভাবে জাগানো হলেও, শারীরিক হিংসাত্মক কার্যকলাপ সামান্যই দেখা গিয়েছিল। খনিজ তৈল, মোটর গাড়ী, ইস্পাত, বৈদ্যুতিক উপকরণ, খামারের যন্ত্রপাতি, কয়লাশিল্প ও রেলপথে একটার পর একটা ধর্মঘট ঘটতে থাকলে ১৯৩৩ সালের পর শ্রমিকদের মধ্যে দেশব্যাপী যে সংগঠন গড়ে উঠেছিল তার তাৎপর্য নাটকীয় ভাবে পরিষ্কার হয়ে গেল। জাতির আর্থিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হল। পূর্বের অর্থে হিংসাত্মক ও নাশকতামূলক কাজ এবং শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে লড়াইয়ের পরিবর্তে সমস্ত দেশ জুড়ে শান্তিপূর্ণ, অথচ অনেক বেশি কার্যকর, ধর্মঘটের সাহায্যে আর্থিক জীবন অসাড় করে ফেলবার ভয় দেখানো হতে লাগল।

জাপান পরাজিত হবার অব্যবহিত পরে ট্রুম্যান সরকারকে নতুন শ্রম নীতি উদ্ভাবন করার সঙ্কটজনক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শ্রমিক সম্প্রদায় ধর্মঘট না করার যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতি মেনে চলবে তা আর আশা করা যাচ্ছিল না এবং প্রেসিডেণ্ট মনে করেছিলেন যে, আর্থিক ব্যবস্থার রূপান্তর বিপন্ন না করেই যৌথ দরকষাকষির স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়া যাবে। এ কারণে সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়েছিল এবং মজুরি বৃদ্ধি বর্তমান মূল্যস্তর প্রভাবিত না করা পর্যন্ত তা অনুমোদন করা হয়েছিল। 'যুদ্ধ শ্রম পর্ষদের' ক্ষমতা অনেকটা কমিয়ে ফেলে প্রতিষ্ঠানটিকে শ্রম দপ্তরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। অল্প দিনের মধ্যেই এই পর্ষৎ নিজের কাজ গুটিয়ে ফেলতে শুরু করল এবং ১৯৪৬ সালের গোড়ায় এই প্রতিষ্ঠানর পরিবর্তে 'জাতীয় মজুরি স্থিরতাস্থাপক পর্ষৎ' ('ন্যাশনাল ওয়েজ ষ্টেবিলাইজেশন্ বোর্ড') স্থাপিত হল। শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষের কাছেই

ট্রুম্যান যুদ্ধকালীন মূল চুক্তিগুলি মেনে চলতে এবং শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আবশ্যক সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করতে আবেদন জানালেন।

'যুদ্ধ শ্রম পর্ষৎকে' সমর্থন করা বন্ধ করলেও সরকারী মনোভাবে শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি বজায় ছিল। সরকার মনে করছিল যে, শ্রমিকদের নিরাপত্তা-বোধের অভাব দূর করার জন্য শ্রমিক সংস্থাগুলি রক্ষাকবচ পাবার অধিকারী, শিল্পজাত দ্রব্যের দাম না বাড়িয়েই শিল্পপতিরা মজুরির ব্যাপারে ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা দিতে পারে এবং এসব বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যৌথ দরকষাকষির উপর নির্ভর করা চলতে পারে। ২০শে অক্টোবর প্রেসিডেন্ট বললেন, "আমাদের শ্রমিকদের উপর যে আকস্মিক আঘাত পড়িয়াছে উহার প্রভাব কমাইবার জন্য, পর্যাপ্ত ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য এবং জাতীয় আয় বাড়াইবার জন্য, মজুরি বৃদ্ধি অবশ্য করণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে সামগ্রিক ভাবে ব্যবসায়ীদের পক্ষে মজুরির হার বাড়াইবার সুযোগ বর্তমান মূল্য কাঠামোয় রহিয়াছে।"

'নয়া বন্দোবস্তের' রাজনৈতিক আনুকূল্য সম্প্রসারিত করার জন্য শ্রমনীতির এই বিবৃতি ব্যাপক সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সিনেটের সদস্য ট্যাফ্‌ট সক্রোধে এই বিবৃতিকে 'সি আই ও'র কাছে আত্মসমর্পণ বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের শত্রুরা এই কার্যক্রম শ্রমিকদের তুষ্ট করার জন্য রচিত হয়েছে বলে তাঁকে আক্রমণ করলেও যুদ্ধোত্তর সময়ে ট্রুম্যানের শ্রমিকদের পক্ষ সমর্থন একটি বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভংগীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এই দৃষ্টিভংগী জাতির লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের রক্ষা করায় এবং তাদের জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নে নিজেদের প্রভাব প্রয়োগ করায় সরকারী দায়িত্ব স্বীকার করত। রুজভেল্ট ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখার গুরুত্ব যতটা মেনে নিয়েছিলেন, ট্রুম্যানের চিন্তাধারায় এই গুরুত্ব তার চেয়ে কম ছিল না। সামগ্রিকভাবে দেশের কল্যাণের পক্ষে আবশ্যক শর্ত হিসাবেই শ্রমিকদের কল্যাণের প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়েছিল।

স্থিরতাস্থাপক কর্মসূচী বানচাল না করে প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবিত মজুরি বৃদ্ধি কতদূর মেনে নেওয়া যায় সে বিষয়ে বহু তর্ক উঠতে পারত। ট্রুম্যানের মতের সমর্থনে ছিল কয়েকটি সরকারী আর্থিক সমীক্ষা ফল। এই সমীক্ষাগুলি দেখাতে চেষ্টা করেছিল যে, মালিকরা চব্বিশ শতাংশ মজুরি বাড়িয়েও ন্যায়সঙ্গত মুনাফা অর্জন করতে পারত। যুদ্ধের সময় যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির হিসাবপত্র

থেকে জানা গিয়েছিল যে, যুদ্ধপূর্ব যুগের গড় আয়ের তুলনায় তাদের আয় বেড়ে গিয়েছিল প্রায় আড়াই গুণ এবং 'যুদ্ধ প্রস্তুতি ও রূপান্তর অধিকর্তা' ('ডাইরেক্টর অব্ ওয়র মোবিলাইজেশন এ্যাণ্ড রিকন্‌ভারসন') জন আর স্টীলম্যান ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে, কর দেবার পর মুনাফা জাতির ইতিহাসে সর্বোচ্চ শিখরে উঠে গিয়েছে। ব্যবসায়ীদের মুখপাত্ররা কিন্তু সোজাসুজি এ সব রিপোর্টের বৈধতা অস্বীকার করেছিল, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছিল, এবং ঘোষণা করেছিল যে, উচ্চতর মজুরির অর্থ হবে উৎপাদন ব্যয়ে বিরাট বৃদ্ধি এবং এই ব্যয়বৃদ্ধি বর্তমান মূল্য-কাঠামোর অন্তর্গত করা যাবে না।

মজুরি ও মুনাফা নিয়ে এই অন্তহীন বিতর্কে কোন্ পক্ষ অভ্রান্ত ছিল সে প্রশ্ন না তুলে বলা যায় যে, বিরোধটির নিষ্পত্তি যৌথ দর কষাকষির উপর ছেড়ে দেওয়া সার্থক হয় নি। সরকারী নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি বছরে শ্রমিক সম্প্রদায় ও মালিকপক্ষ বোধ হয় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে অনভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক একসঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনা করার বিশেষ ইচ্ছা তারা দেখায় নি। শ্রমিকেরা ঘণ্টা-পিছু বর্তমান মজুরি ত্রিশ সেণ্ট বাড়ানোর দাবি জানাল। শিল্পপতিরা বলল দাম বাড়িয়ে এই বোঝা জনসাধারণের কাঁধে না চাপাতে দিলে এ ধরনের সুযোগসুবিধা দেওয়া অসম্ভব হবে। শ্রমিক সম্প্রদায় তখন দ্রব্যমূল্য না বাড়িয়ে মজুরি বৃদ্ধি সম্ভব এই মর্মে তাদের অভিমত প্রমাণ করার জন্য কোম্পানীগুলির হিসাবপত্র পরীক্ষার অধিকার প্রার্থনা করল। তাদের কাজে অনধিকার প্রবেশ ও ব্যবসায় পরিচালনায় শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের পথ পরিষ্কার করে দেবে বলে মালিকপক্ষ প্রবলভাবে এই অনুরোধের বিরোধিতা করল। এ ধরনের সমস্ত প্রস্তাব শিল্পপতিদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান বলে মনে করা হয়েছিল এবং অবাধ উদ্যোগের নামে এ সব প্রস্তাবের বিরোধিতা করা কাম্য বলে মনে করা হয়েছিল।

শ্রমিকদের সঙ্গে যে শক্তি-পরীক্ষা অল্পদিনের মধ্যে অপরিহার্য হয়ে উঠবে বলে মনে করা হয়েছিল তার সম্মুখীন হতে অনেকগুলি কোম্পানীই উৎসুক হওয়ায় শ্রমিকদের দাবির বিরোধিতা আরো প্রবল হয়ে দাঁড়াল। ১৯৪৬ সালে কোনো লোকসান হলে পূর্বের অতিরিক্ত মুনাফা কর বাবদ প্রদত্ত অর্থ ফিরে পাবার অধিকারের সাহায্যে খর্বিত উৎপাদনের সম্ভাব্য পরিণতির গুরুত্বপূর্ণভাবে ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব করে তুলেছিল। কিন্তু শিল্পপতিরা যেমন আত্মরক্ষায় প্রস্তুত ছিল, তেমনই শ্রমিক সম্প্রদায়ও আক্রমণ চালাতে ততোধিক বদ্ধপরিকর হয়েছিল।

ক্রমেই অধিক সংখ্যক শিল্পে বিরোধের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগল। স্মিথ-কনালী আইন অনুসারে ধর্মঘটের প্রশ্নে ভোটব্যবস্থা পরিচালনা করার অসংখ্য অনুরোধের দ্বারা 'জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষৎ' অভিভূত হয়ে পড়ল। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর নাগাদ এ ধরনের প্রায় আটশ' দরখাস্ত পড়েছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভোটগ্রহণের ফল যে কি হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

যৌথ দরকষাকষির ব্যর্থতা ও গুরুতর শিল্প বিক্ষোভের সাক্ষ্যের সম্মুখীন হয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান একটি শ্রমিক-মালিক সম্মেলনের আশ্রয় নিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অনুরূপ পরিস্থিতিতে ১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্ট উইলসনও এ ধরনের সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। "শিল্পে শান্তি ও প্রগতি সম্ভব করিবার জন্য একটি প্রশস্ত ও স্থায়ী ভিত্তি" রচনার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালের ৫ই নভেম্বর, শ্রমিক ও ব্যবসায় পরিচালকদের প্রতিনিধিদের ওয়াশিংটনে ডাকা হয়েছিল। তারা যথারীতি একত্র হয়েছিল ও আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিল। কিন্তু এই সম্মেলনও উইলসন সম্মেলনের তুলনায় খুব বেশি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। যৌথ দরকষাকষির মূলনীতি প্রসঙ্গে একটা সাধারণ বোঝাপড়ায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং বলা যায় যে, এদিক দিয়ে ১৯১৯ সালের সম্মেলনের তুলনায় এবার সত্যিকারের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করলে বর্তমান অচল অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে সে বিষয়ে মতৈক্য ঘটানো যায় নি। শ্রম দপ্তরের 'বিরোধ দূরকারী কৃত্যক' প্রসারের জন্য সুপারিশ করা ছাড়া এই সম্মেলন অন্য কিছু অর্জন করতে পারে নি।

সম্মেলনের এই ব্যর্থতা যে ঠিক অপ্রত্যাশিত ছিল তা বলা যায় না। কারণ, সম্মেলনের অধিবেশন চলবার সময়ই হেমন্তকালের গোড়ার দিকে ধর্মঘটের জোয়ারের যে পূর্বাভাস দেখা গিয়েছিল তা ফুলে ফেঁপে প্রবল বন্যায় পরিণত হয়েছিল। স্যান ফ্রানসিস্কোর তৈল শোধনাগারের কর্মী, কাঠ চেরাই-এর কাজে নিযুক্ত শ্রমিক, কাচশিল্পের কর্মচারী এবং যন্ত্রনির্মাতা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরা নিউ ইয়র্কের বড় বড় অট্টালিকায় সেবামূলক কাজে নিযুক্ত শ্রমিক ও বন্দর শ্রমিকেরা, মধ্য পশ্চিমাঞ্চলের ট্রাক-চালকগণ এবং পেন্‌সিলভ্যানিয়ার কয়লাখনি শ্রমিকেরা সমগ্র দেশব্যাপী এই অভ্যুত্থানের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিল। বহু শহরে পিকেটিং-এ নিযুক্ত শ্রমিকদের দল শ্রমিক সংস্থার নিরাপত্তা ও যুদ্ধকালীন মজুরির সমান মোট

মজুরি দাবি করে ইস্তাহার প্রচার করেছিল। এই আন্দোলনের জিগির ছিল, "চল্লিশ সপ্তাহ কাজের জন্য বাহান্ন সপ্তাহের মজুরি, নচেৎ সংগ্রাম"।

এমন সময় ২১শে নভেম্বর, বারটি রাজ্যে 'জেনারেল মোটরস' কোম্পানীর কারখানাগুলিতে নিযুক্ত ২০০,০০০ শ্রমিক কাজ বন্ধ করলে সমস্ত দেশে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা ৫০০,০০০ হয়ে দাঁড়াল। আবার, এক সপ্তাহ পর পূর্ব লক্ষণযুক্ত ভোটগ্রহণে ইস্পাত শিল্পের ৭৫০,০০০ কর্মীর আসন্ন ধর্মঘটের সঙ্কেত হিসাবে দেখা গেল। ওয়াশিংটনে নভেম্বরের শেষ দিন শ্রমিক-পরিচালকেরা নিজেদের ঝুলি গুছিয়ে নেবার পর জাতি এমন একটা সঙ্কটের সম্মুখীন হল, যা আর্থিক রূপান্তরের সমস্ত কর্মসূচী বিপন্ন করবে বলে মনে হয়েছিল।

'জেনারেল মোটরস' কোম্পানীতে এই ধর্মঘট শুধু যে একটি ধর্মঘট হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা নয়, ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে একাদিক্রমে যে সব ধর্মঘট জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থাকে বিশৃঙ্খল করে তুলেছিল, তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধাঁচ নির্দেশেই এই ধর্মঘটের আরো বেশি তাৎপর্য রয়েছে। আদি পরিকল্পনা অনুসারে যখন তা হবার কথা ছিল, ধর্মঘটটি তার আগেই সংঘটিত হয়েছিল। 'সি আই ও'র দ্বারা গৃহীত রণকৌশল, ইস্পাতের উপর অন্য শিল্পোৎপাদন অনেকটা নির্ভরশীল বলে এই মূল শিল্পেই প্রথম শক্তি পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু মোটরগাড়ী নির্মাণে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ এবং সংস্থার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি 'ইউনাইটেড্ অটোমোবাইল ওয়ার্কার্স' এর পক্ষে অন্য কোনো পথ অনুসরণ অসম্ভব করে তুলেছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে শ্রমিকদের প্রথম ব্যাপক আক্রমণের ধাক্কা 'জেনারেল মোটর্স' কোম্পানীর উপরেই পড়েছিল।

এ সময়ে আর 'জে টমাস 'ইউ এ ডব্লিউ'-এর প্রধান হলেও এই ধর্মঘটটি ওয়াল্টার রয়টারের গতিশীল নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল। মোটরগাড়ী শ্রমিকদের মধ্যে রয়টারের ক্ষমতা ক্রমেই বাড়ছিল এবং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এই সংস্থার সভাপতিত্ব লাভের সংগ্রামে জয়ী হয়েছিলেন। এ সময়ে তাঁর বয়স চল্লিশও হয় নি। তা'হলেও শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর প্রভূত অভিজ্ঞতা ছিল এবং ফোর্ড কোম্পানীর কারখানার শ্রমিকদের গোড়ার দিকে সংঘবদ্ধ করতে গিয়ে তিনি নৃশংসভাবে কোম্পানীর ভাড়াটে গুণ্ডাদের দ্বারা প্রহৃত হয়েছিলেন। আকৃতিতে তাঁকে মজবুত শ্রমিক নেতার চেয়ে সমৃদ্ধিশালী অল্পবয়স্ক

শিল্পপতি বলেই বেশি মনে হত। তিনি ছিলেন সুরুচিসম্পন্ন, সুসজ্জিত ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং এরই মধ্যে জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও তাঁর উচ্চাভিলাষের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। তিনি ধূমপান করতেন না অথবা মদ খেতেন না এবং সামাজিক আমোদ-প্রমোদে তাঁর বিশেষ স্পৃহা ছিল না। সব সময়ই তিনি তাঁর কেন্দ্রীভূত, একাগ্র কর্মশক্তি প্রয়োগ করে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং তাঁর এসব গুণই তাঁকে সমস্ত শ্রমিক অন্দোলনের ইতিহাসে অন্যতম শক্তিশালী নেতাতে পরিণত করেছিল।

তাঁর চিন্তাধারা ছিল উদার ও ব্যাপক এবং তা তাঁকে শ্রমিক সংস্থার দৈনন্দিন সমস্যা অতিক্রম করে যেতে সাহায্য করেছিল। রয়টার বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র "সম্প্রদায়ের সঙ্গে অগ্রসর হইয়াই" শ্রমিকেরা তাদের ইতিমধ্যে অর্জিত সুযোগসুবিধা বজায় রাখতে পারবে। সমাজবাদের কাছে তাঁর মতামত কিছু ঋণী হলেও তিনি 'ইউ ডব্লিউ'-এর অন্তর্গত সাম্যবাদী উপদলের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হবার পরও তিনি সাম্যবাদী-দের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। তাঁর মূল চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগী মার্কিন প্রগতিবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল এই যে, আমেরিকার আর্থিক জীবনের মত রাজনৈতিক জীবনেও শ্রমিক সম্প্রদায়কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

একবার তিনি বলেছিলেন, "আমরা যে ধরনের শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষপাতী উহা শুধু এক-পয়সা এক-পয়সা করিয়া মজুরি বৃদ্ধিতেই সন্তুষ্ট নহে। মানুষকে যাহাতে কম সময়ের জন্য ও কম বার উপবাস করিতে হয় সেই উদ্দেশ্যে পুরাতন শতছিন্ন পৃথিবীর গায়ে জোড়াতালি লাগাইবার জন্য আমরা এই শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছি না। শ্রমজীবীরা যাহাতে তাহাদের শ্রমের সুফল লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে পৃথিবীকে নতুন করিয়া সৃষ্টি করাই আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য।"

'জেনারেল মোটর্স' কোম্পানীর শ্রমিকদের ধর্মঘটে তাঁর নেতৃত্বের পেছনেও এই দৃষ্টিভংগী কাজ করেছিল। শ্রমিকসংস্থা শতকরা ত্রিশ ভাগ মজুরিবৃদ্ধি দাবি করেছিল এবং পরিসংখ্যান দিয়ে সুরক্ষিত হয়ে রয়টার বলেছিলেন যে, মোটর-গাড়ীর দাম আর না বাড়িয়েই এই দাবি মেনে নেওয়া যেতে পারে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, মূল্য নিয়ন্ত্রণে মোটরগাড়ী শিল্পের সামর্থ্যের অতিরিক্ত

কোনো রকম মজুরি বৃদ্ধির পক্ষপাতী তিনি নন। শুধু মোটরগাড়ী নির্মাণে নিযুক্ত শ্রমিকদের উঁচু মজুরিই নয়, জাতীয় ক্রয়ক্ষমতা ও আর্থিক স্থিরতাস্থাপনের দিক দিয়েই তিনি সমস্যাটির সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন। 'জেনারেল মোটর্‌স' কোম্পানী জানান যে, দশ শতাংশের বেশি মজুরি বৃদ্ধি সম্ভব নয় এবং শ্রমিক সংস্থার শর্তাবলী "সালিশির জন্য অনুরোধ নহে, কোম্পানীর ব্যবসায় পরিত্যাগের জন্য দাবি।" রয়টার তাঁর বিখ্যাত "হিসাবের খাতার দিকে তাকাও" দাবি জানিয়ে কোম্পানীকে জবাব দিলেন। অপমানিত বোধ করে কোম্পানী এ রকম কোনো প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করলে দরকষাকষি নিয়ে আলাপ-আলোচনা ভেঙ্গে গেল এবং 'জেনারেল মোটর্‌স' কোম্পানীর ধর্মঘটও শুরু হয়ে গেল।

এ সব ঘটনা ও ইস্পাতশিল্পের আসন্ন ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রুম্যানকে স্বীকার করতে হল যে, তাঁর যুদ্ধোত্তর শ্রমনীতি ব্যর্থ হয়েছে। তিনি তখনও আশা করছিলেন যে, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে সরকারী হস্তক্ষেপ যতদূর সম্ভব কম রাখা সম্ভব হবে। তা'হলেও তিনি এমন কিছু করতে চাইলেন, যা একই সঙ্গে শিল্পে শান্তি ফিরিয়ে আনবে এবং মুদ্রাস্ফীতির ক্রমবর্ধমান বিপদ প্রতিরোধ করার জন্য ব্যাপক স্থিরতাস্থাপক কার্যক্রম শক্তিশালী করে তুলবে। কোনো ধর্মঘট শুরু করার আগে উত্তেজনা উপশমের জন্য তিনি ত্রিশ দিন বিরতির প্রস্তাব করলেন। তিনি আরো প্রস্তাব দিলেন যে, বিরোধের বিষয় প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত তথ্যানুসন্ধানী পর্ষদের কাছে আনা হবে এবং এসব পর্ষৎ প্রকাশ্যভাবে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যের উপর রিপোর্ট দেবে। অধিকন্তু শ্রমিকদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন যে, এসব তথ্যানুসন্ধানী পর্ষৎগুলিকে শিল্পসংক্রান্ত হিসাবপত্র পরীক্ষা করার ক্ষমতা দিতে হবে।

শ্রমিক সম্প্রদায় অথবা মালিকপক্ষ, কোনো দলই, এই প্রস্তাবে উৎসাহ দেখাল না। শ্রমিকেরা তাদের ধর্মঘট করার অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে এই প্রস্তাবটিকে আক্রমণ করল, শিল্পপতিরা "সরকারী মৎস্যশিকার অভিযানের" কাছে কোম্পানীর হিসাবের খাতা খুলে ধরতে অসম্মত ছিল। কোনো দিক থেকেই বিশেষ সমর্থন না পাওয়া যাওয়ায়, কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে কোনো কাজ করতে অস্বীকার করল।

কিন্তু তা'হলেও ট্রুম্যান নিজেই দায়িত্ব নিয়ে তথ্যানুসন্ধানী পর্ষৎগুলি নিযুক্ত করেছিলেন। ১৯৪৫ সালের ২৭শে নভেম্বর ও ১৯৪৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী এ ধরনের ছ'টি পর্ষৎ স্থাপিত হয়েছিল। তৈল শোধনাগারের কর্মীদের

ধর্মঘটেই প্রথম পর্ষৎটি স্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে সরকার এরই মধ্যে কারখানাগুলি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। কিন্তু 'জেনারেল মোটর্‌স' বিরোধের পর্ষৎটিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ১২ই ডিসেম্বর তা স্থাপিত হয়েছিল। এই পর্ষদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেছিল। ট্রুম্যান এই বিরোধে "বেতন দিবার ক্ষমতা প্রাসঙ্গিক" বলে ঘোষণা করলে 'জেনারেল মোটর্‌স' পর্ষদের শুনানিতে অনুপস্থিত হতে আরম্ভ করল। শ্রমিক সংস্থাটি এবং কোম্পানী নিজ নিজ আদি প্রস্তাবে অবিচলিত থাকায় মোটরগাড়ীশিল্পের এই ধর্মঘট অবসানের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। অচল অবস্থা ষষ্ঠতম সপ্তাহে পড়ায় শ্রমিকেরা কর্মহীন ও কোম্পানীর কারখানাগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে রইল। পরস্পরবিরোধী দুই পক্ষের প্রকৃত মতলব নিয়ে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ শ্রমিক-মালিকদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টিকারী অবিশ্বাস ও শত্রুতা তীব্র করে ফেললে উত্তেজনা বেড়ে যেতে লাগল।

ইতিমধ্যে 'সি আই ও'র অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলি বৃহদাকার উৎপাদনশিল্পের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আক্রমণকৌশল প্রয়োগ করলে অন্যান্য শিল্পেও ধর্মঘট প্রসারিত হয়েছিল। যে বিরোধে ৪০,০০০ তৈলশোধনাগারকর্মী জড়িত ছিল তার মীমাংসা তখনও পর্যন্ত হয় নি। নতুন বছর শুরু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাংস মোড়ক বাঁধাইকর্মীরা কাজ বন্ধ করে বেরিয়ে এল এবং সরকার ধর্মঘটসংশ্লিষ্ট কারখানাগুলি দখল করে নিল। 'জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক', 'ওয়েষ্টিং হাউস' ও 'জেনারেল মোটর্‌স'-এর বৈদ্যুতিক উপকরণ নির্মাণবিভাগেব আটাত্তরটি কারখানার কর্মীরা তারপর ধর্মঘট ঘোষণা করায় আরো ১৮০,০০০ জন শ্রমিক ধর্মঘটীদের সংখ্যায় যুক্ত হয়ে গেল। অবশেষে ২১শে জানুয়ারী তাদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুসারে ৭৫০,০০০ ইস্পাতকর্মী ধর্মঘট ঘোষণা করল। 'জেনারেল মোটর্‌স'-এর কর্মচারীদের নিয়ে একই সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মঘটী শ্রমিকদের অবিশ্বাস্য সংখ্যা—মোট প্রায় ২,০০০,০০০ হয়ে দাঁড়াল। আমেরিকার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে শত শত সংবাদপত্রের শিরোনাম—শিল্পের এই সঙ্কটের গুরুত্ব সম্বন্ধে জাতিকে সচেতন করতে লাগল এবং জনসাধারণ অন্তত: কিছুটা শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য হৈ চৈ শুরু করে দিল। বিশেষ করে ইস্পাতশিল্প সবাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইস্পাতশিল্পে উৎপাদন প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিল্পের এই ক্রমবর্ধমান অচলতার প্রভাব অন্যান্য শিল্পের উপর পড়তে থাকলে সেখানেও হাজার হাজার শ্রমিক বরখাস্ত করা হতে লাগল।

ট্রুম্যান তাঁর তথ্যানুসন্ধানী কর্মসূচী পরিত্যাগ করলেন না। জনসাধারণ আরো প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের জন্য দাবি করা সত্ত্বেও তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিল্প অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার ফলে ধর্মঘট নিষ্পত্তির একটা সূত্রের ক্রমবিকাশ হতে দেখা গেল। এই সূত্র একই সঙ্গে শ্রমিকদের ন্যায়সংগত দাবি মেটাবে ও মূল্যস্তর বাড়তে দেবে না বলে মনে করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই নতুন নীতি,—১৯৪১ সাল থেকে জীবনযাত্রার ব্যয়ে শতকরা তেত্রিশ ভাগ বৃদ্ধি ঘটেছিল বলে যে হিসাব পাওয়া গিয়েছিল, সেই অনুপাতে মজুরি বৃদ্ধি অনুমোদন করেছিল। আবার, এ ধরনের মজুরি বৃদ্ধির ফলে কোনো কোম্পানীর আয় যুদ্ধপূর্ব লাভের চেয়ে কম হলে সেই কোম্পানীকে উৎপন্নদ্রব্যের দাম বাড়াবার সম্মতি দেওয়া হয়েছিল। এই কার্যক্রম প্রয়োগ করার অর্থ হয়েছিল এই যে, 'ছোট ইস্পাত-শিল্পের' সূত্র অনুসারে এরই মধ্যে মজুরি যতটা বাড়ানো হয়েছিল তার উপর শতকরা ১৭½ থেকে ২০ ভাগ আরো বেশি মজুরি দেবার অনুমতি বিভিন্ন শিল্পকে দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিক সংস্থাগুলি কিন্তু সাধারণভাবে শতকরা ৩০ ভাগ মজুরি বৃদ্ধি দাবি করেছিল। এই নতুন সূত্র প্রকৃতপক্ষে ঘণ্টা-পিছু ১৮½ সেণ্ট মজুরি বৃদ্ধি করেছিল এবং উচ্চতর জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে ঘণ্টাপিছু মজুরির হারের একটা যুক্তিসঙ্গত সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব করেছিল। অবশ্য অতিরিক্ত সময়ের জন্য কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও মোট সাপ্তাহিক মজুরি যুদ্ধকালীন মজুরির স্তরের অনেকটা নীচে রয়ে গেল।

মজুরি ও দ্রব্যমূল্যসংক্রান্ত নতুন নীতি ১৪ই ফেব্রুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই তৈল শোধনাগার ও মাংসমোড়ক বাঁধাই কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটে এ ধরনের সাধারণ নীতির উপর ভিত্তি করে মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছিল। তা'হলেও ইস্পাতশিল্পে এই নীতির প্রয়োগ শিল্পের অচল অবস্থা কাটিয়ে উঠায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই বিরোধে 'ইউনাইটেড ষ্টীল ওয়ার্কার্স' নামে সংস্থার অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক ও তাদের নিয়োগকর্তাদের মধ্যে পার্থক্য অনেকটা কমিয়ে আনতে পারা গিয়েছিল। মালিকপক্ষের মুখপাত্র ছিলেন 'ইউনাইটেড ষ্টেট্স ষ্টীল কর্পোরেশনের' সভাপতি ফেয়ারলেশ। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এক্ষেত্রে ঘণ্টাপিছু ১৮½ সেণ্ট মজুরি বৃদ্ধির জন্য সরাসরি আপোষপ্রস্তাব করেছিলেন। শ্রমিক সংস্থা তৎক্ষণাৎ এই অঙ্ক মেনে নিতে প্রস্তুত থাকলেও উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে আরো স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি

না পাওয়া পর্যন্ত মালিকরা তা স্বীকার করতে অসম্মতি জানিয়েছিল। মজুরি ও দ্রব্যমূল্যসংক্রান্ত নতুন নীতি বলবৎ করা হলে মিটমাটের পথে শেষ বাধা দূর করা সম্ভব হয়েছিল। এই নীতিতে ইস্পাতশিল্পের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ব্যবস্থা করে ইস্পাতের দাম টনপিছু ৫ ডলার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ধর্মঘট দেশের সর্বত্র ব্ল্যাষ্ট ফার্নেসগুলি বন্ধ করে দিতে বাধ্য করেছিল এবং উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ছ' ভাগে উৎপাদন নামিয়ে এনেছিল। তিন সপ্তাহ ধরে ধর্মঘট চলবার পর শ্রমিক ও পরিচালক পক্ষ প্রেসিডেন্টের সূত্রের উপর ভিত্তি করে নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে নিল।

'জেনারেল মোটর্স' কোম্পানীর ধর্মঘটের মীমাংসা তখনই হয় নি এবং সব মিলিয়ে তা প্রায় চার মাস চলেছিল। হিসাব করা হয়েছে যে, এই ধর্মঘটের ফলে শ্রমিকদের ১৩০,০০০,০০০ ডলার ও মালিকদের ৬০০,০০০,০০০ ডলার ক্ষতি হয়। চার মাস পর ঘণ্টাপিছু ১৮½ সেণ্ট মজুরি বৃদ্ধি মেনে নিয়ে নতুন একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বৈদ্যুতিক উপকরণ নির্মাণ শিল্পেব কর্মীদের ও তাদের নিয়োগকর্তাদেব সঙ্গে মিটমাট করতে অনেক সময় লেগেছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত মজুরিব হারে সামঞ্জস্য বিধানেব বর্তমানে স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে বিরোধের সমাধান সম্ভব হযেছিল। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সমস্ত দেশে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা ২০০,০০০-এরও কমে নেমে গিয়েছিল এবং নতুন বছরের সূচনায় জাতি যে সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল তা দূর করা সম্ভব হয়েছিল। আর্থিক রূপান্তরের কার্যক্রম গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা দ্রুতগতিতে নিজেকে জাহির করেছিল।

শিল্পে শান্তির জন্য অত্যন্ত বেশি মূল্য দেওয়া হয়েছে কী না এ প্রশ্ন কিন্তু থেকেই গেল। ধর্মঘটের এই তরঙ্গের বাইরের শিল্পগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকেরা স্বাভাবিকভাবেই তথ্যানুসন্ধানী পর্ষদের সুপারিশ অনুসারে মজুরি বাড়াবার জন্য দাবি জানালে এই পরিস্থিতিতে নিয়োগ কর্তাদের তা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তব ছিল না। এপ্রিল মাসে 'জাতীয় মজুরি স্থিরতাস্থাপক পর্ষদের' কাছে এরকম প্রায় ৪,০০০ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তিপত্র অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল এবং এই সময় শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি গড়ে শতকরা প্রায় এগার ভাগ বেড়েছিল বলে হিসাব পাওয়া যায়।

কিন্তু তখনও গোলমালের অবসান হয় নি। শ্রমিকদের পক্ষে যথেষ্ট লাভজনক এই গোড়ার দিকের ধর্মঘটগুলি শেষ হতে না হতে কয়লাখনি শ্রমিকদের

জন্য নতুন একটি চুক্তিপত্র রচনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা অপরিহার্যভাবে ভেঙ্গে গেল। কখন কি করতে হয় এ বিষয়ে লুইসের তীক্ষ্ণ জ্ঞান ছিল এবং তিনি যে এ সময়ে চুপ করে বসে থাকবেন তা আশা করা যায় নি। তিনি এখন তাঁর দাবি 'সি আই ও'র চেয়েও এক ধাপ চড়িয়ে দিলেন। সব সময়ের মত এবারও মজুরি বৃদ্ধিই ছিল মূল প্রশ্ন। কিন্তু ঠিকাদাররা প্রেসিডেন্টের সূত্র মেনে নিতে রাজী হলে লুইস্ কর্মপরিবেশের নিরাপত্তার জন্য আরো সুব্যবস্থা ও সমস্ত উত্তোলিত কয়লার উপর টন পিছু সাত সেণ্ট অধিকার ভাগ দাবি করে বসলেন। এই অর্থ নিয়ে খনি শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল গঠিত হবে, এই ছিল লুইসের প্রস্তাব। অধিকার ভাগধেয়ের জন্য বছরে ৬০,০০০,০০০ ডলার ব্যয় করতে হবে ঘোষণা করে কতৃপক্ষ পিছিয়ে গেলে লুইস অকস্মাৎ সম্মেলনকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। শোনা যায়, তিনি বলেছিলেন, "বিদায়, ভদ্রমহোদয়গণ! আমাদের আস্থা রইলো যে সময় আপনাদের টাকার থলি ছোট করিয়া ফেলিয়া আপনাদের কৃপণ ও সমাজবিরোধী মনোভাবের সংশোধন করিবে।" ১লা এপ্রিল পশ্চিম পেন্‌সিলভ্যানিয়া ও ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া, অ্যালাবামা ও কেন্‌টাকি, ইলিনয় ও আইওয়ার ছোট ছোট একঘেয়ে শহরগুলিতে প্রায় ৪০০,০০০ খনিশ্রমিক আবার একবার তাদের অভ্যস্ত কর্মজীবন থেকে ছুটি নিল।

পূর্ববর্তী কয়লা ধর্মঘটের ধাঁচের এবারও পুনরাবৃত্তি ঘটলো। প্রস্তাব ও প্রতি-প্রস্তাবে কোনো লাভই হল না, মধ্যস্থতার চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হল, একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি অল্পদিনের মধ্যেই ভেঙ্গে গেল এবং খনিশ্রমিকদের চওড়া চোয়ালসমন্বিত, জেদী নেতা (যিনি তাঁর সফল কৌশলের সাহায্যে বিগত তের বছরে কয়লাখনিগুলিতে মজুরি সপ্তাহে ১৫ ডলার থেকে বাড়িয়ে সপ্তাহে ৬৩ ডলার করেছিলেন) তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধরনে মালিকপক্ষ, সরকার ও জনমত অমান্য করে নিজের দাবি আঁকড়ে বসে রইলেন। উত্তোলিত কয়লার যোগান শুধু তিন সপ্তাহের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে পড়লে ইস্পাত-শিল্প স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেকের সামান্য বেশি ইস্পাত উৎপন্ন করতে লাগল। সমস্ত দেশে মাল পরিবহণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল এবং আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে শহরগুলি জনসাধারণের উপযোগিতামূলক শিল্পের জন্য কয়লা সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে পোড়া ও বাদামী কয়লা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে নির্দেশ জারি করল।

মে মাসে বারদিনের যুদ্ধবিরতির সময় নতুন আলাপ-আলোচনা আবার ভেঙ্গে গেলে এই জরুরী পরিস্থিতি সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য করল এবং লুইসের ভাষায় "কুখ্যাত স্মিথ-কনালী আইনের" সাহায্যে সরকার কয়লাখনিগুলি বাজেয়াপ্ত করল। যুদ্ধের সময়ের দিনগুলির মত মিটমাটের নতুন প্রচেষ্টা স্বরাষ্ট্রসচিবের দপ্তরে করা হতে লাগল এবং সরকার ও শ্রমিক সংস্থার মধ্যে অবশেষে একটি চুক্তি সম্পাদিত হল। খনিশ্রমিকদের মজুরি ঘণ্টাপিছু ১৮½ সেণ্ট বাড়ানো হল, সমস্ত খনিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত নিয়মকানুন বলবৎ করার ব্যবস্থা করা হল এবং মালিকপক্ষও শ্রমিকসংস্থাদ্বারা যুক্তভাবে পরিচালিত একটি কল্যাণ তহবিলে টনপিছু পাঁচ সেণ্ট অধিকার-ভাগধেয় দেবার কথা হল। কল্যাণ তহবিলের ব্যাপারে লুইস্ তাঁর দাবি কিছুটা ছাড়লেও সাধারণভাবে তিনি আবার একটি চমকপ্রদ জয়লাভ করেছিলেন। শ্রমিক সংস্থা গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করল যে, "১৮৯০ সালে সংস্থার জন্মের পর একটি মাত্র মজুরি সংক্রান্ত চুক্তির সাহায্যে 'ইউ এম্ ডব্লিউ' ইহার চেয়ে বেশি আর্থিক ও সামাজিক সুবিধা কখনই লাভ করে নাই।"

আরো একটি ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে এই নিষ্পত্তিতে উপনীত হওয়া গিয়েছিল। নতুন এই ধর্মঘটটি নাটকীয় তাৎপর্যে এই বিক্ষুব্ধ বছরের অন্য সমস্ত ধর্মঘট অতিক্রম করে গিয়েছিল। রেলশ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে মজুরি সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা ভেঙ্গে গিয়েছিল। 'রেলপথ শ্রম আইনের' জটিল ব্যবস্থা আবার সঙ্কটের হাত থেকে অব্যাহতি এনে দিতে ব্যর্থ হল এবং ইস্পাতশিল্প ও কয়লাখনির ধর্মঘটের চেয়েও এই সঙ্কট দেশবাসীর স্বাস্থ্য, কল্যাণ ও নিরাপত্তা অনেক বেশি বিপন্ন করে তুলবে বলে মনে হচ্ছিল। আমাদের এই দৃঢ়সংবদ্ধ আর্থিক ব্যবস্থায় একটি রেল ধর্মঘট সর্বনাশ ডেকে আনতে বাধ্য। কিন্তু তা'হলেও মনে হয়েছিল যে, সরকার তা নিবারণ করার কোনো উপায় সময়মত খুঁজে না পেলে আসন্ন ধর্মঘটের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। একটি 'জরুরী পর্ষৎ' শেষ পর্যন্ত যে সব রেলশ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে গাড়ী চালানোর কাজে নিযুক্ত নয় তাদের সংস্থা ও দুটি রেলপথ ভ্রাতৃসংঘের পক্ষে গ্রহণযোগ্য শর্তাবলী রচনা করতে সফল হল। এই সব শর্ত অনুসারে শ্রমিকেরা মজুরির প্রশ্নে সালিশিতে রাজী হল এবং রেলপথের নিয়মকানুন পরিবর্তনের জন্য তাদের দাবি ভবিষ্যতে আলোচনার জন্য রেখে দিতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু এ বার প্রায় ৩০০,০০০ সদস্যযুক্ত দু'টি সংস্থা 'রেলরোড্ ট্রেইন্‌মেন্' ও

'লোকোমোটিভ এন্‌জিনিয়ার্স' এই চুক্তি মেনে নিতে অস্বীকার করল। তারা ১৮ই মে থেকে কার্যকর ধর্মঘটের নির্দেশ দিল।

১৯৪৩ সালে রুজভেল্টের মত ট্রুম্যান তৎক্ষণাৎ রেলকোম্পানীগুলি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিলেন। ধর্মঘট শুরু হবার আগের দিন সরকার রেলপথগুলি দখল করল এবং প্রেসিডেণ্ট পাঁচদিনের জন্য কাজ বন্ধ রাখা স্থগিত রাখতে সক্ষম হলেন। কিন্তু এই বিরতির মধ্যে রেলশ্রমিকদের অন্য সমস্ত সংস্থা অবিলম্বে মজুরি বৃদ্ধির জন্য পর্ষদের সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও 'রেলরোড্ ট্রেইন্‌মেন্' ও 'লোকোমোটিভ্ এন্‌জিনিয়ার্স' সংস্থা দু'টি মজুরিতে সামঞ্জস্য স্থাপন ছাড়াও তৎক্ষণাৎ নিয়মকানুন বদলাবার প্রয়োজন সম্বন্ধে তাদের দাবি থেকে একচুল সরে আসতে রাজী হল না। ২৩শে মে ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল। রেলগাড়ী-চালকেরা তাদের কাজের শেষে নতুন কোনো গাড়ী চালাতে অস্বীকার করায় সমস্ত রেল পরিবহণ অচল হয়ে পড়ল।

পরদিন প্রেসিডেণ্ট বেতারভাষণের মাধ্যমে রেলগাড়ীচালকদের কাছে শ্রমিক সংস্থার নেতাদের নির্দেশ অমান্য করতে ও কাজে ফিরে যেতে আবেদন জানালেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, "এই ধর্মঘট আপনাদের সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট……। সরকারকে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে, নতুবা নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।" তারপর শ্রমিকদের কাছে চরম প্রস্তাব করা হল। অন্যান্য সংস্থাগুলি যে সব শর্ত গ্রহণ করেছে তাদেরও সে সব শর্ত দেওয়া হবে বলা হল। কিন্তু পরদিন বিকেল চারটার মধ্যে কাজে ফিরে না গেলে সরকার নিজেই রেলপথ পরিচালনার ভার নেবে এবং "এই জরুরী পরিস্থিতিতে যে সকল ব্যক্তি দেশমাতৃকার আহ্বানে সাড়া দিবে" তাদের প্রত্যেকের নিরাপত্তা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সাহায্যে সংরক্ষিত করবে।

কিন্তু তখনও অসন্তুষ্ট শ্রমিক নেতারা—'লোকোমোটিভ এন্‌জিনিয়ার্স' সংস্থার অ্যাল্‌ভান্‌লি জনষ্টন্ এবং 'রেলরোড ট্রেইন্‌মেন'-এর এ এফ হুইটনি তাঁদের সদস্যদের কাজে ফিরিয়ে নেবার কোনো চেষ্টাই করলেন না। প্রায় পঁচিশ বছর আগে অত্যন্ত কঠোর হুকুমনামার প্রয়োগ করা হয়েছিল। তারপর থেকে এ পর্যন্ত ধর্মঘটের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্রুত প্রস্তুতি সমাপ্ত করা হল। চরম প্রস্তাবে প্রদত্ত সময় ঘনিয়ে আসতে থাকলে এবং প্রেসিডেণ্ট তাঁর নীতি বলবৎ করার বিশেষ অধিকার নেবার জন্য কংগ্রেসের কাছে গেলে সমস্ত

দেশ উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কংগ্রেসের এই বিশেষ সংযুক্ত অধিবেশন চাপা উত্তেজনাপূর্ণ ও প্রত্যাশী হয়ে পড়েছিল।

দেশপ্রেমের অভাবের জন্য ধর্মঘটের নেতাদের নিন্দা করে ট্রুম্যান তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, আলাপ-আলোচনা সম্পূর্ণভাবে "দুই ব্যক্তির একগুঁয়ে ঔদ্ধত্যের" জন্য ভেঙ্গে গিয়েছে। জনসাধারণের কল্যাণের পক্ষে বিপজ্জনক যে কোনো জরুরী পরিস্থিতিতে ধর্মঘটের নেতাদের বিরুদ্ধে হুকুমনামার জন্য দরখাস্ত করার সাময়িক অধিকার তিনি প্রার্থনা করলেন। তিনি প্রার্থনা করলেন যে, ধর্মঘটী শ্রমিকদের অগ্রাধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার এবং সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করলে তাঁদের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করার ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হোক। তাঁর বক্তৃতা এতদূর অগ্রসর হলে তিনি হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হলেন। একজন করণিক তাঁকে একটি খুব তাড়াহুড়ো করে লেখা চিরকুট পড়তে দিল এবং নিস্তব্ধ নীরবতার মাঝে তিনি শান্তভাবে ঘোষণা করলেন: "এইমাত্র সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, প্রেসিডেণ্ট প্রস্তাবিত শর্তানুসারে রেল ধর্মঘটের নিষ্পত্তি হইয়াছে।" কিন্তু তাঁর এই ঘোষণার প্রতি অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রায় হিস্টেরিয়া রোগীসুলভ আনন্দধ্বনি মিলিয়ে গেলে ট্রুম্যান ধীরভাবে তাঁব পূর্বলিখিত বক্তৃতা পড়ে চললেন। কোনো ভাবেই নিজের মনোভাব না বদলে তিনি কংগ্রেসকে জানালেন যে, তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলি কঠোর মনে হলেও এই আসন্ন সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হলে বর্তমান পরিস্থিতিতে সেগুলি গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

কংগ্রেসে বক্তৃতা দিতে আসার আগে কী প্রেসিডেণ্ট জানতেন যে, রেলধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়েছে? তাঁর আচরণ তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। সিনেটসদস্য মর্স অভিযোগ করেছিলেন যে, প্রেসিডেণ্টের পরামর্শদাতারা দুপুরের আগেই জেনেছিলেন যে, ঐ দুইটি রেলপথ ভ্রাতৃসংঘ আত্মসমর্পণ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রেসিডেণ্ট শ্রমিক-বিরোধী উত্তেজনা বাড়াবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা চেপে গিয়েছেন। মর্সের মতে এই উত্তেজনার উপরই প্রেসিডেণ্ট তাঁর বিল পাশ হওয়া নির্ভর করছিল বলে মনে করছিলেন। প্রেসিডেণ্টের বাধাপ্রাপ্ত ভাষণ এই সিনেট সদস্যের স্পষ্ট ভাষায় ছিল, "আমি আজ পর্যন্ত যত যাত্রাভিনয় দেখিয়াছি তাহাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম প্রদর্শনীর একটি"। কিন্তু ঘটনাগুলি এত অল্প সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল যে, এ বিষয়ে নির্ভুল বিশ্লেষণ সম্ভব হতে পারে নি। শ্রমিকসংস্থা দু'টি ও মালিকপক্ষের মধ্যে চুক্তি বিকেল ৩-৫৫ মিনিটে স্বাক্ষরিত হয়,

আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয় বিকেল ৩-৫৭ মিনিটে এবং ট্রুম্যানের ঘোষণার সময় ছিল বিকেল ৪-১০ মিনিট।

কংগ্রেসের নিম্নতর কক্ষ ('হাউস অব্ রিপ্রেজেন্টেটিভ্স') তৎক্ষণাৎ প্রেসিডেন্টের আবেদনে সাড়া দিয়েছিল এবং বিপুল ভোটাধিক্যে প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব সমন্বিত একটি বিল দ্রুত পাশ করেছিল। বিলটির পক্ষে ৩০৬টি ভোট ও বিপক্ষে মাত্র ১৩টি ভোট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রেলপথ ধর্মঘটের সমাধান হয়ে যাওয়ায় উচ্চতর কক্ষে ('সিনেট') বিলটির তীব্র বিরোধিতা দেখা গেল। সচরাচর যা হয় অনেকটা তার উপর বিদ্রূপের মত রক্ষণশীল সাধারণতন্ত্রীরা বিশেষ করে সিনেটসদস্য ট্যাফ্‌ট, সরকারের শ্রম নীতিকে শ্রমিকদের প্রতি অন্যায় করার জন্য এবং তাদের নাগরিক অধিকার খণ্ডন করার জন্য নিন্দা করেছিলেন। তাঁদের চাপে নিম্নতর কক্ষ প্রেরিত বিলটি সর্বপ্রথম আমূল সংশোধিত হয়েছিল এবং তারপরও বিরোধী পক্ষ আপত্তি করলে কমিটি গঠন করে বিলটির মৃত্যুর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

উদারপন্থী ও শ্রমিক মহলে ট্রুম্যানের কর্মসূচী প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল। সম্পূর্ণভাবে শ্রমিক-সংস্থাগুলির বিপক্ষে চলে যাবার জন্য প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। 'সি আই ও' সম্মেলনে তাঁকে তিক্ততার সঙ্গে আমেরিকার ব্যাঙ্কব্যবসায়ী ও রেল কোম্পানীগুলির দ্বারা নিযুক্ত পয়লা নম্বরের ধর্মঘটভঙ্গকারী" বলে আক্রমণ করা হয়েছিল। আবার 'রেলরোড ট্রেইনমেন্' সংস্থার ক্ষিপ্ত নেতা এ এফ হুইটনি তাঁকে "একটি রাজনৈতিক দুর্ঘটনা" বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই সংস্থার তহবিলের ৪৭,০০০,০০০ ডলার ট্রুম্যান পুনর্নির্বাচিত হতে চাইলে তাঁকে পরাজিত করার কাজে লাগাবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।

১৯৪৬ সালের গ্রীষ্মকালে আরো কয়েকটি ধর্মঘট ঘটেছিল অথবা ঘটবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। অত্যন্ত জটিল কয়েকটি জাহাজী শ্রমিকদের ধর্মঘট কিছুদিনের জন্য খুবই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল। এসব ধর্মঘটে অ্যাটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে 'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও' দু'টি প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত নাবিক ও বন্দর শ্রমিকেরা অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু একেবারে প্রায় শেষ মুহূর্তে জাহাজ চলাচল প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হতে হতে তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া গিয়েছিল। অন্যান্য বিরোধের মধ্যে ছিল সংঘবদ্ধ 'ট্রান্স ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ' কোম্পানীর বিমান চালকদের ২০,০০০ ডলার বেতন দাবি এবং

হলিউডের ছদ্মবেশশিল্পী ও কেশসজ্জাশিল্পীদের সংস্থার সঙ্গে চলচ্চিত্রের জন্য পোষাকনির্মাতাদের সংস্থার অধিকারক্ষেত্র নিয়ে সংঘর্ষ। প্রধান প্রধান শিল্প-গুলিতে ধর্মঘট সমাপ্ত হবার পর কিন্তু দেশ অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিল।

জাপান পরাজিত হবার ঠিক পরের দিন থেকে শুরু করে বার মাসের রেকর্ড কিন্তু মারাত্মক বলে মনে হয়েছিল। অন্ততঃ ৪,৬৩০টি 'কাজ-বন্ধের' সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল এবং ধর্মঘটী শ্রমিকদের মোট সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল ও ফলে ১২০,০০০,০০০ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল। কিন্তু আর্থিক রূপান্তর কর্মসূচী এসব ধর্মঘটের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলেও উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ সত্যিই শান্তিকালে অভূতপূর্ব স্তরে পৌঁছুতে পেরেছিল। সাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক অস্তিত্বহীন কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াবার কথা ছিল। কিন্তু তার জায়গায় দেখা গেল যে, যুদ্ধফেরৎ অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যসামন্ত বহুলাংশে শিল্পে নিযুক্ত হলো। ১৯৪৬ সালের শেষ নাগাদ কর্মরত অসামরিক শ্রমিক বাহিনীর সংখ্যা ৫৫,০০০,০০০ হয়ে গিয়ে সব সময়ের জন্য রেকর্ড স্থাপন করল।

শিল্পের রূপান্তরে এই সাফল্য কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম অর্জন করতে পারে নি। মজুরি বৃদ্ধি লাভ করে শ্রমিক সম্প্রদায় মূল্যনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার নীতি সাগ্রহে সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু অন্যদিকে শিল্পপতিরা মূল্যনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের প্রবল পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিল। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, এসব নিয়ন্ত্রণের জন্য উৎপাদন বাড়তে পারছিল না এবং স্বাভাবিক প্রতিযোগিতামূলক শক্তিগুলিকে অবাধ সুযোগ দিলেই জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা যাবে। কিন্তু যুদ্ধের সময় যে সব জিনিস পাওয়া যেত না, সে সব জিনিসের জন্য ব্যবহারকদের চাহিদা মেটাতে যতদিন না উৎপাদন সক্ষম হয় ততদিন কী তাদের দাম স্থির থাকবে? শ্রমিকেরা ঘোষণা করল যে, জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়লে আরো মজুরি বৃদ্ধি আবশ্যক হয়ে পড়বে। 'সি আই ও'র সভাপতি মারে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিলেন যে, ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকের সমাধানগুলি "বর্তমান সরকারের মূল্যস্তর বাড়িতে না দেওয়ার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির জন্যই" গ্রহণ করা হয়েছে।

কিছু কিছু মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে তা স্বীকার করা হলেও স্থিরতাস্থাপক কর্মসূচী গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি নাগাদও অত্যন্ত সফল বলে মনে হচ্ছিল। ১৯৪৩ সালের এপ্রিলে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁর মূল্যস্তর বাড়তে না দেবার নির্দেশ ঘোষণা

করেছিলেন। সেদিনের তুলনায় ব্যবহারক দ্রব্যাদির মূল্যের সূচক মাত্র দশ পয়েন্ট বেশি হয়েছিল। 'কিন্তু জাপানের উপর চূড়ান্ত জয়লাভের পর মজুরি বৃদ্ধির সমর্থনে নানাবিধ সুবিধা দেওয়া হলেও এই সূচক মাত্র চার পয়েন্ট বেড়েছিল। মূল্যস্তর ও মজুরির পারস্পরিক সম্পর্কে এই আপেক্ষিক স্থিরতা, তৎকালীন নিয়ন্ত্রণের বিরোধীরা সরকারী নীতি আক্রমণ করতে থাকলে বেশি দিন স্থায়ী হ'ল না।

সরকার ও তার প্রতিপক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা 'ও পি এ'র মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রথমে স্থগিত, তারপর আংশিকভাবে পুনর্প্রতিষ্ঠিত এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহৃত হলে এই ঘটনার দায়িত্ব নিয়ে উত্তপ্ত অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের পালায় পর্যবসিত হয়েছিল। যাই যোক, ১৯৪৬ সালের অক্টোবর নাগাদ সমস্ত স্থিরতাস্থাপক কার্যক্রম অতীতের ইতিহাসে পরিণত হল এবং জীবনযাত্রার ব্যয় লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়ে যেতে লাগল। জুলাই মাসেই ব্যবহারক দ্রব্যাদির মূল্যের সূচক সাত পয়েন্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে আরো চার পয়েন্ট বেড়ে গেল। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি যে মূলস্তর ছিল তার তুলনায় বছরের শেষে ব্যবহারক দ্রব্যমূল্যের সূচক কুড়ি পয়েন্ট উপরে উঠে গিয়েছিল। যে তিন বছর 'ও পি এ'র নিয়ন্ত্রণ কার্যকর ছিল সে সময়ের তুলনায় গত ছ' মাসে মূল্য সূচকে বেশি বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছিল।

শিল্পপতিরা মজুরি বৃদ্ধির জন্য এই পরিস্থিতির দায়িত্ব অনেকটা শ্রমিক সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দিতে চাইল। শ্রমিক সম্প্রদায় বলতে লাগল যে, এজন্য শিল্পপতির মুনাফার অতিরিক্ত লোভই দায়ী। তাদের মধ্যে শত্রুতা বাড়তে থাকলে উভয় পক্ষই বিস্মৃত হয়েছিল যে, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যে চৌত্রিশ শতাংশ বৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয়ে একক প্রভাব হিসাবে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল। বিতর্ক তিক্ত হয়ে উঠল এবং কোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছোনো গেল না। বিতর্কের কুয়াশা থেকে একমাত্র যে সত্য বেরিয়ে এসেছিল তা হচ্ছে উর্ধ্বগামী মুদ্রাস্ফীতির সন্দেহাতীত অস্তিত্ব।

এই পরিস্থিতিতে মজুরি বাড়ালে তা আরো বেশি মূল্যবৃদ্ধি ডেকে আনবে এই মর্মে বার বার সতর্কিত হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক সম্প্রদায় ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠেছিল। ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে তাল রেখে চলার একমাত্র উপায় হিসাবে একটার পর একটা শ্রমিক সংস্থা নতুন দাবি জানাবার প্রস্তুতি চালাতে লাগল। মোটরগাড়ী নির্মাণে নিযুক্ত শ্রমিক ও ইস্পাতকর্মীরা তাদের বর্তমান চুক্তি পুনর্বিবেচনা দাবি করাতে ১৯৪৬ সালের

শরৎকাল নাগাদ মালিকপক্ষকে আর একবার দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করা হল। দ্বিতীয় দফা মজুরি বৃদ্ধির এই দাবি সূত্রপাত করার সন্দেহজনক সম্মান কিন্তু 'সি আই ও' পেতে পারে নি। হঠাৎ লুইস রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন। নভেম্বর মাসে দেশ আবার নিজেকে কয়লার সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি দেখতে পেল। বিগত পাঁচ বছরে কয়লার ব্যাপারে এই ছিল অষ্টতম সঙ্কট।

এই বছরের গোড়ার দিকে সরকারের সঙ্গে যে চুক্তি করা হয়েছিল তার জায়গায় খনিশ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করাবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। ঠিকাদারদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে লুইস বলেছিলেন, "আমরা মূক পশুর মত আপনাদের প্রস্তাব দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিবার জন্য কসাইখানায় যাইতে প্রস্তুত নহি।" 'ইউনাইটেড মাইন্ ওয়ার্কার্স' বলতে শুরু করেছিল যে, মূল্যস্তর ও মজুরির মধ্যে সম্পর্কে পবিবর্তনের ফলে সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির পুনর্বিচার অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। এই সংস্থা মজুরি বৃদ্ধি এবং কার্যকালের হ্রাস নতুন করে দুই-ই দাবি করে বসল। স্বরাষ্ট্রসচিব ক্রাগ্ চুক্তির পুনর্বিচার করতে অস্বীকার করলেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন যে, সরকার যতদিন খনিগুলি পবিচালনা করবে ততদিন এই চুক্তি বৈধ থাকবে। খনি শ্রমিকদেব ধর্মঘট ঘোষণা কবাব আইনসম্মত অধিকার তিনি অস্বীকার করলেন। লুইস তাঁর দৃষ্টিভংগী অপবিবর্তিত রাখায় খনিশ্রমিকেরা তাদের সুপরিচিত "চুক্তি নাই, কাজ নাই" জিগির দিতে দিতে কাজে যাওয়া বন্ধ করতে থাকল। ক্রাগ্ তখন ওয়াশিংটনস্থ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিভাগীয় বিচারালয়ের বিচারপতি টি এলান গোল্ডস্‌বরোর কাছে ধর্মঘট সংক্রান্ত সবরকম কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করার জন্য হুকুমনামা প্রার্থনা কবলেন।

বিরোধটি অত্যন্ত সঙ্কটজনক ছিল। এবার লুইসের কাছে হার স্বীকার না কবতে বদ্ধপরিকর হয়ে সরকার বলতে লাগল যে, কয়লা খাদে না যাওয়ায় খনি শ্রমিকদের এই আচরণের ফলে ধর্মঘটটি গুরুতরভাবে জনসাধারণের কল্যাণ বিপন্ন করেছে এবং একারণে তা যথাযথভাবে হুকুমনামার প্রযোগক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে। শ্রমিক সংস্থা প্রবল প্রতিবাদ করল যে, এ ধরনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে নরিস-লা গুয়ারডিয়া আইনের পরিপন্থী। কারণ, এই আইন শিল্প বিরোধে হুকুমনামার প্রয়োগ নিষিদ্ধ করেছিল। শ্রমিক সংস্থা আরো বলেছিল যে, তারা সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে নি, কারণ, খনিগুলির উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত মামুলি ধরনের ও উপর উপর ছিল। সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি

হওয়া সত্ত্বেও ধর্মঘট চলতে থাকলে, এই মূল প্রশ্নটির সমাধান অন্বেষণ বিচারালয়ে সরে গেল। সমস্ত দেশ উদ্বিগ্ন হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট এবং 'ইউনাইটেড মাইন্ ওয়ার্কার্স'-এর সভাপতির মধ্যে এ পর্যন্ত যত সংঘর্ষ হয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে সুস্পষ্ট সংঘর্ষের ফলাফলের অপেক্ষা করতে লাগল।

আইনের বিষয়ে তর্ক বিতর্ক অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিচারপতি গোল্ডস্‌বরো রায় দিলেন যে, যেখানে সরকার বিরোধের এক পক্ষ, সেখানে নরিস্-লা গুয়ারডিয়া আইন প্রয়োগ করা যায় না এবং নিজ সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারে সরকার শ্রমিক সংস্থাকে "জাতীয় বিপর্যয়" থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে। লুইস্ তখনও আদালতের আদেশ মানতে অস্বীকার করায় তাঁকে আদালত অবমাননার জন্য অভিযুক্ত করা হল এবং আনুষ্ঠানিক বিচারের পর তিনি দোষী প্রমাণিত হলেন। 'ইউনাইটেড মাইন্ ওয়ার্কার্স'-এর ৩,৫০০,০০০ ডলার ও লুইসের নিজের ১০,০০০ ডলার জরিমানা হয়েছিল।

এসব ঘটনার ফলে সৃষ্ট এই অত্যন্ত আবেগপূর্ণ আবহাওয়ায় খনি শ্রমিকদের মনোভাব নিয়ে পূর্ববর্তী বিতর্কের চেয়েও হুকুমনামার ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক বেশি প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল। লুইস্ আদালতে ঘোষণা করেছিলেন যে, "যাহাকে 'হুকুমনামার সাহায্যে দেশ শাসনের' ঘৃণ্য পুনরুত্থান বলা যাইতে পারে" তা তিনি কোনো মতেই মেনে নেবেন না। 'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও' দু'টি প্রতিষ্ঠানে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জনপ্রিয় না হলেও তাঁর মনোভাব সাধারণভাবে শ্রমিকেরা সমর্থন করেছিল। অন্যদিকে বিচারপতি গোল্ডস্‌বরো কর্তৃক ধর্মঘটটিকে "অশুভ, পৈশাচিক, বিকট···গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রতি ভীতিপ্রদর্শন বিশেষ" বলে বর্ণনাও জনসাধারণের মনে ব্যাপক সাড়া জাগাতে পেরেছিল। কিছুদিন পর্যন্ত খনিশ্রমিকেরা খাদে যাওয়া বন্ধ রেখেছিল। কিন্তু আদালত অবমাননার জন্য অভিযুক্ত হবার তিনদিন পর আবার সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে লুইস্ তাদের কাজে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবিলম্বে সুপ্রীম কোর্টে আপীলের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল এবং লুইস বলেছিলেন যে, তিনি চান যেন সুপ্রীম কোর্ট "আর্থিক সঙ্কটের আতঙ্ক ও উত্তেজনাপ্রসূত জনসাধারণের চাপ হইতে" মুক্ত থেকে মামলাটি বিচার করে।

শেষ পর্যন্ত, সুপ্রীম কোর্ট হুকুমনামা জারি করা ও লুইস এবং 'ইউনাইটেড মাইন্ ওয়ার্কার্স'কে এই হুকুমনামা অমান্য করার জন্য

আদালত অবমাননার অপরাধে অপরাধী ঘোষণা করা, এই দু'টি বিচারেই বিচারপতি গোল্ডস্‌বরোর রায় বজায় রেখেছিল। যদিও এই সিদ্ধান্তের পক্ষে পাঁচটি ও বিপক্ষে চারটি ভোট ছিল, তা'হলেও এই নীতি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়ে গেল যে, জাতীয় কল্যাণ ও নিরাপত্তা কোনো ধর্মঘট দ্বারা বিপন্ন হলে নরিস্‌-লা গুয়ারডিয়া আইন সরকারকে হুকুমনামা প্রার্থনা করা থেকে নিরস্ত করতে পারে না। যাই হোক ধর্মঘট পাকাপাকিভাবে প্রত্যাহার করার শর্তে 'ইউনাইটেড্‌ মাইন ওয়ার্কার্স'-এর জরিমানা কমিয়ে ৭০০,০০০ ডলার করা হয়েছিল এবং ১৯শে মার্চ লুইস্‌ অবশেষে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন।

তিনি সাময়িকভাবে পিছু হটতে বাধ্য হলেও কয়লা-ঠিকদারদের সঙ্গে তাঁর দরকষাকষির ক্ষমতা সামান্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। স্মিথ-কনালী আইন তামাদি হয়ে যাওয়ায় খনিগুলি ১৯৪৭ সালের ৩০শে জুন ব্যক্তিগত মালিকানায় ফিরে গেলে তিনি মজুরি বাড়িয়ে, কাজের সময় কমিয়ে এবং খনি শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিলে অধিকার-ভাগধেয় বাড়িয়ে নিয়ে একটি নতুন চুক্তি রচনায় সফল হয়েছিলেন।

কয়লা বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আগেই অনেকটা গত বছরের অনুরূপ পরিস্থিতিতে অন্যান্য শ্রমিক সংস্থা দ্বিতীয় দফা মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানাতে লাগল। ১৯৪৬ সালের গোড়াব দিকের তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় আবার শতকরা আঠার ভাগ বেড়ে গিয়েছিল এবং মুদ্রাস্ফীতি তখনও অব্যাহত থাকায় শ্রমিক সম্প্রদায় পুনরায় মনে করতে শুরু করল যে, ব্যবসায় মুনাফা ক্রমাগত বেড়ে চললেও তাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। এসময়ে সাধারণতঃ মজুরি শতকরা তেইশ ভাগ বাড়াবার জন্য দাবি জানানো হচ্ছিল এবং শ্রমিকেরা জোর দিয়ে বলছিল যে, উৎপন্ন দ্রব্যের দাম আর না বাড়িয়েই শিল্পপতিরা এই মজুরি বৃদ্ধি মেনে নিতে সক্ষম। তাদের এই দাবি যে সব আর্থিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল ছিল, তারমধ্যে রবার্ট আর ন্যাথানের বিখ্যাত রিপোর্ট উল্লেখযোগ্য। এই রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, ব্যবসায়ে মুনাফা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে গেছে। মালিকপক্ষ শুধু তাদের পুরোনো কথার পুনরুক্তি করে বললো যে, আরো মজুরি বৃদ্ধি অনিবার্যভাবে মূল্য বৃদ্ধিতে পরিণত হবে। মনে হয়েছিল দেশ যেন মুদ্রাস্ফীতির বিষচক্রে ধরা পড়েছে। শিল্পপতিরা বেশি মুনাফা অর্জন করুক অথবা শ্রমিক সম্প্রদায় বেশি সুযোগ-সুবিধা আদায় করুক, ব্যবহারক জনসাধারণ দেখতে পেলে যে, উভয়ক্ষেত্রেই

দ্রব্যাদির জন্য তাদের ক্রমেই ঊর্ধ্বগামী দাম দিতে হচ্ছে। উচ্চ আয়ের কর্মচারী হিসাবে শ্রমিকেরা যেটুকু লাভ করছিল ব্যবহারক হিসাবে তাদের যে তার চেয়ে বেশি লোকসান দিতে হচ্ছিল সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল না। কিন্তু জীবনযাত্রার ব্যয়ের তাৎক্ষণিক চাপ তাদের মনে কোনো অনুতাপের সৃষ্টি না করে নতুন নতুন দাবি পেশ করতে বাধ্য করেছিল।

তা'হলেও ১৯৪৬ সালের তুলনায় ১৯৪৭ সালে শ্রমিক সম্প্রদায় ও মালিকপক্ষ অপেক্ষাকৃত আপোষমূলক মনোভাব অবলম্বন করেছিল। পূর্ববর্তী বছরে মজুরির মতই শ্রমিক সংস্থার নিরাপত্তার প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দ্বিতীয় প্রশ্নটি আর গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। শ্রমিক সম্প্রদায় নিজেদের ক্ষমতা প্রমাণ করেছিল এবং চিরস্থায়ী মজুরিসংক্রান্ত বিরোধের কোনো পক্ষই আবার সকলের পক্ষে ক্ষতিকর ধর্মঘটগুলির প্রাদুর্ভাব দেখতে চায় নি। ফলে প্রধান প্রধান শিল্পে যৌথ দরকষাকষির সাহায্যে গ্রহণযোগ্য আপোষে পৌঁছোন গিয়েছিল। এসব মিটমাটের দ্বারা শ্রমিকদের মজুরি গড়ে ঘণ্টা-পিছু ১৫ সেণ্ট বাড়ানো সম্ভব হয়েছিল।

এই সুবিধালাভ উল্লেখযোগ্য হলেও, এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, শ্রমিকেরা তাদের যুদ্ধকালীন অবস্থায় ফিরে যেতে পেরেছিল। শ্রম-সচিব তাঁর বাৎসরিক বিবরণীতে বলেছিলেন যে, উৎপাদনশিল্পে গড় সাপ্তাহিক পারিশ্রমিক ১৯৪৬ সালের জুন থেকে ১৯৪৭ সালের জুনের মধ্যে ৪৩·৩১ ডলার থেকে বেড়ে ৪৯·৫৩ ডলার হলেও ক্রয়ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে পাঁচ শতাংশ কমে গিয়েছিল। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি ১৯৪৬-৪৭ সালের মজুরি বৃদ্ধির ফলে লব্ধ সকল সুবিধা এবং পার্ল হার্বারের সময় হইতে লব্ধ শ্রমিকদের সুবিধার একটি বৃহৎ অংশ মুছিয়া ফেলিয়াছে।" আবার, 'শ্রমসংক্রান্ত পরিসংখ্যান দপ্তর' ('ব্যুরো অব্ লেবার ষ্ট্যাটিস্টিক্স') জানিয়েছিল যে, ১৯৪৭ সালের জুনমাসে চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি শ্রমিক পরিবারের গড় বাৎসরিক আয় ছিল প্রায় ২,০০০ ডলার। কিন্তু এ সময়ে দেশের সর্বত্র শহরাঞ্চলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও ন্যায্য আরামলাভের পক্ষে যথেষ্ট বাৎসরিক গড় বাজেট হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩,০০৪ ডলার থেকে ৩,৫৫৮ ডলার।

মজুরিসংক্রান্ত এ সব নিষ্পত্তির পর নাবিক, বন্দর শ্রমিক ও জাহাজ নির্মাণে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটে পরিণত হয়েছিল। এসব বিরোধ পুনরায় বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থার মধ্যে সংঘর্ষের সঙ্গে অত্যন্ত জটিলভাবে

জড়িয়ে পড়েছিল। সমস্ত দেশ জুড়ে চুক্তি করবার ব্যর্থ চেষ্টায় টেলিফোন কর্মীদের একটি সত্যাগ্রহ কিছুদিনের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপন্ন করে তুলেছিল। কিন্তু সাধারণভাবে ১৯৪৭ সাল অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ ছিল বলা যায়। এ বছরের প্রথম ছয় মাসে ধর্মঘটের ফলে নষ্ট সময়ের পরিমাণ ছিল মোট শ্রম সময়ের মাত্র ০.৫ শতাংশ। ১৯৪০ সালে এই পরিমাণ ছিল ২.৪ শতাংশ। ১৯৪৭ সালের পরবর্তী ছয় মাসে সমস্ত দেশ বা কোনো শিল্প জুড়ে একটি ধর্মঘটও দেখা যায় নি।

সাধাবণ পরিস্থিতিতে এ ধরনের এতটা উন্নতি দেখা গেলেও সাধারণ মানুষ একবার সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের আর্থিক রূপান্তর কর্মসূচী প্রায় অচল করে ফেলতে দেখেছিল বলে এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে চাইল না। যুদ্ধের শেষ কয়েকটি বছবে যে শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৪৬ সালে প্রধান প্রধান শিল্পে ধর্মঘটের প্রাদুর্ভাবে তা আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল। কারণ, জনসাধারণ বুঝতে পেরেছিল যে এ সব ধর্মঘটে তাদের স্বার্থ শ্রমিকেরা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছে। তখনও নীতির দিক দিয়ে শ্রমিক সংস্থা সংগঠনের বিরোধ কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল উপাদান হয়তো শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতি এই বিরূপ মনোভাব জাগাতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু তাহলেও বারবার জনমত নির্ধাবণের জন্য অনুষ্ঠিত ভোট গ্রহণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—মার্কিন দেশবাসী ব্যাপকভাবে এই মত পোষণ করছিল যে, শ্রমিক সম্প্রদায় তাদের ক্ষমতার অনুপাতে দায়িত্বজ্ঞান প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কয়লা, রেলপথ, ইস্পাত অথবা অন্য যে কোনো শিল্পেই হোক না কেন, যেসব দেশব্যাপী ধর্মঘট জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিপন্ন করে সেগুলি সহ্য করা অত্যধিক বিপজ্জনক বলে ধারণা হয়েছিল। ক্রমেই একটা দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল যে, একটি সংঘবদ্ধ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়, যদিও শ্রমিকদের ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব সম্পন্ন এই শক্তি, যাতে জাতির আর্থিক ব্যবস্থার উপর নিজেদের খামখেয়াল অনুসারে আধিপত্য বিস্তার না করতে পারে সে জন্য কিছু উপায় উদ্ভাবন করা অত্যাবশ্যক। অতীতে সরকার বিশাল ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য হয়েছিল। এসময়ে সরকারকে বিশাল শ্রমিক সংস্থার অনুরূপ চ্যালেঞ্জের সাড়া দিতে বলা হল।

শ্রমিক সংস্থাগুলির উপর আরো কার্যকর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করার জন্য জনসাধারণের দাবি আবার কংগ্রেসে প্রতিফলিত হল। ওয়াগনার আইন যে কেবল

নিয়োগকর্তাদের শ্রমসংক্রান্ত অন্যায় আচরণ বেআইনী করেছিল তা সবাই স্বীকার করত। ১৯৪৬ সালের সঙ্কটের সময় সমস্ত আর্থিক রূপান্তর কার্যক্রম অচল হবার উপক্রম হলেই এই আইন সংশোধনের জন্য আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে কংগ্রেসের নিম্নতর কক্ষ প্রতিনিধি কেইস্ কর্তৃক প্রস্তাবিত একটি কঠোর বাধানিষেধমূলক বিল গ্রহণ করল। ধর্মঘটের আসন্ন বিপদ এড়িয়ে যাবার পর এই ব্যবস্থা নিয়ে অগ্রসর হওয়া স্থগিত রাখা হল। কয়লা ও রেলপথ শ্রমিকদের ধর্মঘট আবার জনসাধারণের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠলে কিন্তু উচ্চতর কক্ষ (সিনেট) নিম্নতর কক্ষের পূর্বোক্ত বিলটি বিবেচনা করার পর গ্রহণ করেছিল। মে মাসের ২৯ তারিখে কেইসের বিলটি প্রেসিডেন্টের কাছে তাঁর স্বাক্ষরের জন্য পাঠানো হয়েছিল। অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে এই বিলে একটি 'যুক্তরাষ্ট্রীয় মধ্যস্থতা পর্ষৎ' ('ফেডারেল মিডিএশন্ বোর্ড') স্থাপন, যে কোনো ধর্মঘট আহ্বান করার আগে উত্তেজনা উপশমের জন্য ষাট দিনের বিরতির আয়োজন অন্তর্গত করা হয়েছিল। বিলটি এই পরিস্থিতিতে কোনো শ্রমিক তার কাজ ছেড়ে গেলে ওয়াগ্নার আইন অনুসারে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে বলে ঘোষণা করেছিল, সহানুভূতি প্রদর্শন করে বয়কট ও অধিকার ক্ষেত্র নিয়ে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করেছিল এবং হিংসাত্মক ও বাধাদয়ী পিকেটিং নিবারণ করার জন্য হুকুমনামা প্রয়োগ করার ক্ষমতা দিয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বিলটি নাকচ করে দিলেন। ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করার জন্য তাঁর নিজের আপৎকালীন প্রস্তাবের চেয়ে এই বিলটি অপেক্ষাকৃত কম্ কঠোর হলেও তিনি মনে করেছিলেন যে, একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে এই প্রস্তাব শ্রমিক সংস্থাগুলির উপর অনর্থক বাধানিষেধ আরোপ করতে চায়। তিনি আরো মনে কছিলের যে, এই বিল শ্রমিক বিরোধের কারণ দূর না করে প্রকৃতপক্ষে তার লক্ষণ নিয়েই ব্যস্ত। প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসকে বলেছিলেন যে, শিল্পজগতে শান্তি নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত যে কোনো দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী শ্রমিক সংস্থার নিরাপত্তার মূল নীতিটি রক্ষা করতে বাধ্য।

তাঁর এই নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস কেইস্ বিল পাশ না করলেও এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে চাইল না। ১৯৪৬ সালের অন্তবর্তী নির্বাচনে সাধারণতন্ত্রীদের জয়লাভ ও শ্রমিকবিরোধী শক্তিগুলিকে প্রবল করে তুলেছিল এবং নতুন বছর শুরু হলে শ্রমিক সংস্থাগুলিকে খর্ব করার আন্দোলন নতুনভাবে জেগে উঠল। বস্তুতঃ, কোনো কোনো মহলে এই নির্বাচনের ব্যাখ্যা করে বলা

হয়েছিল যে, জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে এই নির্বাচনের দ্বারা, গত চোদ্দ বছরে শ্রমিকেরা সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত রকমের বেশি সুযোগসুবিধা আদায় করে নেওয়ায় জনসাধারণের উপর যে অবিচার হয়েছিল, তার প্রতিকারের জন্য কঠোর ব্যবস্থাবলম্বনের অনুজ্ঞা জানিয়েছিল। শুধু যে কংগ্রেস নতুন আইন রচনা করেছিল তাই নয়, ১৯৪৭ সালে প্রায় ত্রিশটি রাজ্যে বিভিন্ন বাধানিষেধ আরোপ করে বহু আইন পাশ করা হয়েছিল।

তাদের স্বার্থে এই বিপদ সম্বন্ধে শ্রমিক সম্প্রদায় অবিলম্বে সজাগ হয়ে উঠেছিল এবং "শ্রমিক আন্দোলনকে ধ্বংস, অথবা অন্ততঃ উহাকে পঙ্গু করিয়া ফেলিবার জন্য সুপরিকল্পিত ভয়াবহ চক্রান্ত" বলে অভিহিত অভিযানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবার ডাক বার বার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইন বিভাগ ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইন বলে পরিচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করল। নিম্নতর কক্ষে গৃহীত এই আইনের অপেক্ষাকৃত কঠোর অংশগুলি পরে উচ্চতর কক্ষ বহুলাংশে সংশোধন করেছিল। কিন্তু তা'হলেও শ্রমিকদের বন্ধুদের মতে এই বিল ছিল অন্যায়। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বিলটি নাকচ করলেন। তিনি জানালেন যে, প্রস্তাবিত বিলটির উদ্দেশ্য শ্রমিক সংস্থাগুলিকে দুর্বল করা ও এই বিল শ্রমিকদের মৌলিক অধিকাবের আইনসম্মত রক্ষাকবচ থেকে তাদের বঞ্চিত করে ধর্মঘট দূর করার চেয়ে তাতে উৎসাহই দেবে বেশি এবং "দবকষাকষির জন্য আয়োজিত প্রতিটি আলোচনা-চক্রে সরকারকে অবাঞ্ছিত অংশগ্রহণকারীতে পরিণত করবে।" তিনি বললেন যে, এই বিলের ধারাগুলি "মারাত্মক ও শ্রমিকদের পক্ষে অকল্যাণকর, পরিচালকদের পক্ষে অকল্যাণকর এবং দেশের পক্ষে অকল্যাণকর।" কিন্তু এবার কংগ্রেস নিজেদের মত অনুযায়ী অগ্রসর হতে বদ্ধপরিকর ছিল। প্রেসিডেণ্টের মনোভাবের প্রতি প্রচণ্ড আক্রমণ এবং তথ্যবিকৃতির খোলাখুলি অভিযোগের পটভূমিকায় তাঁর আপত্তিতে কর্ণপাত না করে ১৯৪৭ সালের ২৩শে জুন তাঁর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিলটি পাশ করা হল।

ট্যাফ্‌ট্‌-হার্টলি আইন ছিল একটি দীর্ঘ ও অত্যন্ত জটিল ব্যবস্থা এবং তার অজস্র ধারা-উপধারার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ধাঁচ খুঁজে বের করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়েছিল। এই আইনের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের দর-কষাকষির ক্ষমতার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা। এই উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে ওয়াগ্‌নার আইনে শ্রমিকদের যে সব মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হল না। কিন্তু নিয়োগকর্তাদেরও অনুরূপ অধিকার দিয়ে ভারসাম্য

বজায় রাখার চেষ্টা করা হল। অথবা আর একভাবে বলতে গেলে পূর্ববর্তী আইনটি যেখানে শুধু নিয়োগকর্তাদের অন্যায় আচরণ নিয়ে সংশ্লিষ্ট ছিল, নতুন আইনটি সে জায়গায় শ্রমিক সংস্থার অন্যায় আচরণ নিয়েও মাথা ঘামিয়েছিল। অতঃপর শ্রমিক সংস্থাগুলিকে নিয়োগকর্তাদের কোনো কাজে বাধ্য করতে দেওয়া হবে না, যৌথভাবে দরকষাকষি করতে অসম্মত হতে দেওয়া হবে না, সদস্যদের কাছ থেকে অত্যধিক চাঁদা আদায় করতে দেওয়া হবে না অথবা সহানুভূতি প্রকাশ করার জন্য গৌণ বয়কট অথবা অধিকারক্ষেত্র নিয়ে ধর্মঘট করতে দেওয়া হবে না বলে স্থির করা হল। অন্যদিকে নিয়োগকর্তারা যথাযথভাবে অনুমোদিত শ্রমিক সংস্থা স্বীকার করতে ও তার সঙ্গে দরকষাকষি করতে বাধ্য থাকলেও প্রতিশোধ নেবার ভয় অথবা সুবিধা দেবার প্রলোভন না দেখানো পর্যন্ত তাদের শ্রমিক সংস্থার সংগঠন সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছিল। আবার, দরকষাকষির জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নিয়োগকর্তাদেরও আবশ্যক ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু শ্রমিকসংস্থার নিরাপত্তা তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে অতিরিক্ত বাধানিষেধ আরোপ দ্বারা দরকষাকষির ক্ষমতায় ভারসাম্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে নতুন আইন এই প্রয়াসের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। শুধু যে 'সীমাবদ্ধ কারখানার' নীতি স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল তাই নয়, কর্মীদের শ্রমিকসংস্থার সদস্য হতে বাধ্য করার বিরুদ্ধেও কঠোর ও অত্যন্ত জটিল বাধানিষেধ প্রয়োগ করা হয়েছিল। উপরন্তু, শ্রমিক সংস্থাগুলিকে কোনো চুক্তির সমাপ্তি ঘোষণা করতে হলে অথবা তা সংশোধন করতে চাইলে ষাট দিনের নোটিশ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং চুক্তিভঙ্গের জন্য তাদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনতে পারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাজনৈতিক নির্বাচন-অভিযানের জন্য চাঁদা দিতে বা অন্য কোনো ভাবে অর্থব্যয় করতে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল এবং তারা সাম্যবাদীদলের সদস্য নয় এই মর্মে শ্রমিকসংস্থার কর্মচারীদের আদালতে হলফ-পত্র স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

আইনটির দ্বিতীয় ভাগে জাতির পক্ষে বিপজ্জনক ধর্মঘটের মোকাবিলা করার জন্য বিশদ কর্মপদ্ধতির ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। কোনো ধর্মঘট একটি সম্পূর্ণ শিল্প অথবা শিল্পটির উল্লেখযোগ্য অংশকে প্রভাবিত করলে এবং জাতীয় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিপন্ন করছে বলে মনে হলে প্রেসিডেন্টকে একটি অনুসন্ধান-পর্ষৎ নিযুক্ত করার অধিকার দেওয়া হল। প্রেসিডেন্ট পর্ষদের প্রাথমিক রিপোর্ট পাবার পর

ধর্মঘটসংক্রান্ত কার্যকলাপ ষাট দিনের জন্য বন্ধ রাখার উদ্দেশ্যে অ্যাটর্ণি-জেনারেলের মাধ্যমে হুকুমনামার জন্য আবেদন করার ক্ষমতা পেলেন। এই বিরতির মধ্যে কোনো মীমাংসা না হলে, হুকুমনামাটি আরো কুড়িদিন বাড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং নিয়োগকর্তাদের চূড়ান্ত প্রস্তাব গ্রহণের প্রশ্নে সমস্ত কর্মচারীদের মত জানবার জন্য গোপন ভোটপত্রের সাহায্য নেবার আয়োজন করা হয়েছিল। মিটমাটের এ সব ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে প্রেসিডেণ্টকে কংগ্রেসের কাছে একটি বিশদ রিপোর্ট পাঠাতে বলা ছাড়া আইনে আর কোনো কাজের ব্যবস্থা ছিল না। প্রেসিডেণ্ট "বিবেচনা ও যথোপযুক্ত কর্মসূচী অবলম্বনের জন্য নিজের মতানুসারে সুপারিশও" এই রিপোর্টের সঙ্গে করতে পারেন, এ কথা আইনে বলা হয়েছিল।

অবশেষে, 'জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষৎ'কে প্রসারিত করে এবং শ্রমসংক্রান্ত সব রকম অন্যায় আচরণের জন্য একজন বিশেষ পরামর্শদাতা (আইন ব্যবসায়ী) নিযুক্ত করে কয়েকটি প্রশাসনিক পরিবর্তন করা হয়েছিল। একটি নতুন ও আত্মনির্ভর যুক্তরাষ্ট্রীয় মধ্যস্থতা ও বিরোধ দূরকারী কৃত্যক ('ফেডারেল মিডিএশন্ অ্যাণ্ড কনসিলিএশন্ সারভিস') স্থাপন করা হয়েছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য কোনো শিল্পবিরোধের দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত হবে, এই আশঙ্কা দেখা দিলে এই কৃত্যককে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

কংগ্রেসে প্রথমবার বিতর্কের সময় এবং বিশেষ করে প্রেসিডেণ্টের (ভেটো) প্রতিষেধ ও বিলটি পুনরায় বিবেচিত হবার অন্তর্বর্তীকালে এই আইনটিতে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলি নিয়ে সমস্ত দেশে উত্তেজিত বাগ্‌বিতণ্ডার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। 'ন্যাশনাল এসোসিয়েশন্ অব্ ম্যানুফ্যাকচারার্স'-এর নেতৃত্বে নিয়োগকর্তাদের সমিতিগুলির সমস্ত শক্তি এই বিল আইনে পরিণত করার প্রচেষ্টার পেছনে প্রয়োগ করা হয়েছিল। 'এ এফ অব্ এল্' এবং 'সি আই ও' অদম্যভাবে বিলটি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল এবং বিলটি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করার দাবি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে প্রস্তুত ছিল না। মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সম্প্রদায় উভয় দলই কংগ্রেসের শুনানিতে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল, নিজ নিজ দৃষ্টিভংগী জনসাধারণের কাছে পেশ করার জন্য বেতার কোম্পানীগুলোর কাছথেকে সময় ভাড়া করেছিল এবং নিজেদের অবস্থা জানাবার জন্য সংবাদ-পত্রের পূর্ণ পৃষ্ঠা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল।

বিলটির সমর্থকদের মতে প্রস্তাবিত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে

কিছুটা ন্যায়বিচার ফিরিয়ে আনার অতিরিক্ত অন্য কিছু ছিল না। সিনেট্-সদস্য ট্যাফ্‌ট বলেছিলেন, "এই বিল কেবল শ্রমিক সংস্থাদের পূর্বে যে সকল কায়েমী সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল সেইগুলি কমাইতে চাহে।" অন্য দিকে শ্রমিক সম্প্রদায় সব রকমের শ্রমিক অন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপূর্ণ আক্রমণ বলে বিলটির ব্যাখ্যা করেছিল। 'এ এফ অব্ এল্' ঘোষণা করেছিল, "এই দেশের প্রতিক্রিয়াশীল পক্ষগুলি আমেরিকার স্বাধীন শ্রমিক সম্প্রদয়ের সহিত চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে।"

শ্রমিকদের দিকে একটি মূল দুর্বলতা থেকে গিয়েছিল। জনসাধারণের সমর্থনলাভের জন্য ও শ্রমিক সংস্থার নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর কোনো আইনের বিরোধিতা গড়ে তোলার জন্য অভিযান বড় বেশি দেরী করে আরম্ভ করা হয়েছিল। ওয়াগ্‌নার আইন সংশোধনের আন্দোলনের জন্য শ্রমিক-সংস্থাবিরোধী নিয়োগকর্তা ও 'ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব্ ম্যানুফ্যাকচারার্স'কে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করে, 'এ এফ অব্ এল্' অথবা 'সি আই ও' কোনো প্রতিষ্ঠানই, শ্রমিকদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা সম্বন্ধে জনসাধারণের দুশ্চিন্তার ব্যাপকতার পূর্ণ ধারণা করতে পারে নি। বিভিন্ন শিল্পে ব্যাপক ধর্মঘট মূলতঃ জনকল্যাণকর সেবামূলক কার্যকলাপে বাধা দিলে জনসাধারণের মধ্যে যে প্রায় সর্বজনীন ব্যর্থতাবোধ দেখা দেয় তা বহুলাংশে অবহেলা করা হয়েছিল। আরো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ছিল এই যে, শ্রমিক সম্প্রদায় ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইনের কোনো বিকল্প ব্যবস্থার প্রস্তাব করতে পারে নি। যুদ্ধোত্তর যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের রণকৌশলের সামঞ্জস্য বিধানে এবং ওয়াগ্‌নার আইনের ধারাগুলির কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন স্বীকার করতে শ্রমিক সম্প্রদায় অনিচ্ছুক অথবা অপারগ ছিল। অপেক্ষাকৃত আপোষমূলক নীতি গৃহীত হলে জনমতকে ওয়াগ্‌নার আইনের কিছুটা সংশোধন করার পক্ষে পরিচালিত করা যেত। এ ধরনের সংশোধন শ্রমিক সংস্থার নিরাপত্তা বিপন্ন না করে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করতে পারত। সেপ্টেম্বর মাসে গৃহীত জনমত নির্ধারণের জন্য ভোটগ্রহণে জানা গিয়েছিল যে, যাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং যারা ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইনের কথা শুনেছিল, তাদের শতকরা তিপ্পান্ন ভাগের বিশ্বাস ছিল যে, এই আইন হয় পরিবর্তন করা উচিত, না হয় একেবারেই রদ করে দেওয়া উচিত। কিন্তু শ্রমিকদের অনুসৃত নীতি এ ধরনের সুপ্ত সমর্থন জয় করতে অথবা কার্যকরভাবে তা নিজেদের কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছিল।

'এ এফ অব্ এল' এবং 'সি আই ও'র মিলন

একটার পর একটা বছব কেটে গিয়ে বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক অতিক্রান্ত হয়ে গেলে, ট্যাফ্ট্-হার্টলির ছায়া সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনেব উপব পড়া সত্বেও মার্কিন সমাজে শ্রমজীবীদের মর্যাদার ক্রমোন্নতি ব্যাহত হয় নি। বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষ ও পঞ্চম দশকের গোড়ারদিকের দ্রুত প্রসারের হার শ্রমিক সংস্থাগুলি বজায় না রাখতে পারলেও সদস্যদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে প্রায় এককোটি আশি লক্ষে দাঁড়িয়েছিল এবং যৌথ দরকযাকষিব সাহায্যে যে সব শ্রমিকের কাজেব শর্তাবলী নির্ধারিত হয় তাদেব অনুপাতও অবিচলিতভাবে ক্রমেই বেড়ে চলছিল। যুদ্ধোপকবণ-নির্মাণব্যয় ও বৈদেশিক সাহায্য অপ্রত্যাশিত-ভাবে স্থির আর্থিক পরিস্থিতির জন্য কতটা দায়ী তা নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও এই পটভূমিকায় শ্রমিকসংস্থাগুলির কার্যকলাপ মজুরির সাধারণ গড়ে এবং আরো বেশি প্রান্তিক সুবিধালাভে যথেষ্ট উন্নতি সম্ভব করে তুলতে সফল হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে না হোক, আর্থিক দিক দিয়ে, সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের শক্তি ও প্রভাব পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য সবক্ষেত্রেই পরিচালকবৃন্দ মজুরি ও কাজের শর্তাবলী নির্ধারনের স্বাভাবিক পদ্ধতি হিসাবে নিয়মিতভাবে যৌথ দরকষাকষির আশ্রয় নিয়েছিল। ইতিহাসে পূর্ববর্তী যে কোনো যুগের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির বিরাট প্রভেদ হয়ে দাঁড়াল এই যে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে রক্ষণশীল মুখপত্রও জাতির আর্থিক ব্যবস্থায় ও মার্কিন সমাজের আরো ব্যাপক উদ্দেশ্যসাধনে শ্রমিকসংস্থাগুলির মূল ভূমিকা মেনে নিয়েছিল। 'ফরচ্যুন' পত্রিকার সম্পাদকরা ঘোষণা করলেন যে, শ্রমিক সংস্থাগুলির ক্ষমতা ও সুনামবৃদ্ধিই "আধুনিক আবাধ উদ্যোগভিত্তিক ব্যবস্থার একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।"

শতাব্দীর মাঝামাঝি এইসব ঘটনা প্রমাণ করেছিল যে, সমালোচকের দল ট্যাফ্‌ট্-হার্টলি ব্যবস্থাকে "শ্রমিকদের ক্রীতদাসে পরিণত করার" বিল বলে নিন্দা করলেও প্রকৃতপক্ষে এই আইন ততটা খারাপ ছিল না। কিন্তু তা'হলেও 'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও' উভয় প্রতিষ্ঠানই এই আইনের বিরুদ্ধে নিজেদের অভিযান মুহূর্তের জন্যও শিথিল করে নি। এই আইন রদ করার জন্য কংগ্রেসের উপর যতদূর সম্ভব চাপ দেওয়া হয়েছিল এবং সে সময়ের রাজনৈতিক দলবিন্যাসে এই প্রশ্ন রক্ষণশীল ও উদারপন্থী উপাদানের মধ্যে বিরোধের সবচেয়ে সুস্পষ্ট বিষয়ের একটি হয়ে দাঁড়াল। ১৯৪৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে এলে দু'টি প্রধান দলকেই এ বিষয়ে মনস্থির করতে বাধ্য করা হয়েছিল। গণতন্ত্রীরা সোজাসুজি ট্যাফ্‌ট্-হার্টলি আইন বাতিল করতে চাইলে এবং তাদের দল "শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য আইন রচনার প্রসঙ্গে আরো চিন্তা" সমর্থন করবে এই মর্মে ঘোষণা করা ছাড়া অন্য কোনো প্রত্যক্ষ বিবৃতি দিতে সাধারণতন্ত্রীরা অস্বীকার করলে, এই প্রশ্নেই বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকের মূল রাজনৈতিক ধাঁচ প্রতিফলিত হয়ে পড়ল।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের অপ্রত্যাশিত জয়লাভে শ্রমিক সম্প্রদায়ের আশা হয়েছিল যে, আইনটি এ বার বাতিল করা সম্ভব হবে। কিন্তু এই আশা অলীক প্রমাণিত হয়েছিল। সাধারণতন্ত্রী ও দক্ষিণাঞ্চলের গণতন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত একটি রক্ষণশীল গোষ্ঠী কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল। সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায়ের দাবিদাওয়ার প্রতি এই গোষ্ঠীর সামান্যই সহানুভূতি ছিল এবং বর্তমান আইনে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের প্রবল বিরোধিতায় সিনেট্-সদস্য ট্যাফ্‌ট নেতৃত্ব করতে লাগলেন। ১৯৫১ সালে একটি পরিবর্তন সম্পাদিত হয়েছিল। শ্রমিক-সংস্থার সদস্যপদ বাধ্যতামূলক করার প্রশ্নে যে সব নির্বাচন হয়েছিল সেগুলির বাস্তব অভিজ্ঞতা সুস্পষ্টভাবে কর্মচারীদের মনোভাব প্রমাণ করে দেওয়ায় (যে সব নির্বাচন হয়েছিল তাতে শ্রমিকদেব শতকরা সাতাশি ভাগ সংস্থাকে সমর্থন করেছিল), নির্বাচন পরিচালনায় ব্যয়িত অর্থ বাঁচাবার স্বার্থে ভোট গ্রহণ না করেই বাধ্যতামূলক সদস্যপদ সংক্রান্ত চুক্তিতে অনুমতি দিয়ে আইনটি সংশোধিত করা হয়েছিল। শ্রমিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শত্রুরা যাই বলুক অথবা যাই করুক না কেন, অন্য দিক দিয়ে ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইন অটুট রয়ে গেল।

১৯৫২ সালের নির্বাচনেও এই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। আবার গণতন্ত্রীরা আইনটি বাতিল করতে চাইল এবং সময় ও পরিস্থিতি অনুসারে যতটা বাঞ্ছনীয়

বলে মনে হবে আইনটিতে ততটা সংশোধন করার প্রস্তাব করা ছাড়া অন্য কিছুতে সাধারণতন্ত্রীরা অনিচ্ছা প্রকাশ করলো। যাই হোক, সাধারণতন্ত্রীরা জয়লাভ করা সত্বেও শ্রমিক সম্প্রদায় এ ব্যাপারে তৎপর হবার জন্য সরকারে উপর চাপ দিতে লাগল। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার তাঁর শ্রমসচিব হিসাবে 'ইউনাইটেড এসোসিয়েশন অব্ জার্নিমেন্ প্লাম্বারস অ্যাণ্ড স্টীমফিটার্স'-এর ভূতপূর্ব সভাপতি মার্টিন পি ডারকিন্‌কে নিযুক্ত করলেন (লোকে বলত এ সময়ে মন্ত্রিপরিষদ নয় জন ক্রোড়পতি ও একজন জলকলের মিস্ত্রি নিয়ে গঠিত)। ১৯৫৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তিনি কংগ্রেসকে জানালেন যে, অভিজ্ঞতা ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইনের সংশোধনের আবশ্যকতা প্রমাণ করেছে। এ কারণে লোকের ধারণা হল যে, আইনটি বাতিল হবার আশা ত্যাগ করা উচিত হলেও প্রেসিডেণ্টের কথাবার্তায় আইনটির সংশোধিত হবার সম্ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু এবারও কিছুই করা হল না। ডারকিন্ উনিশটি সংশোধন রচনা করলেন এবং প্রেসিডেণ্টের সমর্থন রয়েছে মনে করে কংগ্রেসের কাছে প্রেরণের জন্য একটি খসড়া বাণী প্রকাশ করলেন। আইজেন্‌হাওয়ার এই খসড়া সমর্থন করার কথা অস্বীকার করলেন। যে নীতি সম্বন্ধে আইজেন্‌হাওয়ার নিজেব সম্মতি জানিয়েছিলেন তিনি তার দায়িত্ব অস্বীকার করছেন বলে ডারকিন্ ঘোষণা করলেন এবং এই আচরণে ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে তিনি মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করলেন। আইজেন্‌হাওয়ার নিজের আচরণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন এবং সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায়কে তাঁর সহানুভূতি সম্বন্ধে নিশ্চিত করতে চাইলেন। কিন্তু তা'হলেও শ্রমিক নেতাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, প্রেসিডেণ্টের চারদিকের রক্ষণশীল শক্তিগুলি তাঁকে তাঁর অঙ্গীকার ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করেছে। সেপ্টেম্বর মাসে 'এ এফ অব্ এল'-এর সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন যে, "এই দেশের জন্য সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় কী করিয়াছে সে সম্বন্ধে আমার খুবই ভালো ধারণা রহিয়াছে।" কিন্তু শ্রমিকদের কাছে এসব উক্তি যথেষ্ট বলে মনে হল না। ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইন সংশোধনের ব্যাপারে নিজের শ্রমসচিবকে সমর্থন করতে তাঁর ব্যর্থতা শ্রমিক সংস্থাগুলিকে অপমানিত করেছিল। 'এ এফ অব্ এল' এবং 'সি আই ও' উভয় প্রতিষ্ঠানের নেতারাই অপেক্ষাকৃত অনুকূল আইন লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের সমস্ত রাজনৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করাব সঙ্কল্প নতুন করে গ্রহণ করল।

কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ (কোনো কোনো জায়গায় শ্রমিকদের

সংগঠিত করার জন্য নতুন অভিযানের উপর বাধাদায়ক প্রভাব বিস্তারের কথা বাদ দিলে) পাওয়া যায় নি, যা থেকে মনে করা যেতে পারে যে, ট্যাফ্ট-হার্টলি আইন উল্লেখযোগ্যভাবে শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ব্যাহত করেছে। জাতির পক্ষে বিপজ্জনক ধর্মঘটের বেলায় প্রযোজ্য হুকুমনামার ব্যবস্থার সাহায্য প্রায় নেওয়া হয় নি বললেই চলে এবং এই আইনের যেসব ধারাকে প্রায়ই 'শ্রমিক সংস্থা ধ্বংসকারী' বলে অভিহিত করা হত, তাদের পরিণতি সম্বন্ধে শ্রমিকদের আশঙ্কাও সত্য বলে প্রমাণিত হয় নি। এ সময়ের শ্রমিক-মালিক বিরোধগুলিতে প্রধান প্রধান সংস্থার দরকষাকষির ক্ষমতা কমে গেছে বলে মনে হয় নি। বরং এসব বিরোধে তাদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাই প্রতিফলিত হয়েছিল।

প্রথম বড় রকমের যে শ্রমিক বিরোধে ট্যাফ্ট-হার্টলি আইন জড়িয়ে পড়েছিল তা চিরদিনের অশান্ত কয়লা শিল্পেই দেখা গিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের মীমাংসার পরও এই শিল্পে তখনও পর্যন্ত জন এল লুইসের আক্রমণাত্মক নেতৃত্বে মাঝে মাঝে ধর্মঘট সংঘটিত হত। ঠিকাদাররা স্বাস্থ্য ও কল্যাণ তহবিলের ব্যাপারে তাদের চুক্তি 'পালন করিতে অস্বীকার' করেছে, লুইস এই মর্মে অভিযোগ করলে খনিশ্রমিক ও ঠিকাদারদের মধ্যে নতুন বিতর্ক বেধে গেল। ১৯৪৮ সালে একমাস-ব্যাপী ধর্মঘটের পর একটা নিষ্পত্তি হলেও তা কয়লা খনি অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে নি। লুইস এই শিল্পের সাধারণভাবে অনিশ্চিত অবস্থা নিয়ে ক্রমেই বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন। আরো বেশি মজুরি ও অপেক্ষাকৃত অনুকূল চুক্তি সম্ভব করে তুলতে কাদারদের উপর আরো চাপ দেবার জন্য তিনি খনি শ্রমিকদের পর পর কয়েকটি তথাকথিত 'স্মৃতিরক্ষাসূচক' কাজ-বন্ধের নির্দেশ দিলেন। এসব ধর্মঘটের মাধ্যমে কয়লার খনিতে মৃত্যু ও দুর্ঘটনার হারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হলেও তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। ১৯৪৯ সালের আগাগোড়া উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং ডিসেম্বর মাসে কোনো কোনো ঠিকাদারের সঙ্গে নতুন চুক্তি সম্পাদিত হলেও অননুমোদিত ধর্মঘট চলতে থাকল।

অবশেষে ১৯৫০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান 'ইউনাইটেড মাইন্ ওয়ার্কার্স'কে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা ট্যাফ্ট-হার্টলি আইনের জাতীয় বিপদসক্রান্ত ধারা প্রয়োগ করলেন এবং নতুন কোনো ধর্মঘটের বিরুদ্ধে সাময়িক হুকুমনামা জারি করা হল। শ্রমিক সংস্থার কর্মচারীরা শ্রমিকদের কাজে ফিরে যাবার নির্দেশ

দিয়েছিল, কিন্তু এই নির্দেশ বহুলাংশে অমান্য করা হয়েছিল। তখন 'ইউ এম ডব্লিউ'-এর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননাব মামলা রুজু করে দেওয়া হল এবং সরকারপক্ষ বলতে লাগল যে, ধর্মঘট প্রত্যাহার করার জন্য শ্রমিক সংস্থার নির্দেশ "লোক দেখানো মত পালন" করা হয়েছে। একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত শ্রমিক সংস্থাগুলির ধর্মঘট প্রত্যাহারের নির্দেশ জারিতে কোনো রকম কুমতলব প্রমাণিত হয় নি, এই যুক্তিতে অবমাননার অভিযোগ বজায় রাখতে অস্বীকার করল। এই অচলাবস্থায় ট্রুম্যান কয়লা খনিগুলি বাজেয়াপ্ত করার জন্য কংগ্রেসের অনুমতি প্রার্থনা কবলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আরো অগ্রসর হবার পূর্বেই মার্চ মাসে ঠিকাদার ও শ্রমিক সংস্থার মধ্যে কয়েকটি নতুন চুক্তি সম্পাদিত হল। কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা গেলেও, কম কবে বললেও বলা চলে যে, ট্যাফ্ট-হার্টলি আইনেব অভিজ্ঞতা কোনো মীমাংসাব নির্দেশ দেয় নি।

এই দু'টি বছবেই, অর্থাৎ ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে আবো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট, বিশেষতঃ মোটরগাড়ী নির্মাণশিল্পে ও রেল কোম্পানীগুলিতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ট্যাফ্ট-হার্টলি আইন প্রয়োগ করা হয় নি। কোম্পানী ও 'ইউনাইটেড্ অটোমোবাইল ওয়ার্কার্স' শেষ পর্যন্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলার আগে ক্রাইস্লাব কোম্পানীর কারখানাগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকেবা এক শ' দিন কাজ বন্ধ বেখেছিল। বেল কোম্পানীগুলির কর্মচারীরা আবো দীর্ঘস্থায়ী বিরোধে জডিয়ে পডেছিল এবং ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এসব বিরোধ চলেছিল। এই বিরোধের সময় সরকার রেলপথগুলি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিল। তার পরও রেলশ্রমিকেরা "অসুস্থতার" অজুহাতে প্রায়ই কাজ বন্ধ করতে থাকলে এক সময় সশস্ত্রবাহিনীব ভারপ্রাপ্ত সচিব যে সব কর্মচারী নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত থাকবে না তাদের প্রত্যেককে বরখাস্ত করার ভয় দেখিয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে একটা মীমাংসা হবাব পর সরকাবী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এই মীমাংসার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রত্যক্ষভাবে যেসব কর্মী রেলগাডী চালানোর কাজে নিযুক্ত নয়, তাদের বেলায় শ্রমিক সংস্থার সদস্যপদ বাধ্যতামূলক করে দেওয়া।

ট্যাফ্ট-হার্টলি আইন নিয়ে সবচেয়ে প্রাণবন্ত সংঘর্ষ ১৯৫২ সালের ইস্পাত ধর্মঘটের সময়ই দেখা গিয়েছিল। ইস্পাত শিল্পের ইতিহাসে এই ধর্মঘটটিই সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং সবচেয়ে বেশি লোকসানের কারণ হয়েছিল। কোরিয়ার যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ পটভূমিকায় এই ধর্মঘটটি দেখা দেয়। আবার একই সময়ে যে জরুরী পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল তাতে সরকারকে মজুরি ও

মূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ নতুন করে স্থাপন করতে হয়েছিল। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সালে যুদ্ধের সময়ে যে পরিস্থিতি ছিল, এ সময়ে জনসাধারণের উদ্বেগ তার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

১৯৫১ সালের শেষ নাগাদ ইস্পাতশিল্প ও 'ইউনাইটেড ষ্টীল ওয়ার্কার্স'-এর মধ্যে নতুন একটি চুক্তির জন্য আলাপ-আলোচনা ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু বিরোধটি নবগঠিত "মজুরি স্থিরতাস্থাপক পর্ষদের" কাছে নিয়ে যাওয়া হলে এই পর্ষৎ তাদের মতামত না দেওয়া পর্যন্ত শ্রমিক সংস্থাটি ধর্মঘট থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পর্ষৎ তিন মাস পরে যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল তা ইস্পাতকর্মীদের গ্রহণযোগ্য হলেও মালিকপক্ষ শ্রমিক সংস্থার বাধ্যতামূলক সদস্যপদের নীতির স্বীকৃতির নিন্দা করেছিল এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইস্পাতের দাম না বাড়াতে দিলে প্রস্তাবিত মজুরি বৃদ্ধি মেনে নিতে অসম্মতি জানিয়েছিল। 'আর্থিক স্থিরতাস্থাপন অধিকারক' মূল্যবৃদ্ধিতে রাজী হলেন না এবং আলাপ-আলোচনার নতুন কয়েকটি চেষ্টা ভেঙ্গে গেলে 'ইউনাইটেড ষ্টীল ওয়ার্কার্স' ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত হল।

মালিকরা তৎক্ষণাৎ দাবি করল যে, ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইনের জরুরী পবিস্থিতি সংক্রান্ত ধারাগুলি প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু শ্রমিকেরা গত তিন মাস ধর্মঘট থেকে বিরত ছিল বলে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান আইনটি প্রয়োগ করতে অস্বীকার করলেন। তা না করে তিনি ১৯৫২ সালের ৮ই এপ্রিল জরুরী পরিস্থিতিতে উৎপাদন অব্যাহত রাখবার পক্ষে একমাত্র সম্ভবপর উপায় হিসাবে ইস্পাত কারখানাগুলি বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি দৃঢভাবে এই বিশ্বাস করি যে, সংবিধান আমাকে বিশেষতঃ এই সময়ে প্রতিটি ইস্পাত কারখানা বন্ধ হইতে দিয়া জাতীয় নিরাপত্তা বিপন্ন করিতে বলিতেছে না।"

তাঁর এই কাজের ফলে প্রতিবাদ ও বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। ইস্পাত শিল্পের মালিকেরা অবিলম্বে বিরোধটি আদালতে নিয়ে গিয়েছিল। কারখানাগুলির সরকারী পরিচালনার বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রারম্ভিক হুকুমনামা, আদালতের নির্দেশ অস্থায়ীভাবে মুলতবী রাখা, মাঝে মাঝে কাজ-বন্ধ, এবং আবার নিষ্ফল আলাপ-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আইনের লডাই চালানো হয়েছিল। অবশেষে ২রা জুন সুপ্রীম কোর্ট রায় দিল যে, কারখানাগুলি বাজেয়াপ্ত করায় শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার সংবিধানবিরোধী প্রয়োগ ঘটেছে এবং বাধ্য হয়ে প্রেসিডেণ্ট কারখানাগুলি মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। প্রায় ৬৫০,০০০ ইস্পাতশিল্পী

তৎক্ষণাৎ তাদের ধর্মঘট আবার চালু করে দিল এবং ইস্পাতশিল্পের সর্বত্র উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় দু'মাস পরে ২৬শে জুলাই ইস্পাত কোম্পানীগুলি এবং শ্রমিক সংস্থা শেষ পর্যন্ত একটা সমাধানে পৌঁছোতে পেরেছিল। গোড়ায় 'মজুরি স্থিতিস্থাপক পর্ষৎ' যে ধরনের প্রস্তাব করেছিল তার সঙ্গে এই মীমাংসার অধিকাংশ শর্তই মিলে গিয়েছিল। হিসাব করা হয়েছে যে, এই ধর্মঘটে ইস্পাত শিল্পের প্রায় ৩৫ কোটি ডলার লোকসান হয়েছিল এবং শ্রমিকেরা ৫ কোটি ডলার মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু ধর্মঘটটি শুধু যে ইস্পাত শিল্পকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করেছিল তাই নয়, ইস্পাতের ব্যবহারক বহু কারখানা এই বিরোধের ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং মোটরগাড়ী নির্মাণও সাময়িকভাবে থেমে গিয়েছিল। ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইন প্রয়োগে ট্রুম্যানের অসম্মতি এবং তাঁর ইস্পাত শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করাব চেষ্টা নিয়ে রাজনীতির লডাই চলতে থাকলে কিছুদিনের জন্য কোরিয়ায় সশস্ত্র বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ গুরুতররূপে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।

১৯৫২ সালের শ্রমিক পরিস্থিতিতে ইস্পাত বিরোধ প্রাধান্য বিস্তার কবেছিল। আর ১৯৫৩ সালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধর্মঘটের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল নিউ ইয়র্কের ডক ও জাহাজঘাটে। এই বিরোধের নানা দিক মিলে যে জট পাকিয়ে গিয়েছিল তার জটিলতা বোঝা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। প্রত্যক্ষভাবে এই বিরোধ 'ইন্‌টারন্যাশনাল লংশোরমেন্‌স এসোসিয়েশন' এবং 'নিউ ইয়র্ক শিপিং এসোসিয়েশন'-এর মধ্যে মজুরি ও শ্রমিকনিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে শুরু হয়েছিল। কিন্তু শান্তি সম্পূর্ণভাবে ফিরে আসার আগে সিনেট-সদস্যদের একটি তথ্যানুসন্ধানী সমিতি সমুদ্রোপকূলকে পাপ, সাম্যবাদ ও গুণ্ডামি অধ্যুষিত "আইন বহির্ভূত সীমান্ত" বলে বর্ণনা করেছিল, নিউ ইয়র্ক ও নিউজার্জি রাজ্যের কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করেছিল; জোর করে ও অবৈধ উপায়ে টাকা আদায়ের অপরাধে 'আই এল এ'কে বিতাড়িত করে 'এ এফ অব্‌ এল' বন্দর শ্রমিকদের নতুন একটি সংস্থাকে সনদ দিয়েছিল এবং প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইন প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু এসব ব্যবস্থার একটিও হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও দলবদ্ধ গুণ্ডামির সমাপ্তি ঘটাতে পারে নি। সিনেটর তথ্যানুসন্ধানী সমিতি এই "আইন বহির্ভূত সীমান্ত" সম্বন্ধে যা কিছু বলেছিল এ ধরনের হিংসাত্মক আচরণ ও দলবদ্ধ গুণ্ডামি তার প্রতিটি কথাই সত্য বলে প্রমাণিত করেছিল।

এই পরিস্থিতিতে "জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষৎ" পুরোনো 'আই এল

এ' এবং 'এ এফ অব্‌ এল' অনুমোদিত নতুন সংস্থাটির মধ্যে তিক্ত বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে জল-ফ্রন্টে দরকষাকষির জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি কারা তা নির্ণয় করার জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। এই নির্বাচনে পুনর্গঠিত এবং জন এল লুইসের সমর্থনপুষ্ট পুরোনো 'আই এল এ' জয়ী হয়েছিল। কিন্তু ভীতি-প্রদর্শন ও জুলুমবাজির অভিযোগে নির্বাচনের ফল অবৈধ বলে ঘোষণা করা হল। পর পর কয়েকটি অনুমোদিত ধর্মঘট এসব ঘটনার উত্তেজনাপূর্ণ পটভূমিকা হিসাবে সংঘটিত হয়েছিল এবং এই পরিস্থিতি ১৯৫৪ সালেও বর্তমান ছিল। ধর্মঘট আর করা হবে না, এই শর্তে 'জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষৎ' নতুন নির্বাচন পরিচালনা করতে রাজী হল। মে মাসে নির্বাচন হল এবং পুরোনো সংস্থাটির বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ ও 'এ এফ অব্‌ এল্‌'-এর অবিরাম বিরোধিতা সত্ত্বেও এই সংস্থা আবার জয়ী হল। ১৯৫৪ সালের ২৭শে আগষ্ট 'এন্‌ এল্‌ অব্‌ বি' আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংস্থাকে বন্দর শ্রমিকদের হয়ে দরকষাকষি করার অনুমোদিত প্রতিনিধি বলে মেনে নিল এবং 'এ এফ অব্‌ এল্‌' নতুন সংস্থা গঠনের চেষ্টা পরিত্যাগ করল। এর পরেও কয়েকবার কাজ বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে নভেম্বর মাসে দু'বছরের জন্য ধর্মঘট ও কারখানায় তালা দেওয়া নিষিদ্ধ করে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। 'আই এল এ'র ভালো হয়ে চলার প্রতিশ্রুতি অথবা নিউ ইয়র্ক ও নিউজার্সি বন্দর কর্তৃপক্ষের শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যবস্থা গোলযোগ মিটিয়ে ফেলতে সফল হবে কী না, তা ভবিষ্যতের জন্য তোলা রইলেও, আপাতত সমুদ্রতীরের এই যুদ্ধক্ষেত্রে অস্বচ্ছন্দ শান্তি বিরাজ করতে লাগল।

বন্দরশ্রমিকদের কোলাহলপূর্ণ সংগ্রাম এবং কয়লা, ইস্পাত, মোটরগাড়ী শিল্পে ও রেল কোম্পানীর শ্রমিকদের ধর্মঘট সংবাদপত্রের পক্ষে ভালো বিষয়-বস্তু হয়েছিল। কাজ বন্ধ না হয়ে যে সব মীমাংসা সম্ভব হয়েছিল সেগুলি স্বাভাবিকভাবেই কারো নজরে পড়ে নি। বস্তুতঃ, এধরনের নিষ্পত্তিই ছিল সাধারণ নিয়ম, ব্যতিক্রম নয়। ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইন গৃহীত হবার পর প্রথম ছ' বছরের পরিসংখ্যানে প্রকৃতপক্ষে দেশব্যাপী ধর্মঘটের সংখ্যায় ক্রমাবনতি এবং কাজ বন্ধ হওয়ার জন্য নষ্ট সময়ের হ্রাস প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত বছরগুলিতে গড়ে ৪ কোটি শ্রমদিবস প্রতিবছর নষ্ট হয়েছিল (১৯৪৬ সালে এই সংখ্যা ছিল ১১ কোটি ৬০ লক্ষ)। ১৯৫২ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ হয়েছিল। এবং তার পরের বছর প্রায়

অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫৪ সালে নষ্ট শ্রম দিবসের সংখ্যা আরো কমে গিয়ে ২ কোটি ২০ লক্ষে দাঁড়ায় এবং এই সংখ্যা ছিল সমস্ত শ্রমিক বাহিনীর মোট শ্রম সময়ের শতকরা এক ভাগের এক-চতুর্থাংশ। এ সময়ের কোনো ধর্মঘটেই শ্রমিক সম্প্রদায়কে বড় রকম পরাজয় স্বীকার করতে হয় নি। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত যে নিষ্পত্তি হয়েছিল তাতে আরো বেশি মজুরি এবং অনেক সময় নতুন নতুন প্রান্তিক সুবিধা দিতে মালিক পক্ষের সম্মতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। দেশের সমৃদ্ধি বাডতে থাকায় শ্রমিক সংস্থাগুলি এরকম দাবি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং নিয়োগ কর্তাদের পক্ষে সীমিত ও প্রচ্ছন্নভাবে এ সব দাবিতে বাধা দেওয়া ছাডা অন্য কোনো পথ ছিল না। একটার পর একটা নতুন চুক্তিতে, মজুরি বৃদ্ধি ছাড়াও আরো ভাল কর্মপরিবেশ, বীমার সুবিধা, পূর্ণ বেতনে অবকাশ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসারিত পেন্‌সন তহবিলের ব্যবস্থা ছিল।

১৯৫০ সালের মে মাসে, 'জেনারেল মোটর্‌স' কোম্পানী ও 'ইউনাইটেড্ অটোমোবাইল ওয়ার্কার্স'-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত যৌথ দরকষাকষিভিত্তিক চুক্তি এ সময়ের এধরনের চুক্তিগুলির মধ্যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল এবং মোটরগাডী শিল্প ও তার বাইরে পরবর্তী বহু চুক্তিতে নজির হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এই চুক্তিতে উদার পেন্‌সন ব্যবস্থা বিশেষ ধরনের বীমার সুবিধা, বাৎসরিক "সাধারণ উন্নতির" জন্য মজুরি বৃদ্ধি এবং শ্রমসংক্রান্ত পরিসংখ্যান দপ্তর কর্তৃক পরিলক্ষিত মূল্য পরিবর্তনের ভিত্তিতে জীবনযাত্রার ব্যয় সামঞ্জস্যের আয়োজন করা হয়েছিল। অধিকন্তু, এই চুক্তি পাঁচ বছরের জন্য রচিত হয়েছিল। এই প্রশস্ত ও ব্যাপক চুক্তির মত হয়তো শতাব্দীর মাঝামাঝি অন্য কোনো ঘটনা শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে বিস্ময়জনক উন্নতি এতটা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করতে পারে নি।

ষষ্ঠ দশকের মাঝামাঝি কৃষিকর্মের বাইরে নিযুক্ত মার্কিন শ্রমিকদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, অথবা তিন কোটি শ্রমিক, যৌথ দরকষাকষিভিত্তিক চুক্তির অধীন ছিল। এই মূল সত্য শ্রমিকদের ক্রমেই বেশি সুবিধা লাভের অগ্রগতি প্রতিফলিত করছিল। উৎপাদন শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের গড় সাপ্তাহিক আয় বেড়ে গিয়ে ৭৫ ডলারে দাঁড়িয়েছিল। ডলারের মূল্যে ও বর্তমান মূল্যস্তরে পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের পর এই সাপ্তাহিক মজুরি ১৯৩৯ সালের গড় সাপ্তাহিক মজুরির চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার

এ ধরনের সুবিধার সঙ্গে নানাবিধ প্রান্তিক সুবিধা যোগ করতে হবে, যেগুলি এখন আর নিয়মের ব্যতিক্রম নয়, নিয়মেই পরিণত হয়েছে।

সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায় সংস্থার সদস্যদের স্বার্থরক্ষায় আর্থিক কার্যক্রম নিয়ে বেশি জড়িত থাকলেও, রাজনৈতিক কার্যকলাপেও তাদের গভীর উৎসাহ বজায় রইল। ১৯৪৮ সাল ও ১৯৫২ সালের নির্বাচনে 'সি আই ও'র 'রাজনৈতিক কার্যকলাপ সমিতি' ('পলিটিক্যাল অ্যাকশন্ কমিটি') এবং 'এ এফ অব্ এল'-এর 'রাজনৈতিক শিক্ষাপ্রসারের জন্য শ্রমিকদের সমিতি' ('লেবারস্ লীগ ফর্ পলিটিক্যাল এডুকেশন') গণতন্ত্রীদের সরকার নির্বাচিত করার জন্য যে প্রচেষ্টা করেছিল তা থেকেই এই সত্য প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু, শ্রমিক সম্প্রদায় সামাজিক নিরাপত্তা আরো প্রশস্ত করার জন্য, ন্যূনতম মজুরির হার বাড়াবার জন্য এবং ট্যাফট্-হার্টলি আইনের সংশোধনের জন্য প্রবল আন্দোলন চালিয়েছিল। নাটকীয় না হলেও এই দিকে তাদের সাফল্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সামাজিক নিরাপত্তা আইন প্রসারিত করে বার্ধক্য এবং নির্দিষ্ট বয়সের পর বেঁচে থাকার জন্য বীমার সুবিধা ক্রমেই বেশি সংখ্যক শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছিল। এই খাতে মাসিক অর্থব্যয়ও বহুল পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। ন্যূনতম মজুরির স্তরও উপরে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং ১৯৫৫ সালে আইজেন-হাওয়ার ঘণ্টা-পিছু ৭৫ সেণ্ট থেকে বাড়িয়ে তা ৯০ সেণ্ট করার প্রস্তাব করেছিলেন। শ্রমিকেরা ঘণ্টা-পিছু ১'২৫ ডলার দাবি করেছিল এবং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে, এই দু'টি অঙ্কের মাঝামাঝি একটা রফা হবে।

শ্রমিকদের মর্যাদা ও অবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী বিল, এমন কি আরো ব্যাপক জাতীয় প্রশ্নের ব্যাপারে আইন প্রণয়ন নিয়েই শ্রমিক সম্প্রদায়ের আগ্রহ সীমিত থাকে নি, জাতীয় সমস্যার বাইরেও তাদের দৃষ্টি গিয়েছিল। সাম্যবাদী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংঘর্ষ ও ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কঠোর প্রভাবে স্থায়ী শান্তি সম্বন্ধে এ দেশের বিরাট আশা আকাঙ্খা চুরমার হয়ে যাবার পর পররাষ্ট্রনীতি মর্কিন সমাজের অন্যান্য অংশের মতই শ্রমজীবীদের কাছেও আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।

'এ এফ অব্ এল' এবং 'সি আই ও' দুইটি প্রতিষ্ঠানই ট্রুম্যান সরকারের মূল নীতি প্রবলভাবে সমর্থন করেছিল। পরে শ্রমিকেরা আইজেনহাওয়ারের পররাষ্ট্রনীতিও সমর্থন করেছিল। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক সম্মেলন এবং অন্যান্য বহু 'আন্তর্জাতিক' শ্রমিক সংস্থার সম্মেলনে গৃহীত অজস্র

প্রস্তাব 'ট্রুম্যান নীতি' অনুমোদন করেছিল, 'মার্শাল্ প্রকল্পকে' প্রবল সমর্থন দিয়েছিল ('মার্শাল্ প্ল্যান'), চতুর্মুখী 'কার্যক্রমের' ('ফোর পয়েন্ট প্রোগ্রাম্') সম্পূর্ণ প্রসার দাবি করেছিল এবং 'উত্তর অ্যাটলান্টিক মহাসাগরীয় সন্ধি সংগঠনে' আমেরিকার অংশগ্রহণের পক্ষ নিয়েছিল। সাম্যবাদ প্রতিরোধ করার চেষ্টায় প্রতিটি ব্যবস্থা শ্রমিক সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছিল এবং বার বার জাতির আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে জনসাধারণের সচেতনতা, জাগৃতি বাড়াবার আহ্বান জানানো হয়েছিল।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে 'আমেরিকান ফেডারেশনিষ্ট' পত্রিকায় 'এ এফ অব্ এল'-এর তৎকালীন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ জর্জ মিনী লিখেছিলেন যে, শান্তি লাভের সংগ্রামে জয়ী হতে হলে যুক্তরাষ্ট্রকে তার বন্ধু গণতন্ত্রগুলিকে স্বাধীন থাকতে সাহায্য করতে হবে। ইয়োরোপে একনায়কতন্ত্রের আগ্রাসী তরঙ্গ প্রতিহত করার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে 'মার্শাল্ প্রকল্পকে' সমর্থন করে তিনি বলেছিলেন যে, মাত্র ষোল দিনে জাতি যুদ্ধের জন্য স্বেচ্ছায় যে অর্থ ব্যয় করেছিল সমস্ত পরিকল্পনার বাৎসরিক ব্যয় তার চেয়ে বেশি হবে না। পরে অন্য একটি প্রবন্ধে তিনি 'উত্তর অ্যাটলান্টিক মহাসাগরীয় সন্ধি' সমর্থন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে আমেরিকাবাসিগণ নিশ্চিত হইতে পারে যে, আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায় দেশে ও বিদেশে গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ, দৃঢ় সঙ্কল্প ও গতিশীল পূজারী।"

এ ধরনের বিবৃতি 'সি আই ও'র নেতারাও দিয়েছিলেন। ওয়াল্টার রয়টার্ ও ফিলিপ মারে সর্বদাই ট্রুম্যান-এচিসন্ নীতি সমর্থন করছিলেন, সম্মিলিত জাতিসংঘকে আরো শক্তিশলী করার উপর জোর দিচ্ছিলেন এবং 'চতুর্মুখী' কর্মসূচীর গুরুত্ব সম্বন্ধে দেশকে সচেতন করছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে রয়টার একবার "দেশের প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সাহায্য কর্মসূচী দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমাজ সংস্কারের ব্যাপক কার্যক্রমের" প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। 'সি আই ও'র মুখপত্র 'নিউজ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছিল যে, ঠিকমত সমর্থিত হলে 'চতুর্মুখী' কার্যক্রম শুধু যে মানব সমাজের দুই-তৃতীয়াংশকে সাহায্য করবে তাই নয়—যুক্তরাষ্ট্রেও আরো বেশি কর্মসংস্থান সম্ভব করে তুলবে।

১৯৫০ সালে কোরিয়ায় যুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের পর 'এ এফ অব্ এল' একটি প্রস্তাবর মাধ্যমে ঘোষণা করেছিল যে, এই সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধ করা এবং দরকার হলে এই সাম্রাজ্যবাদ সুস্পষ্টভাবে

পরাভূত করা স্বাধীন শ্রমিক আন্দোলনের সবচেয়ে মহান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'সি আই ও'র "সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আমাদের সরকার ও সম্মিলিত জাতি সংঘকে পুনরায় সম্পূর্ণ সমর্থন জানাইবার" সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

নিজেদের বিশেষ কার্যক্ষেত্রে আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায় 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার' ('আই এল্ ও') সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে চলেছিল। "শ্রমিক সংস্থাসমূহের জাগতিক মহাসংঘ" ('ওয়ার্ল্ড কনফেডারেশন অব্ ট্রেড্ ইউনিয়ন্স') সম্পূর্ণভাবে সাম্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে তারা ('সি আই ও') এই মহাসংঘে যোগ দিয়েছিল ('এ এফ্ অব্ এল' নয়), এই প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেদের প্রতিনিধিদের সরিয়ে এনেছিল এবং ১৯৪৯ সালে নতুন "স্বাধীন শ্রমিক সংস্থাসমূহের আন্তর্জাতিক মহাসংঘ" ('ইন্ট্যারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব্ ফ্রি ট্রেড্ ইউনিয়ন্স') গঠনে সাহায্য করেছিল। একই সময়ে দেশের মধ্যেও সাম্যবাদের সব রকম প্রভাব থেকে শ্রমিক আন্দোলনকে মুক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল।

শেষোক্ত প্রশ্নটি ১৯৪৯ সালের 'সি আই ও' সম্মেলনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই সম্মেলনে 'সি আই ও' খোলাখুলিভাবে "বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী" বিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল এবং শ্রমিক সংস্থাগুলির মধ্যে বর্তমান সমস্ত সাম্যবাদী নেতাদের বর্জন করার প্রস্তাব করেছিল। 'সি আই ও'র অধীন কোনো কার্য-নির্বাহী পদের জন্য সাম্যবাদীদের অযোগ্য ঘোষণা করে এবং কোনো জাতীয় সংস্থা সাম্যবাদী নীতি অনুসরণ করলে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সেই সংস্থাকে অপসরণ করার ব্যবস্থা করে সংবিধি পরিবর্তন করা হয়েছিল। 'ইউনাইটে্ড্ ইলেক্ট্রিকাল, রেডিয়ো অ্যাণ্ড মেশিন ওয়ার্কার্স' নামে সংস্থার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল এবং সাম্যবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই অভিযোগে অভিযুক্ত অন্য দলটি সংস্থার নীতি পরীক্ষা করার জন্য তিনটি সমিতি নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরের বছর এদের মধ্যে নয়টি সংস্থাকেই বহিষ্কৃত করা হয়েছিল।

বহিষ্কৃত সংস্থাগুলির জায়গায় 'সি আই ও' নতুন সংস্থা গড়ে তুলেছিল এবং সদস্যসংখ্যায় ঘাটতি পূর্ণ করতে সফল হয়েছিল। ফিলিপ মারে বলেছিলেন যে, সাম্যবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংস্থার কর্মচারীরা সাম্যবাদী কার্যক্রম অনুসরণ করে "হয়রানি, বিরোধিতা, ও বাধাদানের নীতি" মেনে চলছিল। কিন্তু 'সি আই ও'র সদস্যদের মধ্যে তারা ছিল "ক্ষুদ্র অথচ স্লোচ্চার একটি চক্রীদল"।

কোরিয়ার সংকট সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের সামনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনুরূপ

কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরেছিল। জাতীয় 'আর্থিক স্থিতিস্থাপক সংস্থার' ('ইকনমিক ষ্টেবিলাইজেশন এজেন্সি') অঙ্গ হিসাবে 'মজুরি স্থিতিস্থাপক পর্ষৎ' ('ওয়েজ্ ষ্টেবিলাইজেশন বোর্ড') স্থাপন করে জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রবর্তনের ফলে যৌথ দরকষাকষিসংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রমে কয়েকটি নতুন উপাদান দেখা গেল। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ের মত শ্রমিকেরা এবারও সরকারকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত ছিল। 'এ এফ অব্ এল' এবং 'সি আই ও' একসঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে একটি 'সংযুক্ত শ্রমনীতি সমিতি' ('ইউনাইটেড লেবার পলিসি কমিটি') প্রতিষ্ঠা করল। জাতীয় আপৎকালীন পরিস্থিতিতে শিল্পজগতে শান্তিরক্ষাব মজবুত বনিয়াদ তৈবি কবার চেষ্টায় সবকারকে শ্রমনীতি সম্বন্ধে পবামর্শ দেওয়াই ছিল এই সমিতির কাজ। এই সমিতির তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল জনশক্তি সমস্যা, উৎপাদন, মজুরি, মূল্যস্তর সম্বন্ধে প্রধান প্রধান শ্রমিক সংস্থাগুলিব মধ্যে চুক্তি রচনা এবং সরকাবী পদে শ্রমিক সংস্থাব কর্মচাবীদেব নিয়োগ।

এই কার্যক্রম বাস্তবে রূপায়িত করার সময় গুরুতর সংঘাত দেখা গিয়েছিল এবং কিছুদিনের জন্য সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায় ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে পড়েছিল। বলা হয়েছিল যে, শ্রমিকদের দৃষ্টিভংগীর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। এই অবহেলা ও ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসের মজুরির চেয়ে শতকরা ১০ ভাগের বেশি মজুরি বৃদ্ধি নিষিদ্ধ করার নীতি গ্রহণের প্রতিবাদে 'সংযুক্ত শ্রমনীতি সমিতি', 'মজুরি স্থিতিস্থাপক পর্ষৎ' ও অন্যান্য সরকারী সংস্থা থেকে শ্রমিক-প্রতিনিধিদের পদত্যাগ করতে বলেছিল। দু'মাস এই 'অসহযোগ' চলার পর শেষ পর্যন্ত বিরোধ মিটে গিয়েছিল। তারপর শ্রমিক সম্প্রদায় নবগঠিত 'যুদ্ধপ্রস্তুতি নীতি সম্বন্ধে জাতীয় পরামর্শদাতা পর্ষদে' ('ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি বোর্ড অন্ মোবিলাইজেশন পলিসি') প্রতিনিধি প্রেরণে রাজী হয়েছিল এবং পুনর্গঠিত 'মজুরি স্থিতিস্থাপক পর্ষদে' ফিরে গিয়েছিল।

'সংযুক্ত শ্রমনীতি সমিতি' এ সমস্ত ঘটনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ কবেছিল এবং শ্রমিক সংস্থাগুলির মধ্যে অস্বাভাবিক ধরনের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিল। কিন্তু 'এ এফ অব্ এল' প্রতিষ্ঠানটি নিজের সদস্যদের সরিয়ে নেওয়ায় ১৯৫১ সালের আগষ্ট মাসে হঠাৎ এই সমিতি ভেঙ্গে গেল। কিন্তু তখনই বলা হয় যে, এই সমিতি "বহুলাংশে উহার উদ্দেশ্য সাধিত করিয়াছে।" কারণ সরকারী সংস্থাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব নিয়ে বিতর্ক প্রবল হয়ে উঠলে

নানাবিধ অসুবিধা দেখা যাওয়া সত্বেও সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টা সমর্থন করতে কোনো শিথিলতা দেখায় নি। ১৯৫০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ও ১৯৫১ সালে ধর্মঘটসংক্রান্ত কার্যকলাপ বাস্তবিক খুবই কমে গিয়েছিল।

শান্তিপূর্ণ যৌথ দরকষাকষিই হোক বা ধর্মঘটের সাহায্যেই হোক শ্রমিকদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিবিধ ঘটনা এবং আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতিতে শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের কথা বাদ দিলেও আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের ইতিহাসে ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাস অস্বাভাবিকভাবে উল্লেখযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ৯ই নভেম্বরে, জন্ এল লুইসের পদত্যাগের পর থেকে 'সি আই ও'র সভাপতি, ফিলিপ মারে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেলেন; ২১শে নভেম্বর 'এ এফ অব্ এল'-এর প্রায় ত্রিশ বছর ধরে সভাপতি উইলিয়াম গ্রীন্ তেমনিই অপ্রত্যাশিতভাবে পরলোকগমন করলেন। মাত্র বার দিনের মধ্যে সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের উপর দু'টি কঠোর আঘাত এসে পড়ল এবং 'সি আই ও' ও 'এ এফ অব্ এল' দু'টি প্রতিষ্ঠানকেই নতুন দলপতি অন্বেষণের দুরূহ চেষ্টায় নিযুক্ত হতে হল।

'ইউনাইটেড অটোমোবাইল ওয়ার্কার্স' সংস্থার প্রধান, তীক্ষ্ণধী, সংগ্রামী ও সক্রিয় ওয়াল্টার রয়টারকে সভাপতি পদে নিযুক্ত করার আগে 'সি আই ও'র সদস্যদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ দেখা গিয়েছিল। ইদানীং তাঁর প্রতি ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না ছিলেন বলে মনে হচ্ছিল। তিনি শ্রমিকদের নিয়ে একটি তৃতীয় রাজনৈতিক দল গড়তে চান, এই মর্মে গোড়ার দিকের গুজব থেমে গেলেও, তাঁর নিজের উচ্চাকাঙ্খা কিছুটা হেঁয়ালিপূর্ণ ছিল। কিন্তু শ্রমিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষায় তাঁর সম্পূর্ণ ও একাগ্র নিষ্ঠা সম্বন্ধে কোনো দিনই কোনো প্রশ্ন ওঠে নি। লুইস্ যে পদে প্রথম অভিষিক্ত হয়েছিলেন, রয়টারেরই মত একজন লোকই ছিলেন সেই পদের যুক্তিসঙ্গত উত্তরাধিকারী।

'এ এফ অব্ এল'-এর সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ মিনী ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। শ্রমিক আন্দোলনের বাইরে তিনি তেমন পরিচিত ছিলেন না। শিক্ষানবিশ জলকলের মিস্ত্রি হিসাবে জর্জ মিনী তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর বহুদিনের অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধি, 'নিউ ইয়র্ক বিল্ডিং ট্রেইডস্ কাউন্সিল'-এর সম্পাদক, 'এ এফ অব্ এল'-এর রাজ্যসংস্থার সভাপতি এবং ১৯৩৯ সাল থেকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসাবে তিনি কাজ করেছিলেন। বিশাল দেহ ও

ভারী গড়নের লোক মিনীর ওজন ছিল এ সময়ে প্রায় ২২৮ পাউণ্ড এবং তাঁকে "ডালকুত্তা ও বলীবর্দের শঙ্কর" বলে অভিহিত করা হত। মিনীকে অনেকটা পুরোনো, গতানুগতিক ধরনের শ্রমিক নেতার মত দেখাত, সাধারণতঃ যাঁকে হয় একটি বড় চুরুটে ধূমপানরত অবস্থায় অথবা দৃঢ়তার সঙ্গে নির্বাপিত চুরুট চর্বণরত অবস্থায় আঁকা হয়। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর উৎসাহ মোটেই এ ধরনের শ্রমিক নেতাদের মধ্যে দেখা যেত না। তিনি নাচতে ভাল বাসতেন, মোটামুটি পিয়ানো বাজাতে পারতেন এবং খেলাধূলায় খুবই উৎসাহী ছিলেন। তিনিই 'এ এফ্ অব্ এল্'-এর প্রথম সভাপতি, যাঁর গল্‌ফ খেলার ঝোঁক ছিল।

অন্যান্য শ্রমিক নেতা ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগে তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী এবং কখনও কখনও নির্মম। 'এ এফ্ অব্ এল্'-এর মুষ্টিমেয় যে সব কর্মচারী লুইসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ইচ্ছুক ও সক্ষম, মিনী ছিলেন তাদেরই একজন। 'সাম্যবাদী-নহি' এই মর্মে শপথনামা স্বাক্ষরের প্রশ্নে তিনি সাফল্যের সঙ্গে লুইসের বিরোধিতা করেছিলেন (লুইস এই ধরনের শপথনামা স্বাক্ষর করতে চান নি) এবং অন্ততঃ 'এ এফ্ অব্ এল্'-এর ক্ষেত্রে এ ধরনের শপথনামার প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন। পরিস্থিতি অনুসারে তিনি যথেষ্ট কঠিন হতে পারতেন।

তাঁর সমস্ত কর্মজীবনে তিনি প্রগতিপন্থী নীতির সমর্থন করে এসেছিলেন এবং সব সময়ই যে তিনি 'এ এফ অব্ এল'-এর কর্তৃপক্ষের নীতি অনুসরণ করতেন তা বলা যায় না। তিনি কোনো পক্ষ সমর্থন করলে সেজন্য প্রচণ্ড লড়াই করতে প্রস্তুত ছিলেন। জাতিগত বা ধর্মগত যে কোনো রকম বৈষম্যমূলক আচরণের তিনি সব সময়ই বিরোধিতা করতেন। 'এ এফ অব্ এল্'-এর অধিকাংশ কর্মচারীর চেয়ে রাজনীতিতে তাঁর উৎসাহ ছিল বেশি। তিনি সামাজিক ব্যাপারে আগ্রহ নিতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের এ ধরনের সমস্ত কাজকর্মে আরো বড় অংশ গ্রহণ করা উচিত।

শ্রমিকদের দু'টি মহাসংঘের সভাপতি দু'জনই শক্তিমান, দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্তি ছিলেন এবং আগেই আভাস দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা বহু বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। শ্রমিক নেতাদের মধ্যে দৃষ্টিভংগীর এ ধরনের প্রসার খুব সাধারণ ছিল না। তাঁরা ক্ষমতা লাভ করায় সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায় যে নতুন জীবন লাভ করেছে তা অল্পদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। 'এ এফ অব এল'

এবং 'সি আই ও' দু'টি প্রতিষ্ঠানেরই পুনরুজ্জীবিত সংগঠন-অভিযানে তাঁরা নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিলেন এবং দেশের মধ্যে উদারপন্থী নীতি ও বিদেশে সফল আন্তর্জাতিকতাবাদের সমর্থনে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টায় তাঁদের প্রকাশ্য বিবৃতিতে দৃঢ় দৃষ্টিভংগীর পরিচয় দিতেন।

উপরন্তু, দিগন্তে এমন একটা ঘটনার সম্ভাবনা নিহিত ছিল যাতে তাঁরা যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছিলেন। এই ঘটনা হ'ল 'এ এফ্ অব্ এল্' ও 'সি আই ও'র মিলন, যা বহুদিন ধরে আলোচিত হচ্ছিল, যার সম্বন্ধে প্রায়ই ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছিল এবং যা সবসময়ই স্থগিত হচ্ছিল। এই দু'টি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধেব আদি কারণ বহুদিন আগেই মিলিয়ে গিয়েছিল এবং আভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে পার্থক্যও ধীরে ধীরে মিটিয়ে ফেলা হচ্ছিল। দু'টি প্রতিষ্ঠানেরই সর্বোচ্চ স্তরে যুগপৎ নেতৃত্বের পরিবর্তন একারণে ঐতিহ্যগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চূড়ান্তভাবে মিটিয়ে ফেলার এবং শ্রমিকদের প্রধান শক্তিগুলিকে একটি জাতীয় মহাসংঘে ঐক্যবদ্ধ করার পক্ষে অপূর্ব সুযোগ বলে মনে হল।

গত কয়েক বছরে 'এ এফ অব্ এল' এবং 'সি আই ও'র আপেক্ষিক গুরুত্ব কিছুটা বদলে গিয়েছিল। এ সময়ে সমস্ত দেশে মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ শ্রমিক কোনো না কোনো সংস্থার সদস্য ছিল বলে হিসাব পাওয়া যায়। এদের মধ্যে 'এ এফ অব্ এল' ৯৫ লক্ষ ও 'সি আই ও' ৬০ লক্ষের মত সদস্য দাবি করেছিল এবং চারটি রেলপথ ভ্রাতৃসংঘ, 'ইউনাইটেড্ মাইন্ ওয়ার্কার্স' এবং প্রধান প্রতিষ্ঠান দুটির বাইরে অন্যান্য স্বতন্ত্র সংস্থাগুলির মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ২৫ লক্ষ। শিল্পভিত্তিক সংস্থার উপর 'সি আই ও'র অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব আরোপ বিশালায়তন উৎপাদন শিল্পে আরো সংগঠনমূলক কার্যকলাপের এবং এ দিকে আরো সার্থক নীতি অনুসরণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে 'এ এফ অব্ এল্'কে সজাগ করে তুলেছিল। আবার, আর্থিক কার্যকলাপের ব্যাপারে যেমন দু'টি প্রতিষ্ঠানই পরস্পরের কাছে চলে এসেছিল, ঠিক তেমনই 'সি আই ও'র দৃষ্টান্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে 'এ এফ অব্ এল্'কে অনুপ্রেরিত করেছিল। 'সি আই ও'-'পি এ সি' 'রাজনৈতিক শিক্ষা-প্রসারের জন্য শ্রমিকদের সমিতির' সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে থাকায় এই সহযোগিতা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল।

১৯৫৪ সালের জুন মাসে 'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও'র অন্তর্ভুক্ত সংস্থা-গুলি পরস্পর পস্পরের এলাকায় আক্রমণ চালাবে না, এই মর্মে চুক্তি সম্পাদিত

হলে সম্ভাব্য মিলনের দিকে প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ ঘটলো। অবশ্য কয়েকটি সংস্থা অগেই নিজেদের মধ্যে এ ধরনের চুক্তি করে পথ প্রদর্শন করেছিল। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছিল যে, এ ধরনের ব্যাপক দস্যুতা ও তার পরিণতি অধিকার ক্ষেত্র নিয়ে ধর্মঘটের ফলে প্রত্যেক দিক থেকেই অনর্থকভাবে মূল্যবান সময় ও কর্মশক্তি নষ্ট হচ্ছিল। মিনী ও রয়টারের শ্রমিক সংস্থাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই বন্ধ এবং সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনে অপেক্ষাকৃত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনেব জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করার মত দূরদৃষ্টি ও ক্ষমতা দুই-ই ছিল। ১৯৫৫ সাল নাগাদ 'এ এফ অব্ এল' এর ১১০টি সংস্থার মধ্যে ৮০টি এবং 'সি আই ও'র ৩৩টি সংস্থার মধ্যে দু'টি বাদে বাকী সবাই পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ না কবাব চুক্তি অনুমোদন করেছিল।

ইতিমধ্যে একটি সংযুক্ত সংহতি সমিতিও কাজ কবতে শুরু কবেছিল এবং এই সমিতিতেও মিনী ও বয়টাব প্রধান ভূমিকা নিযেছিলেন। পরস্পর পবস্পরকে না-আক্রমণ কবাব চুক্তিতে বাস্তবিকই যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যে, এই সমিতির আলাপ-আলাচনার মধ্য থেকে সত্যিকাবেব সুবিধা কিছু পাওয়া যেতে পারে। কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বী 'সি আই ও' ও 'এ এফ অব্ এল' আন্তর্জাতিক সংস্থা এক হয়ে যাবাব চেষ্টাতেও অনুকূল পরিস্থিতিবই সূচনা করেছিল। কিন্তু মিলন সম্পর্কে আলোচনা সফল হচ্ছে কি না তা খুবই সঙ্কীর্ণ একটি শ্রমিক মহলেব বাইরে জানা যাচ্ছিল না। ১৯৫৫ সালের ৯ই ফেব্রুয়াবী নাটকীয় আকস্মিকতাব সঙ্গে সংযুক্ত সমিতি ঘোষণা কবল যে, 'এ এফ অব্ এল' এবং 'সি আই ও'র প্রতিনিধিদের মধ্যে এই দু'টি প্রতিষ্ঠানেব মিলনেব বিষয়ে সম্পূর্ণ মতৈক্য সম্ভব হযেছে।

বলা হযেছিল যে, প্রস্তাবিত মিলন একে অপবকে আক্রমণ না কবার চুক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মেনে নিয়ে প্রতিটি অনুমোদিত জাতীয ও আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবে। প্রস্তাবিত মিলনে 'এ এফ অব্ এল'-এর অন্তর্গত বিশেষ বিভাগগুলির অনুরূপ একটি বিশেষ 'শিল্পভিত্তিক সংগঠন সমিতি' ('কাউন্সিল অব্ ইনডাষ্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন') সৃষ্টি করে 'সি আই ও'র সত্তা বজায় রাখার ব্যবস্থাও ছিল। কাজেই নতুন মহাসংঘ সব দিক দিয়েই মেনে নেবে যে, সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায়ে শিল্পভিত্তিক ও বৃত্তিভিত্তিক উভয় প্রকারের সংস্থারই স্থান রয়েছে এবং প্রত্যেক জায়গায়ই শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় কোন্ ধরনের সংগঠন সবচেয়ে কার্যকর তার উপরেই সংস্থার প্রকৃতি নির্ভর করবে।

শ্রমিকদের কয়েকটি প্রধান সমস্যা সমাধানে কার্যকর প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতি

এই মিলনে ছিল। সাম্যবাদী অনুপ্রবেশ, অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জন এবং জাতিগত বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শক্তিগুলিকে এই মিলন খুবই প্রবল করে তুলেছিল। সংহতি সমিতির রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছিল যে, মিলিত মহাসংঘ আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনকে "যে কোনো এবং প্রত্যেক কলুষিত প্রভাব হইতে এবং আমাদেব গণতন্ত্র এবং স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধী সাম্যবাদী সংস্থাসমূহ ও অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাশকতামূলক প্রচেষ্টা হইতে" রক্ষা করবার সম্ভবপর সব কিছুই করবে।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন মিলনের প্রস্তাবে নতুন প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের প্রশ্নই সবচেয়ে বেশি জটিল বলে মনে হয়েছিল। 'এ এফ অব্ এল' এর অনুকূলে 'সি আই ও' নিজের অধিকার ত্যাগ কবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় এই সমস্যার সমাধান হল। প্রস্তাবিত মিলন প্রতিষ্ঠান দু'টি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করলে (সংহতি সমিতিকে সমর্থন এবং 'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও'র কার্যনির্বাহী সমিতির অনুকূল আচরণ এই মিলনকে অনিবার্য করে তুলেছিল), জর্জ মিনী নতুন মহাসংঘটির সভাপতি নির্বাচিত হবেন বলে আশা করা গিয়েছিল। নতুন মহাসংঘের, সমস্ত দেশে এবং সব কয়টি শিল্পে, প্রায় দেড কোটি সংঘবদ্ধ শ্রমিক সদস্য থাকবে বলে মনে করা হয়েছিল।

'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও'কে একটি সংযুক্ত শ্রমিক আন্দোলনে পরিণত করে তাদের মিলিত করা সম্বন্ধে চূড়ান্ত মতৈক্য ঘোষণার শেষে মিনী ও রয়টার একযোগে বলেছিলেন: "আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা যে দুইটি সংস্থা-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করিতেছি উহাদের মিলন এই উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে আমাদের জাতি ও আমাদের দেশের পক্ষে বর হইয়া দাঁড়াইবে। পৃথিবীর শান্তি ও সভ্যতা আজ সাম্যবাদীদের দ্বারা বিপন্ন বলিয়া যখন সকল আমেরিকা-বাসীর ঐক্য অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমাদের সামর্থ্য অনুসারে আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনেব সংহতি আনিতে পারিয়াছি বলিয়া আমরা আনন্দিত।"

প্রস্তাবিত মিলন স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রসারে সাহায্য করবে মনে করে শ্রমিক সম্প্রদায়ের বাইরেও বহু ব্যক্তি এই প্রস্তাবকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। 'ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব্ ম্যানুফ্যাকচারার্স'-এর সভাপতি বলেছিলেন যে, মিলন "বেআইনী ঘোষণা করিতে হইবে।" কয়েকটি ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ব্যক্তিদের ভয় প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল যে, এই মিলনের অর্থ

হবে শ্রমিকদের একচেটিয়া ক্ষমতা। কিন্তু এ ধরনের দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে বলা যায় যে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মুখপত্রগুলিও এই প্রচেষ্টা অনুমোদন করেছিল এবং মনে করেছিল এই মিলন শিল্পজগতে শান্তি নিয়ে আসবে। 'ওয়াল ষ্ট্রীট্ জার্নাল,' এই মিলন আপনা থেকেই কোনো রকমে শ্রমিকদের একচেটিয়া ক্ষমতা বাড়াবে, এ কথা অস্বীকাব কবেছিল। 'নেশন্‌স্ বিজ্‌নেস্' এই মিলন "রাজনৈতিক বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র" পরিণত হতে পারে, এই আভাস দিয়ে, অধিকারক্ষেত্র নিয়ে ধর্মঘট কমিয়ে ফেলবে বলে মালিকদের পক্ষেও যে তা সুবিধাজনক, সে কথা নির্দেশ করেছিল।

অন্যান্য সংবাদপত্রের মধ্যে 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স' এই মিলনকে "বাজনীতি জ্ঞানের পবম কৃতিত্ব" বলে অভিহিত কবেছিল এবং 'ওয়াশিংটন পোষ্ট অ্যাণ্ড টাইম্‌স হেবাল্ড,' "শ্রমিক সম্প্রদায যে বুদ্ধিব পরিণতি ও দায়িত্বজ্ঞান অর্জন করিয়াছে তাহাব সার্থক প্রমাণ ইহা" বলে এই মিলন সম্বন্ধে মন্তব্য কবেছিল। 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর' শ্রমিকদের "ক্রমবর্ধমান বুদ্ধি ও দাযিত্ববোধেব" কথা বলেছিল। ওয়াশিংটনের 'ষ্টার' পত্রিকা জানিয়েছিল যে, এই মিলন "শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে দীর্ঘস্থায়ী স্থিবতা লাভে" সাহায্য কববে এবং এই বিশ্বাস অন্য অনেক পত্রিকায় প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। সমস্ত দেশে 'এ এফ অব্‌ এল' ও 'সি আই ও'র মিলন সাধাবণভাবে যে সাড়া জাগিযে তুলেছিল তা স্পষ্টভাবে গত দুই দশকে শ্রমিক সংগঠন সম্বন্ধে বক্ষণশীল গোষ্ঠীদেব মনোভাব যে যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছিল সে কথা প্রমাণ কবে।

মিলনেব ঘোষণাব সামান্য পবে মিনী 'ফরচ্যুন্' কাগজে সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায়ের নতুন লক্ষ্য ও আশা-আকাঙ্খার রূপবেখা দিয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি সাধাবণভাবে শ্রমিক সংস্থাগুলিব বর্তমান অবস্থা, শ্রমিকদেব মর্যাদার আরো উন্নতিব আবশ্যকতা এবং আর্থিক ও বাজনৈতিক কার্যকলাপেব গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা কবেছিলেন। তিনি ঘোষণা কবেছিলেন যে, সরকাবের সঙ্গে শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ ক্রমেই বেশি জড়িয়ে পড়ছে বলে "আমবা রাজনীতিতে থাকিয়া যাইব"।

শ্রমিক সম্প্রদায় বিশেষ করে কী চাচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তবে মিনী লিখেছিলেন: "আমরা মার্কিন সমাজকে কোনো একটি বিশেষ তত্ব বা আদর্শেব ধাঁচ অনুসারে ঢালিয়া সাজাইতে চাহিতেছি না। আমরা নিয়ত বর্ধমান জীবনযাত্রার মান প্রার্থনা করিতেছি। স্যাম্ গম্পারস একবার এই বিষয় সংক্ষেপে পবিষ্কাব

করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রমিক আন্দোলন কী চাহিতেছে, তাঁহাকে এই প্রশ্ন করা হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন তাহারা 'আরো' চায়। অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন-যাত্রার মান বলিতে আমরা শুধু আরো অর্থ নহে, আরো অবসর ও আরো সম্পদশালী সাংস্কৃতিক জীবন বুঝিলেও সেই একই উত্তর থাকিয়া যায়। আমরা 'আরো' চাই।"

একই সময়ে রয়টার 'ইউনাইটেড অটোমোবাইল ওয়ার্কার্স' এবং প্রধান প্রধান উৎপাদকদের মধ্যে নতুন চুক্তির জন্য দরকষাকষিতে নিশ্চিত বাৎসরিক মজুরির বিপ্লবাত্মক ধারণা নিয়ে এলে অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছিলেন যে, তিনিও শ্রমিকদের জন্য "আরো" চাইছেন। এই ছিল সে সময়ে তাঁর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য এবং তিনি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জানিয়েছিলেন যে, সমস্যাগুলি দুরূহ হওয়া সত্ত্বেও মোটরগাড়ী শিল্পের মালিক ও শ্রমিকদের পারস্পরিক সুবিধার জন্য তাদের সমাধান সম্ভব। তিনি একথা বলেন নি যে, নিশ্চিত বাৎসরিক মজুরি, যা কখনও কখনও নিশ্চিত বাৎসরিক নিয়োগ বলেও অভিহিত হত, কোনো অর্থেই শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে 'সর্বরোগহর' হয়ে যাবে। কিন্তু "শিল্পপতিদের পরিকল্পনা যাহাতে তাহাদের কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের ও সমস্ত সমাজের পক্ষে অবিচ্ছিন্ন আয়ের প্রবাহ ও ক্রয়ক্ষমতার আবশ্যকতা বিবেচনা করে সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের দৃষ্টি প্রসারিত করিবার গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে" এই ব্যবস্থা পরিণত হতে পারে তাঁর এই বিশ্বাস তিনি জানিয়েছিলেন।

তা'হলেও ১৯৫৫ সালের বসন্তকালে নিশ্চিত মজুরির বিরোধিতা এবং এই প্রস্তাব কতদূর বাস্তবে রূপায়িত করা যায় সে সম্বন্ধে সন্দেহ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছিল। 'জার্নাল অব্ কমার্স' ১লা মার্চ সংখ্যায় দেশের প্রধান শিল্পগুলির সর্বোচ্চ স্তরের পরিচালকদের মনে এ ধরনের চিন্তা যে দানা বাঁধছিল সে কথা জানিয়েছিল। রয়টার সমস্ত বিরোধিতার মুখোমুখি হয়ে বলতে লাগলেন যে, নিশ্চিত বাৎসরিক মজুরি "অর্থনীতির দিক দিয়া নির্ভুল এবং নীতিবোধের দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত এবং এই নতুন বিরোধের বিষয়ে কোনো চুক্তি সম্ভব হবে কী না তা ভবিষ্যতের জন্য তোলা রইল।"

তিনি যে এই বিরোধের শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। রয়টার ঘোষণা করলেন, "ইহা একটি জেহাদ—মানবিক প্রয়োজনের সহিত আর্থিক প্রাচুর্যের সামঞ্জস্য সাধনের জেহাদ। আমরা ব্যবসায়—পরিচালকদের সঙ্গে করিয়া পর্বত-শিখরে লইয়া যাইতে চাই এবং

আমাদের দূরদৃষ্টির সামান্য একটি অংশ তাহাদের দিতে চাই। স্বাধীন শ্রমিক সম্প্রদায়, স্বাধীন পরিচালকবর্গ, স্বাধীন সরকার ও স্বাধীন জাতি আমেরিকার শক্তি কাজে লাগাইতে এবং জনসাধারণের মৌল প্রয়োজনের সহিত এই শক্তির সামঞ্জস্য সাধন করিতে সহযোগিতা করিলে যে মহান নতুন পৃথিবী গড়িয়া তোলা যাইবে তাহাদের আমরা সেই পৃথিবীই দেখাইতে চাই।"

গ্রীষ্মের গোড়ার দিকে মোটরগাড়ী শিল্পের মালিকদের সঙ্গে নতুন চুক্তির আলোচনায় রয়টার শ্রমিক সংস্থার এই অভিনব লক্ষ্য স্বীকৃতির পথে যথেষ্ট উন্নতিলাভে সক্ষম হয়েছিলেন। বস্তুতঃ, বড বড কোম্পানীগুলো নিশ্চিত বাৎসবিক মজুরির নীতি গ্রহণ করেছিল এবং কোনোরকম ধর্মঘটের ভয় না দেখিয়েই 'ইউনাইটেড অটোমোবাইল ওয়ার্কার্স' তার সবচেয়ে আশাবাদী সদস্যের কল্পনারও বেশি সুবিধা আদায় করতে পেবেছিল। ফোর্ড কোম্পানী চুক্তির সাহায্যে স্বাভাবিক মজুরির হারের কাছাকাছি হারে অন্ততঃ ছ' মাসের পারিশ্রমিক নিশ্চিত করে এ ব্যাপারে পথ দেখিয়েছিল এবং অল্প দিনের মধ্যে 'জেনারেল মোটরস্' কোম্পানীও তাদের অনুসরণ করেছিল।

শ্রমিক সম্প্রদায় নিশ্চিত বাৎসরিক মজুরি ছাড়া অন্য ব্যাপারেও জড়িত হয়েছিল। বহু রাজ্যে "কাজ করিবার অধিকাবের" ব্যাপক অস্তিত্ব (১৯৫৫ সালে ১৭টি রাজ্যে) 'সীমাবদ্ধ কারখানা' নীতি ও শ্রমিক সংস্থার সদস্যপদ বাধ্যতামূলক করার নীতির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করে বিপজ্জনকভাবে সংস্থার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করছে বলে মনে করা হচ্ছিল। ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইনের একটি ধারায় বলা হয়েছিল যে, শ্রংমিক সংস্থার নিরাপত্তা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন অপেক্ষা রাজ্য আইন দ্বারা অপেক্ষাকৃত বেশি সীমিত হলে রাজ্য আইনই বজায় থাকবে এবং এই ধারার জন্যই এ ধরনের আইন রচনা সম্ভব হয়েছিল। নতুন শ্রমসচিব জেম্‌স্ পি মিচেল রাজ্যগুলিকে এসব আইন বাতিল করতে বললেও সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায় অনুভব করেছিল ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইনের যে ধারা এ ধরনের ব্যবস্থা সম্ভব করেছে তা দূর করেই প্রকৃতপক্ষে তাদের সফলভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

বোধ হয়, 'স্বয়ংক্রিয়তা' অথবা যন্ত্রেয় সাহায্যে যন্ত্র পরিচালনার যন্ত্রবিজ্ঞান-প্রসূত বেকারত্বের সৃষ্টির সম্ভাব্য তাৎপর্য শ্রমিকদের কাছে আরো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। শ্রমিক সম্প্রদায় ঠিক স্বয়ংক্রিয়তার বিরোধী ছিল না। কিন্তু তারা অনুভব করেছিল যে, কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের অতিরিক্ত দ্রুত কর্মচ্যুত

করলে যে আঘাত দেওয়া হবে তা উপশম করার জন্য হয় নিশ্চিত বাৎসরিক মজুরি অথবা অন্য কোনো রক্ষাকবচ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। শ্রমিক সম্প্রদায় অনুভব করেছিল যে, এই প্রশ্নের সমাধানে তাদের অধিকার শুধু চাকরির নিরাপত্তা থেকেই আসছে না, জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াবার পক্ষে অত্যাবশ্যক পূর্ণ নিয়োগের দিক থেকেও আসছে।

এ কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, এসব বিষয়ে এবং ট্যাফ্ট-হার্টলি আইনের সংশোধনের প্রশ্নে, সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় তাদের সমস্ত আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা (এই ক্ষমতা আবার 'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও'র মিলনের ফলে আরো প্রবল হয়ে উঠেছিল) শ্রমজীবীদের স্বার্থ রক্ষা ও প্রসারের জন্য প্রয়োগ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল। সব সময়ই "আরো" বেশি অর্জনের লক্ষ্য মনে রাখা হয়েছিল।

'ফরচ্যুন' পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ শেষ করবার সময় মিনী কিন্তু বিরাট সাফল্য-বোধ নিয়ে অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পেরেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, ১৯০০ সালের পর আমেরিকার শ্রমজীবীদের জীবনযাত্রার মান দ্বিগুণ বর্ধিত হয়েছে এবং তাদের কাজ করার সময় এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছে। যে অবাধ উদ্যোগ ব্যবস্থা মার্কিন সমাজে শ্রমিকদের অনুকূল মর্যাদা লাভ সম্ভব করে তুলেছে, তার কাঠামোর মধ্যে থেকে ভবিষ্যতে আরো উন্নতির কথা তিনি ভাবতে পেরেছিলেন।

শ্রমিক সম্প্রদায়ের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও'র মিলন এবং ১৯৫৫ সালে সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের অনুকূল সাধাবণ পরিস্থিতির জন্য ধাবণা হয়েছিল যে, শ্রমিক আন্দোলনের অধিকতর উন্নতি ও সম্প্রসারণ অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে। পরবর্তী পাঁচ বছরে এই আশা বাস্তবে পরিণত হতে পারে নি। বস্তুতঃ, বর্তমান শতাব্দীর সপ্তম দশকের আরম্ভে শ্রমিকেরা একাদিক্রমে কয়েকটি বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়েছিল। এসব পরাজয় আন্দোলনের নেতাদের গভীর উদ্বেগের কারণ হয়েছিল এবং 'এ এফ অব্ এল'-'সি আই ও'র আলাপ-আলোচনায় কিছুটা বিষণ্ণতার জন্য দায়ী হয়েছিল।

সম্মিলিত মহাসংঘের প্রথম সম্মেলনে আগামী দশ বছরে শ্রমিক সংস্থাব সদস্যদের সংখ্যা দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু পাঁচ বছর কেটে গেলে দেখা গেল সদস্য সংখ্যা মোটেই বাড়েনি এবং সংগঠন-কার্যক্রম প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে বললেই চলে। কয়েকটি শ্রমিক সংস্থার অসাধুতা ও অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টা এসময়ে কংগ্রেসের 'শ্রম ও পবিচালনা মহলে অন্যায় কাজকর্ম অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত বিশেষ সমিতি' ('সিলেক্ট কমিটি অন্ ইম্প্রপার অ্যাকটিভিটিজ্ ইন দ্য লেবার অব্ ম্যানেজমেণ্ট ফিল্ড') নাটকীয়ভাবে জনসাধারণের কাছে উদ্ঘাটিত কবেছিল। এ সব তথ্য শ্রমিক সংস্থাগুলির দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে জনসাধাবণের আস্থা যে বাড়ায় নি তা বলাই বাহুল্য। অবশেষে কংগ্রেস ল্যান্ড্রাম্-গ্রিফিন্ আইন পাশ কবে বিগত দশ বছরের মধ্যে সর্বপ্রথম শ্রমিক সংস্থাগুলির ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণভাবে খর্ব করে আইন বিভাগীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। ১৯৫৮ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে উদারপন্থী শক্তিদের জয়লাভের পর শ্রমিক সংস্থাগুলি মনে করেছিল যে, তাদের পক্ষে ট্যাফ্ট-হার্টলি আইন রদ করা বা সংশোধিত করা সম্ভব হবে। কিন্তু তা না হয়ে 'নয়া বন্দোবস্তের' প্রবর্তনের পর যে কোনো সময়ের চেয়ে

তারা নিজেদের কার্যকলাপ অধিকতর বাধাপ্রাপ্ত ও সীমাবদ্ধ হয়ে যেতে দেখল।

সপ্তম দশকের গোড়ায় শ্রমিকদের এই নৈরাশ্য সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ছিল না, এ কথা হয়তো কিছুটা সত্য। এ সমস্ত বাধা সত্ত্বেও শ্রমিক সংস্থাগুলি স্পষ্টতঃই প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী ছিল এবং তখনও জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থা যথেষ্ট প্রভাবিত করার মত অবস্থা তাদের ছিল। বড় বড় শিল্পভিত্তিক সংস্থাগুলির অনুসৃত যৌথ দরকষাকষি সামগ্রিকভাবে আরো বেশি মজুরি ও আরো ব্যাপক প্রান্তিক সুবিধা তাদের সদস্যদের এনে দিতে পেরেছিল। ১৯৫৯-৬০ সালের দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট ছিল দেশের একটি মৌল শিল্পে পুরোনো ধবনের ক্ষমতার জন্য লড়াই। কিন্তু এই ধর্মঘটও চূড়ান্ত বিচারে শ্রমিকদের অন্ততঃ আপেক্ষিকভাবে জয়ী করেছিল। তা'হলেও জাতির আর্থিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন—বিশেষ করে শ্রমিক বাহিনীর পরিবর্তনশীল গঠন এবং বহু শিল্পে স্বয়ংক্রিয়তার দ্রুততর অগ্রগতি—ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার উপর (জোর দিয়েছিল) "শ্রমিক সম্প্রদায় বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে কতদূর যাইতেছে?" এই প্রশ্নের উওরে একজন বিখ্যাত অর্থবিজ্ঞানী বলেছিলেন, "বেশি দূর নহে।" গত পঁচিশ বছরে দেশের মধ্যে নিজেদের ভূমিকার বৈশিষ্ট্যসূচক আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখতে হলে নিজেদের নীতিও যে বদলাতে হবে সে কথা সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায় স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল।

'এ এফ অব্. এল' ও 'সি আই ও'র কার্যনির্বাহী সমিতি দু'টির আনুষ্ঠানিক মিলন কিন্তু জাতীয় স্তরের শ্রমিক নেতাদের লক্ষ্য শ্রমিক আন্দোলনের সর্বব্যাপী সংহতি আপনা থেকেই সৃষ্টি করতে পারে নি। রাজ্যস্তরের মহাসংঘ ও স্থানীয় সংস্থাগুলিকে একত্র করা এবং শ্রমিক আন্দোলনের সংঘাতমুখর ইতিহাসে অধিকারক্ষেত্র নিয়ে যে ধরনের বিরোধের সব সময়েই প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে সেগুলো কার্যকরভাবে নিবারণ করার উপায় নির্ধারণের কঠিন ও জটিল সমস্যাগুলি থেকে গিয়েছিল। 'এ এফ অব্. এল' 'সি আই ও'র সভাপতি হিসাবে জর্জ মিনী নিজেকে সংযুক্ত শ্রমিক সম্প্রদায়ের এতটা সার্থক নেতা বলে প্রমাণিত করেছিলেন যে, প্রায়ই "জর্জই এই কাজ করুন" একথা বলে তাঁর সামনে বহু সমস্যা তুলে ধরা হত। কিন্তু তা'হলেও রাজ্য মহাসংঘ অথবা বিশেষ বিশেষ সংস্থার কর্মচারীদের সহযোগিতা তিনি সব সময়ই পেতে সক্ষম হন নি। স্থানীয় পর্যায়ে মিলনের জন্য আলাপ-আলোচনা শম্বুকগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল এবং ষষ্ঠ দশকের

সমাপ্তির সময়ই রাজ্যস্তরে সম্পূর্ণ সংযুক্তি সাধিত হয়েছিল। তা'হলেও সম্পূর্ণ-ভাবে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকবাহিনী গড়ে তোলার জন্য আবশ্যক চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে নি, এমন অনেক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান তখনও দেখা যাচ্ছিল।

উপরন্তু, শ্রমিক সংস্থাগুলির অসাধুতা সম্পর্কে সিনেটের অনুসন্ধানের ফলে কিছু কিছু সংস্থা মহাসংঘ ত্যাগ করায় বা মহাসংঘ থেকে বিতাড়িত হওয়ায় 'এ এফ অব্ এল'-'সি আই ও'র অনুমোদিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সংখ্যা এবং তাদের মোট সদস্য সংখ্যাও কমে গিয়েছিল। সপ্তম দশকের সূচনায় সম্মিলিত শ্রমিক আন্দোলনে ১৩৪টি সংস্থা যুক্ত ছিল, কিন্তু ১৯৫৬ সালের মোট সদস্যসংখ্যা ১৭,০০০,০০০ থেকে এ সময়ে সদস্যসংখ্যা ১৩,৫০০,০০০-এ নেমে এসেছিল। 'শকট চালকদের সংস্থা' ('টীমষ্টার্‌স্ ইউনিয়ন') বিতাড়িত হওয়ার জন্যই প্রধানতঃ মহাসংঘের সদস্যসংখ্যার এই হ্রাসপ্রাপ্তি এবং পরিণতি হিসাবে মহাসংঘের অননুমোদিত সংস্থাগুলির সদস্যসংখ্যার বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল।

'এ এফ অব্ এল'-'সি আই ও'র সদস্যদের বড় অংশ বাইরে চলে যাবার চেয়েও অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এসব অঙ্কে প্রতিফলিত সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের সদস্যসংখ্যার হানি। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত সরকারী দ্বিবার্ষিক রিপোর্টে গত দুই দশকের মধ্যে সর্বপ্রথম মোট সদস্যসংখ্যায় সত্যিকারের হ্রাস দেখানো হয়েছিল। ১৮,৫০০,০০০ থেকে এই সংখ্যা ১৮,১০০,০০০-এ নেমে এসেছিল। পরবর্তী দু'বছরের হিসাবে এসব অঙ্কে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায় নি। অসামরিক শ্রমিকবাহিনীর এ সময়ে ৬৮,২০০,০০০-তে দাঁড়িয়েছিল। এই সংখ্যার অনুপাতে পূর্বোক্ত অঙ্কের অর্থ হল এই যে, ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে দেশের শ্রমিকদের এক-চতুর্থাংশেরও কম শ্রমিক সংস্থার সদস্য ছিল। ওয়াল্টার রয়টার খোলাখুলি স্বীকার করেছিলেন, "আমরা পিছু হঠিয়া যাইতেছি"।

শ্রমিক সংস্থার সদস্যসংখ্যায় এই আপেক্ষিক অবনতির অনেক কারণ ছিল। কিন্তু, বোধ হয় এ ঘটনার জন্য মূলতঃ সরকার, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়, অর্থলগ্নি ব্যবসায়, এবং বিশেষ করে সেবামূলক শিল্পে নিযুক্ত ক্রমবর্ধমান শ্রমিক বাহিনীর তুলনায় উৎপাদনশিল্প, খনিশিল্প ও পরিবহণে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যায় ক্রমাবনতিই দায়ী। কর্মসংস্থানে এ সব মৌল পরিবর্তন উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়তার প্রসারের (এ ধরনের শিল্পে নতুন নতুন পদ্ধতি ও নতুন নতুন যন্ত্র শ্রমিকদের প্রয়োজন ক্রমেই কমিয়ে ফেলছিল) মতই অধিকতর সেবামূলক কাজের জন্য জনসাধারণের চাহিদার উত্তরে সেবামূলক শিল্পের সম্প্রসারণ

প্রতিফলিত করেছিল। অর্থাৎ, ঐতিহাসিকভাবে শ্রমিকদের যে অংশকে অপেক্ষাকৃত সহজে সংঘবদ্ধ করা যেতো, তাদের অনুপাত কমে গিয়েছিল এবং সদস্যপদের ধারণা যারা প্রতিহত করার চেষ্টা করত তাদের অনুপাত বেড়ে গিয়েছিল। সাদাকলারবিশিষ্ট শ্রমিকেরা নীল কামিজ-পরা শ্রমিকদের উপর সংখ্যাধিক্য বিস্তার করছিল।

'এ এফ অব্ এল'-'সি আই ও'র সংগঠন কার্যকলাপে অন্যান্য আরো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শ্রমিক সংস্থাগুলি যেখানে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল সেখানেও সংস্থার সদস্য হবার আগ্রহ কমে গিয়েছিল এবং দক্ষিণাঞ্চলে সংগঠনের বিরোধিতা না কমে, বরং অনেকটা শক্ত হয়ে উঠেছিল। বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে যে গতিশীল প্রেরণা দেখা গিয়েছিল, শ্রমিক নেতাদের মধ্যে যেন তারও অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু তা'হলেও বলা চলে যে, জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে 'এ এফ অব্ এল' ও 'সি আই ও' প্রথম মিলিত হবার সময় যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল তাতে উপনীত হবার ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল শ্রমিক সম্প্রদাযের গঠনে (কাঠামোর) পরিবর্তন।

রাজনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে নতুন মহাসংঘ একটি নতুন 'রাজনৈতিক শিক্ষা সমিতি' ('কমিটি অন্ পলিটিক্যাল এডুকেশন') গঠন করে শ্রমিকদের স্বার্থ প্রসারে অবিলম্বে সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করেছিল। তখন পর্যন্ত সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায়কে দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের একটির সঙ্গেও সংযুক্ত করার কোনো ইচ্ছা দেখা যায় নি। 'সি ও পি ই' ('কমিটি অন্ পলিটিক্যাল এডুকেশন') "কঠোরভাবে নিরপেক্ষ নীতি" পালন করার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিল। কিন্তু ১৯৫৬ সালে উভয় দলের কাছেই কতগুলি প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছিল। গণতন্ত্রীরা এসব প্রস্তাবের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব নেওয়ায় শ্রমিক সম্প্রদায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাদেরই সমর্থন করেছিল। বস্তুতঃ রুজভেল্টের সময় থেকে শ্রমিকেরা তাই করে আসছিল। 'এ এফ অব্ এল-সি আই ও'র কার্যনির্বাহী সমিতি এ্যাডলাই ষ্টিভেন্‌সনকে অনুমোদন করেছিল, এবং 'সি ও পি ই' তাঁর হয়ে এবং কংগ্রেসের সদস্যপদপ্রার্থীদের হয়ে শক্তিশালী নির্বাচন-অভিযান পরিচালিত করেছিল। কংগ্রেসপদপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রী বা সাধারণ-তন্ত্রী যে ব্যক্তির নীতি শ্রমিকেরা সমর্থন করেছিল তাঁকেই তারা নির্বাচনে সাহায্য করেছিল। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় হতাশ হলেও কংগ্রেসে গণতন্ত্রী ও উদারপন্থীরা জয়লাভ করায় শ্রমিক সম্প্রদায় উল্লসিত হয়েছিল।

রাজনৈতিক কার্যকলাপের চেয়ে বা সংগঠন অভিযানের চেয়েও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ বলে যা প্রমাণিত হয়েছিল, এমনই একটা ক্ষেত্রে 'এ এফ অব্ এল-সি আই ও'কে হতাশ হতে হয়েছিল। শ্রমিক সংস্থা সংগঠনে নতুন প্রেরণাদান ছাড়াও মিলনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দায়িত্বজ্ঞানহীন শ্রমিক সংস্থাগুলির উপর অধিকতর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ। এই উদ্দেশ্যে মহাসংঘ 'নৈতিক আচরণ সমিতি' ('এথিকাল প্র্যাকটিসেজ্ কমিটি') স্থাপন করেছিল। আচরণ সম্বন্ধে নিয়মাবলী বলবৎ করার জন্যই এই সমিতি গড়ে তোলা হয়েছিল এবং আশা করা গিয়েছিল যে, শ্রমিকসংস্থার তহবিলের, বিশেষ করে কল্যাণ ও পেনসন্ প্রকল্পে লগ্নি করা তহবিলের অপব্যবহার, শ্রমিক নেতাদের কুকর্ম এবং শ্রমিক সংস্থার ব্যাপারে অন্যান্য ধরনের অসাধু ও নীতিবিরুদ্ধ আচরণ সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান অভিযোগের উত্তরে শ্রমিকেরা নিজেদের আভ্যন্তরীণ গলদ দূর করতে পারবে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই একথা পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, বেশ কয়েকটি শ্রমিক সংস্থার ভেতরে অবস্থা এতদূর কলুষিত হয়ে উঠেছে যে, জনসাধারণ অথবা কংগ্রেস কেউই ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে 'এ এফ অব্ এল-সি আই ও'র মধ্যস্থতায় ছেড়ে দিতে রাজী না। বরং তারা দাবি করেছিল যে, এ ব্যাপারে সরকারকে অনুসন্ধান করে যথাকর্তব্য করতে হবে।

এই দাবির পরিণতি হিসাবেই কংগ্রেস ১৯৫৭ সালে 'শ্রম অথবা পরিচালনা মহলে অন্যায় কাজকর্মের অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ সমিতি' (সিলেক্ট কমিটি অন ইম্প্রপার অ্যাকটিভিটিজ ইন দ্য লেবার অব্ ম্যানেজমেণ্ট ফিল্ড') প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই সমিতি অ্যারকানসানের সিনেট্-সদস্য জন্ এল ম্যাকক্লেলানের সভাপতিত্বে অবিলম্বে এমন কয়েকটি প্রকাশ্য শুনানির সূত্রপাত করেছিল যেগুলি সমস্ত দেশকে ব্যথিত ও আতঙ্কিত ক'রে তুলেছিল। শ্রমিক সংস্থার একনায়কতন্ত্র-সুলভ নিয়ন্ত্রণ, ব্যাপক দুর্নীতি, হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জন মুষ্টিমেয় কয়েকটি সংস্থাতে দেখা গেলেও এজন্য সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনকেই সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছিল এবং শ্রমিক নেতাদের আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হতে হয়েছিল।

কংগ্রেসের অনুসন্ধানের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল 'শকটচালকদের সংস্থা'। বহু সাক্ষীর চমকপ্রদ বিবরণ থেকে জানা গেল যে, এই সংস্থার সভাপতি ডেভিড্ বেক্ নিজের খেয়ালখুশি মত এই সংস্থা পরিচালনা করেছেন এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সংস্থার বহু অর্থ সরিয়ে নিয়েছেন। বেক্ ছিলেন উদ্ধত ও সমিতির

ক্ষমতা তিনি অবজ্ঞার চোখে দেখেছিলেন। শকটচালকদের নেতা বার বার প্রশ্নের উত্তর দিতে অসম্মত হয়েছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনার ভয় দেখানো হলে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনের আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তা'হলেও তাঁর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ তাঁকে শ্রমিক সংস্থাটির সভাপতিত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। তাঁকে আয়কর ফাঁকি ও চুরির অপরাধে অভিযুক্ত এবং শেষ পর্যন্ত দণ্ডিত হতে হয়েছিল। সমিতি শকটচালকদের স্থানীয় সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে নির্বাচনে জোচ্চুরি, সংস্থার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগে গায়ের জোরে টাকা আদায়, অবিশ্বাস্য রকম অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জন, এবং শ্রমিক সংস্থার কর্মচারী ও কুখ্যাত গুণ্ডা'দের মধ্যে (বিশেষতঃ নিউ ইয়র্কে) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ উদ্ঘাটিত করেছিল। পরে আরো জানা গিয়েছিল যে, শকটচালকদের সভাপতি হিসাবে যিনি বেকের জায়গায় এসেছিলেন সেই জেম্‌স্ আর হফাও এমন বহু আচরণের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, যা তাঁর সংস্থাকে স্বৈরাচারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও দুর্নীতির সাহায্যে পরিচালিত—এই কুখ্যাতি অর্জনের বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিল। ম্যাকক্লেলান্ সমিতি জানিয়েছিলেন যে, হফা 'গুণ্ডাদের সাম্রাজ্য' পরিচালিত করেছে।

সমস্ত পরিস্থিতি অসম্ভব রকম গোলমেলে হয়ে গিয়েছিল। সদস্যদের একটি দল হফার বিরুদ্ধে এই মর্মে মামলা করল যে, তাঁব নির্বাচনে জোচ্চুরির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। হফা আইনের সব রকম কৌশলের সাহায্যে পাল্টা লড়াই চালালেন। আদালত শেষ পর্যন্ত এই সংস্থার কাজকর্ম তত্ত্বাবধানের জন্য একটি 'অভিভাবক পর্ষৎ' ('বোর্ড অব্ মিনিটরস্') নিযুক্ত করল। কিন্তু এই বিরোধের ব্যাপারে আইনের তর্কাতর্কি চলার সময়ে এবং হফার বিরুদ্ধে নানাবিধ কুকর্মের অভিযোগ আনা হলেও তিনি তাঁর সভাপতিত্ব পদে অচল হয়ে রইলেন এবং শ্রমিক সংস্থাটি পরিচালনায় প্রায়ই কংগ্রেস ও আদালত-গুলিকে তিনি অমান্য করতেন।

শকটচালকদের সংস্থা সম্বন্ধে শুনানিগুলি ম্যাক্‌ক্লেলান সমিতির শুনানি-গুলির মধ্যে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর হলেও 'হোটেল অ্যাণ্ড রেষ্টোর্যান্ট এম্‌প্লয়িজ', 'বেকারি অ্যাণ্ড কন্‌ফেক্‌শনারি ওয়ার্কার্স', লন্‌ড্রি ওয়ার্কার্স', 'অপারেটিং এন্‌জিনিয়ারস্', 'অ্যালায়েড্ ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স' এবং 'ইউনাইটেড্ টেকস্-টাইল ওয়ার্কার্স' প্রভৃতি সংস্থার কাজকর্ম সম্বন্ধে যে সব তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল

তাও জনসাধারণকে যথেষ্ট আঘাত দিয়েছিল। একজনের পর একজন সাক্ষী শ্রমিক সংস্থার নেতা ও নিয়োগকর্তাদের মধ্যে চক্রান্ত, শ্রমিক সংস্থার তহবিলের অপব্যবহার, জুলুমের সাহায্যে টাকা আদায় ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের বহু দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিল। সমিতির শুনানিগুলির মধ্যে যে ছবি ফুটে উঠেছিল তা হচ্ছে এই যে, বেশ কয়েকটি সংস্থায় দুর্নীতিপরায়ণ ও অসাধু নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সদস্যদের অধিকার সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করত এবং প্রায়ই স্থানীয় সম্প্রদায়ের অপরাধপ্রবণ উপাদানের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখত। শকটচালকদের সম্পর্কে শেষোক্ত মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল। শ্রমিক সংস্থার সদস্য, মালিকপক্ষ ও জনসাধারণের ক্ষতি করে এই পরিস্থিতি দুর্নীতি ও হিংসাত্মক কাজের জন্ম দিচ্ছিল।

এসব তথ্যের মুখোমুখি হয়ে 'এ এফ অব্ এল-সি আই ও'র 'নৈতিক আচরণ সমিতি' অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে হস্তক্ষেপ করেছিল। অভিযুক্ত সংস্থাগুলির কাছ থেকে এই সমিতি কৈফিয়ত দাবি করেছিল এবং সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত আভ্যন্তরীণ সংস্কারের শর্তগুলি পূরণ না করা পর্যন্ত এ সব সংস্থাকে পরীক্ষাধীন করে রাখা হয়েছিল। নিজেদের গলদ শুধরে নিতে ব্যর্থ হলে মহাসংঘ সংস্থাগুলিকে বিতাড়িত করতে প্রস্তুত ছিল এবং ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'টীম্স্টারস্ ইউনিয়ন', 'লণ্ড্রি ওয়ার্কার্স' ও 'বেকারি অ্যাণ্ড কন্‌ফেকৃশনারি ওয়ার্কার্স' এই তিনটি সংস্থাকে অনুরূপ দণ্ড দিয়েছিল। 'এ এফ অব্ এল-সি আই ও' দায়িত্বশীল শ্রমিক নেতৃত্বের উচ্চ মান এবং শৃঙ্খলা বলবৎ করায় শ্রমিকদের দৃঢ়তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিল।

তা'হলেও ১৯৫৮ সালের মার্চে ম্যাক্‌ক্লেলান সমিতি তার প্রাথমিক রিপোর্টে দাবি করেছিল যে, শ্রমিক সংস্থার দুর্নীতির যে সব তথ্য নথিপত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করা হয়েছে তা কংগ্রেসের রচিত, আইনের সাহায্যে প্রতিকার করা উচিত। জনসাধারণও সরকার কর্তৃক শ্রমিক সংস্থাগুলিকে আরো বেশি তত্ত্বাবধান করা সমর্থন করতে প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছিল। প্রেসিডেণ্ট আইজেন-হাওয়ার "দুর্নীতি, অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জন এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে আস্থা ও ক্ষমতার অপব্যবহার" নিবারণ করার জন্য আইন প্রণয়নের আহ্বান জানালে কংগ্রেস তাতে সাড়া দিয়েছিল।

কিন্তু আইন রচনার প্রয়াস তৎক্ষণাৎ শ্রমিক সংস্থাগুলির বিধিসম্মত ক্ষমতাসম্বন্ধে বিতর্কমূলক বিরোধ এবং ট্যাফ্‌ট-হার্ট্‌লি আইন সংশোধন অথবা

দরের পুরোনো প্রশ্ন তুলে ধরেছিল। শ্রমিকদের শত্রুরা শ্রমিক সংস্থার বৈধ কাজ কর্মের উপরও নতুন বাধানিষেধ আরোপ করার জন্য, দুর্নীতির প্রশ্ন যে সুযোগ এনে দিয়েছিল তা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। শ্রমিকদের বন্ধুরা দুর্নীতি প্রতিরোধ করার প্রয়োজন মেনে নিতে প্রস্তুত থাকলেও এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সংস্থাগুলির স্বীকৃত অধিকার কোনো রকমে খর্ব করার চেষ্টার ঘোর বিরোধিতা করেছিল। একটি ব্যবস্থা সম্বন্ধে মতৈক্য সম্ভব হয়েছিল। এই ব্যবস্থাটি ডগ্‌লাস্‌-কেনেডি-ইভ্‌স্‌ আইন বলে পরিচিত এবং এই আইনের সাহায্যে কর্মচারীদের কল্যাণ ও পেন্‌সন্‌ প্রকল্প স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু মূল বিষয়গুলি নিয়ে অপেক্ষাকৃত কঠোর একটি বিল আইনে পরিণত করার সব চেষ্টাই আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনের জন্য তীব্রতর ঘনায়মান রাজনৈতিক বিরোধের মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিল। সিনেট শেষ পর্যন্ত আর একটি ইভ্‌স-কেনেডি বিল পাশ করেছিল। বিলটি ছিল একটি মধ্যপন্থী দুর্নীতিবিরোধী ব্যবস্থা, কিন্তু কংগ্রেসের নিম্নতর কক্ষ ('হাউস') প্রধানতঃ সমস্যার মূলে না যাওয়ার জন্য তা নাকচ করে দেয়।

১৯৫৮ সালের পর ১৯৫৯ সাল আসতে থাকলে ম্যাক্‌ক্লেলান সমিতি যে সব তথ্য উদ্ঘাটিত করেছিল তা অপরিহার্যভাবে নতুন কংগ্রেসের অধিবেশনে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। আবার একবার কংগ্রেসের উচ্চতর ও নিম্নতর উভয় কক্ষেই শ্রমিকদের বন্ধু ও শ্রমিকদের শত্রুদের মধ্যে গুরুতর লড়াই বেধে গেল এবং অন্তর্বর্তী নির্বাচনে গণতন্ত্রীরা জয়ী হওয়া সত্ত্বেও ক্রমেই একথা পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, ১৯৪৮ সালের পর কংগ্রেস শ্রমিক সংস্থাগুলির উপর এ পর্যন্ত যে ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার কথা ভেবেছিল, এখন তার চেয়েও কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে কংগ্রেস বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। জনসাধারণ এ বিষয়ে যথেষ্ট বিচলিত হয়ে পড়েছিল। প্রস্তাবিত আইনটিকে শুধু দুর্নীতিবিরোধী ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টায় শ্রমিকদের পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী।

এই তীব্র বিরোধের পরিণতি আইনটিতে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ১৯৫৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। ব্যবস্থাটিকে জবড়জঙ্গভাবে '১৯৫৯ সালের শ্রমিক-পরিচালক সংবাদ প্রদান ও তথ্যোদ্ঘাটন আইন' নাম দেওয়া হয়েছিল (লেবার-ম্যানেজমেণ্ট রিপোর্টিং অ্যাণ্ড ডিস্‌ক্লোজার অ্যাক্ট অব্‌ ১৯৫৯)। কিন্তু জনসাধারণের কাছে এই আইন, দু'টি রাজনৈতিক দলের যে দু'জন সদস্য

নিম্নতর কক্ষে ('হাউস') বিলটি এনেছিলেন তাদের নামানুসারে, 'ল্যাণ্ড্রাম-গ্রিফিন্ আইন' বলে পরিচিত। এই আইনে 'শ্রমিকদের অধিকারের তালিকা' অন্তর্গত করা হয়েছিল এবং সংস্থাগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এই আইন শ্রমিক সংস্থার তহবিল অপব্যবহার করলে যে কোনো কর্মচারীকে জরিমানা ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে এই তহবিল সংরক্ষণ করেছিল এবং সাম্যবাদী ও কয়েকটি অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিদের শ্রমিক সংস্থার কর্মচারী পদে নিয়োগ, সাম্যবাদী দলের সদস্যপদ ত্যাগ অথবা জেলখানা থেকে মুক্তির পর পাঁচ বছর পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেছিল। এই আইন শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের কোনো অধিকারে বলপ্রয়োগপূর্বক হস্তক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনে অপরাধ বলে ঘোষণা করেছিল, কিন্তু দুর্নীতি ও অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র অতিক্রম করে এই নতুন আইন কয়েকটি বিশেষ ব্যাপারে ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইন সংশোধন করেছিল। এসব সংশোধন বয়কট ও সংস্থার স্বীকৃতির জন্য পিকেটিংএর উপর প্রভাব বিস্তার করে প্রত্যেক শ্রমিক সংস্থার আর্থিক ক্ষমতা বহুলাংশে সীমিত করে দিয়েছিল।

ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইন দ্বারা অবৈধ বলে ঘোষিত গৌণ বয়কটের ব্যাখ্যা ল্যাণ্ড্রাম-গ্রিফিন্ আইন প্রসারিত করেছিল। নতুন ব্যাখ্যায় শ্রমিক সংস্থার স্বার্থ প্রসারিত করার জন্য কোনো নিয়োগকর্তাকে আর একজন নিয়োগকর্তার সঙ্গে কারবার চালানো বন্ধ করতে বাধ্য করলে এ ধরনের বয়কট অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল। এই আইন ঘোষণা করেছিল যে, যেখানে অন্য একটি সংস্থা বৈধভাবে স্বীকৃত সেখানে কোম্পানীর বিরুদ্ধে পিকেটিং করলে তা শ্রমসংক্রান্ত অন্যায় আচরণ বলে পরিগণিত হবে। অপর একটি বিতর্কমূলক প্রশ্নে এই আইন 'জাতীয় শ্রম সম্পর্ক পর্ষৎ' সক্রিয় হতে অস্বীকার করলে রাজ্যগুলিকে শ্রমিক-বিরোধে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দিয়েছিল।

ল্যাণ্ড্রাম-গ্রিফিন্ আইন সবাইকে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। কিন্তু বয়কট ও পিকেটিংএর উপর নতুন বাধানিষেধ আরোপ করার ব্যাপারে যতদূর যাওয়া উচিত ছিল, ততদূর না গিয়ে এই আইন পরিচালকদের হতাশ করার সঙ্গে ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইনের অনমনীয় শ্রমবিরোধী ধারাগুলি সংশোধন না করে বরং শেষোক্ত আইনের শক্তিবর্ধন করার জন্য শ্রমিকদের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। 'এ এফ অব্ এল-সি আই ও'র কার্যনির্বাহী সমিতি সোজাসুজি নতুন আইনটিকে নিন্দা করেছিল এবং ঘোষণা করেছিল যে, শ্রমিকদের দৃষ্টিভংগী

থেকে এই আইন "এক দশকেরও বেশি সময়ে সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিপর্যয়।" 'ফেডারেশনিষ্ট' লিখেছিল যে, এই আইনের উদ্দেশ্য "শ্রমিক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা"। আইন-বিভাগীয় রণক্ষেত্রের অন্যান্য অংশে শ্রমিক সম্প্রদায় সাফল্যের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৫৫ সালের পর মাত্র দু'টি রাজ্য অতীব বিতর্কমূলক 'কাজ করিবার অধিকার আইন গ্রহণ করেছিল এবং ১৯৫৮ সালে ক্যালিফোর্ণিয়া, ওহায়ো, কলোরাডো, আইডাহো এবং ওয়াশিংটনে এ ধরনের আইন রচনার চেষ্টা পরাজিত হলে সমস্ত আন্দোলনই গুরুত্বপূর্ণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস এসময়ে যে মনোভাব গ্রহণ করেছিল তা অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট এবং শ্রমিকবিরোধী বলে মনে করা হয়েছিল। বিশেষ করে এ সময়ে শ্রমিক নেতারা আশা করছিলেন যে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুক্তিযুক্ত রক্ষাকবচ সহ সাংগঠনিক কাজে অধিকতর স্বাধীনতা সংযুক্ত করা হবে।

ল্যাণ্ড্রাম-গ্রিফিন্ আইন শ্রমিকদের পক্ষে একটা বিরাট বিপর্যয় প্রতিফলিত করেছিল, এই সমালোচনা কতকাংশে নির্ভুল। শ্রমিক সংস্থাগুলির একচেটিয়া ক্ষমতা বলে যা মনে হয়েছিল সেজন্য এবং তাদের অবলম্বিত কৌশলে দুর্নীতি ও হিংসাত্মক কাজের প্রাধান্য উদ্ঘাটিত হওয়ায় শ্রমিক সংস্থাগুলির প্রতি জনসাধারণের মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছিল। আইনটি যে জনসাধারণের এই পরিবর্তিত মনোভাবই প্রতিফলিত করেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই উঠতে পারে না। আরো কঠোর শ্রমনীতি গ্রহণ করায় কংগ্রেসের দৃঢ়সঙ্কল্প এই আইন প্রমাণিত করেছিল। শ্রমিক সংস্থাগুলির ক্ষমতা খর্ব করার ব্যাপারে মালিকপক্ষ উদ্যম দেখাতে সক্ষম হয়েছিল। তা'হলেও নতুন আইন সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায়ের ক্ষমতার মূল বনিয়াদ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে নি। রক্ষণশীল শিল্পপতিদের লক্ষ্য একচেটিয়া দরকষাকষির অধিকার, বাধ্যতামূলক সদস্যপদ অথবা সংস্থার আইনসম্মত নিরাপত্তা,' এই ব্যবস্থা কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ করে নি। বস্তুতঃ, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও দুর্নীতিপরায়ণ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ এবং শ্রমিক সংস্থার গণতান্ত্রিক চরিত্র সংরক্ষণ শুধু জনসাধারণের স্বার্থ নয়, শ্রমিকদের স্বার্থও প্রসারিত করেছিল। আবার, পূর্ববর্তী শ্রম-সংক্রান্ত আইনের মত ল্যাণ্ড্রাম-গ্রিফিন্ আইনের চূড়ান্ত পরিণতি আদালতের ব্যাখ্যার উপর অনেকটা নির্ভরশীল একথাও অস্বীকার করা যায় না।

শ্রমিক সংস্থায় দুর্নীতি উদ্ঘাটন,—সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের ক্ষমতা নিয়ে এ ধরনের

আইনবিভাগীয় সংঘর্ষ উজ্জীবিত করার সময়ও জাতির বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরা কিন্তু ক্রমেই অধিক পরিমাণে নানাবিধ সুযোগসুবিধা ভোগ করে আসছিল। আরো বেশি মজুরি, আরো কম সময়ের জন্য কাজ এবং আরো ভালো কল্যাণ প্রকল্প প্রমুখ এসব সুযোগসুবিধা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এদেশের আর্থিক ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। ষষ্ঠ দশকের শেষার্ধে যৌথ দরকষাকষিকে ভিত্তি করে যে সব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সেগুলি সর্বক্ষেত্রেই শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের পক্ষে নতুন অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, 'ইউনাইটেড্ স্টীল ওয়ার্কার্স' ১৯৫৬ সালে নিজেদের পক্ষে অতীব অনুকূল একটি ত্রিবার্ষিক চুক্তি সম্পাদিত করেছিল এবং দু'বছর পর 'ইউনাইটেড্ অটোমোবাইল ওয়ার্কার্স' যে চুক্তি করেছিল তা আশানুরূপ না হলেও বার্ষিক উন্নতির জন্য মজুরি বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে মজুরির সামঞ্জস্য এবং বর্ধিত হারে বীমা ও পেন্‌সনের ব্যবস্থা অন্তর্গত করতে পেরেছিল।

শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি এক বছরে ক্রমেই বাড়তে থাকায় ১৯৬০ সাল নাগাদ সাপ্তাহিক মজুরির বাৎসরিক গড় ৯২·৫২ ডলারে এসে দাঁড়াল এবং কারখানার সাপ্তাহিক কাজের সময়ের গড় প্রায় ৪০ ঘণ্টা হয়ে গেল। এসব সুবিধা—জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়তে থাকায় আংশিকভাবে বাতিল হয়ে গেলেও এই (ব্যয়) বৃদ্ধির হার এতটা মন্থর হয়ে গিয়েছিল যে, দেশের শ্রমিকদের ডলারের হিসাবে আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতার হিসাবেও আয় বেড়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ শ্রমিকই উন্নততর পেন্‌সন্ ব্যবস্থা ও অন্যান্য অনুপূরক সুবিধা, দীর্ঘতর অবকাশ ও আরও বেশি ছুটির মাধ্যমে মজুরির অতিরিক্ত যে সব সুবিধা ভোগ করছিল, এই ক্ষেত্রে যুদ্ধোত্তর যুগের চমকপ্রদ প্রসারের পূর্বের অবস্থার সঙ্গে তাদের কোনো তুলনাই করা চলে না।

প্রত্যক্ষ আর্থিক সুবিধালাভের এই চিত্রের অপর একটি দিকও দেখা গিয়েছিল। ষষ্ঠ দশকের সাধারণ সমৃদ্ধি ১৯৫৭-৫৮ সালে আর্থিক পশ্চাদপসরণ দ্বারা ব্যাহত হয়েছিল। শিল্পসংক্রান্ত কাজকর্ম হ্রাস, সৌভাগ্যবশতঃ তা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, মজুরির কাঠামো গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ণ না করলেও বেকারত্ব অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। পশ্চাদপসরণের চরম অবস্থায় বেকার ব্যক্তিদের সংখ্যা ৫,৪০০,০০০ অথবা শ্রমিকবাহিনীর শতকরা ৬ ভাগে পরিণত হয়েছিল। এই ঘটনাটাই ততটা উদ্বেগজনক না হলেও আর্থিক ব্যবস্থা মেরামত হবার পর এবং শিল্পোৎপাদনে পুনরুন্নয়নের পরও বেকারত্ব অসমঞ্জসভাবে অত্যন্ত বেশি থাকায় শ্রমিকদের

দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পশ্চাদপসরণের ফলে দেখা গেল যে, দেশের সাধারণ সমৃদ্ধির বিপরীত অবস্থা কতগুলি অবনত শিল্পে এসে পড়েছে, এবং ১৯৬০ সালের বসন্তকালেও বেকার ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ৩,৫০০,০০০ অথবা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক বাহিনীর ৪·৯ শতাংশ।

ভবিষ্যতের পক্ষে এই ঘটনা ভালো বলে মনে হয় নি। মনে হয়েছিল যেন এতে দীর্ঘস্থায়ী দুরারোগ্য বেকারত্বের আভাস পাওয়া যাচ্ছে যা ঠিক সাময়িক আর্থিক মন্দার পরিণতি নয়। বরং মনে হয়েছিল যে, এই বেকারত্ব শিল্পে স্বয়ংক্রিয়তারই পরিণতি, যা ১৯৫৭-১৯৫৮ সালের দুঃসময় আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। দায়িত্বশীল নেতারা জাতির ভবিষ্যৎ আর্থিক উন্নয়নে যে স্বয়ংক্রিয়তার আবির্ভাব অপরিহার্য বলে মেনে নিয়েছিলেন, কীভাবে তার অধিকতর তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিক সংস্থার সদস্যরা কার্যকরভাবে নিজেদের রক্ষা করবে, এই প্রশ্নই সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। শ্রমিক সংগঠন,—উৎপাদন বাড়ালেও যে শিল্প ব্যবস্থা স্পষ্টভাবেই অপেক্ষাকৃত কম শ্রমিকের আবশ্যকতা প্রমাণ করেছিল তার সঙ্গে, কর্মসংস্থানের প্রসার তো দূরের কথা, কীভাবে বর্তমানে নিযুক্ত শ্রমিকদের সমন্বয় সাধন করা যাবে এই প্রশ্নে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল। তৎক্ষণাৎ এই মূল প্রশ্নের কোনো জবাব না দেওয়া গেলেও, শ্রমিক সংস্থাগুলি আশা করছিল যে, এমন একটি কার্যক্রম প্রবর্তন করা যেতে পারে যা যেখানেই সম্ভব কর্মচারীদের নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত রাখবে এবং অন্যথায় পুনর্শিক্ষণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগত সামঞ্জস্যের মাধ্যমে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের নতুন সুযোগ এনে দেবে। বর্ধিত নৈপুণ্যের সুবিধা স্বীকার না করে উপায় ছিল না। কিন্তু তা'হলেও কোনোরকম সাহায্য দানের চেষ্টা না করেই স্বয়ংক্রিয়তার যূপকাষ্ঠে বিশেষ বিশেষ শ্রমিকের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে শ্রমিক নেতারা ইচ্ছুক ছিলেন না।

ষষ্ঠ দশকের দ্বিতীয়ার্ধ সাধারণভাবে বহুলাংশে অতীব বিশৃঙ্খলাজনক শিল্পবিরোধ থেকে মুক্ত ছিল। যৌথ দরকষাকষি পদ্ধতি বানচাল হয়ে গেলে ধর্মঘট নিশ্চয়ই হয়েছিল, কিন্তু কাজ বন্ধের জন্য নষ্ট শ্রম-দিবসের সংখ্যা খুব বেশি হতে পারে নি। ১৯৫৭ সালে এই সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৬০ লক্ষ অথবা যুদ্ধোত্তর যুগে সর্বনিম্ন। এমন কি ১৯৫৮ সালেও মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ২ কোটি ৩০ লক্ষ। কিন্তু পরের বছর এমন একটি ধর্মঘটের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল যা খুব

সম্ভব প্রধান একটি শিল্পে এপর্যন্ত এ দেশের অভিজ্ঞতায় দীর্ঘতম। এই ধর্মঘট ১১৬ দিন চলেছিল। প্রত্যেকের দিক দিয়েই এই ধর্মঘট সবচেয়ে ব্যয়বহুল হয়েছিল এবং কিছুদিনের জন্য জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থা বিপন্ন করে তুলেছিল। আবার, ১৯৫৯ সালের এই বিরাট ইস্পাত ধর্মঘটের পেছনে ছিল শিল্পে স্বয়ংক্রিয়তার দ্রুত অগ্রগতির ফলে উত্থাপিত বিভিন্ন অশুভ প্রশ্ন। বস্তুতঃ এই ধর্মঘট ছিল শ্রমিক ও পরিচালকদের ক্ষমতার লড়াই। এই সংগ্রামে ইস্পাত শ্রমিকেরা কাজের নিয়মকানুনের উপর তাদের প্রাধান্য বজায় রেখে চাকরির নিরাপত্তা বাড়াতে চেষ্টা করেছিল এবং মালিকপক্ষ সমস্ত নতুন উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে প্রয়াস পেয়েছিল।

এই সংঘর্ষ যে ইস্পাত শিল্পেই সংঘটিত হবে, তাই বোধ হয় স্বাভাবিক ছিল। এই ধর্মঘট অতীতের প্রধান প্রধান বিরোধের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিল—হোমস্টেড্, ১৯১৯ সালের ইস্পাত ধর্মঘট, ১৯৩৭ সালের 'ছোট ইস্পাতশিল্পে' ধর্মঘট। এসব ধর্মঘটে শ্রমিক সম্প্রদায় নিজেদের অধিকাবেব জন্য দেশের সবচেয়ে প্রবল শিল্পের সুরক্ষিত বাহিনীর সঙ্গে তিক্ত সংগ্রাম চালিযে গিয়েছিল। আবার, ১৯৫৯ সালে একদিকে সমস্ত সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায়, অন্য দিকে শিল্পপতিদের গোষ্ঠী ইস্পাতে এই সংগ্রামেব ফলাফলে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। এবার এই সংগ্রাম হিংসাত্মক কাজ ও ভীতিপ্রদর্শনে ফেটে না পড়ে সহনশীলতার ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রথমে এই সংঘর্ষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বোঝা যায় নি। 'ইউনাইটেড্ ষ্টীল ওয়ার্কার্স' এবং ইস্পাত শিল্পের মালিকদের মধ্যে নতুন একটি চুক্তির জন্য আলাপ-আলোচনা—মজুরি নিয়ে অন্তহীন দরকষাকষির একটি অধ্যায় ছাড়া আর কিছু বলে মনে হয় নি এবং সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত যুদ্ধোত্তর যুগের প্রতিটি চুক্তির মত এক্ষেত্রেও আপোষ মীমাংসা দেখতে পাওয়া যাবে। অসহায় জনসাধারণ ধরে নিয়েছিল যে, আবার ইস্পাতকর্মীদের মজুরি বাড়বে, তারপর আবার বিশেষ অনুপাতে ইস্পাতের দাম বাড়ানো হবে, এবং ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠবে।

মজুরিসংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার গোড়ার দিকে মালিকপক্ষের মনোভাব এবার মজুরি বৃদ্ধিতে সম্মত না হবার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রতিফলিত করেছিল। ইস্পাতশিল্পের মুখপাত্ররা দাবি করেছিল যে, একমাত্র এই উপায়েই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এবং তাদের এ সব যুক্তি জনসাধারণ বহুলাংশে সমর্থন

করেছিল। ইস্পাতকর্মীদের সংস্থাটি, অন্যদিকে ঘোষণা করেছিল যে, অধিকতর উৎপাদন ক্ষমতা ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির জন্য তারা আরো বেশি মজুরি পাবার অধিকারী। ইস্পাত শ্রমিকেরা দৃঢ়ভাবে বলেছিল যে, ইস্পাত কোম্পানী-গুলির মুনাফাই ইস্পাতের দাম না বাড়িয়ে কিছুটা মজুরি বাড়াতে মালিকদের সক্ষম করেছে। শুধু এই প্রসঙ্গেই মতৈক্য সহজসাধ্য ছিল না এবং কিছুদিন যাবার পর ধীরে ধীরে বোঝা গেল যে, এই বিরোধে অন্য প্রশ্নও জড়িত, কারণ পরিচালকপক্ষ সে সময়ের কাজ সম্বন্ধে চালু নিয়মকানুন বদলাতে চাইলে 'ইউনাইটেড্ ষ্টীল ওয়ার্কার্স'-এর প্রতিরোধ আরো দৃঢ় হয়ে উঠল। মজুরির বেলায় আপোষ সব সময়ই সম্ভব, কিন্তু মজুরির চেয়েও যে প্রশ্ন বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা তারা কিছুতেই ছাড়তে রাজী হল না।

এই পরিস্থিতিতে জুলাই-এর মাঝামাঝি চুক্তি নিয়ে আলাপ-আলোচনা ভেঙ্গে গেল এবং দেশের সর্বত্র ইস্পাতকর্মীরা ধর্মঘট ঘোষণা করে কারখানার বাইরে চলে এল। শ্রমিক ও মালিকপক্ষের পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভংগীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের পরবর্তী কয়েকটি প্রচেষ্টা বার বার একঘেয়েভাবে ব্যর্থ হল এবং প্রায় অন্তহীনভাবে চলতে থাকলে ও ইস্পাতের সরবরাহ প্রায় নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকলে জাতির সম্পূর্ণ আর্থিক ব্যবস্থায় দুর্বলতার চিহ্ন ধরা পড়তে লাগল। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ তখন পর্যন্ত সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ বুঝতে পারে নি এবং তারা সাধারণ মানুষের ব্যয়ে শ্রমিক ও মালিকদের মজুরি নিয়ে নিজস্ব লড়াই চালাতে দেখে শিল্পজগতের শান্তি ও সমৃদ্ধির স্বার্থে সরকারী হস্তক্ষেপ দাবি করতে শুরু করল। আইজেনহাওয়ার সরকার অতি মন্থরগতিতে ও অনেকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করল। প্রেসিডেণ্ট শ্রমিক-মালিক বিরোধে জড়িয়ে পড়তে একেবারেই ইচ্ছুক ছিলেন না। অবশেষে, তাঁকে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হতে হল এবং তিনি ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইনের অন্তর্গত জরুরী পরিস্থিতিকালীন ধারাগুলি অক্টোবরের শেষে প্রয়োগ করলেন। অর্থাৎ, তিনি ঘোষণা করলেন যে, অবিরত ইস্পাত ধর্মঘট জাতীয় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিপন্ন করে তুলেছে। তিনি একটি বিশেষ অনুসন্ধান পর্ষৎ নিযুক্ত করলেন এবং এই পর্ষৎ ধর্মঘটের নিষ্পত্তির কোনো ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছে না বলে যথারীতি জানালে তিনি ন্যায়দপ্তরকে শ্রমিকসংস্থাটির বিরুদ্ধে আটদিনের জন্য হুকুমনামা প্রয়োগের চেষ্টা করতে নির্দেশ দিলেন। বিভাগীয় আদালত দ্বারা গৃহীত হুকুমনামা সার্কিট আদালত বজায় রাখাল। শ্রমিক সংস্থাটি ধর্মঘট জাতির পক্ষে কোনো

আপৎকালীন অবস্থা সৃষ্টি করে নি এই যুক্তিতে (জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য আবশ্যক ইস্পাত নির্মাণ করার প্রতিশ্রুতি সংস্থা দিয়েছিল) আপীল করলেও সুপ্রীম কোর্ট ৭ই নভেম্বর, পক্ষে ৮ ও বিপক্ষে ১ ভোটে হুকুমনামা বজায় রাখল। তারপর ধর্মঘটী শ্রমিকেরা কাজে ফিরে গেলেও 'ইউনাইটেড ষ্টীল ওয়ার্কার্স' তিক্ততার সঙ্গে সরকারকে ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য আক্রমণ করল এবং নিজেদের দাবিতে অবিচলিত থেকে হুকুমনামার মেয়াদ শেষ হলে আবার ধর্মঘট করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রইল।

এই অচল অবস্থা অলঙ্ঘনীয় বলে মনে হচ্ছিল। মজুরিসংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছিল। কিন্তু যে ব্যাপারে কোনো পক্ষই কিছু ছাড়তে প্রস্তুত ছিল না, সেই সত্যিকারের বাধা ছিল কাজের নিয়মকানুন সংক্রান্ত বিরোধ এবং এসব নিয়মকানুনের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়তার সম্ভাব্য সম্পর্ক। বছরটি শেষ হতে চললে ধর্মঘট পুনরায় শুরু হবার সম্ভাবনা এবং পূর্বের সঞ্চিত ইস্পাত নিঃশেষ হয়ে গেলে জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থার উপর ধর্মঘটের মারাত্মক প্রভাব অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সংস্থা নিজেদের দাবিতে তখন পর্যন্ত অবিচলিত হয়ে রইল। বস্তুতঃ, আত্মসমর্পণ না করতে শ্রমিক সংস্থাটির দৃঢ় সঙ্কল্প কাজেব নিয়মকানুন সম্বন্ধে শিল্পপতিদের অনমনীয় মনোভাবের জন্য আরো শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিল। কাইজার কোম্পানী ইস্পাত শিল্পমালিকদের সম্মিলিত গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে এসে শ্রমিক সংস্থার সঙ্গে ভিন্ন একটি চুক্তি করায় কিছুদিনের জন্য মালিকদের দ্বিধাগ্রস্ত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আবার তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। শিল্পপতিদের মুখপাত্ররা বার বার যে কোনো চুক্তির অপবিহার্য শর্ত হিসাবে কাজের নিয়মকানুন পরিবর্তনের উপর জোর দিতে লাগল।

এমন সময় ১৯৬০ সালের ৫ই জানুয়ারী আকস্মিক ও নাটকীয়ভাবে একটি সমাধানের কথা ঘোষণা করা হল। ক্রমবর্ধমান আর্থিক ও রাজনৈতিক চাপ এবং ধর্মঘট আবার হতে দেওয়ার চেয়ে সরকার প্রতিকূল মীমাংসা মেনে নিতে তাদের বাধ্য করবে, এই আশঙ্কার সম্মুখীন হয়ে মালিকপক্ষ প্রকৃতপক্ষে আত্মসমর্পণ করল ও শ্রমিক সংস্থার সঙ্গে মিটমাট করে ফেলল। এই চুক্তি অনুসারে বর্ধিত হারে পেন্‌সন্ ও বীমার সুবিধা এবং পরে মজুরি বৃদ্ধির ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ শর্ত ছিল সে সময়ের কাজকর্মের নিয়মকানুন বজায় রাখার বন্দোবস্ত। ইস্পাতশিল্পে মানবিক সম্পর্কজনিত সমস্যাদি অনুধাবন করার

জন্য একটি এবং একজন নিরপেক্ষ সভাপতির তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কাজকর্মের পরিবেশ অনুধ্যান করার জন্য অন্য একটি, মোট দু'টি সংযুক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'ইউনাইটেড ষ্টীল ওয়ার্কার্স' সংস্থার নেতা, ডেভিড ম্যাকডোনাল্ড, এই চুক্তিকে এ পর্যন্ত এই সংস্থা দ্বারা সম্পাদিত সর্বশ্রেষ্ঠ চুক্তি বলে উল্লেখ করেছিলেন।

এ ধরনের একগুঁয়ে বিরোধিতা অতিক্রম করে শ্রমিক সংস্থাটির এই জয়লাভের প্রকৃত তাৎপর্য মজুরি বৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি প্রতিফলিত হয়েছিল স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে শ্রমিকদের অসুবিধা হ্রাস করার ব্যবস্থায়। বস্তুতঃ, এই জন্যই চার মাস ধরে কাজ বন্ধ রেখে শ্রমিকেরা এতটা মূল্য দিয়েছিল। এই বিরোধে জড়িত বিশেষ সংস্থাটির মতই এই জয়লাভ সমস্ত শ্রমিক সম্প্রদায়ের পক্ষেও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। কারণ, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত শিল্পপতিদের সংঘবদ্ধ বিরোধিতা সত্বেও তা লাভ করা গিয়েছিল। এবার অন্যান্য শিল্পও ইস্পাত কোম্পানীগুলিকে প্রবলভাবে সমর্থন করেছিল। সংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় সদস্যদের স্বার্থরক্ষার জন্য আবার নিজেদের আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও এবং ল্যাণ্ড্রাম-গ্রিফিন্ আইনে শ্রমিকদের প্রতিকূল বহু ধারা বর্তমান এই ব্যাখ্যা করলেও সংঘবদ্ধ শ্রমিকেরা যে আন্দোলনের প্রতিনিধি, তার মহান প্রাণশক্তি ও প্রবল ক্ষমতা তারা আর একবার দেখাতে পেরেছিল।

তা'হলেও একথা স্বীকার করতে হয়েছিল যে, পুঁজিপতিদের পক্ষে তো বটেই, কিন্তু তাদের চেয়েও বেশি করে জনসাধারণের পক্ষে, যে ধর্মঘট ইস্পাতশিল্প এতদিন ধরে পঙ্গু করে রেখেছিল এরকম আর একটি ধর্মঘটের আশঙ্কা জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থার পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। একথাও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, ট্যাফ্‌ট-হার্ট্‌লি আইনের জরুরী পরিস্থিতিসংক্রান্ত ধারাতে সমস্যার কোনো সমাধানই নেই। জনসাধারণের স্বার্থে আরো কার্যকর রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করার জন্য সযত্ন হওয়ার আবশ্যকতাও পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু নির্বাচনের বছরে কংগ্রেস এই প্রশ্নের সঙ্গে মোকাবিলা করতে ইচ্ছুক ছিল না এবং ঠিক সেই সময়ে এ বিষয়ে তৎপর হওয়ার জন্য নানা আলোচনা হতে থাকলেও একবার নিষ্পত্তি হয়ে যাবার পর মনে হতে লাগল যে ইস্পাত ধর্মঘট সবাই বিস্মৃত হয়ে গেছে। সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায় ও শিল্পপতিদের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনাচক্রের প্রস্তাব করা হয়েছিল। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার এই

প্রস্তাব অনুমোদন করেছিলেন এবং পরে এই সম্মেলন ডেকেও ছিলেন। কিন্তু দেশ আবার একবার জাতীয় আপৎকালীন পরিস্থিতির সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত কোনো শিল্পে ব্যাপক ধর্মঘট নিবারণ করার জন্য যে নতুন কিছু করা হবে, তার সামান্য লক্ষণই দেখা গিয়েছিল।

১৯৫৯ সালে অন্য কয়েকটি ধর্মঘটের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। 'ইনট্যাবন্যাশনাল লংশোরমেন' (বন্দর শ্রমিকদের সংস্থা) সংস্থাটির দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্মঘট এগুলির অন্তর্গত এবং প্রেসিডেন্ট এক্ষেত্রেও ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইনের জরুরী পবিস্থিতি-সংক্রান্ত ধারা প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু শিল্পজগতে ইস্পাত ধর্মঘটটিই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছিল। এই ধর্মঘটেব মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা সকলের কাছেই প্রকট হয়ে উঠেছিল। আর্থিক যুদ্ধক্ষেত্রে এই বিরোধ শ্রমিকদের চূড়ান্ত জয়লাভ রাজনৈতিক মঞ্চে তাদের পবাজয়ের ক্ষতিপূরণ করতে সাহায্য করেছিল। তা'হলেও 'এ এফ অব্‌ এল-সি আই ও'র নেতারা এ বছবের ঘটনাবলীর দ্বারা যে অনেকটা বিচলিত হযে পডেছিলেন, তা কার্যনির্বাহী সমিতিব ঘোষণা থেকে বোঝা গিয়েছিল। সমিতি বলেছিল যে, "শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক কয়েকটি ঝড শ্রমিক সংস্থাগুলি কোনো বকমে কাটিয়ে উঠতে পেবেছে।"

এসব ঘটনার পরিণতি হিসাবে বর্তমান শতাব্দীর সপ্তম দশকের সূচনায় সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায় নিজেদের কিছুটা অসুবিধাজনক পবিস্থিতিতে অবস্থিত দেখতে পেল। ইস্পাতশিল্পে জয়লাভ করলেও, দেশের শ্রমজীবীদের আবো বেশি সংগঠিত কবার অভিযান যে দুর্বল হয়ে গেছে এবং গত দশ বছর-বা আরো বেশি সময়ের তুলনায় জনমত যে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অনেকটা চলে গেছে, (ল্যাণ্ড্রাম্‌-গ্রিফিন্‌ আইনে নতুন বাধানিষেধের অন্তর্ভুক্তি এই বিরোধিতা প্রতিফলিত করেছিল) এসব কঠোর সত্য স্বীকার না করার কোনো উপায়ই রইল না। ১৯৫৯ সালের শরৎকালে 'এ এফ অব্‌ এল-সি আই ও' বাৎসবিক সম্মেলনে মিলিত হলে বোঝা গেল যে, নেতা ও সাধারণ সদস্যের মেজাজ কিছুটা বিষণ্ণ। সমস্ত শ্রমিক আন্দোলন নষ্ট অথবা দুর্বল করে ফেলতে বড বড ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত বলে অনুমিত পুনরুজ্জীবিত শ্রমিক-বিরোধী অভিযানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তর দেবার জন্য সংহতির আবশ্যকতাও ছিল এই সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্য এবং শ্রমিক বাহিনীর আভ্যন্তরীণ

পরিবর্তন ও স্বয়ংক্রিয়তার ক্রমবর্ধমান প্রভাবের দ্বারা উপস্থাপিত সমস্যার সমাধানের জন্য জনসাধারণের আস্থা আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় সম্ভবপর সবকিছু করতে 'এ এফ অব্ এল-সি আই ও'র নেতারা বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। ম্যাকক্লেলান সমিতির দ্বারা উদ্ঘাটিত দুর্নীতি ও অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জনের তথ্য যে ছবি তুলে ধরেছিল তা মুছে ফেলতে শ্রমিক নেতারা সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের সম্বন্ধে নতুন ধারণা সৃষ্টির অভিযান শুরু করলেন। শ্রমিক সম্প্রদায়কে একটি সামাজিক শক্তি হিসাবে চিত্রিত করতে হবে, যে সামাজিক শক্তিকে সভাপতি মিনী "কল্যাণ সাধনের যন্ত্র" বলে অভিহিত করেছিলেন। সদস্যদের মজুরি বৃদ্ধি ও উন্নততর কর্মপরিবেশের গতানুগতিক দাবি নিয়েই শুধু এই শক্তি সংশ্লিষ্ট থাকবে না, মার্কিন জাতির সামগ্রিক স্বার্থও তাকে বিবেচনা করতে হবে। নতুন এই প্রচার-অভিযানে শ্রমিক সম্প্রদায় যেসব অপেক্ষাকৃত ব্যাপক প্রশ্নে নিজস্ব মতামত জানিয়েছিল এবং সামাজিক ও আর্থিক উন্নতিতে যে অবদান রাখতে পেরেছিল তারই উপর জোর দেওয়া হল।

শ্রমিকদের পক্ষে অনেক কিছু বলার ছিল। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আরো বিস্তার ও ন্যূনতম মজুরির স্তর উন্নীতকরণ 'এ এফ অব্ এল-সি আই ও' সব সময়ই সমর্থন করে এসেছিল। উন্নত বাসস্থান, শিক্ষার জন্য অধিকতর সাহায্যদান, নাগরিক অধিকারের আরো কার্যকর রক্ষাকবচের দাবি তারা বার বার জানিয়েছিল। তারা জাতিগত সমন্বয় ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিগ্রোদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক-আচরণ বিলোপের সমর্থনে নিজেদের সংগঠনের মধ্যে এবং তার বাইরে স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগীর পরিচয় দিয়েছিল। উপরন্তু, যে পররাষ্ট্র-নীতি একই সঙ্গে সাম্যবাদী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতির প্রতিরক্ষা সম্ভব করে তুলবে এবং সমস্ত জগতের শান্তি ও স্বাধীনতা লাভের প্রতিটি উপায় অন্বেষণ করবে তা বজায় রাখার জন্য শ্রমিক সম্প্রদায় নিজেদের প্রভাব প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিল। ১৯৬০ সালের এপ্রিলে 'আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে সম্মেলনে' ('কন্‌ফারেন্স অন্ ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ারস্') তাদের কার্যক্রমের উপরোক্ত দিকগুলির উপর জোর দিয়ে 'এ এফ অব্ এল-সি আই ও' স্পষ্টতই জনসাধারণের মনে শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অনুকূল ও সহানুভূতি-সম্পন্ন চিত্র আরোপ করতে চেয়েছিল।

নেতারা শ্রমিকদের লক্ষ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্য প্রসারিত করার যতই চেষ্টা করে থাকুন না কেন এবং তাদের "নৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্বের" উপর যত জোরই

দিন না কেন শ্রমজীবীর মর্যাদাই কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান বিবেচ্য বিষয় রয়ে গেল। পূর্বের যে কোনো সময়ের মত শ্রমিকদের তাৎক্ষণিক স্বার্থ যেসব নীতি কার্যকরভাবে সংরক্ষিত ও সম্প্রসারিত করতে পারবে, সেগুলি প্রণয়নই শ্রমিক নেতাদের প্রধান কর্তব্য হয়ে রইল। শ্রমিকেরা জনসাধারণের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল এবং শ্রমিকেরা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত, এই মর্মে জনসাধারণের বিশ্বাসের উপরই তাদের সমর্থন দাঁড়িয়ে আছে, এই স্বীকৃতি নতুন যুগে শ্রমিকদের অবস্থার একটি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ বলে মনে করা যেতে পারে। এ সমস্ত ধারণা নিয়ে কার্যরত শ্রমিক নেতারা সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায়ের ঘনায়মান সমস্যা-গুলির সফল সমাধান করতে পারবে কী না তা ভবিষ্যতের জন্য তোলা রইল।

পুনশ্চ

আমেরিকার ইতিহাসে বরাবর কয়েকটি মূল উপাদান সব সময়ই সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে জীবনের স্বাধীনতা ও সুযোগ প্রকৃত শ্রেণী-সচেতনতার প্রসার নিবারণ করেছে। অভিবাসীদের অন্তহীন প্রবাহের ফলে সাধারণভাবে শ্রমিকদের যোগানে উদ্বৃত্ত—এই সেদিন পর্যন্তও কার্যকর শ্রমিক সংগঠন অস্বাভাবিকভাবে কঠিন করে তুলেছিল। জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত প্রভেদ বৃহদাকার উৎপাদন শিল্পে শ্রমিকদের সহযোগিতার পথে বেশ কিছু দিন প্রায় অলঙ্ঘনীয় বাধা হিসাবে কাজ করেছিল। পরিচালকরা বহুদিন ধরে প্রবলভাবে শ্রমিক সংস্থাগুলির বিরোধিতা করে এসেছে। শুধু আর্থিক সুবিধার যুক্তিতেই তারা এই বিরোধিতা করে নি, শিল্পে একচেটিয়া ব্যবসায়মূলক আচরণ সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ব্যাপক লেসে-ফেয়ের (অবাধ বাণিজ্যভিত্তিক) মতবাদ একজোট হয়ে কাজ করার জন্য সংঘবদ্ধ হতে শ্রমিকদের অধিকার অস্বীকার করেছিল।

আবার মার্কিন জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলন ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে যে ধরনের ধাঁচ দেখা গেছে, সেরকম কোনো সুসংবদ্ধ মতবাদ কখনই কোনোভাবে মেনে নেয় নি। শিল্প-বিপ্লবের গোড়ার দিকে আমেরিকার শ্রমিক নেতারা অস্পষ্টভাবে এমন এক সমবায়ভিত্তিক সাধারণতন্ত্র সৃষ্টি করার কথা ভেবেছিলেন, যেখানে শ্রমিকেরা শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের উপায়ের মালিক হতে পারবে। শিল্পায়নের কঠোর সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেয়ে এসব অবাস্তব কার্যক্রমে শিল্পায়নের তাৎপর্য থেকে পলায়নের চেষ্টা বলেই বেশি মনে হয়েছিল এবং শ্রমিকেরা খুব কম সময়ই এগুলিকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিল। তাদের নিজেদের এবং তার চেয়েও বেশি তাদের সন্তানসন্ততির জন্য যথেষ্ট সুযোগ মার্কিন জীবনে বর্তমান, এই বিশ্বাস গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রে তাদের মৌল আস্থা এনে দিয়েছে। সমাজের

বর্তমান কাঠামোর মধ্যে নিজেদের আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক উন্নতিতেই তারা প্রায় সম্পূর্ণভাবে আগ্রহ দেখিয়ে এসেছে।

আমেরিকার শ্রমিক সম্প্রদায় কখনই মার্কসীয় সমাজবাদের বক্তব্য দ্বারা গুরুতরভাবে প্রভাবিত হয় নি অথবা রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রশ্নে তাদের মূলতঃ রক্ষণশীল দৃষ্টিভংগী থেকে সরে আসে নি। 'আই ডব্লিউ ডব্লিউ'র দ্বারা অনুষ্ঠিত হিংসাত্মক কাজই হোক অথবা সাম্যবাদীদের প্রচার এবং চক্রান্তই হোক, মাঝে মাঝে যেসব চরমপন্থী কার্যকলাপ দেখা গিয়েছে সেগুলি শুধু মার্কিন শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যপন্থী মতামত বুঝতেই সাহায্য করে। আবার, বর্তমান যুগের আর্থিক পরিবর্তনের প্রভাবও অবাধ উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্রমিক সম্প্রদায়ের আস্থা বিন্দুমাত্র কমাতে সক্ষম হয় নি। শ্রমিকদের মত জানার জন্য সাম্প্রতিক ভোট গ্রহণ থেকে জানতে পারা যায় যে, এখনও যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তি ও সমষ্টির উন্নতির সম্ভাবনাতেই শুধু তারা বিশ্বাস করে না, তাদের মধ্যে অধিকাংশের দৃঢ়প্রত্যয় বর্তমানে যে তারা নিজেরা জীবনে যে প্রাচুর্য পেয়েছে তাদের সন্তানসন্ততি পাবে তার চেয়ে বেশি।

এসব কারণেই শ্রমিকদের একটি দল গড়ে তোলার প্রতিটি চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। সমাজবাদের মত কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকায় ঐক্যবদ্ধ না হতে পেরে আমেরিকার অন্য যে কোনো সম্প্রদায়ের সদস্যদের মতই শ্রমজীবীরা রাজনৈতিক আনুগত্যের দিক দিয়ে বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে, ইতিহাসেই একথা জানা যায়। তা'হলেও একটা সাধারণ মন্তব্য করতে গেলে বলা যায় যে, সামাজিক সংস্কার ও প্রগতিপন্থী অগ্রগমনের পক্ষেই তাদের প্রভাব কাজ করেছে। একটি শ্রেণী হিসাবে শ্রমজীবীদের প্রত্যক্ষ স্বার্থের চেয়ে শ্রমিক সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য অপেক্ষাকৃত ব্যাপক বলে প্রমাণিত হয়েছে। যে কোনো আর্থিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনের মত আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলনেও সুবিধাবাদ, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা, দায়িত্বজ্ঞানের অভাব আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনেও সুবিধাবাদ, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা, দায়িত্বজ্ঞানের অভাব আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনেও দেখা গেছে। কিন্তু প্রায় সব শ্রমিক নেতার চিন্তাধারাতেই প্রবল গণতান্ত্রিক প্রত্যয় অন্তর্নিহিত থেকেছে। তাঁরা এমন একটি সমাজের ক্রমবিকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন, যেখানে ক্রমবর্ধমান সমতার ভিত্তিতে মার্কিন জীবনের সুযোগসুবিধা ও পুরস্কার লাভ জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব হবে।

'জাতীয় শ্রমিক সংঘ' ও শ্রমিক-নাইটদের একটি শক্তিশালী সম্মিলিত শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলায় ব্যর্থতা উনবিংশ শতকের সমাপ্তিকালে নতুন পথের নিশানা দিয়েছিল। বাস্তবধর্মী ব্যবসায়ভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। শ্রমিক সংস্থার সদস্যদের কর্মপরিবেশের প্রত্যক্ষ উন্নতির বাইরে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক বা দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে 'এ এফ অব্ এল' দৃঢভাবে অস্বীকার করেছিল। তখনকার পরিস্থিতির সঙ্গে এই কার্যক্রম সঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং 'এ এফ অব্ এল' আমেরিকার শ্রমজীবীদের নিয়ে সর্বপ্রথম স্থায়ী জাতীয় মহাসংঘ গডে তুলতে সফল হয়েছিল। কিন্তু 'নয়া বন্দোবস্তের' ফলে যে সব সুযোগসুবিধা দেখা দিয়েছিল সেগুলি সাংগঠনিক দৃষ্টিভংগীতে পবিবর্তনের সূচনা করেছিল এবং রাজনীতি ও যে সব সংস্কার রাজনৈতিক কাজকর্মেব সাহায্যেই কেবল সম্ভব হয় তাতে উৎসাহ পুনরুজ্জীবিত করেছিল। বৃত্তিভিত্তিক শ্রমিক সংস্থার বিরোধী শিল্পভিত্তিক শ্রমিক সংস্থার দাবি পেশ করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত 'সি আই ও' এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করলেও, 'এ এফ অব্ এল'ও তাদের দৃষ্টিভংগী সম্প্রসারিত করেছিল এবং তাদের নীতি পরিবর্তিত কবেছিল। আজকের বহু শ্রমিকনেতার জীবনদর্শনেব সঙ্গে স্যামুয়েল গম্পাবসের জীবনদর্শনের চেয়ে উইলিয়াম সিল্ভিস ও টেবেন্স পাউডারলির দৃষ্টিভংগীরই বেশি মিল দেখা যায়। শ্রমিকসংস্থার সদস্যদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ স্বাভাবিকভাবে থাকলেও কয়েকটি সাধারণ উদ্দেশ্যে যে মতৈক্য দেখতে পাওয়া যায় তা শ্রমিক সংস্থার নিরাপত্তা অথবা কার্যকাল সম্বন্ধে চুক্তির প্রশ্ন অতিক্রম করে গেছে। আবার, শ্রমিক সম্প্রদায় আজও একটি তৃতীয় দলের ধারণার বিরোধী হলেও, পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে রাজনীতির দিক দিয়ে অনেক বেশি সক্রিয় এবং সফলও।

বস্তুতঃ, রাজনৈতিক ও আর্থিক উভয় দিক দিয়েই শ্রমিক সম্প্রদায় এতটা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে যে, কী ভাবে তারা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিক সংস্থার কার্যকলাপে ভালো ও মন্দ করার প্রচণ্ড সম্ভাবনা বর্তমান এবং অবাধ উদ্যোগের ভবিষ্যৎ দায়িত্বশীল শিল্প-নেতাদের উপর যতটা নির্ভরশীল, দায়িত্বশীল শ্রমিকনেতাদের উপর তার চেয়ে কম নির্ভরশীল নয়।

শ্রমজীবীদের অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি আমাদের আর্থিক ও সামাজিক

প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করতে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। অধিকতর মজুরির ফলে বর্ধিত ক্রয়ক্ষমতা এবং কাজের সময় কমে যাওয়ায় সামাজিক জীবনে আরো বেশি অংশগ্রহণের মাধ্যমেই মার্কিন জীবন পদ্ধতি বজায় রাখতে শ্রমিক সম্প্রদায় তাদের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। শ্রমিকদের সুযোগসুবিধা লাভ ভবিষ্যতে সমাজেরই সুযোগসুবিধা লাভ, এ কথা বললে কোনো ভুল হবে না। তা'হলেও আজকের শক্তিশালী শ্রমিক সংস্থাগুলি, অন্য কোনো কারণ না থাকলে শুধু তাদের আকারের জন্যই তাদের আর্থিক ক্ষমতা যথেচ্ছ প্রয়োগ করে গণতান্ত্রিক সমাজকে বিপন্ন করতে পারে। শিল্পে একচেটিয়া অধিকারের মতই শ্রমিকদের একচেটিয়া অধিকারও মেনে নেওয়া যায় না। সংঘবদ্ধ শ্রমিকেরাই করুক, কী সংঘবদ্ধ ব্যবসায়ীরাই করুক, যেসব নীতি জনসাধারণের স্বার্থ অবহেলা করে, সেগুলি সমান বিপজ্জনক হতে বাধ্য। যত প্রশস্ত বনিয়াদের উপরই দণ্ডায়মান হোক না কেন জাতির আর্থিক বা রাজনৈতিক জীবনে কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণহীন আধিপত্যলাভে গণতন্ত্র সম্মতি দিতে পারে না।

বিভিন্ন দিক দিয়ে যুদ্ধোত্তর যুগকে অস্বাভাবিক বলে মনে করা যেতে পারে। এ যুগের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সাম্যবাদী সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধমান বিপদের ফলে পররাষ্ট্রনীতির দীর্ঘকালব্যাপী প্রাধান্য। জাতীয় জীবনের অন্যান্য অংশের মত শ্রমিক-মালিক সম্পর্কও এই বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। ঊর্ধ্বগামী উৎপাদন বহুলাংশে জাতীয় প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সাহায্যের কাছে ঋণী। এই উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তারই পরিণতি মুদ্রাস্ফীতির চাপ জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থাকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছে, তাদের সম্মিলিত প্রভাব শ্রমিকদের আরো শক্তিশালী করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কারণ আর্থিক পরিচালক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিরোধের বিষয় শুধু শিল্পের আয়-বণ্টনেই অনেকটা সীমিত করে ফেলেছে। শিল্পজাত আয় এত বেড়ে গেছে যে, একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য মুনাফা ও ক্রমবর্ধমান মজুরি দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠেছে। কখনও কখনও আবার মুনাফা ও মজুরির হার অতীতের যে কোনো কৃতিত্ব ছাপিয়ে যাচ্ছে। এই সৌভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে আর্থিক ব্যবস্থায় মোটামুটি ভারসাম্য বিশাল খুচরা বিক্রয় ব্যবসায় ও বিশাল কৃষির সহযোগিতায় বিশাল শিল্প ও বিশাল শ্রমিক সম্প্রদায়ের পরস্পরবিরোধী শক্তি বজায় রাখতে পেরেছে। আবার, তার উপর সামাজিক নিরাপত্তা প্রসারিত করায় বিশাল সরকারের

আরো ব্যাপক ও কখনও কখনও সমস্যাকীর্ণ প্রভাব কাজ করেছে। আর্থিক অবনতি ও সম্ভাব্য ব্যবসায়মন্দা দ্বার পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলির এই ভারসাম্য কতটা প্রভাবিত হবে, সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিশাল সরকারের ভাবী ভূমিকাও অনিশ্চিত। তা'হলেও ১৯৬০ সালে সংঘবদ্ধ শ্রমিক সম্প্রদায় সদস্যদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য নিজেদের আর্থিক ক্ষমতার উপব, সম্পূর্ণভাবে না হলেও, অনেকটা নির্ভর করতে প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছিল। অনুকূল আইন প্রণয়নের গুরুত্ব যে তারা বুঝেছে তা ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইনের বিরুদ্ধে এবং রাজ্য "কাজ করিবার অধিকার" আইনের বিরুদ্ধে তাদের অবিরাম অভিমানেই জানা যায়। এই গুরুত্ব মেনে নিয়ে শ্রমিকদের নতুন দৃষ্টিভংগী, সর্বপ্রথম ওয়াগ্‌নার আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মূল নীতিগুলি যাতে আরো সাধারণভাবে বজায় রাখা যায় এজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন কামনা করেছিল। তারা কিন্তু বিশেষ বিশেষ সরকারী রক্ষাকবচ আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়ে নিতে চায় নি।

পরিচালক ও শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রতিককালে যে সব বিরোধ দেখা গেছে তা সময়ে সময়ে জাতির আর্থিক জীবনে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করেছে। মাঝে মাঝে এ সব বিরোধে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। এ কথা প্রত্যেককে স্বীকার করতে হয়েছে যে, নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলায় নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের ব্যর্থতা জনসাধারণেব কল্যাণ বিপন্ন করলে সামগ্রিক-ভাবে জনসাধাবণের স্বার্থ সংরক্ষণ বাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পূর্ববর্তী যুগের অবাধ উদ্যোগ ('লেসে-ফেয়ের') সম্বন্ধে ধাবণা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে। তা'হলেও আবার একবার বলা চলে যে, মুষ্টিমেয় যে কয়টি ধর্মঘট সত্যিই বিপজ্জনক আকাব ধারণ কবেছিল বা সরকরী হস্তক্ষেপ অপরিহার্য করে তুলেছিল, তাদের নিয়ে বাড়াবাড়ি সে সব অজস্র বিরোধের কথা অস্পষ্ট করে তোলে, যেখানে যৌথ দরকষাকষি সফল হয়েছিল এবং যেখানে ধর্মঘট অথবা কাজ বন্ধ না করেই পরিচালক ও শ্রমিকদের মধ্যে চুক্তি সম্ভব করেছিল।

এ ধরনের যৌথ দরকষাকষির ক্রমেই প্রসারশীল আলাপ-আলোচনা সময়িক-ভাবে ভেঙ্গে গেলে ক্রমেই বেশি আগ্রহের সঙ্গে সালিশি বা মধ্যস্থতা স্বীকার, সংস্থাদ্বারা প্রণীত চুক্তি আরো বেশি মেনে চলা এবং ধর্মঘটের প্রাদুর্ভাব হলে হিংসাত্মক কার্যকলাপের স্বল্পতা পরিচালক ও শ্রমিক সম্প্রদায় উভয়েরই ক্রমবর্ধমান দায়িত্বজ্ঞানের সপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক আধুনিক সমাজের সবচেয়ে জটিল সমস্যাগুলির মধ্যে এখনও পড়ে। তাহলেও শ্রমিকসংস্থাগুলির,

বিশেষ করে নতুন শিল্পভিত্তিক সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান পরিণত বুদ্ধি মহান এক অঙ্গীকার তুলে ধরেছে যে, নিজেদের অধিকার স্বীকার করানোর জন্য মার্কিন শ্রমিক সম্প্রদায়ের দীর্ঘ অভিযান শুধু তাদের সুবিধাই নয়, সমস্ত জাতির সুবিধা সম্ভব করে তুলছে।

১৯৬০ সালে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্বাধীন, গণতান্ত্রিক শ্রমিক সংস্থার অস্তিত্ব সমাজের প্রতিরক্ষায় শক্তিশালী প্রাচীর হিসাবে কাজ করে। সাম্যবাদের সর্বগ্রাসী বিপদের মুখোমুখি অন্য কোনো প্রভাব সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের মত এতটা প্রবলভাবে মার্কিন গণতন্ত্রের মূল নীতি বজায় রাখতে সক্ষম হয় নি। দেশে ও বিদেশে উদারপন্থী নীতি এই আন্দোলন সমর্থন করেছে এবং তা থেকে সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এই যে, আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলন সেই সব শক্তির সঙ্গেই সম্মিলিত হয়েছে, স্বাধীন ও নিরাপদ আমেরিকা সৃষ্টি করা ছিল যাদের ধ্যান ও ধারণা।

সমাপ্ত